REGTISERED. No 34

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

২য়, ভাগ
২য় সংখ্যা } বঙ্গাব্দ ১২৮১—১২ই বৈশাখ শুক্রবার। ১৮৭৪—২৪শে এপ্রেল { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭॥০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

গত সোমবার টাঁকশালের অধ্যক্ষ এচ, হাইড, মেজর ট্রেবর, মেজর লার্ড, ডরেক্টর আটকিনসন, ও ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেব বেঙ্গল মিউসিক স্কুল দেখিয়া ও দেশীয় যন্ত্রের বাদ্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছেন। এ বিদ্যালয়টী ক্রমে সকলেরই আদরণীয় হইতেছে।

ন্যাসনাল বজেট নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি দেশীয় কোন কৃতবিদ্যদ্বারা উত্তম কাগজে অতি পরিষ্কার রূপে মুদ্রিত হইতেছে। বাঙ্গলা ... দ পত্রের রিপোর্ট দেওয়া ইহাঁর ... বিশেষ উদ্দেশ্য দেখিয়া আমরা ... পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। ঈশ্বর প্রসাদে পত্রখানি চিরজীবী হউক।

আমাদিগের দিনাজপুরস্থ বন্ধু লিখিয়াছেন :—

দিনাজপুরের অন্তর্গত রঘুনাথপুরে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি হইতেছে। এখানে প্রায় ২।৩ শত বসতি আছে। আমরা প্রামাণিক মুখে শুনিয়াছি প্রায় ৫৬ ঘর নিরন্ন লোক অনন্য উপায়ে অবস্থিতি করিতেছে। এমন কি অনেকে পাঁচ সাত দিন কলাই মটর খাইয়া শেষকালে অনাহারে পতিত রহিয়াছে। আমাদিগের একটী বন্ধু স্বয়ং অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া নির্ণয় করিয়াছেন, যে অনাহারেও দুই একটী লোক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। একজন তাঁহাকে আপনার দুরবস্থা জ্ঞাত করিয়া বলিল যে যদ্যপি খাবার না পাওয়া যায় তাহার "লাঙ্গল" গরুটাকে হত্যা করিয়াও দুই দিন প্রাণ ধারণ করিবে। চাউল সচরাচর টাকায় একমণ বিক্রয় হইত, /৯ সের দাঁড়াইয়াছে, ক্রমে দর আরও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। এখানে সমগ্র দিনাজপুরের জন্য ১০ লক্ষ মণ চাউল ব্যবস্থিত হইয়াছে। এখন যদি অনাহারে সকলে প্রাণত্যাগ করে, কবে আর তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করা হইবে? রিলিফ কমিসনর রবিন্সন সাহেব নিশ্চিন্ত কি সচিন্ত আছেন বলিতে পারি না, কিন্তু এ গুলি অনুসন্ধান করা তাঁহার নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ভারত সংস্কারক।

বিগত বর্ষ।

(বিগত বারের শেষ।)

স্থানাভাবে গত সংখ্যক পত্রে আমরা প্রস্তাবিত বিষয় সমাপ্ত করিতে পারি নাই, এনিমিত্ত তাহার অবশিষ্ট ভাগ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ধর্ম্ম। গত বর্ষে এদেশে ধর্ম্ম বিষয়ে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কৃতবিদ্যদিগের অনুরাগের হ্রাস হইতেছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, কিন্তু আমরা তাহা দেখিতে পাই আর না পাই, ইহা দেখিতেছি যে প্রাচীন ধর্ম্মের নাম গ্রহণ ও প্রাচীন আচার ব্যবহার অবলম্বনে অনেক উচ্ছৃঙ্খল সভ্য বাঙ্গালীর মতি গতি পুনরায় ফিরিতেছে। হরিসভা বা ধর্ম্মসভার নামে অনেকে এক প্রকার নূতন হিন্দুধর্ম্মের সংগঠনেও বিলক্ষণ উৎসাহী। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের পথ এক প্রকার রুদ্ধ, কিন্তু তথাপি মিসনরীদিগের যত্নের ত্রুটী নাই, তাঁহারা খৃষ্ট সঙ্কীর্ত্তন ও অনাবৃত মাঠে বক্তৃতাপ্রভৃতি আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির বেগ যেরূপ চলিতেছিল, গতবর্ষে তাহা কিছু মন্দীভূত বোধ হয়। কিন্তু তাঁহাদিগকে আপনাদিগের ভূমিতে স্থিরীকৃত থাকিবার জন্য যত্নশীল দেখাযায়। তাঁহাদিগের ১১ই মাঘের গত সাংবৎসরিকে একটী বিশেষ আনন্দকর ঘটনা সংঘটিত হয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিগণের মধ্যে বেহার, আসাম, উড়িষ্যা, পঞ্জাব, ও সিন্ধু দেশীয় কয়েকটী প্রতিনিধি ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মদ্বারা যদি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন বিচ্ছিন্ন জাতি সকল এক প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হয়, তদপেক্ষা গৌরবের আর কিছুই নাই।

কৃতবিদ্য বাঙ্গালী—বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরে রাজস্ব ও অন্যান্য বিষয়ক উন্নতি সাধন করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বাবু আনন্দমোহন বসু ইংলণ্ডে প্রথম রাঙ্গলার হইয়াছেন। বিলাত হইতে সিবিল সর্ব্বিস, চিকিৎসা ও বারিষ্টরী পরীক্ষায় অনেকে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন। কতকগুলি কৃতবিদ্য বাঙ্গালী ইংলণ্ডে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ধর্ম্মপ্রচারার্থ বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

দেশীয় শিল্প। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের অনেক গুলি কৃতবিদ্য দেশীয় শিল্পোন্নতির সভা স্থাপন করিয়াছেন এবং বিলাতী কল আনাইয়া কোন কোন প্রকার শিল্পোৎপাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহাদিগের উদ্যোগ যে নিরর্থ নয়, মাঞ্চেষ্টারের শিল্পজীবীদিগের হিংসা প্রকাশ দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশে বাক্যাড়ম্বরই সার, তথাপি একজন সুবুদ্ধি বাঙ্গালী একটী মুদ্রাযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

দেশীয় রাজগণ। ইহাঁদিগের প্রায় সকলেই ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অনুকরণে স্ব স্ব রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সচেষ্ট। কাশ্মীর, জয়পুর, গোয়ালিয়ার প্রভৃতি এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন। বরদার রাজার চরিত্র ও শাসনের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপিত হওয়াতে তাঁহার উপর এক কমিসন বসে, এটী নিতান্ত লজ্জাকর ঘটনা বলিতে হইবে।

ঋতুপরিবর্ত্ত। বঙ্গদেশ ও ভারতের কোন কোন স্থানে এবার ঋতু পরিবর্ত্তনের গতি ... শ্চর্য্য! গতবর্ষের অনাবৃষ্টি প্রসিদ্ধ এবং ... জন্য বাঙ্গলা দেশে হাহাকার। গ্রীষ্ম ও ... দুই ঋ... বলে পরস্পরের সহিত ... ...ণ গ্রীষ্ম ১০।১২ ঘ

...করা যায় নাই ...। শীত ১৯।২০ বৎসরের মধ্যে হয় নাই। শীতকালের সঙ্গে বর্ষাকালের এরূপ সন্ধিও অনেক কাল দৃষ্ট হয় নাই।

প্রত্যন্ত দেশ। ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত ডফলা নামক এক ক্ষুদ্রজাতি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করে, কিন্তু অল্পায়াসেই তাহাদিগের দমন সম্পন্ন হয়। পশ্চিম সীমান্ত কাবুলের গোলযোগই বিশেষ প্রয়োজনীয়। কাবুলের আমীরের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যাকুব খাঁর বিবাদ চলিতেছে। আমীর কনিষ্ঠ পুত্রকে আপনার উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন লাভ করিয়াছেন। যাকুব রুসীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইবার চেষ্টা করেন, একণে যুদ্ধদ্বারা কাবুলের দুইটী স্থান অধিকার করিয়া সসৈন্যে পিতার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন।

আসিয়াস্থ জাতি। গত বর্ষে জাপানে আভ্যন্তরিক মহৎ পরিবর্ত্তনের সংবাদ শ্রুত হওয়া গিয়াছে। জাপানের রাজপুরুষেরা দেশীয় প্রাচীন প্রথাদির লোপ করিয়া ইংলণ্ডীয় ভাষা ও আচার ব্যবহার স্বদেশেপ্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করেন, ইহাদ্বারা একটী ঘোরতর গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়াছে। শ্যামের রাজা ভারতবর্ষ দেখিয়া গিয়াছেন এবং স্বদেশে ইউরোপীয় অনেক সভ্যাচার সংরোপণ করিয়াছেন। পারস্যরাজ রুসিয়া, জর্ম্মণি ও ইংলণ্ড দর্শন করিয়া এবং বারণ রিউটারের হস্তে স্বদেশীয় রেলওয়ে আদি নির্ম্মাণের ভারার্পণ করিয়া আসিয়াস্থ সকল রাজার অপেক্ষা অধিক বাহাদুরী লইয়াছেন। সুমাত্রাদ্বীপের আচীনেরা এবার ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক বিষয়ে আপনাদিগের প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইউরোপের বিশেষ ঘটনা। বিয়ানা প্রদর্শনে পৃথিবীর সর্ব্বদেশ হইতে দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। ভারতবর্ষের অনেক সামগ্রীর বিশেষ সুখ্যাতি হইয়াছে। তুরুস্ক হইতে বাইবেল নিষ্কাশিত হইয়াছে। খিবা জয় করিয়া রুসিয়েরা মধ্য আসিয়ায় ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছে।

ইংলণ্ডের বহিরনুষ্ঠান। গত বৎসর ইংলণ্ড ঝান্‌জিবরের রাজাকে শাসন করিয়া তাঁহার দেশ হইতে দাসব্যবসায় উঠাইয়া দিয়াছেন, এজন্য জগতের নিকট ধন্যবাদার্হ। যুদ্ধে অসভ্য আসাণ্টি রাজকে পরাস্ত করিয়া একটী নূতন জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রুসীয় রাজকন্যার সহিত মধ্যম রাজকুমারের বিবাহ সম্পন্ন করিয়া একটী গৌরবের কার্য্য করিয়াছেন।

আমাদিগের পাঠকগণকে একবার সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে নমস্কার না। করিয়া লেখনীকে বিশ্রাম দিতে

যেরূপ অল্প, তাহাতে আপনাদি-

নিতান্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকি, কিন্তু তাঁহারা আমাদিগের প্রতি আশাতীত সহৃদয়তা ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহাদিগের এরূপ শুভ কামনা পাইলে আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা এ বৎসর কর্ত্তব্য সাধনে অধিকতর কৃতকার্য্য হইব সম্পূর্ণ রূপে এরূপ আশা করিতেছি।

যোড়াসাঁকো বিদ্বজ্জনগণ সমাগম সভা।

ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশে বিদ্বান্ লোকেরা ইতর লোকদিকের ন্যায় সামান্য আমোদ প্রমোদ করিয়াই সন্তুষ্ট হন না। জ্ঞানজনিত বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগের জন্য তাঁহারা সময় সময় একত্র হন এবং কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা করিয়া চিত্তের স্বাস্থ্য ও প্রসন্নতা বৃদ্ধি করেন। এ প্রকার সম্মিলন পূর্ব্বেকালে ভারতবর্ষের অজ্ঞাত ছিল না। প্রত্যেক রাজ সভা, চতুষ্পাঠী বা আশ্রমপদ নানাবিধ জ্ঞানালোচনা ও সদালাপজনিত সুখের আবাসস্থান ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে জাতীয় স্বাধীনতা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যোৎসাহ ও কাব্যামোদেরও বিলোপ হইয়াছে। মুসলমান রাজাদিগের মধ্যে সদাশয় ব্যক্তিগণের রাজত্ব সময়ে তথাপি এ শুভ ব্যাপার সময় সময় দেখা যাইত, কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। ইংরাজেরা আমাদিগের অনেক বিষয়ে উন্নতি ও সুখ সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ, কিন্তু তাঁহারা যে আমাদিগের জাতীয় কাব্যশাস্ত্রালোচনা সুখ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত বা নিরুৎসাহিত করিয়াছেন, এতদপেক্ষা আর মর্ম্মান্তিক দুঃখ আমাদিগের কিছুই নাই। ইহাতে তাঁহাদিগের দোষই বা কি? আমাদিগের ভাগ্যেরই দোষ। যাঁহারা আমাদিগের জাতীয় সঙ্গীত সাহিত্য রসানভিজ্ঞ, তাঁহাদিগের নিকট সে বিষয়ের উৎসাহ লাভের প্রত্যাশা করা বৃথা। সে বিষয়ের সহিত তাঁহাদিগের সংস্পর্শ হিতের না হইয়া বরং অহিতেরই হেতু হইয়া উঠে। ইহা না হইলে ক্যাম্বেল সাহেব বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে আসিয়া কেন বলিবেন "যদিও বাঙ্গালা ভাষায় আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তথাপি আমার বিবেচনায় ইহা সংস্কৃতাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া বিজাতীকৃত হইয়া গিয়াছে।" তিনি আদালতী বিশুদ্ধ বাঙ্গালালঙ্কারে পাঠ্য পুস্তক সকল সুসজ্জিত দেখিতেই বা কেন ... এ দেশীয় ... সাহিত্য রসে এরূপ বিকৃতরুচি হইতে পারেন না। যাহাহউক যখন ঈশ্বরেচ্ছা বিদেশীয় রাজাদিগের অধীনস্থ হইয়াই আমাদিগকে থাকিতে হইতেছে, তখন দেশের যে সকল কল্যাণকর কার্য্য তাহাদিগের দ্বারা সম্পন্ন না হইবে, আপনাদিগকেই তাহার পূরণ করিয়া লইতে হইবে। স্বজাতীয় সাহিত্যের উৎসাহদান একটী এ দেশের মহৎ অভাব। আমরা অনেকদিন অবধি এ অভাব অনুভব করিয়াছি, কিন্তু কিসে তাহার মোচন হইবে বুঝিতে পারিতে না। স্বজাতীয় রাজা থাকিলে হইত তাহা নাই, স্বজাতীয়দিগের মধ্যে ঐ সদ্ভাব থাকিলে হইত তাহা নাই, বিজাতীয় রাজা এ দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত হইয়া ইহার গুণগ্রাহী হইলে হইত তাহারও উপায় দেখিতে পাই না এ সময় এ শুভকার্য্যে যিনি উদ্যোগী হইবেন, তিনি আমাদিগের পরমবন্ধু সন্দেহ নাই।

আমরা গত সপ্তাহে প্রস্তাবিত বিষয়ে যে একটা বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, গত শনিবার রাত্রে তাহা কার্য্যে পরিণত দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সিবিলিয়ান বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে বাঙ্গলা গ্রন্থকার ও সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগের অনেকে তাঁহাদিগের যোড়াসাঁকোর ভবনে সমাগত হন। অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মধ্যে আমরা এই কয় ব্যক্তিকে দর্শন করিলাম—রেবরণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো...

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো। সর্ব্বশুদ্ধ ন্যূনাধিক ১০০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। নিমন্ত্রয়িতা মহাত্মারা ভদ্রোচিত অভ্যর্থনার ত্রুটি করেন নাই। সভাস্থলে একটী যুবা প্রথমে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দীপনী কবিতামালা উচ্চ গম্ভীর স্বরে ও উপযুক্ত ভাবভঙ্গীর সহিত অনর্গল আবৃত্তি করিলেন, তাহাতে আসর বেশ গরম হইয়া উঠিল। আমরা বহুদিন বিস্মৃত একটী জাতীয় ভাব অনুভব করিলাম, এবং ইংরাজাধীনে বা স্বাধীন রাজ্যে বাস করিতেছি বোধগম্য করিতে পারিলাম না। পরে কবিরত্ন মৃত অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের গুণব্যাখ্যা পূর্ব্বক একটী সঙ্গীত করিয়া, শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত করিলেন। তিনি তৎপরে স্বকৃত আর একটী শ্রুতিমধুর গান করিলেন, তাহাতে বিলাতী দ্রব্যের সহিত এদেশীয় দ্রব্যের বিনিময়ে ভারতের সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট ক্রন্দন করা হইতেছে। অতঃপর ঠাকুর পরিবারের ছোট ছোট কয়েকটী বালক বালিকা চৌতাল প্রভৃতি তালে তানলয় বিশুদ্ধ সঙ্গীত করিয়া সভাস্থবর্গকে চমৎকৃত করিল। তৎপরে আমন্ত্রকগণ উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে কিছু কিছু বলিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কেহ কিছু বলিলেন না। ইহাতে কবিরত্ন পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিতে গেলেন, কিন্তু তিনি এবার এরূপ একটী ইতর গান ধরিলেন, যে সভা এককালে মাটী হইয়া গেল এবং তাঁহাকে বসাইয়া দিতে হইল। পরে জ্যোতিরিন্দ্র বাবু এক অঙ্ক নাটক পাঠ করিলেন, তাহাতে পুরুরাজা যবন শত্রু নিপাত করিবার জন্য সৈন্য দলকে উত্তেজিত করিতেছেন এবং সৈন্যদল তাঁহার বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বীরমদে মাতিতেছে। তদনন্তর দ্বিজেন্দ্র বাবু স্ব রচিত 'সপ্ন' বিষয়ক একটী সুন্দর কবিতা পাঠ করিলে শিশুরা সঙ্গীত করিতে লাগিল এবং পান, গোলাপের তোড়া, পুষ্পমালা প্রভৃতি দ্বারা নিমন্ত্রিতগণের প্রতি সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক সভাকার্য্য শেষ হইল।

বিদ্বন্মণ্ডলীর এই প্রথম অধিবেশন দর্শনে আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, যে আশা করিয়া গিয়াছিলাম, তাহা সফল করিতে পারি নাই। সভাটী অনেকটা প্রদর্শনের মত হইয়াছে এবং জাতীয় মেলা প্রভৃতিতে যাহা হয় এখানে যেন তাহার পুনরাবৃত্তি হইল, বোধ হইয়াছে। নানা স্থান হইতে বিদ্বান্ জনগণ একত্র হইয়া মূকের ন্যায় বসিয়া রহিলেন এবং পান চিবাইতে ও আলবোলা টানিতে টানিতে দুইটা পুরাতন কবিতা কি সঙ্গীত শুনিলেন ইহাতে আর কি হইল? বিশেষতঃ কার্য্যপ্রণালী বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক পূর্ব্বে স্থিরীকৃত না হওয়াতে কতকগুলি বিষয় নিতান্ত কষ্টের কারণ হইয়াছে। সভাস্থগণ এখানে যদি মন খুলিয়া পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতে পারিতেন, অথবা কোন সাহিত্য বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে সভার উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হইত। এইটী সম্ভব না হইলে বিদ্বান্‌দিগের সমাগম ও অপগমে বিশেষ কি? আমরা আর একটী বিষয় দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম, কোন কোন কলিকাতাস্থ বাঙ্গালা সম্পাদক ও গ্রন্থকার আহূত হন নাই, দলাদলির ভাব যদি ইহার কারণ হয় যে উদার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান অনুষ্ঠানটীর সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা সফল হইবার পক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ রহিল!

আমরা এখন আর অধিক বলিতে চাহি না, এ সভা যদি স্থায়ী হয়, মনের সকল ভাব প্রকাশ করিব। আমরা ইহার বিরুদ্ধে যে কয়েকটী কথা বলিলাম, ইহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা আমাদিগকে তাহা বলিতে বাধ্য করিল। ইহার উদ্যোগ কর্ত্তারা যে বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রচারী উপেক্ষিত লোকদিগকে আহ্বান করিয়া এত সমাদর করিয়াছেন এবং এক স্থানে এতগুলি লোককে সমবেত করিয়াছেন এজন্য সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত পুনরায় আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের ঐকান্ত অনুরোধ, তাঁহারা এ অনুষ্ঠান করিয়া আমাদিগের মনে যে আশার সঞ্চার করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ না করিয়া যেন উদ্যোগ ভঙ্গ না করেন। এ বিষয়ে দেশীয় সাহিত্যানুরাগী সকল ব্যক্তিরও সহকারিতা অবশ্য কর্ত্তব্য।

রুসিয়ার ভারতবর্ষাধিকারের সম্ভাবনা।

রুসিয়া যে ভারতবর্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডীয় রাজপরিবারের সহিত রুসীয় রাজপরিবারের বহুবিধ পুরাতন ও নূতন পরিবারিক সম্বন্ধ, বহুকালের প্রণয় ও ও সন্ধি বা রুসীয় রাজকন্যার সহিত রাজকুমার আল্‌ফ্রেডের অভিনব উদ্বাহ ঘটনা এ লক্ষ্যের অন্তরায় হইবার নহে। নৈকট্য সম্বন্ধ রাজগণের কার্য্য নীতি পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ফ্রান্সের সিংহাসনে আপনাকে ও আপনার বংশকে সুদৃঢ় করিবার জন্য অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্সিসের কন্যাকে পত্নীত্বে বরণ করেন, কিন্তু সেই ফ্রান্সিসই তাঁহার পতনের এক প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। রাজারা যে কার্য্য কালে সম্বন্ধ বিচার করেন না, ফ্রান্সিসের আচরণই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। ভারতবর্ষের প্রতি যদি রুসিয়ার লোভ যথার্থই পড়িয়া থাকে, প্রণয় বা সন্ধি সম্বন্ধে সে লোভকে নিবারণ করিতে পারিবে না। আমরা এ বিষয়ে রাজকুলকে বিশ্বাস করি না। রাজসম্পদের কথা দূরে থাকুক, সামান্য ধন সম্পদে মনুষ্য প্রকৃতির সচরাচর বিকৃতি সম্পাদন করিয়া থাকে। সাধারণ মনুষ্যগণ মধ্যে যাহা অসম্ভব, রাজগণ মধ্যে তাহা তাদৃশ অসম্ভব নহে। ডিউক অফ এডিন বরার বিবাহে এ লোভ যদি কিছুদিনের জন্য নিরস্ত থকে, তাহাই যথেষ্ট।

তদধিক আমরা কখনই প্রত্যাশা করিতে পারি না।

সম্বন্ধের অস্তিত্ব রুসীয়দিগের ভারতাধিকারের অন্তরায় না হইলেও তাঁহাদিগের আশার পথে কতিপয় দুরতিক্রমণীয় অন্তরায় বর্ত্তমান আছে। প্রথমতঃ ইংলণ্ডীয় ক্ষমতার মহতী খ্যাতি। যদিও প্রুসিয়া এবিষয়ে এক্ষণে অদ্বিতীয় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং অনেকের মতে ইংলণ্ডকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছেন, তথাপি অনেক কারণে ইংলণ্ডকে ভয় করিয়া সকলকেই চলিতে হয়। ইংলণ্ড সমুদ্রের অধীশ্বর। সমুদ্র তীরবর্ত্তী যাবতীয় রাজ্যকে ইংলণ্ডের ভয়ে ভীত থাকিতে হয়। বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয় ক্ষমতার যে হ্রাস হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। কয়েক বৎসরাবধি ইংলণ্ডীয় ক্ষমতার পরীক্ষা হয় নাই বলিয়া লোকে তৎপ্রতি সন্দিহান হইয়াছে, এ সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক হইতে পারে। সুপ্ত সিংহ জাগরিত হইলে সমস্ত অরণ্যকে আকুলিত করিয়া তুলিবে।

দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডের ধন। ইংলণ্ড কুবেরের ভাণ্ডার। সমস্ত ইউরোপের ধনের সঙ্গে ইংলণ্ডের ধনের তুলনা সম্ভব। সমস্ত পৃথিবীর বাণিজ্য ইংলণ্ডের হস্তে। সমস্ত পৃথিবী সহস্র হস্তে ইংলণ্ডের উপর ধন বর্ষণ করিতেছে। যুদ্ধ ঘটনা হইলে, ইংলণ্ড অকাতরে যত অর্থব্যয় করিতে পারেন, সমস্ত ইউরোপ একত্র হইয়াও তাহা পারেন কি না সন্দেহ।

তৃতীয়তঃ রুসিয়া শীঘ্র ভারতবর্ষে আসিবার পথ পাইবেন না। জল পথে রুসিয়ার কোন আশা ভরসা নাই। স্থল পথে আসিতে হইলে, খাইবার পাসই একমাত্র পথ। সে পথ স্বভাবতঃ এতাদৃশ দুর্গম যে সে দিক্ দিয়া রুসিয়া যদি কোন উপায়ে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে লোকে চিরকাল এই ঘটনাকে একটী লোকাতীত লোমহর্ষণ ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করিবে।

চতুর্থতঃ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের অভিজ্ঞতা ও রুসিয়ার অনভিজ্ঞতা। রুসিয়া এ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য গুপ্তভাবে কোন প্রকার চেষ্টা পাইতেছেন কি না জানি না। প্রুসিয়া যেমন গোপনে গোপনে ফ্রান্স দেশের বিশেষজ্ঞ হইয়া দেশবাসী ফরাসীদিগকে চমকিত করিয়াছিলেন, রুসিয়া যদি সেইরূপ অন্তঃসলিলে আসিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভে কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে অবশ্যই একটু ভয়ের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরাজেরা এ বিষয়ে অসতর্ক থাকিবেন তাহা বোধ হয় না। কতকগুলি সম্ভ্রান্ত রুসীয় ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে আসিয়া মৃগয়ারম্ভ করিয়াছেন, এইরূপ নানা ছলে অনেক রুসীয় এতদ্দেশে পদার্পণ করিতে পারেন। ইহাঁদের উপর, গবর্ণমেণ্ট যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বিস্মৃত না হন।

পঞ্চমতঃ এতদ্দেশীয়দিগের ইংরেজানুরাগ। রুসিয়া ভারতবর্ষের দ্বার দেশে উপস্থিত হইলে, কাবুল ও কাশ্মীরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করিতে হইবে। কাবুল ইংরাজ পক্ষ অবলম্বন করিবেন কি না তাহার স্থিরতা নাই, গৃহ যুদ্ধানলে এ রাজ্য এখন দগ্ধ হইতেছে। ইহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। কাশ্মীরের বিষয়ও সন্দেহ স্থল। অনেক কারণে কাশ্মীর ইংরাজদিগের উপর অসন্তুষ্ট বলিয়া বোধ হয় এবং ইতিমধ্যে রুসীয় পক্ষপাতিত্বের আভাস প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা হউক রুসিয়া যদি কৌশলক্রমে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার কৃতকার্য্যতা লাভের প্রত্যাশা অতি অল্পই।

রুসিয়া আসিলে ভারতবর্ষীয় রাজগণ ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করিবেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা যদিও মধ্যে মধ্যে ইংরাজদিগের আচরণে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইংরাজেরা একাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজ্য, সুখসম্পদ ও মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং দীর্ঘকালের পরিচয় নিবন্ধন তাঁহাদের বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন। রুসিয়া নানা প্রকার আশা ভরসা দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিলেও তাঁহারা ইহার প্রতি সন্দেহনেত্রে দৃষ্টিপাত করিবেন। বিশেষতঃ তাঁহারা যে সুখ শান্তি সম্ভোগ করিতেছেন, তাহা বিনাশের ভয় সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকে রুসিয়ার পক্ষ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রাখিবে। রাজগণ ইংরাজ পক্ষ থাকিলে ভারতবর্ষে রুসিয়ার আশ্রয় প্রাপ্তিরও সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নাই।

দেশীয় অপরাপর লোকে, ইংরাজ রাজত্বের উপর কোন কোন কারণে অসন্তুষ্ট থাকিলেও তৎপ্রসাদে যে অশেষ সুখ সম্ভোগ করিতেছে ইহা বিলক্ষণ অবগত আছে। ইংরাজেরা সাধারণতঃ সুবিচার করেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক অত্যাচার করেন না এবং আপনাদিগের দোষ ও ক্রটি জানিতে পারিলে সংশোধন করেন ইহা অনেকে জানেন। রুসীয়েরা আসিয়া কিরূপ আচরণ প্রণালী অবলম্বন করিবেন তাহা অন্ধকারের গর্ভে প্রচ্ছন্ন। হঠাৎ কেহ অপরিচিত জাতির পক্ষপাতী হইবেন ইহা সম্ভবপর নহে।

অপর সাধারণ ও দেশীয় রাজগণ সহায় থাকিলে ইংরাজদের আশঙ্কা করিবার কারণ কি? তাঁহারা জানিবেন প্রজাবর্গের হৃদয় তাহাদের প্রধান দুর্গ, তাহা অধিকার করিয়া থাকিতে পারিলে সহস্র রুসীয় জাতির নিকটেও তাঁহারা অজেয় থাকিবেন। এইটী স্মরণপূর্ব্বক তাঁহারা নির্ভয়ে কার্য্য করিতে থাকুন।

বাঙ্গালী বাবু ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালীরাই সর্ব্বাগ্রে ইংরাজ জাতির সঙ্গে বিশেষরূপে পরিচিত হন। বঙ্গদেশই বৃহদায়তন ইংলণ্ডীয় ভারত সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি এবং যথার্থই ভারতবর্ষীয় বৃটীশ রাজলক্ষ্মীর প্রসূতি। এই প্রদেশের লোক সর্ব্ব প্রথমেই ইংরাজদিগের ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং সর্ব্বাগ্রেই রাজ কর্ম্মে ইংরাজদিগকে সাহায্য করিবার উপযুক্ত হন। রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, যখন ইংরাজেরা বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহারা বঙ্গবাসীদিগকে সমভিব্যাহারে লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন এই বাঙ্গালী বাবুরা ইংরাজদিগের নিকটে বহুমানের আস্পদ ছিলেন,তখন ইহাঁরাই তাঁহাদিগের বিশ্বাসের পাত্র, পরামর্শের স্থল ও সকল বিষয়ের সহায় ছিলেন। [illegible] ভিন্ন তাঁহাদের আর গত্যন্তর ছিল না।

চক্রের পরিবর্ত্তনের ন্যায় কালের পরিবর্ত্তনে সকলই এখন বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংরাজদিগের এখন আর সে কাল নাই, বাঙ্গালীদিগের এখন আর সে সম্মানও নাই। যে বাঙ্গালী বাবু ভিন্ন ইংরাজদিগের কোন কর্ম্মই চলিত না, এখন তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অসহ্যপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীরা এখন সকল দিক্ হইতেই পরিত্যক্ত হইতেছেন। বঙ্গদেশের ইংরাজেরা যেমন, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ইংরাজেরাও তেমনি তাঁহাদিগকে দেখিতে পারেন না। কর্ম্মের সকল দ্বার হতভাগ্য বাবু দিগের প্রতি রুদ্ধ হইতেছে। এখন ইংরাজ বর্জ্জিত প্রদেশে প্রস্থান ভিন্ন বাঙ্গালি কর্ম্মচারীদিগের আর উন্নতি লাভের উপায়ান্তর দৃষ্ট হয় না। ইংলিস ম্যান স্পষ্টই বলিয়াছেন বাঙ্গালী বাবুরা এখন ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি অন্য প্রকার জীবিকা অবলম্বনের চেষ্টা করুন।

পুরাতন বন্ধু বাঙ্গালী বাবুদিগের প্রতি এক্ষণকার ইংরাজদিগের এরূপ বিরুদ্ধ ব্যবহারের কারণ কি? ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদিগকে অনধিকার প্রবেশেচ্ছু গো মেষের ন্যায় তাড়ান হইতেছে কেন? আলোয়ার পলিটিকাল এজেন্ট মহাত্মা কার্ডেল সাহেব কৃতবিদ্য বাবু দ্বয়কে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক তাঁহার বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া পশ্চাৎ কেন তাঁহাদিগকে অপমানের সহিত তাড়াইয়া দিলেন? শুদ্ধ উত্তর পশ্চিম কেন? বঙ্গদেশীয় রাজপুরুষেরা ও কেন বাঙ্গালী ছাড়িয়া আগে মুসলমান ভ্রাতাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা পান?

এই সকল দুর্ব্যবহারের প্রথম ও প্রধান কারণ এই যে বাবুরা ইংরাজদিগকে তোষামোদ ও খোসামোদ করিতে অক্ষম। তা বলিয়া ইহাঁরা ইংরাজ রাজপুরুষদিগের প্রতি ভদ্রোচিত ব্যবহারে কখনই পরাঙ্মুখ নহেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে শ্বেতকায় মহাপুরুষেরা এখন আর কেবল ভদ্রোচিত ব্যবহারে সন্তোষলাভ করিতে পারেন না। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসীগণ রাজপুরুষদিগকে যে রূপ অবনত ভাবে রাজসম্মান প্রদান করিয়া থাকেন, ইংরাজেরা বঙ্গবাসীর নিকটও সেইরূপ ব্যবহার আদায় করিতে চাহেন। কিন্তু নানা কারণে বঙ্গবাসীরা তাহাদের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে অক্ষম।

প্রথমতঃ বঙ্গবাসীরা এরূপ অবনত ব্যবহারে অভ্যস্ত নহেন। মুসলমান সম্রাটদিগের সময় বঙ্গদেশ সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত ভাগে পড়িয়াছিল। বঙ্গবাসীদিগের সঙ্গে রাজপুরুষদিগের কদাচিৎ দেখা সাক্ষাৎ হইত। বিশেষতঃ এক্ষণকার শ্বেতাঙ্গ মাত্রই যেমন রাজসম্মানের অধিকারী বলিয়া আপনাকে মনে করেন, মুসলমানেরা সেরূপ করিতেন না। মুসলমান রাজত্বকালে, কেবল সম্রাট, ও সম্রাট্‌পরিবার,রাজসচীব ও সুবেদারেরা রাজসম্মানের অধিকারী ছিলেন। অপরাপর রাজকর্ম্মচারীরা তাহা সাধারণের নিকট প্রাপ্ত হইতেন না, প্রত্যাশাও করিতেন না। শ্বেতকায় পুরুষেরা যেরূপ দেশীয়দিগের সঙ্গে একটী মহৎ প্রভেদ রক্ষা করিতে চান, মুসলমানেরা সেরূপ করিতে লালায়িত হইতেন না। তখন হিন্দু মুসলমান পরস্পরে স্বজাতির আচরিত ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইয়া পরস্পরকে সম্মাননা করিয়া চলিতেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল মুসলমান সম্রাটদিগের প্রধান স্থান। তাঁহারা, তাঁহাদের পরিজনবর্গ, প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা সেখানে সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেন, এজন্য [illegible] অধিবাসীরা রাজভয় ও অবনত ব্যবহারে অধিকতর অভ্যস্ত ছিল।

দ্বিতীয়তঃ। বঙ্গদেশের সঙ্গে ইংরাজদিগের সম্বন্ধ অন্য প্রকার। বঙ্গদেশ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় পরাজিত রাজ্য নহে। এখানকার লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক ইংরাজদিগকে রাজপদে বরণ করেন এবং ইংরাজ রাজ্যস্থাপনে সহায়তা করেন।

তৃতীয়তঃ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ইংরাজ রাজ করতলে আনীত হইলে অজ্ঞানতাবশতঃ তত্রত্য অধিবাসীরা প্রত্যেক শ্বেতকায় পুরুষকে দেখিলে, ইনি বুঝি রাজা হইবেন মনে করিয়া তাঁহার প্রতি রাজযোগ্য সম্মান ও অবনত ব্যবহার প্রদর্শনে তৎপর হইতেন। সমভিব্যাহারী চতুর বাঙ্গালী প্রভুগৌরব বা আত্মগৌরব বর্দ্ধনার্থ তাহাদের সেভ্রম দূরীকরণে সচেষ্ট হইতেন না। ক্রমে তাহারা

শ্বেতকায় মাত্রকেই—এমন কি তৎ মভিব্যাহারী বাঙ্গালী বাবুকেও রাজ-পদ যোগ্য সম্মান প্রদানে অভ্যস্ত হইল। যখন বাঙ্গালী বাবুরা হিন্দুস্থানীদিগের নিকট "মহারাজ" নামে সচরাচর আখ্যাত হইয়া থাকেন, ইংরাজেরা রাজসম্মান পাইবেন ইহা কোন্ কথা ?

চতুর্থতঃ ইংরাজি শিক্ষার প্রচলনে বঙ্গদেশীয় লোকদিগের চিত্তবৃত্তি ক্রমশঃ স্বাধীন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে। তাঁহারা স্বাধীন ইংরেজ জাতির তেজস্বিতা ও আত্মগৌরব অনুকরণে প্রবৃত্ত। সুতরাং প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গের নিকট হীনভাবে অবনত হইতে তাঁহাদের লজ্জা বোধ হয়।

এই সমস্ত কারণে বঙ্গবাসীরা হীনভাব-পোষিত অবনত ব্যবহারে পরাঙ্মুখ বলিয়া সকল দিক্ হইতে ইংরাজগণ দ্বারা তাড়িত হইতেছেন। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। এতকালের পর ইংরাজেরা অকস্মাৎ স্বর্গীয় ন্যায় দৃষ্টি লাভ করিলেন। এখন বলেন বঙ্গবাসীদিগকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল নিয়োগ করা অন্যায়। এতদিন তাঁহাদের ন্যায়পরতা নিদ্রাভিভূত ছিল ? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীরা উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে কর্ম্ম পাইবার অনুপযুক্ত ছিল বলিয়া বঙ্গবাসীদিগকে সাদরে আহ্বান করা হইত, এখন তাহারা উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াছে সুতরাং স্বদেশের কার্য্যে তাহাদেরই ন্যায়াধিকার। ইংলিশম্যান সম্পাদক বলেন ইংলণ্ডের লোকে ফ্রান্স দেশে কর্ম্ম পাইবার কি অধিকারী হইতে পারেন ?

দেশবাসীরা যে দেশের যাবতীয় রাজকর্ম্মের ন্যায়াধিকারী এ কথা ইংলিশমান বাঙ্গালিদিগের বিরুদ্ধে যেরূপ বলিতে পারেন, বোধ হয় স্বজাতির বিরুদ্ধে সেরূপ বলিতে সাহসী নহেন। যাহাহউক আমরা ভারতবর্ষকে কি একদেশ বলিয়া গণনা করিব, না ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রত্যেক ক্ষুদ্র অংশকে এক এক দেশ বলিয়া বিবেচনা করিব ? তাহা করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডকে আবার জেলা পরগণায় বিখণ্ডিত করিয়া তাহাদিগকে স্বতন্ত্র দেশ বলিয়া আখ্যা প্রদান করিবার আপত্তি কি ? পূর্ব্ববাঙ্গালা পশ্চিমবাঙ্গালা, উত্তরবেহার দক্ষিণবেহার প্রভৃতিকেত বিভিন্ন করিতেই হইবে। কিন্তু সামান্য জ্ঞানেই বুঝা যায়, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে যে প্রভেদ, বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সে প্রভেদ নাই। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দুইটী বিভিন্ন রাজ্য, তাহাদের স্বার্থ বিভিন্ন, কিন্তু বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এক গবর্ণমেণ্টের অধীনও অনেক বিষয়ে সমস্বার্থ। ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের কোন সংস্রব নাই, কিন্তু বঙ্গদেশের সঙ্গে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। অনেক বিষয়ে ইহাদের মধ্যে একতা ও মিলনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের এক প্রকার ধর্ম্ম, এক প্রকার রীতিনীতির এক প্রকার আচার ব্যবহার, ইহাদের ব্যবহৃত ভাষা সকলের মধ্যে অতি অল্পমাত্র বিভিন্নতা, একই মূল হইতে উভয়ের ভাষাই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। আমাদিগের মতে দেশীয়দিগের মধ্যে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিই উচ্চতর কর্ম্ম প্রাপ্তির অধিকারী। তাহাতে কেবল যোগ্যতার পুরস্কার করা হয় না, গবর্ণমেণ্টের ও দেশবাসীদিগেরও সর্ব্বতোভাবে লাভ দর্শে। যোগ্য হইলে বঙ্গদেশের লোক যেমন পঞ্জাবে কর্ম্ম পাইবার অধিকারী, পঞ্জাবের লোকও সেইরূপ বঙ্গদেশ বা উড়িষ্যায় কর্ম্ম পাইবার অধিকারী। এ বিষয়ে প্রদেশ, জাতিও সম্প্রদায় বিচার করা নিতান্ত অন্যায়। এরূপ ভেদ বিচারে একদেশীয় পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ জ্ঞান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করা হয় এবং তাহাতে দ্বেষহিংসার উদ্দীপন ভিন্ন অন্য কোন প্রকার লাভের প্রত্যাশা নাই। এক্ষণকার ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ কার্য্য নীতি ও কৌশলপথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তাহাতে জাতি, শ্রেণী ও সম্প্রদায় সকলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করিয়া দেওয়া তাঁহাদের একটী লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন, ভদ্র রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির অনুমোদনীয় নহে। ইহা দ্বারা ইংরাজ রাজত্বের অনিষ্ট হইবে, এ দেশেরও মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়া সর্ব্বনাশ হইবে।

সর উইলিয়ম মুইর।

বঙ্গদেশ যে সময় ব্যগ্র হইয়া তদীয় শাসন কর্তা সর জর্জ্জ ক্যাম্বেল সাহেবকে অবকাশ দিলেন, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সেই সময়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তদীয় শাসনকর্ত্তা সর উইলিয়ম মুইরকে বিদায় প্রদান করিলেন। একই জাহাজে দুইজন বিলাত গমন করিয়াছেন, দুই মহাপুরুষই পূর্ব্বকৃত কার্য্য স্মরণ করিতে করিতে চলিয়াছেন। কিন্তু যাইবার সময় একজন কালপূর্ণ হইবার পূর্ব্বে শাসিত প্রদেশের বিরাগ ভাজন ও ঘৃণার আস্পদ হইয়া ও আর একজন সম্পূর্ণকাল যথাবিধানে রাজ্য শাসন পূর্ব্বক লোকের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া আপন কর্ম্মফল ভোগ করিতে যাইতেছেন। মুইর ১৮৬৮ সালের মার্চ মাসে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শাসন ভার পরিগ্রহ করেন। ইনি সার জন লরেন্সের একজন অনুগত লোক এবং সার ডোনাল্ড ম্যাকলিয়ড,

সর রবার্ট মণ্টগমরি, সর হার্বর্ট এডওয়ার্ড্‌স ও সর হেন্‌রি ডুরাণ্ডের ন্যায় জন লরেন্সের অধীনে থাকিয়া পঞ্জাব প্রদেশে কার্য্য শিক্ষা লাভ করেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মুইরের শাসনাধীন হইবার পূর্ব্বে কতিপয় দৈব-দুর্ঘটনা দ্বারা বিলোড়িত হইয়াছিল। ১৮৫৭ সালের রাজ বিদ্রোহ ও ১৮৫৯ সালের দুর্ভিক্ষ এই দুইটী ঘটনা দ্বারা দেশ ও জন সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, মুইর যখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শাসন ভার গ্রহণ করেন, তখনও দেশের অবস্থাকে কোনক্রমে শান্তির অবস্থা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। তখন ও চতুর্দ্দিকে নানাবিধ অশান্তির লক্ষণ সকল বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু মুইরের পঞ্চবার্ষিক শাসন কালের মধ্যে দেশ সম্পূর্ণরূপ আপদমুক্ত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুখ সমৃদ্ধি সম্পন্ন করিতেছে।

মুইর বিদ্যালয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার শাসিত প্রদেশে তিনি নানা উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্যালয়ের উৎসাহদান করিয়াছেন। তিনি সাধারণ শিক্ষার অকপট উৎসাহ দাতা ছিলেন এবং মুসলমানদিগেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলভোগী করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু তজ্জন্য তিনি ক্যাম্বেল সাহেবের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাসৃষ্টির সহায়তা করিয়া যান নাই। তিনি এলাহাবাদে সেণ্ট্রাল কলেজ স্থাপন করেন। তাঁহার প্রতি লোকের কৃতজ্ঞতা চিরজাগ্রত রাখিবার জন্য কলেজের কমিটী বিদ্যালয়কে তাঁহার নামেই নামকরণ করিয়াছেন। তিনি অসমোৎসাহে নানা স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই কলেজর উপযুক্ত একটী গৃহ নির্ম্মাণের সংস্থান করিয়া গিয়াছেন। কয়েকমাস হইল লর্ড নর্থব্রুক ও অনেকানেক দেশীয় ও ইংলণ্ডীয় সম্ভ্রান্ত লোক মিলিত হইয়া এলাহাবাদে এই গৃহ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বানুষ্ঠান-ক্রিয়া মহা সমারোহে সম্পাদন করিয়াছেন।

সর উইলিয়ম মুইর পূর্ব্ব দেশীয় অনেকগুলি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। উক্ত হইয়াছে এ বিষয়ে তিনি সর উইলিয়ম জোন্‌স, লর্ড টেইনমাউথ, কোলব্রুক, হোরেস হেম্যান, উইলসন্ ও এলিয়ট প্রভৃতি মহোদয় গণের সঙ্গে গণনীয় হইবার উপযুক্ত। খৃষ্টান ধর্ম্মে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। কিন্তু তজ্জন্য তিনি ক্যাম্বেল সাহেবের ন্যায় সাধারণের বিপ্রিয় হইয়া উঠেন নাই।

মুইর অপক্ষপাতে সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের লোকের হিতানুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি শ্রেণীবিশেষকে ক্রোড়ে লইয়া অপর শ্রেণীকে পদতলে দলন করিবার চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের উপকারিতা নির্ব্বিশেষে ও সমভাবে সকল শ্রেণীর মধ্যে বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন, এজন্য তিনি সকল শ্রেণীস্থ লোকের অনুরাগের আস্পদ হইয়াছেন, এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ অচিরে তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

বঙ্গভূষণ। শ্রীরাজ কৃষ্ণ রায় বিরচিত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। ১৯৩০ সম্বৎ।

বঙ্গদেশোদ্ভূত মৃত মহাত্মাদের গুণাবলী চতুর্দ্দশপদী কবিতায় বর্ণন করাই এই ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থ খানির উদ্দেশ্য। ইহার উদ্দেশ্য যে নিতান্ত প্রশংসনীয় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য রায় মহাশয় অনেক শ্রমস্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সাধারণ্যে কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। গ্রন্থ খানিতে যে গুণ আছে, তাহা সৎ উদ্দেশ্যসম্ভূত। ইহার দোষ সমূহ অবিমৃষ্যকারিতার ফল। লোকের গুণ বর্ণন করা অবশ্য প্রশংসনীয়, কিন্তু কোন বিষয়ে কাহার কিছু গুণ থাকিলেই যে তিনি দেশের একজন মহাত্মা নামে গণনীয় হইবেন এ কথা অমরা স্বীকার করি না। কেবল অসাধারণ গুণ সম্পন্ন জনগণকে আমরা মহাত্মা নামে অভিহিত করিতে চাহি। আমরা একদ রাম মোহন রায়কে বঙ্গদেশের একজন মহাত্মা বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি। কিন্তু এ গ্রন্থে এবম্বিধ মহাত্মজনগণেরও গুণ কীর্ত্তন আছে যাহাদিগের বিশেষ পরিচয় না দিলে সাধারণ্যে চিনিতে পারে না। এপ্রকার লোক যদি বঙ্গদেশের মহাত্ম জনগণ বলিয়া প্রচারিত হন, তবে বঙ্গদেশের বড় দুরবস্থা এবং বঙ্গকবির বড় দুর্ভাগ্য স্বীকার করিতে হইবে। শুধু এই নয়, যাঁহারা আবার বঙ্গদেশের মহাত্মা নামের অধিকারী হইতে পারেন, যে সকল গুণ তাঁহাদিগের প্রকৃত মাহাত্ম্যের কারণ, অনেক স্থলে তাহার উল্লেখ না হইয়া, তাহাদিগের অপেক্ষাকৃত অপ্রধানতর গুণেরই সাধুবাদ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা রাজা রামমোহন প্রসঙ্গটী নির্দ্দেশ করিতে পারি। এই মহাত্মা সম্বন্ধে এই মাত্র উক্ত হইয়াছে যে, "ইনি বঙ্গদেশীয় দিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে একেশ্বরবাদী হন। ইনি সাত আট প্রকার ভাষা শিখিয়া ছিলেন এবং ত[illegible] কটি ভাষাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের কতকগুলি গ্র[illegible] করেন। ইহাঁর দ্বারাই প্রথম বাঙ্গালা [illegible] লিখনারম্ভ হয়।" রাম মোহন রায়ের জীবনীতে যিনি আর কিছু মূল্যবান্ ও উপদেশগর্ভ দেখিতে পান নাই, ঐ মহাত্মার জীবনী পাঠ তাহার বৃথায় হইয়াছে। রাম মোহন রায়ের জীবনীতে যাহা দৃষ্টান্ত স্থলীয় ছিল, তাহার উল্লেখ ও কীর্ত্তন করা কবির প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

পুস্তকের মধ্যে পরিশিষ্ট ভাগটী বিশেষ হাস্যকর বোধ হইল। ইহাতে যে নামের তালিক দেওয়া হইয়াছে, গ্রন্থকার যদিও তাহা বিশিষ্ট অনুসন্ধান দ্বারা প্রস্তুত বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের তাহা বোধ হইল না। তাহা যদি অনুসন্ধানের ফল হইত, তাহা হইলে আরও সহস্রাধিক নাম তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকিত। আমরা বড় দুঃখিত হইলাম, আমাদিগের নিজের এবং কতিপয় বন্ধুর নাম তাহাতে লিখিত হয় নাই। রায় মহাশয়ের নিজের নামও তাহাতে থাকিলে ভাল হইত। শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ বলিয়া রায় মহাশয় তাহা করেন নাই বটে, কিন্তু আমরা অনুরোধ করি, বঙ্গভূষণের দ্বিতীয় সংস্করণে আমাদিগের অনুরোধ রক্ষা ও আশা পূরণ করিতে বিস্মৃত না হন।

বঙ্গ ভূষণের কবিতাবলিতে প্রকাশিত হইয়াছে ভক্ত বাবু নিশ্চয় কবি নহেন। কবিতা না লিখিয়া, তিনি যদি তাঁহার মহাত্মা জনের জীবন বৃত্তান্ত বহুলরূপে তৎস্থানে সরল ভাষা সন্নিবেশ করিতেন, পুস্তক খানি অধিকতর আকারে আসিত। কোন লোকের বিষয়ে যদি সাধারণতঃ বলা যায়, যে তিনি বড় দাতা ছিলেন, তাহাতে তাঁহার তত গুণ কীর্ত্তন হইল না, পাঠকগণেরও মনে তাহার বদান্যতা ভাবের কিছু উদ্বোধন জন্মিল না। কিন্তু তাহার বদান্যতা পরিচায়ক কার্য্যকলাপের বিবরণ দিতে পারিলে বরং সে উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সংসিদ্ধ হইতে পারে। রাজ কৃষ্ণ বাবু যে সকল টীকা দিয়াছেন, যদি গ্রন্থ খানি সমুদায় সেইরূপ টীকাময় হইত, তাহা হইলে তাহা অধিকতর সমাদৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল।

যাহা হউক গ্রন্থখানি নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় নহে। বালকগণের ইহাতে অনেক জ্ঞান এবং শিক্ষা লাভ হইতে পারিবে। সাধু গুণের প্রশংসা করাই যখন পুস্তক খানির উদ্দেশ্য, তখন তৎপাঠে যে বিশেষ উপকারেরই সম্ভাবনা, তাহার আর সন্দেহ নাই।

২। মাতালের জননীর বিলাপ। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানিতে কথোপকথন চ্ছলে মাতালের দোষ বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থ খানির ভাষা সাধু এবং ইহা স্থলে স্থলে নীতি পরিপূর্ণ। খানি কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রের রচনা বলিয়া প্রতীত হয়।

৩। গ্রেট নেশনেল থিয়েটর। হেমলতা নাটকাভিনয়। ৬ই বৈশাখ ১২৮১-রজনী। এই রাত্রির সুন্দর অভিনয় দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। মনোহর, সত্যসখা, বিক্রম সিংহ, তেজসিংহ এবং হেমলতার অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছিল। অভিনয়ে মনোহরের চরিত্র অনুরূপই ছিল, সত্যসখার স্থানে স্থানে চরিত্র রক্ষা হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার সেনাগণের উদ্বোধন কার্য্যাভিনয়টি অতি চমৎকার হইয়াছিল। বিক্রম সিংহ ততোধিক উদ্ধত না হইলে রাজ সমুচিত হইত। কিন্তু তাহার রাজপুত রাজোচিত বীরভাবের অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয়। রাত্রি প্রায় ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত অভিনয় চলিয়াছিল এটী একণকার কালে নিতান্ত অনুচিত বলিতে হইবে।

প্রাপ্ত।

আমাদিগের দিনাজপুরের সংবাদদাতার পত্র ঃ—

দিনাজপুর সহর হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ পূর্ব্বে রঘুনাথপুর নামক একটী গণ্ড পল্লী আছে। তথায় দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তর বঙ্গদেশের মধ্যে এই স্থান অত্যন্ত শস্যশালী। এ বৎসর শস্যের ব্যাঘাত হওয়াতে অনেকে খাদ্যাভাবে অনাহারে পতিত রহিয়াছে। প্রতিবাসীগণেরও এমন অবস্থা নয় যে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারে। এ দেশের ইহারাই মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী। জাতিতে মুসলমান কিন্তু সকলেই চাষী, চাষ ভিন্ন ইহারা অন্য কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহে। দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্ট নরদার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেইলওয়ে সৃষ্টি করিলেন। রঘুনাথপুর হইতে রেলওয়ে প্রধান ষ্টেশন পার্ব্বতীপুর উর্দ্ধ সংখ্যা দুই ক্রোশ মাত্র, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কেহ তথায় কর্ম্ম করে না। ভিক্ষা করিবে, অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিবে, তথাপি মজুরী করিবে না। বিশেষতঃ সম্মুখে বর্ষাকাল, আবাদের সময় উপস্থিত, এ সময়ে ইহারা কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত হইলে শস্যেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইবে। ইহাদিগের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, যে গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে ধান্য বা চাউল “বাড়ী” দিয়া শস্য উৎপন্ন হইলে আদায় লন। কিন্তু ইহাদিগের অবস্থা সাধারণের গোচর করিবার লোক নাই। স্থানীয় রিলিফ কমিসনর দিনাজপুর সহরে অবস্থিতি করেন। এ সকল স্থানে তাঁহার পদার্পণ সম্ভবপর নহে। দিনাজপুর হইতে রঙ্গপুরে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহা পার্ব্বতীপুর ও রঘুনাথপুরের মধ্য দিয়া গিয়াছে, রঙ্গপুরে যাইতে হইলে এ গ্রাম গুলির মধ্য দিয়া যাইতে হয়, কিন্তু আভ্যন্তরিক অবস্থা রাস্তা হইতে দেখা যায় না। কিছুদিন হইল একরাত্রি সর রিচার্ড টেম্পলও পার্ব্বতীপুরে আসিয়াছিলেন। পার্ব্বতীপুরে নূতন টেলিগ্রাফ আপিস খুলিয়াছে। দুর্ভিক্ষের জন্য যত না হউক তার যোগে সংবাদ প্রেরণ হয় তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায়। তিনি একবারে টেলিগ্রাফ আপিসে আগমন করিয়াই রাতারাতি প্রস্থান করেন। দেশের অবস্থা তাঁহার মেমারেণ্ডমের ভিতর, কিন্তু চোকে যে কেবল অন্ধকার দেখিয়া গিয়াছেন, তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না। এই প্রকারে যদি সকল কার্য্য সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে “বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার” উদাহরণ অন্যত্র দেখিবার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, অনুরোধ করি যে রিলিফ কমিসনর আপনকার কর্ত্তব্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না হন।

আমি আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, পার্ব্বতীপুরস্থ নরদার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের কতিপয় কর্ম্মচারী রঘুনাথপুরের বাসিন্দাদিগের দুরবস্থায় দুঃখিত হইয়া তাহাদিগের সাহায্যার্থে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে মাসিক ও এককালীন অনেকগুলি টাকাও চাঁদা তুলিয়াছেন এবং যাহাতে তাঁহারা দিগের বিশেষ সাহায্য লাভ হইতে পারে তাহার বিহিত অনুসন্ধান করিতেছেন, প্রত্যেকেই আগ্রহ সহকারে দুর্ভিক্ষগ্রস্তদিগের অবস্থানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এখন গবর্ণমেণ্টও যদি তাঁহাদিগের চেষ্টার সহিত যোগদান করেন তাহা হইলেই সর্ব্বাংশে উত্তম হয়।

নরদার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়েতেও দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ দুই লক্ষ মণ চাউল সঞ্চিত রাখিবার অনুমতি হইয়াছে, তন্মধ্যে পার্ব্বতীপুরে ২০,০০০ কুড়ী হাজার মণ থাকিবে। ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ মেজর লিনজে সাহেবও মহাশয় লোক। তিনিও এই সকল স্থানীয় দুর্ঘটনা অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করেন ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

দুর্ভিক্ষ নিবারক মধ্য রিলিফ ফণ্ডে ইতি ১৪ লক্ষ টাকার অধিক দাতব্য স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক ...ফোর্ড সাহেব ১৮ মাসের ছুটী লইয়া অল্প দিনের মধ্যে ইংলণ্ডে যাইতেছেন, জি উইলসন তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

মালদহ, রঙ্গপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ বাকরগঞ্জ, নোয়াখালি এবং কটকে পাটদ্বারাই অধিকাংশ কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আমরা আশ্চর্য্য হইলাম, দূরবীণ নামক কলিতাস্থ এক মুসলমান সংবাদ পত্র বাবু রমেশচন্দ্র মিত্রের জজ পদ প্রাপ্তির অনুমোদন করেন নাই। কি যুক্তিতে? তাহার উল্লেখও নাই।

সৈনিকদিগের মাতলামির জন্য যে অর্থ দণ্ড করা হয়, তাহা প্রভুত পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট সৈনিক বিভাগের সদাচারী কর্ম্মচারীদিগকে ইহা হইতে পুরস্কার দিবার নিয়ম করিয়াছেন।

এন্ এচ টমসন সাহেব কলিকাতা ছোট

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে কৈরা নামক স্থানে একটী প্রার্থনা সমাজ স্থাপিত হইয়াছে।

জন শ্রুতি এই যে কাবুলের শাসনকর্ত্তা আটা মহম্মদ গাজি কাবুল পরিত্যাগ করিয়া পেসোয়ারে যাইতেছেন এবং এক জন ইউরোপীয় তাঁহার স্থানে অভিষিক্ত হইতেছেন।

আগামী ২০এ এপ্রেল ভাউ নগরের ঠাকুর [illegible] কন্যা এককালে বিবাহ করিবেন। বর্দ্ধমানের রাজার কন্যা, গোন্দলের রাজার ভগিনী, জামনগর রাজার কন্যা এবং কাটিয়ারের আর এক প্রধান ব্যক্তির দুহিতা। সভ্যতার কালে বড় বড় ঘরে এরূপ অসভ্যতা না হইলে কি শোভা পায়?

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, একজন মিসনরী ছদ্মবেশে সোয়াটে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ধৃত হইয়া আখুণ্ডের নিকট আনীত হন। পুনরায় যদি তদ্দেশে না যান, আখুণ্ড এই আজ্ঞা দিয়া তাঁহাকে দূরীকৃত করিয়াছেন।

বোখারার আমীর সার স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া যেখানে ইচ্ছা থাকিতে পান বলিয়া অনুমতি চাহেন, কিন্তু রুসিয়া তাহাতে বলিয়াছেন, ইচ্ছা করিলে বোখা[illegible] উকীল রাখিতে পারেন, কিন্তু স্বয়ং [illegible]বন না। রুসিয়া নিদ্রিত নহেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হরিনাভি উন্নতি বিধায়িনী সভা।

গত [illegible]ই বৈশাখ রবিবার উক্ত সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভাটী বিগত ১২৮০ সালের ৩ চৈত্র রবিবার সংস্থাপিত হয়। হরিনাভি ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের সাহিত্য বিষয়ক উন্নতি সাধন, চরিত্র শোধন, সম্মিলন ও সদ্ভাব বর্দ্ধন ইত্যাদি এই সভার উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ, বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ও শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচাঁদ ঘোষ, যথাক্রমে সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদে নিয়োজিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে গত বারের কার্য্য বিবরণ পাঠ ও অন্যান্য কার্য্য সকল সম্পন্ন হইলে পর, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ ঘোষ, "দেশের বর্ত্তমান অবস্থা" বিষয়ে একটী অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শেষ হইলে কয়েক জন সভ্য নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করাতে বিষয়টী এক প্রকার সম্পূর্ণ রূপে আলোচিত হইয়াছি[illegible] বিষয়টী নিতান্ত উপযোগী; অতএব উক্ত প্রকারে আলোচিত হওয়াতে [illegible]দিগের মধ্যে অনেকেরই দেশের ও [illegible]নাদিগের সম্বন্ধে এক প্রকার চৈত[illegible] উদয় হইয়াছিল।

উক্ত দিবস যদিও আশানুরূপ সভ্যের সমাগম হয় নাই, তথাপি আমরা নিতান্ত নিরাশও হই নাই। সভাস্থলে প্রায় ষাটি জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন; এবং বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে সকলেই সাতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সভ্যগণের সে দিবসকার উদ্যোগিতা, উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসা দেখিলে ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে বহুল আশার সঞ্চার হয়। যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া সভাটী সংস্থাপিত হইয়াছে তাহাতে সমধিক মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ প্রকার সভার পরিণাম প্রায়ই মন্দ হয়। অতএব আমরা ভরসা করি যে সভ্যগণ সমান অনুরাগী থাকিয়া যাহাতে সভাটী স্থায়ী হয় ও তদ্দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান থাকেন।

পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই যে সভাটী কেবল হরিনাভির জন্য সংস্থাপিত হইলে অধিক উপকারের সম্ভাবনা থাকিত না। উক্ত স্থান ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের জন্য স্থাপিত হওয়াতে [illegible]শয় সুবিধা হইয়াছে। ইহাদ্বারা সভার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে এবং তাহাতে সভার ক্ষমতাও বৃদ্ধি হইবে। অতএব আমরা বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি যে হরিনাভি ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসিগণ এ সভার সহিত যোগদান করিয়া দেশের উন্নতি সাধনে তৎপর হউন।

১০ই বৈশাখ } শ্রীঃ—
১২৮১ সাল }

বিক্রমপুর হিতসাধিনী সভা।

১। বিগত ৫ই বৈশাখ শুক্রবার সন্ধ্যার পর 'পূর্ব্ববঙ্গরঙ্গভূমি' নামক নাট্যালয়ে বিক্রমপুর হিতসাধিনী সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। বিক্রমপুর বাসিগণ প্রকৃত উন্নতিশীল; তাঁহারা স্বদেশের জন্য অনেক করিয়াছেন। বিক্রমপুর হিতসাধিনী দ্বারা তত্রত্য পথনির্ম্মাণ, খাল খনন, জঙ্গল পরিষ্করণ, চিকিৎসালয় সংস্থাপন প্রভৃতি বিস্তর হিতকর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের জন্য যাঁহারা সময়ব্যয়, মস্তিষ্ক বিলোড়ন ও পরিশ্রম করেন, তাঁহারা ধন্য।

এই সভায় একটী চমৎকার বক্তৃতা হইয়াছে। আমরা যাহা চাই, সেটী এই বক্তৃতার বিষয়। সমাজের প্রতি আমাদের মমতা ও স্নেহ তাদৃশ নাই, উদ্দীপনা নাই; সমাজভঙ্গ না করিয়া, সমাজের সংস্করণে প্রবৃত্তি নাই; হিন্দু নামে[illegible] প্রতি ও হিন্দু সমাজের প্রতি গৌরব, আত্মাদর উন্নতি কামনা নাই; জননী ও জন্মভূমির প্র[illegible] প্রীতি ও অনুরক্তি নাই। সুযোগ্য বক্তা [illegible]গুলিতে আমাদের মনঃ সমাকর্ষণ করিবার নিমি[illegible] এরূপ বচন বিন্যাস করিয়াছিলেন যে, সেই সম[illegible] সকলের শরীর কম্পিত হইয়াছিল। বক্তার ভাষ[illegible] এরূপ মার্জিত, এরূপ বিশুদ্ধ, এরূপ ওজস্বল যে অতি অল্প লোকের সেরূপ হইয়া থাকে। যখন তিনি হিন্দু নামের স্মরণে কি কি মহদ্ভাব সকল স্মৃতিক্ষেত্রে আবির্ভূত হয় বলিতে ছিলেন, আমি বোধ করি, সভাশুদ্ধ সকলে মোহিত হই[illegible] ছিলেন, সন্দেহ নাই। এই বক্তার নাম ব[illegible] প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; ইনি এখানে একজন প্রধান বক্তা বলিয়া পরিচিত।

কলেজের প্রফেসার বাবু মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বিক্রমপুরের কৃষি বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহাও নিতান্ত প্রীতিকর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সে প্রবন্ধ পাঠ করিলে কৃষি বিষয়ে বিস্তর জ্ঞাতব্য বিষয় [illegible] পারে; ভরসা করি, উহা মুদ্রিত হইবে। সভাভঙ্গ সময়ে, একজন দাঁড়াইয়া বলিলেন, সমাজের দোষ সভাতে প্রদর্শন করা উচিত নহে। আমরা বলি, সমাজের দোষ পুষিয়া রাখিবার দিন আর নাই। কৌলীন্য প্রভৃতি কুপ্রথা হইতে এ দেশে প্রায় অধিকাংশ সামাজিক দোষ সমুৎপন্ন হইয়াছে। যে কুপ্রথাকে প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখা তদীয় দোষ প্রকাশিত হইতে না দেওয়া, যাহাদের অভিলাষ, তাহারা সমাজের কণ্টক স্বরূপ, সন্দেহ নাই। বিক্রমপুরে কৌলীন্য প্রথার বিশেষ প্রাদুর্ভাব; বিক্রমপুর হিতসাধিনী যদি তদুন্মূলনে যত্ন না করেন, সভার অস্তিত্বে প্রয়োজন নাই। কিন্তু সভা তদ্বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এসময়ে সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার যোগ দান করা অতীব কর্ত্তব্য।

এই অধিবেশনে প্রায় ৫।৬ শত লোক উপস্থিত ছিলেন। বিস্তর লোকের স্থান হয় না, অনেককে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

৭ই বৈশাখ। ১২৮১।

মহাশয়!

আপনার ১৪ই অগ্রহায়ণের ভারত সংস্কারকে "স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম সূচক উপাধি" সম্বন্ধে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু

...র বিষয় অদ্যাবধি কোন সম্পাদক বা পাঠক ...হৎ ব্যাপার সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা ...লেন না সুতরাং আমাকেই দ্বিতীয় বার ...নী ধারণ করিতে হইল। আমি শিক্ষিত ...জকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা যখন কোন ...ক্ষিতা বঙ্গবালাকে পত্রাদি লিখেন তখন ...ল মাত্র "শ্রীমতী" লিখিয়া কোন্ লজ্জায় ...খনী সম্বরণ করেন, অথচ তাঁহাদিগকে যদি ...হ কেবলমাত্র 'শ্রীযুক্ত' লিখিয়া পাঠান তাহা হইলে মনে মনে ক্রভঙ্গি করিতে কুণ্ঠিত হন না। আবার কোন কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তি বঙ্গবালা-দিগকে 'মিস' বা 'মিষ্ট্রেস' লিখিতে আরম্ভ করিয়া-ছেন, ইহাতে তাঁহাদিগকে তত দোষ দেওয়া যায় না কারণ বর্ত্তমান সময়ের আকর্ষণ ছেদন করিতে ... পারিয়াই সাত সমুদ্র ...তের নদী পার হইতে 'মিস' বা 'মিষ্ট্রেস' আনাইয়া তাঁহার সরলা ভগিনী ভুবনমোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের উপর ফেলিয়া দিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে সম্ভ্রমসূচক তেমন শব্দ না পাইয়াই এরূপ করিলেন, কি ব্রিটিশ শব্দের মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়াই করিলেন তাহা আমরা ...নি না, যদি ভারতে তেমন শব্দ না পাইয়া ...কেন ... ...ল আমি বিনীতভাবে বলিতেছি "দেবী" শব্দ প্রয়োগ করুন, শ্রীমতী দেবী ভুবনমো-...চট্টোপাধ্যায় বলুন। আমি বালিকা বিদ্যা...র অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহা...দের অধীনস্থ বালিকারা শিক্ষয়িত্রীকে কি বলিয়া সম্বোধন করে? আমি অনেক স্থলে শুনিয়াছি ...ষ্টার" বলিয়া সম্বোধন করা হয়। কি লজ্জার ...! সুকুমারী বালিকাদিগের মুখ হইতে ...ন এই অসংলগ্ন বাক্য শুনিতে পাওয়া যায়, তখনই লজ্জায় মস্তক অবনত করিতে হয় এবং মনে হয় এত বড় ভারতে এমন একটী শব্দ কি নাই যদ্দ্বারা শিক্ষয়িত্রীগণকে সম্বোধন করা যায়? অনেক খৃষ্টীয় বিদ্যালয়ে "গুরুমা" শব্দ ব্যবহৃত হয়, লজ্জাকর "মাষ্টার" হইতে ইহা অনেক অংশে ভাল বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী হইতে পারে না। অতএব আমি উপরোক্ত অধ্যক্ষদিগকে বিনীতভাবে অনুরোধ করি তাঁহারা সুশ্রাব্য দেবী শব্দ প্রয়োগ করুন। তদ্ভিন্ন উন্নতশ্রেণীর সম্পাদক মহাশয়দিগকেও অনুরোধ ...রি তাঁহারাও যেন মান্যা স্ত্রীলোকদিগের উল্লেখে দেবী শব্দ ব্যবহার করেন। যদিও নূতন নূতন অনেকের পক্ষে শুনিতে বলিতে কেমন কেমন বোধ হইবে, কিন্তু কিছু দিন ব্যবহার করিলে ইহার মাধুর্য্যে বিশেষ আনন্দিত হই-...

...মি এবারও সম্পাদক মহাশয়দিগকে এবং আপনার ...ঠক মহাশয় দিগকে অনুরোধ করি-তেছি তাঁহারা এ...রোধনটী আলোচনা করিয়া আপন আপন মত প্রকাশ ...লে দেশের একটী বিশেষ অভাব দূর হয়।

আপনার
শ্রী * দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

মফঃসল এজেন্সি।

জ্ঞাত করিতেছি যে আমরা বিদেশীয় ভদ্র লোক গণের সুবিধার জন্য উপরোক্ত নামে একটি কার্য্যালয় স্থাপন করিলাম, নিম্ন লিখিত নিয়ম মু-যায়িক কার্য্য করিব।

১। পুস্তক ষ্টেসনারি ইত্যাদি বাজার দরে সরবরাহ করিব, ইহার কমিসন শতকরা পাঁচটাকা আমাদের এজেন্সির হিসাবে লইব। কেবল আমা-দের প্রকাশিত পুস্তকের কমিসন লইব না।

২। কাপড়ের থান, এবং অন্যান্য বিলাতি কাপড় হাউসের দরে পাইবেন কমিসন ৪ টাকা কি অল্প...য়োগে হইলে এখানকার বাজার দরে পাইবেন।

৩। মুদ্রাঙ্কণের অক্ষর সকল যথা—বাঙ্গালা, উড়িয়া, আরাব, পারসি, দেবনাগর, এবং লেড, কদরেট, ইত্যাদি এখানকার দরে পাইবেন, কমি-সন লাগিবে না, বিলাত আমদানি ইংরাজি অক্ষর দিতে পারিব। কিন্তু তাহার কমিসন পাঁচ টাকার হারে লাগিবে।

৪। যদি কেহ যে কোন দ্রব্যই হউক আমাদি-গকে বিক্রয়ার্থে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে বাজার দরে তাঁহার আদেশানুযায়িক বিক্রয় করিয়া দিব, উহারও কমিসন পাঁচ টাকা। আরও যদ্যপি কেহ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়া কিছু অগ্রিম টাকা লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে উক্ত দ্রব্যের মূল্যের অর্দ্ধেক মার্জিন রাখিয়া শতকরা একটাকা হারে ব্যাজ লইয়া নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রয় করিয়া দিব।

৫। কোন দ্রব্যাদি নগদ টাকা ভিন্ন প্রেরিত হইবে না, মোড়াই, ডাক মাসুল প্রভৃতি স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

কলিকাতা চোর-বাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট নং ৮০ — শ্রীগোবিন্দচন্দ্রঘোষ এণ্ড কোং বুকসেলার, পবলিসার, টাইপ ফাউণ্ডার, এবং মফঃসল এসেন্সির ম্যানেজার।

ব্রাদার্ এণ্ড কোং।

এই নামে একটী কোম্পানি আগামী ১২৮১ সালের ১লা বৈশাখে খোলা হইবে। ইহার অধীনে মাদক দ্রব্য ব্যতীত দেশীয় ও বিলাতীন কাপড়, পুস্তক, বিনামা প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে। হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান এবং ব্রাহ্ম যিনি ইচ্ছা করেন অন্যূন ১০টাকা দিলেই অংশীদার হইতে পারিবেন, কিন্তু অংশ গ্রহণেচ্ছুগণকে এই মাস মধ্যেই টাকা প্রেরণ করিতে হইবে। যদি সময়ের অল্পতা নিবন্ধন কেহ অর্থ সংগ্রহ অপারক হয়েন অথচ অংশ গ্রহণের সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকে তবে কত অং... গ্রহণেচ্ছু জানাইলে তাহার তাহাদের টাকা বৈশাখ মাসে লইয়া ও অংশীদার করা যাইবে। বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা ব্রাহ্ম নিকেতন ১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রিট — শ্রীবেণীমাধব মিত্র দিগর মেনেজার। (১)

গ্রাহকগণের প্রতি।

বৎসর শেষ হইল, আমরা মফ... গ্রাহক মহাশয়ের নিকট অদ্যাপি ... না। দুঃখের বিষয় অগ্রিম মূল্য ... দিগেরও সুবিধা, আমাদিগেরও ক... কথা ইহা তাঁহারা বুঝেন না। এক্ষণে যাঁহাদিগের নিকট মূল্য প্রাপ্য আছে, পশ্চাদ্দেয় মাসিক মূল্য ৷৹ আনা ও ডাকমাসুল ৵৹ আনার হিসাবে তাঁহা-দিগকে দিতে হইতেছে। আশা করি ত্বরায় মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যাঁহাদিগের নিকট সংবৎসরের মূল্য পাওয়া যায় নাই, আমরা আগামী বৈশাখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাঁহা-দিগের পত্র বন্ধ করিতে বাধিত হইব।

যাঁহাদিগের ভারত সংস্কারকের অগ্রিম মূল্য শেষ হইয়াছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১২৮১ সালের অগ্রিম মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

ভারত সংস্কারের অধ্যক্ষ।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কা-রক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক … …	৬ টাকা	৭৷৹
" ষান্মাসিক … …	৩৷৹ "	৪৷৹
" ত্রৈমাসিক … …	২ "	২৷৶৹
মাসিক …	৷৹	৷৵৹
প্রতি সংখ্যা … …	।৹	

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেনেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGTISERED. No 34

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

২য়, ভাগ
৩য় সংখ্যা

বঙ্গাব্দ ১২৮১—১৯শে বৈশাখ শুক্রবার। ১৮৭৪—১লা মে

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহি ৭

সূচী।

সপ্তাহ।

ভারতের আশা পূর্ণ হইয়াছে, গত ২৫এ এপ্রেলের তারযোগে ইংলণ্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মহাত্মা ফসেট হাক্নীর অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক প্রতিনিধিরূপে মনোনীত হইয়াছেন। হাক্নীবাসীদিগকে কৃতজ্ঞতাসূচক অভিনন্দন দিবার জন্য মিরর যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ে তাহার অনুমোদন করি। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সকল স্থান হইতে এই অভিনন্দন স্বাক্ষরিত হইয়া প্রেরিত হউক।

গত মঙ্গলবার লর্ড নর্থব্রুক কলিকাতা আর্ট স্কুল দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। আমাদিগের গবর্ণর জেনারলের শিল্প বিষয়ে সুরুচি আছে, ইহা অতি আনন্দের বিষয়। কিন্তু উক্ত বিদ্যালয়ে কেন অতি অল্প সংখ্যক ছাত্র শিক্ষা করে, তাহারা আবার কেন প্রায় ২।১ বৎসরের মধ্যেই বাহির হইয়া যায়, তিনি ইহার অনুসন্ধান করিয়া ইহার ছাত্রোন্নতির কি কোন সুব্যবস্থা করিতে পারেন?

প্রেসিডেন্সী কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক বাবু প্যারীচরণ সরকারের পুত্র বাবু যোগেন্দ্র নাথ সরকার সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থী হইয়া বিলাত গমন করিয়াছেন।

জয়নগর মজিলপুর মিউনিসিপালিটীর ট্যাক্স পীড়নে তত্রত্য প্রায় সকল লোকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। বঙ্গদেশের এই দুর্ব্বৎসরে প্রজাগণ কত স্থানে রাজস্ব ও করভার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, কিন্তু অব্যাহতি পাওয়া দূরে থাকুক এই মিউনিসিপালিটীর হতভাগ্য অধিবাসীরা বর্দ্ধিত কর ভারে পেষিত হইতে চলিলেন। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের দয়া দাক্ষিণ্যও সুবিবেচনার অবশ্যই প্রশংসা করিতে হয়। যে দুই একজন টাউন কমিটীর মেম্বরের উপর ট্যাক্স নির্দ্ধারণের ভার সমর্পিত হইয়াছিল শুনিতে পাই, তাঁহারা নাকি আত্মীয় সম্পর্কের বর্দ্ধিষ্ণু ও সম্পন্ন জনগণকে ছাড়িয়া নগরের যত সাধারণ ও দুঃখী প্রাণীর উপরে বর্দ্ধিত ট্যাক্সের সমগ্র দায় ক্ষেপণ করিয়াছেন। ইহাতে অনেকের ট্যাক্স পূর্ব্বাপেক্ষা তিন চারিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এ কারণ করদাতাগণ স্থানে স্থানে সভা আহ্বান করিয়া আন্তরিক অসন্তোষ প্রকাশ ও অন্যায় প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতেছেন। আমরা জয়নগর ও মজিলপুর উভয় স্থানেরই লোকদিগের নিকট হইতে অনুযোগ পত্র পাইয়াছি এবং সম্প্রতি উক্ত স্থল দর্শন করিয়া তাহাদিগের অভিযোগ ও কোলাহল স্বকর্ণে শ্রবণ করিলাম। আমরা ভরসা করি, গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট সাহে
তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া করদাত
এ বৎসরের জন্য বর্দ্ধিত কর ভ
নিষ্কৃতি দেন।

চাঁদনীচকের দোকানদা
দিগের প্রতি নানা প্রক
করিয়া থাকে। কখন কখন
শস্থ লোকদিগের উপর দস্যুত
করিতেও ত্রুটি করে না। আ
কোন পরিচিত ভদ্রলোক বি
এপ্রেল চাঁদনি বাজারে বস্ত্র
যাওয়ায় উক্ত বাজারের লোকেরা
ছাতা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয় এবং
মান করে। বহুবাজার পুলিসে না
করেন। তাহাতে পুলিসের ত্রুটিও
অপরাধী ধৃত হইতে পারে নাই।
মরা কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ ক
চাঁদনি বাজারের এই সকল
যাহাতে নিবারণ হয় তৎপক্ষে
দৃষ্টি করেন। এই বাজারের
দোকানদার জোটবদ্ধ আছে,
সেখানে দিবাযোগে চুরি ডাক
ইত্যাদি কার্য্য হইলেও প্রমাণ
দুষ্কর।

শিক্ষা বিভাগ মাজিষ্ট্রেটদিগের
ন্যস্ত হওয়াতে শিক্ষকদিগের মান
হওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে
যদিও অল্প বেতন পান; কিন্তু না
কারণে তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজিত। য
তাঁহারা ইনস্পেক্টর আফিসের
ছিলেন, তত দিন এক প্রকা
মানে কাটাইয়াছেন, কিন্তু
দারি আমলাদের হাতে
দের সে মান সম্ভ্রম

গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের ...তকে কোন মাজিষ্ট্রে... ...ইতে এইরূপ শিরোনামে ...ত্র লিখিতে দেখিয়াছি "শ্রী ...াচার্য্য প্রথম পণ্ডিত প্রতি "তুমি জলদী হিসাব দিবে।" ...দিগকে যেরূপ লেখা যায়, ...এণীস্থ লোকদিগকে সেরূপ ...খা কখনই বিধেয় নহে। আমরা ...ন্টকে অনুরোধ করি যে এই ...ক...ক বাঙ্গালায় ও ইংরাজিতে ...ত হইবে, কি রূপ পাঠ ..., তাহা নিয়ম বদ্ধ করিয়া

বিভাগের আর একটী বিশৃঙ্খ- ...ত্য আমরা সর্ব্বদা শুনিতে ...বৃত্তি বিতরণে বহুবিলম্ব ...রিব· শিক্ষার্থীদিগকে অনর্থক ...র্ত্তি ক্লেশ দেওয়া হইয়া থাকে। কলিকাতা নর্ম্মালস্কুলের কয়ে- ...ত্র লিখিয়াছেন, তাঁহারা ৪ মাস ...ন নাই, কিন্তু সেই বৃত্তির উপ- ...হাদিগের জীবিকা সম্পূর্ণ নির্ভর ... আছে। গ্রীষ্মাবকাশের আর ৫ দিন আছে, ইতি মধ্যে টাকা না ...ল ৬ মাসের ধাক্কায় পড়িল। ...ত ও মেডিকেল কলেজের ছাত্র- ... নিকটও মধ্যে মধ্যে এরূপ ...প শুনা যায়। ইনস্পেক্টর ক্লার্ক ...হৃদয় লোক, তিনি এই নিষ্ঠু- ...ত্তির কি কোন উপায় করিতে না?

ভারত সংস্কারক।

বঙ্গযাত্রা ও ঝিনিদহের অাসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট।

...হর জেলার অন্তর্গত ঝিনিদহ ...সী বাবু যোগেন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্ত্তী ... জনৈক ভদ্রলোক তত্রত্য আসি- ... মাজিষ্ট্রেট সি জে ওডোলেন ...কে দক্ষ যজ্ঞ যাত্রা শুনিবার ...'পনার ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া ...। তথাকার কয়েক জন ...ান্য অনেক ভদ্রলোকও নিমন্ত্রিত হইয়া যাত্রা স্থলে উপস্থিত ছিলেন। যাত্রা কালে সাহেব অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়া 'পেলা' দিয়া অভিনেতৃবর্গকে পুরস্কার করিয়া ছিলেন। রাত্রিকালের আমোদ আহ্লাদের মধ্যে নন্দী ভৃঙ্গী এবং মহাদেবের আকৃতি প্রকৃতি ও অঙ্গ ভঙ্গি দেখিয়া সাহেব মনে মনে কুপিত হন, কিন্তু সে সময় চক্ষু লজ্জায় কাহাকে কিছু বলিতে পারেন নাই। পরে আদাল- তের গদিতে বসিয়া, নিমন্ত্রণকর্ত্তার অভ্যর্থনা ও যাত্রার আমোদ প্রমোদ ভুলিয়া গেলেন এবং চক্ষুলজ্জার সহিত বিদায় লইয়া যাত্রা ওয়ালাদিগকে ও নিমন্ত্রণ কর্ত্তা বাবুকে আদালতে উপস্থিত করিয়া দণ্ডবিধি আইনের ২৯২ ধারার বিধানানুসারে অশ্লীলতা অপরাধের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অপরাধীদিগকে অর্থ দণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে ব্যক্তি অভিযোক্তা, তিনিই সাক্ষী, তিনিই বিচার কর্ত্তা। চূড়ান্ত বিচার হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু জেলার মাজিষ্ট্রেট স্মিথ সাহেব মোকর্দ্দমা চালাইতে দিলেন না। যাহাহউক কৃতজ্ঞচিত্ত ও ডোলেন সাহেব নিমন্ত্রণ কর্ত্তাকে সহজে ছাড়িয়া দিতে সম্মত না হইয়া স্মিথ সাহেবকে বিচারক হইতে বলিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার কথা শ্রবণ করিলেন না।

স্মিথ সাহেব এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে এ যাত্রা হিন্দুশাস্ত্রমূলক। ইউরোপীয়দিগের সংস্কারানুসারে বিবে- চনা করিলে, এ যাত্রাকে অবশ্যই অভদ্র বলিতে হইবে, কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মে এমন অনেক বিষয় আছে তাহা ইউ- রোপীয় এবং এ দেশীয় অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের আদর্শ বিরুদ্ধ হইলেও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বলিয়া দণ্ড বিধি আইনের দ্বারা বর্জ্জিত হইয়াছে।

অশ্লীলতা অবশ্যই দণ্ডনীয় তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ স্থলে নহে। ও ডোলেন সাহেব যদি অশ্লীলতা শাসন করিতে চান, তাঁহার সম্মুখে সুবিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার আদালত ও উহার চতুঃ- পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অন্বেষণ করিলে এরূপ অশ্লীলতার শত শত দৃষ্টান্ত দে... পান। তৎপ্রতি চক্ষু কর্ণ রুদ্ধ রা... যে ব্যক্তি অতিথি সংকারপূর্ব্বক বি... মতে তাঁহার আদর অবেক্ষা করিলেন, তাঁহাকে লইয়া এত টানাটানি করা কোন্ দেশীয় ভদ্রতা? এরূপ কর্ম্ম করিলে ইংরেজদিগকে নিতান্ত হৃদয়হীন ও বিশ্বাসের অযোগ্য জানিয়া দেশীয়গণ আর তাঁহাদিগের সহিত আত্মীয়তা বা সখ্যতা বন্ধনে অগ্রসর হইবেন না। একটী ভদ্র ইংরাজ এরূপ স্থলে যাত্রার অশ্লীল আমোদ সম্ভোগ না করিয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রাস্থান হইতে প্রস্থান করিতেন এবং মৌখিক বা পত্রযোগে যোগেন্দ্র বাবুকে সুভ্যরুচি সঙ্গত উপদেশ দিয়া বা মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার রুচি শোধনের চেষ্টা করিতেন এবং ইহাই যথেষ্ট।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড।

'ভারতবর্ষ ভারতবর্ষেরই জন্য, ইংল- ণ্ডের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নহে' কোন সদাশয় ইংরাজ এ কথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কার্য্যকালে অনেক ইংরাজ এ কথা ভুলিয়া যান। অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যে মতে যাঁহারা নিঃস্বার্থ উদার ভাবের পোষকতা করেন তাঁহারাই আবার কার্য্যস্থলে স্বার্থপর- তার অনুবর্ত্তী হইয়া আপনাদের মতকে আপনারাই খণ্ডন করেন। মত যেরূপ নিঃস্বার্থ বা উদার হউক, অনেকের কৃত- কার্য্যের সঙ্গে এ ভাব সংশ্লিষ্ট থাকিতে দেখা যায় যে 'ইংলণ্ডের স্বার্থসিদ্ধিরই জন্য ভারত বর্ষ।' ইংলণ্ডের হৃদয়ে যদি এই স্বার্থপর ভাব অবস্থিতি না করিত, ভারতবর্ষের অনেক দুঃখ কষ্ট এত দিনে অপসারিত হইত, শাসন প্রণালী এত দিনে অনেক পরিশুদ্ধ হইত, সিবিল সার্... সের পরীক্ষা ভারতবর্ষে উঠিয়া আসি... রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে দেশাধিবা... দিগের অধিকার দেওয়া হইত, রা...

বক্‌মারী এজেন্ট দ্বারা তাঁহার এই সকল দুঃখের কথা ব্রিটিষ সাধারণকে জানাইয়াছেন (১) তাঁহার রসদ কমান ও কখন২ বন্দ করা হইয়াছে এবং তিনি সম্পূর্ণ অন্ধকূপে বাস করেন; (২) তাঁহার গৃহে পুরুষ পাহারা দেয়; (৩) গুইকুমারের আদেশে তাঁহার পরিচারিকা দিগের প্রতি অত্যাচার করা হয়।

সার জর্জ ক্যাম্বেল ও সার উইলিয়ম মুইরের সম্বর্দ্ধনার্থে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট আয়োজন করেন। ক্যাম্বেল বরাবর সউদাম্প্‌টন দিয়া এবং মুইর ব্রিণ্ডসি হইয়া যাইবেন।

গত পূর্ব্ব রবিবার বোম্বাইর পারসীগণ ষ্টেট সেক্রেটোরীর নিকট আবেদন করিবার জন্য একটী বৃহৎ সভা আহ্বান করেন। পুলিষ কমিসনর সুটরকে বিলক্ষণ আক্রমণ করা হইয়াছে।

ইউরোপ।

ইংলণ্ডেশ্বরী অনুমতি করিয়াছেন, দক্ষিণ কেনসিংটন চিত্রশালিকায় আসাণ্টি রাজের রাজছত্র প্রদর্শিত হইবে। এ ছত্র মহারাণী নিজের জন্য রাখিবেন। প্রিন্স এব ওয়েল্‌স আসাণ্টি রাজের একখানি [illegible] পাইয়াছেন।

কমন্‌স সভায় দুল্‌ট সাহেবের প্রশ্নে প্রধান [illegible] ডিসরেলি সাহেব বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের রাজ [illegible] বিষয় সকল অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা এ বৎসর পূর্ব্বে [illegible] আলোচিত হইবে, কিন্তু সাধারণ বিষয় সকল যেরূপ অপ্রস্তুত অবস্থায় রহিয়াছে, তিনি তাহার ঠিক্ সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন না। তবু ভাল।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারি কুইন এলিজেবেথ নামক যে জাহাজ কলিকাতা হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করে, ১২ই মার্চ্চ জিব্রল্‌টারের নিকট তাহা জলমগ্ন হইয়াছে। অনেক গুলি প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম একজন এ দেশীয় আয়া এবং অক্ষয়কুমার বন্দ্যো ও চারুচন্দ্র বসু নামক দুইজন খৃষ্টান বাঙ্গালী রক্ষা পাইয়াছেন।

সেণ্ট পিটার্সবর্গের জর্ম্মন নিউস্‌ পত্রের সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, রুসিয়েশ্বর তাঁহার জন্ম দিনের ২ দিন পরে ১৯এ এপ্রেল রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া বার্লিন যাত্রা করিবেন। তথায় কিছু দিন থাকিয়া ষ্টটগার্টে একটী বিবাহ সমারোহ দেখিয়া ইংলণ্ডে যাইবেন। তিনি ৮ই জুলাইয়ের মধ্যে স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইবেন।

ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সভা রাজস্ব সংক্রান্ত সাক্ষ্য গ্রহণ জন্য, যে রয়াল কমিসনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা হইল না, কমন্স হাউসে এ বিষয়ের আন্দোলন হইয়াছিল।

গত ১৮ই এপ্রেল ডাক্তর লিবিংষ্টোনের দেহ ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবীতে সমাহিত হইয়াছে।

ককেসস্‌ পর্ব্বতের নিকট ডিউক অব এডিনবরার ফটোগ্রাফ সকল বিক্রীত হইতেছে। ইনি শ্বশুর রাজ্যে শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছেন, এটী তাহার একটী নিদর্শন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, মার্কুইস অব্‌ সালিসবরীর আগমনে ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের মৃতভাব গিয়া পুনর্জ্জীবনের উদয় হইয়াছে। লর্ড জর্জ হামিল্‌টন তাঁহার উপযুক্ত সহকারী হইয়াছেন। সকল সংবাদ পত্র, আবেদন পত্রাদির প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ অর্পিত হইয়া থাকে।

বেঙ্গল ক্রিশ্চান হেরাল্ড বলেন, লাপলাণ্ডের পাদরী সাহেব গিরজাতে যখন উপাসনা করেন, হাতে একগাছি লাটী রাখেন এবং উপাসকদিগের কাহাকে ঝিমাইতে দেখিলে পুল্‌পিটের উপর তদ্দ্বারা আঘাত করিতে থাকেন। তাঁহার সাহায্যার্থ তাঁহার একজন সহকারী চারিদিকে বেড়াইয়া নিদ্রিত লোকদিগকে লাটির গুঁতা দিয়া জাগাইয়া দেন। লাপলণ্ডীয় লোকেরা বড় ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক বোধ হইতেছে।

বিবিধ।

আসাণ্টী যুদ্ধের ব্যয় সর্ব্বশুদ্ধ ৯ কোটী টাকা অনুমিত হইয়াছে।

একখানি আমেরিকান পত্রে একটী আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত লিখিয়াছে। নিউ ইয়র্ক নগরের বাক্‌সটার ষ্ট্রীটের ভূমি খনন করিয়া একটী বুদ্ধদেবের মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা যদি সত্য হয়, হিন্দুরা নূতন পৃথিবীর সহিত বহুকাল পূর্ব্বে পরিচিত ছিলেন, সন্দেহ নাই।

আমেরিকার সুরাদ্বেষিণী বীরাঙ্গণাগণের জয় সমগ্র দেশের উপরে বিস্তারিত হইতেছে। নিউ ইয়র্কের ১০০ মদ্যব্যবসায়ী দোকান বন্দ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে।

কাসগার ও ইয়ার্কন্দপতি আমীর মহম্মদ যাকুব খাঁর সহিত ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের যে বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি হইয়াছে, তাহাতে স্থির হইয়াছে এক্ষণ হইতে কলিকাতায় আমীরের এবং কাসগারে ব্রিটিষদিগের এক একজন প্রতিনিধি থাকিবেন। ভারতবর্ষীয় সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে সমান অধিকার দেওয়া হইবে ও সকলের নিকট সমান শুল্ক লওয়া হইবে। ব্রিটিষ বণিকেরা স্বাধীনভাবে সকল সময়ে যাতায়াত করিতে পারিবে, তবে তাহাদিগের উপর কতকগুলি নিয়ম থাকিবে এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পত্র ভিন্ন তাহাদিগকে দেশে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

সার জন পিটার গ্রাণ্ট জামেকাতে বোম্বাই আম্রের চাষ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

লেসেপ্স ও বারোনস্কী মধ্য আসিয়ার রেলওয়ে নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ কল্পনা রুসীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্পণ করিয়াছেন। ওরেনবর্গের পরিবর্ত্তে সামারা ও কিব দিয়া রেলওয়ে যাইবে।

আসাণ্টিজিৎ সার বর্ণেট উল্‌সলিকে পুরস্কারার্থ পার্লেমেণ্ট ২,৮০,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

আফগানস্থানের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে বাণিজ্য করিবার উদ্দেশে মস্কো নগরে একটী কোম্পানি খুলিয়াছে। ইহাদিগের মূলধন ১০ লক্ষ রোবল মুদ্রা।

তুর্কমান্‌ ও কসাক জাতি সমবেত হইয়া রুসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অভ্যুত্থিত হইয়াছে।

"সিংহলে ঝিনুকে মুক্তার ব্যবসায়ে অনেকে সংলিপ্ত হইতেছেন! একজন চিন বণিক ৭৭ হাজার টাকার ঝিনুক কিনিয়াছেন। একজন সাপুড়িয়াকে এক ব্যক্তি একটী ঝিনুক পারিতোষিক দেন এবং তাহা হইতে যে মুক্তাটী বাহির হইয়াছে তাহার মূল্য চারি শত টাকারও বেশী। আর এক ব্যক্তিও একটি মুক্তা পাইয়াছেন তাহার মূল্য পাঁচ শত টাকা। সিংহল ঝিনুকে এবার যেরূপ মুক্তা দেখা যাইতেছে এরূপ কখন দেখা যায় নাই।"

আসাণ্টিজিৎ সার গার্ণেট উল্‌সলীর বোম্বাইয়ের প্রধান সেনাপতি হইয়া আসিবার কথা হইতেছে।

কোচিন আর্গস যাহা লিখিয়াছেন, সত্য হইলে রুসীয় গবর্ণমেণ্টকে বর্ব্বরপ্রধান বলিতে হইবে। এক জন গ্রন্থকার প্রজাদিগের স্বাধীনতা পোষণ করিয়া সম্রাটের রাজকার্য্যে দোষারোপ পূর্ব্বক একখানি পুস্তক প্রচার করেন। সংবাদটী রাজগোচর হইলেই গ্রন্থকারকে ধৃত করা হয় এবং সংক্ষেপ বিচারে দণ্ডাজ্ঞা হয় তাহার নিজের কথা তাহাকে খাইতে হইবে। সহরের এক প্রকাশ্য স্থানে এক ফাঁসী কাষ্ঠ টাঙ্গান হইল, যত প্রধান রাজকর্ম্মচারী সমবেত হইলেন। তৎপরে মলাট ছিঁড়িয়া পুস্তকখানির প্রত্যেক পত্র লেখকের মুখে ঠাসিয়া দেওয়া হইতে লাগিল এবং মরণাধিক যন্ত্রণা দিয়া সমুদায় পুস্তক খানি খাইতে তাহাকে বাধ্য করা হইল। চিকিৎসকের মতে এক দিনে এ কার্য্যে আপদ ঘটিবার সম্ভাব দেখিয়া ৩ দিন ধরিয়া এই ব্যাপার সমাহিত হয়।

আদালত হইতে অবসৃত হওয়াতে বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যো ও মাক ইউয়েন সাহেব ১০০ টাকা করিয়া অতিরিক্ত বেতন পাইবেন। স্পেন্স সাহেবের বেতন যতদিন ১২৫০ টাকা না হয় ১০০০ টাকা মাসিক বেতন ও বার্ষিক ৫০ টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইবেন।

আমরা ভারত দর্পণ প্রকাশিকা নাম্নী একখানি পত্রিকার ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা সাধারণের হিতার্থে বিনা মূল্যে বিতরিত হইয়া থাকে।

মৃত অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের স্মরণার্থ কিরূপ প্রকাশ্য কার্য্য করা যাইতে পারে তন্নিরূপণার্থে হাইকোর্টের আপিলেট বারের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ একটী কমিটী রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন :—

আর টি আলান, উমেশচন্দ্র বন্দ্যো, বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম এ, মৌলবী মহম্মদ উসফ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ।

গত ১০ই এপ্রেল কিয়ার সাহেব সস্ত্রীক বেঙ্গল মিউজিক বিদ্যালয় দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছেন।

হাবড়া হিতকরী বলেন, গত পূর্ব্ব মঙ্গলবার একজন ধোপা, সারকুলার রোড দিয়া যাইতেছিল; ইতিমধ্যে কয়েকজন ইউরোপীয় অতি বেগে গাড়ী হাঁকাইয়া যাওয়াতে তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়াছে। করণার এবিষয়ের যথাবিধি অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; জুরী বলিয়াছেন যে আকস্মিক ঘটনানিবন্ধন এই মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে। মৃতব্যক্তির যদি গাত্রবর্ণে দোষ (!!) না থাকিত, তাহা হইলে এই আকস্মিক ঘটনাতেই জুরী কত পীড়াপীড়ী করিতেন।

ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া টেলিগ্রামে অবগত হইয়াছেন, পূর্ব্ব ত্রিহুতে কূপ ও পুষ্করিণী সমূহ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। জলাভাবে মনুষ্য ও পশ্বাদির বিলক্ষণ কষ্ট হইতেছে। নিম্ন ভূমি সমূহের আবাদ কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। গত সপ্তাহে হাটী সবডিবিসনে তিন ব্যক্তি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা এডুকেশন গেজেটে দেখিলাম, বর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষে বর্দ্ধমানের মহারাজ অনেক কাজ করিতেছেন। তিনি চাঁদা ত দিয়াছেন, তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত সাহায্য-জনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। নিজ বর্দ্ধমানে ৫০৬ ব্যক্তিকে খাটাইয়া আহার দিতেছেন। অন্নছত্র করিয়া ১১০০ লোককে খাওয়াইতেছেন। কালনায় কার্য্য খুলিয়া ৩।৪ শত লোককে কর্ম্ম দিয়াছেন; অন্নছত্র খুলিয়া গড়ে ১০২৩ লোককে প্রত্যহ আহার দিতেছেন। বুদ্‌বুদেও একটী অন্নছত্র খুলিয়াছেন, তাহাতেও প্রত্যহ ৪০০ লোক আহার পাইবে। তদ্ভিন্ন হুগলি জেলায় হর্ষপুর, কোন্নালিয়া, ও বালি এই তিন স্থানে তিনটী অন্নছত্র খুলিবেন; এখানকার মাজিষ্ট্রেট সাহেব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই এই সাহায্যানুষ্ঠান আরম্ভ হইবে। মহারাজ স্বয়ং বর্দ্ধমান এবং কালনার মধ্যে রাইপুর, কুচুট এবং অন্যান্য পল্লীর অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ঐ সকল স্থানের অদৃষ্টও বোধ হয় ভাল হইবে। মহারাজ দুর্ভিক্ষে সাহায্য দিবার নিমিত্ত উড়িষ্যায় অনেক তণ্ডুল ক্রয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুই তিন হাজার মণ শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিবে।

চন্দ্রিকা বলেন, গত রবিবার বৈকালে মেগাজিন সার্জ্জেণ্ট রেকহ্যাম হুগলী নদীতে হঠাৎ পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত দেহ গত মঙ্গলবারে পাওয়া গিয়াছে।

বুধবার খাইক মেথরের গলির মধ্যে একজন পুরুষ গলদেশে ছুরি মারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। অবগত হওয়া গেল যে ঐ ব্যক্তি আর একবার আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করাতে পুলিস তিন মাস কারাদণ্ড দিয়াছেন। ইহার কোন কারণ প্রকাশ হয় নাই। ঐ।

বাবু জগচ্চন্দ্র দাস বি, এল, গত সন ১৮৭২ সালের ৩ আইনানুসারে গোয়ালপাড়ার বিবাহের রেজিষ্টারি করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১লা জানুয়ারি হইতে ১লা এপ্রেল পর্য্যন্ত আকায়াব হইতে ২৪,০৯১ টন অর্থাৎ ৭ লক্ষের অধিক মণ চাউল কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিম।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ৩,০৭,৬৯,০৫৬ অধিবাসীর মধ্যে ৪১৭৮৮ লোকের মৃত্যু হইয়াছে, অর্থাৎ হাজার করা ১,৩৪ লোক মরিয়াছে।

এ বৎসর সিমলায় ৩০ হাজার টাকা ভাড়ায় ২৫টী বাটী লওয়া হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট কম ভাড়ায় তাহা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন প্রকাশ করিয়াছেন। কে লইবে?

পঞ্জাবের এক বণিক্ কোম্পানির অধ্যক্ষ আগামী ২০ এ এপ্রেল ৩ লক্ষ টাকার দ্রব্যজাত সমভিব্যাহারে ইয়ার্কন্দে যাইবেন। মধ্য আসিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের পথ ক্রমে খুলিতেছে।

সিন্দিয়ান্ পত্র লিখিয়াছেন খিরপুরের নবাব আলী মোরাদ তাঁহার উত্তর সিন্ধু রাজ্যে স্বয়ং একটী সিংহ বধ করিয়াছেন। এই পশুরাজ অনেক গ্রাম্য পশুর প্রাণনাশ করিয়া বিষম দৌরাত্ম্য করে, অনেক ইংরাজ চেষ্টা করিয়াও তাহাকে মারিতে পারেন নাই।

মান্দ্রাজ।

সর্প বিনাশার্থ বেটসন নামে এক সাহেব 'বার্ম্মিন আস ফিক্‌সিয়েট' নামে এক প্রকার নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমাদিগের ষ্টেট সেক্রেটারী এই যন্ত্র ৫টী ক্রয় করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইয়াছেন। ইহার একটী পরীক্ষার্থ মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টে প্রদত্ত হইয়াছে এবং তত্রত্য ডাক্তর সর্ট তাহার পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছেন।

মান্দ্রাজের ২ জন বারিষ্টার ত্রিবাঙ্কুর রাজের হাইকোর্টে জজপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কোন বাঙ্গালী সে দিকে চেষ্টা করেন না কেন?

বোম্বাই।

বোম্বাইয়ের অনেক স্থানে ঝড় ও শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি এবং বোম্বাই কৌন্সিলের অন্যতর সভ্য জে গিব্‌স সাহেব বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চান্সেলর হইয়াছেন।

একখানি গুজরাটী পত্রে সংবাদ [illegible] লিখিয়াছেন, বরদা কমিসনরেরা গুইকুমের [illegible]। তাঁ[illegible] দরবারের প্রতি তীব্ররূপে দোষারো[illegible]ছেন, রাজ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে রেসিডেণ্টের সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা দেখাইয়াছেন এবং তত্রত্য দেওয়ান নিযুক্ত বা পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকা উচিত বলিয়া মত দিয়াছেন।

গত বৎসর সমুদয় বোম্বাই প্রেসিডেন্সির শিক্ষাকার্য্যে ১০,৫৮,৭৪৮ টাকা ব্যয় হয়। এবৎসর উহার উপর ১৫, ৪৭৫ টাকা বাড়িবে।

এলফিন্‌ষ্টন হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক রামচন্দ্র বিকাজী গুঞ্জিকর আইজ্যাক পিটমানের সংক্ষিপ্ত লিখন প্রণালী মহারাষ্ট্রীয় ভাষার উপযোগী করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় আজিও এ অভাবটী অপূর্ণ আছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গত ২৪ এ মার্চ্চ সেতরোর রাণী মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইহার ৪০ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ইহাঁর মৃত্যুতে শিব জীর বংশের শেষ হইল। উক্ত রাণী গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ৫ হাজার টাকা বৃত্তি পাইতেন। এক্ষণ অবধি গবর্ণমেণ্টের মাসে মাসে ঐ ৫ হাজার টাকা বাঁচিয়া গেল।

মৃত খাণ্ডিরাও গুইকুমারের বিধবা রাণী

রাজস্ব সম্বন্ধীয় বিষম গোলযোগ মীমাংসিত হইয়া যাইত, পার্লেমেণ্ট মহা সভায় ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধিত্বের আসন সংস্থষ্ট হইত। এ সমুদয় উন্নতির প্রতিবন্ধক আর কিছুই নহে, কেবল ইংলণ্ডের স্বার্থপরতা। ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে ঊনবিংশ শতাব্দীর চূড়ান্ত সভ্যতার উজ্জ্বলালোকে দণ্ডায়মান হইয়া ইংলণ্ড কিরূপে এতাদৃশ স্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে সাহসী হন? কখন কখন এই স্বার্থপরতা লজ্জা ও ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া থাকে। সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকেরা এই নির্লজ্জতার একটী চূড়ান্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরি লর্ড সালিসবারির নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া এই আবেদন করেন যে ইণ্ডিয়া কৌন্সিলে তাঁহাদের প্রতিনিধি সংস্থাপন করা হয়। ভারত হিতৈষী চতুর ষ্টেট সেক্রেটরি ম্যাঞ্চেষ্টরের আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই। ভারতবর্ষের রুধির শোষণ ভিন্ন ভারতবর্ষের সঙ্গে যাঁহাদের অন্য সম্বন্ধ নাই, আবেদনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে যাঁহারা স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কোন উপলক্ষ অন্বেষণ করিয়াও দেখাইতে পারিবেন না, তাঁহারা প্রকাশ্যে এরূপ প্রার্থনা করিতে যে সঙ্কুচিত হইলেন না ইহাই আশ্চর্য্য। ইতিপূর্ব্বে যখন ম্যাঞ্চেষ্টরে বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষের জন্য দাতব্য সংগ্রহের চেষ্টা হয়, তখন তত্রত্য অধিবাসীরা তাহাতে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ম্যাঞ্চেষ্টর ভারতবর্ষের ধনে ধনী ও তজ্জন্য তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। ভারতবর্ষের দুঃখ মোচনে ইহাদিগকে সর্ব্বাগ্রেই অগ্রসর হওয়া বিধেয়। সে সময় ইহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ই[illegible] কৌন্সিলে প্রতিনিধি স্থাপন জন্য ইহাদিগকে অল্প আগ্রহান্বিত দেখা যায় না। যদি এবিষয়ে তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের রুধির শোষণের আয়োজনটী সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইত।

সৌভাগ্য ক্রমে ইংলণ্ডে এরূপ কতিপয় মহাত্মাকে এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা যথার্থই ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষের জন্য শাসন করিতে অভিলাষী। তাঁহাদের যে মত, সেই কার্য্য। এরূপ লোকের সংখ্যা এখনও অতি অল্প। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির উপরেই ভারতের আশা ভরসা। এরূপ লোকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, এবং সেই সংখ্যার মধ্যে যত অধিক ব্যক্তি ক্ষমতাশালিত্ব লাভ করিবে, ততই এবিষয়ে ইংলণ্ডের সাধারণ মত পরিশুদ্ধ হইতে থাকিবে এবং আমাদের কল্যাণের পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হইবে।

ফসেট সাহেব একজন এই শ্রেণীর ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি। ইহাঁর ন্যায় ভারতহিতৈষী বিংশতি ব্যক্তি পার্লেমেণ্ট মহাসভার কমন্স হাউসে বিদ্যমান থাকিলে ভারতের দুঃখ অনেকাংশে বিমোচিত হইত। ফসেট একজন উদার মতাবলম্বী, এবং ব্রাইটনের সভ্য ছিলেন। উদার মতের পরাজয় সময়ে ইহাঁকেও কমন্স সভা হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল। ইহাঁকে হারাইয়া আমরা অন্ধকার দেখিতে ছিলাম।

সম্প্রতি হাক্‌নির অধিবাসীরা ফসেট সাহেবকে মনোনীত করিয়া পার্লেমেণ্টের কমন্স সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধিত্বে নিয়োজিত করিয়াছেন। এ সংবাদ যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতদূর আহ্লাদকর তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা আমাদের হারা নিধি পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম।

পার্লেমেণ্ট এখন ভারতবর্ষ বধির নহেন। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ড ও পা[illegible] ণ্টের মনোযোগ প্রবলরূপে আ[illegible] করিয়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্যাপারই সময়ে কমন্স সভায় তুমুল আ[illegible] উপস্থিত করিয়াছে এবং মহ[illegible] বিশেষ বিবেচনা স্থলে গৃহীত [illegible]তেছে। কিন্তু ভয় হয় পাছে [illegible]ক্ষাবসানে, ভারতের কথা মহা[illegible] সভ্যেরা একেবারে বিস্মৃত হইয়া [illegible] মহাত্মা ফসেটও হাকনির অ[illegible] দিগের সম্মুখে এই আশঙ্কা করিয়াছেন। এ আশঙ্কা নিষ্কা[illegible] দুর্ভিক্ষের অবসানে এ আন্দোলন থাকিবে না তাহার আর সন্দেহ [illegible] কিন্তু যখন ভারতবর্ষ এক[illegible] স্থলে আসিয়াছেন, তখন [illegible] একবারে ইংলণ্ডের স্মৃতিপ[illegible] হইবেন এমন বোধ হয় না। বি[illegible] এখন পার্লেমেণ্টে আমরা অনেক হিতৈষী বন্ধুর সাহায্য প্রাপ্ত হইতে ডিউক অফ আর্গাইলের সময়ে অ[illegible] সেক্রেটরী গ্রাণ্ড ডফ ভারতবর্ষ সংক্র[illegible] কোন কথা কমন্স সভাকে সহজে জা[illegible]দিতেন না। ডিউকও কিছুই [illegible]তেন শুনিতেন না। এখন [illegible] যাঁহাকে আমাদের ষ্টেট সে[illegible] পাইয়াছি তিনি ভারতের এক[illegible] হিতৈষী, তাঁহার অণ্ডর সেক্রেট[illegible] হ্যামিল্‌টনও সেই শ্রেণীর লোক। কমন্স সভা ইণ্ডিয়া আফিসকে [illegible] করিয়াও সহজে কোন কথার [illegible] পাইতেন না; এখন ইণ্ডিয়া আ[illegible] অযাচিত হইয়াও অনেক কথা মহাসভ[illegible] গোচর করিতে যত্ন পাইবেন স[illegible] নাই।

ডিস্‌রেলি, যিনি এক[illegible]

লে ভারতবর্ষ যে পূর্ব্বের ন্যায় ,থাকিবে আমাদের ইহা কখনই হয় না। ভারতবর্ষ অনেক দিন ন্যায় ব্যবহারে বঞ্চিত রহি-। ভরসা করি ইহার প্রতি ইংল-ন্যায় দৃষ্টি এখন হইতে দিন দিন তি হইতে থাকিবে।

বজেট।

র্ব্ব সপ্তাহের অতিরিক্ত ইণ্ডিয়া টে বর্ত্তমান বৎসরের আয় ব্যয়ের প্রকাশিত হইয়াছে। বৃহস্পতি-রাত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল আমরা পূর্ব্ববারের ভারত সংস্কা-এ বিষয়ের আলোচনা করিবার শ পাই নাই। বিগত বৎসরের ন্যায় ও কোন প্রকার নূতন কর দর স্কন্ধে স্থাপিত হয় নাই; জ্জন্য সুবিচক্ষণ মহাত্মা ক্রক বাহাদুরকে শত শত ধন্য-প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে না। গত বৎসর হইতে তিনি স্বের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ার গ্রহণ করিয়াই তিনি ইনকম্ উঠাইয়া দিলেন এবং এ বৎসর দুর্ভিক্ষের বৎসর এবং গবর্ণ-ক তন্নিবারণার্থ অকাতরে অর্থ ব্যয় হইতেছে তথাপি এরূপ সুশৃ-প্রস্তাবিত আয় ব্যয়ের ব্যবস্থা ন যে আমাদিগকে কোন কর ভারে প্রপীড়িত হইতে না।

রতবর্ষের রাজস্ব মন্ত্রী সর উই-টেম্পল বজেট প্রস্তুত সময়ে ক্ষ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন; লর্ড নর্থ-সম্যক্ রূপে তাঁহার সাহায্য গ্রহণ পারেন নাই বলিয়া আক্ষেপ ...নের বিষয় যে বজেটটী প্রস্তুত হইয়াছে ইহাও স্বীকার করিয়াছেন।

১৮৭২। ৭৩ সালে ৪৮,৭৭,০,০০০ টাকা আয় ৪৮,৫৩,৪০,০০০ টাকা ব্যয় ও ২৩, ৭০,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে স্থির হইয়াছিল, কিন্তু ফলে ৫০,২২, ০৩,৬০০ টাকা আয়, ৪৮,৪৫,৬৪,৮২০ ব্যয় ও ,১৭৬,৩৮,৭৮০ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। ১৮৭৩।৭৪ সালে ৪৮, ২৮, ৬০,০০০ টাকা আয় ৪৮,০৭,৬০,০০০ টাকা ব্যয় ও ২২,০ ০,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে স্থির হইয়াছিল; কিন্তু ফলে ৪৯, ৪৭,৬০,০০০ টাকা আয়, ৪৭,৬৫, ৭৩,০০০ টাকা ব্যয় ও ১,৮১,৮৭,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। ফল অত্যন্ত সন্তোষ-জনক। এ বৎসর ইনকম ট্যাক্স উঠিয়া যাওয়াতে আয়ের হিসাবে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কমিয়া যায়; বিচক্ষণতার সহিত ব্যয় সংক্ষেপ করাতে পূর্ব্বগত বৎসর অ-পেক্ষা উদ্বৃত্তের হিসাবে ৫,৪৮,২২০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। এ বৎসর অহি-ফেনের হিসাবে বিস্তর লাভ হইয়াছে। বজেটে এ হিসাবে যত টাকা আদায় হইবে স্থির হইয়াছিল, তদপেক্ষা ৮২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা অধিক হইয়াছে এবং এ হিসাবে যত টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছিল তদপেক্ষা ১১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা কমিয়াছে। এজন্য উদ্বৃত্তের হিসাবে যত টাকা ধার্য্য হইয়াছিল, তদপেক্ষা ৯৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অতিরিক্ত হইয়াছে।

১৮৭৪।৭৫ সালে ৪৮,৯৮, ৪০,০০০ টাকা আয়, ৪৭,৭৯,২০,০০০ টাকা ব্যয় ও ১,১৯, ২০,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে স্থির হইয়াছে।

আমরা উপরে কেবল নিয়মিত ব্যয় ধরিয়া হিসাব দেখাইয়াছি। ১৮৭২। ৭৩ সালে ব্যয়ের হিসাবে যত টাকা ...রিক্ত অনিয়মিত পব্লিক ওয়ার্ক হিসাবে ২,১৮,৪৫,৭০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সুতরাং সে বৎসর আয় অপেক্ষা ৪২,০৬,৯২০ টাকা অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ১৮৭৩। ৭৪ সালে ব্যয়ের হিসাবে যত টাকা উপরে দেখান হই-য়াছে, তদতিরিক্ত দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ ৩ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা এবং অনি-য়মিত পব্লিক ওয়ার্ক হিসাবে ৩ কোটী ৫৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা উভয়ের সমষ্টিতে ৭ কোটী ৪৬ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয়িত হইয়াছে। সুতরাং সে বৎসর আয় অপেক্ষা ৫ কোটী ৬৪ লক্ষ ৩ হাজার টাকা অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে। বর্ত্ত-মান বৎসর অর্থাৎ ১৮৭৪।৭৫ সালে ব্যয়ের হিসাবে যত টাকা উপরে ধার্য্য হইয়াছে, তদতিরিক্ত দুর্ভিক্ষ নিবা-রণার্থ ২,৫৮,০০,০০০ টাকা, ও অনি-য়মিত পবলিক ওয়ার্ক হিসাবে ৪,৫৬,৩ ০,০০০ টাকা উভয়ের সমষ্টিতে ৭,১ ৪,৩ ০,০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে স্থির হইয়াছে। তাহা হইলে এ বৎসর সম্ভাবিত আয় অপেক্ষা ৫,৯৫, ১০,০০০ টাকা অধিক ব্যয় হইবার সম্ভাবনা।

দুই বৎসরে দুর্ভিক্ষের ব্যয় ৬,৫ ০,০ ০,০০০ সাড়ে ছয় কোটী টাকা হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা পূর্ব্ব বৎসরে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ২ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা বর্ত্তমান বৎসরে ব্যয়িত হই-বার সম্ভাবনা।

এ বৎসর অতিরিক্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বিপুল অর্থ ঋণ গ্রহণ করিতে হইতেছে। ঋণের পরিমাণ ৮ কোটী ৫ লক্ষ টাকা স্থির হইয়াছে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরি ইংলণ্ড হইতে ৫ কোটী ...বেন. রেলওয়ের হিসাবে

গোয়ালিয়র ও ইন্দোর হইতে ৮৬ লক্ষ টাকা অগ্রিম গ্রহণ করা হইতেছে, অবশিষ্ট ২৬ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা ভারতবর্ষ অথবা ইংলণ্ড হইতে ঋণগ্রহণ করা হইবে। এই ঋণলব্ধ অর্থ হইতে অনিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ ও মিউনিসিপালিটীর ঋণ প্রদান জন্য ৫ কোটী টাকা ব্যয়িত হইবে, রেলওয়ের প্রতিভূ স্বরূপ রাজকোষগচ্ছিত দেড় কোটী টাকা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট ২ কোটী টাকার কিয়দংশ দ্বারা ভারতবর্ষীয় ও প্রাদেশিক রাজস্বের অভাব সম্পূরণ হইবে, কিয়দংশ রাজকোষে সংন্যস্ত থাকিবে।

গত বর্ষের হিসাবে ভূমির রাজস্ব ভিন্ন আর কোন বিষয়ে কোন ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই। হৈমন্তিক শস্য হানিই এই ক্ষতির কারণ। উপরে নিয়মিত ও অনিয়মিত ব্যয় বলিয়া যে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। নিয়মিত ব্যয়ের হিসাবে যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহা অন্য কোন উপায়ে আদায় হইয়া পূর্ণ হয় না, কিন্তু অনিয়মিত ব্যয়ের হিসাবে যে অর্থ ব্যয়িত হয় তাহা অন্য কোন উপায়ে ভবিষ্যতে আদায় হইয়া পূর্ণ হইতে পারিবে। জল সেচন ব্যবস্থা, ষ্টেট্ রেলওয়ের কার্য্য, ১৮৭১ সালের ২৩ আইনানুসারে মিউনিসিপাল ঋণ প্রভৃতি এই শেষোক্ত শ্রেণীস্থ ব্যয়ের অন্তর্গত। এই অনিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ঋণ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ১৮৬৯।৭০ সাল হইতে ১৮৭২।৭৩ সাল পর্য্যন্ত অনিয়মিত ব্যয় সঙ্কুলনার্থ ১০,৮৭,২৫,৫১০ টাকা ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে এবং মিউনিসিপালিটী হইতে যে ৩৬,১৭,৯৯০ টাকা ঋণ পরিশোধের হিসাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও এই ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নির্দ্দিষ্ট হয়। সমষ্টিতে ১১,২৩,৪৩,৫০০ টাকা, তন্মধ্যে অনিয়মিত পবলিক ওয়ার্ক হিসাবে ৭,৫৮,১৪,৩৩০ টাকা ও মিউনিসিপাল ঋণ হিসাবে ৩,৬৯,৯৭,৪৮০ টাকা সর্ব্বশুদ্ধ ১১,২,০৮১,৮১০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। প্রায় 'যত্র আয় তত্র ব্যয়' হইয়াছে, কেবল ৪,৫৮,৩১০ টাকা মাত্র আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হইলে ১৮৭৩।৭৪ সালের শেষে ২০ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা হস্তে সঞ্চিত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বস্তুতঃ সে বৎসর কেবল ১৪,১২,৩৬,৯৩০ টাকা মাত্র হস্তে রহিল। ১৮৭৪।৭৫ সালের শেষে ১৫,২৭,২৫,৯৩০ টাকা হস্তে থাকিবার সম্ভাবনা।

জলকষ্ট।

বঙ্গদেশে একদিকে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি হইয়া অন্নকষ্টে লোক সকল হাহাকার করিতেছে, অন্য দিকে জলকষ্টে মারা পড়িবার আশঙ্কায় আকুল হইতেছে। আমরা হাবড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণার অনেক স্থানে ইতি মধ্যে এই বিপদ্ আসন্ন দেখিতেছি। পূর্ব্বোক্ত দুই জেলার গঙ্গাতীরস্থ স্থান সকল ভিন্ন অন্যত্র ক্লেশের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, শেষোক্ত জেলার আবাদ অঞ্চলে প্রজাদিগের কষ্টের ইয়ত্তা করা যায় না। এরূপ হওয়া অসম্ভাবিত নহে। গত বর্ষায় পর্জ্জন্য দেবের কৃপাবৈগুণ্যে যেমন শস্যাভাব হইয়াছে, সেইরূপ নদ নদী, দীঘী, তড়াগ, পুষ্করিণী আদির সংবৎসরোপযোগী উদর পূরণেরও অভাব হইয়াছে। এমন কি বর্ষার শেষেই গত আশ্বিন মাসে আমরা তারকেশ্বর অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া দেখি, যে সকল সরোবরে ১০। ১৫ হাত জল হইয়া ছাপাইয়া উঠিত, তাহাতে জল কটিদেশের উপরে উঠে নাই। বর্ষার পর ৬।৭ মাস গত হইল, তাহাদের অবস্থা এক্ষণে কি হইতে পারে? ভাগ্যে শীতকালে কিছু কিছু বর্ষণ হইয়াছিল, নতুবা এতদিনে অনেক পুষ্করিণীর তলদেশ হইতে ধূলা উড়িয়া যাইত। যাহাহউক দারুণ গ্রীষ্ম দর্শন দিয়াছে। অনেক পুষ্করিণী ইতিমধ্যে শুষ্ক হইয়াছে, যাহাতে স্বল্প তোয় আছে, অল্প দিনের মধ্যেই শোষিত হইয়া যাইবে। বর্ত্তমান বর্ষে নাবী বর্ষা হইবে কি না বলা যায় না, শুনা যায়, এক বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে তাহা সপ্ত বর্ষ ব্যাপী হইয়া থাকে। নাবী বর্ষা যদি না হয়, সম্মুখস্থ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ও আষাঢ় এই তিন মাসে জলকষ্টে লোকদিগকে প্রাণান্ত হইতে হইবে। দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে সদাশয় জমীদারগণ স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন ইহাদ্বারা কথঞ্চিৎ উপকার লাভ হইবে। কিন্তু উপরি উক্ত জেলা সকলে এ প্রকার অনুষ্ঠান কিছু মাত্র হয় নাই বলিলেই হয় সুতরাং তাহাদিগের ভাগ্যে যে কি হইবে বলা যায় না। গবর্ণমেন্ট পূর্ব্বে হইতে প্রজাদিগের জলকষ্ট সম্ভাবনা করিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কেহ পুষ্করিণী খননে উদ্যুক্ত হইলে অগ্রিম টাকা ঋণ দিয়া সাহায্য করিবেন, কিন্তু ঋণগ্রস্ত হইয়া সাধারণের হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার লোক কোথায়? গবর্ণমেণ্টের একটী উপায় নিতান্ত নিষ্ফল হইল বলিয়া তাঁহারা কি শুভ উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিবেন? এখন নূতন পুষ্করিণী খনন করিয়া জল বাহির করা ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন করা, তাহার সময় নাই। পুরাতন যে সকল পুষ্করিণী আছে, বা মজিয়া গিয়াছে, তাহার জীর্ণ সংস্কার করিয়া দিলে অল্পব্যয়ে প্রভূত উপকার লাভের সম্ভাবনা। গবর্ণমেন্ট কানা নদীর যেমন উদ্ধার করিয়াছেন, অন্যান্য স্থানের মজা নদী যদি সেইরূপ অল্পব্যয়ে অল্প-

ময়ে কাটাইতে পারেন, চেষ্টা দেখুন। র্ণমেণ্টদ্বারা সকল স্থানে এ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে! কিন্তু তাঁহারা স্থানীয় মিউনিসিপালিটী বা জমীদার প্রভৃতিকে এজন্য উৎসাহিত করিতে পারেন। এ বিষয়ে যতটুকু কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহার ফল যথেষ্ট। জলই মনুষ্যের জীবন, জলদানে জীবনদান করা হয়। অনেক স্থানে পুষ্করিণী আদি থাকিলেও বিকৃত বা অপকৃষ্ট জলে লোকদিগের পীড়া বৃদ্ধিরই সহায়তা করিতেছে। সে সকল স্থানে ভাল জলের সুবিধা করিয়া দিলে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়া প্রকারান্তরে লোকদিগের জীবন রক্ষা করা হইবে।

আমরা অবশেষে গবর্ণমেণ্টকে তাঁহার সহজসাধ্য একটী বিষয়ের জন্য অনুরোধ করি। তোপধ্বনি দ্বারা বৃষ্টিপাতের সহায়তা হয়, ইহা বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতদিগের দ্বারা এক প্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে। আমেরিকায় ইহার কৃতকার্য্যতার সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। এখানে ইহার একটী পরীক্ষা হউক না কেন? আমাদিগের প্রাচীন রাজগণ অনাবৃষ্টি ঘটিলে মহা যজ্ঞদ্বারা বৃষ্টি আনয়ন করিতেন। হুত ঘৃতাদির ধূমে মেঘের আকৃতি প্রকৃতির কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া এরূপ হইত অনুমান করা যায়। আজি কালি বঙ্গদেশের আকাশ অনেক স্থলে মেঘাচ্ছন্ন, কিন্তু তাহা হইতে প্রচুর বারি বর্ষণ হইতেছে না। তোপধ্বনি দ্বারা যদি প্রতিবন্ধক কারণ নিরাকৃত হইয়া বৃষ্টিপাতের সুবিধা হয়, তাহা অপেক্ষা সুখকর বিষয় আর কিছুই নাই। মনুষ্য শত শত পুষ্করিণী খনন করিয়া যে কার্য্য সাধন করিতে না পারিবে, মেঘমালার সাহায্যে তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। দুই চারি পসলা বৃষ্টির অভাবই বঙ্গদেশের বর্ত্তমান দারুণ দুরবস্থার কারণ, যদি মেঘদোহন করিয়া এখনও দুই চারি পসলা বৃষ্টি পাওয়া যায়, শস্যাভাব দূর না হউক, জলকষ্ট ঘুচিয়া দুঃখী দেশবাসীদিগের প্রাণরক্ষা হইতে পারিবে। এ পরীক্ষা সুসিদ্ধ হইলে দেশের দুর্দ্দৈব শান্তির একটী মহৎ উপায় মনুষ্যের হস্তগত থাকিবে।

সমাজ সংস্কার।

আমরা ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে সাধারণ ভাবে যাহা লিখিয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয়ে বিশেষ রূপে লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। পিতা মাতা, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী ও দাস দাসী প্রভৃতির পরস্পরের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে কৃতবিদ্যদিগের যাহা কর্ত্তব্য তৎসম্পাদনের অনেক ত্রুটি দেখা যায়। যে সকল বর্ব্বর পল্লীগ্রামের লোকেরা অভিনব বিদ্যালোকে অদ্যাপি বঞ্চিত এবং বিদ্যাভিমানী সভ্যশ্রেণীর নিকট অসভ্য মূর্খ বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগের আচার ব্যবহার দেখিলে অনেক বিষয়ে কৃতবিদ্যদিগকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। জীবনের অবস্থাকে নানা উপায়ে সমুন্নত করিবার জন্যই যে বিদ্যার এত গৌরব, সেই বিদ্যালাভ করিয়া যদি কৃতবিদ্যগণ আপনাপন জীবনে তাহার ফলোপধায়িতা প্রদর্শন করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে আমরা কি উপায়ে সমাজের নিকট বিদ্যার মাহাত্ম্য প্রচার করিব? অভ্যস্ত জ্ঞানের বিবৃতি দ্বারা কেবল স্মরণ শক্তির পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। লোকের হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে হইলে উপার্জ্জিত জ্ঞানকে পরিপাক করিয়া সমস্ত জীবনে তাহার পুষ্টিকর প্রভাব প্রদর্শন করিতে হইবে। হিন্দু যুবাদিগের ক্ষীণ পাকস্থলী যতদিন বিজাতীয় বিদ্যাকে অল্পে অল্পে পরিপাক করিতে সক্ষম না হইবে, ততদিন হিন্দুসমাজের ইষ্ট সাধনের আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু ক্ষীণোদরে অতি ভোজন করিলে শরীর যে রূপ অসুস্থ ও জীর্ণ হইতে থাকে, সেইরূপ যুবকগণ বর্ত্তমান মানসিক উদরাময়ের উপর অপরিমিত বিদ্যাগ্রাসে ব্যস্ত হইলে দিন২ আপনাদিগকে নিস্তেজ ও সমাজকে বিকৃত করিতে থাকিবেন।

পূর্ব্বতন হিন্দু পিতা মাতা উপযুক্ত উপায়াভাবে পুত্র কন্যাকে বিশুদ্ধ প্রণালী অনুসারে শিক্ষাদানে অসমর্থ ছিলেন সন্দেহ নাই, আধুনিক পিতামাতা সৌভাগ্য বশতঃ রাজপ্রসাদে উৎকৃষ্টতর উপায় দ্বারা সে অভাব পূরণ করিতেছেন। কিন্তু শৈশবাবস্থা হইতে বিজাতীয় প্রণালী অনুসারে আহার, পান, পরিধান, শয়ন ও ক্রীড়াদির নানা প্রকার বিলাস সামগ্রী প্রদান করিয়া তাঁহারা তাহাদিগকে নিতান্ত কোমল প্রকৃতি ও ঘোরতর বিলাসপ্রিয় করিয়া তুলেন। সদ্দৃষ্টান্ত ও সদুপদেশ দ্বারা তাহাদিগের নীতি শিক্ষার জন্য সাধারণতঃ কোন উপায়ই অবলম্বন করেন, না, বরং দুশ্চরিত্র দাস দাসী ও সহচরদিগের সঙ্গে অশ্লীল ভাষা এবং নানাবিধ অসদাচরণ শিক্ষা করিতে দিয়া বালক বালিকাকে অপ্রত্যক্ষভাবে দুর্নীতিসম্পন্ন করিয়া থাকেন; এবং নিতান্ত অনুপযুক্ত বয়সে তাহাদিগের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহাদের ও ভাবী বংশের শরীর মনকে দুর্ব্বল ও সমাজের ভাবী উন্নতির দ্বার অবধি অবরুদ্ধ করিয়া দেন।

পূর্ব্বতন স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে কেমন পবিত্র ও অকৃত্রিম প্রণয় লক্ষিত হইত। স্ত্রী স্বামীর গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহার সাংসারিক বিপদে আপনার মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব পরম

স্বথ অসঙ্কুচিত ভাবে দান করিতেন, স্বামিসেবায় পবিত্র সুখসম্ভোগের আশা চরিতার্থ করিবার জন্য দাসীর ন্যায় হীনতা স্বীকারপূর্ব্বক আপনাকে গৌরবান্বিত মানিতেন ও ছায়ার ন্যায় অনুগতা হইয়া আনন্দমনে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন এবং পতিবিয়োগে আত্মবিস্মৃতা হইয়া পতিপ্রাণা সতী সহগমন রূপ কৃচ্ছ্র সাধনেও বিরত থাকিতেন না। পতিও মন্ত্রীর ন্যায় স্ত্রীর সহিত সংসারের সকল কার্য্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেন, কেমন পবিত্র গম্ভীর ভাবে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতেন, এবং তাঁহার সহিত একত্র হইয়া ধর্ম্মসাধন ও তীর্থ গমন প্রভৃতি দ্বারা নিজবিশ্বাসানুসারে জীবনের মহোচ্চ লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেন। আধুনিক স্বামী স্ত্রীগণের মধ্যে কেবল সাংসারিক সুখ ও নিকৃষ্ট আমোদেরই প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামীর শিক্ষার গুণে তাঁহারা একটুও দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না, সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হইলে যদি একখানি অলঙ্কার দিতে হয়, অমনি মুখ বিরস ও চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া কণ্ঠরোধ হইয়া আইসে; এবং স্বামীও স্ত্রীর সহিত কেবলমাত্র ঐন্দ্রিয় ও সাংসারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ, সুতরাং তাহার বিলাস হানি জনিত শোকে দারুণ শঙ্কাকুল হইয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখেন। পূর্ব্বে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের ইন্দ্রিয় সংযমের যে অতি উপাদেয় কঠোর নিয়ম সকল প্রচলিত ছিল, এখন তাহার অন্যথা বা নিতান্ত শিথিলতা হইয়া অশেষ অমঙ্গল ঘটিতেছে।

পুত্র কন্যাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পূর্ব্বতন পিতা প্রকৃষ্ট উপায় অভাবে জ্ঞান বিষয়ে বিশেষ কিছু করিতে পারিতেন না বটে, কেবল ব্রাহ্মণ পিতা আপন পুত্রকে চতুষ্পাঠীতে প্রেরণ করিতেন, কিন্তু নীতি ও ধর্ম্ম—মনুষ্য জীবনের যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য এবং আধুনিক পিতা যাহার প্রতি নিতান্ত উপেক্ষা করিয়া থাকেন—তদ্বিষয়ে সন্তানদিগকে বিশেষ রূপে ব্যুৎপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। কন্যার প্রতি যদিও এইক্ষণে অনেকে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু সদয় হইয়া তাহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করিতে দিতেছেন, কিন্তু যে প্রণালীতে তাহা সম্পন্ন হইতেছে, তদ্দ্বারা বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই। প্রায় সাত বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া দশম বর্ষ পূর্ণ হইতে না হইতেই দুই এক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক মাত্র অধ্যয়ন করাইয়া তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া লন। ইহাতেই যে ক্ষান্ত থাকেন এরূপ নহে, কিন্তু সেই অল্প বয়স্কা দুহিতারে অপরিণত অপ্রাপ্ত বয়স্ক যুবার সঙ্গে বিবাহ দিয়া পারিবারিক ও সামাজিক অশেষ অনিষ্টের স্রোত প্রমুক্ত করিয়া দেন। তবে বিপাক বশতঃ কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যাদিগের অধিক বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্দ্বারা সমাজের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বিষম অনর্থ ঘটে। আজকাল এক আধটী প্রাপ্ত বয়সে বিবাহ ঘটিতেছে। কিন্তু তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুসমাজের অনুষ্ঠান বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না।

পূর্ব্বতন ভ্রাতা ভগিনীদিগের পরস্পরে যে অকৃত্রিম প্রেম লক্ষিত হইত, তাঁহারা সুখে দুঃখে যে রূপ সমভোগী হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, এইক্ষণে প্রায় তাহার চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। ভ্রাতা ভগিনীর তো কথাই নাই, যাঁহাদিগের সম্বন্ধে তাঁহাদের সঙ্গে সম্পর্ক, তাঁহারাই গলগ্রহ রূপে পরিত্যক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহার গর্ভে তাঁহারা সম্ভূত, সেই "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননীই "পিতৃ... বার" বলিয়া কুপোষ্যবোধ ... হইয়া থাকেন।

দাসদাসী, যাহারা পূর্ব্বে আপন ... কন্যার ন্যায় স্নেহের পাত্র ছিল, ... নিক কৃতবিদ্যগণের নিকট তাহ... নিরন্তর কটু কাটব্যের আধার ... পড়িয়াছে। তাহাদিগকে স্নেহ এ... করা দূরে থাকুক, "তুমি" বাক্যে স... ধন করাও অগৌরব ও নীচতার কা... বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। কেবল এ... নেই তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধের পা... সমাপ্তি হয় না, কিন্তু যিনি নিরন্তর ... ক্রিম লোচনে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি... করেন, তিনিই অতি দয়ালু প্রভুরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

যতদিন আমাদের পরিবার ও সমাজে বিশেষ২ পদবীস্থ ব্যক্তির সঙ্গে এই সম্বন্ধ ও ব্যবহার প্রচলিত থাকিবে, ... দিন আমরা কোন প্রকারেই সমাজ সংস্কারের আশা করিতে পারি না। যাঁহার নিকট সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে কো... একটী প্রস্তাব করা যায়, তাহার উত্তরে বারম্বার এই কথাই শ্রুত হওয়া যায় যে "এখনও সময় আইসে নাই, সময় আসিলে সকলই আপনা আপনি সম্পন্ন হইবে।" আমরা জিজ্ঞাসা করি সময়ের আগমনপথ পরিষ্কার না করিলে সময় কি আপনা আপনি আসিতে পারে? আপনাদের চরিত্র ও আচার ব্যবহার তিলমাত্র পরিবর্ত্তন করিব না, অথচ সময়ে সমাজের ভূরি ভূরি দূষিত প্রথা পলকে সংস্কৃত হইয়া যাইবে, আমরা তো অবিকৃত জ্ঞানে এ কথায় সায় দিতে পারিতেছি না। আমরা বারম্বার ইহাই বলিব যে কৃতবিদ্যগণ সচেষ্ট হইয়া উৎসাহের সহিত যতদিন না এই সকল বিষয়ে বিশেষ রূপে মনোনিবেশ করিবেন, যতদিন না আপনা-

. চরিত্র বিশুদ্ধ করিবেন তত দিন দের অভিনব জ্যোতিষের গণনা র্ণ হইতে পারিবে না। যদি সময় বিশিষ্ট পদার্থ হয় তাহা হইলে সাহ ও প্রতিজ্ঞাই তাহার পাখা, ং কৃতবিদ্যদিগের দ্বারা এই পক্ষদ্বয় চালিত না হইলে অনন্তকাল অজ-রর ন্যায় চিরদিনই অচল প্রায় পতিত কিয়া তাঁহাদিগের আচরণ দর্শনে হাস্য রিতে থাকিবে।

প্রাপ্ত।

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ। দিনাজপুর ডিষ্ট্রিক্ট।

চ. দিন গত হইতেছে, দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্ত্তি তই প্রকাশিত হইতেছে। বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ বঙ্গদেশের দ্বিতীয় অবস্থার সহিত হইতে চলিল। এখন আর "ভাবী দুর্ভিক্ষ" দুর্ভিক্ষ হইবে কি না" তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দুর্ভিক্ষ এখন বিকট বেশে বঙ্গ ভূমির রক্ত শোষণ করিতেছে। চৌদিকে হাহাকার ধ্বনি। চাউল মন্বন্তরের মূল্যে চড়িয়া উঠিতেছে—অনেক স্থানে মূল্যে পাওয়া যাইতেছে না। জনমণ্ডলী আহার অভাবে আকুল হইয়া পড়িতেছে। পল্লীগ্রামের দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই। অন্নাভাবে কৃষীবলের বিষম দুঃখ উপস্থিত। সম্মুখে আবাদের সময়,আশু ধান্যের প্রলোভনীয় আশা তাহাদিগকে উত্তে-জিত করিতেছে, এদিকে আজিকার দিন নির্ব্বাহের উপায় নাই। উদার গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের জন্য কার্য্য দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন বটে, কর্ম্ম করিয়া কাহার কাহার (সকলের নয়) কষ্টে সৃষ্টে দিন যাপন হইতে পারে। কিন্তু কৃষকেরা পূর্ত্ত কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে, দেশের ভাবী শস্যের আশা পুনর্ব্বার বিফল হইবে। আবাদ অভাবে জমীসকল পতিত থাকিবে। যত দিন গবর্ণ-মেণ্টের কর্ম্ম চলিবে, তত দিন একরকমে চলিতে পারে, কিন্তু যে দিন তাহাদিগের কর্ম্ম বন্ধ হইবে, পর দিন হইতেই আবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। বঙ্গদেশ শস্যের অদ্বিতীয় আকর, এখানে আবাদ না হইলে, গবর্ণমেণ্ট কোথা হইতে শস্য আনিয়া চিরদিনের জন্য বঙ্গ ভূমিকে প্রতিপালন করিবেন বলিতে পারা যায় না। এই এক বৎসরের অজন্মাতেই অন্ধ-কার দেখিতে হইয়াছে, তবু যে এ বৎসর মূলে আবাদ হয় নাই এমন নহে। ইহার উপর যদি একবারে কৃষীবলের বলক্ষয় করা হয়, বঙ্গদেশ অচিরে উৎসন্ন যাইবে। গবর্ণমেণ্ট যে অসীম অধ্যবসায় সহকারে দেশের স্থানে স্থানে চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহারা সহস্র ধন্যবাদের পাত্র, কিন্তু বিতরণের যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বিবেচনা সিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে না। সহজ ভাষায় বলিতে হইলে, এ অবস্থায় তাহাদিগের ব্যবসা বা ব্যাপার করিবার উদ্যম প্রশংসনীয় নহে। অনেকে হয় তো "ব্যাপারের" কথা শুনিয়া উপ-হাস করিতে পারেন—'গবর্ণমেণ্ট মহার্ঘ্য দরে চাউল ক্রয় করিয়া সুলভ মূল্যে লোকের দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করিতেছেন, ইহাতে আবার ব্যাপার কি!' কিন্তু চিন্তাশীল মনুষ্যেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্য কতদূর নিঃস্বার্থভাবে নির্ব্বাহিত হইতেছে। তাঁহারা দেশের দুরবস্থার সুযোগে কতকগুলি কার্য্যো-দ্ধার করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন। এ কার্য্যগুলি যে সাধারণ হিতজনক তাহা বলিবার অপেক্ষা করে না, কিন্তু এ সময়ের কতদূর উপ-যোগী, তাহা তাঁহারাই ভাল জানেন। স্থানে স্থানে গোলাজাত করিবার জন্য প্রভূত পরিমাণে শস্য রাখিয়াছেন, স্থানীয় বাজারের দেড় বা দ্বিগুণ মূল্যে তাহা বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু তাহা কাহাদিগকে বিক্রয় করা হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে তাহাদিগের সকল কৌশলই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যাহারা গবর্ণমেণ্টের অনুষ্ঠিত পূর্ত্ত প্রভৃতি কার্য্য সকলে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাদিগকেই কেবল এই চাউল বিক্রয় করা হইবে, অপরের তাহাতে আশা নাই, এই মর্ম্মে গ্রামে গ্রামে ঘোষণা পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। পরোক্ষে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিবার জন্য সক-লকে উত্তেজিত করা হইতেছে, নিরন্ন লোকের উপায়ান্তর নাই,কাজে কাজে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে অগত্যা আসিতে হইবে। প্রলোভনও অল্প নয়, বাজার অপেক্ষা অল্প মূল্যে এবং নিশ্চয়ই (কারণ সকল বাজারে চাউল প্রায় পাওয়া যায় না) চাউল পাওয়া যাইবে। আপাততঃ প্রাণধারণ হইতে পারিবে, পরে যাহা হইবার হইবে এই স্থির করিয়া অনেকেই যে ইহা স্বীকার করিবে তাহা বলা বাহুল্য। ইহাদ্বারা শ্রমোপজীবীদিগের অনেকটা সুবিধাও হইতে পারিবে। কিন্তু কৃষকেরা হাল ও বৃষ বিক্রয় করিয়া যদি গবর্ণমেণ্টের এই সকল কার্য্যে প্রস্তুত হয়, (অন্ন চিন্তা চমৎকার—অন্না-ভাবে সকলই করিতে হয়) তাহা হইলে আর উপায় নাই। দেশের যে দুরবস্থা তাহা চিরদিনের জন্য থাকিয়া যাউক এই অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট কি এরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন? বিশেষতঃ তাহা-দিগের এই উপায় দ্বারা সাধারণ জনমণ্ডলীর উপকারের সম্ভাবনা নাই। যে শ্রেণীর লোক এই সকল কষ্ট স্বীকার করিয়া সচরাচর জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহাদিগের পক্ষে গবর্ণ-মেণ্টের এই সাহায্য বিশষে আহ্লাদজনক সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহারা তাহাদিগের অব্য-বহিত উপরিবর্ত্তী শ্রেণী তাহাদিগের উপায় কি? লর্ড লরেন্স যথার্থই বলিয়াছেন যে এই শ্রেণীর লোকের দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই, তাহারা না মাটী কাটিয়া ঝুড়ি করিয়া রাস্তায় ফেলিতে পারিবে, না অন্য কোন শারীরিক পরি-শ্রমে পারগ হইবে, তাহারা ক্ষুধায় প্রাণ ত্যাগ করিবে, তথাপি অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিবে না।

পূর্ব্বে অনেকে এই কথা গুলি কল্পনা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেন, কিন্তু এখন আমরা ইহার প্রত্যক্ষ সত্যতা দেখিতে পাইতেছি। সমস্ত দিনাজ-পুর জেলার অবস্থা মন্দ হইলেও তদন্তর্গত স্বরূপপুর পরগণার অবস্থা নিতান্ত মন্দ। তন্মধ্যে রঘুনাথ পুর, নাদড়দি, রামপুর, চণ্ডীপুর, শালন্দ, ও জাহানাবাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। এই সকল স্থান কৃষীপ্রধান দেশ—বাসিন্দা বৃন্দ সাধা-রণে প্রায় মুসলমান, সকলেই যোত্রবান্; জমীই ইহাদিগের প্রধান সম্পত্তি। গত বৎসরের অজন্মায় ইহারা একবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। আমরা স্বচক্ষে ইহাদিগের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অনেকে ধান্যের বীজ, কলাই সিদ্ধ, গমের গুঁড়া, অপক্ক কলা, বেল ও পরিশেষে কচু পাতা সিদ্ধ করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়া আছে। ইহাদিগের নিকটে পার্ব্বতীপুরে গবর্ণমেণ্ট চাউলের গোলা রহিয়াছে, নরদার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের কল্যাণে কার্য্যেরও অপ্রতুল নাই, কিন্তু গোলার চাউল রেইলওয়ে কুলী ও কর্ম্মচারী ব্যতীত অপরের লইবার অনুমতি নাই, সুতরাং এই সকল মধ্য শ্রেণীও কৃষিশ্রেণীর লোকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তথাপি কর্ম্ম স্বীকার করিতেছে না। আমরা বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে তাহারা প্রাণান্তেও কর্ম্ম স্বীকার করিবে না। গবর্ণমেণ্টের এই সকল লোকের প্রতি দৃষ্টি করা উচিত। এমন কি দুই দিন সাহায্য দানে বিলম্ব হইলে সমগ্র দেশ উৎ-সন্ন যাইবার সম্ভাবনা। আমরা বারান্তরে এ বিষয়ের বিশেষ অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইব।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম, দিঘাপতিয়ার জমীদার রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর তদীয় বগুড়া, যশোহর ও রাজসাহীর বৃহৎ জমীদারীতে অন্নছত্র খুলিয়া প্রত্যহ ১৫০০ দেড়হাজার দরিদ্র অতুরকে আহার দিতেছেন। এতদ্ভিন্ন ফণ্ডে কলিকাতা, বগুড়া ও রাজসাহীর সাহায্য মুক্ত হস্তে অর্থ দান করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস শুনিয়াছেন কুষ্টিয়া হইতে জলপাইগুড়ি পর্য্যন্ত উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ের ধারে টেলিগ্রাফ লাইন প্রস্তুত করণার্থ অগ্রিম ২০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ হইতে এক ব্যক্তি সোম প্রকাশে লিখিয়াছেন যে কয়েক দিবস অতীত হইল মহকুমা জামালপুরের অন্তর্গত দেওয়ানগঞ্জ ও তারাগঞ্জ প্রভৃতি স্থলে কএকটি ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতেরা বড় বড় মহাজনের গৃহে প্রবেশ করিয়া সমুদায় সম্পত্তি অপহরণ পূর্ব্বক গৃহস্থ লোক জনকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়া পলায়ন করিয়াছে। সম্প্রতি জামালপুরস্থ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস ডাকাইতদিগের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাবধি কিছুই করিতে পারেন নাই। এস্থলে সর্ব্বদা চুরি ও ডাকাইতি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এ সকল কেবল অন্নকষ্ট হওয়াতে প্রবল হইয়াছে। যদি পুলিস কিছু করিতে না পারে, তবে পুলিশকে রাখা কেন?

গবর্ণমেণ্ট আসামে একটী মুদ্রাযন্ত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আসামী ভাষায় গবর্ণমেণ্ট গেজেট শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

আমরা শুনিলাম লর্ড নর্থব্রুক শাসন কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়া অবধি এ পর্য্যন্ত বেতন কিছুমাত্র লন নাই। তাঁহার টাকার অভাব কি? এককালে সব টাকা লইয়া বোধ হয় কোন একটী কার্য্য করিবার অভিসন্ধিতে আছেন।

দুর্ভিক্ষ নিবারক মূল ফণ্ডে এ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৩২,৮৭,২১৯০৪ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের দান ১০,১৭,১৯৭৮৶২, বোম্বাইয়ের ২য় বারের দান ২০০০০, পঞ্জাবের ১ম দান ২৫০০০ এবং লণ্ডনের লর্ড মেয়রের ৬ষ্ঠ বার প্রেরিত দান ২,০৫,৩৩৭৷৵৬ পাই।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে ইতিমধ্যে ৮০ লক্ষ পয়সা প্রেরিত হইয়াছে। আরও অধিক পাঠাইবার জন্য কলিকাতার টাকশাল ব্যস্ততার সহিত পয়সা তৈয়ার করিতেছে। কলিকাতা অঞ্চলে পয়সার এমনি দুর্ভিক্ষ হইয়াছে যে সহজে টাকা ভাঙ্গাইতে পাওয়া যায় না।

আগামী শনিবার সংস্কৃত কলেজের কতকগুলি ছাত্র গ্রেট ন্যাসনাল নাট্যশালায় সংস্কৃতে অভিজ্ঞান শকুন্তলার অভিনয় করিবেন। উদ্বৃত্ত টাকা দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে প্রদত্ত হইবে।

দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে মিডউইফারী (ধাত্রী বিদ্যা) শিখাইবার জন্য হুগলী ইমামবাড়ী হাসপাতালের সঙ্গে একটী শ্রেণী খোলা হয়। তাহাতে একজন প্রধান ধাত্রী ও ৪ জন উমেদার স্ত্রীলোক শিক্ষা করেন। ইহারা বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছে এবং ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা অনুবাদিত পুস্তক সকল দেখিয়া পাঠাভ্যাস করে। অন্যত্র এই শুভ চেষ্টা হয় না কেন?

উত্তর পশ্চিম।

গাজিপুরে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে একটী ধর্ম্ম সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গত শনিবার বারানসী হইতে মোরাদাবাদ পর্য্যন্ত আউড এবং রোহিল খণ্ডের শাখা রেলওয়ে বাণিজ্যার্থে খুলিয়াছে।

'মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন না করিবার যুক্তি' এই নামে একখানি পুস্তক করাচিতে প্রচার হওয়াতে তত্রত্য মুসলমানেরা ক্ষেপিয়া উঠে। এই পুস্তক এখন সিন্দিয়ান নামক পত্রে পুনঃ প্রচারিত হইতেছে।

পঞ্জাবের বাবু নবীনচন্দ্র রায় প্রতিনিধি ডেপুটী কনট্রোলার অব আকাউণ্ট্‌স পদে নিযুক্ত হইয়া শীঘ্র কলিকাতায় আসিতেছেন।

জয়পুরের মহারাজা সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক বৃহৎ হ্রদ খনন করিতেছেন। ইহা ২০ বর্গ মাইল যুড়িয়া হইবে এবং ২ কোটী ২০ লক্ষ ঘন ফুট জল ধারণ করিবে। ইহাদ্বারা প্রায় ১০ হাজার বিঘা জমীর জলসেচন কার্য্য চলিবে।

পঞ্জাবের রসায়ন পরীক্ষা সম্বন্ধে যে রিপর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ করে, ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল আকস্মিক পীড়া বা মৃত্যু ঘটনা হয়, তাহা প্রায়ই বিষাক্ত দ্রব্যসেবন বা বিষ সেবন জনিত। অজ্ঞ ও কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিগণ ডাইনে খাওয়া বা ভূতে পাওয়া প্রভৃতি মনে করিয়া থাকে। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন বিষ প্রয়োগের ঘটনা অধিক হইতেছে। ১৮৬১ অব্দে ৭১টী ৭৬৩ অব্দে ১১৭ টী; ১৮৬৮ অব্দে ৩২৩টী, এবং ১৮৭২ অব্দে ৪৫২ টী বিষজনিত ঘটনা ঘটে। আফিঙ, ধুতুরা, পারা, এসিটেট অব কপর, সলফেট অব কপর, প্রভৃতি জিনিস খাওয়াইয়া লোকে আপনাদের অভীষ্টসিদ্ধ করে। কিন্তু তত্রত্য দুষ্টলোকে বিষসূচ এক প্রকার ব্যবহার করে, তাহা অতি ভয়ানক। উহা উদ্ভিজ্জ বিষে প্রস্তুত, উহা দ্বারা, মনুষ্যেরও জীবন বিনষ্ট কেবল ইতর জন্তুর নয় হয়। আর এক প্রকার যবাকারক্ষুদ্র দ্রব্য আছে, উহা নিদ্রিত ব্যক্তির স্কন্ধদেশে বিদ্ধ করিয়া দিলে প্রথম দিন বড় কিছু জানিতে পারা যায় না। দ্বিতীয় দিন ক্ষতস্থলে অতিশয় বেদনা ও যন্ত্রণা অনুভূত হয়, তৃতীয় দিনে মৃত্যু হয়।

মান্দ্রাজ।

গত শুক্রবার মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের সাংবৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মান জজ হলোয়ে সভাপতি ছিলেন।

মান্দ্রাজ হইতে ২০ জন মেডকেল কর্ম্মচারি, বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থলে আসিতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

নিগাপাটমে একটী আশ্চর্য্য নরবানর প্রদর্শিত হইতেছে। ইহা উচ্চে ২।০ বা ৩ ফিট। ইহার হাত, পা এবং মুখ ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গ মনুষ্যাকৃতি। ইহার শরীরে লোম নাই, লাঙ্গুলও নাই।

বাঙ্গালোরের কার্ত্তিক প্রকাশিকা নামক এক সংবাদ পত্রে তত্রত্য হিন্দু পারিবারিক পেনসন ফণ্ডের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। ১২ জন সভ্যে আরম্ভ হইয়া এক্ষণে ৫৩০ জন হইয়াছে। মহীশূরের ১০টী মাত্র সভা ইহাতে আছে, অবশিষ্টগণ নানা স্থানীয়। ১৮৭২ ডিসেম্বর ফণ্ডে ৮১০০০ টাকা জমে, বার্ষিক সুদ ৩০০০ টাকা লাভ হয়। ১০২ জন সভ্যের জন্য ৯৬৯০ টাকা বৃত্তি প্রদত্ত হইতেছে। বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায়স্থ লোকের সভ্য হইবার নিয়ম নাই।

বোম্বাই।

পায়নিয়ারের লাহোরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে সিন্ধিয়ার মহারাজ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে বিনাসুদে ২০ লক্ষ টাকা অর্পণ করিয়াছেন।

বোম্বাইর পারসীরা ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট অত্যাচারী মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে একখানি আবেদন পাঠাইয়াছেন, তৎসঙ্গে তাঁহাদিগের বাসস্থানাদির চিত্র এবং অনেক চিটীপত্র সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে ভাউ বালাজীনামক একজন বিখ্যাত হিন্দু শিল্পীর সম্প্রতি মৃত্যু হই

রেলওয়ে এনজিনের অনুকরণে অনেকগুলি কল নির্ম্মাণ করেন এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যসূত্র প্রস্তুত করিবার দেশীয় প্রণালীর উন্নতি সাধন করেন।

বোম্বাইয়ের ১৮৭২।৭৩ সালের শাসন রিপোর্টে তত্রত্য লোক সংখ্যার বিবরণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে,

১২,৪৪০,৬৫৯ হিন্দু—শতকরা প্রায়		৭৬
২,৮৪৭,৭৫৬ মুসলমান	"	১৭.৪১
১৯২,২৪৫ বৌদ্ধ	"	১.১৭
১০৬, ১১৩ খৃষ্টান	"	.৬৫
৬৭,১১৫ পারসী	"	.৪১
৬০৩, ৮৩৬ আদিমনিবাসী (ভিল ইত্যাদি	"	৩.৬৯
~৪,৮৭৯ অন্যান্য		০৫৮

১,৩৫২,৬২৩

পুরুষ ৮, ৫৪৭, ১০০, স্ত্রীলোক ৭, ৮০৫, ৫২৩ রত্নগিরিতে কেবল স্ত্রী সংখ্যা অধিক। সমুদায় অধিবাসীর মধ্যে কৃষীজীবীকর সংখ্যা ৩, ৮৩৫, ১৬৩ জন।

বোম্বাইয়ে কএক জন পারসী স্ত্রীলোক দাইয়ের কার্য্য উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ইউরোপ।

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত মহিলা মিস কব পার্লেমেণ্টে রমণীদিগের মত প্রদান বিষয়ে একখানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন।

জাপানের প্রায় ১০০ যুবক স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বার্লিন নগরে বিদ্যাভ্যাস করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহাদিগের উপর আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে, একমাসের মধ্যে হয় জাপানে প্রত্যাগত হইবে, নয় আপনব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে চাও করিবে। জাপানের শাসন সংক্রান্ত গোল যোগ ইহার কারণ।

রিউটারের টেলিগ্রামে প্রকাশ করে গত শুক্রবার লিবরপুলে বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ ২০০০০ টাকা উঠিয়াছে। মাঞ্চেষ্টার ভারতবর্ষের ধনে বড় মানুষ, কিন্তু ইহার জন্য তাহার সহানুভূতি কোথা!

সদাম্পটন হইতে যে মেল ছাড়িয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের জন্য সোণা ও রূপার ৫০, ৭০,০০০ টাকার ধাতু আসিতেছে। কলিকাতার জন্য ৬, ৯০,০০০ টাকার রূপা আসিতেছে।

...দটের লণ্ডনস্থ এক সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন লণ্ডনে যে শব দাহন সভা হইয়াছে, তাহার কৃতকার্য্য হইবার বড় আশা নাই, কিন্তু জর্ম্মনির ড্রেসডেন এবং লিপজিকের এপ্রকার সভা সফলযত্ন হইবে বোধহয়।

পারিসে "সৌন্দর্য্য ইনসিওরনস" নামে এক কোম্পানি হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের সৌন্দর্য্য ইনসিওর (বিমে) করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। ১৬ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রী সৌন্দর্য্যের ইনসিওর হইবে। সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্যের যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে, সেই পরিমাণে তাহাদিগকে অবশ্যই প্রিমিয়ম দিতে হইবে। যদি ঐ কালের মধ্যে পীড়া বা অন্য কোন কারণে সৌন্দর্য্যের ব্যতিক্রম ঘটে, তবে কোম্পানি তাহাদিগকে নির্দ্ধারিত অর্থ দিবেন। স,চ

ইউরোপর একজন ডাক্তার একটী সর্পকে, যাহা ১০ বৎসর বরফের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া মরিয়া ছিল, পুনর্জীবিত করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত কয়েদীদের উপর এইরূপ এক্সপেরিমেণ্ট করিবার জন্য সুইডিস্ গবর্ণমেণ্ট হইতে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন।

ইউরোপে আল্পস পর্ব্বতের ভিতর দিয়া রেলগাড়ির জন্য তৃতীয় আর একটী সুড়ঙ্গ রাস্তা হইতেছে, উহা লম্বে বিশ হাজার ফিট হইবে।

জর্ম্মনির প্রধান রাজমন্ত্রী বিসমার্ক কাথলিকদিগের দমনার্থ সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাহাদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কতকগুলি নিয়ম জারী হইয়াছে। সম্প্রতি নূতন মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক বিধি বলিয়া যে আইন প্রচলিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ তাহাদিগের জন্য ব্যবস্থাপিত। তদনুসারে কোন সংবাদ পত্র আইন অবহেলন বা লঙ্ঘন অনুমোদনীয় বা গৌরবজনক বলিয়া প্রকাশ করিলে তাহার লেখক, সম্পাদক বা মুদ্রাকারক ২ বৎসর পর্য্যন্ত কেল্লার মধ্যে কয়েদ থাকিবে।

বিবিধ।

অষ্ট্রেলিয়া পাথুরিয়ার কয়লা এ দেশে বহু পরিমাণে আমদানী হইতেছে। ইহা ইংলণ্ডীয় কয়লা অপেক্ষা স্বল্প মূল্য।

শ্যামের রাজা আলাবাণ্টার নামক একজন আমেরিকাবাসী সাহেবকে ভারতবর্ষীয় দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইন শ্যামী ভাষায় অনুবাদ করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহা শ্যাম দেশে প্রচলিত হইবে।

ভারতবর্ষ হইতে কাসগারে যাইবার যত পথ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ফাইজাবাদ হইতে কাবুল ও পেসোয়ার দিয়া 'পামীর রোড' নামে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহাই সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট।

অষ্ট্রেলিয়াতে এক প্রকার নূতন পাথুরিয়া কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা শ্বেত বর্ণ, শীঘ্র দাহ্য এবং জ্বালনে ধূম নির্গত করে না।

গত ১ লা এপ্রেল অবধি সিংহলে মুক্তাধরার কার্য্য শেষ হইয়াছে। প্রায় ১২৭৯৮৮১ শুক্তি উত্তোলিত হইয়াছে। উহাতে ১,০১,১১৯ টাকা লাভ হইতে পারিবে।

লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ দক্ষিণ কানাড়ার কালেক্টরের শাসনধীন। উহা ১০ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া সংগঠিত। তন্মধ্যে ৫ টী কানাড়ার এলাকাধীন, অপর ৫টী কানানোরের। উহার পরিমাণ ফল চতুর্দ্দশ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ১০ হাজার। গত ৬ বৎসর হইতে এই দ্বীপের অধিবাসীরা আপনাদিগের তাবৎ কার্য্য সুচারুরূপে আপনারাই নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক দক্ষিণ কানাড়ার কালেক্টরির নিয়মের অধীন হইয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দ পর্য্যন্ত ইহাদের অবস্থা ও অভ্যাসগত কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। ৪ টী প্রধান দ্বীপে ১৬২২৭৭ টী নারিকেল গাছ; ৭৮৩ টী পিষ্টক বৃক্ষ, ৩৯৮ লেবু, তদ্ভিন্ন কদলী পান, ও অন্যান্য বৃক্ষ ও আছে। ইহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে উন্নতি এপর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। ১৭৩ জন মাত্র বালক বিদ্যালয়ে ১৪ জন শিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করে। অধিবাসীদিগের মধ্যে মুসলমানই অধিক। আরবী ও মালয় ভাষাই বিদ্যালয়ে পঠিত হয়। ইহাদের নৌকা বিস্তর। উহাতে অনেক বোঝাই লইয়া থাকে। স, চ।

পারনিয়রে আসামের নাগাদিগের বিষয়ক একটী বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক নাগা পল্লীতে অবিবাহিত পুরুষ দিগের নিদ্রা যাইবার জন্য এক একটী স্বতন্ত্র গৃহ আছে। এ একটী নূতন প্রথা বটে।

নিউ ইয়ার্ক নগরে মিস কিরি ক্লিঙ্ক নাম্নী এক উকীল রমণী বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেছেন। স্ত্রীলোক উকীল এবং স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে তিনি অনেক বলিতেছেন।

কিছুদিন হইল মরিসসে একটী প্রবল ঝটিকা হয় তাহাতে কুমারী ডজসন নাম্নী এক বিবি বায়ুচালিত হইয়া এক নদীতে নিমজ্জিতা হইয়াছেন।

সিসকাকরে এক মিনিটের মধ্যে ৬০ ...

১০০ টী কথা সাজান যায়। ইউনাইটেড ষ্টেটসে এমত একটী যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকার বুনস আইরিস নগরে প্রতি দিন ৩০। ৪০ জন লোক ওলাউঠাতে মরিতেছে এবং ৫০ হাজার লোক নগর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে প্রস্থান করিয়াছে।

গত ১০ ই হইতে ২০ এ মার্চ্চের মধ্যে সুয়েজকানেলের মধ্য দিয়া ৪৪ খানি জাহাজ গমনাগমন করিয়াছে। কুত ভাড়া ৩,৭০,৮০০ টাকা আদায় হইয়াছে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ভারত সংস্কারক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিগত ২৪এ চৈত্র রবিবার দক্ষিণ বারাশত গবর্ণমেণ্ট বঙ্গ বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক পরীক্ষার পারিতোষিক মহা সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। জয়নগরস্থ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণমোহন মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক বালকগণের যথোচিত উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। দেশ বিদেশ হইতে সভ্যগণ সমাগত হইয়া বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি এবং মাতৃভাষা বিষয়ক বিবিধ বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গের ও বালকগণের অসামান্য প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। বিবিধ বিষয়ক বক্তৃতাতে রাত্রি ৩।৪ দণ্ড পর্য্যন্ত সভার কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। আক্ষেপের বিষয় এই যে ৩।৪ বৎসর হইল এ বিদ্যালয়ে বালকগণ ছাত্রবৃত্তি পাইতেছে না। ভরসা করি শিক্ষক মহাশয় অধ্যাপনা কার্য্যে দক্ষতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিবেন না।

বারুইপুর সবডিবিজনস্থ ময়দা গ্রামে গোষ্ঠ যাত্রা উপলক্ষে প্রায় ২০০।২৫০ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণ ইহার প্রধান উদ্যোগী। কি আশ্চর্য্য! তাঁহারা নীচাশয়ের ন্যায় সামান্য আমোদে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে সঙ্কুচিত হইলেন না। তথাকার হরিসভা দিন দিন মৃত প্রায় হইতেছে, স্থানীয় পথ সমূহ ঈদৃশ কষ্টপ্রদ যে সন্ধ্যার সময় যাতায়াত করা সুকঠিন, কত কত ভদ্র সন্তান শিক্ষার অভাবে গৃহে বসিয়া কালযাপন করিতেছেন, স্ত্রীলোকদিগেরত কথাই নাই। যদি ইহাঁরা বদ্ধপরিকর হইয়া ঐ অর্থের সমুচিত সদ্ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে গ্রামের কতদূর উন্নতি হইত!

জনৈক পাঠক।

পুলিসের দুর্নাম বোধ হয় অপনীত হইবার নহে, তা বলিয়া পুলিস বিভাগে যে ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, নিরপেক্ষ, ন্যায় পরায়ণ এবং কর্ম্মক্ষম লোক নাই একথা কখন স্বীকার করি না। আমরা যতদূর জানি বলিতে পারি এই বিভাগে এমন এমন লোক আছেন যে তাঁহারা দৈত্য কুলের প্রহ্লাদ, তাঁহারা যথার্থই ইহার গৌরব। একাধারে বহুগুণের আধার এবং কর্ত্তব্য কার্য্যে সর্ব্বদা অনুরাগীর উপমাস্থলে অদ্য আমরা জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগরের সুযোগ্য সব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত মিঞা চাঁদ চৌধুরীকে গ্রহণ করিলাম। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা এবং নিরপেক্ষতার পরিচয় যতদূর পাওয়া গিয়াছে অতীব সন্তোষকর। ইহাঁর সহিত আলাপ করিলে যথেষ্ট আপ্যায়িত হওয়া যায়। বিদ্যা বিষয়ে ইহাঁর বিলক্ষণ উৎসাহ। ইহাঁর কর্ম্মদক্ষতার সহিত নিরপেক্ষতার কয়েকটী মাত্র দৃষ্টান্ত লিখিতে বাধ্য হইলাম।

প্রথমতঃ অত্র থানার এলাকাস্থিত মায়াহাউড়ী নামক আবাদের প্রজাদিগের নিকট হইতে তত্রত্য চকদার প্রজা পীড়নের ব্রহ্মাস্ত্র রোডশেষ ৫০ হিসাবে আদায় করায় সব ইনস্পেক্টর মিঞা চাঁদ চৌধুরী বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা ধৃত করিয়া গোমস্তার প্রদত্ত রসিদ সহ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ বোধ হয় অনেকেই জানেন রাধাবল্লভ ঠাকুরের দোল যাত্রা উপলক্ষে জয়নগরে প্রতিবৎসর বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। অন্ততঃ সপ্তাহকাল ক্রেতা, বিক্রেতা এবং দেশ বিদেশ হইতে অসংখ্য দর্শকের সমাগমে মেলার ভিতর গা গলান ভার। চোর, ছ্যাঁচোড়, জুয়াচোর, গাঁট কাটাদিগের "মণি কাঞ্চন যোগ।" কিন্তু যারপর নাই প্রশংসার বিষয় এই যে এতদুপলক্ষে যে দুইটী মাত্র হাট চুরি হইয়াছিল সব ইনস্পেক্টর বাবুর তত্ত্বাবধানের সুবন্দবস্তে তাহা ধরা পড়ে এবং চোর বারুইপুরের মেজেষ্টরিতে চালান হইয়া দণ্ড পাইয়াছে। সিঁদ চুরি ত প্রায় শুনা যায় না। ফলতঃ শান্তি ভঙ্গের কারণ খুব কম।

তৃতীয়তঃ জয়নগর টাউনের টাক্সের দারোগা দ্বারকা নাথ মিত্রের যদৃচ্ছাচার ও অত্যাচারে অত্রত্য সর্ব্বসাধারণ লোক এককালে পেষিত হইয়া অস্মদাদির একমাত্র ভরসা স্থল ভারত সংস্কারকে আভাস মাত্র প্রকাশ করে। তদ্দৃষ্টে সম্মানাস্পদ, প্রজাবৎসল মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এফ, বি, পিকক মহোদয় ও আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিটেন্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সটলয়ার্থ সাহেব বাহাদুর সেই অত্যাচারের বিষয় বিশেষরূপে তদন্ত করণার্থ সব ইন্‌স্পেক্টর বাবুর প্রতি আদেশ দেন। ইহাতে টাক্স দারোগা কৃত কয়েকটী অত্যাচার প্রকাশিত হইয়াছে। (১) বিল বাহির হইলে সংবাদ না দিয়া একবারে হুটীশ জারি দ্বারা নাহক খরচার দায়ী করা। (২) পয়সা দিতে গেলে প্রত্যেকের নিকট হইতে (৫ বাট্টা লওয়া। (৩) স্বীয় স্ত্রীর শ্রাদ্ধে ও নূতন বিবাহে চাঁদা লওয়া ও পার্ব্বণী লওয়া। ইহা অনেক লোক খাতা দর্শাইয়া প্রমাণ করিয়াছে এবং সেই খাতাতে সব ইনস্পেক্টর দস্তখত করিয়াছেন। (৪) নিয়মিত খরচা অতিরিক্ত লওয়া ও তাহার রসীদ না দেওয়া এবং গরু বেচিয়া টাক্স লইয়া আদৌ বিল না দেওয়া এবং টাক্স রেহাই দিব বলিয়া টাকা লওয়া ইত্যাদি। (৫) যাঁহারা তিন মাস বা চারি মাস কোন স্থান দখল বা তাহাতে বসতি করিয়াছে, তাহাদিগের নিকট হইতে এক বৎসরের টাক্স লওয়া ইত্যাদি আরো কয়েকটী অত্যাচারের আনুপূর্ব্বিক তদন্ত করিয়া ন্যায় সঙ্গত রিপোর্ট করাতে চৌধুরী মিঞা সাধারণের প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন।

সব ইনস্পেক্টর বাবু সহৃদয়তাবশতঃ উক্ত রিপোর্টের পরিসমাপ্তি কালে আপন অভিপ্রায় লিখেন নাই। যে হেতু তিনি তদন্তকারী আমলা, মফঃসলে উক্ত টাক্স দারোগা কর্ত্তৃক লোক যে কত দূর প্রপীড়িত হইয়াছে, তাহারা যে রকম কেঁদে কেটে ও করুণস্বরে আপন আপন দুঃখ জানাইয়াছে, তাহা যে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাহার আর সন্দেহ নাই। যেরূপ গুরুতর ২ অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহাতেই টাক্সের দারোগা যে কতদূর অত্যাচারী তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেব অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, আবার তদন্তকারী আমলা প্রকৃত মনের ভাব লিখিলে হত ভাগ্য এককালে বিনা চিকিৎসায় মারা যায় এই জন্যই সব ইনস্পেক্টর বাবু দয়া করিয়া আপন অভিপ্রায় লিখিতে বিরত হইয়াছেন, ভরসা করি তিনি দীর্ঘকাল এই থানাতে থাকেন এবং তাঁহার পদোন্নতি হয়। তাঁহার বদলি অত্রত্য জন সধারণের পক্ষে একটী শোকের কারণ হইবে। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য অত্র থানাতে দুইজন হেড কনেষ্টবল আছেন, তাঁহারা মিঞা চাঁদ চৌধুরির যোগ্য সহচর। হেড কনষ্টবল সেখ রেছালদ্দীন পুলিস কার্য্যে বিশেষ উপযুক্ত, দুঃখের বিষয় এই তাঁহার যোগ্যতার পুরস্কার

এপর্য্যন্ত হইল না। ইহাতে বোধ হয় পুলিস বিভাগে উৎকোচগ্রাহিতা অতি অল্প। দ্বিতীয় হেড কনেষ্টেবল বাবু মহেশচন্দ্র কর অতি ভদ্র লোক, অল্প দিন এখানে আসিয়াছেন যতদূর জানিতে পারিয়াছি বলিতে পারি, তাঁহার অপটুতা বা ন্যায় বিরুদ্ধ কোন-কার্য্যের কথা এপর্য্যন্ত শুনা যায় নাই।

জয়নগর
২২ এপ্রেল
১৮৭৪ } শ্রী

বারাণসীর নীলকণ্ঠ মহল্লার বিখ্যাত জুয়ারি, মতিরাম মিশ্রের ভবনে যে গোপনে গোপনে জুয়াখেলা হইত, আপাতত তাহা প্রকাশ পায় এবং ক্রীড়কেরা প্রায় সকলেই ধৃত হয়। জুয়ারীদিগের মধ্যে এখানকার প্রসিদ্ধ, সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদারূঢ়, এবং সভ্যমণ্ডলীর প্রধান ৪ জন শ্বেতকায় মহাপুরুষও ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে সহস্রাধিক করিয়া টাকা হারিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কমিশনর সাহেবের আফিসে, কেহবা বিদ্যালয়ে এবং কেহ কেহ অন্যান্য আফিসের কর্ম্মচারী ছিলেন। মেং ফিসার নামক উচ্চপদারূঢ় একজনও তন্মধ্যে ভুক্ত ছিলেন। ভারতবাসীগণ একবার সভ্য জাতির সভ্যতা দেখিয়া লউন!!

২। এখানকার রঙ্গীল দাসের মহল্লার একজন তাম্বূলী, আপনার ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়-বধূকে তৃতীয় প্রহর রাত্রির সময় অস্ত্রাঘাত করে। ভাগিনেয়তো ঔষধালয়ে যাইয়াই প্রাণত্যাগ করিয়াছে—ভাগিনেয়-বধূ এ পর্য্যন্তও জীবিতাবস্থায় মৃতপ্রায় রহিয়াছে, বোধ হয় স্বামীর অনুবর্ত্তী শীঘ্রই হইবে। কি গুরুতর অপরাধে হতভাগা এই পশুর কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, প্রকাশ পায় নাই। জনরব এই যে স্ত্রীলোকটা বাড়ির চাকরের সহিত প্রণয়পাশে বদ্ধ হওয়াতে, স্বামী, স্বীয় স্ত্রীকে এ বিষয়ে শাসন করে নাই, মাতুল নাকি ইহাতে অধীর হইয়া, উভয়কেই শমন সদনে প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হন।

৩। গোহত্যা নিবারণার্থে, বারাণসীর বাবু হরিশ্চন্দ্র অনেক চেষ্টা করিতেছেন। আমাদিগের প্রধান শাসনকর্ত্তার সমীপে এ বিষয়ে আবেদন পত্র প্রেরিত হইবে। এখানকার অধিকাংশ লোকের স্বাক্ষর জন্য উক্ত বাবু আবেদন পত্রের পাণ্ডুলিপি করিয়া, লোক স্থানে স্থানে প্রেরণ করিতেছেন। এই কর্ম্মেতে সুফল লাভ করিলে, তাঁহার নাম ভারতভূমিতে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সকল দেশহিতৈষীগণ এ বিষয়ে যোগ দিয়া চলিলে দেশের প্রকৃত হিত অবশ্যই সাধিত হইবে এবং গোদুগ্ধ সুলভমূল্যে সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইবে। যবনদিগের ও রাজপুরুষদিগের পরাক্রমে ভারতভূমি প্রায় গোহীন হইয়া পড়িয়াছে।

৪। আমাদিগের কাশীর সেশন জজ মেং ব্রডহর্ষ্ট সাহেব এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি রূপে মনোনীত হইয়া গিয়াছেন।

বারাণসী। শ্রী

বিজ্ঞাপন।

মফঃসল এজেন্সি।

জ্ঞাত করিতেছি যে আমরা বিদেশীয় ভদ্র লোকগণের সুবিধার জন্য উপরোক্ত নামে একটি কার্য্যালয় স্থাপন করিলাম, নিম্ন লিখিত নিয়মানুযায়িক কার্য্য করিব।

১। পুস্তক ষ্টেসনারি ইত্যাদি বাজার দরে সরবরাহ করিব, ইহার কমিসন শতকরা পাঁচটাকা আমাদের এজেন্সির হিসাবে লইব। কেবল আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের কমিসন লইব না।

২। কাপড়ের থান, এবং অন্যান্য বিলাতি কাপড় হাউসের দরে পাইবেন কমিসন ৪ টাকা কি অল্পপরিমাণে হইলে এখানকার বাজার দরে পাইবেন।

৩। মুদ্রাঙ্কণের অক্ষর সকল যথা—বাঙ্গালা, উড়িয়া, আরবি, পারসি, দেবনাগর, এবং লেড, কদরেট, ইত্যাদি এখানকার দরে পাইবেন, কমিসন লাগিবে না, বিলাতি আমদানি ইংরাজি অক্ষর দিতে পারিব। কিন্তু তাহার কমিসন পাঁচ টাকার হারে লাগিবে।

৪। যদি কেহ যে কোন দ্রব্যই হউক আমাদিগকে বিক্রয়ার্থে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে বাজার দরে তাঁহার আদেশানুযায়িক বিক্রয় করিয়া দিব, উহারও কমিসন পাঁচ টাকা। আরও যদ্যপি কেহ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়া কিছু অগ্রিম টাকা লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে উক্ত দ্রব্যের মূল্যের অর্দ্ধেক মাত্রিন রাখিয়া শতকরা একটাকা হারে ব্যাজ লইয়া নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রয় করিয়া দিব।

৫। কোন দ্রব্যাদি নগদ টাকা ভিন্ন প্রেরিত হইবে না, মোড়াই, ডাক মাসুল প্রভৃতি স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

কলিকাতা চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট নং ৮০ } শ্রীগোবিন্দচন্দ্রঘোষ এণ্ড কোং বুকসেলার, পবলিসার, টাইপ ফাউণ্ডার, এবং মফঃসল এজেন্সির ম্যানেজার।

ব্রাদার্‌ এণ্ড কোং।

এই নামে একটী কোম্পানি আগামী ১২৮১ সালের ১লা বৈশাখে খোলা হইবে। ইহার অধীনে মাদক দ্রব্য ব্যতীত দেশীয় ও বিলাতীন কাপড়, পুস্তক, বিনামা প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে। হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান এবং ব্রাহ্ম যিনি ইচ্ছা করেন অন্যূন ১০টাকা দিলেই অংশীদার হইতে পারিবেন, কিন্তু অংশ গ্রহণেচ্ছুগণকে এই মাস মধ্যেই টাকা প্রেরণ করিতে হইবে। যদি সময়ের অল্পতা নিবন্ধন কেহ অর্থ সংগ্রহ অপারক হয়েন অথচ অংশ গ্রহণের সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকে তবে কত অংশ গ্রহণেচ্ছু জানাইলে তাহার তাহাদের টাকা বৈশাখ মাসে লইয়া ও অংশীদার করা যাইবে। বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা
ব্রাহ্ম নিকেতন
১১নং মৃজাপুর ষ্ট্রিট } শ্রীবেণীমাধব মিত্র
দিগর মেনেজার। (১)

গ্রাহকগণের প্রতি।

বৎসর শেষ হইল, আমরা মফস্বলের অনেক গ্রাহক মহাশয়ের নিকট অদ্যাপি মূল্য পাইলাম না। দুঃখের বিষয় অগ্রিম মূল্য দিলে তাঁহাদিগেরও সুবিধা, আমাদিগেরও কষ্টের লাঘব হয় ইহা তাঁহারা বুঝেন না। এক্ষণে যাঁহাদিগের নিকট মূল্য প্রাপ্য আছে, পশ্চাদ্দেয় মাসিক মূল্য ⅟৹ আনা ও ডাকমাসুল ৵৹ আনার হিসাবে তাঁহাদিগকে দিতে হইতেছে। আশা করি ত্বরায় মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যাঁহাদিগের নিকট সংবৎসরের মূল্য পাওয়া যায় নাই, আমরা আগামী বৈশাখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের পত্র বন্দ করিতে বাধিত হইব।

যাঁহাদিগের ভারত সংস্কারকের অগ্রিম মূল্য শেষ হইয়াছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১২৮১ সালের অগ্রিম মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

ভারত সংস্কারের অধ্যক্ষ।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

		কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	… …	৬৲ টাকা	৭।৹
" ষাণ্মাসিক	… …	৩।৹ "	৪।৹
" ত্রৈমাসিক	… …	২৲ "	২।৵৹
মাসিক	…	⅟৹	৸৵৹
প্রতি সংখ্যা	… …	।৹	

REGTISERED. No 34

ভারত-সংস্কারক।

সাপ্তাহিক পত্র।

২য়, ভাগ
৪র্থ সংখ্যা

বঙ্গাব্দ ১২৮১—২৬শে বৈশাখ শুক্রবার। ১৮৭৪— ৮ই মে

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭৷৷০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, সির্বিলিয়ন বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিবিল সার্ব্বিস হইতে রহিত করিবার জন্য ষ্টেট সেক্রেটারী অনুজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন। গত ভাদ্র হইতে ৯ মাস কাল সুরেন্দ্র বাবুর যার পর নাই কায়ক্লেশে মনস্তাপ ও অর্থনাশের পর শেষে চিরদিনের জন্য তাঁহার উন্নতির পথ রোধ করা হইল। অধিক দুঃখের বিষয় এই যে কমিসনরদিগের সংগৃহীত প্রমাণ যথেষ্ট না হইইলেও সন্দেহ করিয়া এত বড় গুরু দণ্ড প্রদান করা হইল।

১৮৭৩।৭৪ সালে বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের আনুমানিক ব্যয় ২৬,৮৯,৪০০ টাকা স্থির হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরের জন্য ২৭,৫৬০০০ টাকা ধার্য্য হইয়াছে।. মুসলমানদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থ মসিন ফণ্ডের টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যয়িত হইবে বলিয়া এবৎসরের ব্যয়ের অঙ্কে ৬৬,৬০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। এ বৃদ্ধি কেবল নামে মাত্র। সামান্য শিক্ষার্থ পূর্ব্ব বৎসরে যত টাকা দেওয়া হইয়াছিল, এবৎসরের বজেটে তাহা কমান হয় নাই।

আমরা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের একটী ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইতেছি, দেশীয় কর্ম্মচারিগণ সামান্য দোষ করিলে গুরু দণ্ড ভাগী হন, কিন্তু ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের গুরুতর দোষ সকলও উপেক্ষিত হইয়া থাকে। হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট টেবর সাহেব ফিল্ড সাহেবের আয়ার মোকর্দ্দমায় অন্যায় করিয়া পার পাইলেন, ফিল্ড সাহেব স্বয়ংও অন্যায়চরণ করিয়া সুখে জজিয়তী করিতে লাগিলেন। সে দিন কলিকাতা ছোট আদালতে অনরেবল নাইট প্রকাশ্য আদালতে বলপূর্ব্বক আদালতের এক দলিল ছিঁড়িয়া সচ্ছন্দ শরীরে রাজ্য শাসন করিতে চলিলেন, কে তাঁহার ক্ষমতার প্রতিরোধ করিবে? আবার সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে সুরেন্দ্র বাবু যে দোসের সন্দেহে পদচ্যুত হইলেন, রঙ্গপুরের সেসন জজ এ লেবিন তদপেক্ষা অনেক গুরুতর দোষ বহুকালাবধি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, অথচ এতকাল তাহা উপরিস্থ কর্ম্মচারীদিগের খবরে আইসে নাই। গত ২১এ এপ্রেল রঙ্গপুরের জজ ও সব জজের কোর্টের ১২ জন উকীল শপথ পূর্ব্বক সব জজ বাবুর নিকট এইরূপ বলিয়াছেন :—

(১) লেবিন সাহেব আদালতের প্রচলিত ভাষা বুঝেন না, প্রচলিত আইনাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন এবং তাঁহার পদোচিত কর্ত্তব্য অমনোযোগী।

(২) সেরেস্তাদার উমাচরণ সেন জজের সহিত এজলাসে বসিয়া উকীলদের সওয়াল শ্রবণ করেন এবং যে মোকর্দ্দমায় যে হুকুম দিতে হইবে, তাহা প্রকাশ্য আদালতে জজকে বলিয়া দেন এবং মোকর্দ্দমার ডিক্রী ডিস্‌মিস স্বয়ং লিখিয়া দেন, জজ সাহেব নকল করেন মাত্র।

(৬) দায়রা বিচারে সেরেস্তাদার জজের সহিত বসিয়া সাক্ষীদিগের জবানবন্দী শ্রবণ করিয়া মনোমত অনুবাদ করিয়া দেন এবং তাহা সাক্ষীদিগের নিকট শুনানি না হইয়া জজের গ্রাহ্য হয়।

(৭) রায় বাহির হইবার পূর্ব্বে মোকর্দ্দমার ফলাফল সাধারণের গোচর হয় এবং প্রকাশ্য আদালতে বিধিপূর্ব্বক রায় দেওয়া হয় না।

(৮) সেরিস্তাদার উমাচরণই যথার্থ জজ এবং জজ তাঁহার হস্তের যন্ত্র মাত্র। সেরেস্তাদার ঘুষ লইয়া যে অধিক টাকা দেয়, তাহারাই সপক্ষে ডিক্রি দেন।

(৯) মোকর্দ্দমার সওয়াল জবাব হইলে রায় স্থগিত থাকে এবং সেরেস্তাদার ঘরে নথী লইয়া যান। যত দিন রায় বাহির না হয়, বাদী প্রতিবাদী বা তাহাদিগের প্রতিনিধি সকল সেরেস্তাদারের বাটীতে যাতায়াত করে।

দেখা যাউক ইহার শেষ কি হয়।

ভারত সংস্কারক।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা সম্প্রতি সুরেন্দ্র বাবুর মোকর্দ্দমা সম্বন্ধীয় এক খানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা সুরেন্দ্র বাবুরই প্রকাশিত। ইহাতে তিনি কমিসনরদিগের অভিপ্রায় পত্র, উভয় পক্ষের যাবতীয় প্রমাণ এবং আত্মদোষ খণ্ডনার্থ নানাবিধ যুক্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া, যদিও স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি না যে সুরেন্দ্র বাবু সম্পূর্ণ নিরপরাধী, তত্রাপি এ কথা মুক্তকণ্ঠে ও দৃঢ় বাক্যে বলিতে পারি যে তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা সপ্রমাণ হয় নাই।

সুরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে চতুর্দ্দশটী অভিযোগ উপস্থিত হয়; তন্মধ্যে কেবল তৃতীয় অভিযোগ (কৈফিয়ৎ এড়াইবার জন্য সাক্ষীগণকে বিদায় দেওয়া) সম্বন্ধে তাঁহার নির্দ্দোষিতা কমিসনরগণের বিচারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রথম অভিযোগ (অর্থাৎ রায়ে মিথ্যা তারিখ দেওয়া) সম্বন্ধে কমিসনরগণ বলেন যে হাইকোর্টের ১৮৭৩ সালের ১৯শে জুনের ১৩নং সর্কুলর অর্ডর প্রচার হইবার পূর্ব্বে এরূপ অবৈধ ব্যবহার অধঃস্থ বিচারকদিগের মধ্যে সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল, সুতরাং তাঁহারা এই অভিযোগের লিখিত অপরাধকে গুরুতর বলিয়া মনে করেন না।

দ্বিতীয় অভিযোগ (রায়ের সঙ্গে ওয়ারেন্ট ঐক্য করিবায় জন্য ওয়ারেন্টের লিখিত বিষয় পরিবর্ত্তিত করা) যদিও প্রথম অভিযোগ হইতে আপাততঃ ভিন্ন বোধ হয়, কিন্তু মূলে উভয় অভিযোগের কারণ এক অর্থাৎ হুকুমের পরে রায় প্রকাশ করা। চতুর্থ অভিযোগ সম্বন্ধীয় অপরাধই অত্যন্ত গুরুতর এবং তজ্জন্যই সুরেন্দ্র বাবুকে সিবিল সর্ব্বিস হইতে অবসৃত হইতে হইয়াছে। অন্যান্য অভিযোগ সম্বন্ধীয় অপরাধ গুলি ইহার আনুষঙ্গিক মাত্র। অতএব এই অভিযোগ সম্বন্ধীয় অপরাধ ও তৎপ্রতিপাদনার্থ যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। অভিযোগের বৃত্তান্ত গুলি এই (১):—

জয়কৃষ্ণ কৈবর্ত্ত নামক কোন ব্যক্তির নৌকা অপহৃত হওয়াতে পুলিস শরৎ নামক কোন ব্যক্তিকে দোষী বিবেচনা করিয়া বিচারার্থ আদালতে পাঠায়। যুধিষ্ঠির নামক কোন ব্যক্তি শরতের নিকট সেই নৌকা ক্রয় করাতে সাক্ষী স্বরূপ প্রেরিত হয়। ১৮৭২ সালের ২৫ই জুলাই সুরেন্দ্র বাবুর নিকট এই মোকর্দ্দমা বিচারার্থ অর্পিত হয় এবং ঐ সালের ২৮ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবি থাকে। ৩১ ডিসেম্বরে প্রতিবাদী গণকে উপস্থিত না পাইয়া ফেরার বহিতে তাহাদিগের নাম লিখিয়া সুরেন্দ্র বাবু মোকর্দ্দমা খারিজ করিবার আদেশ করেন। এই আদেশ প্রচারের অব্যবহিত পরেই যুধিষ্ঠিরের প্রতিভূ কালীকুমার মোক্তার যুধিষ্ঠির সহ সুরেন্দ্র বাবুর নিকট উপস্থিত হন এবং প্রতিভূর দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আবেদন করেন। পর দিন ঐ আবেদন পেশ হইবার আদেশ হয়। এই উভয় আদেশ তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত নয় বলিয়া সুরেন্দ্র বাবু প্রকাশ করেন। সুরেন্দ্র বাবুর এই বাক্য যথার্থ কি না তাহাই কমিসনরগণ বিচার করিয়াছেন।

কমিসনরগণ তাঁহাদের অভিপ্রায় পত্রের একত্রিংশ পারেগ্রাফে প্রকাশ করিয়াছেন যে এই অভিযোগের অপরাধ সপ্রমাণার্থ সুরেন্দ্র বাবুর কোর্টের আমলা দুর্গাচরণ ও কৈলাসচন্দ্র দের সাক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। এ অবস্থায় অন্য কোন প্রতিপোষক প্রমাণের অসদ্ভাবে উহাদের সাক্ষ্যের উপর কোন মতে নির্ভর করা যাইতে পারে না। কিন্তু তৎপর পারেগ্রাফে তাঁহারা প্রকাশ করেন যে এই অভিযোগের অপরাধ সুরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে সপ্রমাণার্থ গুরুতর অবস্থা ঘটিত প্রমাণ সকল বিদ্যমান আছে।

প্রথমতঃ সুরেন্দ্র বাবু পূর্ব্বাবধি অবগত ছিলেন যে এই মোকর্দ্দমা অনেক দিন পর্য্যন্ত মূলতবি রহিয়াছে এবং কোন প্রকারে অতি সত্বর ইহার নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে তাঁহাকে তিরস্কৃত হইতে হইবে, সুতরাং তিনি ফেরার হুকুম দিয়া মোকর্দ্দমা খারিজ করিয়া, কৈফিয়তের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য স্বভাবতঃ ইচ্ছা করিয়া থাকিবেন।

দ্বিতীয়তঃ সুরেন্দ্র বাবু এ সম্বন্ধে সময় সময় যে সকল কৈফিয়ৎ ও পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে কোন বিষয়ই সরল ও পরিষ্কাররূপে বিবৃত হয় নাই; এতদ্দ্বারা সুরেন্দ্র বাবু যে আত্ম দোষ অবগত ছিলেন তাহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। ইত্যাদি।

সুরেন্দ্র বাবু এই সকল কথার প্রত্যুত্তরে বলেন যে ফেরার হুকুম তাঁহার নিজের লেখা নয় এবং তাহার একটী বলবৎ প্রমাণ দেখাইয়াছেন। ১৮৭৩। ৭ই জানুয়ারি মাজিষ্ট্রেট সদারল্যণ্ড সাহেব তাঁহার মাসকাবারী রিটর্ণের একটী বিষয়ে কৈফীয়ত চাহেন, তাহাতে তিনি জিজ্ঞাস্য বিষয়টী না বুঝিয়া শরৎ প্রভৃতির মোকর্দ্দমার কৈফীয়ৎ চাওয়া হইয়াছে মনে করেন এবং তদনুসারে উত্তর দেন যে,তাহা সাক্ষীর অনুপস্থিতি বশতঃ মীমাংসিত হয় নাই, এই মাসে হইবে। ফেরার লেখা তাঁহারই হইলে তৎসম্বন্ধে তাঁহার আবার এরূপ লেখা কখনই সম্ভবপর নয়। দুঃখের বিষয় কমিসনরেরা এ যুক্তির প্রতি সমুচিত মনোনিবেশ করেন নাই।

সুরেন্দ্র বাবু আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ যে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার নানা স্থান পাঠ করিয়া আমাদের এই রূপ দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে যে কমিসনেরা সুবিচার করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহাদের চিত্ত বৃত্তি যদি উদার অপক্ষপাতিতাদ্বারা পরিচালিত হইত, তাহা হইলে তাঁহারা বাধ্য হইয়া সুরেন্দ্র বাবুকে এ সকল অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিতেন সন্দেহ নাই। সুরেন্দ্র বাবুর অন্য দোষ থাকুক আর না থাকুক, তাঁহার গাত্রবর্ণই তাঁহার প্রধান দোষ। কমিসনরেরা ত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, এঅবস্থায় কেবল অবস্থাঘটিত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া চিরকালের জন্য একটী ভদ্র যুবাকে কলঙ্কিত, অপমানিত, পদচ্যুত ও ভগ্নোদ্যম করিয়া তাঁহার ভাবী আশাপথকে তমাসাচ্ছন্ন করা কখনই ন্যায় সঙ্গত হয় নাই। আমরা স্বীকার করি সুরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে বড় অধিক হয়ত তাঁহার উপর কমিসনরগণের সন্দেহ পতিত হইতে পারে। সুরেন্দ্র বাবু সন্দেহের উপকার পাইবারও ত অধিকারী ছিলেন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি এক জন শ্বেতাঙ্গ সুরেন্দ্র বাবুর স্থানীয় হইলে কোন উচ্চবাচ্যই হইত না। বাহাদুর লর্ড নর্থব্রুক ও ষ্টেট সেক্রেটরি এ বিষয় বিশেষ বিবেচনাস্থলে গ্রহণ করিয়া কিছু লঘুতর দণ্ড বিধান করিলেই ন্যায়রক্ষা হইত। সুরেন্দ্র বাবুর প্রতি ইংরাজগণের আচরণ দেখিয়া দেশ শুদ্ধ লোক ভয় স্তম্ভিত হইয়াছে, যাঁহারা সিবিল সর্ব্বিশে প্রবেশের অভিলাষী ছিলেন তাঁহাদের চিত্তাবেগ শিথিল হইতেছে এবং অন্য দিকে আশা ভরসা স্থাপন করিতেছেন। অতঃপর যদি কেহ সিবিল সর্ব্বিশের প্রবেশার্থী হন তাঁহাকে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এই রিপুময় দুর্গম পথের যাত্রী হইতে হইবে। ষ্টেট সেক্রেটরির এই নিষ্ঠুর আজ্ঞাদ্বারা ইংরাজ সিবিলিয়নেরা এক প্রকার নিষ্কণ্টক হইলেন।

অতিরিক্ত পূর্ত্তকার্য্য।

বর্ত্তমান বৎসরের বজেটে ‘পবলিক

(১) ৭ই ভাদ্রের ভারত সংস্কারক ২১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

ওয়ার্কের অতিরিক্ত বা 'অনিয়মিত ব্যয়' অভিধানে একটী নূতন হিসাব খোলা হইয়াছে। এ হিসাবে যে অর্থ ব্যয়িত হইবে, তাহা আপাততঃ ঋণদ্বারা সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা ও আয়োজন হইয়াছে। পার্লেমেণ্ট মহাসভা মহারাণীকে ভারতবর্ষের জন্য ১০ কোটী টাকা ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা দিয়াছেন। সেই ক্ষমতা বলে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরি ৮॥ কোটী টাকা ঋণ গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়া ইতি মধ্যে ৫ কোটী টাকা ইংলণ্ড হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। অবশিষ্ট টাকা ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড হইতে সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প আছে। এই ঋণ লব্ধ ধনে নানবিধ প্রতিপ্রসূ (Reproductive) কার্য্য সম্পাদিত হইবে। পূর্ব্ব বৎসরে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১৮ই জুলাই দিবসের নির্দ্ধারণে এরূপ অবধারণ করিয়াছেন যে ১৮৭৭।৭৮ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর এইরূপ ঋণ লইয়া এইরূপ কার্য্যে ৪॥ কোটী টাকা ব্যয়িত হইবে। লর্ড নর্থব্রুক কর স্থাপন করিবার হস্তকে সঙ্কুচিত করিয়া ক্রমাগত ঋণ গ্রহণ করিবার হস্ত প্রসারণ করিতেছেন দেখিয়া অনেকে ভয় পাইয়াছেন। এ ঋণ কোথা হইতে পরিশোধিত হইবে? এই প্রশ্ন সকলেরই মনে উত্থিত হইতেছে। সকলে বলিতেছেন নর্থব্রুক ঋণ গ্রহণ করিয়া কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক প্রজাগণের চিত্তরঞ্জন করিলেন, কিন্তু তিনি চলিয়া গেলে তাঁহার স্থানে যিনি অভিষিক্ত হইবেন, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কৃত ঋণ পরিশোধার্থ কোন প্রকার কর স্থাপন করিতে হইবে। যে সকল প্রতিপ্রসূ কার্য্যের জন্য এ অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, সমস্তই কিছু পূরণ হইতে পারিতেছে না। লর্ড নর্থব্রুক বলিয়াছেন যে এ ঋণ না হয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত স্থিত হইতে পরিশোধিত হইতে পারিবে। সচরাচর আয়ব্যয়হিসাবে পূর্ব্ব বৎসরের স্থিতাঙ্ক পর বৎসরের হিসাবে আয়ের মধ্যে গণনা করা হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা কখনই করেন নাই; পূর্ব্বাবধি একাদিক্রমে পূর্ব্বকার স্থিতাঙ্ক ছাড়িয়া প্রতি বৎসরের আয় ব্যয় স্থিত গণনা করিয়া আসিতেছেন। এই হিসাবে অপরিমেয় অর্থ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সঞ্চিত থাকিবার সম্ভাবনা। যদি গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে ঋণ করা হয় কেন? তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় প্রজাগণকে অন্ততঃ কয়েক বৎসরের জন্য, আর কিছু না হয়, সুদের ভার ত বহন করিতে হইবে। অর্থ অব্যবহার্য্য ভাবে রাজকোষে সঞ্চিত রাখিলে কি কোন ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা আছে? অর্থ সঞ্চিত রাখিবার জন্য নহে। সঞ্চিত অর্থ আর সঞ্চিত গোময়ে কোন প্রভেদ নাই।

আমরা কেবল একটী বিষয় আলোচনা করিয়া প্রস্তাবটার উপসংহার করিব। তাহা এই যে প্রস্তাবিত প্রতিপ্রসূ কার্য্যে যে টাকা ব্যয়িত হইবে তাহা যদি আপনা হইতে সম্পুরিত না হয়, তাহা হইলে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান কল্পনা হইয়াছে তাহা হইতে বিরত থাকা উচিত কি না?

যে সকল প্রতিপ্রসূ কার্য্যের অনুষ্ঠান কল্পনা হইয়াছে; তৎসমুদায় এই কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) জল সেচনার্থ খাল খনন; (২) রেলওয়ে নির্ম্মাণ; (৩) পূর্ত্ত কার্য্যার্থ কোন মিউনিসিপালিটী বা অপর সাধারণ প্রজাবর্গকে ঋণ দান; (৪) ভেড়ি নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য। তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগীয় কার্য্যের জন্য অল্পমাত্র ভাবনা আছে। গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটীকে অথবা পূর্ত্ত কার্য্যের জন্য কৃষক বা অন্যান্য শ্রেণীস্থ প্রজাবর্গকে যে ঋণ প্রদান করিবেন, ঋণ প্রদান করিবার পূর্ব্বে তাহার প্রতিভূ স্বরূপ কোন প্রকার নিদর্শন গ্রহণ করিবেন এবং ভেড়ী নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে যে অর্থ ব্যয় করিবেন, জমীদারদিগের স্থানে তাহা অনায়াসে আইনের বলে আদায় করিতে পারিবেন। এ দুই বিভাগে ক্ষতির সম্ভাবনা অতি অল্প। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে আপাততঃ অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। জল সেচন বা রেলওয়ের কার্য্য অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য দেশে তাদৃশ লাভজনক হয় না। কিন্তু সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইলে, তাহা হইতে সভ্যতার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে এবং যে পরিমাণে এই উন্নতি হয় সেই পরিমাণে তাহা লাভজনক হইতে থাকে। ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে এই সকল কার্য্য এক্ষণে আরম্ভ হইলে এখনি এত লাভ হইতে পারে না যে তদ্দ্বারা অল্প দিন মধ্যেই মূল ধন পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইবে; কিন্তু ভারতবর্ষের এই বর্ত্তমান উন্নতিশীল অবস্থার ভাব গতি দেখিয়া আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে উত্তরোত্তর অধিকতর লাভ হইতে থাকিবে এবং মূল ধন পর্য্যন্ত অনাদায় থাকিবে না। কেবল তজ্জন্য সময়ের অপেক্ষা করে। সম্প্রতি আবার মধ্য আসিয়ায় রেলওয়ে নির্ম্মিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। এ প্রস্তাব শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে রেলওয়ের কার্য্যের জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন আশঙ্কা থাকিতেছে না। জল সেচনের সুবিধার্থ যে সকল অনুষ্ঠান হইবে, তাহার আবশ্যকতা লোকে শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে। যে দেশে ১০ বৎসরের মধ্যে অনাবৃষ্টি দুর্ঘটনা ৩।৪ বার সংঘটিত হইয়া থাকে, সে দেশে এ আবশ্যকতা উপলব্ধ না হইবার কোন

কারণ দেখা যায় না। বিশেষতঃ ইহা দ্বারা গমনাগমন ও অন্তর্বাণিজ্যের যে সুবিধা হইবে, তাহাতে বিলক্ষণ লাভ বোধ হইবে। যখন কোন দেশে এন্সুরেন্স আফিস প্রভৃতির প্রথম স্থাপনা হয়, তখন নূতন সূচনা বলিয়া লোকে হঠাৎ ইহার তাৎপর্য্য ও আবশ্যকতা বুঝিতে না পারে কিন্তু বহুদর্শনদ্বারা অল্প দিন মধ্যেই তাহা বিলক্ষণরূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়। এই দেবমাতৃক দেশে জলসেচনার্থ খাল খনন প্রভৃতি কার্য্যের উপকারিতা অল্পদিনের পরীক্ষায় সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে সন্দেহ নাই।

যদি এই সকল কার্য্য হইতে ব্যয়িত মূলধন প্রতিলব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাও থাকে, তাহা হইলে তৎসমুদায় আপাততঃ স্থগিত রাখা যাইতে পারে না। যে সকল কার্য্য হইতে নানাবিধ আপদ, ও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা পর্য্যন্ত ভবিষ্যতে থাকিতেছে না, যে সকল কার্য্য অবলম্বন করিয়া জাতীয় সভ্যতা ও মহত্ত্বের সৃষ্টি হয়, সে সকল কার্য্য সামান্য অর্থক্ষতি আশঙ্কায় বন্ধ রাখা যাইতে পারে না।

মেলবিল সাহেবের পদচ্যুতি।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরি পঞ্জাবের ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট মেলবিল সাহেবকে সিবিল সর্ব্বিশ হইতে অপসারিত করিয়াছেন। তাঁহার দুশ্চরিত্রতাই তাঁহার এই শাস্তির কারণ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি কোন্ বিষয়ে দুশ্চরিত্র এবং কোন্ বিশেষ দোষের জন্য পদচ্যুত হইলেন, তাহা আমাদিগকে জানিতে দেওয়া হয় নাই। ইহা জানিবার জন্য আমাদের বিশেষ ঔৎসুক্য রহিল। চরিত্রগত পারিবারিক দোষের জন্য কাহাকেও কর্ম্মচ্যুত করিবার বিধি নাই; কোন ব্যক্তির প্রতি এই অবিধি হঠাৎ প্রবর্ত্তিত করিলে অন্যায়াচরণ করা হয়। আমরা যত দূর জানি মেলবিল সাহেব কেবল মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণানন্তর পূর্ব্ব পরিণীত খৃষ্টীয় ভার্য্যার জীবৎমানে অল্পবয়স্কা একটী মুসলমান বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ দুশ্চরিত্রতার লক্ষণ বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না। মনুষ্য এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এ পথে বাধা প্রতিবন্ধক রাখিয়া লোকের চিত্তবৃত্তিকে অধীনতা পাশে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করা এ সময়ের উপযুক্ত নহে।

যদি স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেহ ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করেন, সে জন্য তিনি লোকতঃ নিন্দার্হ ও ধর্ম্মতঃ পতিত হয়েন সন্দেহ নাই, কিন্তু তজ্জন্য তিনি রাজদ্বারে দণ্ডিত বা রাজকর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবার যোগ্য নহেন। পরিণীত ভার্য্যা বর্ত্তমানে দারান্তর গ্রহণ কোরাণ প্রতিপাদ্য ধর্ম্মানুমোদিত হইলেও সভ্যতার নিয়মানুসারে অবশ্যই জঘন্য বলিয়া অভিহিত ও গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু এ অপরাধ কখন কাহার কর্ম্মচ্যুতির কারণ হইতে পারে না।

লর্ড নর্থব্রুক ও ষ্টেট সেক্রেটরি যদি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া স্থিরনিশ্চয় হইয়া থাকেন যে মিলবিল সাহেব কেবল পূর্ব্ব পরিণীত ভার্য্যাকে বঞ্চনা করিবার মানসে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন তাহা হইলেও তাঁহাকে তাঁহারা ন্যায়তঃ কিছুই করিতে পারেন না। মেলবিলের এ জঘন্য প্রকৃতির জন্য সমাজ তাঁহাকে যথোচিত শাসন করুক, কিন্তু যত দিন তাঁহার অপরাধ আদালতের বিচারে দণ্ডার্হ বলিয়া স্থিরনিশ্চয় না হয়, তত দিন তাঁহাকে ন্যায়তঃ পদচ্যুত করা যাইতে পারে না। তবে যদি মেলবিল সাহেবকে কর্ম্মচ্যুত করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যভিচারী কর্ম্মচারীর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতে হয় এবং ইউরোপীয় ও দেশীয় অনেক উচ্চ পদস্থ লোককে কর্ম্ম হইতে অবকাশ দিতে হয়।

মেলবিল ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহণ করতঃ মুসলমান কন্যার পাণি গ্রহণ করিতে না করিতে তাঁহাকে অবিলম্বে সস্পেণ্ড করা হইল এবং যদি প্রচলিত রাজবিধি দ্বারা তাঁহাকে শাসন করা যাইতে পারিত, তাহাহইলে সে সময়ে তাহারও আয়োজন হইত সন্দেহ নাই। তবে গবর্ণমেণ্টের হস্তে যত দূর শাসন করিবার ক্ষমতা ছিল, তাহার কিছুই অবশিষ্ট রাখা হইল না। আমরা এরূপ ব্যবহারকে নিতান্ত অনুদার ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না এবং এরূপ কার্য্যনীতিকে নিতান্ত দূষ্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যদি গবর্ণমেণ্টের এ কার্য্য কোন সাধারণ নিয়মের অনুসারী হইত, তাহাহইলে কাহারও আপত্তি করিবার বা অসন্তুষ্ট হইবার তাদৃশ কারণ ছিল না; কিন্তু এ কার্য্যটী নিয়মের একটী অনিষ্টজনক ব্যতিক্রম বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

যাহাতে অন্য কোন ইউরোপীয় লোক মেলবিলের আচরণের অনুবর্ত্তী হইতে না পারে, তজ্জন্য রাজবিধির ক্রটী সংশোধন করিবার আয়োজন হইতেছে। সে আয়োজনে যে অধিক ফল লাভ হইবে তাহা আমাদের বোধ হয় না। যে কারণে মেলবিল অন্যদার পরিগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সে কারণ বর্ত্তমান থাকিলে লোকে অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা করিবে। আমাদের মতে এদেশীয় ইউরোপীয়দিগের দার পরিত্যাগের সম্বন্ধে উদারতর মত অবলম্বন পূর্ব্বক রাজবিধির ব্যবস্থাপন বিধেয়।

প্রাচীনকালের প্রতি সম্মাননা।

আমাদিগের দেশে ইংলণ্ডীয় ভাষার বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই অধিকাংশ নব্য যুবকগণের মন হইতে প্রাচীন কালের প্রতি সম্মাননা তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। ইহাতে মঙ্গল কি অমঙ্গলের সম্ভাবনা, একটু গভীর দৃষ্টিতে সমালোচন করিয়া দেখা আবশ্যক। একটি গুরুতর বিষয়ের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে যদি নূতন কিছু আবির্ভূত না হয়,আমরা তাদৃশ তিরোধানের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ উহা উন্নতির কারণ না হইয়া সর্ব্বদা অনুন্নতির কারণ হইয়া পড়ে। যদি প্রাচীনকালের মধ্যে এমন কিছু থাকে যাহা নিত্য এবং চিরস্থায়ী, আমরা সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহার বিনাশ সাধন করিতে সমর্থ হইব না। প্রাচীন স্থিরতর নিত্য বিষয় সকলের উপরে যদি নূতন জ্ঞান, নূতন সত্য সংস্থাপিত করিতে পারি, তাহা হইলে উন্নতির স্থিরতর পত্তনভূমি সংস্থাপিত হইল। আমরা সংক্ষেপতঃ প্রাচীন এবং নব্য এ দুই কালের উন্নতি সম্বন্ধে অন্যান্যাপেক্ষিতার বিষয় অদ্য উল্লেখ করিতেছি। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারিব, কোন উন্নতি প্রাচীনকালকে মূল না করিয়া উদিত হয় না, এবং নব্য জ্ঞান ও আলোককে আহ্লাদের সহিত আলিঙ্গন না করিলে মনুষ্য মনুষ্যত্বের উচ্চতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

বিজ্ঞানবিদেরা এখন এক বাক্যে স্বীকার করেন মনুষ্যসমাজ আদিকাল হইতে একটি অখণ্ড, স্থিরতর, উন্নতিমুখীন নিয়মে নিয়মিত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে পূর্ব্বাপর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে অভেদ্য সামঞ্জস্য অবস্থান করিতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী একটি ঘটনা না ঘটিলে পরবর্ত্তী ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই এবং এই সকল ঘটনা অযথা সময়ে উপস্থিত হয় না। মনুষ্যের অবস্থা, প্রয়োজন এবং উন্নতির সোপান অনুসারে যথানিয়ম উহা সংঘটিত হইয়া থাকে। পর পরবর্ত্তী ঘটনা পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার অবশ্যম্ভাবী ফল এবং যে কারণে উহা সংঘটিত হয় উহা নিত্য। এই সকল ঘটনা হইতে যাহা আবিষ্কৃত হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি সাময়িক এবং তাৎকালিক অবস্থোচিত বিষয় থাকিলেও এমন কতকগুলি মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়, যাহা নিত্য এবং স্থায়ী। ধর্ম্ম, রাজনীতি, এবং নীতি সম্পর্কীয় যে সকল মূলতত্ত্ব প্রাচীনকালে এই স্বাভাবিক প্রণালীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারই উপরে বর্ত্তমান রাজনীতি এবং ধর্ম্ম নীতি সংস্থিত। যদি আমরা নব্য বিজ্ঞানানুরাগী হইয়া যাহা কিছু প্রাচীন সকলই পরিত্যাগ করি, তৎসঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ববিধ জ্ঞানই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

প্রাচীন বিষয়ের প্রতি অসমাদর বা ঘৃণা প্রদর্শন যে অজ্ঞতামূলক একথা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। আমাদিগের প্রত্যেকের জীবন প্রাচীন কালের সঙ্গে এমনি অভেদ্য যোগে সংযুক্ত রহিয়াছে,যে আমরা সহস্র চেষ্টা করিয়াও উহা ছেদন করিতে পারি না। আমরা বাহ্যবেশ পরিবর্ত্ত করিতে পারি, নূতন আচার ব্যবহারের অনুসরণ করিতে পারি; কিন্তু যাঁহারা মনে করেন এই সকল করিয়া আমরা সর্ব্বথা নবীনতা লাভ করিলাম, তাহাদের ন্যায় অগভীরদর্শী আর কেহ নাই। বাস্তবিক কথা এই আমাদিগের জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি ও জীবনের জন্য আমাদিগকে চিরকাল প্রাচীনগণের নিকটে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিতে হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, নবীনেরা কি তবে প্রাচীনগণের গুণকীর্ত্তনেই নিয়ত আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখিবেন? তাঁহারা কেবল অর্ব্বাচীন শিশুসন্তানদিগের ন্যায় প্রাচীনগণের অঙ্গুলি ধারণ করিয়া পদনিক্ষেপ করিবেন? তাঁহারা কি কখন উদ্দাম যৌবনকাল লাভ করিবেন না? এরূপ হইতে পারে না। প্রাচীনেরা কালসম্বন্ধে নীতি আদির মূল পত্তনে পূর্ব্ববর্ত্তী মাত্র, কিন্তু নবীনেরা বাস্তবিক তাঁহাদিগের অপেক্ষা কালসম্বন্ধে বৃদ্ধ এবং নীতি আদির পরিণতি কল্পে পরিণত। মূলতত্ত্ব সকল সে কালে আবিষ্কৃত, তাহাদিগকে পর পর উন্নত অবস্থার উপযোগী করিয়া প্রয়োগ করিবার ভার নবীনগণের হস্তে নিপতিত রহিয়াছে। কোন২ মূলতত্ত্বের পরিণতি নবীনগণের হস্তে এতদূর রহিয়াছে যে প্রাচীনগণের স্বপ্ন পথেও তাহা কোন দিন উদিত হয় নাই। বাস্তবিক কথা এই,জ্ঞানের উন্নতি, এবং সেই জ্ঞান সহযোগে মূলতত্ত্ব সকলের গভীর হইতে গভীরতর ভাব উপলব্ধি বিষয়ে ভাবিকাল ভূতকালকে চিরদিনই পরাজয় করিবে।

আমরা যাহা বলিলাম, তদ্দারা নিরূপিত হইতেছে, নবীনগণ প্রাচীনকালের নিকটে সর্ব্বথা ঋণ জালে বদ্ধ রহিয়াছেন। প্রাচীনকালকে অসম্মান করিতে পারা দূরে থাকুক, মূলতঃ অনেক বিষয়ে নব্যদিগকে তদুপরি আপনাদিগের উন্নতি চিরদিনের জন্য সংস্থিত করিয়া রাখিতে হইবে। এ দিকে আবার নবীনেরা আপনাদিগের দৃষ্টি প্রাচীনকালের উপরে সম্যক্ নিবদ্ধ রাখিয়া বর্ত্তমান এবং ভাবীকালের উন্নতভাবের প্রতি অন্ধ থাকিতে পারেন না। এরূপ হইলে তাঁহাদিগের হৃদয় ও জ্ঞানের সীমা সঙ্কুচিত, এবং অপ্রবীণোচিত হইয়া অবস্থান করিবে, এবং যে দেশ বা জাতি প্রাচীন নবীন এ উভয়ের প্রকৃত সমাদর করিতে জানিবেন, তাঁহাদিগের নিকট অর্দ্ধ সভ্য

বা অসভ্য রূপে চিরদিন পরিচিত থাকিতে বাধ্য হইবেন।

আমাদিগের ইচ্ছা রহিল, প্রাচীনগণের নিকট নবীনগণের কি শিক্ষণীয় আছে, আমরা ভবিষ্যতে তাহা নির্ণয় করিতে যত্ন করিব।

শৈশবাবস্থায় উপকথা শ্রবণ।

মাতাই শিশু চরিত্রের প্রথম নির্ম্মাতা। তাঁহারই হস্তে শিশুদিগের অন্তঃপ্রকৃতির গঠন আরম্ভ হইয়া তাহাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা উত্তরোত্তর স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে থাকে। এই সময়ে যে কতদূর সতর্কতা আবশ্যক একটু ভাবিয়া দেখিলে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মানবীয় প্রকৃতির স্ফূর্ত্তির সীমা নাই। অনন্ত ভাবিকাল ইহাকে পোষণ করিবার জন্য আয়োজন করিতেছে। এই ক্রমোন্নতিশীল মানব প্রকৃতির প্রথম পত্তন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক। পত্তনে দোষ থাকিলে অন্যান্য অংশ নির্দ্দোষ হইবার সম্ভাবনা কোথায় ?

মাতার ন্যায় অন্যান্য পরিজন বর্গ ও শিশু চরিত্রের প্রথম গঠনের সহায়তা করেন। শিশু যে কোন অঙ্কে পরিভ্রমণ করে তাহা হইতে কিছু না কিছু লাভ করিয়া থাকে। শিশুদিগের অন্তঃকরণ যার পর নাই অনুকরণপ্রিয়; যাহা দেখে যাহা শুনে ভালই হউক আর মন্দই হউক—তৎক্ষণাৎ তাহার অভ্যাস আরম্ভ করে। এইরূপে অতি সত্বর বেগে শিশু চরিত্রের গঠন সম্পাদিত হইতে থাকে।

যে সমস্ত উপকরণে শিশুচরিত্র সংগঠিত হইতে থাকে, তন্মধ্যে গল্প শ্রবণ একটী প্রধান। শিশুচিত্ত পক্ষে গল্পের ন্যায় আর কিছুই তাদৃশ হৃদ্য ও উপাদেয় নহে। বাল্যকালে গল্প শুনিবার প্রবৃত্তি যে কতদূর বলবতী থাকে, তাহা ব্যক্তি মাত্রেই আপনার বাল্যাবস্থা স্মরণ করিয়া অনুভব করিতে পারেন। আমরা বাল্যকালে সন্ধ্যার সময় ছাদের উপর বা উঠানে বসিয়া বৃদ্ধ পিতামহী বা মাতামহীকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক কেবল গল্প শুনিতাম; গল্প শুনিবার সময় কখন কখন ভূত প্রেত যক্ষ রাক্ষসের কথা শুনিতে শুনিতে ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িতাম; কখন কখন তাহাদের অদ্ভুত কার্য্য কলাপের কথা শুনিতে শুনিতে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইতাম, কখন বা কৌশল সহকারে সুচতুর পথিক দস্যু হস্ত হইতে উদ্ধার পাইলেন শুনিয়া আনন্দে উল্লম্ফিত হইতাম, কখন বা পরোপকারী গৃহস্থের দান শক্তির ব্যাখ্যা শুনিয়া মন কত উদার হইয়া যাইত। আমরা আহার করিতে করিতে আর আহার করিতাম না, পরে যখন 'তালপত্রের খাঁড়া ও পক্ষীরাজ ঘোড়ার' গল্প আরম্ভ হইত, তখন আমরা সেই উপন্যাস সুধা মাখাইয়া অন্নগ্রাস মুখে দিতাম এবং অল্পে অল্পে তাহা চর্ব্বণ করিতাম, পাছে শীঘ্র অন্ন ফুরাইয়া গেলে উপকথাও ফুরাইয়া যায়।

যখন উপকথার প্রতি শিশুগণের প্রবল অনুরাগ, তখন যে সে অনুরাগ তাহাদের চিত্তোৎকর্ষ সাধনের এবং চরিত্র সংগঠনের প্রধান সহায় হইবে বলিয়া বিধিবিহিত হইয়াছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে বঙ্গীয় সমাজের শিক্ষিতা নবীনারা নব্য সভ্যতার অনুরাগে শিশু শিক্ষার এই চিরাগত উপায়কে অবহেলন করিতেছেন। তাঁহারা অমিশ্রিত সত্য গল্প কোথাও অন্বেষণ করিয়া পান না এবং অনর্থক কল্পিত উপকথা শুনাইয়া শিশু সন্তানের হৃদয়ে কুসংস্কারের বীজ বপন করিতেও চান না; সুতরাং তাহার উপকথা শুনিবার আসক্তি স্ফূর্ত্তিহীন ও নির্জ্জীব হইয়া যাইতেছে, তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীর ও মন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে এবং স্বাভাবিক কল্পনার সাহায্য না পাইয়া ধর্ম্ম ভাব সকল সঙ্কুচিত হইয়া কেবল যুক্তি ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বিচরণ করিতে শিখিতেছে।

সচরাচর তিন প্রকার উপকথা প্রচলিত দেখিতে পাই। যে সকল উপকথা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহাতে স্বভাবের অতীত কাল্পনিক দৈব শক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই সকল উপকথা শুনিতে শুনিতে লোকাতীত দৈব শক্তির উপর শিশুদিগের বিশ্বাস ও নির্ভর স্বভাবতঃ ধাবিত হয়, এবং মানবীয় মনের নানাবিধ ধর্ম্মভাব উন্নত ও সম্পুষ্ট হইতে থাকে। ভূত পিচাশ, রাক্ষস দৈত্য প্রভৃতির অলৌকিক প্রভাব, বায়ু, বহ্নি, পর্ব্বত, সমুদ্র প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নিচয়ের অদ্ভুত শক্তি ও গুণ বর্ণন এই শ্রেণীর উপকথার অন্তর্গত। যে সকল উপকথা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত তাহাতে মনুষ্যের বিচক্ষণ বুদ্ধি বা অদ্ভুত শক্তির নিকট স্বভাবের অতীত দৈব শক্তির পরাজয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল উপকথা শুনিতে শুনিতে শিশুদিগের মানসিক সাহস ও আত্ম নির্ভরের ভাব স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে থাকে এবং উৎসাহ, উদ্যম প্রভৃতি মানবীয় প্রকৃতির নানা বিধ কার্য্যশক্তি পরিপুষ্ট হইতে থাকে। যে সকল উপকথা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত সে সমস্ত নীতিমূলক। মনুষ্যের দয়া ধর্ম্ম সম্পোষণ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। এই সকল উপকথা কখন বা প্রথম শ্রেণীও কখন বা দ্বিতীয় শ্রেণীকে আশ্রয় করিয়া কখন বা স্বাধীন ভাবে অবস্থিতি করে।

এ দেশের যত উপকথা সমস্তই প্রথম

ও তৃতীয় শ্রেণীকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। এই জন্যে এ দেশের লোকের ধর্ম্মভাব অধিক, সাহস অল্প এবং আপনার শক্তির উপর বিশ্বাস ও নির্ভর অল্প। ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশের অধিকাংশ উপকথা দ্বিতীয় শ্রেণীকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করে। সেখানকার সমুদায় গল্পই দৈত্য বংশ ধ্বংসক হার্কুলিস্ বা জ্যাকের উপকথার ন্যায় মানবীয় শক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে। এইজন্য সেখানকার লোকদের সাহস ও বীর্য্য অধিক; আত্ম নির্ভর অধিক এবং ধর্ম্মভাব অল্প।

এই তিন শ্রেণীর গল্পই আমাদের শিশুদিগের পক্ষে প্রয়োজনীয়। যে সকল মহিলা আপন আপন শিশুদিগকে যথা নিয়মে লালন পালন করিতে চান, তাঁহারা কল্পনাকে প্রশ্রয় দিবার ভয়ে শিশু শিক্ষার এই প্রশস্ত উপায় অবহেলা করিবেন না। পূর্ব্বতন শিশুরা যেমন অল্প বয়সে ধর্ম্ম ভীরু হইত, এক্ষণকার শিশুরা তেমন হয় না। এই সকল শিশুরা যুবাকালে স্বভাবতঃ ধর্ম্ম ভাব শূন্য হইয়া জন সমাজের অশেষ অনিষ্ট সাধন করিবে সন্দেহ নাই। ইহাদের চরিত্রের জন্য ইহাদের জননী ও অন্যান্য পরিবার বর্গ দায়ী তাহা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক।

বাল্যকালে উপন্যাস শ্রবণ দ্বারা মানসিক বৃত্তি সকল যে কতদূর তেজস্বিনী হয় তাহা অনেকে অনুভব করেন না; এক্ষণকার বিজ্ঞ লোকেরা ইহার কেবল দোষ ভাগই দর্শন ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সুবিখ্যাত ইংরাজী উপন্যাস লেখক সর ওয়াল্টর স্কট মানবীয় প্রকৃতি সুচিত্রিত করিতে যে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়া ছিলেন, তাহার একটী প্রধান কারণ শিশুকালে উপন্যাস শ্রবণে তাঁহার ঐকান্তিক ঔৎসুক্য। শুনা যায় তৎকাল প্রচলিত কোন উপকথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। সুকল্পিত উপন্যাস শ্রবণে শিশুদিগের মনে ধর্ম্মস্পৃহা, দেশ হিতৈষিতা, সাহস ও বীরত্ব বদান্যতা, পাপের প্রতি ঘৃণা ও পুণ্যের প্রতি অনুরাগ যেরূপ বর্দ্ধিত হয় সহস্র উপদেশে সেরূপ কখনই হইতে পারে না। প্রাচীন হিন্দু নরনারীদিগের চরিত্রে যে সকল সদ্গুণ লক্ষিত হয়; বাল্যকালে রামায়ণ ও মহাভারত বর্ণিত ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতির উপাখ্যান ভাগ শ্রবণই তাহার মূল কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

প্রাপ্ত।

ভারত চন্দ্রের পক্ষ সমর্থন।*

(শুনিতে পাই, অশ্লীলতা নিবারণী সভার গুণে বটতলায় ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ বিক্রয় বন্দ হইয়াছে। এ বিষয়ে অধিক বাক্য ব্যয় নিষ্প্রয়োজন। ফল কথা এই, ইহা বঙ্গদেশীয়দিগের পক্ষে অল্প ক্ষতিকর হইবে না। ভারত চন্দ্রের গ্রন্থে কি ভাল কথা কিছু নাই? উহা কি কেবল অশ্লীলতা ময়? ভাল, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কত অশ্লীলতা রহিল, সেক্‌সপীয়র প্রভৃতির কাব্যে কত অশ্লীলতা রহিল, কেবল বাঙ্গালা ভাষার তদনুরূপ পুস্তক সকলে জলাঞ্জলি দেওয়া হয় কেন? বোধ হয় বাঙ্গালার রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির অন্তর্গত অশ্লীলতাও অবাধে চলিবে। তবে কি কেবল ভারত চন্দ্রের মরণ, যেহেতু তিনি এক জন শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট কবি? না, সত্য সত্যই "পাপ লিখেছে মানুষের বেলা?" ভাল মহাশয়, আমি জিজ্ঞাসা করি, ইহা কোন্ ন্যায়? আপনাদের রুচি আমাদের হইতে ভিন্ন বোধ হইতেছে; সুতরাং মতদ্বৈধ অপরিহার্য্য। অতএব কেবল আপনাদের সহিত তর্ক ও ঝগড়া না করিয়া ভারত চন্দ্রের গ্রন্থের কতক উৎকৃষ্ট অংশ দেখাইয়া যদি আপনাদিগকে কতক শান্ত করিতে পারি তাহারই চেষ্টা করিতেছি।)

ভারত চন্দ্রের গ্রন্থের যাহা প্রকৃত কবিত্বের অংশ তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিব না। কারণ, সমুদায় উদ্ধৃত করিবার ত ইহা স্থান নয়। কহিতে গেলে কোন্ অংশ লইব, কোন্ অংশ ছাড়িব? নীতি, মানব-প্রকৃতি-প্রকাশ ও ধর্ম্ম এই তিন বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থে যাহা পাওয়া যায়, এস্থলে তাহাই দেখাইতেছি।

(নীতি।)

১।—পরদুঃখ সেই বুঝে আপনা যে বুঝে।

২।—নীচ যদি উচ্চ ভাবে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।

৩।—যে হোক সে হোক আরো করিব যতন।
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন॥

৪।—গৃহিণীর পাপ পুণ্যে ঘর থাকে মজে।

৫।—সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।

৬।—মূঢ় নর যে করে নরের উপাসনা।

৭।—ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

৮।—মিছা কথা সেঁচা জল কতক্ষণ রয়?

৯।—লোকে বলে পাপ কাপ কদিন লুকায়।

১০।—যাহার লাগিয়া, চুরী করে গিয়া,
সেই জন কহে চোর।

১১।—লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়॥

১২।—বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া কাপুরুষতাই।

১৩।—সকলে সমান সদা সুতের সুসার।

১৪।—জন্ম ভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী।

১৫।—অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।
পুষ্প সঙ্গে কীট যেন উঠে সুর মাথে॥

১৬।—রাহু গ্রস্ত হন চন্দ্র লোকে পুণ্য দিতে।

১৭।—তেজো বধ হয় যার, প্রাণবধ ভাল তার,
কোন খানে সমাদর নাই।

১৮।—ঘরে অন্ন নাহি যার, মরণ মঙ্গল তার,
তার কেন বিলাসের সাদ।
যার নারী সুতাসুত, সদা অন্ন কষ্ট যুত
সর্ব্বদা তাহার অবসাদ॥

১৯।—বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাস,
রাজসেবা কত খচ মচ।
গৃহস্থ আছয়ে যত, সকলের এই মত,
ভিক্ষা মাগা নৈব চ নৈব চ।

২০।—(সৎ গৃহিণীর লক্ষণ)—গৃহিণী আছে যারা।
কতমতে স্বামীর সেবন করে তারা॥

---

* এই প্রেরিত পত্রখানি আমাদিগের বিশেষ হৃদ্য হওয়াতে আমরা ইহা প্রাপ্তস্থলে গ্রহণ করিলাম। আমরাও রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের গুণের পক্ষপাতী, কিন্তু তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের স্থানে স্থানে যে ইতর রুচির পরিচয় আছে, তন্নিমিত্ত আমরা ক্ষুব্ধ। তন্নিমিত্ত বিদ্যাসুন্দর ভদ্রসমাজে চোরের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। ভারতের গুণগ্রাহীগণ কুৎসিত অংশ সকল সংশোধন পূর্ব্বক যদি বিদ্যাসুন্দরের নূতন সংস্করণ প্রচার করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহা ভদ্র পরিবারের পাঠ যোগ্য হইয়া দেশীয় সাহিত্যের একটী মহামূল্য রত্ন বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে।

ভা, সং, স।

অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়।
আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায়॥

বলুন দেখি, ইহার মধ্যে কত গুলি উৎকৃষ্ট ও নিত্য ব্যবহারোপযোগী নীতি বাক্য বাঙ্গালী সাধারণের মনে উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে।

(মানব প্রকৃতি প্রকাশ।)

১।—জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া।
মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া॥
২।—বুড়া বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ।
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ॥
৩।—যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে?
৪।—বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥
৫।—দুর্দ্দৈব যখন ধরে, ভাল কর্ম্ম মন্দ করে।
৬।—ভাগ্য বশে গুণ হৈল দোষ।
৭।—নাহি ঘরে সদা খাই খাই।
কি করে গৃহিণীপনে, খন্ খন্ ঝন্ ঝনে,
আসে লক্ষ্মী বেড় বান্ধে নাই।
৮।—হাভাতে যদ্যপি চায়, সাগর শুখায়ে যায়,
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মী ছাড়া।
৯।—যেমন দেবতা যিনি, তেমনি স্বরূপা তিনি,
সেই মত ভূষণ বাহন।
১০।—বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
১১।—নারী যার স্বতন্তরা, সে জন জিয়ন্তে মরা
তাহারে উচিত বনবাস।

এই শেষোক্ত কাব্য দুইটীকে প্রকৃত স্বভাব প্রকাশ বলিবেন? না, বিকৃত স্বভাব প্রকাশ বলিবেন? আপনাদের দৃষ্টিতে যাহাহউক, কিন্তু সমুদয় বঙ্গদেশীয়গণ ঐ সমস্ত বাক্যকে অখণ্ডনীয় স্বভাব বলিয়া সর্ব্বদা অনুভব করে।

(ধর্ম্ম)

সত্য ধর্ম্ম প্রকাশের জন্য আপনারা অনেক করিয়াছেন। কিন্তু পুরাণ কল্পিত পৌত্তলিকতা যে মিথ্যা ধর্ম্ম, ইহা আপনারা তেমন জোর করিয়া বলিতে পারিবেন না, যেমন ভারত চন্দ্র বলিয়াছেন। তিনি বিশ্বকর্ম্মার মুখ দিয়া উদাহরণের সহিত ব্যাসকে এই ভর্ৎসনা করিয়াছেন।

যাহার যখন, দেখহ দুর্জ্জন, তাহারে ব্রহ্ম বলহ।
এই রূপে কত, কয়ে নানা মত,
লিখিলা যত কলহ॥

শিব ও পার্ব্বতী যে পুরুষ ও প্রকৃতির চিত্র তাহার তত্ত্ব বুঝিতে তিনি ব্যাসকেও আরো কিছু দিন পড়িতে বলিয়াছেন। গঙ্গার উক্তি।

সংসারে যতেক নারী মোর অংশ তারা।
শিব অংশ সংসারে পুরুষ আছে যারা॥
প্রকৃতি পুরুষ মোরা তুই কি জানিবি।
আর কত দিন পড় তবে সে বুঝিবি॥

ভারতচন্দ্রে রামমোহন রায়ও ছিলেন। কারণ, তিনি বলিয়াছেন,—

হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে অন্য মত॥

তিনি সাধকের অন্তঃকরণ গত ঈশ্বরের এই বাক্য ও জানিতেন,—

যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই।

পত্র দীর্ঘ হইয়া পড়িল। কিন্তু ভারত চন্দ্রের অনেক কথা বলিতে এখনো অবশিষ্ট রহিল। তাঁহার আর একটী কথা বলিয়া পত্র শেষ করি।

ধর্ম্মে মতি হউক সবার।
ধন নাহি স্থির রয়, দারা আপনার নয়,
সেই ধর্ম্ম পরলোকে সার॥

শ্রীশ্যামাচরণ মিত্র।
এলাহাবাদ।

পুস্তক সমালোচনা।

স্বর্ণলতা নাটক—শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত।

এই পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপনে পাঠে অবগত হওয়া যায়:—

"মনোনীত করিয়া পরিণয় করিবার প্রথা আমাদিগের দেশে প্রচলিত না থাকায় সমাজের কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহার ছায়া সাধারণের অন্তঃকরণে স্থিরভাবে পড়িবে বলিয়া গ্রন্থকারের এই অনুষ্ঠান।" উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু আমাদের দেশে এ প্রথা অভাবে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে, এ সময়েই বা প্রচলিত হইলে কি রূপ শুভাশুভ ফলোৎপত্তি হইতে পারে, তদালোচনায় আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত হইতেছি না, শুদ্ধ এইমাত্র বলিতে পারি যে যথায় লোকে অদ্যাপি বাল্যবিবাহ জাতিভেদ প্রভৃতি সমর্থনে যত্নবান্, যথায় বিধবা বিবাহ ঘোরতর কুকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়, তথায় এ অনুষ্ঠান বিড়ম্বনা মাত্র। যে দেশে পাত্রীর বয়স ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১১।১২ বৎসর তথায় মনোনীত করিয়া বিবাহ করিতে হইলে আকৃতি ভিন্ন আর বিশেষ কিছুই দেখিবার নাই। দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা কন্যার চরিত্র সংশোধন বা সংগঠন করা স্বামীর পক্ষে বিষম ব্যাপার নহে, দীর্ঘ সহবাসে সহজেই ইহা সম্পাদিত হয়। গ্রন্থকার বলেন "মনোনীত করিয়া বিবাহ না করায় বঙ্গসমাজকে কলহ মেঘে আবৃত করে রেখেছে। কলহ শূন্য বঙ্গপরিবার প্রায় লক্ষিত হয় না।" আমরা এটী স্বীকার করিতে পারি না। হিন্দুপরিবার মধ্যে কলহ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বিস্তর কম, স্ত্রীপুরুষে বিবাদ ইংরাজ বা অন্যান্য জাতিতে যে অধিক ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য বঙ্গাঙ্গনাগণের স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি ও প্রেমই বঙ্গদেশের ও বঙ্গপরিবারের সুখ ও গৌরব নিদান। তবে বাল্য বিবাহ উঠিয়া গিয়া অধিক বয়সে স্ত্রীপুরুষের বিবাহ যদি প্রচলিত হয়, তাহাতে পাত্র পাত্রীর স্বাধীন সম্মতি আমাদিগের অভীষ্ট বটে এবং তাহা যত শীঘ্র হয়, কল্যাণের বিষয়।

কৌলীন্য দলাদলি প্রভৃতি বঙ্গ পল্লিগ্রাম সুলভ দোষ গুলি কত অনর্থের মূল তাহা স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে। ৩য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক পাঠ করিলে পল্লিগ্রামস্থ হরিসভা গাঁজার আড্ডা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কোন হরিসভার এরূপ সভা কার্য্য অদ্যাপি আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয় নাই।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ মধ্যে জ্ঞানেন্দ্র চারুচন্দ্র ও বিপিন সভ্যতার ও উন্নতির আদর্শ স্বরূপ, সহৃদয়তা দয়া স্নেহাদি কার্য্যে পরিণত হইয়া তাহাদিগের জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। কিন্তু ইংরাজী মিশ্রিত ভাষায় পরস্পরের কথাবার্ত্তা অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক ও ৫ম অঙ্ক এই দোষে দূষিত হইয়াছে। শুদ্ধচরিত্র স্বদেশানুরাগী সভ্যদিগের এ রূপ ভাষার অপভ্রংশ ঘৃণার্হ সন্দেহ নাই। মাধবীলতার চরিত্র উৎকৃষ্ট রূপে প্রকটিত হইয়াছে। চারুচন্দ্র বা মাধবীলতার সহিত স্বর্ণলতার কথোপকথনে দীর্ঘ দীর্ঘ পদ্য ব্যবহার করা অসঙ্গত বোধ হইল। যাহা হউক গ্রন্থকার প্রথম লেখক, এবং তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল, সুতরাং তাঁহার চেষ্টায় আমরা উৎসাহ দান করিতেছি।

সংবাদাবলী।

কলিকাতা ও বঙ্গদেশ।

সার রিচার্ড টেম্পল মুঙ্গেরে আছেন এবং কিছু কাল সেইখানে মূল অড্ডা করিবেন শুনা যাইতেছে। তিনি তথায় সস্ত্রীক বিজয়নগর মহারাজের বাটীতে বাস করিতেছেন।

বিগত শনিবার বৌবাজার হিদারাম বাঁড়ুর্য্যের গলিস্থ কোন ভদ্র পরিবারের একটী স্ত্রীলোক উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। পুলিস কারণ অনুসন্ধান করিতেছেন।

মুন্সী প্যারিলাল কায়স্থদিগের বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। তাঁহারই উৎসাহে ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন সভার এক বিশেষ অধিবেশনে এ বিষয়ের আলোচনা হয়। বাঙ্গালার কায়স্থেরা ক্রমেই বরের দর যেরূপ বাড়াইতেছেন, তন্নিবারণার্থ উপায় অবলম্বন করা আশু আবশ্যক হইয়াছে।

গত মঙ্গলবার একটী চন্দ্র গ্রহণ হইয়া গিয়াছে। রাত্রি ৮ টার সময় ইহার আরম্ভ দৃষ্ট হয়, ১২ টার পরও ছিল। গতবারে যেমন পূর্ণ গ্রাস হইয়াছিল, এবারে তাহা না হইয়া চন্দ্র মণ্ডল কেবল ছায়াবৃত লক্ষিত হইয়াছিল।

বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অল্পদিনের জন্য বারাসত উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে, বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার ও তাঁহার সহচর নির্বিঘ্নে ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন।

চন্দ্রিকা বলেন, গত ২১ শে তারিখে একজন উড়িষ্যা দেশীয় লোক এখান হইতে বাটী যাইতেছিল, তাহার নিকট ৫০ টাকা ছিল, যখন আটপুরের তাড়ির দোকানের নিকট গমন করিল, সেই সময় সাত আট জন ডাকাইত তাহাকে আক্রমণ করে, এবং তাহার সমস্ত টাকা অপহরণ করে। ঐ সকল ডাকাইত ধৃত হইয়াছে!

ডিরেক্টর আটকিনসন সাহেব কাম্বেল সাহেব কর্তৃক যে সকল ক্ষমতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, টেম্পল সাহেবের প্রসাদে সে সকল পুনঃ প্রাপ্ত হইতেছেন। ক্যাম্বেলী অনেক বন্দ বস্ত উলটাইতে হইবে।

বিজয়নগরের মহারাজ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়াতে তিনি সভ্য পদে পুনর্মনোনীত হইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম।

নিমচ রেলওয়ে লাইন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। জুনমাসের শেষে ইহাদ্বারা উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত যাওয়া যাইবে।

সার জঙ্গ বাহাদুরের কনিষ্ঠ নেপালের প্রধান সেনাপতি বাজ্রি সিং অযোধ্যা নগরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিছু পূর্ব্বে তাহার সহিত রাজস্ব পরিদর্শক লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল আণ্ডার্সনের রাজ্যের সীমাঘটিত একটী ঘোর বিবাদ হয়।

ভাউনগরের ঠাকুরের ৪টী নবোঢ়ার বয়ঃক্রম যথাক্রমে ২৩, ১৭, ১৪ এবং ১২ বৎসর।

বারাণসীর এক ব্যক্তি দিল্লী গেজেটে লিখিয়াছেন যে সম্প্রতি বারাণসীতে আগা মহম্মদ টকি সিরাজি নামক কোন পারস্য দেশীয় ভদ্র লোকের বাটীতে বিখ্যাত প্রেতসিদ্ধ হোসেন খাঁ কতকগুলি অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লোকদিগকে চমকিত করিয়াছেন। আগা হস্ত মুষ্টি মধ্যে একটী অঙ্গুরীয় রাখিয়াছিলেন, খুলিয়া দেখিলেন তন্মধ্যে একটী সুপারি রহিয়াছে। একজন একটী কমলালেবু চাহিলেন হোসেন খাঁ আকাশের দিক চাহিয়া 'দেও দেও' বলিয়া সেই লোককে হস্ত পাতিতে বলিলেন তৎক্ষণাৎ শূন্য হইতে কমলালেবু তাঁহার হস্তে নিপতিত হইল। হোসেন খাঁ আগাকে কমলা লেবু দ্বিখণ্ডিত করিতে বলিলেন, আগা দ্বিখণ্ডিত করিয়া তন্মধ্যস্থলে তাঁহার পূর্ব্বহৃত অঙ্গুরীয়টী প্রাপ্ত হইলেন। আর এক ব্যক্তি একটী ফুটী চাহিলেন দুই মিনিট যাইতে না যাইতে ছাদের নিম্নদেশ হইতে একটী বড় ফুটী পতিত হইল। হোসেন খাঁ একজন ইউরোপীয়ের প্রার্থনানুসারে এক মুঠা ফুল এই রূপে আনাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া একটী বৃদ্ধ একটী কাঁটাল চাহিলেন। খাঁ সাহেবের বেতালজী প্রথমতঃ অসময়ের ফল আনিতে স্বীকৃত হইলেন না, পরে তাঁহার একান্ত অনুরোধে কাঁটালটী প্রার্থীর পিঠে সজোরে ফেলিয়া দিলেন। হোসেন খাঁ কলিকাতা হইতে লীলা শেষ করিয়া কাশীতে আসীন হইয়াছেন।

মুসলমানগণের এংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজে এপর্য্যন্ত ১,৬১,৬২২ টাকা দাতব্য সংগ্রহ হইয়াছে। লর্ড নর্থব্রুক ১০০০০, সার উইলিয়ম মুইর ১০০০, লর্ড ক্টানলী ১০০, টাকা দান করিয়াছেন।

সিবিলিয়ানেরা কি সর্ব্বশক্তিমান্? ইহাঁরা অগ্রে জজ ম্যাজিষ্ট্রেটি কার্য্যই করিতেন, ক্রমে শিক্ষা বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী হইলেন, আবার সম্প্রতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সানিটারী কমিসনর ডাক্তার প্লাঙ্কের পরিবর্ত্তে বেরিলীর সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট লো সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। সার জন ষ্ট্রাচির মতে স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে অনেক ডাক্তর অপেক্ষা সিবিলিয়ানদিগের যোগ্যতা অধিক!!

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজের উইনা নদীর তীরে স্বর্ণ আবিষ্কারার্থ একটী কোম্পানি দলবদ্ধ হইয়াছেন।

মহীসুরে দেশীয় লোকদিগের একটী সভার প্রস্তাব হইতেছে, তাহাতে সকল শ্রেণীর লোক একত্র হইবেন এবং সামাজিক প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবেন।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, মহিসুরে এরূপ জলকষ্ট হইয়াছে, যে লোকে যেখানে জল আছে এমন সকল স্থানে উঠিয়া যাইতেছে।

অমৃতবাজার বলেন, কুর্গে স্বর্ণের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। একজন অষ্ট্রেলীয় খননকারী বলিয়াছেন কুর্গে বিস্তর স্বর্ণ পাওয়া যাইবে। যেখানে স্বর্ণের খনি সেখানে ইউরোপ ও আমেরিকার বদমায়েশদিগের আখড়া হয়। কুর্গে যদি যথেষ্ট স্বর্ণ বহির্গত হয় তাহা হইলে ঐ সকল মহাপুরুষের বহুল পরিমাণে আমদানী হইবে।

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল যে গবর্ণর জেনরল এবৎসর মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তাকে নীলগিরিতে গমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। লর্ড হোবার্ট ইহাতে সম্মত হন নাই। লর্ড নর্থব্রুক তন্নিমিত্ত তাঁহাকে বলিয়াছেন তিনি তিন মাসের ঊর্দ্ধকাল পর্ব্বত বাস করিতে পারিবেন না।

বোম্বাই।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, একজন পারসী যুবক সূত্র তৈয়ার ও বস্ত্র বয়ন কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য মাঞ্চেষ্টারে যাত্রা করিয়াছেন। বঙ্গীয় যুবকগণ দাসত্বের (সার্ব্বিস্) জন্যই ব্যতিব্যস্ত, ইংরেজদিগের স্বাধীন ব্যবসায়ের অধিকার লাভের জন্য যত দিন চেষ্টা না হইবে, তত দিন এদেশীয় দিগের মঙ্গল নাই।

বোম্বাইয়ের মৃত সমাজ সংস্কারক কর্সনজী মূলজী ইংলণ্ডে গমন করাতে সপরিবারে জাতিচ্যুত হন। তাঁহার বিধবা পত্নী এবং সন্তানগণ একবার কাশীদর্শন করিয়া আসিলে পুনরায় জাতিভুক্ত হইবেন এই আশ্বাস পাইয়া তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইয়াছেন। পতিতোদ্ধারের এরূপ নিয়ম নূতন বটে।

বাবু সোরাবজি ইদলজি এসচিয়াশ নামক একজন যুবক পারসী বস্ত্রের কল পরীক্ষার্থ ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। এটী শুভ লক্ষণ। মাঞ্চেষ্টরকে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিবার নিমিত্ত এই সকল কার্য্যের প্রয়োজন।

আমেদাবাদ নগরে একজন মুসলমান পুরোহিত ১৪১ বৎসরে মানব লীলা সংবরণ করিয়াছেন।

টকর সাহেব ইংলণ্ড যাত্রাকালে মিনিট লিখিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন যে বরদার বর্ত্তমান মহারাজাকে অচিরাৎ সিংহাসন চ্যুত করিয়া তৎপদে রাজপরিবারের অপর কোন ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করেন। মহ্লার রাও গুইকুমারের তারকেশ্বরের মোহন্তের অবস্থা ঘটিতেছে।

গোয়ালিয়রের গত বার্ষিক বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক। রাজা মহারাণীর প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনার্থ একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছেন, ইহা ভারতবর্ষের মধ্যে একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজবাটী হইবে।

বোম্বাইয়ের সেণ্ট জেবিয়র কলেজে রোমান কাথলিকদিগের একটী মহাসভা হয়, তাহাতে ২০০০ কাথলিক উপস্থিত ছিলেন। পোপের ত্রাশীতি জন্মোৎসবে আনন্দ এবং জর্ম্মণি, সুইটজার্লণ্ড ও ব্রেজিলের উৎপীড়িত ধর্ম্মযাজকদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশার্থ এই সভা আহূত হয়।

ইউরোপ।

আসাণ্টিজিৎ সার গার্ণেট উল্‌সলী ইংলণ্ডের রিসর্ব সৈন্যের ইনস্পেক্টর জেনরাল পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে বারোনেট পদ দিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু তদনুরূপ চালে চলিবার সঙ্গতি নাই বলিয়া তিনি তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। ইনি একজন সুবিচক্ষণ ব্যক্তি বটেন।

একখানি জারম্যান পত্রিকা আসাণ্টি যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। "ইংরেজেরা আসাণ্টিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া আপনাদিগকে মহৎ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, কিন্তু আমরা ইংরাজদিগকে ইতর দোকানী বলিয়া জানি এবং ইহারা লাভের জন্য উপায়হীন অসভ্য জাতিদিগকে পোকার ন্যায় নষ্ট করিয়া থাকে। ইহারা আবার আপনাদিগকে খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দেন।" ইংরাজেরা কিন্তু জারম্যান জাতিকে খুব সুখ্যাতি করেন।

আমাদিগের জ্যেষ্ঠ রাজকুমার একজন বদ্ধ ফ্রিমেসন। তাঁহার প্রবর্ত্তনায় রাজকুমার আর্থর ঐ দলাক্রান্ত হইয়াছেন। তিনি এখন ডিউক অব ইয়র্ককে হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছেন।

বিবিধ।

গত মঙ্গলবার গবর্ণমেণ্ট হাউসে গবর্ণর জেনেরলের কৌন্সিলের যে সভা হয়। তাহাতে বিজয় নগরের মহারাজ এদেশীয়দিগের বয়ঃ নির্দ্ধারিত করণের জন্য প্রস্তাব করেন, তাহাতে রাজা রমানাথ ঠাকুর পোষকতা করিয়া বলেন যে ১৮ বৎসরের পরিবর্ত্তে ২১ বৎসর বয়প্রাপ্তের সময় হইলে ভাল হয়। তাহা গ্রাহ্য হইয়াছে, এবং সাধারণের জ্ঞাপনার্থ আগামী গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

মিসর গবর্ণমেণ্ট অনেক নূতন বিধ কর স্থাপন করিতেছেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদিগের উপর একটী কর হইয়াছে!

ঝাঞ্জিবারের সুলতানকে দাস ব্যবসায়ে বিরত রাখিবার জন্য বর্ষে বর্ষে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

ব্রহ্মদেশের রাজার এরূপ দুরবস্থা শুনা যায়, যে তিনি তাঁহার রাজবাটীর প্রহরীদিগেরও বেতন দানে অক্ষম। অপব্যয়ী রাজা না হইলে এরূপ ঘটনা হয় না।

প্রসিদ্ধ শ্যাম দেশীয় যুক্তদেহ যমজ ভ্রাতা চ্যাঙ্গ ও এঙ্গের মৃত্যু হইয়াছে, তদ্বিবরণ আমরা লিখিয়াছি, কিন্তু কি কারণে হইয়াছে জানা আবশ্যক। চ্যাঙ্গের সুরার প্রতি অত্যন্ত আসক্তি ছিল এবং মদ খাইয়া মাতাল হইয়া সে এঙ্গের সহিত বিবাদ করিত। এঙ্গের শান্ত স্বভাব সত্ত্বেও তিনি চ্যাঙ্গের প্রতি এত বিরক্ত হন, যে অবশেষে তাহার সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে দৃঢ় সংকল্প হন। এ দিকে অতিরিক্ত সুরাপান করিয়া চ্যাঙ্গ পীড়িত হইয়া পড়েন এবং ঐ পীড়াতেই উভয়ের মৃত্যু হয়। সুরার জয় সকলেরই উপরে।

সাধারণী বলেন ইংরাজ রাজ উৎকোচ গ্রাহী। ঔষধার্থ ব্যতীত মাদক দ্রব্য সেবন করা সমাজের পক্ষে, এবং যে সেবা করে তাহার পক্ষে অমঙ্গল জনক ইহা রাজা স্বীকার করিয়াও, সেই মাদক দ্রব্য সেবন করিতে প্রজাকে অনুমতি প্রদানার্থ কিঞ্চিৎ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তবে সামান্য লোকে গ্রহণ করিলে তাহাকে উৎকোচ বলিতে হয়, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে তাহার নাম, একসাইস ডিউটি বা আবকারি কর।

গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক আয় ব্যয়।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয়।

আয়	সন ১৮৭৩।৭৪	সন ১৮৭৪।৭৫
	আনুমানিক আয়	আনুমানিক আয়
ভূমির রাজস্ব সিবিল	২১০৩৯৫০০০	২১৪০৪০০০০
করদ রাজাদিগের কর	৭৬৮৩০০০	৭২৬০০০০
বনকর জমা	৬১৯৫০০০	৬০৬০০০০
আবগারী	২২৮৫১০০০	২২৮৬০০০০
টেক্স	১৯৬০০০	কিছুই নহে
পর্মিট	২৬২৪৬০০০	২৭৩৮০০০০
লবণ	৬১৫১০০০০	৬০৭৯০০০০
অহিফেন	৮৩২২০০০০	৭৬১৫০০০০
ইষ্টাম্প	২৬৯৭৮০০০	২৭০৮০০০০
টাঁকশাল	৬৬৫০০০	১২৪০০০০
পোষ্ট আপিশ	৭২০০০০০	৬৯৫০০০০
টেলিগ্রাফ	২৪৪০০০০	২৫২০০০০
আইন সংক্রান্ত	৩৫৭৫০০০	৩৩৩০০০০
সামুদ্রিক	২২০৭০০০	২০১০০০০
সুদ	৪৬০০০০০	৪৬২০০০০
পেনসন প্রভৃতিতে প্রদত্ত সাহায্য	৬৮৫৪০০০	৬৭৯০০০০
বাট্টা প্রাপ্ত	৩৭৬৮০০০	৩২২০০০০
বিবিধ	২৬৫২০০০	১৯৫০৬০০
মোট	৪৭৯২৪০০০০	৪৭৪২৫০০০০
সৈনিক বিভাগ	৯৬০০০০০	৮৯০০০০০
পূর্ত্তবিভাগ	৮৭০০০০	৮৩০০০০
খাল	৪৬৫০০০০	৫১১০০০০
সরকারি রেলওয়ে	৪০০০০০	৯৫০০০০
সর্ব্বশুদ্ধ	৪৯৪৪৭৬০০০০	৪৮৯৮৪০০০০

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়।

সিবিল	১৮৭৩।৭৪	সন ১৮৭৪।৭৫
	আনুমানিক ব্যয়	আনুমানিক ব্যয়
কোম্পানির কাগজ প্রভৃতির সুদ	৫২৫০৯০০	৪১২৭০০০০
সবিংশ ফণ্ড ও অন্যান্য হিসাবের সুদ	৫৩৭১০০০	৩৫৯০০০০
ফেরত জমা দিতে হয় বা ভুল	২৭৬৪০০০	২৬২০০০
রাজস্বসংক্রান্ত	২৫০১২০০০	২৫১৩০০০০
বনকর	৪১০১০০০	৪৪৩০০০০
আবগারী	৯৩১০০০	৮৭০০০০
টেক্স	২১০০০	কিছুই নহে
পর্মিট	১৮৪৩০০০	১৮১৬০০০০
লবণ	৪৭৩৭০০০	৪৯০০০০০
অহিফেণ	১৯৯৬০০০০	২১১৫০০০০
ইষ্টাম্প	৮৭২০০০	১১৭০০০০
টাকশাল	৭৪৫০০০	১৬৮০০০০
পোষ্ট আফিস	৮০৮০০০০	৮১৩০০০০
টেলিগ্রাফ	৪১৯২০০০	৪৫০০০০০
শাসন কার্য্য	১৫৬০১০০০	১৫৫৯০০০০
ক্ষুদ্র বিভাগ সকলের	৩২১২০০০	৩২৩০০০০
আইন সংক্রান্ত	২২৬২৬০০০	২২৭৯০০০০
সামুদ্রিক	৪৮২৯০০০	৫২৮০০০০
ধর্ম্মসম্বন্ধে	১৪৫৬০০০	১৫৯০০০
ঔষধ সম্বন্ধে	১৮৬৯০০০	১৮৭০০০০
পোলিটিকেল এজেণ্টেতে	৩৫৭৫০০০	৪৪৫০০০০
সন্ধিপত্রানুসারে দেয়	১৭৮৫১০০০	১৭২২০০০০
সিবিলিয়ানেরা ছুটিতে বা কর্ম্মেতে যাহ্যপান	২৭৭০০০০	২৭৭০০০০
পেনসন প্রভৃতি	১৫৬৩৭৬০০	১৮১৮০০০০
লণ্ডনে মুদ্রা বিনিময়ে বাট্টা দেয়	৯৮৫৭০০০	৭৪৬০০০০
বিবিধ	৮৪৭০০০	৭০০০০
প্রদেশীয় কর্ম্মচারিগণের প্রাপ্তি	৫০৭১৫০০০	৫০৩০০০০০
দুর্ভিক্ষে	৩৯২০০০০০	২৫৮০০০০০
মোট	৩২১৩৩৩০০০	৩০৮৫৩০০০০
সৈনিক বিভাগ	১৫২৬৬০০০০	১৫৩৮৭০০০০
পূর্ত্তবিভাগ	২৩৮২০০০০	২৫০৫০০০০
সরকারি রেলওয়ে	৫৫০০০	১০৪০০০০
অন্য রেলওয়ের ভূমির মূল্য ও তত্ত্বাবধান জন্য	১৭৫০০০০	১২৯০০০০

রেলওয়ের লাভের উপরি যে ওদ দিতে হয়	১৫৬৬০০০০	১৬৯১০০০০
মোট	৫১৫৭৭৩০০০	৫০৩৭২৫০০০

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

মৌলবী সৈদ আবদুল্লা ঢাকা ও ময়মনসিংহের ছোট আদালতের জজ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

জে, এফ বেল সাহেব ভাগলপুরের দ্বিতীয় সোবর্ডিনেট জজ এবং ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের ছোট আদালতের জজ হইবেন।

নদীয়ার সোবর্ডিনেট জজ বাবু কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর রাণাঘাট ও মোহরপুরের ছোট আদালতের জজ হইবেন। যশোহরের ছোট আদালতের জজ বাবু ব্রজমোহন দত্ত দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

মৌলবী মহম্মদ নূরুল হোসেন সাহাবাদে চতুর্থ শ্রেণীর সোবডিনেট জজ হইবেন।

বাখর গঞ্জের দ্বিতীয় মুন্সেক বাবু প্রিয়নাথ শর্ম্মা প্রথম শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

ময়মনসিংহ সের পুরের মুন্সেফ মৌলবী সফাউদ্দীন আহম্মদ প্রথম শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

বাবু রামমণি সেন এবং আসিমুদ্দীন আহম্মদ দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইবেন।

বাবু যাদব চন্দ্র দে বাঁকুড়ার সোবডিনেট জজ হইবেন এবং ত্রিপুরার তৃতীয় সোবডিনেট জজের স্থানে থাকিবেন।

বাবু কেদারেশ্বর রায় হুগলির সোবডিনেট জজ হইবেন।

প্রেরিত।

মজিলপুরের একটী দুরবস্থা।

একণে ভারত সংস্কারক পত্রিকার প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় জয়নগর মজীলপুরের কোন না কোন বিষয় লইয়া আন্দোলিত হইতেছে। রাস্তা পাকা হউক আর নূতন রাস্তা নির্ম্মিত হউক, যাহা কিছু হউক না কেন যে পর্য্যন্ত গ্রামদ্বয়ের বিশেষ অন্তরায় স্বরূপ কতক গুলি দোষ নিরাকৃত না হইতেছে, ততদিন ইহাদের মঙ্গলের আর অনুমাত্রও আশা নাই। গ্রামদ্বয়ের ভিতর ভিতর যে সকল রাস্তা আছে বৃষ্টি, হইলে তাহাতে এমন জল দাঁড়ায় যে কাপড় গুটাইয়া যাইতে হয়। আর এমন এমন বাড়ী অনেক আছে, যাহাতে বৃষ্টি হইলেই জল আর কোন দিক দিয়া বাহির হইতে না পারিয়া বাড়ীর উঠানের মধ্যে বসিয়া যায়। গ্রামের ভিতর ভিতর যখন এরূপ হইতে চলিল, তখন আর কলেরা বা জ্বরের অপরাধ কি? তাহারা একেত মনুষ্যের শত্রু তাহাতে এরূপ প্রশ্রয় পাইলেই কেন না অধিবসী দিগকে অধিকতর প্রবল ভাবে আক্রমণ করিবে? যাহা হউক মউনিসিপালিটীর এ বিষয়ে ঔদাস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশেষ মনোযোগী থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ এখানকার পাইখানা গুলি সচরাচর প্রচুর বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ। কাহার বা পাইখানা নির্ম্মাণের পর হইতে আর একবারও পরিষ্কারের মুখ দেখে নাই। আর যাঁহাদের মধ্যে মধ্যে এক এক বার পরিষ্কার হয়, স্থানাভাবে তাঁহারা অন্যত্র ফেলিতে পারেন না। সুতরাং বিষ্ঠা উপর্য্যুপরি জমিতে লাগিল। এদিকে অধিকাংশ পুষ্করিণী ঐ রূপ পাইখানায় পরিবেষ্টিত এবং ঐ সকল বিষ্ঠা পতনের আধার স্বরূপ। পুষ্করিণীর পানা তুলিবার জন্য মধ্যে মধ্যে যখন নোটীশ বাহির হয়, তখন নোটীশানুযায়ী পানা তোলা হইলে পর পুষ্করিণীর কৃষ্ণবর্ণ জলের উপর উহা ধপ ধপ করিয়া ভাসিতে থাকে। এরূপ অবস্থায় পুষ্করিণীর পানাতোলায় কোন ফল দর্শে না। বর্দ্ধমান অঞ্চলে মিউনিসিপালিটী প্রত্যেকের নিকট ত্রৈমাসিক কিছু কিছু করিয়া লইয়া প্রত্যহ পাইখানাদি পরিষ্কার করাইয়া দেন, আমাদের গ্রামে ও মিউনিসিপালিটীর সেই রূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, নচেৎ আর মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীমথুরানাথ দত্ত
মজীলপুর।

বারাণসীর বিশেষ সংবাদ।

বিগত ১৯শে বৈশাখ রাত্রি ৮টার পরে চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইয়া ৯। টার পর চতুর্দ্দশ কলাগ্রাস হয় এবং ১১। টার সময় চন্দ্র মুক্ত লাভ করিয়া স্বাভাবিক জ্যোৎস্না প্রদান করেন। আমাদের কাশীস্থ জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ "কাশীপঞ্জিকাতে" প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রাত্রি ১ দণ্ড ২০ পল গতে গ্রহণারম্ভ হইয়া ৭ দণ্ড ১৯ পল স্থিতি থাকিবে। ইঁহাদের গণনা মতে স্থিতির নির্ণয়ই সপ্রমাণ হইল। কিন্তু আরম্ভের গণনা নিতান্তই অযথার্থ হইয়া উঠিল। এবং স্নানোপলক্ষে গঙ্গাতীরে গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকাতে গবর্ণমেণ্ট তন্নিবারণার্থ পুলিস প্রহরী ঘাটে ঘাটে নিযুক্ত রাখেন। গ্রহণান্তে, প্রহরিগণ, ঘাটের পাণ্ডাদের নিকট হইতে দক্ষিণা বিলক্ষণ রূপে আদায় করিয়াছে। কিন্তু আমরা যে যে ঘাটে উপস্থিত ছিলাম, তথায় পুলিস লোকদিগকে নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করাতে হতভাগোরা, বিনা দক্ষিণাতেই তৃপ্তিলাভ করে। গবর্ণমেণ্ট কি ভয়ানক যমের হস্তে আমাদিগের শান্তির ভার অর্পণ করেন!

২। ঐ দিবস অপরাহ্ণ চতুর্থ ঘটিকার সময়াবধি বানারস কলেজে, প্রফেসর লছমী শঙ্কর, এবং সদর আলা সৈয়দ আহম্মদ খাঁ, বায়ুর গতি বিষয়ক বক্তৃতা দেন এবং বায়ুমান যন্ত্রাদিদ্বারা. সভামণ্ডলীকে, বায়ুর গতি সকল দৃষ্টি গোচর করান। ঐ সভাতে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। এখানকার কলেজ সমূহের ছাত্রগণ ব্যতীত অন্য লোকের প্রবেশার্থ ॥০ আনা মূল্যের টীকেট দেওয়া হইয়াছিল, ইহাতেও প্রফেসরজী আন্দাজ ৫০ টাকা হস্তগত করিয়াছেন।

৩। আজকাল সত্যপ্রিয় এবং যথার্থবাদীর পদে পদে বিপদ। দেশহিতৈষী "কবি বচন সুধা"র প্রতি নাকি গবর্ণমেণ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ১০০ খণ্ড পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন,এখন তাঁহারা গ্রাহক শ্রেণী হইতে অপসৃত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে আর কিছুই আনুকূল্য করিবেন না। শুনিতে পাই, সময় সময় "কঃ বঃ সুধা" গবর্ণমেণ্টের কোন কোন অবিচার স্থলের প্রতিবাদ করিয়া লেখাতে এই প্রকোপের ভাজন করিয়াছেন। বাস্তবিক এই প্রথম শ্রেণীর হিন্দি পত্রিকার প্রতি এবম্বিধ বৈরিতাচরণ নিতান্ত শোচনীয়!!!

৪। বিগত ১লা মে, অবধি রোহিলখণ্ড কোম্পানীর রেলওয়ে, বারাণসী হইতে সোজা লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন আরোহীর সংখ্যা অনেক দেখিতে পাইতেছি। উক্ত লাইন মিরট পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া দ্রব্যাদির চালনা হইতেছে—কিন্তু আরোহীর ট্রেণ এখনও প্রস্তুত হয় নাই।

৫। গ্রীষ্মের প্রকোপ বৃদ্ধি হইয়া উঠাতে বারাণসীস্থ ফৌজদারি এবং কালেক্টরী সম্বন্ধীয় আফিসাদি সমুদায় প্রাতে ৬টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ১২ টার সময় কাছারী বন্দ হইলে পর, গৃহে প্রত্যাগমন কালে আমলা ও কেরাণী বাবুদের যে পরিমাণে ক্লেশ হয় বলিয়া শেষ

করা যায় না। যখন 'লু' চলে, তখন তাঁহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায় হইয়া উঠে।

৬। গত সপ্তাহের "ভারত সংস্কারকে" জুয়ার বিষয় যে লেখা হইয়াছিল, তাহাতে, শ্বেতাঙ্গ মহাত্মা-চতুষ্টয় ক্রীড়ার দর্শক রূপে ক্রীড়াস্থলে অবস্থিতি করিতেন, ইহা বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দোষী হন এবং নেটীব, মতিলাল মিশ্র তিন মাসের জন্য কারাবাসের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বিচারাগারে মিশ্রজী, শ্বেতাঙ্গ-বন্ধু-চতুষ্টয়েরও সমুচিত বিচারাকাঙ্ক্ষী হইয়া, বিচারকের সদনে মুহুর্মুহু চীৎকার করে, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। তাহা করিলে, স্বজাতির অবমাননা বিলক্ষণ লক্ষিত হয়।

(আশা।)

মৃত-সঞ্জিবনি, তুমি তরণী স্বরূপা;
মনুষ্য-আদৃতে, অয়ি আশা বিনোদিনী!
সংসার-সাগরে;—আমূয়া-জীমূতোত্থিত
সন্তাপ-সলিল সহ শোক- স্বকম্পন
বহিছে সতত যথা; জানিয়া বিপদ,
নিয়ত লোলুপ হায়! সুখ-রত্নাশয়ে,
চিন্তা-বীচি সমাচ্ছন্ন, ভাবী-ভয়াবহ,
ডুবিতে সে রত্নাকরে, বিভ্রান্ত জনতা;
কল্পিত সুখেতে পুনঃ হইলে বঞ্চিত,
না হয় বিরত তাহে, তাহা তবাধীন,
পৃথ্বী-নিসূদন, মুক্তি-প্রদান-নিদান,
যত দিন নাহি হয় কাল-কবলিত।
হৃদয়-বল্লভ-প্রেম-বিয়োগ-বিধুরা,
সুশোভিয়া দয়িতের হৃদয়-সরস,
কামিনী-কমলাবলী, সব বিকশিত,
ছিল সদা মন সুখে; কৃতান্ত-তপন
মনুজ-সন্তোষ দ্বেষী, নির্ম্মম হৃদয়,
বিশীর্ণা করিল সেই কমল নিকরে,
পুষিয়ারে বল্লভের হৃদি-সরোবর!
কাঁদিছে অবলাকুল, নব পতিহীনা,
ছিন্ন ভিন্ন কেশ-ঘনে বদন-চন্দ্রিমা
রয়েছে আবৃত সদা:—বচন-পীযুষ
নিয়ত্যরে যথা হ'তে হইয়া নির্গত,
তুষিত আশ্রয়-সার-স্বনাথ-অন্তর!
অসিত কুন্তলাবৃতা, সন্তাপ-অধীনা,
নয়নাম্বু-পরিপ্লুতা সেই বামা কুল,
ধন্য ইন্দ্র জাল তব! তব প্রলোভনে,
বিস্মরিছে, আশা! হেন শোক সুমহান্।

ক্রমশ প্রকাশ্য।

শ্রীহরিবংশ বসু।
সাং বালিয়ানি।

বিজ্ঞাপন।

আসাম দর্পণ।

আসামী ভাষা শিক্ষার সুযোগ। বৈশাখ মাস অবধি "আসাম দর্পণ" নামে আসামী ভাষায় একখানি মাসিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা আসামের অবস্থা জানিতে, এদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে, অথবা অন্য কোন কারণে আসামী ভাষা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই পত্র খানি বড় উপযোগী হইবে। বাঙ্গালি মহাশয়গণ এই পত্র পাঠে অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে আসামী ভাষা শিখিতে পারিবেন। আসামী বর্ণমালা বাঙ্গালা বর্ণমালার প্রায় সদৃশ। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৵০ অগ্রিম মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্র প্রেরিত হইবে না। গ্রহণাভিলাষিগণ আমার নিকটে মূল্য পাঠাইবেন।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস
আসাম দর্পণের কার্য্যাধ্যক্ষ।
বিশ্বনাথ আসাম।

মফঃসল এজেন্সি।

জ্ঞাত করিতেছি যে আমরা বিদেশীয় ভদ্র লোক গণের সুবিধার জন্য উপরোক্ত নামে একটি কার্য্যালয় স্থাপন করিলাম, নিম্ন লিখিত নিয়মানুযায়িক কার্য্য করিব।

১। পুস্তক ষ্টেসনারি ইত্যাদি বাজার দরে সরবরাহ করিব, ইহার কমিসন শতকরা পাঁচটাকা আমাদের এজেন্সির হিসাবে লইব। কেবল আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের কমিসন লইব না।

২। কাপড়ের থান, এবং অন্যান্য বিলাতি কাপড় হাউসের দরে পাইবেন কমিসন ৪ টাকা কি অল্পপরিমাণে হইলে এখানকার বাজার দরে পাইবেন।

৩। মুদ্রাঙ্কণের অক্ষর সকল যথা—বাঙ্গালা, উড়িয়া, আরবি, পারসি, দেবনাগর, এবং লেড, কদরেট, ইত্যাদি এখানকার দরে পাইবেন, কমিসন লাগিবে না, বিলাতি আমদানি ইংরাজি অক্ষর দিতে পারিব। কিন্তু তাহার কমিসন পাঁচ টাকার হারে লাগিবে।

৪। যদি কেহ যে কোন দ্রব্যই হউক আমাদিগকে বিক্রয়ার্থে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে বাজার দরে তাঁহার আদেশানুযায়িক বিক্রয় করিয়া দিব, উহারও কমিসন পাঁচ টাকা। আরও যদ্যপি কেহ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়া কিছু অগ্রিম টাকা লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে উক্ত দ্রব্যের মূল্যের অর্দ্ধেক মার্জিন রাখিয়া শতকরা একটাকা হারে ব্যাজ লইয়া নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রয় করিয়া দিব।

৫। কোন দ্রব্যাদি নগদ টাকা ভিন্ন প্রেরিত হইবে না, মোড়াই, ডাক মাসুল প্রভৃতি স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

কলিকাতা চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট নং ৮০ } শ্রীগোবিন্দচন্দ্রঘোষ এণ্ড কো বুকসেলার, পবলিসার, টাইপ ফাউণ্ডার, এবং মফঃসল এজেন্সির ম্যানেজার।

গ্রাহকগণের প্রতি।

বৎসর শেষ হইল, আমরা মফস্বলের অনেক গ্রাহক মহাশয়ের নিকট অদ্যাপি মূল্য পাইলাম না। দুঃখের বিষয় অগ্রিম মূল্য দিলে তাঁহাদিগেরও সুবিধা, আমাদিগেরও কষ্টের লাঘব হয় ইহা তাঁহারা বুঝেন না। এক্ষণে যাঁহাদিগের নিকট মূল্য প্রাপ্য আছে, পশ্চাদ্দেয় মাসিক মূল্য ৸৹ আনা ও ডাকমাসুল ৵০ আনার হিসাবে তাঁহাদিগকে দিতে হইতেছে। আশা করি ত্বরায় মূল পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যাঁহাদিগের নিকট সংবৎসরের মূল্য পাওয়া যায় নাই, আমরা আগামী বৈশাখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের পত্র বন্দ করিতে বাধিত হইব।

যাঁহাদিগের ভারত সংস্কারকের অগ্রিম মূল্য শেষ হইয়াছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১২৮১ সালের অগ্রিম মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

ভারত সংস্কারের অধ্যক্ষ।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬ টাকা	৭৷৷০
" ষাণ্মাসিক	৩৷৷০ "	৪৷০
" ত্রৈমাসিক	২ "	২৷৵০
মাসিক ...	৸০	৸৵০
প্রতি সংখ্যা	৷০	

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGTISERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

২য়, ভাগ
৫ম সংখ্যা

বঙ্গাব্দ ১২৮১—২রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। ১৮৭৪—১৫ই মে

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭৷৷০ টাকা।

সূচী

সপ্তাহ।

আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, কলিকাতা জেনারল পোষ্ট আফিস হইতে এক প্যাকেট চিটী চুরি গিয়াছে। ইহাতে অনেকের সর্ব্বনাশ, এ বিষয়ের যেন বিশেষ অনুসন্ধান হয়।

—

বেহার একে দুর্ভিক্ষে মারা যায়, তাহার উপর ইহার স্থানে স্থানে নীলকর সাহেব এবং জমীদারগণ প্রজাদিগকে শস্যের পরিবর্ত্তে নীলবপন করাইবার জন্য পীড়ন করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি দুর্ভাগ্য বিহারীদিগের মঙ্গল চান, এবিষয়ের প্রতি যেন প্রখর দৃষ্টি রাখেন।

—

অপার সার্কুলার রোডের নিকট মেচোবাজারের মোড়ে যে গোহাড় ও মরা পচা জন্তু সকল জড় করা হইত, তাহার বিষয় আমরা লিখিয়াছিলাম। আমাদিগের লেখার অল্প দিন পরে দেখিলাম, ঐ সকলের স্থান পরিবর্ত্ত হইয়াছে— উক্ত রোডের দক্ষিণ ৬৩ নং বাটীর সম্মুখে এই গুলি সঞ্চিত হইতেছে। কিন্তু ইহাতে পথিকদিগের যে কষ্ট, সেই কষ্ট রহিয়াছে। মিউনিসিপালিটী ইংরাজ কোয়াটারে একটী বাজার করিবার জন্য কত বন্দোবস্ত করিতেছেন, আর নেটিব কোয়াটারে এ প্রকার দুঃসহ পূতিগন্ধ নিবারণের কি কোন উপায় করিতে পারেন না?

—

গত ৯ই মে যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, তাহার ফসল রিপোর্টের সার মর্ম্ম এইঃ—

প্রায় সর্ব্বত্র জলাভাব। বোরো ধান্য কাটা হইতেছে, ইহা উত্তম জন্মিয়াছে। কোন২ স্থানে টাটে ইহার অনিষ্ট হইয়াছে। বীরভূমে শস্যের অবস্থা মন্দ। রঙ্গপুর, বগুড়া, কুচবেহার বাকরগঞ্জ, ময়মনসিং চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালীতে অল্প২ বৃষ্টিপাত হইয়াছে। হাজারিবাগ এবং শ্রীহট্টে ঝটিকার লক্ষণ দেখা গিয়াছে।

ভারত সংস্কারক।

বাঙ্গালী জাতির জাতীয়ত্ব।

জাতি তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, ইংরাজ জাতির ন্যায় বিমিশ্র জাতি আর পৃথিবীতে নাই এবং তাহাদিগের ন্যায় জাতীয় ভাবের অসদ্ভাবও আর কোন মনুষ্য সম্প্রদায় মধ্যে লক্ষিত হয় না। তাঁহাদিগের যদি কোন জাতীয় ভাব থাকে তাহা এই যে তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও স্বপ্রধান। আমরা বাঙ্গালী জাতির জাতীয়ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া এই ভাব বিশেষ রূপে উপলব্ধি করি। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে একটী বিশেষ জাতীয় ভাব দৃষ্ট হয় না। তবে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে প্রভেদ এই যে ইংরাজেরা পরস্পর বিভিন্ন, কেননা প্রত্যেকে স্বাধীন ভাবে আপনাপন কার্য্যপ্রণালী নিরূপণ করেন; বাঙ্গালীরা পরস্পর বিভিন্ন, কেন না প্রত্যেকে স্বতন্ত্ররূপে অন্যের অনুকরণে পটু। বাঙ্গালী বাবুদিগের একটী সভাস্থলে যদি যাওয়া যায় কে বলিবে এক জাতীয় জীবের মধ্যে আসিলাম? পরিচ্ছদ বিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যে ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মন, চিনামান ও মোগল সকল প্রকারই দৃষ্ট হয়। ভাষা বিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যে বিশুদ্ধতা দৃষ্ট হয় না, অর্দ্ধবাঙ্গালা, অর্দ্ধ পারসী, অর্দ্ধ ইংরাজী, অর্দ্ধ আরবী তাঁহাদিগের রসনাকে বিকৃত করিয়া থাকে। ভোজন প্রণালী, উপবেশন প্রণালী, অভ্যর্থনা প্রণালী ইত্যাদি বিষয় বিচার করিলেও তম্মধ্যে বিচিত্র ব্যাপার লক্ষিত হয়। সমাজের প্রধান বন্ধন এক ধর্ম্ম তাহাতেও কি বাঙ্গালীদিগের ঐক্য আছে? ঘোরতর নাস্তিকতা বা বৌদ্ধ মত হইতে নীচতম তান্ত্রিকাচার পর্য্যন্ত ইহাঁদিগের জীবনকে অধিকৃত করিয়াছে। পূর্ব্বে যাহা থাকুক, বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতি যেরূপ, তাহারই ছবি চিত্র করিলে এইরূপ একটী বহুরূপী জাতি চক্ষের সমক্ষে প্রতীয়মান হয়।

তবে কোন্‌টীকে বাঙ্গালী জাতির জাতীয়ত্ব বলা যায়? স্বদেশীয়েরা বোধ হয় এ বিচিত্রতার সমুদ্র মধ্যে সহজে কোন উত্তর দান করিতে পারিবেন না। বিদেশীয়দিগকে জিজ্ঞাসা করা যাউক। বিচক্ষণ ইংরাজ লেখক মেকলে বলিবেন 'বাঙ্গালীদিগের জাতীয় স্বভাব

আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি। মহিষের যেমন শৃঙ্গ, ব্যাঘ্রের যেমন নখর, বাঙ্গালীর তেমনি চাতুরী একমাত্র জাতীয় স্বভাবসিদ্ধ বল।' মেকলে সাহেব বাঙ্গালী জাতির চরিত্র বিষয়ে যদি অভিজ্ঞ হইতেন, সিদ্ধান্ত বিষয়ে এরূপ হঠকারিতা প্রদর্শন করিতেন না। তাঁহার জাতীয় কতকগুলি ভূগোল লেখক বাঙ্গালীদিগের চরিত্র বর্ণন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বহুদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গালীদিগের জাতীয় স্বভাব এইরূপে চিত্রিত করিয়াছেন—ইহারা বুদ্ধিমান,শান্ত অলস, দুর্ব্বল,ভীরু ও কপট। বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগের এ গুণানুবাদে কতদূর সন্তুষ্ট বলিতে পারি না, কিন্তু ইহাও যে তাঁহাদিগের চরিত্রের সম্পূর্ণ চিত্র নয়, তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে। আমাদিগের মতে বাঙ্গালীদিগের জাতীয় স্বভাব বিষয়ে যাঁহারা যাহা বলেন, তাহা বিশেষ অধ্যয়ন যোগ্য, কিন্তু তাঁহাদিগের জাতীয়ত্ব এখনো স্থিরীকৃত হয় নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অনেকে দেশের জল বায়ু দ্বারা অধিবাসীদিগের জাতীয় স্বভাব স্থির করিয়াথাকেন। ইহাঁরা বলেন ইউরোপের মধ্যে ইটালী উষ্ণ দেশে,তথাকার লোক অলস, কল্পনা পরায়ণ, ভীরু এবং বিলাসী,কিন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থান নাতিশীত, নাতি উষ্ণ এজন্য তত্রত্য লোকে বলিষ্ঠ, সাহসী, কর্ম্মঠ ও মানসিক প্রতিভাসম্পন্ন। এই সকল পণ্ডিত এই যুক্তি অনুসারে বাঙ্গালী দিগের প্রকৃতিও মীমাংসা করেন, বঙ্গ দেশ ইটালী অপেক্ষা অনেক উষ্ণতর, সুতরাং ইটালীয়দিগের যে রূপ চরিত্র তাহা কিছু বর্দ্ধিত করিয়া ধরিলেই বাঙ্গালীদিগের চরিত্র ফল ঠিক করা যায়। এই সকল সূক্ষ্মবুদ্ধি পণ্ডিতের স্মরণ নাই, যে উক্ত ইটালী দেশে এক সময়ে, রোমান, বলিয়া এক জাতি ছিল, তাহারা শৌর্য্য বীর্য্য বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে পৃথিবী মধ্যে অদ্বিতীয় ছিল, তখন নাতি শীত নাতি উষ্ণ দেশের লোকে বন্য পশু অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মনুষ্যত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই। আমাদিগের এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে যাঁহারা কেবল দেশের বাহ্য প্রকৃতি ধরিয়া তদ্দেশীয়দিগের জাতীয়ত্ব অবধারণ করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। আমরা বঙ্গবাসীদিগকে অলস,দুর্ব্বল,ভীরু সকলি বলিতে পারি, কিন্তু কেবল জলবায়ুকে তাহার কারণ বলিব না, তাহারা যেরূপ সামাজিক, নৈতিক ও রাজ্য সংক্রান্ত শাসনের অধীন হইয়া আসিয়াছে, তদ্দ্বারাই তাহাদিগের বর্ত্তমান স্বভাব অনেক পরিমাণে সংগঠিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালিরা অদ্যাপি প্রকৃত জাতিরূপে সংগঠিত হয় নাই, তাহাদিগের জাতীয় প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইবার এখনও অনেক অবশিষ্ট রহিয়াছে, এই কারণেই বাঙ্গালিদিগের চরিত্রে এত বিচিত্রতা।

আমরা যে বিষয়ের প্রস্তাবনা করিলাম সে সম্বন্ধে পরীক্ষা ও আলোচনা করিবার অনেক আছে। কিন্তু ইহা হইতে আমরা একটী আশার অবলম্বন পাইতেছি,যে আমাদিগের দেশের বাহ্যপ্রকৃতি যেরূপ হউক, আমরা তাহার অধীন হইয়া তদ্দ্বারা চিরকাল নিয়ন্ত্রিত হইব না। মনুষ্যের মানসিক বল যত দিন অল্প থাকে, তত দিন বাহ্যপ্রকৃতি তাহার উপরে আধিপত্য করে; কিন্তু মানাসিক বল, ভাব ও দৃঢ়তার উন্নতি সহকারে বাহ্য প্রকৃতি ও অবস্থা তাহার অধীন হইয়া কার্য্য করে। বাঙ্গালাদিগের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে তাহাদিগের বর্ত্তমান হীনতার কারণ অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বাঙ্গালীদিগের দুর্ব্বলতার স্থানে বল,' ভীরুতার স্থানে সাহস, কপটতার স্থানে ঔদার্য্য অবশ্যই আসিবে, তাহাদিগের মানসিক শক্তি ও ধর্ম্মনীতির উন্নতির উপরে তাহার পরিমাণ নির্ভর করে। নানা জাতি মিশ্রিত ইংরেজ জাতি ক্রমে জাতীয় বলে উন্নত হইয়া যখন পৃথিবী মধ্যে সভ্যতম ও মহত্তম বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, তখন বাঙ্গালীদিগের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। আমাদিগের জাতীয় আদর্শ ও জাতীয় গৌরব এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে, নীচ অনুকরণপ্রিয়তা পরিহার পূর্ব্বক সকলে সমবেত হইয়া যত আমরা তাহা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইব, ততই পৃথিবীর চক্ষে আমাদিগের জাতীয়ত্ব প্রকাশিত হইবে।

প্রাপ্তব্যবহার ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি।

বিজয় নগরের মহারাজা বিজয় রাম রাজ এই পাণ্ডুলিপি খানি প্রস্তুত করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় অর্পণ করিয়াছেন। এই পাণ্ডুলিপির মর্ম্মানুসারে অষ্টাদশ বর্ষই প্রাপ্ত ব্যবহারের কাল। মহারাজা ব্রীটিষ ভারতবর্ষের ও ভারতবর্ষস্থ যাবতীয় মৈত্র রাজ্যের সর্ব্বত্র এই কাল প্রবর্ত্তিত করিতে চান। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি যাবতীয় ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় এই ব্যবস্থার অন্তর্গত হইবে। ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয় ব্রীটিষ সবজেক্ট পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থার অধীন হইবে বলিয়া অভিপ্রেত হইয়াছে। এরূপ কৌশল সহকারে এই পাণ্ডুলিপি খানি প্রস্তুত হইয়াছে, যে কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ব্যবস্থার সঙ্গে ইহার বিরোধ সম্ভাবনা নাই।

এরূপ একটী আইনের অভাব বহু দিনাবধি সর্ব্বত্র উপলব্ধি হইয়াছিল; এই পাণ্ডুলিপি খানি সেই অভাব মোচনের জন্য উদ্দিষ্ট হও-

কিন্তু তজ্জন্য পরস্পরকে অনর্থক অর্থব্যয়ে বাধ্য করিয়া সমাজে ঋণী ও দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা কখনই উচিত নয়।

আমরা আশা করি, দেশীয় কুপ্রথা সংশোধনার্থ অন্ততঃ কতকগুলি ব্যক্তি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আপনাদিগের যথার্থ কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হন। কন্যা নয় কিছু অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিবে, তথাপি অর্থলোভী ব্যক্তিদিগের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবেন না। আর্য্যগণ পূর্ব্বকালে ১৫।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত যে কন্যাগণকে অবিবাহিত রাখিতেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথার্থ পক্ষে বিবেচনা করিলে জ্ঞানোদয় ও গৃহধর্ম্মাদি শিক্ষার পূর্ব্বে কন্যাকে বিবাহ দিলে অধর্ম্মের ভাগী হইতে হয়। এই জন্য প্রচলিত বাল্যবিবাহ অশেষ পাপের মূল হইয়া রহিয়াছে। আমাদিগের কৃতবিদ্যগণ সাহসপূর্ব্বক এ কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া উপযুক্ত বয়সে যথার্থ ধর্ম্ম ভাবে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করুন, তাহাতে পরিবারের ও সমাজের প্রকৃত সুখশান্তি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

হগ সাহেবের জয় লাভ।

শ্বেতাঙ্গে শ্বেতাঙ্গে অতি আশ্চর্য্য সহানুভূতি লক্ষিত হয়। কোন শ্বেতাঙ্গ যদি গুরুতর অপরাধে অপরাধী হন, শ্বেতাঙ্গ জুরি ও জজ তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য লালায়িত হন। কোন শ্বেতাঙ্গ যদি কোন দোষে সংলিপ্ত হন, শ্বেতাঙ্গ সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য সুসজ্জিত হন। এ সময়ে ন্যায় দয়া ধর্ম্মের দিকে বড় বড় লোকেও তাকাইতে চান না। যখন মিউনিসিপাল কমিসনরগণ ও তাঁহাদের অধিপতি হগ সাহেব আপনাদের মনোময় রাজ্য সংস্থাপনার্থ মনোমত একটী রাজবিধি প্রার্থনা করেন; তখন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট শুদ্ধ হগ সাহেবকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহাদের অন্যায় প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া কলিকাতার মিউনিসিপাল বাজার আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার অনুমতি দেন; করদাতাগণের অর্থনাশ ও যোত্রবান্ নগর বাসীদের নিজ নিজ স্বার্থ হানির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন না। তখন ক্যাম্বেল সাহেব প্রস্থানোন্মুখ, মনে করিয়াছিলাম ক্যাম্বেল সাহেবের অন্যায় বিচার তাঁহার উত্তরাধিকারীর হস্তে সংশোধিত হইতে পারিবে। কিন্তু টেম্পল সাহেব বঙ্গীয় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে না হইতে হগ সাহেবের চাতুরীজালে জড়িত হইলেন। তিনি হগ সাহেবের সঙ্গে বাজারটী দর্শন করিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেলেন; এই অনিষ্টময় ব্যাপারের কোন অনিষ্টই তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হইল না, সংবাদ পত্র সকলের চিৎকার তাঁহার শ্রবণ পথে প্রবেশ করিল না; তিনি অনায়াসে মিউনিসিপাল বাজারের পাণ্ডুলিপিটী গ্রাহ্য করিয়া অনুমোদনার্থ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সন্নিধানে অর্পণ করিলেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম লর্ড নর্থব্রুক এ বিষয়টী বিশেষ বিবেচনা স্থলে গ্রহণ করিবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে লর্ড নর্থব্রুকের ন্যায় মহানুভব ব্যক্তিকেও এরূপ ন্যায় বিরুদ্ধ আচরণের প্রশ্রয়দাতা দেখিতে হইল। এক হগ সাহেবকে বাঁচাইবার জন্য এত বড় বড় লোকে অন্যের স্বার্থের প্রতি দৃষ্ট করিলেন না, ন্যায় রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করিলেন না, করপ্রদাতাগণের অবস্থা স্মরণ করিলেন না, সম্ভাবিত অনিষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত করিলেন না, ব্রীটিষ ইংণ্ডিয়ান এসোসিয়নের উপদেশ গ্রাহ্য করিলেন না। অনায়াসে পাণ্ডুলিপিকে বিধিবদ্ধ করিয়া বসিলেন। একজন এতদ্দেশীয় কৃষ্ণাঙ্গ যদি হগ সাহেবের স্থানীয় হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য এত আয়োজন করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রাণ লইয়া টানাটানি হইত।

এই ব্যবস্থা দ্বারা যে বাজারের অধিকারীদিগের প্রতি অবিচার এবং করপ্রদাতাগণের প্রতি অত্যাচার হইবে তাহা বলা বাহুল্য। এতদ্দ্বারা মিউনিসিপালিটির হস্তে প্রজাপীড়নের একটী নিদারুণ যন্ত্র প্রদত্ত হইল। এতদ্দ্বারা মিউনিসিপাল কমিসনরগণ করদাতা অধিবাসীদিগের বন্ধু না হইয়া শত্রু স্থানীয় হইয়া বসিলেন। এ উভয়ের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। যদি করপ্রদাতা গণের হস্তে কমিসনর নিয়োজিত করিবার ভার থাকিত, তাহা হইলে এরূপ অনিষ্ট উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকিত না। কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর সঙ্গে কর প্রদাতাগণের যেরূপ খাদ্য খাদকের সম্বন্ধ সংসৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে এই মহানগরীতে কর প্রদাতাগণ দ্বারা কমিসনর ও ইহার শিরঃস্থানীয় কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা শীঘ্র প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। ক্যাম্বেল সাহেব প্রস্থান সময়ে কর প্রদাতাদিগকে এরূপ নির্ব্বাচন ক্ষমতা লাভের জন্য তাঁহার উত্তরাধিকারীর নিকটে আবেদন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এক্ষণে সে পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার যথার্থ সময় উপস্থিত হইয়াছে। হৃদয়ের সহিত চেষ্টা ও যত্ন করিলে এ ক্ষমতা শীঘ্র তাঁহাদের হস্তগত হইবে সন্দেহ নাই। যদি ভারতবর্ষের কোন নগর আত্মশাসনের জন্য সক্ষম হইয়া থাকে, কলিকাতা তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। কলিকাতায় আত্ম শাস-

নের উদার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইবে।

সমাজ সংস্কার।

হিন্দু সমাজের পারিবারিক অবস্থার বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে ইহার সাধারণ অভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। পারিবারিক সম্বন্ধ জনিত ব্যক্তিদিগের প্রতি যেমন আমাদিগের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য আছে, সাধারণ ব্যক্তিদিগের প্রতিও সেইরূপ কতকগুলি সাধারণ কর্ত্তব্য রহিয়াছে এবংএই সকল কর্ত্তব্যের মধ্যে সাধারণের জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি সাধন করা এবং স্বীয় অর্থ সামর্থ্যদ্বারা অসহায় দুঃখীদিগের সেবা করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানতম কর্ত্তব্য। এই কয়টী কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইলে প্রকাশ্য বিদ্যালয় ও সাধারণ সভা সংস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক, এতদ্ব্যতীত এই গুরুতর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার উপায়ান্তর দেখা যায় না। আজি কালি রাজানুকূল্যে মহানগর ও উপনগর সকলে বহুতর বিদ্যালয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন স্বদেশানুরাগীদিগের নিঃস্বার্থ হিতৈষণার প্রবর্ত্তনায় স্থানে স্থানে অনেক গুলি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং এই সমুদায় দ্বারা উচ্চনীচ, ধনী দরিদ্র সকলশ্রেণীর বহুসংখ্যক বালক বালিকা বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছে। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী এ প্রকার দূষণীয়,যে তদ্দ্বারা সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপনা যেরূপই হউক, নীতি বিষয়ে যৎসামান্য শিক্ষাও প্রদান করা হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা স্বীকার করি যে বিদ্যালয়ের আধুনিক পাঠ্য পুস্তক সকলে অনেক নীতিগর্ভ প্রবন্ধ লিখিত হইয়া থাকে, কিন্তু অধ্যেতৃবর্গের জীবনে তাহার বিশেষ ফল লক্ষিত হয় না। সাধারণতঃ শিক্ষকদিগের শিক্ষা ও শাসন প্রণালী বিষয়ে অনভিজ্ঞতা ও নীতিবিষয়ে শিথিলতাই ছাত্রগণের এ প্রকার দুর্গতির কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নীতি বিষয়ক প্রস্তাব অধ্যাপনার সময়ে অধিকাংশ শিক্ষকই ছাত্রদিগের নিকট কেবল তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াই আপন কর্ত্তব্য পালন করিলেন মনে করেন। নিজের জীবনে বারম্বার সেই সমস্ত হিতোপদেশের বিপরীতাচরণ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে সুতরাং ছাত্রদিগের মনোমধ্যে সে সকল ভাব দৃঢ়বদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি বা সাহস হয় না, কোন প্রকারে তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিয়া সত্বর প্রবন্ধ সাঙ্গ করিতে পারিলেই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন। এরূপ নীতিবর্জ্জিত শিক্ষকের হস্তে সহস্র নীতিগর্ভ পুস্তক দিলেও কি কখন ছাত্রদিগের জীবনে নীতির ভাব বদ্ধমূল হইতে পারে? সহস্র উপদেশ অপেক্ষা একটী দৃষ্টান্ত যে সমধিক কার্য্যকর,তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। উল্লিখিত নিকৃষ্ট শিক্ষা প্রণালী ও কুৎসিত দৃষ্টান্তের মধ্য হইতে আর কি অধিক সুফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? আবার শাসন প্রণালীও তথৈবচ। অধিকাংশ বিদ্যালয়ই অর্থপীড়ায় প্রপীড়িত সুতরাং যৎসামান্য বেতনে সামান্য অবস্থার ও সামান্য জ্ঞানাপন্ন লোকদিগকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাহাদের হস্তে তরলপ্রকৃতি বালকদিগের জীবনের ভার সমর্পিত হইয়া থাকে। তাঁহারা মনুষ্যের প্রকৃতিতত্ত্বের বিষয় কিছুই অবগত নহেন, কষ্ট শ্রেষ্ঠে নির্দ্দিষ্ট পাঠ শিক্ষা দিয়া থাকেন, এবং সামান্য ত্রুটীতে বেত্রাঘাত ও কর্ণদলন প্রভৃতি নিষ্ঠুর দণ্ড বিধান দ্বারা বালকদের প্রাকৃতিক কোমলতা, লজ্জা, ভয়, বিনয়, সহিষ্ণুতা, প্রভৃতি স্বাভাবিক সদ্গুণ সকলকে বিকৃত করিয়া ফেলেন। বালকগণ বারম্বার ঐরূপ কঠোর ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া ক্রমে কঠিনহৃদয় পাষণ্ড সমান হইয়া উঠে, দণ্ড তাহাদের অঙ্গের আভরণ হয়, তৎপ্রতি আর তাহাদের শঙ্কা থাকে না সুতরাং সামান্য ত্রুটী ও দোষের জন্য আপনাদিগকে অপরাধী জ্ঞান করা দূরে থাকুক ক্রমে গুরুতর দোষের অনুষ্ঠান করিতেও তাহারা সঙ্কুচিত হয় না। অনেক জ্ঞানাভিমানী শিক্ষাপ্রণালী—সংস্কারক এই বিষম অনর্থকর দণ্ডকে সুফলপ্রসূ ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং স্বহস্তে শত শত বালকের উন্নতির ভারগ্রহণ করিয়া এই দূষণীয় উপায়ে তাহাদিগের চরিত্র শোধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি আমাদের কোন বন্ধু কোন কারণ বশতঃ একটী বিদ্যালয়ে গিয়া দেখেন তাহার নিম্নতম শ্রেণীস্থ একটী ক্ষুদ্র বালক শিক্ষকের আদেশে সবলে ক্রমাগত অপর একটী বালকের কর্ণদলন করিতেছে। দেখিয়া বিস্মিত ও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া এই নিষ্ঠুর ব্যাপারের বিষয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের গোচর করেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে তদনুষ্ঠানের পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক আপন মতের প্রশংসা ও বিপরীতবাদীদিগের ভ্রম প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিলেন, যাহাহউক স্বপক্ষ সমর্থানার্থ বিশেষ কোন যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। কোন প্রকার কঠিন দণ্ড বিধান একেবারে নিষ্প্রয়োজন,আমরা ইহা বলি না। যখন কোমল ও সহজ উপায় পরাস্ত হয়, তখনই এইরূপ কঠিন দণ্ডের প্রয়োজন। কিন্তু বারম্বার এরূপ দণ্ডবিধান দ্বারা নিশ্চয়ই বিষম অনিষ্টপাত

দ্রের একটী অতিরিক্ত শ্রেণী খোলা হইতেছে। ক্যাম্বেল সাহেব ইহার সূচনা করিয়া যান।

এক ব্যক্তি হিন্দু হিতৈষিণীকে লিখিয়াছেন, রাজসাহী জেলার কোন এক গ্রামে গৃহস্থের গোশালায় এক ব্যাঘ্র প্রবেশ করিতেছিল, সম্মুখে এক গোক্ষুরা সর্পের গর্ত্ত থাকায় সর্প ব্যাঘ্রকে দংশন করে। তাহাতেই ব্যাঘ্রের মৃত্যু হয়। পরদিন প্রাতে গৃহস্থ গৃহের পশ্চাদ্দিকে ব্যাঘ্রের মৃতদেহ দেখিয়া বিস্মিত হয়, অনুসন্ধান করাতে প্রকাশ পাইল যে অদূরেই গোক্ষুরা গর্ত্ত হইতে দন্তোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। সর্প ব্যাঘ্র শিকার করাতে পুরস্কার পাইতে পারে।

কদমতলা হইতে এক ব্যক্তি বরিশালবার্ত্তাবহে লিখিয়াছেন, যে সেখানে পরাণকৃষ্ণ পাল নামক ১২০ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি দিব্য সুস্থ ও সবল কায়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, ইহার কোন ইন্দ্রিয়ের হ্রাসতা হইয়াছে বোধ হয় না।

প্রভাকর লিখিয়াছেন বিখ্যাত রাধাকৃষ্ণ বৈরাগীর মৃত্যু হইয়াছে। এই ভাগ্যবান্ বৈরাগী কেবল এক যাত্রা ব্যবসায়ে ৭২ হাজার টাকার বিষয় রাখিয়া গিয়াছেন।

এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে ২,৪৫১ উপনিবেশিক ব্রহ্মদেশে গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার অধিকাংশই কলিকাতা অঞ্চল হইতে প্রেরিত হইয়াছে, দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান হইতে অতি অল্প লোকই যাইতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

হাঁসপাতাল হইতে যে সকল শব গঙ্গার ঘাটে প্রেরিত হয়, জষ্টিসেরা এত দিন তৎসমুদায় দাহ করিবার খরচ দিতেন, এখন অবধি তাহা আর দিবেন না। প্রত্যেক বালক বালিকার জন্য ৸/১০ আনা এবং বয়োধিকদিগের জন্য ১৷৷/১০ আনা খরচা গ্রহণ করা হইবে। সাঃ স।

গত বৃহস্পতিবার বেলা ৩ তিনটার সময় বালির কলে অগ্নি লাগিয়াছিল। তাহাতে প্রায় ৩০ সহস্র টাকার সামগ্রী ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

আজীজন নেহার নামে এক নূতন পত্র বলেন এবার মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় রাজশাহীর এক শত মুসলমান ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। চারি জন মুসলমান লণ্ডনে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছেন।

উড়িষ্যার চিল্কাহ্রদে মৌক্তিক শুক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখান হইতে যাহাতে অধিক পরিমাণে মুক্তা পাওয়া যায়, তাহার যথোচিত উপায় অবলম্বন করা হইতেছে।

ডায়মণ্ড উপবিভাগের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর বাবু বিহারীলাল গুপ্ত সি এস্ দুর্ভিক্ষ কার্য্যের সাহায্যার্থ মানভূমে বদলী হইলেন।

এ মাকেঞ্জী এক বৎসরের জন্য অবকাশ প্রাপ্ত হওয়াতে জেমস্ ফ্রান্সিস কাথিরিনস হিউইট বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টে জুনিয়ার সেক্রেটারীর প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

উত্তর পশ্চিম।

ইণ্ডিয়ান পব্লিক ওপিনিয়ান বলেন, সম্প্রতি লাহোরের সর্দ্দার ও রইস্‌গণ একজন ভদ্র ইংরেজের বাটীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে সমবেত হইয়া প্রধানং ইউরোপীয়দিগের সহিত সদালাপ ও সদ্ভাব বর্দ্ধন করিয়াছেন। উক্ত পত্র এই ঘটনাটীকে উক্ত নগরের সামাজিক সম্মিলনের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় বিষয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

রাজপুতানা অত্যন্ত দুর্ভিক্ষপীড়া গ্রস্ত হইয়াছে।

গত মাসে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রতিদিন রিলিফ কার্য্যে গড়ে ৮২০২৯ জন মজুর কর্ম্ম করিয়াছে। উহার মধ্যে পুরুষ ২২০১১, স্ত্রীলোক ২৭,৯৮০, এবং বালক ৩১১৩৪। সপ্তাহে ৩১২০৩ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে।

মান্দ্রাজ।

ওয়েষ্টারন্ ষ্টার নামক একখানি কোচিনের সংবাদ পত্র জনরব শুনিয়াছেন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট রেসিডেণ্ট বানর্জের পরামর্শ শুনিয়া ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎপদে যুবরাজকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। দেশীয় রাজাদিগের বিরুদ্ধে কত জনরবই উঠে।

মান্দ্রাজের একটী বিএ জেনেরল পোষ্ট আফিসে অনেক দিন উমেদার থাকিয়া অবশেষে ১৫টাকা বেতনের একটী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। জয়পত্র ও গাউনটী পোড়াইয়া ফেলিয়াছেন ত?

'বাঙ্গালোরে কমীয় সূর্য্য মুখী ফুলের চাস অতিশয় লাভ জনক হইতেছে। তিন বিঘা ভুমিতে অনুমান তিন সের সূর্য্যমুখী ফুলের বীজ রোপিত হয়। সেই ক্ষেত্র হইতে এবৎসর এক মাসের মধ্যে ২৫ মণ বিচি সংগৃহীত হইয়াছে। তদ্দ্বারা প্রায় ৫০ গালন তৈল প্রস্তুত হইবে। উহার মূল্য ১৩৮ টাকা। কিন্তু চাষে ১৩ টাকার উপর খরচ পড়ে না। বঙ্গদেশের মৃত্তিকায় উহার চাষ হয় কি না কোন জমিদার পরীক্ষা করিয়া দেখেন না কেন, তাহা হইলে জমির বিস্তর খাজানা বাড়িয়া যাইবে।'

বোম্বাই।

একখানি বোম্বাই পত্রে লিখিয়াছে দাদা ভাই নৌরজী কতকগুলি শিক্ষিত লোককে বরদার উচ্চতর রাজকার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য গুইকুমারের নিকট ৩লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিতে বলেন। গুইকুমার বলিয়াছেন, তাহার বার্ষিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যত টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা নৌরজী স্বেচ্ছামত রাজ্যের উন্নতিসাধনার্থ ব্যয় করিতে পারেন।

বোম্বাই এলফিন্‌ষ্টন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পি পিটার্সন্‌ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটরী হইয়াছেন।

বোম্বাই নেটিব ওপিনিয়ন তত্রগত বাবু ফকীর নামে এক ব্যক্তির বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। এই ব্যক্তি এক জন ইংরাজীভাষী বাঙ্গালী, সমুদ্র তীরে চরণী রোডের ধারে আড্ডা করিয়া আছেন, ইহাঁর ফকিরের বেশ। জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন ইনি কলিকাতার ওরিয়েণ্টাল কলেজের এক জন ছাত্র। ইহার বয়ক্রম এক্ষণে ৩০ বৎসরও উত্তীর্ণ হয় নাই, কিন্তু মূর্ত্তি ও গম্ভীরতা প্রাচীনের ন্যায়। ইনি আপনাকে বঙ্গাধিপ ও পৃথ্বীশ্বরও বলেন।

ইউরোপ।

আয়লণ্ডদেশীয় প্রেসবিটিরিয়ান্‌দিগের সুরাপান নিবারণ চেষ্টা, অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে। সম্প্রতি একটী মহাভোজস্থলে তাহারা চির ব্যবহৃত মদ্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল উদক পান করিয়াছেন।

রাজজামাতা মারকুইস অব লোরনের ভ্রাতা এক মাঞ্চেষ্টার বণিকের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। রাজকুমারী লুইসের যা এক বণিক দুহিতা।

ইংলণ্ডে যে সকল ইংরাজ খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তন্মধ্যে ভয়সী সর্ব্ব প্রধান!! তিনি খৃষ্টান ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায় একটী উপাসনা স্থান প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং উদার উপদেশ দান করিতেছেন। তিনি একটী উপদেশে বলিয়াছেন, খৃষ্টান মণ্ডলীর অধিকাংশ শিশুকে খৃষ্টান বলে, কিন্তু তিনি খৃষ্টান নন্, বিশুদ্ধ ও সরল একেশ্বরবাদী। ঈশ্বরের জ্যোতির সঙ্গে তাহার তুলনা করা আর আমাদিগের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীকে অনন্ত জগৎ বলিয়া বর্ণনা করা তুল্যানুতুল্য।

এবার দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন ভারতবর্ষে কম বস্ত্র বিক্রীত হওয়াতে মাঞ্চেষ্টরের বণিকেরা চীনে অধিক পরিমাণে বস্ত্র প্রেরণ করিতেছেন।

ডাক্তার বিউসন কুকুর দংশনের একটী ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ঔষধ সামান্য ভাবরা মাত্র। চারি পাঁচ খান অতিশয় উত্তপ্ত ইট একটী জলপূর্ণ টবে স্থাপন করিবে। ঐ টবের উপর এক খানি বেতের চৌকি রাখিয়া, উহার উপর রোগী বসিবে এবং সর্ব্বাবয়ব একখানি মোটা কম্বল দ্বারা আবৃত করিয়া থাকিবে। এই রূপ ২০ মিনিট থাকিতে হইবে মাত্র। যখন কোন ব্যক্তি উন্মত্ত কুকুর কর্ত্তৃক দংশিত হইবে, তখন সাত দিন এই রূপ ভাবরা লইবে এবং যে পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ হয়, তদবধি গৃহের বাহির হইবে না। ডাক্তার বিউসন এই ঔষধ দ্বারা বিস্তর রোগী আরোগ্য করিয়াছেন।

গ্রাফিক্ বলেন রুসীয়া সম্রাট কন্যা ডচেজ অফ এডিনবরা এক্ষণে বকিং হ্যাম প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার অলঙ্কারের মূল্য ৫০০০০০ লক্ষ টাকা। ইউরোপে সামান্য লোকের নিকট অলঙ্কার পরিধান অসভ্যতার চিহ্ন, কিন্তু রাজগৃহে ক্রমে ইহার সমাদর বাড়িতেছে।

আগামী ইন্টারন্যাসন্যাল প্রদর্শনে পর্টুগাল কর্ত্তৃক পঞ্চ বিংশতি সহস্র প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মদিরার প্রদর্শন হইবেক। ইউরোপে সুরার পরিবার যেরূপ দিন দিন অসংখ্য পরিমাণে বাড়িতেছে, তাহাতে ইহার বিনাশসাধন সহজ ব্যাপার নয়।

বিগত ১৬ই মার্চ্চ রবিবার ফ্রান্স সম্রাট পুত্র যুবরাজ লুইস নেপোলিয়ানের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। জন্মতিথি উপলক্ষে চিসল হর্ষ্টে মহা সমারোহ হয়। ছয় সহস্রেরও অধিক বোনাপার্ট পক্ষাবলম্বীরা ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম করিয়া চিসল্হার্ষ্টে সমবেত হইয়াছিলেন। ফ্রান্সের সকল প্রদেশ হইতে সকল সমাজের প্রতিনিধিই উপস্থিত ছিলেন, বিশেষতঃ যাহারা মৃত সম্রাটের অনুগত ও তাঁহার রাজত্বে উচ্চপদাধিকঢ় ছিলেন, কর্ত্তব্য অনুরোধে ও মৃত মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়া সাম্রাজ্য সম্বন্ধে প্রকাশ্যরূপে যুবরাজের আনুগত্য স্বীকার করেন। ফ্রান্সে এতদুপলক্ষে কিছুই হয় নাই বলিয়া ইলস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউস আক্ষেপ করিয়াছেন। কেবল কর্সিকায় বাষ্টিয়ার রাজপথে একদল সৈনিক "ত্রিরঙ্গের" পতাকা উড়াইয়া নেপোলিয়নের জয় ধ্বনি করিয়াছিল। ফ্রান্স যে নেপোলিয়ন বংশের অনুরক্ত,তাহা সিডান যুদ্ধেই প্রকাশিত হইয়াছে। পারিসের সাধারণ তন্ত্র সমর্থক এক খানি পত্রিকা যথার্থই বলিয়াছেন যে ফ্রান্সে যাঁহারা বোনাপার্ট পক্ষাবলম্বী ছিলেন, তাহারা সকলেই চিসলহর্ষ্টে গিয়াছেন সুতরাং উৎসব করিবার আর লোক নাই। স, চ।

অধ্যাপক ওয়েলস্ ইংলণ্ডের উত্তরাংশে নিরামিষ ভোজনের স্বপক্ষে বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি শূকর মাংসের অত্যন্ত বিরোধী।

রুসিয়া এবং ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। রুসিয়ার লক্ষ লক্ষ লোক হিন্দুদিগের ন্যায় নিরামিষ ভোজী।

বিবিধ।

আমেরিকার রমণীগণ অল্পকাল মধ্যে আশ্চর্য্য উন্নতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে ৪৫ জন গবর্ম্ম ব্যবসায়ী, ২৪ জন দন্ত চিকিৎসক, ৩জন শিকারী, ৫৩৫ জন কবিরাজ, ৯৭ জন ধর্ম্মযাজিকা, ৭ জন উপযাজিকা, ১ জন দাঁড়ী, ৪ জন গ্যাসের কর্ম্মচারিণী, ৩৩ জন কামান মিস্ত্রী, ৭ জন বারুদ তৈয়ার কারিণী, ১৬ জন জাহাজের ভৃত্য এবং ৫ জন নাপিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কৃষি, শিল্প, টেলিগ্রাফ, নাবিকতা শিক্ষাদান প্রভৃতি ব্যবসায়ে বহুসংখ্যক নিযুক্ত আছেন।

নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের কিরূপ উন্নতি হইতেছে, তৎপ্রদর্শনার্থ নেটিব ওপিনিয়ান বলেন, মধ্য প্রদেশ সকলের রাজধানী নাগপুরে এক খানি সংবাদ বা সাময়িক পত্র নাই। সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া টাইমস্, নাগপুর অবসার্বার এবং অবশেষে জব্বল পুর ক্রণিকাল পত্র প্রকাশিত হইয়া, এই অভাব পূরণের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু অসাময়িক বৃক্ষের ন্যায় এ গুলি অকালে কালপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখানে অধিক কি একটী কলেজ বা হাই স্কুল অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত হইল না।

কর্ণেল চাপা নামক সার জঙ্গ বাহাদুরের এক জন আত্মীয় দার্জ্জিলিঙ্গে শিক্ষিত হইয়া নেপালে চার চাষ আরম্ভ করিয়াছেন।

আমেরিকার অন্তর্গত নিউহেবেনে একটি চুরট প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহার দৈর্ঘ্য সাত ফিট, পরিধি এক ফুট ও ভারত্ব পনর সের। কঙ্গ্রেসের সভাপতিকে এটি উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছে।

এক খানি আমেরিকান পত্রিকা বলেন যে, নিম্ন লিখিত উপায়ে বিনা জলে দশ কি ততোধিক দিন মৎস্য জীবিত রাখা যাইতে পারে। ব্রাণ্ডিসিক্ত রুটির টুকুরা দিয়া মাছের মুখ পূর্ণ করিতে হইবে এবং কিঞ্চিৎ ব্রাণ্ডি উহার তলপেটে ঢালিয়া দিতে হইবে। এই রূপ করিলে উহা জীবন শূন্য বোধ হইবে। এই অবস্থায় প্যাক করিয়া উহা স্থানান্তরে প্রেরণ করা যাইতে পারে। পুনরায় জলমগ্ন করিলে উহা কিছু কাল মধ্যে জীবিত হইয়া উঠিবে।

উত্তর কেরোলিনার পশ্চিম ভাগে যে পর্ব্বত শ্রেণী আছে, তাহার মধ্যে কোন স্থানে এক আশ্চর্য্য সুড়ঙ্গ আছে। গ্রীষ্মকালে ইহা হইতে এমত প্রবল বায়ু বহিতে থাকে যে কোন ব্যক্তিই বায়ু ভেদ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে শীত কালে অনেক মাইল দূর হইতে এ গর্ত্তের শীতল বায়ু অনুভূত হয়। যে সকল প্রাণী আকৃষ্ট হইয়া গর্ত্ত মধ্যে হত হয়, অনেক সময়ে উহাদের মৃত শরীরের দুর্গন্ধ বাহির হয়। যখন কোন প্রাণী শীতকালে উক্ত সুড়ঙ্গের মুখের নিকট চরিতে থাকে, তখন বায়ুর সঙ্গে সে উহার মধ্যে নীত হয়, আর যখন পুনরায় মধ্যে হইতে প্রবল বেগে বায়ু বাহির হয়, তখন উহার সঙ্গে২ নানা প্রাণীর লোম নির্গত হইতে থাকে। কখন২ অনেক মাইল দূরেও অস্থি বা সমুদায় মৃত শরীর নিক্ষিপ্ত হয়। মধ্য হইতে যে বায়ু বহে, তাহা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ এবং উহা যে যে বৃক্ষে লাগে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। বায়ু বহিবার সময় গভীর শব্দ হইতে থাকে। অনেক বিজ্ঞানবিৎ ইহা পরীক্ষা করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিশেষ কিছু স্থির করিতে পারেন নাই। অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন যে শীঘ্রই ঐ স্থান দিয়া এক আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা। হিঃ হি।

টাইগ্রিস নদীর প্লাবন হইয়াছে। বোগদাদ নগর ভাসিয়া গিয়াছে। মিসিসিপি নদীর প্লাবন হইয়া ১৪ হাজার বর্গ মাইল স্থান প্লাবিত হয়। অনেক তুলার ক্ষেত্র ভাসিয়া গিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের আদেশানুযায়ী নিয়োগ।

সাধারণ।

বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছু কালের নিমিত্ত পাটনা বিভাগের প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয় ফ্রেডারিক ওয়াইয়ার বি, এ মালদহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন।

ইবিনিজার জনষ্টোন বার্টন এম, এ, সি, এস ভাগলপুরে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এক্ষণে রিলিফ কার্য্যের জন্য বগুড়াতে বদলী হইলেন।

বাড়ের সব ডেপুটী কালেক্টর ইন্দ্র বিহারী সিং সাহাবাদ বক্সারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

য়াতে চতুর্দ্দিক হইতে ইহার প্রতিপোষক মত সকল প্রকাশিত হইয়াছে। মুসলমান সাহিত্য সমাজ ভিন্ন সমস্ত মুসলমান সমাজ ইহার সপক্ষ। মুন্সী আমির আলি ও সৈদ আহম্মদ খাঁ এতৎ সম্বন্ধে অনুকূল অভিপ্রয় প্রকাশ করিয়াছেন। অযোধ্যা, পাটনা ও বোম্বাইয়ের মুসলমান সমাজও পাণ্ডুলিপির পোষকতা করিয়াছেন। হিন্দু সমাজের ইহাতে কোন আপত্তি উত্থাপন করিবার নাই। ভারতবর্ষীয় সভার অভিপ্রায় ইহার সপক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় সমস্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রধান পধান কর্ম্মচারী ইহার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্ট, অযোধ্যার জুডিসিয়াল ও চিফ কমিসনর সাহেবেরা, মধ্য ভারতবর্ষের চিফ কমিসনর, কুর্গের জুডিসিয়াল কমিসনর, হায়দ্রাবাদের রেসিডেণ্ট সাহেব, উড়িষ্যা, পাটনা, ছোটনাগপুর ও রাজসাহি বিভাগের কমিসনর সাহেবেরা এবং বোম্বাই ও উত্তর পশ্চিম হাইকোর্ট সকলেই এই পাণ্ডুলিপির সার মর্ম্ম অনুমোদন করিয়াছেন। কেবল উত্তর পশ্চিম প্রদেশের স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, তত্রত্য রেভিনিউ বোর্ড এবং মুসলমান সাহিত্য সমাজ এ সম্বন্ধে প্রতিকূল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যখন সকলে ইহার সপক্ষ, তখন কয়েক ব্যক্তির সামান্য আপত্তি যে গ্রাহ্য হইতেছে না তাহার কোন সন্দেহ নাই।

প্রাপ্ত ব্যবহারের কাল সম্বন্ধে নানাবিধ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। বয়সের কিছুই ঠিক্ নাই। কলিকাতায় একরূপ, কলিকাতার বাহিরে অন্য প্রকার, বঙ্গদেশে এক রূপ, বঙ্গ দেশের বাহিরে অন্য প্রকার, ভূম্যধিকারীগণের পক্ষে এক রূপ, আপরাপর লোকের পক্ষে অন্য প্রকার। বঙ্গদেশের পূর্ব্বতন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা মতে ১৫ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে লোকে বয়ঃ প্রাপ্ত হয় না; অপরাপর স্থানের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা মতে শোড়শ বা তদধিক বর্ষপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। ১৭৯৩ সালের বঙ্গদেশীয় ২৬ আইন ও ১৮০৪ সালের মান্দ্রাজ দেশীয় ৫ আইন অনুসারে তত্তৎস্থানের হিন্দু জমীদারেরা অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম না করিলে প্রাপ্তব্যবহার হয় না। ১৮৫৮ সালের বঙ্গদেশীয় ৪০ আইন ও ১৮৬৪ সালের বোম্বাইদেশীয় ২০ আইন অনুসারে তত্তৎস্থানে, অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ না করিলে লোকে অপ্রাপ্ত ব্যবহার থাকে। প্রাপ্ত ব্যবহারের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে এরূপ বিভিন্নতা থাকাতে মধ্যে মধ্যে নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। সে দিন হাই কোর্টের ফুল বেঞ্চে নির্ণীত হইয়াছে যে কলিকাতার হিন্দু অধিবাসীর যদি মফঃস্বলে কোন বিষয় সম্পত্তি না থাকে, তাহা হইলে তথায় পূর্ণ পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে বয়ঃ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। মফঃস্বলে এরূপ বিষয় সম্পত্তি থাকিলে কি রূপ নিয়ম অবধারণ করা হইবে তাহা এখন অমীমাংসিত রহিল। বোম্বাইয়ের হাইকোর্ট ১৮৬৪ সালের ২০আইন সত্বেও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে মফঃস্বলের কোন হিন্দু অধিবাসী ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে মোকর্দ্দমার বাদ প্রতিবাদে অধিকারী হইবে। ভূতপূর্ব্ব সদর দেওয়ানী আদালত মীমাংসা করিয়াছেন যে জৈন সম্প্রদায় ভুক্ত লোকেরা ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে বয়ঃ প্রাপ্ত হইবে। মুসলমান শাস্ত্রানুসারে পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রান্ত অথবা যৌবন প্রাপ্ত না হইলে প্রাপ্ত ব্যবহার হওয়া হয় না। কিন্তু কার্য্য কালে এতদ্দেশীয় মুসলমানদিগকে পূর্ব্বোক্ত স্থানীয় রাজ ব্যবহার সমূহের অধীন হইতে হইয়াছে। ইউরোপীয় ব্রীটিষ সব্‌জেক্ট, যাঁহারা এতদ্দেশের অধিবাসী হন নাই, তাঁহারা এক বিংশ বর্ষ বয়সে বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হাই কোর্ট নির্ণয় করিয়াছেন যে তাঁহাদের পুত্র পৌত্রেরা, এতদ্দেশের অধিবাসী হইলেও ঐ ২১ বৎসরে প্রাপ্তব্যবহার হইবে। সম্প্রতি ইহার বিরুদ্ধেও একটী নজির সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারের আইন অনুসারে ইউরেসীয়, য়ীহুদি, আর্ম্মেণীয় ও দেশীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রভৃতি অষ্টাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ না হইলে অপ্রাপ্তব্যবহার থাকে, কিন্তু আইনের এই স্পষ্ট বিধানসত্বেও হাইকোর্ট স্থল বিশেষে কোথা ও বা ২১ কোথাও বা ১৮ বর্ষাবসানে প্রাপ্ত ব্যবহারের কাল নিরূপণ করিয়াছেন।

এই সকল গোলযোগ নিবারণার্থ প্রাপ্ত ব্যবহারের কাল সর্ব্বত্র সমান রূপে নির্ণীত হওয়া যে আবশ্যক, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজা রমানাথ ঠাকুর অষ্টাদশ বর্ষের পরিবর্ত্তে একবিংশতি বর্ষ প্রাপ্ত ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করিয়াছেন। এ প্রস্তাব সুসঙ্গত হইয়াছে সন্দেহ নাই। অল্প বয়সে বিষয় সম্পত্তির ভার লোকের হস্তে পতিত হইলে, বিদ্যাশিক্ষার পথ রুদ্ধ এবং নানাবিধ দুষ্প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। এজন্য রাজা রমানাথ ঠাকুর মহোদয়ের প্রস্তাবটী ব্যবস্থাপক সভা বিশেষ বিবেচনা স্থলে গ্রহণ করিলে ভাল হয়। বিশেষতঃ সমস্ত সুসভ্য দেশে অধিকবয়সে লোক প্রাপ্ত ব্যবহারত্ব লাভ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে ২১, ফ্রান্সে ২০, প্রসিয়ায় ২৫, স্পেন দেশে ২৫, ডেন্‌মার্কে ২৫ এবং রুসিয়ায় ২১ বৎসরে প্রাপ্ত ব্যবহারের কাল নির্ণীত আছে। তবে ভারতবর্ষের জন্য অল্প বয়সে বয়ঃপ্রাপ্তির নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন কি?

কায়স্থদিগের কন্যাদায়।

বঙ্গদেশে কায়স্থগণ মর্য্যাদায় কেবল ব্রাহ্মণদিগের নিম্নতর এবং সভ্যতা ভব্যতায় সকল শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, সম্পত্তি এবং রাজকার্য্য কুশলতায় ইঁহারা কাহার অপেক্ষা ন্যূনতর নহেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর মধ্যে একটী কুপ্রথা দিন দিন ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিতেছে এবং তাহাহইতে অশেষ অমঙ্গল ফল উৎপন্ন হইতেছে। কায়স্থগণের কন্যার পরিণয় সম্পাদন একটী দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। কন্যা পঞ্চমবর্ষে পড়িতে পড়িতে পিতা বরের অনুসন্ধানে ফিরিতে থাকেন, কিন্তু মনোমত পাত্র স্থির করিতে করিতে কন্যার বয়ঃক্রম ৯।১০ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া যায়। অনেক অনুসন্ধানের পর যদি একটী পাত্র লক্ষ্য স্থলে পতিত হইল, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা কঠিন সমস্যা হইয়া উঠে। বালকটী প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, অথবা উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এই অভিমানে তাহার পিতামাতা গাত্র স্ফীত করিয়া বসেন। পুত্রের বিবাহ না একটা দাঁও, ইহা জানিয়া তাঁহারা কালনেমীর লঙ্কাভাগ করিতে থাকেন। অর্থ, অলঙ্কার, ঘর পোরা বাসন সংগ্রহ করিতে হইবে। কন্যার পিতাকে আপন দুহিতাকে সোণা রূপায় মুড়িয়া সম্প্রদান করিতে হইবে, কিন্তু তিনি বরসজ্জা কি দিবেন তাহা লইয়াই ঘোর পীড়াপীড়ি উপস্থিত হয়। সোণারূপার ঊনকোটী দ্রব্যের ফর্দ্দ দেওয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালের রাজগণ অৰ্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দান করিয়া জামাতার মনস্তুষ্টি সাধন করিতেন, এক্ষণকার প্রত্যেক কন্যাভার গ্রস্ত পিতার তদপেক্ষা গুরুতর ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। বহু দিনের কায়ক্লেশে ভদ্রলোক যে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিলেন, একটী কন্যা বিদায় করিতেই সে সকল নিঃশেষিত হইয়া যায়, ভাগ্যক্রমে যাঁহাদের ৩।৪টী কন্যা বা রূপাংশে যাঁহার কন্যাগণ কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট, তাহাদিগের সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। কন্যা দায়ে কত কায়স্থ পরিবার নিঃস্ব, ঋণ গ্রস্ত ও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলে দারুণ দুঃখে নিমগ্ন হইতে হয়।

কায়স্থদিগের এইরূপ কন্যাদায় কেবল বঙ্গদেশে আবদ্ধ নয়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও ইহা দ্বারা লোক সকল ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিছু দিন হইল মুন্সী প্যারীলাল নামক এক জন বিহারী কায়স্থ কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইনি এক জন সমাজসংস্কারক এবং ইঁহার দৃষ্টান্তে অনেক লোক ইঁহার অবলম্বিত সংস্কার কার্য্যের সহকারিতা করিতে উত্থিত হইয়াছেন। আমরা শুনিলাম ইনি স্বদেশে বিবাহ ব্যয় হ্রাসে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং এখানে অনুরূপ সমাজ সংস্কার কার্য্যে ব্রিটিস ইণ্ডিয়া আসোসিয়েসন সভাকে উত্তেজিত করিয়াছেন। আমরা আগন্তুক মহোদয়কে সর্ব্বান্তঃ করণে ধন্যবাদ প্রদান করি এবং এদেশীয় বিবেচক ও কৃতবিদ্য সমাজকে তাঁহার সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা কায়স্থগণকে যদিও বিশেষ লক্ষ্য স্থল বলিয়া ধরিয়াছি, কিন্তু সকল শ্রেণীর হিন্দুগণের এবিষয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক। কায়স্থদিগের কুদৃষ্টান্ত অল্লাধিক ক্রমে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করিতেছে। এবিষয়ে সুবর্ণ বণিকেরাও অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন।

আমরা প্রস্তাবের উপসংহার করিবার পূর্ব্বে এই দূষিতাচারের দোষ ভাগের বিষয়ে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বিবাহ একটী ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া চিরপ্রতিষ্ঠিত আছে। শাস্ত্র মতে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিবার পূর্ব্বে বরকন্যার সদ্বংশজতা, অঙ্গ সৌষ্ঠব, গুণবত্তা ও সচ্চরিত্রতাই পরীক্ষণীয়। যুক্তিতেও ইহাই সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। দম্পতির সুখসচ্ছন্দতা ও পরিবারের কল্যাণ বর্দ্ধন যদি বিবাহের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে পাত্রপাত্রীর সুলক্ষণাদি অবধারণ করাই বর ও কন্যা উভয় পক্ষীয় আত্মীয়গণের মুখ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু বিবাহ যদি অর্থোপার্জ্জনের একটী পন্থা বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহাহইলে সে সকল অত্যাবশ্যক বিষয়ে মনোনিবেশ হইতে পারে না, সুতরাং তাহার পবিত্রতা ও উচ্চভাব কি রূপে রক্ষা হইবে? শাস্ত্রে কন্যা বিক্রয়কারীর সপ্ত পুরুষ নরকস্থ হয় বলিয়া ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থলোভে পিতা পাছে কন্যাকে অযথা পাত্রে সমর্পণ করিয়া তাহার চিরদুঃখের কারণ হন, তন্নিবারণই ইহার অভিপ্রায়। অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়া বরের পিতা মাতাও কি তদ্রূপ অন্যায় অনুষ্ঠান করিতে পারেন না? অর্থলাভ গণনা যে বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য আমরা তাহাকে প্রকৃত বিবাহ নামে অভিহিত করিতে পারি না এবং তাহা সর্ব্বত্র কখন শুভফলপ্রসূ হইতে পারে না। একে এদেশে বরকন্যা পরস্পর মনোনীত করিয়া বিবাহ করিতে পারেন না, তাহার উপর তাহাদিগের কর্তৃপক্ষগণ যদি ধনলোভ পরবশ হইয়া এরূপ গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, পুত্রকন্যাদিগের প্রতি বিষম অত্যাচার করা হয়, সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন কন্যা পুত্র সকলেরই আছে, এবং তাহাদিগের বিবাহ সম্পাদনও অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য,

হইয়া থাকে, এই জন্য এই দণ্ডের সংখ্যা অতি বিরল হওয়া আবশ্যক। ইহাদ্বারা যেমন দণ্ডপ্রাপ্ত বালকের প্রকৃতি কঠোর হইয়া যায়,তেমনি বালক সাধারণের একটী কুদৃষ্টান্ত শিক্ষা হয়। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিলে তাহারা সর্ব্বাগ্রে এই উপায়টী অবলম্বন করিতে শিক্ষা করে। কিন্তু তাহাদের প্রতি সহজ শাস্তি বিধান করিলে তাহারা পরস্পরের মধ্যেও সেইরূপ ব্যবহার অবলম্বন করিতে শিক্ষা পায়। একটী সামান্য দোষ সংশোধন করিবার জন্য যদি গুরুতর দোষের শিক্ষা দেওয়া হয়, এমন কি প্রকৃতি পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করা হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সুফল লাভের প্রত্যাশা করা নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র।

বিদ্যালয়ের অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে একরূপ লেখা হইল, এইক্ষণে সাধারণ সভা সম্বন্ধে আমাদিগের যে অভিপ্রায়, বারান্তরে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যাইবে।

দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান নিচয়ের বর্ত্তমান আভ্যন্তরিক অবস্থা আলোচনা করিলে মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুককে হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা অর্পণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। যদি ব্যগ্র ও তৎপর হইয়া গবর্ণমেণ্ট বিপন্নিবারণের আশু আয়োজন না করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশ এত দিন হাহাকার পরিপূর্ণ ও অশেষ দুঃখ ক্লেশের আলয় হইত এবং বেহার, ত্রিহুত, ভাগলপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, মুরসিদাবাদ, মালদহ, পাবনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে এতদিন সহস্র সহস্র লোক অনাহারে কাল কবলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে আতঙ্ক বিস্তার করিত। লর্ড নর্থব্রুক প্রথমে দুর্ভিক্ষের গুরুত্ব বুঝিতে না পারিয়া ক্যাম্বেল সাহেবের প্রস্তাবিত রপ্তানি বন্দ পরামর্শ যে অগ্রাহ্য করেন, তাহাতে তাঁহার অদূরদর্শিতা প্রকাশ পায়, কিন্তু তৎপরে বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতা ও বিচক্ষণতা সহকারে পর্ব্বত প্রমাণ খাদ্য তণ্ডুল আহরণ এবং সেই আহরিত তণ্ডুল সর্ব্বত্র পরিচালন ও বিতরণের সদুপায় করিয়া কেবল যে তাঁহার পূর্ব্ব-ত্রুটী ক্ষালন করিয়াছেন তাহা নহে,কিন্তু সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও প্রতিষ্ঠার আস্পদ হইয়াছেন। আমরা এক্ষণে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বিভাগ সকলের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি।

বেহার প্রদেশ। উত্তর ত্রিহুতে যেরূপ দুর্ভিক্ষ আশঙ্কা করা গিয়াছিল, সেইরূপ গুরুতর কাণ্ডই উপস্থিত হইয়াছে। দক্ষিণ ত্রিহুতের অবস্থা যদিও তাদৃশ ভয়ানক মনে করা হয় নাই, কিন্তু ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। রিলিফের কার্য্যে শ্রমার্থী লোকের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে। এই সকল লোক উত্তর ও পূর্ব্ব ত্রিহুতের লোকের ন্যায় অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়ে নাই বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বাহ্লে রিলিফের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হওয়াতে যথেষ্ট কষ্ট অনুভব করিয়াছে। সারণে দুর্ভিক্ষের উপযুক্ত আয়োজন সম্পাদিত হইয়াছে। চম্পারণে বিস্তর লোক আসিয়া রিলিফের কার্য্য করিতেছে এবং কর্ম্মার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাতে দুর্ভিক্ষের গুরুত্বই অনুভূত হয়। এখানকার শিশু সন্তানেরা শুখাইয়া অত্যন্ত ক্ষীণাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। কৃষিজীবি লোকেরা অন্নকষ্টে পড়িয়া শ্রমজীবিদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া পালে পালে আসিয়া রিলিফের কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছে।

ভাগলপুর বিভাগ। ভাগলপুর জেলার সুপুল উপবিভাগের অবস্থা উৎকৃষ্টতর। সুপুলের উপবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ লিখিয়াছেন যে তথায় সরকারি গোলা হইতে তণ্ডুল বিক্রীত হইতেছে এবং চতুর্দ্দিকে রিলিফের বন্দোবস্ত হইয়াছে। তিনি আশা করেন যে ভবিষ্যতে সেখানে আর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে না। মুঙ্গেরে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইয়া লোকেরা আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিতেছে। এখানে ফেব্রুয়ারি মাসে যে বৃষ্টিপাত হয় তদ্দ্বারা দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া উৎকৃষ্ট হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব বলেন যে এখানে রিলিফের কার্য্য বন্দ হইলে ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইবে। রিলিফের জন্যই লোকে দুর্ভিক্ষ বোধ করিতে পারিতেছে না।

রাজসাহি বিভাগ। মুরসিদাবাদ মালদহ ও রাজসাহির অবস্থা পূর্ব্বানুরূপ। দিনাজপুরের নানা স্থানে দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপযোগী রিলিফের কার্য্য সৃষ্ট হইয়াছে; এখানকার অনেক স্থানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বাড়িতেছে। রঙ্গপুরের অবস্থা আশাপ্রদ নহে। ইহার অন্তর্গত কামদহ, মাল্লাপাড়া, আলিগাঁ, রাজাহার প্রভৃতি গ্রাম কয়েকটীর দুর্দ্দশার সীমা নাই। লোক সংখ্যা ১৫ হাজারের অধিক হইবে না, কিন্তু তন্মধ্যে ৭ হাজার লোক রিলিফের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে এবং শ্রমার্থীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে।

পাবনায় দুর্ভিক্ষের তাদৃশ প্রকোপ নাই। মধ্যে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আশানুমত বৃষ্টিপাত হওয়াতে নানা স্থানে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বাজারেও বিস্তর তণ্ডুল আমদানি হইতেছে এবং রিলিফের কার্য্যে জনতা নাই।

বর্দ্ধমান বিভাগের অজয় ও দামোদর নদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সমূহ অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এখানে সাংক্রমিক পীড়ারও ভয়ানক প্রাদুর্ভাব। উভয় সঙ্কটে পড়িয়া লোকের দুর্দ্দশার সীমা নাই। এখানে নানাবিধ রিলিফের কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে এবং তাহাতে বিস্তর লোক কর্ম্ম করিতেছে। বীরভূমেও কষ্ট আছে; এস্থানে রিলিফের কার্য্য না থাকিলে বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইত। বাঁকুড়ায় গবর্ণমেণ্ট সাহায্যের উপর বহুসংখ্যক লোক নির্ভর করিতেছে। হুগলি ও মেদিনীপুরে তাদৃশ কষ্ট নাই, কেবল দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি বশতঃ শ্রমজীবি লোকের কিছু ক্লেশাধিক্য হইয়াছে। বীরভূম ও বর্দ্ধমানে বিনাশ্রমে সাহায্যদান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ছোট নাগপুর বিভাগের অন্তর্গত হাজারিবাগে গয়া হইতে দেবগড় পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে, যাহারা অন্ন কষ্টে পড়িতেছে এখানে আসিয়া কর্ম্ম করিতেছে। এখানকার জন্য আপাততঃ কোন আশঙ্কা নাই। মানভূমের অবস্থা দিন দিন অপকৃষ্ট হইতেছে। ডেপুটী কমিসনর বলেন যে এখানকার ১৬টী পরগণায় যাবতীয় লোককে তিন মাস ব্যাপিয়া সাহায্য দান করিতে হইবে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগে তাদৃশ কোন কষ্ট নাই। যে সামান্য কষ্ট আছে, তাহার উপযুক্ত আয়োজন

ও হইয়াছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশ সমূহে স্বাস্থ্যের অবস্থা অপকৃষ্ট নহে। রঙ্গপুর রাজসাহী ও মুরশীদাবাদে যদিও ওলাউঠা দেখা দিয়াছে, কিন্তু সংক্রামক জ্বর রোগের নাম গন্ধ ও নাই। প্রধান প্রাধান রিলিফের কার্য্যে যেখানে যত লোক কর্ম্ম করিতেছে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

প্রধান প্রধান রিলিফের কার্য্যে	এপ্রেল মাসের প্রথম পক্ষ	এপ্রেল মাসের দ্বিতীয় পক্ষ
পাটনা বিভাগে	৮০৬,৮৭৮	৮৩২,৮৫৫
শোণনদের কেনালে	৩৩,৯৩৩	৩৮,৭৮৩
গণ্ডকের ভেড়ীনির্ম্মাণ	২৯,২৯৯	২৪,৭৫০
ভাগলপুর বিভাগে	৮৭,১৯৮	৯৫,২৯৪
রাজসাহী বিভাগে	১৬৭,৮৭১	১৬৪,২৯৬
বর্দ্ধমান, ছোট নাগপুর প্রেসিডেন্সি ও কোচ-বেহার বিভাগে	৪৭,৭৯৪	৬৩,৬৯৫
উত্তর বঙ্গরেলওয়ে	১২,৪৭৫	১৮,৪১৯
মোট	১১,৮৫,৪৪৮	১২,৩৮,০৯২

এতদ্ভিন্ন ১৫৪, ২৪১ ব্যক্তি বিবিধ দুর্ভিক্ষগ্রস্ত স্থানে বিনা শ্রমে আনুকূল্য লাভ করিতেছে।

পুস্তক সমালোচনা।

১। ছাত্র বোধ। শ্রীদ্বারাকা নাথ রায় প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। কলিকাতা বি, পি, এমস, যন্ত্র, ১২৮০। পুস্তক খানি বালক বালিকাগণের শিক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। কতিপয় প্রসঙ্গ ব্যতীত সমুদায় গ্রন্থখানি দ্বারাকা নাথ বাবুর প্রণীত। ইহার গদ্যময় প্রসঙ্গ গুলি অতীব মনোহর এবং উদ্দেশ্য সাধনের বিশেষ উপযোগী। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রসঙ্গ ইহাতে অধিক সন্নিবেশিত হয় নাই। এজন্য পুস্তক খানি উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্রগণের তত উপযোগী নহে। গদ্যময় প্রসঙ্গ গুলি বিশুদ্ধ অথচ সরল এবং সুললিত ভাষায় লিখিত হওয়াতে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণের বিশেষ সুপাঠ্য হইয়াছে। প্রসঙ্গ গুলির প্রকৃতি বিবেচনা করিলেও আমাদিগের এই অভিপ্রায় সমর্থিত হইবে।

গ্রন্থখানির প্রসঙ্গ গুলি, যে প্রকার হৃদয়গ্রাহী, সদুপদেশ ও জ্ঞানপূর্ণ, পদ্য গুলিও তদ্রূপ। কিন্তু গদ্য পদ্যের মধ্যে প্রভেদ এই, পদ্য গুলি অধিকাংশ মিল-বাক্য। পদ্য গুলির শুদ্ধ ভাষা রচনা ধরিতে গেলে প্রশংসনীয় বলিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে কবিত্বের বিশেষ পরিচয় নাই। এবম্বিধ কবিতা প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য রূপে উদ্ধৃত হইয়া থাকে। ঐ পরীক্ষায় বাঙ্গলা পাঠ্য পুস্তক গুলির প্রসঙ্গ নির্ব্বাচনের দোষ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে সুতরাং ছাত্রবোধের কবিতাগুলি কেন অগ্রাহ্য হইবে?

ছাত্রবোধ চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে। কিন্তু কি প্রণালীতে দ্বারকা নাথ বাবু যে ইহার বিভাগ নির্ণয় করিয়াছেন, আমাদিগের তাহা প্রতীত হইল না। প্রণালী শিক্ষা দেওয়া বালকগণের পাঠ্য পুস্তকের অন্যতর উদ্দেশ্য বলিয়া স্বিরীকৃত আছে, কিন্তু পরিচ্ছেদ বিভাগে দ্বারকানাথ বাবু যে প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন, সে প্রকার প্রণালী যদি তিনি ছাত্র গণকে রচনা কার্য্যে অবলম্বন করিতে বলেন তাহা হইলে তাহাদিগের রচনাবলী উপাদেয় হইবে আমরা বলিতে পারি না।

যাহা হউক, সমুদায়ত বলা যাইতে পারে যে গ্রন্থখানি বঙ্গবিদ্যালয়ের বালকগণের এক খানি উত্তম পাঠ্য পুস্তক।

২। ললিতা সুন্দরী কাব্য প্রথম সর্গ। শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত। বারান্তরে সমালোচ্য।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

সকৌন্সেল গবর্ণর জেনারল আজ্ঞা দিয়াছেন, কাছাড় জেলা আসাম প্রদেশের একটী সেসন বিভাগ হইবে এবং লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের সম্মতিতে শ্রীহট্টের প্রতিনিধি জজ হন্‌স্প্রাট কাছাড়েরও সেসন জজ হইবেন।

বেহার বন্ধু বলেন সাহেব এবং রাজা নীলকরেরা মুঙ্গেরে মহা উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রজাদিগকে অন্য শস্য বপন বন্ধ করিয়া নীল বপনার্থ উত্ত্যক্ত করিতেছেন। বেহারের যে কোন স্থানে দৃষ্টিপাত কর, নীলকরদিগের অত্যাচারে প্রজাদিগকে দারুণ বিপন্ন দেখিতে পাইবে।

গত ২৭এ বৈশাখ ফিনানসিয়াল বিভাগের বাবু রজনীনাথ রায় এম এর সহিত কুমারী বিধুমুখী মুখোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে সম্পন্ন হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটী বহু বিবাহকারী জঘন্য পাত্রের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হওয়াতে বিধুমুখী তাঁহার কয়েক জন উন্নতচেতা আত্মীয়ের সাহায্যে কলিকাতায় পলাইয়া আইসেন। কুলীন কন্যাদিগের দুর্ভাগ্য হইতে একটী বঙ্গরমণী ও যে পরিত্রাণ পাইলেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

আমরা অবগত হইলাম শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর আট্‌কিনসন সাহেব কটক এবং পুরী পরিদর্শনার্থ বহির্গত হইয়াছেন। ডিরেক্টর সাহেব বরাবর দার্জিলিঙেতেই গ্রীষ্মযাপন করিতেন, ক্যাম্বেল সাহেবের হস্তে পড়িয়া ইহাঁর গতিকদ্ধ হইয়াছিল, এখন যে বিপরীত দিঙমুখীন হইয়াছে সুখের বিষয়।

টেম্পল সাহেব সাঁওতাল পরগণা সংক্রান্ত কিছু কিছু বন্দোবস্ত করিবার জন্য তথায় গিয়াছিলেন। তথা হইতে পূর্ণিয়া এবং মালদহ গমন করেন। গত সপ্তাহে আরা ও সারণ জেলায় গবর্ণমেণ্ট হইতে কি রূপে শস্য প্রেরণ আবশ্যক স্থিরীকরণার্থ তথায় গিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ মাঞ্চেষ্টার হইতে এক লক্ষ টাকা প্রেরিত হইয়াছে। মাঞ্চেষ্টারের বণিক্‌গণের এ বদান্যতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম।

আমরা অবগত হইলাম রঙ্গপুরের জজ লেবিন সাহেবের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধানার্থ হাইকোর্টের অন্যতম জজ লুইস জাক্‌সন সাহেব গমন করিয়াছেন! বাবু সুরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় অপেক্ষা ইহার উপর গুরুতর দোষ আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্য গতি দেখিয়া বোধ হয়, গোপনে গোপনে ইনি উদ্ধার পাইবেন অথবা উপরি পদে অধিরূঢ় হইয়া সাধারণকে চমকিত করিবেন।

সিবিল ইঞ্জিনিয়ার হিউজেস ভারতবর্ষীয় ভূতত্বদর্শন বিবরণে লিখিয়াছেন যে আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের ন্যায় অদ্ভুত পদার্থ পূর্ণ স্থানেও বৃহৎ হেঙ্গির ও দামোদর কয়লা খনির সমতুল্য কোন ব্যাপার দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ রত্নগর্ভ ভারতবর্ষ অতুল সম্পত্তির আকর। এখানকার লোকে জ্ঞানী ও পরিশ্রমী হইলে কি পর্য্যন্ত লাভ না হয়!

আগামী ১লা জুলাই অবধি কলিকাতা ছোট আদালত হেয়ার ষ্ট্রীটের নূতন বাটীতে স্থানান্তরিত হইবে।

ভারতবর্ষে প্রাপ্ত বয়সের নিয়ম লইয়া যে আন্দোলন হয়, তাহা স্থির হইয়াছে। অনরেবল হয় হাউস ইহার পরিমাণ ১৮বৎসর স্থির করিয়াছেন। ধনিসন্তানেরা অল্প বয়সে বিষয়াধিকারী হইয়া যেরূপ অশেষ অনিষ্ট সাধন করেন, গবর্ণমেণ্ট বোধহয় তাহার অনুসন্ধান রাখেন না। আমাদিগের মতে ২১ বৎসর স্থির হইলেই সর্ব্বোত্তম হইত।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বন বিভাগে বঙ্গীয় যুবকদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। কলিকাতা সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিঙ্ কলে-

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর বাবু শুকচরণ দাস নদীয়ার বনগাঁ উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী নদীয়ার চুয়াডাঙ্গা উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ডায়মণ্ড হার্বরের সব ডেপুটী কলেক্টর বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় বি, এ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর হইয়া নদীয়াতে স্থাপিত হইলেন।

বাবু পরেশ নাথ মুকুল ডে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া নদীয়ার সদরষ্টেসনে স্থাপিত হইলেন।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর এডওয়ার্ড ওয়েষ্ট মাকট বি এ দিনাজপুরে বিশেষ কার্য্যে ১৮৭০সালের ১০আইনানুসারে কলেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডে কলেক্টর ই আর মেডলটন ২৪পরগণার ডায়মণ্ড হার্বর বিভাগে নিযুক্ত হইলেন।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ বর্দ্ধমানের রাণীগঞ্জ উপবিভাগের ১ম শ্রেণীর সব ডেপুটী কলেক্টর রূপে কিছু কালের নিমিত্ত নিযুক্ত হইলেন এবং ১৮৭০ সালের ১০ আইনের কলেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

২য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কলেক্টর বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু কালের জন্য ১ম শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং বাবু শশিভূষণ দত্তের নিয়োগ দিবাসাবধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বিচার বিভাগ।

বাবু চণ্ডীচরণ সেন তৃতীয় শ্রেণীর মুনসেফ হইয়া ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারুইপুরে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নিম্ন লিখিত ভদ্রলোকগণ নিম্নলিখিত স্থানে কিছুকালের নিমিত্ত ৩য় শ্রেণীর মুনসেফ হইলেন :—

বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য—দরভাঙ্গা, ত্রিহুত।
,, ভগবতী চরণ মিত্র—মধুবাণী
ও সীতামারী ঐ
,, শ্যামসুন্দর সোহাই—ভগলপুর
,, সুধাংশুভূষণ রায় মদীপুর ঐ।

বাবু আশুতোষ আঢ্য বি, এল, তৃতীয় শ্রেণীর মুনসেফ হইয়া ঢাকার অন্তঃপাতী কালীগঞ্জে স্থাপিত হইলেন।

বাবু বেণীমাধব ঘোষের অনুপস্থিতিতে বা যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয়, বাবু গিরীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী দিনাজপুরের শিবগঞ্জের মুনসেফ হইলেন।

ফরিদপুর ও তাহার সবর্ডিনেট জজ এবং ছোট আদালতের জজ বাবু শ্রীনাথ রায় ৩য় শ্রেণীর সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ পদে উন্নিত হইলেন। এচ, এস, টমসনের অবস্থিতির দিবস হইতে ইহার কার্য্য হইবে।

মালদহের চাঞ্চল এষ্টেটের ম্যানেজর এচ, আর রিলী ১ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও দণ্ডবিধি আইনের ২২৩ ধারার অপরাধ সকল বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারীগণ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন :—

আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মেহেরপুর উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ডেঃ মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী চুয়াডাঙ্গা উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

মুর্শিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু হরিচরণ ঘোষ।

প্রেরিত।

বঙ্গাঙ্গণাগণের প্রতি সম্মাননা।

আপনকার ১২ ইবৈশাখের পত্রিকায় শ্রী দত্ত বঙ্গ মহিলাদিগের নামের সহিত সম্মানসূচক দেবী শব্দ প্রয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহাতে বক্তব্য এই যে দেবী শব্দ বহুদিবস হইতে ব্রাহ্মণ কন্যাদিগের নামের সহিত প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি সকল বর্ণের স্ত্রীগণের নামের সহিত সংযোগ করিলে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। অতএব সকল বর্ণের স্ত্রীগণের জন্য একটী নূতন শব্দ নির্ণয় করা আবশ্যক। পশ্চিম দেশে মান্যা স্ত্রীগণের বাই সম্বোধন প্রচলিত আছে,কিন্তু বঙ্গ দেশে বাই শব্দে নর্ত্তকী বুঝায় অতএব ঐ শব্দেও আপত্তি হইবে। এজন্য আমি তিনটী শব্দের উল্লেখ করি যেটী উৎকৃষ্ট বোধ হয় সেইটীই ব্যবহৃত হউক “প্রাজ্ঞী”, “সাধ্বী” এবং “আর্য্যা” এই তিনটী শব্দই উত্তম বোধ হইতেছে। আর একটী প্রস্তাব করিতেছি। বঙ্গ মহিলা গণের পরিচ্ছদ ভালবটে, কিন্তু অনেক দোষ যুক্ত। আমার বিবেচনায় পশ্চিম দেশীয় ঘাঘরা, কাঁচুলি, জামা ও ওড়না ব্যবহার করা ভাল। গৃহ মধ্যে গাড়সাটী বা ধুতি পরিলে দোষ নাই, কিন্তু নিমন্ত্রণ স্থলে বা বাটীর বাহির হইতে হইলে উপরিউক্ত পরিচ্ছদ গ্রহণ করা উচিত। এবিষয়ের বিশেষ আলোচনা করুন।

জগদ্দাসস্য কস্যচিৎ
সারগ্রাহি বৈষ্ণবস্য।

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা।

গত ২৩শে চৈত্র শনিবার ডিহিমেদমল্লের হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার ৩য় সাম্বৎসরিক সভা কার্য্য মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। সেদিবস তথায় দেশীয় এবং বিদেশীয় সমাগত ব্যক্তির সংখ্যা অন্যূন ৬০০ শত হইবেক, প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত সংকীর্ত্তন, কাঙ্গালি ভোজন, পাঠ ও বক্তৃতাদি সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। সেখানে এমন একটীও লোক ছিল না যে তাহার মুখে আদৌ বিষাদ বা মলিনতার চিহ্ন সে দিন দৃষ্ট হইয়াছিল। সকলেরই মুখশ্রীআনন্দপূর্ণ। সকলেরই হৃদয় ভক্তি ও প্রেমে বিগলিত দেখিয়া দেশীয় বিদেশীয় যাবতীয় লোক পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত জগদানন্দ গোস্বামী, নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, বরিসাল নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন,কলিকাতার ও জয়নগর মজীলপুরের অপর কয়েকটী সম্ভ্রান্ত লোক, বারুইপুরের পরম ধার্ম্মিক জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় সভাতে উপস্থিত ছিলেন। ডিহি মেদনমল্য যেরূপ ক্ষুদ্রগ্রাম এবং তথায় যেরূপ কতকগুলি নিঃস্ব ব্রাহ্মণের বাস, তাহাতে তাঁহাদিগের দ্বারা এরূপ ব্যয়সাধ্য কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হওয়া আশাতীত। কিন্তু সে বিষয়ে তাহাদিগের যে রূপ যত্ন, চেষ্টা আগ্রহ ও লোকের নিকট যে রূপ বিনীতভাব তাহাতে ঐ সভা যে তাদৃশ সমৃদ্ধিশালিনী হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিছু দিন পূর্ব্বে হিন্দু ধর্ম্মের যে রূপ দুরবস্থা হইয়াছিল, আজ কালি আবার কতকগুলি স্বধর্ম্ম পরিপোষণোৎসুক মহানুভব দ্বারা তেমনি যে উহা পুনরুজ্জীবিত হইতেছে ইহা অতিশয় আশাপ্রদ! শুনিলাম সভার আয় বড় অধিক হইবেক না। কিন্তু ব্যয় যে রূপ দেখিলাম তাহা বড় অল্প বলিয়া বোধ হইল না। অন্যূন ৪০০ শত দীন, দুঃখীকে বিধিমতে আহারাদি করান হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ ভোজন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বিদায় আদায় এ বিলক্ষণ হইয়াছিল। এই দুর্ব্বৎসরে এরূপ কার্য্য প্রবৃত্ত হওয়া যথার্থ হিন্দু ধর্ম্মসম্মত। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি তথাকার সকল লোকের যত্ন ও উৎসাহ দিনং আরও বৃদ্ধি করুন

যেন তাঁহাদিগের একমাত্র যত্ন, উৎসাহ ও অধ্যবসায় দ্বারা ঐ সভা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া দেশের অশেষ মঙ্গলকর কার্য্য সম্পাদন করে। কস্যচিৎ দর্শকস্য।

বৈবাহিক সঙ্গীত।

রাগিণী আলেয়া—তাল আড়া।

নিরখি তোমার পানে, তোমার সন্তান দুজনে প্রবেশে সংসারে আজ, দেখ নাথ কৃপা নয়নে।

যথা নীর বিন্দুদ্বয়, পুষ্পদলে এক হয়, তেমনি হে প্রেমময়, মিলাও দুই হৃদয় মনে।

যে প্রেমে নাথ নিরন্তর, বিমোহিত নারীনর; বাঁধিয়াছ চরাচর, যে প্রেমের বন্ধনে।

আজ প্রভু ভাল করে, চিরজীবনের তরে, সে পবিত্র প্রেম ডোরে, বেঁধে দাও প্রাণে প্রাণে।

ভীষণ ভবকাননে, পূর্ণ বিঘ্ন প্রলোভনে, বল নাথ বল কেমনে, পশিবে দুজনে; দেখো প্রভু দেখো দেখো, পিতা হয়ে কাছে থেকো, নয়নে নয়নে রেখো, সদা যতনে।

পাপের মোহিনী মায়ায়, পথ যদি ভুলে যায়, কৃপা করে হাত ধরে, ফিরাইও সেইক্ষণে; বিষম সন্তাপানল, অন্তরে হলে প্রবল, মুছাইও আঁখি-জল, নিরুপম কৃপাগুণে।

রাগিণী মল্লার—তালআড়া।

পবিত্র প্রেমবন্ধনে, বাঁধ হে আজ দুজনে; হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রাণে প্রাণে, জীবনে।

উভয়ের প্রেমনদী, বহে যেন নিরবধি, সুখেতে অনন্তকাল, তব প্রেমসিন্ধু পানে।

তুমি সিদ্ধিদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা, শুভকর্ম্ম সম্পাদন কর আশীর্ব্বাদ দানে; এই নব দম্পতিরে, রাখ দাস দাসী করে, চিরজীবনের মত তোমার শ্রীচরণে।

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি।

বাবু রাজকুমার আচার্য্য—দক্ষিণ বারাসত ইংরাজী স্কুলের বিষয়ে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন, সোমপ্রকাশের এক খানি প্রেরিত পত্রের প্রতিবাদ করা তাহার উদ্দেশ্য। এই পত্রখানি সোম প্রকাশে পাঠাইলেই ভাল হয়, আমরা এই বিদ্যালয়ের স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেক গুলি লেখা পাইয়াছি, কিন্তু কোন্ পক্ষ ঠিক্ না জানাতে কোন পত্র প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহি।

জয়নগর মজিলপুর। মিউনিসিপালিটী টাক্স বৃদ্ধি করাতে তদ্বিরুদ্ধে উক্ত দুই স্থানে হইতেই কয়েকখানি প্রেরিত পত্র আসিয়াছে। আমরা এ সম্বন্ধে যাহা লিখিবার লিখিয়াছি এবং সবিশেষ জানিতে পারিলে পরে লিখিব। দীর্ঘ দীর্ঘ পত্র দ্বারা কাহার অপ্রস্তুত প্রশংসা বা নিন্দা লিখিলে আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারিনা।

বাবু উমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত বরাহনগর—তত্রত্য ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ মজুমদার এল, এম, এসের চিকিৎসা নৈপুণ্য ও দরিদ্রদিগের প্রতি অসাধারণ যত্ন ও স্নেহ বর্ণন করিয়াছেন, মহেন্দ্র বাবু এ প্রকারে কার্য্য করিলে সাধারণের প্রশংসাভাজন হইবেন ও মহৎ পুণ্যলাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

এক জন হিন্দু বরাহনগর—বরাহনগর আর্য্য-ধর্ম্ম প্রকাশিনী সভার উন্নতি হইতেছে না বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন। সকলে সাত্বিক ভাবে মিলিত হইয়া যত্ন করুন, শুভ উদ্দেশ্য অবশ্য সফল হইবে।

বিজ্ঞাপন।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ ভট্টাচার্য্য	কটক	৩॥০
,, রামচন্দ্র ঘোষ	চড়ক পাড়া	৭
,, নবীনচন্দ্র বসু	সিয়াল দহ	৩
,- ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ	বক্সার	৭॥০
,, বীরজাপ্রসাদ আদিত্য	শ্রীহট্ট	৪।৵০
,, মুন্সী টাসাডক হোসেন	ঠাকুর গা	৭॥০
,, মহারাণী স্বর্ণময়ী	কাশিম বাজার	৭॥০
,, মহিমচন্দ্র রায়	নওগাঁ আসাম।	২
,, হরিবংশ বসু	বেলিনী	৫
,, চণ্ডীচরণ দত্ত	ষষ্ঠীতলা	২
,, শ্যামাচরণ ঘোষ	ভবানীপুর	২
,, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	ভবানীপুর	২॥০
,, দীননাথ চক্রবর্ত্তী	মুঙ্গের	৬॥০
,, মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়	কালেক্টরি	৭॥০
,, হরগোবিন্দ চৌধুরি	রাজাস লেন	৩
,, উপেন্দ্রনাথ বসু	পটল ডাঙ্গা	৬
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস	বহুবাজার	৬
,, গোপালচন্দ্র মল্লিক	সিন্দুরিয়া পটী	৩
,, সন্তোষকুমার হালদার	ছোট নাগপুর	৭॥
,, তারিণীচরণ রায়	সিমলা	৩॥০
,, রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরি	বারুই পুর	৩॥০
,, ললিতমোহন সিংহ	শিবপুর	৭

আসাম দর্পণ।

আসামী ভাষা শিক্ষার সুযোগ। বৈশাখ মাস অবধি "আসাম দর্পণ" নামে আসামী ভাষায় একখানি মাসিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা আসামের অবস্থা জানিতে, এদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে, অথবা অন্য কোন কারণে আসামী ভাষা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই পত্র খানি বড় উপযোগী হইবে। বাঙ্গালি মহাশয়গণ এই পত্র পাঠে অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে আসামী ভাষা শিখিতে পারিবেন। আসামী বর্ণমালা বাঙ্গালা বর্ণমালার প্রায় সদৃশ। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸০ অগ্রিম মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্র প্রেরিত হইবে না। গ্রহণাভিলাষিগণ আমার নিকটে মূল্য পাঠাইবেন।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস
আসাম দর্পণের কার্য্যাধ্যক্ষ।
বিশ্বনাথ আসাম।

মফঃসল এজেন্সি।

জ্ঞাত করিতেছি যে আমরা বিদেশীয় ভদ্র লোক গণের সুবিধার জন্য উপরোক্ত নামে একটি কার্য্যালয় স্থাপন করিলাম, নিম্ন লিখিত নিয়মানুযায়িক কার্য্য করিব।

১। পুস্তক ষ্টেসনারি ইত্যাদি বাজার দরে সরবরাহ করিব, ইহার কমিসন শতকরা পাঁচটাকা আমাদের এজেন্সির হিসাবে লইব। কেবল আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের কমিসন লইব না।

২। কাপড়ের থান, এবং অন্যান্য বিলাতি কাপড় হাউসের দরে পাইবেন কমিসন ৪ টাকা কি অল্পপরিমাণে হইলে এখানকার বাজার দরে পাইবেন।

কলিকাতা চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট নং ৮০ } শ্রীগোবিন্দচন্দ্রঘোষ এণ্ড কো বুকসেলার, পবলিসার, টাইপ ফাউণ্ডার, এবং মফঃসল এজেন্সির ম্যানেজার।

গ্রাহকগণের প্রতি।

যাঁহাদিগের ভারত সংস্কারকের অগ্রিম মূল্য শেষ হইয়াছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১২৮১ সালের অগ্রিম মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

ভারত সংস্কারের অধ্যক্ষ।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক … …	৬৲ টাকা	৭৷৹
" ষাণ্মাসিক … …	৩৷৷৹ "	৪।৹
" ত্রৈমাসিক … …	২৲ "	২।৵০
মাসিক …	৸৹	৸/৹
প্রতি সংখ্যা … …	।৹	

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

২য়, ভাগ ৬ষ্ঠ সংখ্যা | বঙ্গাব্দ ১২৮১—৯ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। ১৮৭৪—২১শে মে | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭।০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

১৩ ই মে দিবসীয় টেলিগ্রামে অবগত হওয়াগেল, গত সোমবার সারজর্জ ক্যাম্বেল লণ্ডন নগরে পৌছিয়াছেন এবং মার্কুইস অব সালিসবরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

---

২৬ মে অবধি শুক্রবারের পরিবর্ত্তে প্রতি মঙ্গলবার বিলাতে মেইল যাইবে।

ভারত সংস্কারক।

বঙ্গদেশের জমীদার দিগের অবৈধ কর সংগ্রহ।

দশসালা বন্দোবস্ত দ্বারা ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট জমীদার নামক একটী নূতন ভূম্যধিকারী শ্রেণীর সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্য রাজস্বের দায়ী করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে সাধারণ কৃষক প্রজাবর্গকে সমর্পণ করেন। এই বন্দোবস্ত দ্বারা আমাদিগের রাজ পুরুষেরা স্বার্থসাধন যতদূর লক্ষ্যস্থলে রাখিয়াছিলেন, প্রজাদিগের হিত যে ততদূর অন্বেষণ করেন নাই ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহাদিগের নিজের প্রাপ্য টাকা সংগ্রহ পক্ষে তাঁহারা নিশ্চিন্ত রহিলেন, নির্দ্দিষ্ট দিবসে রাজস্ব না পাইলে জমীদারী বিক্রয় করিয়া লইবেন, ব্যবস্থা করিলেন; এই কারণে জমীদারদিগকে ভূমির যথার্থ প্রভু করিয়া দিতে হইল। যাহাহউক জমীদারদিগের হস্তে অসীম ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া তাহার পরিণাম চিন্তা গবর্ণমেণ্ট যে কিছুমাত্র করেন নাই, তাহা বলা যায় না। জমীদারদিগের দ্বারা প্রজাদিগের উপরে অনেক অ ।চার হইতে পারে, তাঁহারা এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য ।দারদিগের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্ব অনেক কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু সকলের অধিকাংশ ধর্ম্মের কাহিনী র, যাঁহারা পরকালের ভয় রাখেন রাইগুনিতে পারেন। বন্দোবস্ত । হইয়া লে যখন জমীদারগণ দিগের সহিত সম্বন্ধবন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহারা কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিবেন, তাহার পরিচয় দিতে ক্রুটী করিলেন না। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মোপদেশ পশ্চাদ্দেশে ফেলিয়া রাখিয়া আপনাদিগের লাভাঙ্ক গণনা করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোথায় ২০ কাঠা স্থানে ১৮ কাঠায় বিঘা করিয়া জমী বিলী করিতে লাগিলেন, কোথায় ইচ্ছামত রাজস্ব নিরূপণ করিযা প্রজাপত্তন করিতে লালিলেন, কোথায় চাঁদা মাথট প্রভৃতি ঊনকোটী প্রকার আবওয়াব স্থাপন করিলেন, কোথায় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টান্তের অনুসরণপূর্ব্বক পত্তনী দরপত্তনী দিয়া রাইয়তদিগের সহিত নিঃসম্বন্ধ হইয়া আপনাপন লাভাঙ্ক স্থিত করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে লালিলেন। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ছিল, নিজে পারিলেন না, কিন্তু জমীদারগণ তাঁহাদিগের স্থানীয় হইয়া প্রজাগণকে সন্তান জ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে তাহারদিগের কল্যান ও উন্নতিসাধন করিবেন, কিন্তু কলে তাহার বিপরীত হইল। ইহাতে আমরা কেবল জমীদারদিগের প্রতিই দোষারোপ করিতে পারি না, গবর্ণমেণ্টও দোষের অংশভাগী। যাহা হউক জমীদার ও প্রজার স্বার্থে যখন ক্রমাগত বিরোধ হইতে লাগিল এবং প্রবল পক্ষ দুর্ব্বলের উপর জয় লাভ করিয়া নানাবিধ পীড়ন করিতে লাগিলেন, তখন গবর্ণমেণ্ট আপনার পূর্ব্ব ক্রুটি সংশোধনার্থ বিবিধ আইন প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশে

ও লাভের হানিকর হইয়াছে, এখন তাঁহারা বুঝিতেছেন এবং সময়ে সময়ে ইহার বিলোপ সাধনার্থ নানা চেষ্টাও করিয়া থাকেন। প্রজাদিগের নিকট নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব ভিন্ন অন্যান্য প্রকার কর আদায় করা এ দেশীয় একটী চিরাগত প্রথা এবং দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে তাহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। পূর্ব্বকালে প্রজারা রাজাকে ভূমির উপস্বত্বের অষ্টমাংশ বা ষষ্ঠাংশ দান করিতেন বটে কিন্তু অন্যান্য হিসাবে যাহা দিতে হইত, তাহাতে উপস্বত্বের প্রায় তৃতীয়াংশ বা অর্দ্ধেক রাজকোষ জাত হইত। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আইন মতে ভূমির রাজস্বই কেবল বৈধকর, তদ্ভিন্ন সকল প্রকার কর অবৈধ। তাঁহারা এই অবৈধ কর গ্রহণে জমীদারদিগকে নিবারণ করিয়াছেন, এবং প্রজারা তাহা দিতে বাধ্য নহে বলিয়া আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু জমিদারদিগের হস্তে রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দিয়া প্রজাদিগকে তাহাদিগের করতলস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রজারা এক কালে ১০. টাকা আহ্লাদ পূর্ব্বক জমীদারকে অর্পন করিবে, কিন্তু নিয়মিত করের উপরে ১, টাকা দিতে সম্মত হইবে না। এই কারণে গবর্ণমেণ্টের অননুমোদন সত্বেও জমীদার ও রাইয়তগণ আপনাপন সুবিধা সম্পাদনার্থ এই অবৈধ কর প্রচলিত রাখিয়াছেন। জমীদারগণ আপনাদিগের লাভের যে পথ পাইলেন, তাহা যতদূর সাধ্য প্রসারিত না করিবেন কেন? এই জন্য তাহারা অবৈধ করের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া প্রজাদিগকে উত্যক্ত ও অবৈধ করিয়া তুলিলেন, সুতরাং তাঁহারা রাজ দ্বারস্থ ও বিচার প্রার্থী হইতে বাধিত হইল। জমীদারদিগের এই অত্যাচার এবং প্রজাদিগের এই বিরক্তি ভাব অল্পদিন হইল গুরুতর আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। সার জর্জ ক্যাম্বেল প্রজাবন্ধু বলিয়া আপনাকে

ঘোরতর আন্দোলন হয়। তিনি অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারেন, প্রেসিডেন্সী বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক অবৈধ কর সংগৃহীত হয়। এক ২৪ পরগণা জেলা হইতে তিনি ২৭ প্রকারে অবৈধ করের বিবরণ পানঃ—

(১) ডাক খরচা—জমীদারী ডাক ট্যাক্স তুলিবার জন্য প্রজার রাজস্বের ফি টাকায় ১৫পয়সাগ্রহণ।
(২) চাঁদা, ভিক্ষা বা মাঙ্গন—জমীদারের ঋণ পরিশোধার্থ ইহা সংগৃহীত হয়।
(৩) পার্ব্বণী—জমীদারের বাটীতে পূজাদি উপলক্ষে টাকায় অনধিক /০ আনা।
(৪) তহরিরান—আখিরী হিসাবের পাওনা।
(৫) বেগার খাটুনী।
(৬) মাড়চা বা প্রজাদের বিবাহোপলক্ষে কর।
(৭) বাণ সেলামী—রস গুড় তৈয়ার জন্য।
(৮) সেলামী—পাট্টা কবুলতী প্রভৃতি বদলাইবার সময় দেওয়া হয়।
(৯) খারিজ দাখীল—জমীদারী খাতার প্রজার নাম খারিজ করিবার সময় টাকায় সিকি খরচা।
(১০) জমীদারের বাটীতে ক্রিয়োপলক্ষে চাউল, মৎস্য প্রভৃতির তোলা।
(১১) বাঁট্টা—সিক্কা টাকা কোম্পানীর টাকায় পরিবর্ত্ত,বা কোম্পানির টাকা কমী বলিয়ালওয়া।
(১২) জরিমানা—যখন জমীদার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবাদ মীমাংসা করেন।
(১৩) পুলিস খরচা—পুলিসের লোক কোন অপরাধাদির তদারক করিতে আসিলে লওয়া হয়।
(১৪) জন্মযাত্রা, রাসযাত্রা—বিশেষ উৎসব।
(১৫) বারবরদারী খরচা—মহল ইজারা লইবার ব্যয়।
(১৬) ইনকম টাক্স—জমীদারের ইনকম টাক্স আদায় জন্য।
(১৭) ডাক্তর ফি—কোন কোন জমীদার গবর্ণমেণ্টকে দিবার জন্য।
(১৮) তাঁতকর—প্রত্যেক তাঁতীর প্রতি ।০আনা।
(১৯) ধাই মহল—ধাত্রী ব্যবসায়ীর উপর।
(২০) আনচোরা সেলামী—বেআইনীলবন তৈয়ার জন্য।
(২১) হাল ভঙ্গন—প্রত্যেক বৎসর মাটীতে নূতন হাল দিবার সময়।
(২২) মাপুরী জমা—নাপিত ব্যবসায়ীর উপর।
(২৩) শাসন জমা—মুচীদের ভাগাড়ে গরুর চামড়া লইবার জন্য।
(২৪) পুণ্যা খরচা।
(২৫) বাস্তু পূজা খরচা—পৌষ সংক্রান্তিতে বাস্তু পুরুষের পূজার চাঁদা।
(২৬) রসদ খরচা—কোন রাজপুরুষ জমীদারীতে ভ্রমণ করিতে গেলে যে ব্যয় হয় তাহা আদায়।
(২৭) নজরানা—জমীদার জমীদারী দর্শন করিতে আসিলে নজর দেওয়া।

অন্যান্য বিভাগে ইহার কোন কোন বিষয়ের ন্যূনাধিক্য হইতে পারে। কিন্তু কেবল জমীদারের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেই প্রজাদিগের নিস্তার নাই। জমীদারের অধীনে নায়েব, নায়েবের অধীনে গোমস্তা এবং গোমস্তার অধীনে পেয়াদা থাকে, তাহারা প্রত্যেকেও কোন না কোন প্রকার আবওয়াব আদায় করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অনেক জমীদার হাট ও বাজার প্রভৃতির ক্ষতি পূরণ স্বরূপ গবর্ণমেণ্টের নিকট বৃত্তি পান। ইতি পূর্ব্বে জমীদারদিগের হস্তে পুলিসের ভার ছিল, তাঁহারা প্রজাদিগের রক্ষার্থ অতিরিক্ত কর গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু এখন গবর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপালিটী সে ভার গ্রহণ করিয়া জমীদারদিগকে দায় মুক্ত করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা প্রজাদিগের রুধির শোষণ পূর্ব্বক আয় বৃদ্ধির পন্থা পরিত্যাগ করেন নাই। সার জর্জ ক্যাম্বেল এই সকল কারণে জমীদারদিগের শোণিত-পায়ী ব্যাঘ্র বলিয়া নিন্দা করেন এবং দুর্ব্বল প্রজাগণকে তাহাদিগের করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা পান।

দুর্ব্বল প্রজাদিগের সাহায্যার্থ ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের এই রূপ উৎসাহ দেখিয়া আমরা অনেক আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার অনেক কার্য্যের ন্যায় ইহাও 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার কার্য্যের ফল দেখিয়া বোধ হয় তিনি যাহাদিগের প্রতি বন্ধুতা করিতে গিয়াছিলেন,অজ্ঞাতসারে তাহাদিগের প্রতি শত্রুতা সাধন করিয়াছেন। জমীদারেরা পূর্ব্বে ভয় করিয়া যে কর আদায় করিতেন, এখন তাহাতে নির্ভয় হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাদ্বারা অবৈধ করকে এক প্রকার বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রজাদিগকে লুব্ধ আশ্বাস দিয়া জমীদারের বিদ্রোহী করিয়া তুলিলেন। পাবনার প্রজা বিপ্লব ইহার একটী স্মরণীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ; কিন্তু শেষে তিনি পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন, হতভাগ্য প্রজাগণকে জমীদারদিগের ক্রোধ-খর্পরে পড়িতে হইল। ক্যাম্বেল সাহেব তাঁহার গত শাসন রিপোর্টে অবৈধ কর সংগ্রহ বিষয়ে এই প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেনঃ—

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে এই সকল অত্যাচার (হাট প্রভৃতির তোলা) নির্ম্মূলনে অসমর্থ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল অসম্পূর্ণ ও মরীচাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার পুরাতন নিয়ম সকলের অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থ নূতন ব্যবস্থাপনের সাহায্য আবশ্যক। রাজস্ব ভিন্ন অন্যান্য কর বিষয়ে কঠোর রূপে হস্তার্পণ করিলে বঙ্গদেশে সাধারণের মঙ্গল হইবে কি না, সে বিষয়ে তাঁহার নিজেরই সন্দেহ আছে এবং জমীদার ও রাইয়তদিগের পরস্পর সম্বন্ধ সমুদায় বিচার করিয়া পুনঃ সংশোধন না করিলে শ্রেয়স্কর ফল লাভ হইতে পারে না।"

তিনি আর ও বলেন,

"এই আবওয়াব সকল চিরাগত প্রথা বলিয়া রাইয়তেরা দিয়া থাকে, ইহা প্রদান করা অপেক্ষা অস্বীকার করাতে অধিক গোলযোগ। এ সকল অবৈধ চিরকালই থাকিবে, কিন্তু গুরুতর ঘটনা ভিন্ন সামান্যতঃ এ সকল বিষয়ে হস্তার্পণ না করাই ভাল। লোকেরা সুশিক্ষিত হইলে আপনাদিগের অধিকার আপনারা বুঝিয়া লইবে।"

"লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের বিবেচনায় এক্ষণে মাজিষ্ট্রেট কলেক্টরেরা গুরুতর পীড়নস্থলে হস্তক্ষেপ করিলেই যথেষ্ট। অবৈধ কর সংগ্রহ জন্য যেখানে কোন জমীদার বল প্রকাশ করিবেন, সেখানে মাজিষ্ট্রেট 'পীড়ন' বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার বিচার করিবেন এবং যেখানে স্থানীয় প্রথানুমোদিত ভিন্ন অন্যবিধ কর সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন, সেখানে তাহার অনুসন্ধান করা হইবে, রাইয়তদিগের অধিকার বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং বিহিত ও উপযুক্ত সমুদায় উপায়ে অত্যাচার নিবারণ করিতে হইবে। রথ্যাকর সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী প্রচার দ্বারা লোকসকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে যে এই একটী কর ভিন্ন আর সকল কর অবৈধ এবং আইনমত সংগৃহীত হইতে পারে না।"

গবর্ণমেণ্টের এই রূপ শাসনদ্বারা অবৈধ কর সংগ্রহ কতদূর নিবারিত হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। লাভের মধ্যে ইহাদ্বারা জমীদার ও প্রজাদিগের পরস্পর সম্বন্ধকে তিক্ত ও তাহাদিগের অসুখের কারণ করিয়া দেওয়া হইল। গবর্ণমেণ্ট যদি এ বিষয়ের একটী চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে চান জমীদার ও প্রজা উভয়ের সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া দিন, উভয়ের স্বার্থ যাহাতে রক্ষা পায় এবং আক্ষেপের কারণ না থাকে এমত ব্যবস্থা সংস্থাপন করুন। পক্ষপাতী ও ক্ষণিক উত্তেজনা পরবশ হইয়া যে বিধান করিবেন,তাহারা কখন স্থায়ী মঙ্গল লাভ হইতে পারে না।

নূতন ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইন।

সার জর্জ ক্যাম্বেল তাহার শাক্ত ধর্ম্মানুরাগ প্রদর্শনার্থ যত কার্য্য করেন, তন্মধ্যে ফৌজদারী কার্য্য-বিধি আইনের সহকারিতা একটী প্রধান কার্য্য। এই আইন অনুসারে জেলার মাজিষ্ট্রেট

দিগের ক্ষমতা অসীম করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নিম্নতম কর্ম্মচারিদিগের ক্ষমতার ন্যূনাধিক্য করিতে পারেন, একজনের হস্তের মোকর্দ্দমা হস্তান্তর করিতে পারেন, অথবা ইচ্ছা করিলে আপনাদিগের উচ্চতর ক্ষমতা বলে নিজে অথবা বেঞ্চ-মাজিষ্ট্রেট দ্বারা কোন মোকর্দ্দমার নিস্পত্তি করিতে পারেন। ইহাতে আরো সরাসরি বা সংক্ষেপ বিচারের যে বিধি হইয়াছে, তাহা অশেষ অনিষ্টকর। ইহাতে আর একটী বিরক্তিকর বিধান হইয়াছে, কোন অপরাধী নির্দ্দোষী বলিয়া দণ্ডমুক্ত হইলেও তাহার বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে এবং নিম্নতর আদালত লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাকিলে উচ্চতর আদালত গুরুতর দণ্ড বিধান করিতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেটদিগকে যেমন যথেচ্ছাচারী হইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট নিজেও কোন কোন বিষয়ে সেই সুযোগ গ্রহণে বিস্মৃত হন নাই।

এই আইনের বিরুদ্ধে দেশীয় সকল সংবাদ পত্র তার-স্বরে চীৎকার করিলেও গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন না এবং প্রায় দুই বৎসর হইল ইহা বিধিবদ্ধ করিয়া প্রচলিত করেন। যাহা হউক এ আইনটী যে সদোষ এবং শীঘ্র ইহার সংশোধনের যে আবশ্যকতা হইবে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই অনুমিত হইয়াছিল। কিছু দিন হইল মান্যবর হবহাউস এই আইনের সংশোধনার্থ একটী বিল প্রস্তুত করেন। গত সপ্তাহের মঙ্গলবারে এই বিল মঞ্জুর হইয়াগিয়াছে। এই সংশোধিত বিল দ্বারা ফৌজদারী কার্য্য বিধির কতকগুলি দোষ সংশোধিত হইয়াছে তজ্জন্য আমরা হবহাউস সাহেবকে ধন্যবাদ করি। ইহা দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, আপীলে দণ্ডের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইবে না, কোন অপরাধী দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইলে তদ্বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে আপীল করিবার ক্ষমতা ছয়মাসে সীমাবদ্ধ থাকিবে, জুরির রায়ের সহিত সেসন জজের অনৈক্য হইলে হাইকোর্ট বিষয় বিবেচনায় অব্যাহতি বা দণ্ডাজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন, কিন্তু সংশোধিত বিলের মধ্যে অনেক দূষ্য বিষয় রহিয়া গিয়াছে। (১) মাজিষ্ট্রেটদিগের অসীম ক্ষমতা। এখন এক এক মাজিষ্ট্রেট এক এক বিভাগের অধীশ্বর বলিলে হয়। কেবল ফৌজদারী বিষয় নয়, রাজস্ব, পুলিস, মিউনিসিপালিটী, শিক্ষা—বিভাগ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অধীনস্থ। এই রূপ ক্ষমতা একাধারে নিবিষ্ট হইলে অনেক দোষ উৎপাদন করে, ব্যস্ততা, অসতর্কতা, অবিমৃষ্যকারিতা ও প্রভুত্বাভিমান হইতে অল্পলোকে নির্মুক্ত থাকিতে পারেন। অধিকাংশ ব্যক্তির ক্ষমতার উপর উপযুক্ত শাসন না থাকিলে যথেচ্ছাচার ও অত্যাচার নিবারণ হওয়া অসম্ভব। সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে যাহা হউক, মফঃস্বলে ইহা যে সমূহ অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। দেশীয় কর্ম্মচারীরা একে উচ্চতর প্রভুদিগের ভয়ে ভীত, তাহাতে তাঁহাদিগের ক্ষমতা অসীম জানিলে জীবন্মৃত হইয়া থাকিবে।

(২) সরাসরী বিচার। ইহাতে প্রমাণ সকল রীতিপূর্ব্বক গৃহীত ও লিখিত না হওয়াতে বিচারকর্ত্তার স্বেচ্ছাচারের দ্বার উন্মুক্ত থাকে এবং তদ্দ্বারা অনেক প্রকার অন্যায়াচরণ হওয়া সম্ভব।

(৩) নিম্ন আদালতের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর। ২৪৯ ধারার পরিবর্ত্তে এই রূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, দায়রা বা হাইকোর্টে বিচারার্থ মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক কোন মোকর্দ্দমা সমর্পিত হইলে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে, শেষোক্ত আদালতদ্বয় বিবেচনামতে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া বিচার করিতে পারেন। এরূপ সুবিধা পাইলে দায়রা জজদিগের আলস্য প্রবলতা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ পুলিসের প্রভাবে বা অন্যকারণে নিম্নতর আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের কোন দোষ ঘটিয়া থাকিলে দায়রাতে তাহা সংশোধিত হয়, কিন্তু এস্থলে তাহার আর কোন পথ থাকিতেছে না।

৪। তৃতীয় জজের মতে বিচার মীমাংসা। ২৭১ (বি) ধারাতে আছে, আপীল শ্রবণ, আইন ঘটিত প্রশ্নের উত্তর দান বা কোন মোকর্দ্দমার পুনরালোচনার্থ যে জজেরা কার্য্য করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মত ভেদ হইলে অপর একজন জজের নিকটে সেই ভিন্ন ভিন্ন মত অর্পিত হইবে এবং তাঁহারই মীমাংসা চূড়ান্ত হইবে। এস্থলে তৃতীয় জজ উভয়ের মত উপেক্ষা করিয়া নিজের মতে যদি একটী নূতন রায় দেন, তাহাতেও অন্যায় বিচার হইবার সম্ভাবনা। উভয়ের অন্যতরের সহিত তাহার মতের ঐক্য করিয়া যদি সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলেই সুবিচার হয়।

৫। সংশোধিত বিলের ৬৪ ধারাতে আছে, গবর্ণর-জেনারল ইচ্ছা করিলে মোকর্দ্দমার সুবিচারার্থ এক হাইকোর্ট হইতে অপর হাইকোর্ট অথবা এক হাইকোর্টের অধীনস্থ কোন আদালত হইতে অন্য হাইকোর্টের অধীনস্থ তুল্য আদালতে তাহা সমর্পণ করিতে পারেন। হাইকোর্টের ন্যায় বিচারের উপর এরূপ সন্দেহ এবং উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণের উপর গবর্ণমেণ্টের এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ শুভকর নহে। অর্থী প্রত্যর্থীদিগের সুবিধার্থ অথবা সূক্ষ্মবিচারের সাহায্যার্থ

মোকর্দ্দমা স্থানান্তরিত করিবার ক্ষমতা হাইকোর্টের হস্তে অর্পিত থাকিলেই সর্ব্বতোভাবে কল্যাণকর হইতে পারে।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা প্রণয়ন কালে একটী প্রমাদ গ্রস্ত হন এবং তর্জ্জন্য আইন সকল যতদূর নির্দ্দোষ হওয়া উচিত হইয়া উঠে না। গবর্ণমেণ্ট কোন নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিবার সময় প্রায়ই অযথা ব্যস্ততা প্রকাশ করেন এবং তাহার সপক্ষে বিপক্ষে সাধারণের কি বলিবার আছে তাহা শুনিতে চাহেন না। এই সংশোধিত বিলের উপর আপত্তি করিয়া ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন একখানি আবেদন করেন কিন্তু অসাময়িক বলিয়া তাহা গ্রাহ্য হইল না। এ সম্বন্ধে সংবাদপত্র সকলের অভিপ্রায়সকলও যে যথাযোগ্য বিবেচনা স্থলে গৃহীত হইয়াছে বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্টের এই প্রাচীন উপদেশটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য ঃ—

"সুবিচার্য্য যৎকৃতং সুদীর্ঘ কালেঽপিন
যাতি বিক্রিয়াং।"

ভাল রূপে বিবেচনা করিয়া যে কার্য্য কৃত হয়, দীর্ঘ কালেও তাহার পরিবর্ত্তন হয় না। বিবেচনার অভাব থাকিলে একবার যাহা কৃত হইবে, পুনঃ পুনঃ তাহার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতে হইবে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কেবল পুনঃ পুনঃ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, ইহা নহে, তাঁহাদের চপলতা দেখিয়া তৎপ্রতি লোকের আস্থার হ্রাস হয় এবং দুই চারি জনের বিবেচনার দোষে অসংখ্য লোককে পুনঃ পুনঃ অনর্থক ক্লেশ ভাগী হইতে হয়।

বিজিত ও জেতৃ জাতির সম্মিলন।

ইংরেজ ও দেশীয় ভদ্র লোকদিগের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রণয় বৃদ্ধি হয় ইহা অনেকে ইচ্ছা করেন। কোন কোন দেশীয় সংবাদ পত্র ইহার অভাব জন্য সময়ে সময়ে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। প্রকাশ্য সভাতে কখন২ এবিষয় লইয়া বক্তৃতাও শুনা যায়। কিন্তু এপর্য্যন্ত উভয় জাতির মধ্যে বাস্তবিক কি সম্মিলন ও সদ্ভাব বৃদ্ধি হইয়াছে সংবাদ পত্রে এ সম্বন্ধে যতই কেন চীৎকার করা হউক না এবং প্রকাশ্য সভাতে যাহা কেন বলা হউক না, আমরা কার্য্যে যাহা দেখিতেছি তাহা ত সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হয় না। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যে রূপ অবস্থা ছিল, এক্ষণে তাহাই দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক বিজিত ও জেতৃ জাতির মধ্যে সম্মিলন ও বন্ধুতা সঞ্চার হওয়া যার পর নাই দুরূহ ব্যাপার। ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "ইংরেজ ও দেশীয়দিগের মধ্যে প্রণয় ও সদ্ভাব সঞ্চার এত কঠিন ব্যাপার কেন" ইহা সহজেই বুঝা যায়। পরস্পর দুই জাতির মধ্যে ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার ও ভাষা সম্বন্ধে যে পরিমাণে ভিন্নতা থাকিবে, তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব সঞ্চারও সেই পরিমাণে কঠিন ব্যাপার হইবে। ইংরেজ ও দেশীয়দের মধ্যে উক্ত সমস্ত বিষয়েই যার পর নাই প্রভেদ। অহঙ্কার, সম্মিলনের পথে আর একটী প্রধান অন্তরায়; সাহেবেরা জেতৃ জাতি, তাহাতে আবার তাঁহারা সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরূঢ়। সুতরাং তাঁহারা যদি আমাদের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া বন্ধু ভাবে সম্মিলিত হইতে সঙ্কুচিত হন, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যদি সকল অভিমান পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সহিত সমভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন তাহাতে তাঁহাদের মহত্বই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু তাঁহারা সভ্যতা ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে যতই কেন অহঙ্কার করুন না, এবিষয়ে আমাদিগকে উদারতার কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। যে পদতলে পড়িয়া থাকে, তাহাকে দলন করায় গৌরব কি? যিনি ভাই বলিয়া সে প্রকার হতভাগ্য সহায়হীন ব্যক্তির হস্ত ধারণ করিতে পারেন তাঁহারই প্রকৃত মহত্ব প্রকাশ পায়। সভ্যতার উচ্চতর সোপানারূঢ় ঈশা-শিষ্যগণ সে রূপ ঔদার্য্য ও মহত্ব প্রদর্শনে অনিচ্ছুক ইহাই আক্ষেপের বিষয়। স্বার্থ বিরোধ উভয় জাতির সম্মিলন সম্বন্ধে আর একটি অতি গুরুতর প্রতিবন্ধক। আমাদের লাভে তাঁহাদের ক্ষতি, তাঁহাদের ক্ষতিতে আমাদের লাভ, যে স্থলে পরস্পরের এ প্রকার অস্বাভাবিক সম্বন্ধ সে স্থলে সদ্ভাব বৃদ্ধি যে সুদূর-পরাহত তাহা সহজেই বুঝা যায়। চিহ্নিত ও অচিহ্নিত কর্ম্মচারীরূপে যত সংখ্যক দেশীয় লোক নিযুক্ত হইবেন, ততগুলি ইউরোপীয় সেই সকল পদ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন; এবং যত অধিক সংখ্যায় ইউরোপীয়দিগের নিয়োগ হইবে, ততগুলি দেশীয়কে বঞ্চিত করিতে হইবে। হাইকোর্টের বিচারাসন হইতে নিম্নতম পদ সকল পর্য্যন্তেও ঐ এক কথা। বিচার, পুলিস, পবলিক্‌ওয়ার্ক, ও শিক্ষা, সকল বিভাগ সম্বন্ধেই উহা সম্পূর্ণ সত্য। এতদ্ভিন্ন স্বাধীন ব্যবসায়ের পক্ষেও একথা খাটে। এদেশীয় লোক যে পরিমাণে দেশীয় ও বিদেশীয় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবে, সেই পরিমাণে ইউরোপীয় বণিকদিগের ক্ষতি; যতই বিলাতি সামগ্রী সকলের আমদানি হইতেছে, ততই আমাদের দেশীয় শিল্পের সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে দেখিয়া কোন্ স্বদেশ-প্রেমীর হৃদয় না ব্যথিত হয়? বোম্বাই বাসীগণ বিলাত হইতে কল আনাইয়া বস্ত্র প্রস্তুত করাতে এক্ষণে সেখানকার বাজারে বিলাতি কাপড়

প্রায় আর বিক্রয় হয় না; সুতরাং মাঞ্চেষ্টরের বনিকগণের ঈর্ষা ও ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আমাদের ক্ষতিতে তাঁহাদের লাভ ও তাঁহাদের লাভে আমাদের ক্ষতি একথা কেনা স্বীকার করিবেন? সুতরাং সম্মিলন ও সদ্ভাব কেমন সহজসাধ্য তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। মুসলমান রাজশাসনের যাহাই কেন দোষ থাকুক না, তাঁহারা আমাদের স্বদেশবাসী ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সহিত এত স্বার্থ বিরোধছিল না। সুরেন্দ্র বাবু সিবিল সার্ব্বিস হইতে দূরীকৃত হইলেন, অমনি উন্নত সভ্যতাভিমানী সাহেবদিগের আনন্দ আর ধরিল না। পাইওনিয়র, ডেলিনিউস প্রভৃতি ইংরেজী পত্র সকল অমনি গায়ের ঝাল ঝাড়িতে আরম্ভ করিলেন। কতকগুলি মিসনরি কেবল আমাদের সহিত সম্মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যে উদ্দেশ্যে তাঁহারা এদেশে আছেন, তাহাতে আমাদের সহিত সদ্ভাব সম্বর্দ্ধন ব্যতীত অন্য উপায় নাই। একাল পর্য্যন্ত তাঁহারা আমাদের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। নীলোপদ্রব নিরাকরণ কার্য্যে দুঃখী প্রজাদের জন্য তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহা আমরা কখন ভুলিতে পারি না।

এক্ষণে ইউরোপীয় গণের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, তাঁহারা আমাদের প্রতি একটু কৃপা দৃষ্টিতে দেখেন, আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল, দুঃখী, ও হতভাগ্য জাতি। আমাদের জন্য তাঁহারা যত টুকু উদারতা দেখাইবেন, তাহাতেই তাঁহাদের গৌরব ও মহত্ব আমাদের মত দুস্থ জাতির উপর অভদ্র ব্যবহার করিলে, যে ধর্ম্ম ও সভ্যতার তাঁহারা দোহাই দেন তাহাতেই কলঙ্ক আরোপ করা হইবে। এদেশীয় লোককে সন্তুষ্ট রাখা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন কার্য্য নহে। এক জন দেশীয় কোন সাহেব লোককে সেলাম করিলে সাহেব যদি হাস্য মুখে একটু ভাল করিয়া সেলাম করেন, তাহা হইলে দেশীয় ব্যক্তি কতই কৃতজ্ঞ হন,—সাহেবের ভদ্রতা দেখিয়া কত প্রশংসা করেন। আমরা তাঁহাদের অতি সামান্য দানকেই যথেষ্ট মনে করি, সেটুকু দিতেও সঙ্কুচিত হইলে নিতান্ত সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

সমাজসংস্কার।

গতবারে বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছি তাহার পর ইহার দুর্নীতি সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিবার আছে, অতএব অন্য বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এবারেও আমরা বিদ্যালয় সম্পর্কীয় কএকটী বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই একটী অতি অস্বাভাবিক কুৎসিৎ দুর্নীতি প্রচলিত রহিয়াছে, যাহাদ্বারা তরুণবয়স্ক বালক দিগের চরিত্র নিতান্ত দূষণীয় হইয়া যাইতেছে। অধিকতর আক্ষেপের বিষয় এই যে উক্ত অশ্লীলতা দোষে কেবল যে বালকগণ দোষী ইহা নহে অনেক শিক্ষক পর্য্যন্ত এই বিষম অপরাধে অপরাধী থাকাতে বিদ্যালয় হইতে এই কুৎসিৎ ব্যাপারটী নিরাকৃত হইতেছে না। পিতামাতা বিশ্বাস করিয়া যাহাদিগের হস্তে আপন প্রাণসম প্রিয়তম সন্তানের নীতি ও জ্ঞান বিষয়ক ভার ন্যস্ত করিলেন সেই নিষ্ঠুর পাষণ্ডেরা বিশ্বাসঘাতক হইয়া যদি সেই তরলমতি বালকদিগকে দুর্গতির পথে লইয়া যায় তাহা হইলে কে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। এই অর্থপিশাচ মূঢ়মতি পাষণ্ডদিগকে এক কালে সমাজচ্যুত না করিলে কি রূপে দেশের মঙ্গল হইতে পারে? সামান্য বিদ্যালয়ের তো কথাই নাই, যদি প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের শিক্ষক দিগের চরিত্র বিষয়ে শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের উপেক্ষার ভাব লক্ষিত হয় তাহা হইলে পতিত হিন্দু সমাজের পুনরুদ্ধার চিরদিন কল্পনাতেই বদ্ধ থাকিয়া যাইবে। বিদ্যালয় সমূহে অঙ্কশাস্ত্র, ভূগোল, ইতিহাস, হস্ত লিপি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধ্যাপক নিয়োজিত হইয়া থাকেন, কিন্তু যাহার উপর মনুষ্য জীবনের প্রকৃত মহত্ব সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতেছে, সেই নীতি শাস্ত্রের প্রতি এতাদৃশ উপেক্ষা ও অমনোযোগ প্রকাশিত হইয়া থাকে যে একটী নীতি বিষয়ক উপদেষ্টার জন্য কিছু কিছু অর্থব্যয় করাকে নিতান্ত অপ্রয়োজন ও অপব্যয় বলিয়া জ্ঞান করা হইয়া থাকে। হিন্দু সমাজ যে নিতান্ত কলুষিত ও হীনাবস্থ, বিদ্যালয়ে নীতি বিষয়ক উপদেষ্টার অভাবই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। ক্ষুদ্রবিদ্যালয়ে অর্থাভাব প্রযুক্ত যদিও এই রূপ একটী স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত করা নিতান্ত কঠিন, কিন্তু প্রধান প্রধান বিদ্যালয়, যেখানে রাশি রাশি অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, সেখানে এরূপ শিক্ষকের অভাব কেবল নীতি বিষয়ক ঔদাসিন্যেরই পরিচয় প্রদান করে। চক্ষুর সম্মুখে জ্ঞানমন্দিরে অপ্রতিহত ভাবে যদি এই রূপ বিষম ভয়ানক ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতে লাগিল তাহা হইলে সমাজের দুর্গতি রাখিবার আর স্থান নাই। একটী নীতিশিক্ষকের প্রবর্ত্তন দ্বারা যে বিদ্যালয়ের একটী বিশেষ উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ইনি যেমন ছাত্রদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নীতি বিষয়ক শিক্ষা বিধান করিবেন তেমনি অবকাশের সময়েও যাহাতে তাহাদিদিগের ক্রীড়া ও আমোদ প্রামোদ অবিশুদ্ধ না হয় তাহার প্রতি ও দৃষ্টি রাখি-

বেন; এবং বালকেরা কোন দণ্ডণীয় অপরাধ করিলে তৎশ্রেণীস্থ শিক্ষক তদ্বিষয় ইঁহার গোচর করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত দণ্ডবিধানের জন্য অনুরোধ করিবেন। আবার, কোন বিশেষ সন্তোষজনক কার্য্য দ্বারা সচ্চরিত্রতার পরিচয় দিলে ইঁহারই দ্বারা তাহাদিগকে পুরস্কার প্রদান করা হইবে। অসচ্চরিত্র শিক্ষককে বিদ্যালয হইতে বিদূরিত করিয়া তাহার বিনিময়ে সংস্বভাব অধ্যাপক নিযুক্ত করা এবং প্রতি বিদ্যালয়ে এক একজন ধর্ম্মভীত নীতিউপদেষ্টা নিযুক্ত করা ভিন্ন আমরা বিদ্যালয় সমূহের এই চির পরম্পরাগত বিষম দুর্দ্দৈব নিবারণের উপায়ান্তর দেখি না। এই বিষম অনর্থকর ব্যাপারটী নিবারণ জন্য আমরা কেবল দেশীয় কৃতবিদ্যদিগকে অপরাধী করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেছি না, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট—বিদ্যালয় সমূহ হইতে এই ঘোরতর অনিষ্টকর কাণ্ডের মূলোৎপাটন জন্য রাজপুরুষদিগকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা শিক্ষকদিগের চরিত্র বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করেন এবং যে সকল শিক্ষক দুশ্চরিত্র রূপে প্রতীয়মান হইবে তাহাদিগকে অবিলম্বে বিদ্যালয় হইতে চিরজীবনের জন্য বহিষ্কৃত করিয়া দেন, এবং ভবিষ্যতে তাহারা কোন রাজকীয় বা সাহায্য—কৃত বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার না পায় ইহার জন্য ঘোষণা পত্র দ্বারা তাহাদিগের দুশ্চরিত্রতার বিষয় প্রচার করিয়া দেন। এবং মাদক সেবন প্রভৃতি কোন প্রকার অসৎচরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিকে ভবিষ্যতে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত না করেন।

বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এমন কি পল্লিগ্রামের মধ্যেও আজ কাল বালিকা দিগের শিক্ষার জন্য দুই একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, কিন্তু অধিকাংশ—প্রায় সকল স্থানেই পুরুষ শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, শিক্ষয়িত্রীর অভাবই ইহার প্রধান কারণ। সুশিক্ষিতদিগের তো কথাই নাই সাধারণ ভদ্র লোকেরাও আজকাল বালিকাদিগকে শিক্ষাদান করিবার প্রয়োজনতা কথঞ্চিত রূপে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া কন্যারা সুচারুরূপে সংসার ধর্ম্ম পালন করিবে, অথবা বিশুদ্ধ জ্ঞান জনিত সুখসম্ভোগের অধিকারিণী হইবে এরূপ ভাবিয়া অদ্যাপী বঙ্গীয় পিতা মাতা আপন কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে শিখেন নাই, আধুনিক যুবারা অশিক্ষিত কন্যাদিগকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক বলিয়াই তাঁহারা কন্যাদিগকে বিবাহকাল অবধি বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন, এবং বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে আর কন্যাকে গৃহের বাহির হইতে দেন না; সুতরাং দুই, তিন বৎসরের মধ্যে তাহারা যে কিছু জ্ঞান লাভ করে তাহাদ্বারা বিশেষ উপকার না হইয়া বরং নিতান্ত অল্পজ্ঞান জনিত কিছু কিছু অনিষ্টই হইয়া থাকে। এই সকল কারণে বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। প্রথমত, কিছু ব্যয়সাধ্য হইলেও স্ত্রী শিক্ষিকা দ্বারা বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করা নিতান্ত প্রয়োজন, যেখানে শিক্ষয়িত্রী নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য সেখানে অধিক বয়স্ক সংস্বভাব শিক্ষক নিযুক্ত করা প্রয়োজন, এবং বালিকাদিগের প্রতি কোন প্রকার কঠোর ব্যবহার না হয় এরূপ ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধেও, ইহাদিগকে বালকদিগের প্রণালীতে শিক্ষা না দিয়া যাহাতে নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে তাহারা ভূগোল, ইতিহাস ও পদার্থ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারে ও গৃহ কার্য্যোপযোগী অঙ্ক সাহিত্য ও হস্তলিপি সম্বন্ধে পারদর্শিতা লাভ করিয়া সুচারুরূপে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে এই রূপ ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক।

বালক বালিকারা বিদ্যালয়ে যে রূপ সংস্কার লাভ করিবে তাহাই তাহাদের হৃদয়ে চিরবদ্ধমূল হইয়া থাকিবে, অতএব ইহাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বিষয়ে বিশেষ নিপুণতা ও বহুদর্শিতার প্রয়োজন। জ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ যত্ন হইয়া থাকে চরিত্র সম্বন্ধে সেই প্রকার দৃষ্টি না রাখিলে তাহাদিগের জ্ঞান লাভ কেবল বিড়ম্বনা ও আত্মবিনাশের কারণ হইয়া পড়িবে।

উচ্চশিক্ষা এবং অধমনীতি।

মনুষ্য জ্ঞানী এবং বহুদর্শী হইয়া বিশুদ্ধ চিত্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও পরোপকারী হইবে ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্য সমাজে ইহার বিপরীত ভাব নয়ন গোচর হইয়া থাকে। অজ্ঞান অসভ্য লোক অপেক্ষা জ্ঞানী সভ্য মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে কত দূর উচ্চ তদ্বিষয়ে স্থির করা বড় সহজ নহে। সহসা একথা বলিলে কর্ণে কিছু আঘাত লাগে সত্য, কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারাযায় যে নির্ব্বোধেরা পশু প্রবৃত্তির বশম্বদ হইয়া যে সকল গর্হিতাচরণ করে, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানালোক রঞ্জিত বুদ্ধিমানেরা তদপেক্ষা কিছু কম গর্হিতাচরণ করেন না; তবে প্রভেদ এই জ্ঞানীরা বিজ্ঞান ও যুক্তিকে নীচ প্রবৃত্তির প্রতিপোষক করিয়া আপনাদের নিকৃষ্ট বাসনা চরিতার্থ করেন, অবোধেরা মূর্খতা বশতঃ তাহা করিতে পারে না। একথা আপততঃ শুনিতে যতই কেন বিস্বাদু হউক না, উচ্চ শিক্ষালব্ধ সভ্যমণ্ডলীর চরিত্র

যতদূর আমরা পাঠ করিয়া দেখিয়াছি তাহাতে তাঁহারা যে নীতি বিষয়ে কিছু অধিক ভদ্র হইয়াছেন তাঁহা বলিতে পারা যায় না। ইহা স্বীকার্য্য যে অসভ্য লোকের ন্যায় তাঁহারা পরিমাণে তত দুষ্কর্ম্ম করেন না, কেন না করিতে পারেন না; লোকভয় এবং রাজশাসনে তাঁহাদিগকে অনেক সময় অন্যায় কার্য্য হইতে দূরে রাখে সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া যে তাঁহাদের আন্তরিক অভিপ্রায় বিশুদ্ধ এবং উন্নত হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। শিক্ষিতদিগের মধ্যে ব্যভিচার, মদ্যপান, মিথ্যা, প্রতারণা, স্বার্থপরতা প্রভৃতির যে সকল উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে, অসভ্য মনুষ্যেরা তত দূর প্রদর্শন করিতে পারে কি না সন্দেহ। তবে উচ্চ শিক্ষা দ্বারা নীতি সম্বন্ধে কিছু আশাজনক ফল প্রসূত হইয়াছে আমরা কিরূপে বুঝিব?

বাহ্য শোভা বাহ্য ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞানী অজ্ঞানীর মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা ধরিয়া যদি বিচার করিতে হয় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, উচ্চ শিক্ষার উচ্চ নীতি উৎপন্ন হইয়াছে। সাধু ভাষা এবং অপভাষা, ছিন্ন মলিন বসন এবং উজ্জ্বল পরিচ্ছদ, পর্ণকুটীর এবং অট্টালিকা, অপকৃষ্ট আহার এবং উৎকৃষ্ট আহার, অজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ের তারতম্য ধরিয়া নৈতিক উন্নতির বিচার করিতে হইলে যথেষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা নহে। বিশুদ্ধ নীতির উচ্চ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলে বোধ হইবে বহু সংখ্যক সভ্য—অধিকাংশ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না—অশিক্ষিত অসভ্য দিগের সহিত—নিম্নে বলিলেও বলা যায়—এক সমতলক্ষেত্রে অবস্থিত রহিয়াছেন।

ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ এবং দৃষ্টান্ত চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছে। মূর্খ দরিদ্রেরা উদরান্নের জন্য ব্যাকুল হইয়া সিঁধকাটির দ্বারা সিঁধ কাটিয়া চুরি করে; ভদ্র লোকেরা লেখনীর সাহায্যে বা বাক্ চাতুরি দ্বারা উত্তম গৃহ, উত্তম বসন, উত্তম আহার ও আমোদের সুখ সম্ভোগ করিবার জন্য সভ্যভাবে চুরি করেন। দুঃখী লোকেরা অল্প মূল্যে দেশীয় সুরা মৃণ্ময় পাত্রে ঢালিয়া পান করিয়া ইতর পল্লীর মধ্যে নৃত্যগীত আমোদ প্রমোদ করে; ভদ্র লোকেরা বিলাতি ব্রাণ্ডী কাঁচের পাত্রে ঢালিয়া খান এবং উচ্চশ্রেণীর বেশ্যা পল্লীতে গমন করিয়া আনন্দোৎসব করেন। বরং দরিদ্রেরা অল্পে সন্তুষ্ট থাকে; জ্ঞানী ও ধনীরা নিকৃষ্ট কার্য্যে একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের ভোগ বাসনা চরিতার্থ করিবার বিষয় অধিক, উপায়ও আয়ত্বাধীন, অবসর ও যথেষ্ট আছে, সুতরাং অসভ্যদিগের অপেক্ষা সভ্যদিগের মধ্যে দুর্নীতি অধিক কেনই বা না বলিব? সাধারণ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা শীঘ্র বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু উভয়ের বিশেষ বিশেষ ব্যবহারের তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবানেরা পশু ব্যবহারে লজ্জিত হন না এবং নীচ প্রবৃত্তির দাসত্ব করিতে ঘৃণা বোধ করেন না। সত্যপ্রিয়, সাধু চরিত্র, ন্যায় পরায়ণ হইয়া মনুষ্যত্বের গৌরব রক্ষা করিতে অতি অল্প লোককেই দেখা যায়। এ পর্য্যন্ত যতদূর জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ কৃতবিদ্য ব্যক্তি সুখ এবং স্বার্থকেই কেবল এক মাত্র জীবনের সার বলিয়া বুঝিয়াছেন। অতএব সুখ এবং স্বার্থ যত দিন ইষ্ট মন্ত্র থাকিবে তত দিন উচ্চ শিক্ষার অধম নীতি ভিন্ন আর কিছু প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

পুস্তক সমালোচনা।

ললিতা—সুন্দরী, প্রথম সর্গ। শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।

লর্ড বাইরণ মানবের হৃদয়—বীণায় যে তন্ত্রধ্বনি উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহারই প্রতিধ্বনি করা এই কাব্যের উদ্দেশ্য। বাইরণ আমাদিগের মধ্যে অনেক অনুচর প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং অধর বাবু কনিষ্ঠ হইলেও একজন তাঁহার প্রধান অনুচর। ইনি তাঁহার রচনা প্রণালী উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন; তাঁহার কবিতা অধর বাবুর মনোময় হইয়া আছে। ললিতা—সুন্দরী সেই অধর বাবুর কন্যা। ব্রাইড্ অব এবিডসের যে বিষয়, ললিতা—সুন্দরীর ও সেই বিষয়। কিন্তু ইহাদিগের উপন্যাস ভাগ সমান নহে।

বর্ণনা-কাব্যে লর্ড বাইরণের চমৎকার শক্তি দেখা যায়। কিন্তু স্কট্, আখ্যায়িকা কাব্যে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বাইরণের আখ্যায়িকা কাব্যে যে সমস্ত দোষ দৃষ্ট হয়, ললিতা—সুন্দরী সে সমস্ত দোষে দূষিত। আখ্যায়িকা মধ্যেও বাইরণের যে বর্ণনা শক্তির চমৎকার গুণপনার পরিচয় আছে, ললিতা সুন্দরীতে তাহার কিয়দংশ অবলক্ষিত হয়। কিন্তু ললিতা—সুন্দরীর আখ্যায়িকা দুর্ব্বোধ, রচনা এবং বর্ণনা তদপেক্ষাও দুর্ব্বোধ। আখ্যায়িকা কাব্যে তিনি যদি ওয়াল্টর স্কটের অনুকরণ করিতেন, তাঁহার কাব্যখানি অধিকতর সুন্দর হইত।

ললিতা—সুন্দরী অধিকাংশ পয়ারচ্ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। ছন্দের বৈচিত্র না থাকাতে সময়ে সময়ে পড়িতে বিরক্তি জন্মে। ইহার আদর্শ ব্রাইড্ অব্ এবিড্সে এ দোষ লক্ষিত হয় না। কিন্তু ললিতা—সুন্দরীর রচনা অতি সুললিত, অনর্গল পাঠ করা যায়। ইংরাজী কাব্য—ভাষার অনেক ধরণ অনুকরণে অধর বাবু কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ভাবের সৌকুমার্য্য এবং প্রগাঢ়তা নিবন্ধন তাঁহার রচনার মাধুর্য্য এবং প্রগাঢ়তা উভয়ই বিদ্যমান আছে।

ললিতা—সুন্দরীর ভাব সমুদায়ের অধিকাংশই ইংরাজী কাব্য হইতে সংগৃহীত। স্থলে২ ইংরাজী এক একটী ভাব এতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, যে তাহাতে তাহার সৌন্দর্য্যের হীনতা জন্মিয়াছে। বাইরণ যেমন বর্ণনা-গাম্ভীর্য্যে আমাদিগকে চকিত

করিতে করিতে সহসা এক একটী স্ত্রীলোকের অঙ্গ-বর্ণনায় কুৎসিত উপমা আনিয়া সমুদায় ভাব বিনষ্ট করেন, অধর বাবু ও তেমনি এই কুদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে অনেক সময় ব্যথিত করিয়াছেন। পীন পয়োধরের সৌন্দর্য্যর বিষয় বারম্বার উল্লেখ করিয়া অধর বাবু আপনাকে চপলতা দোষে কলঙ্কিত করিয়াছেন।

ললিতা—সুন্দরীর আখ্যায়িকা দুর্ব্বোধ হওয়াতে ইহার ভাব—সৌন্দর্য্য আমাদিগর অনেক সময় হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। ইংরাজী ভাব—সংগ্রহ সংযোজন জন্য অধর বাবু এত ব্যস্ত ছিলেন, যে তাহাদের এক স্থানে সকলের সন্নিবেশ করাতে কাব্য কল্পনা নিতান্ত দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে।

অধর বাবুর স্বভাব বর্ণন অতি উত্তম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা কয়েক পঁক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"ঝিকি মিকি করে রবি, দিবা অবসান,
মৃদুল অনিল গায়, বিরামের গান।
শোভাময় চারি দিকে, শোভাময় বন,
শোভাময় নীলনভ, শোভন ভুবন;
নাহি আর তপনের, আতপ প্রখর,
উজলে জাহ্নবী জল, কিরণ নিকর।
খেলে সে উজল, তরল লহরী,
খেলে সে জলের তীরে, বিলোল বল্লরী,
খেলে সে জলের কোলে, সুনিল মলয়,
খেলে সে জলের কোলে, কুবলয় চয়,
খেলে কুবলয় কোলে, ভ্রমর নিকর,
কালিমা ভুবিন দিয়ে, পীন পয়োধর?"

শেষ পঁক্তির উপমা আমাদিগের তত মনোহর বোধ হইল না। পৃথিবীতে কি আর কোন সৌন্দর্য্যের সহিত কুবলয় আশ্রিত ভ্রমরের উপমা মিলিল না।

ফুলেকার স্বভাব বর্ণনানুসারে ললিতা—সুন্দরীর প্রকৃতি বর্ণনাও কি চমৎকার!

"প্রথম প্রণয় স্মৃতি মতন কোমল;
শৈশবের দেব চিন্তা স্বরূপ সরল;
স্নিগ্ধ যথা বান্ধবের প্রবোধ বচন;
অমিয় ধারার প্রায় জীবন তোষণ:
সজ্জনের গুণ গান মত মধুময়;
সতত পবিত্র যথা জননী হৃদয়;
কমনীয়, কামিনীর প্রণয় মতন,
নাহি কিন্তু চপলতা, চির বিমোহন;
মনোহর যৌবনের ভাবনা স্বরূপ,
যখন হৃদয় দেখে নিজ প্রতিরূপ,"

এস্থলে শেষ দুই পঁক্তির অর্থ অত্যন্ত দুর্ব্বোধ হইয়াছে। অপর এক স্থলে সেই ললিতা—সুন্দরীর হাস্য বিষ্ফারিত বদন সৌন্দর্য্যও কি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে:

"যখন রাজিত হাসি সেই বিম্বাধরে,
স্ফুটিত গোলাপ রাশি কপোল উপরে;
শোভিত পল্লবে নব পুণ্ডরীক দল,
হাসিত জগৎ, শশী হইত উজ্জ্বল;
অমনি বহিত হাসি অনিল আকুল,
ধাইত কমল ভ্রমে মধুকর কুল"

কিন্তু ফুল মালায় ভূষিতা ললিতা সুন্দরীর যে রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, সে স্থানে আমরা কবির ন্যায় তত স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলাম না।

"ফুলের কঙ্কণ হাতে, গলে ফুলমালা,
কুণ্ডলে আবদ্ধ ফুল, করে ফুলবালা,
পয়োধরে ফুলহার—মনোহর বেশ
আমরি কেমন শোভা—সরেস—সরেস।"

আমরা এ চিত্রকে "সরেস—সরেস" বলিতে পারিলাম না ফুলময় কামিনী কলেবর আমাদিগের চক্ষে মনোহর বোধ হয় না। ইহাতে কেমন এক বন্যভাব আছে যাহা কুলবালার নিরলঙ্কৃত সরল স্বাভাবিক রূপের সহিত কখন সমতুল্য হয় না। কৌমুদীতে যদি দীপ সমূহ প্রজ্বালিত করা যায়, তাহা হইলে কি কৌমুদী শোভা বিনষ্ট হয় না? বাইরণের "প্রণয়ের প্রথম চুম্বন" কবিতার শেষ চারি পঁক্তি এইরূপ ভাবে লিখিত:—

বয়স করিবে ক্রমে শোণিত শীতল,
ক্রমে গত সুখ যত হবেরে যখন;
তখন স্মরণ সুখ রহিবে কেবল:—
কি সুখের প্রণয়ের প্রথম চুম্বন।

অধর বাবু এই চারি পঁক্তি কিরূপ বিস্তৃত করিয়াছেন দেখুন:—

"যখন জ্বলিত হবে ললিত শরীর,
লোলিত হইবে গাত্র, শীতল রুধির;
প্রভাত হইয়ে যাবে যৌবন তোমার,
তরুণ-সুলভ বৃত্তি থাকিবে না আর;
একে একে তিরোহিত হবে মিত্রগণ,
বাসনা-লহরী হবে নীরবে বহন;
থাকিবে না শৈশবের স্বভাব চপল,
থাকিবে না যৌবনের শরীর সকল;
ধরিবে গম্ভীর ভাব উদার চরিত,
সাধিবে হরষে যবে জগতের হিত;
একাকী তখন ব্রহ্ম করিবে স্মরণ,
মধুময়, সুধাময় প্রেমের চুম্বন"—

কিন্তু অধর বাবু প্রেমের কি সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রকার চিত্র ও বর্ণনায় তাহার কাব্য খানিকে অতীব উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে।

"কে জানে তুমিরে প্রেম মধুর কেমন,
কিছুই বুঝিতে নারি কেমন রতন;—
নহ তুমি সুধাকর, জুড়াও পরাণ;
নহ তুমি সঞ্জীবন, কর প্রাণদান;
নহ তুমি শতদল, তাহাও শুকায়;
নহ সৌদামিনী, তাহা চকিতে মিলায়;
নহ তুমি রূপ, তাহা যৌবনের বশ;
নহরে যৌবন সুখ, সময়ে নীরস;
মানুষ হৃদয় নহ, তাহাও চপল;
স্বর্গীয়, কেনরে তবে উজল ভূতল?—
তবে কি তুমিরে হেন কোন দিনমণি,
যার চারি পাশে সুখ—মঙ্গল ধরণী?"

আমরা এই কাব্য হইতে আর অধিক উদ্ধৃত করিব না। যাহা উদ্ধৃত হইল তাহাতে ইহার গুণাগুণ অনেক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কবিতা গুলি অতি মধুর, বর্ণনা অতি মনোহর। এ প্রকার কবিতায় আমাদিগের ভাষাকে নিশ্চয় অলঙ্কৃত করিবে। ললিতা—সুন্দরী সম্পূর্ণ হয় এই আমাদিগের ইচ্ছা। গ্রন্থখানি অতি সুলভ, ছয় আনা মাত্র ইহার মূল্য, কাব্যামোদী সহৃদয় জনগণ ইহার এক একখানি গ্রহণ করিয়া নবীন কবির উৎসাহ বর্দ্ধন করেন এই আমাদিগের অনুরোধ।

সংবাদাবলি।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

গত সপ্তাহে ঢাকায় দুই তিন দিন সুবৃষ্টি হওয়ায় শস্যের পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছে।

ঢাকায় একণে ১০ সেরের অধিক চাউল পাওয়া যাইতেছে না

ভাগ্যকুল নামক স্থানের শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ রায় নামক জনৈক সদাশয় ব্যক্তি ৪০।৫০ সহস্র মণ চাউল ক্রয় করিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন।

ঢাকার পোগজ সাহেব নিজ ব্যয়ে আপন বিদ্যালয়স্থ ৪০০ শত ছাত্রকে ন্যাসানাল থিয়েটার দেখাইয়াছেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইল উপবিভাগের অধীনে টাঙ্গাইল, পোগলদিঘা, জামুরকি, নাগর পুর, মধুপুর, আমবাড়ীয়া প্রত্যেক স্থানে এক একটী দাতব্য চিকিৎসালয় হইল। এক উপবিভাগে এতগুলি দাতব্য চিকিৎসালয় অত্যন্ত সুখের বিষয়। রোগপীড়িত স্থান সমূহের জমীদারগণ এইরূপ শুভকার্য্যে অর্থব্যয় করিলে টাকার সার্থকতা হয়, তাঁহারাও বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হন।

চট্টগ্রাম হইতে এক ব্যক্তি হিন্দু হিতৈষিণীতে লিখিয়াছেন, "সেখানকার একজন আকিয়াব হইতে ৫০।৬০ টাকা উপার্জ্জন করিয়া বাটী আসিতে রাত্রি হওয়ায় সহোদরা ভগ্নীর বাটী উপস্থিত হয়। ভগ্নী তাঁহাকে দেখিয়া যথোচিত আদর করে। রাত্রে ভগিনী-পতির সহিত এক শয্যায় শয়ান থাকে, স্নেহবতী ভগিনী ভ্রাতার অর্থাপহরণ মানসে বধ করিবার উদ্যোগ করে। একখানি তীক্ষ্নদাএ দ্বারা কণ্ঠ-চ্ছেদন করিয়া দেখে যে ভ্রাতাকে বধ না করিয়া স্বামীকেই বধ করিয়াছে।" লোভের যেমন মোহিণী শক্তি ধর্ম্মের ও তেমনি ন্যায় দণ্ড।

শ্রীহট্টে মুসলমান দিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য মোসিনফণ্ড হইতে ৮শত টাকা প্রেরিত হইয়াছে।

এডুকেসন গেজেট বলেন, লর্ড নর্থব্রুক সাহেব দুর্ভিক্ষের খরচের নিম্ন লিখিত রূপহিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন :—

শস্য	৪কোটি টাকা
শস্য রপ্তানির আধিক্য করিবার জন্য রেলওয়ের ভাড়া কমাইবার দরুণ ক্ষতিপূরণ	৪৫ লক্ষ টাকা
গবর্ণমেণ্টের শস্য বহনের নিমিত্ত ...	৪৫ লক্ষ টাকা
ত্রিহুতে শস্য প্রেরণের নিমিত্ত কণ্ট্রাক্টরদিগকে	৪৩৫৭৫০০ টাকা
দারভাঙ্গা রেলওয়ে	২০ লক্ষ টাকা
উঃ পঃ প্রদেশে গরু এবং গাড়ি ক্রয়	৮ লক্ষ টাকা
ষ্টাম বোট	৫৯৯২৫০০ টাকা
অন্নাদি দান	২৫০ হাজার টাকা
ষ্টাব্লিশমেণ্ট	১৩৫০ হাজার টাকা

হালিসহর পত্রিকা বলেন,"বারাসাতের অন্তর্গত নপাড়াতে প্রতি বৎসর বারয়ারি পূজা হইত, এবার অধ্যক্ষেরাপূজার পরিবর্ত্তে উক্ত টাকায় গ্রাম্য রাস্তাদি প্রস্তুত করিয়া শ্রমজীবীদিগের উপকার করিতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়া অপরাপর গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগকে তাঁহাদিগের অনুকরণে অনুরোধ করি।

মালদহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আলেক্‌জেণ্ডার সাহেবের গত ৩রা মে তারিখে মৃত্যু হওয়ায় এডুকেশন গেজেটের একজন পত্র-প্রেরক বিশেষ আক্ষেপ করিয়াছেন, তিনি দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন।

সিঙ্গাপুর হইতে কলিকাতার দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভাতে দশ হাজার টাকা প্রেরিত হইয়াছে। যাবাদ্বীপ হইতেও ৭ হাজার টাকা আসিয়াছে। বঙ্গদেশের দুরবস্থার জন্য পৃথিবী শুদ্ধ লোক চলচিত্ত হইয়াছেন।

গ্রীষ্মের আতিশয্যে একটী চমৎকার ব্যাপার দেখিলাম, ভারত সংস্কারক লিখিবার সময় তৃষ্ণা-প্রযুক্ত জলপান করিয়া টেবিলে গ্লাসটী রাখিলাম, কিছুক্ষণ পরেই বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র পিপীলিকা গেলাসের গাত্রে উঠিয়া তত্রস্থ জলবিন্দু গুলির চারি ধারে বেষ্টিত হইয়া জলপান করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কয়েক বিন্দু জল টেবিলের উপর ছড়াইয়া দিলাম, যেমন কয়েক বিন্দু মধু পাইলে শত শত পিপীলিকা তাহার চারিধারে বেষ্টিত হয় এই জল কয়েক কোটার ও সেই অবস্থা দেখিয়া বিলক্ষণ বোধ হইল যে কলিকাতায় ক্ষুদ্র পিপীলিকা গুলি অবধি গ্রীষ্মে অধীর হইতেছে।

ডেলি নিউস শুনিয়াছেন যে মুঙ্গেরে অত্যন্ত অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। প্রায় একমাস যাবৎ রবি শস্য বন্ধ হইয়াছে আর কতগুলি লোক তদবধি পূর্ণমাত্রায় আহার করিতে পায় নাই। শত শত লোকের অন্নভোগ বন্ধ হইয়াছে, তত্রাচ কতকগুলি অবিবেচক লোক বলিতেছেন কোন প্রকার দুর্ভিক্ষ হয় নাই, গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ প্রস্তুত করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাঁদের মধ্যে অনেকে এই দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য্যে মোটা মোটা বেতন প্রাপ্ত হইতেছেন!

লর্ড নর্থব্রুক বর্দ্ধমানের দুর্ভিক্ষ স্থান পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

লাহোরের শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় উচ্চপদ লাভকরিয়া পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টে ডেপুটী কণ্ট্রোলর পদে কলিকাতা আগমন করিয়াছেন।

মহারাণীর জন্ম দিবস উপলক্ষে ঐ দিবস গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের ভবনে একটী ইভনিং-পার্টি হইবে।

পুটীয়ার শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী কলিকাতা হিন্দু এনুইটী ফণ্ডে ১০০০ টাকা এককালীন দান করিয়াছেন।

মিরাটে একজন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন বহুবাজারস্থ জনৈক ব্রাহ্ম যুবা একটী বালককে হিন্দু বালিকা বিবাহ নাকরিতে উপদেশ প্রদান করাতে তাহার অভিভাবক ঐ যুবাকে এরূপ প্রহার করেন যে যদি পুলিস ইনস্পেক্টর ঐ স্থলে আসিয়া ঐ অসহায় বালককে রক্ষা না করিত তবে পরিণামে উহা সাংঘাতিক হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল।

সীতামারীতে কৃষিদিগের কষ্ট ক্রমেই অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রদত্ত অন্ন অতি ব্যগ্রতাসহকারে গৃহীত হইতেছে। দারভাঙ্গা হইতে সীতামারী হইয়া যাইতে পথিমধ্যে শত শত শিশু দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের মাংস শূন্য শরীর দর্শন করিয়া নিশ্চয় বোধ হয় তাহারা অর্দ্ধক্ষুধা-নিপীড়িত। ভবিষ্যতে শ্রমজীবিদিগকে শস্যদ্বারা বেতন প্রদত্ত হইবে। যে নীলের চাস হইয়াছিল, তাহা বৃষ্টীর অভাবে প্রায় সর্ব্বত্র শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্‌ম্যানের একজন বিশেষ পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, দুর্ভিক্ষপীড়িত দুঃখিদিগের সাহায্যার্থে সরকার বাহাদুর যে সমুদয় উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তজ্জন্য নানান্য লোকদিগের মুখ হইতে সকল দিকে উচ্চ প্রশংসা ধ্বনি শ্রবন করা যায়। অর্থলুব্ধ পরিদর্শক, প্রজাপীড়ক জমীদার ও কঠিন পরিশ্রম-প্রদানকারী প্রভূদিগের বিরুদ্ধে যতই কেন আর্ত্তনাদ শ্রবন করা যাউক না, একটী লোকও এরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় না যে গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ না করে।

ডাক্তার কোটস্ বঙ্গদেশের নূতন সেনিটরী কমিসনর হইয়া সিমলা হইতে কলিকাতা আসিতেছেন।

গত রবিবার রাণীগঞ্জে কতকগুলি মালগাড়ী পরস্পর প্রতিঘাতে বিনষ্ট হইয়াছে। সাতখানি মালগাড়ী চুর্ণ হইয়াছে, কিন্তু আহ্লাদের বিষয় একটীও প্রাণী নষ্ট হয় নাই।

মুঙ্গেরের শ্রীযুক্ত বাবু শিবপ্রসাদ সিংহ ত্রিহুতে দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ ৯০০০ টাকা দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে ৫০০০টাকা ত্রিহুতে প্রদান করা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়।

বেহারের কৃষকেরা লাঠি লইয়া নীলকরদিগকে নীলের আবাদ জন্য ভূমি চাস করণে বাধা প্রদান করিয়াছে। দুই দিক্ হইতেই মারামারি হইয়াছে। পুলিস তদারক করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে বেহারে অন্নকষ্টের অন্যতর কারণ এই যে নীলকরগণ উর্ব্বরা ভূমি সকলে নীলের আবাদ করায় যাহা কিছু অনুর্ব্বরা জমি অবশিষ্ট থাকে তাহাতে ব্যবহার্য্য শস্য যথা কথঞ্চিৎ উৎপন্ন হয় কাহারও পেট ভরে না। এখন ও নীলকরদিগের আচরণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করা অত্যন্ত আবশ্যক।

অমৃতবাজার বিশ্বাস করেন গেল্ সাহেবই এই নীল কর। যখন সার জর্জ কেম্বেল ত্রিহুতে অবস্থিতি করেন তখন তিনি এক দিন পাণ্ডোলের কুঠিতে গেল্ সাহেবের সহিত আহার করেন। তাহাতে প্রবাদ উঠিয়া যায় যে গেল্ সাহেব

কেম্বল সাহেবের শালা। অমৃত বাজারের বিশেষ পত্রপ্রেরক এক দিন কোন রাইয়তকে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট নালিশ করার উপদেশ প্রদান করিবায় সে অস্বীকার করিয়া বলিল যে গেল সাহেবের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া কোন উপকারের প্রত্যাশা নাই। ইনি কেম্বল সাহেবের শ্যালক হইয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক রাইয়তদের নিকট হইতে অতিশয় দৌরাত্ম্য করিয়া জেরাইল পরগণায় কর আদায় করিতেছেন।

দিনাজপুরের অন্তর্গত পতিরাম বিভাগে ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে। দুই জন বাঙ্গালী ডাক্তর ঔষধসহ তথা প্রেরিত হইয়াছেন।

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত নবিগঞ্জে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ একটী সভা হইয়া ১৪৫০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছে।

মৃত মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি যাহা এক্ষণে সংস্কৃত কলেজের মধ্যস্থলে আছে। উহা নূতন প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং হেয়ার স্কুল অট্টালিকাদ্বয়ের মধ্যে স্থানান্তরিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে।

উত্তর পশ্চিম।

এচ্ ডবলিউ ডেস্‌উড্ সাহেব, সি, পি, কারমাইকেল সাহেবের স্থানে গবর্ণর জেনারলের এজেন্ট রূপে বারাণসীতে অফিসিয়েটিং নিযুক্ত হইয়াছেন।

সিন্ধু হইতে ইয়োরোপ ও অন্যান্য স্থানে গম অধিক পরিমাণে রপ্তানি করা যাইতেছে, সুতরাং উহার মূল্য বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঘৃতের মোন পূর্ব্বে ১৮ টাকা ছিল এক্ষণে ২৪।২৫ টাকা হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে রুড়কী কার্য্যালয় সমূহ বিক্রয় করিবার যে জনশ্রুতি উঠিয়াছিল গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

গাজিপুরে অগ্নি লাগিয়া প্রায় ১২ হাজার টাকার দ্রব্য নস্ট হইয়াছে। অযোধ্যায় রবি শস্য উত্তম উৎপন্ন হওয়ায় বাজার নরম হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে কাশ্মীরের সালের কারখানা উঠিয়া যাইতেছে।

আগ্রার ক্যাণ্টনমেণ্টে একটী বৃহৎ হায়েনা প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তথাকার কর্ণেল মণ্টসরেজিার শিকার-কৌশলে হত হইয়াছে কোন অপকার করিতে পারে নাই।

পঞ্জাবে বসন্ত রোগ পুনরায় প্রবলবেগ ধারণ করিয়াছে।

সহচর বলেন গাজিয়াবাদ রেলওয়ে আড্‌ডায় প্রত্যহ এক হাজার টন শস্য আসিতেছে। এই শস্য পঞ্জাব হইতে প্রেরিত হইতেছে।

গত ৮ই মে শুক্রবার উঃপঃ প্রদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সদলে আজিমনগরে আসিয়া তথাকার প্রতিনিধি এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের নিকটে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া রাত্রিকালে জোয়ানপুরে যাইবার জন্য বাহির হন এবং মঙ্গলবার রাত্রে এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট, জলন্ধরের বক্তিয়ার সিংহের তিন বিধবা স্ত্রীকে বির্ত্তি প্রদানে সম্মত হইয়াছেন। উক্ত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার জায়গীর গবর্ণমেণ্টে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি, উক্ত বিধবা দিগকে বির্ত্তি দিয়া বড়ই অনুগৃহীত করিয়াছেন।

মেজর মুরিস গত ৭ তারিখে সিমলা পর্ব্বতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শতদ্রু নদীর রেলওয়েসেতু পুনরায় খুলিয়াছে।

মহারাজ সিন্ধিয়া লক্ষ্ণৌনগরে আগমন করিয়াছিলেন, হঠাৎ সেস্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজে ২৪শে এপ্রেল পর্য্যন্ত সপ্তাহে প্রতি দিন গড়ে ৩৩ জন মনুষ্য বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

১৮৭২।৭৩ সালের মান্দ্রাজের লোক সংখ্যায় ৩১৫৯৭৮৭২ জন লোক গণিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজের ঝড় উক্ত প্রেসিডেন্সীর সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক স্থানে অল্পাধিক অনিষ্ট হইয়াছে। মান্দ্রাজ রেলওয়ে কোম্পানি অনেকটা ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের দুইটী সেতু বিনষ্ট হইয়াছে।

কয়েক দিন যাবৎ মান্দ্রাজ হাইকোর্টে বেঙ্গালোরস্থ ১৮নং হুছার সৈন্যদলের ৫টী লোকের বিরুদ্ধে একটী হত্যাকাণ্ডের মোকদ্দমা চলিতেছে। তাহারা খৃষ্টের জন্মদিনে! এতদ্দেশীয় একটী বৃদ্ধাস্ত্রী এবং একটী পুরুষকে হত্যা করিয়াছে। ৫২টী সাক্ষী বেঙ্গালোর হইতে মান্দ্রাজে সাক্ষ্য প্রদান জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। জুরীর মতের অনৈক্য নিবন্ধন, অন্য জুরী কর্ত্তৃক পুনর্ব্বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

বোম্বাই।

এক জন মুসলমান গ্রন্থকার বোম্বাই সহরে দুই খানি অশ্লীল পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিক্রয় করাতে তাহার ৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

বোম্বাই হাইকোর্টের কোন কোন জজ গ্রীষ্মাবকাশের বিদায় পাইয়া করাচি ও নীলগিরি দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের লর্ড বিশপ্ গত মেল ষ্টীমারে বিলাত গমন করিয়াছেন।

বোম্বাই ট্রামওয়ে কোম্পানি কোলাবা হইতে পিধোনি এবং মোম্বাদেবী পর্য্যন্ত গাড়ী চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বোম্বাই অমনিবাস্ কোম্পানী হইতে তাঁহারা ভাড়া অধিক গ্রহণ করিয়া থাকেন।

একখানি বোম্বাইয়ের সংবাদপত্র জানিতে পাইয়াছেন বোম্বাই হাইকোর্টের আপিলেট বিভাগের প্রধান ক্লার্ক শ্রীযুক্ত ক্রামজি সোরাজি, সামাস্ সাহেবের ৩ মাস বিদায়ের অনুপস্থিতি কালে, ঐ আদালতের অফিসিয়েটীং সহকারী রেজিষ্ট্রারের কার্য্য করিবেন।

বোম্বাইয়ের গবর্ণর কর্ত্তৃক একটী পারশী বারিস্টার সি, এম, কার্সেট্‌জি আমেদনগরে ছোট আদালতের জজ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কার্সেট্‌জি, ভূতপূর্ব্ব বোম্বাইয়ের ছোট আদালতের জজ মানক্‌জি কার্সেট্‌জির পুত্র, এবং বিলাতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

ইউরোপ।

ইংলণ্ডে মুদ্রাযন্ত্র আনয়ননের চতুঃশত সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আগামী জুনমাসে মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় পুরাতন ও আশ্চর্য্য বস্তু সকলের প্রদর্শন হইবে। প্রিণ্টার্স্ পেন্‌সন্ করপোরেসন সভা এই কার্য্য সম্পাদনার্থ একটী কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন।

স্কটলণ্ডবাসীরা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে অত্যন্ত অনুরাগী, তাহাদিগের রমণীগণও এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহের পরিচয় দিতেছেন। অল্প দিন হইল প্রফেসর মাক্‌গ্রিগর এডিনবরা নগরে একটী ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষার শ্রেণী খোলেন, ২০০ রমণী তাহার ছাত্রীত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

বিবিধ।

মহারাজ সিন্ধিয়া দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ২০ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়াছেন কিন্তু কিছুমাত্র সুদ লইবেন না। এসময় যিনি গবর্ণমেণ্টে যত উপকার করিবেন গবর্ণমেণ্ট পরে কখনই তাহাবিস্মৃত হইবেন না।

একজন ইংরাজ ওলাউঠায় একটী সহজ ঔষধ প্রকাশ করিয়াছেন, ঔষধটী দারুচিনির তৈল। উহার চারি ফোঁটা অর্দ্ধ চামচ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে, যদি এক মাত্রায়

আরাম না হয়, তবে আর এক মাত্রা সেচন করাইতে হইবে।

কয়টী ইয়োরোপীয় শিকারী টাইগ্রীস্ নদীর তীরে ৪টী সিংহ শিকার করিয়াছেন।

কোন আমেরিকান্ কাগজ বলেন সেন ফ্রেনসিস্কোতে একটী গৃহে ৫০০টী কুঠরী আছে। ইহার মধ্যে প্রতিঘরে এক একটী করিয়া ৫০০টী ঘটিকাযন্ত্র স্থাপণ করিতে হইবে। ঘটিকা ঘনীভূত বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইবে। ঐ বায়ু পাইপ দ্বারা সকল স্থলে লইয়া যাওয়া হইবে।

ফরাসীদিগের একটী পূর্ব্বদেশীয় উপনিবেশ সেইগন নামক স্থানে একটী মহৎ কৃষি প্রদর্শন হইয়া গিয়াছে। কেম্বোডিয়া ও কোচিন চীনের রাজা ঐস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ২১টী কামান ধ্বনী দ্বারা ঐ প্রদর্শন আরম্ভ হইলে সভাপতি বলিলেন, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ অবধি কোচিন চীনের প্রধান নগরে শিল্প প্রদর্শনের মনস্থ করা হয়, কিন্তু দুর্ঘটনা ক্রমে এত দিন তাঁহাদের নিজ উপনিবেশের শিল্পোন্নতি বিষয়ে অনুরাগ তাঁহারা দেখাইতে পারেন নাই। কেম্বোডিয়ার জন্য প্রদর্শনের একটী উত্তম স্থল নির্দ্দেশ করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং রাজাও প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত উক্ত ব্যাপারে যোগ দান করিয়াছিলেন।

সিকিমের রাজা সিক্যন্নি কুজিউর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি গত বৎসর দারজিলিঙ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রাপ্তব্যবহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তুগুৎ নাঙ্গজি গদিতে উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। রাজার অন্যতর ভ্রাতা চুঁজিউ বাবু দেওয়ানের কার্য্য করিবেন।

সাপ্তাহিক সমাচার বলেন ফরমোসা দ্বীপের বিরুদ্ধে জাপানের রাজা যুদ্ধ ঘোষনা করিয়াছেন। ঐদ্বীপের লোকেরা কতিপয় জাপানীয় নাবিকের প্রাণ বধ করাতে, জাপানের রাজা প্রথম চীনের সম্রাটের নিকট তদীয় আশ্রিত রাজ্যবাসীদিগের দৌরাত্ম্য বৃত্তান্ত জ্ঞাত করেন। চীনের সম্রাট বলেন যে ফর্ম্মোসা দ্বীপবাসিদিগকে দমন করা তাঁহার কর্ম্ম নহে। জাপানের রাজা এই উত্তর পাইয়া স্বয়ং তাহাদিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

গারো পর্ব্বতের ধারণগিরির নিকটে ১২ বর্গ মাইল প্রসারিত কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন কৃতবিদ্য দেশীয়েরা ইংরাজী ভাষাতে লিখিতে ও কথোপকথন করিতে গিয়া যে হাস্যাস্পদ হন, তাঁহাদিগের পাঠ্য পুস্তক সংগ্রহের দোষই তাহার কারণ। দিল্লী কলেজের অন্যতম অধ্যাপক জি, ●ার, ম্যাকে এই অভাব পূরণার্থ য়েরিলী এডুকেশনাল সিরিস নামে এক প্রস্থ পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন? ইহার প্রায় সকল গুলিই উৎকৃষ্ট, ৫ম ভাগ খানি বিশেষ উপাদেয়। ভারতবর্ষের সকল স্থানের ছাত্রেরা ইহার ইংরাজী শিখিয়া উপকৃত হইতে পারেন।

আংলো ব্রেজেলীয় টাইমস্ একটী আশ্চর্য্য বৃদ্ধের বিবরণ লিখিয়াছেন, তাঁহার নাম জোন মার্টিন কৌটিনহো। ইনি ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দের ২০ এ মে সাকোয়াবিশ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র কন্যাতে ৪২ টী এবং বংশাবলীর সংখ্যা ২৯৪ টী। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৭৯, এখনো বিনা চসমায় বেশ পড়িতে পারেন। দেড় বৎসর পূর্ব্বে পার্ণাম্বকোতে ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার স্পষ্ট স্মরণ আছে, এবং স্পেনের গোলযোগ না থাকিলে শীঘ্র সমুদ্র পার হইয়া তিনি তথায় সৈনিকতা করিবেন মনস্থ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে ও বেহারের অধিকাংশ স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে।

মুরসিদাবাদ, মালদহ এবং পাবনাতে শীলাবৃষ্টি হইয়াছে। ঢাকা এবং চাটিগাঁতে প্রায়ই বজ্রঝড় হইতেছে। ত্রিহুতে ১·০৭ইঞ্চ বৃষ্টিপাতের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, কিন্তু অতি অল্প স্থান ব্যাপিনী। ভাগলপুর বিভাগে সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়াছে। উড়িষ্যার মধ্যে বালেশ্বর ও কটকে বৃষ্টি হইয়াছে পুরীতে কিছুই হয় নাই। ছোট নাগপুরে সকল স্থানে বৃষ্টি পড়িয়াছে। মানভূমে জল কষ্ট অত্যন্ত। যদিআরও প্রয়োজন, তথাপি এই বৃষ্টি বর্ষণে যে প্রচুর উপকার হইবে সকলেই একমত হইয়া এরূপ আশা করিতেছেন।

বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষের সপ্তদশ রিপোর্টে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম এই :— প্রায় সমুদায় বঙ্গদেশে এবং বেহারের অধিকাংশ স্থানে গত পক্ষে বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু আরো অধিক আবশ্যক। ইহাদ্বারা উপস্থিত এবং ভাবী ফসলের সুবিধা হইয়াছে। অনেক স্থানে আশু ধান্যের বীজবপন হইয়াছে। মূল্য প্রায় সর্ব্বত্র পূর্ব্ববৎ। মুঙ্গের, ২৪ পরগণা ও পূর্ব্ববাঙ্গালার মূল্য অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। দারভাঙ্গা, মধুবাণী এবং সীতামারী সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভিক্ষ—গ্রস্ত স্থান, তদ্ভিন্ন আর সকল স্থানে খাদ্য শস্যের যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছে রেলওয়ে দ্বারা এক বেহারে এক পক্ষের মধ্যে প্রায় ৩০।৩৫ হাজার টন এবং সারণে ১ লক্ষ ১২ হাজার মণ চাউল আমদানী হইয়াছে। সাহায্য প্রার্থীর সংখ্যা বাড়িয়াছে, কিন্তু যেরূপ অনুমান করা গিয়াছিল, সেরূপ নয়। দুর্ভিক্ষের মূল স্থানেও লোকদিগের অবস্থা উৎকৃষ্ট ভিন্ন অপকৃষ্ট হয় নাই। দুর্ভিক্ষ কার্য্যে ১২,৩৮,০৯১ জন লোক নিযুক্ত ছিল, ১৩,৭৩,৪০১ জন হইয়াছে। সার রিচার্ড টেম্পলের গণনানুসারে সমগ্র সাহায্য গৃহীতার সংখ্যা ২৫ লক্ষেরও ন্যূন। ভাগলপুর বিভাগে কার্য্যপ্রার্থী অধিক পাওয়া যায় না। অনেক ব্রাহ্মণ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে এবং তাহাদিগকে সমধিক উৎসাহ দেওয়া হইবেক। গঙ্গোত্তর প্রদেশে ৩,৪৬,৯১১ টন চাউল যাইবার কথা ছিল, ইতি মধ্যে ২,৯৩,১১১ টন চালান হইয়াছে।

আমাদিগের লক্ষ্ণৌস্থ সংবাদ দাতা লেখেন।

লক্ষ্ণৌ।— সীন্‌ক্লেয়ার সাহেব মেজর জেনারেল টুম্বস্ এর নামে যে ২০,০০০ টাকার অভিযোগ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ৩০০ টাকার ডিগ্রি পাইয়াছেন।

শুনা যাইতেছে যে হরদোএ জেলায় কোন এক চর্ম্মকারের পঞ্চম বর্ষীয় কন্যা গর্ভবতী হইয়াছে, বহু সংখ্যক লোক ঐ কন্যাকে দেখিতে যাইতেছে এবং তাহার পিতা এই উপলক্ষে ন্যূনাধিক এক মোহর প্রত্যহ উপার্জ্জন করিয়াছে। এ প্রদেশের লোকের এই বিশ্বাস যে পুরাণে কল্কী নামে যে দেবতার জন্ম গ্রহণ করিবার কথা আছে তাহা ঐ কন্যার গর্ভে উদয় হইয়াছেন। কন্যাটীর বোধ হয় কোন প্রকার পীড়া হইয়াছে।

তিন চারি দিন হইল কয়েক জন সাহেব কেনিং কলেজের একটী বাঙ্গালি ছাত্রকে প্রহার করিয়াছে, লোকে বলিতেছে যে ছাত্রটীর কোন দোষ ছিল না। আগামি ২০ তারিখে শিটী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারিতে এই মকর্দ্দমার বিচার হইবে।

সুরা ক্রমে ক্রমে আমাদিগের দেশের ভয়ানক কাল হইয়া উঠিল। সুরা পান করিয়া অস্মদ্দেশীয় লোকেরা নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন কারন তৎকালে তাঁহাদের কোন জ্ঞান থাকে না। এখানে ৫।৭ দিন হইল কোন একটী বঙ্গীয় যুবা সুরা প্রভাবে একটী স্ত্রীলোকের বাটীতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া উত্তম রূপ শিক্ষা পাইয়াছেন। গাত্র বেদনায় এক দিন উঠিতে পারেন নাই। যাহাহউক ভরসা করি তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া আর কখন কেহ এরূপ করিবেন না।

মুন্সী খোদা বক্স খাঁর রোজনামচার আউট্

একপেলশিয়ারের পূর্ব্ব সম্পাদকের নামে বদনাম করায় ১৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। মুন্সীজী উক্ত জরিমানা অন্যায় হইয়াছে মনে করিয়া আপিল করিয়াছেন। মকর্দ্দমা শেষ হয় নাই কিন্তু বোধ হয় না যে আপিলে তাঁহার কিছু বিশেষ উপকার হইবেক।

গত সোমবার কেনরবাগ বারহারিতে কেনিং কলেজের প্রাইজ বিতরণ হইয়া গিয়াছে। মান্যবর সার জর্জ্জ কুপার সাহেব সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি কলেজের উন্নতি দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

রাজা ফরজন্দ আলি ও অপরাপর বারাবাঙ্কীর এসিষ্টাণ্ট কমিসনার উইলিয়াম্ম সাহেবের নামে সিবিল জজের কাছারিতে অভিযোগ করিয়াছেন। অভিযোগের কারণ যে উইলিয়াম্ম সাহেব আপনার রিপোর্টে উক্ত রাজা প্রভৃতির নামে বদনাম করিয়াছেন। এই মকর্দ্দমা প্রথমতঃ সিবিল জজের আদালতে ছিল এক্ষণে ফাইজাবাদের ডেপুটী কমিসনার কিং সাহেবের নিকট গিয়াছে। শুনা গেল জজ সাহেব রিপোর্ট তলব করায় উইলিয়াম্ম বলিয়াছেন যে রিপোর্ট কাছারিতে হাজির করিতে উপরওয়ালার অনুমতি নাই।

আউদের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য চিফ কমিসনার সাহেব অত্যন্ত যত্ন করিতেছেন। তিনি স্বয়ং গোণ্ডা ও বেরাইচে যাইয়া জেলাস্থ, কর্ম্মচারিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া নানা প্রকার নূতন কর্ম্মের অনুমতি দিয়াছেন। সে সকল কর্ম্ম আপাততঃ আরম্ভ করা হইয়াছে তাহাতে দিন ৪০,০০০ লোক প্রতিপালন হইতেছে, আবশ্যক হইলে আরও অনেক কার্য্য আরম্ভ করা হইবেক।

প্রেরিত।

মহাশয়!

আপনার ১৯শে বৈশাখের পত্রিকায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কেন কলিকাতা আর্টস্কুলে অল্প সংখ্যক ছাত্র শিক্ষাকরে তাহারা আবার কেন প্রায় ২।১ বৎসরের মধ্যেই বাহির হইয়া যায়।" আপনি গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরকে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া ছাত্রোন্নতির সুব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি মহাশয়কে উপরোক্ত প্রশ্নের কতক পরিমানে উত্তর প্রদানের চেষ্টা করিতেছি।

প্রথমতঃ যে সকল ছাত্র অপরাপর বিদ্যালয়ে আপনাদিগের কোন প্রকারে উন্নতির সুবিধা দেখিতে নাপায় অথবা সংসারের অপ্রতুলতা জন্য চারিদিক অন্ধকার দেখে তাহারাই নিদান কালের চিকিৎসার ন্যায় কল্পতরু শিল্প-বিদ্যার আশ্রয় লয়। প্রতি মাসে প্রায় ২৫।৩০ টীর অধিক ছাত্রও এই বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হয়, কিলক্ষণ দেখাগিয়াছে যে ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই উপরোক্ত প্রকারের সুতরাং শিল্প বিদ্যার মূল অবলম্বন ধৈর্য্য গুন নাথাকায় ২।৩ দিনের মধ্যেই অর্দ্ধেক ছাত্র পলাইয়া যায়। যাহারা অবশিষ্ট থাকে তাহাদিগের মধ্যেও প্রায় সকলেই এক বৎসরের মধ্যে উপরোক্ত কারণে চলিয়া যায়। ইহা নিশ্চয় জানিবেন এক বৎসর পরে প্রতি মাসের নিযুক্ত ছাত্র এক একটী করিয়া অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ। যদিও বৎসরের শেষে ১২টী ছাত্রও থাকে তাহারাও সংসারের অপ্রতুলতা বশতঃ শীঘ্র শীঘ্র উপায়ের চেষ্টা দেখে এবং অল্পমাত্র সুবিধা দেখিলেই আপনাকে অন্যায়িত মনে করিয়া সরিয়া পড়ে। ইহাতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের নবীন হস্তের কার্য্য দেখিয়া সাধারণে (যাঁহারা শিল্প-বিদ্যা কিছু জানেন) তাঁহারা কারণ অনুসন্ধান নাকরিয়া বিদ্যালয়ের অপযশ ঘোষণা করেন শিল্পীরাও অল্পত্যাগ স্বীকারে অসমর্থ হইয়া আপনাদিগের ভাবিষ্যৎ উন্নতি ও সমাজের উন্নতির পথ রোধ করেন।

আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করি উক্ত বিদ্যালয়ে বর্ত্তমান নিয়মের পরিবর্ত্তে এমন কোন নিয়ম করিলে ভাল হয় যথা :—প্রত্যেক ছাত্র উপযুক্ত পরিমানে বিত্তি পাইবে কিন্তু নিয়মিত কালের মধ্যে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলে পূর্ব্ব প্রাপ্য বিত্তি সমুদায় ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয় উক্ত বিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নতি হয়।

বিজ্ঞাপন।

আসাম দর্পণ।

আসামী ভাষা শিক্ষার সুযোগ। বৈশাখ মাস অবধি "আসাম দর্পন" নামে আসামী ভাষায় একখানি মাসিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা আসামের অবস্থা জানিতে, এদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে, অথবা অন্য কোন কারণে আসামী ভাষা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই পত্র খানি বড় উপযোগী হইবে। বাঙ্গালি মহাশয়গণ এই পত্র পাঠে অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে আসামী ভাষা শিখিতে পারিবেন। আসামী বর্ণমালা বাঙ্গালা বর্ণমালার প্রায় সদৃশ। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৵০ অগ্রিম মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্র প্রেরিত হইবে না। গ্রহণাভিলাষিগণ আমার নিকটে মূল্য পাঠাইবেন।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস
আসাম দর্পণের কার্য্যাধ্যক্ষ।
বিশ্বনাথ আসাম।

গ্রাহকগণের প্রতি।

যাঁহাদিগের ভারত সংস্কারকের অগ্রিম মূল্য শেষ হইয়াছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১২৮১ সালের অগ্রিম মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

ভারত সংস্কারের অধ্যক্ষ।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক … …	৬৲ টাকা	৭।৹
" ষাণ্মাসিক … …	৩।৹ "	৪।৹
" ত্রৈমাসিক … …	২৲ "	২।৵০
মাসিক …	৸০	৸/০
প্রতি সংখ্যা … …	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৵০ আনার হিসাবে তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি আর্ডর, অর্দ্ধ আনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেই রূপে রেজিষ্টরি করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বিয়ারিং পত্র গৃহীত হইবেনা।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদ পত্র, পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেনেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাত পটলডাঙ্গা বেনেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGTISERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

২য়, ভাগ
৭ম সংখ্যা } বঙ্গাব্দ ১২৮১—১৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। ১৮৭৪—২৯শে মে { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭৷৹ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

গত সোম ও মঙ্গলবার রাত্রে কলিকাতায় বৃষ্টি হইয়া গ্রীষ্মের তাপ অনেক কমিয়াছে।

মৃত অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের স্মরণার্থে গত বুধবার অপরাহ্ণ ৪ টার পর টাউন হলে একটী সভা হয়। দেশীয় সকল শ্রেণীর ভদ্রলোক এবং অনেক ইংরাজ উপস্থিত ছিলেন। অনরেবল কেম্প সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। দ্বারী বাবুর একটী উপযুক্ত স্মরণ চিহ্ন স্থিরীকরণ এবং তদুপযোগী অর্থ সংগ্রহার্থ একটী কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে।

জয়নগর মজিলপুর মিউনিসিপালিটীর টাক্স দারোগা বাবু দ্বারকানাথ মিত্রের বিরুদ্ধে নূতন২ অভিযোগ ও প্রেরিত পত্র আমাদিগের নিকট আসিতেছে। আমরা মনে করিয়াছিলাম, সে সকল আর প্রকাশ করিব না। কিন্তু উক্ত বাবু রেজিষ্টারী করিয়া আমাদিগকে এক পত্র লিখিয়াছেন এবং তাঁহার দোষ প্রকাশকের নাম চাহিয়াছেন এজন্য আমরা আর একখানি প্রেরিত মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম। কত লোকের নাম আমরা দিব? এক্ষণ হইতে বাবুজী একটু সাবধান হইয়া কার্য্য করুন, তাঁহার অপনাম দূর হইবে।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া আহ্লাদ সহকারে নিম্নলিখিত দুইটী বিজ্ঞাপন দিতেছি:—

আগামী ৩০শে মে শনিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় পাথুরিয়াঘাটায় শ্রীযুক্ত বাবু ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে জাতীয় সভার বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় 'মেঘনাদবধ কাব্যের দোষ ও গুণ' বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিবেন। নাটোরের রাজা শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায়বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

১লা জুন সোমবার অপরাহ্ণ ৪ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয় টাউন হলে 'হেয়ার অ্যানিভারসরি' উপলক্ষে "সুশিক্ষিত বঙ্গ যুবক দিগের যোদ্ধা হইবার উপযোগিতা" বিষয়ে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা করিবেন।

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী দোসরা ভগবান পুর নামে গবর্ণমেণ্টের একটী খাস মহল আছে। ইহাতে প্রায় ৪ হাজার বিঘা জমী এবং ১০০ ঘর কৃষক প্রজার বসতি আছে। এই স্থানের মধ্যে একটী পুষ্করিণী নাই, প্রজারা সামান্য ব্যবহারের জন্য বহুদূর হইতে জল আনয়ন করিয়া থাকে। এখানে একটী পাঠশালা নাই, অথচ অদূরস্থ মিউনিসিপালিটীর অধীন বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্র গ্রামে গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি প্রাপ্ত গুরুমহাশয় নিয়োজিত আছে। এখানে লোকদিগের যাতায়াতের একটী ভাল রাস্তাও নাই। গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং যেখানকার জমীদার, তত্রত্য প্রজাদিগের এত কষ্ট কি শোভা পায়? গবর্ণমেণ্ট আপনার খাস মহলে আদর্শ জমীদারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যদি প্রজাগণের শুভোন্নতি সাধন করিতে না পারেন, অন্য জমীদারেরা তাহাদিগের কর্ত্তব্য কি রূপে শিক্ষা করিবেন?

আমরা সম্প্রতি মজিলপুর অঞ্চল দর্শনার্থ গিয়াছিলাম। তথাকার গ্রীষ্ম কলিকাতা অপেক্ষাও খরতর বোধ হইল। জলাভাবে লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, প্রায় দিন ২।১টী করিয়া মরিতেছে। কেহ কেহ পীড়াক্রান্ত হইয়া ২।৩ ঘণ্টায় মরিতেছে, অনেকে বিকার প্রাপ্ত হইয়া ৭।৮ দিন খসিতেছে। হেমিওপাথী চিকিৎসাদ্বারা অনেক উপকার হইতেছে।

হাবড়া মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ অধিবাসীরা ১৮৭৩ সালের ২ আইন অনুসারে মনোনীত সভ্য নিয়োগের অধিকার পাইবার জন্য লেপ্টনন্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াছেন। ইহাঁরা দেখাইয়াছেন হাবড়া ভিন্ন ১০টীর অধিক গ্রাম এই মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত হইলেও কমিসনরদিগের অধিকাংশই হাবড়াবাসী। করদাতারা যখন আত্মশাসনের প্রার্থী হইয়াছেন, তাহাদের মনোরথ পূর্ণ করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

অনরেবল জাষ্টিস রঙ্গপুরের জজ লেবিন সাহেবের তথ্যানুসন্ধান করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। জজ আদালতের সেরেস্তাদারকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

লেবিনের কি হইল প্রকাশ নাই, শুনা যায় তিনি সত্যবাদী হইয়া আপনার দোষ সকল স্বীকার করিয়াছেন। আর্থর কেলী শীঘ্র গিয়া তাঁহাকে কার্য্য ভার হইতে মুক্ত করিবেন। হত ভাগ্য সুরেন্দ্র নাথ ও লেবিনে কদাচ তুল্য হইতে পারে না।

হিন্দু পেট্রিয়ট একখানি পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন ইহা পাঠ করিলে যথেষ্ট উপকার হইবে, বিশেষতঃ এ ঋতুতে লঘু পাঠ মদ্যের ন্যায় বিরামদায়ক।" ডেলিনিউস বলেন, পেট্রিয়টের মুখে এরূপ কথা ভয়ঙ্কর। বোধ হয় এক খানি গম্ভীর বিষয়ক পুস্তকের সমালোচনায় শীঘ্র দেখিতে পাইব—"ইহা গুরু পাঠ,কিন্তু গোমাংস খণ্ডের ন্যায় ইহা পুষ্টিকর খাদ্য।" ডেলিনিউস যাহা বলিয়াছেন সত্য আজি কালি এমনি কালই পড়িয়াছে যে, খাঁটি হিন্দুদিগেরও কোন বিষয় ব্যাখ্যা করিতে হইলে সুরা ও গোমাংসের দৃষ্টান্ত গ্রহণ না করিলে চলে না।

ভারত সংস্কারক।

জয়নগর পোষ্ট আফিস।

কলিকাতার দক্ষিণ জয়নগর মজিলপুর প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম এবং এখানে বহুসংখ্যক ভদ্র লোকের বাস। এই কারণে এ দুই স্থান বহুদিনাবধি মিউনিপালিটীর অধীনস্থ এবং টাউন নামে আখ্যাত হইয়াছে। আশ্চর্য্য যে ১০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ স্থানে একটীও পোষ্ট আফিস সংস্থাপিত হয় নাই। সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু হেমচন্দ্র কর এই অভাব দর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেন এবং তদনুসারে ১৮৬৫ সালে একটী ডাকঘরের সূত্রপাত হয়। তৎকালে অনুমতি হয় ইহা কিছু দিন পরীক্ষাধীন থাকিবে, পরে স্থায়ী হইবে। পরীক্ষাতে ইহা উত্তীর্ণ হইয়া সবর্ডিনেট আফিস রূপে পরিণত হয়, তখন কলিকাতা হইতে অবিলম্বে পত্রাদি পাইয়া সাধারণে পরম উপকৃত বোধ করিয়াছিল,কিন্তু সে সচ্ছন্দ অধিক দিন রহিল না। প্রায় ৩বৎসর হইল ইনস্পেক্টিঙ পোষ্ট মাষ্টর বাবু তারা প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাকে ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিস করিয়া যাইসেন। কি কারণে ইহার এরূপ অবনতি হইল, অবধারণ করা যায় না। প্রত্যহ গড়ে শতাধিক চিটী আসে যায়, তদ্ভিন্ন বাঙ্গী পুলিন্দা পার্শেল ও অন্যান্য দ্রব্য আছে, ইহার মাসিক আয় গড়ে অন্যূন ১২৫ টাকা। ইহাতে এক জন পোষ্ট মাষ্টার, দুই জন ডেলিবরী পিয়ন এবং এক জন রুরাল মেসেঞ্জের আছে, তথাপি অনেক সময় অসুবিধা হয়। শাখা আফিস হওয়া অবধি এখান হইতে পত্রাদি আদান প্রদান বিলম্বসাধ্য হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রাঞ্চ আফিসের নিয়মানুসারে রেজিষ্টারীতে প্রত্যেক নাম লিখিতে লিখিতে পোষ্ট মাষ্টারের ক্লেশের এক শেষ এবং অনর্থক সময় হরণ হয়। সাধারণে এই জন্য অনেক ক্লেশানুভব করিতেছে, পোষ্ট আফিসের কর্তৃপক্ষীয়গণ এই ক্লেশ অপনোদন করুন্। এই ডাক ঘরের একটী গৃহ না থাকাতেও সাত স্থানে আফিস নাড়ানাড়ি করিতে হয়, সে অসুবিধাও দূর করা কর্ত্তব্য।

এ অঞ্চলের পোষ্ট আফিস সম্বন্ধে আর একটী বক্তব্য আছে। জয়নগর হইতে মথুরাপুর প্রভৃতি ৫।৬ মাইল, ঘাটেশ্বরা ৮ মাইল এবং ডায়মণ্ড হার্বর ১৫।১৬ মাইল দূরস্থ। এই সকলের মধ্যে একটী ডাক লাইন না থাকাতে, 'নাসিকা দর্শনে শিরোবেষ্টনের ন্যায় বারুইপুর, সোণাপুর এবং কলিকাতা হইয়া অর্থাৎ ৬০।৭০ মাইল বেড় দিয়া জয়নগর হইতে ডায়মণ্ড হার্বর ও ঘাটেশ্বরা প্রভৃতি স্থানে চিটী পত্র যাতায়াত করে। ইহাতে যে পর্য্যন্ত অসুবিধা হয়, পোষ্ট বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ অনায়াসে বুঝিতে পারেন। আমাদিগের বিবেচনায় জয়নগর হইতে ঘাটেশ্বরা অথবা সুলতানপুর পর্য্যন্ত একটী ডাক লাইন খুলিয়া দুই জন মাত্র রনার অর্থাৎ হরকরা নিয়োগ করিলে সামান্য ব্যয়ে এ প্রদেশের যার পর নাই উপকার হইতে পারে। যখন প্রজা সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কৃতসঙ্কল্প এবং তজ্জন্য রথ্যাকর, মিউনিসিপাল টাক্স প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন প্রস্তাবিত অভাব সকল কেন না দূর করিবেন? আমরা ভরসা করি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট পোষ্ট বিভাগের কর্তৃপক্ষীয়দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন।

ভারতবন্ধু ফসেট সাহেবের জন্য অর্থ সংগ্রহ।

কয়েক বৎসরাবধি অধ্যাপক ফসেট সাহেবের নাম ভারতবর্ষের কোন অংশেই অপরিচিত নাই। তিনি কিরূপে আমাদিগের সহিত পরিচিত হইলেন, তাহারও বিশেষ বিবরণ অনেকে অবগত আছেন। এই মহাত্মা পার্লেমেণ্ট মহাসভার একজন সভ্যরূপে মনোনীত হইয়া চির উপেক্ষিত ভারত সাম্রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন এবং অন্যের অনুরোধ বা উত্তেজনার অপেক্ষা না রাখিয়া ভারতের স্বত্ব লইয়া স্বজাতীয়দিগের সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই নিঃস্বার্থ ন্যায় সংগ্রামে তিনি যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা, সত্যনিষ্ঠতা, নির্ভীকতা এবং উদারতার পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণে অবাক্ হইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় রাজস্বের নিতান্ত অপব্যবহার হয় এবং তাহার সুব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক, এই বিষয়টী পার্লেমেণ্টের হৃদগত করিয়া তিনি রাজস্ব কমিটী স্থাপিত করেন এবং তাহাতে বহুসংখ্যক বিচক্ষণ লোকের সাক্ষ্য লইয়া ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা ইংলণ্ডবাসীদিগের চক্ষে ধারণ করেন। ফসেট অদ্যাপি তাঁহার মহোদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সক্ষম হন নাই বটে, কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে আমাদিগের যে সকল মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা বিস্মরণীয় নহে। তিনি চিরনিদ্রিত পার্লেমেণ্টকে ভারতবর্ষের প্রতি জাগ্রৎ করিয়াছেন, আপনার দৃষ্টান্তে আরো কয়েকটী স্বদেশবাসীকে ভারতের প্রতি সহানুভূতি পরায়ণ করিয়াছেন এবং ভারত শাসন যে ন্যায়বিধি এবং ইংলণ্ডের গৌরবসূচক প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইতেছে না, তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার এই তিনটী মহৎ কার্য্যের জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

যে ফসেট সাহেব ভারতের এরূপ পরমহিতৈষী হইয়া এত বীর সাহস দেখা-

ইতেছেন, তিনি কিরূপ অবস্থার লোক অনেকে তাহা অবগত নহেন। ইনি দৃষ্টিশক্তি হীন অন্ধ। ইহাঁর ঐশ্বর্য্য বিভবও নাই, একটা ক্ষেত্রের কৃষি-কার্য্যের উপর তাঁহার জীবিকার নির্ভর। তিনি ব্রাইটন বাসীদিগের মনোনীত সভ্য ছিলেন, কিন্তু দরিদ্র বলিয়া তাহাদিগের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের হিতাকাঙ্ক্ষাই তাঁহাকে পুনঃ সভ্য হইবার চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত করে, কিন্তু অর্থাভাবে প্রথমে তাহাতে বিফলযত্ন হইয়াছিলেন। শুনা যায় হাক্নির অধিবাসীরাও তাঁহাকে দরিদ্র বলিয়া সভ্য মনোনীত করিতে চাহেন নাই, পরে কয়েক জন বন্ধু তাঁহাকে চাঁদা করিয়া ৮০০০ টাকার সাহায্য করিলে তিনি কৃতকার্য্য হন। এই সভ্য পদবী লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে ঋণগ্রস্ত হইতেও হইয়াছে। ফসেট সাহেবের যে অর্থের প্রয়োজন, ইহা তাঁহার ইংলণ্ডীয় বন্ধুগণ নানা প্রকার কৌশলে জানাইয়াছেন। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসের লণ্ডনস্থ এক সংবাদ দাতা এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন :—

"ফসেট সাহেবের হাক্নীর সভ্য মনোনীত হইবার জন্য যে প্রভূত অর্থ ব্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহার সাহায্য কল্পে তাঁহার ভারত হিতার্থ বহুল ও অক্লান্ত চেষ্টার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কিছু অর্থ যদি ভারতবর্ষ হইতে আসিত, ভাল দেখাইত। অধ্যাপক ফসেটের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ অভিনন্দন প্রদান করা ভাল বটে এবং তাহার যে কত মূল্য, ব্রাইটনের সভ্যেরা সে দিন প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে চারি পাঁচ হাজার টাকার সাহায্য দান করা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট।"

ফসেট সাহেব আমাদিগের জন্য প্রাণপণে খাটিতেছেন, সহস্র বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া শত শত বিপক্ষের সম্মুখে অকুতোভয়ে আমাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, একথা শুনিলে আমাদিগের মনে যে আনন্দ হইবে আশ্চর্য্য নহে। সে আনন্দ আমরা প্রকাশ করিতেও শিখিয়াছি। কিন্তু যখন শুনিতেছি আমাদিগের স্বার্থ সাধনের জন্য তাঁহার কষ্টের এক শেষ হইতেছে এবং কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য পাইলে তিনি নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে আমাদিগের জন্য চতুর্গুণ পরিশ্রম করিতে পারেন, তখন তাঁহার হিতৈষিতার জন্য কেবল আনন্দ প্রকাশ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মানুষোচিত নহে। একখণ্ড কাগজে অর্দ্ধমুদ্রা ব্যয় করিয়া অভিনন্দন দিলে সভ্যসমাজে তাহা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু কৃতজ্ঞ হৃদয় তাহাতে কি সন্তুষ্ট হইতে পারে? আমরা ফসেটকে দীর্ঘচ্ছন্দে অভিনন্দন দিলাম, কিন্তু তদনুরোধে ব্রাইটনের লোকেরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে ছাড়িলেন না। তিনি আপনার মহোচ্চ অভিপ্রায় সংসাধন জন্য অর্থ কষ্টে পড়িলেন, সে সময়ে তাঁহার প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করিলাম না। লণ্ডনস্থ সংবাদ দাতা আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া একপ্রকার লাঞ্ছনা করিয়াছেন। ৪।৫ হাজার টাকার সাহায্য ভারতবর্ষে অনেক ধনী পুরুষ আছেন, একাকী অনায়াসে নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কৃতবিদ্য সাধারণের মধ্যে এক পয়সা করিয়া চাঁদা করিলেও তাহা অনায়াসে সংগৃহীত হয়। এ প্রকার সামান্য সাহায্য দানে তবে কি আমরা পরাঙ্মুখ থাকিব? কিন্তু এই একবারের সাহায্য যথেষ্ট নয়। ইংলণ্ডে সাধারণ হিতকর অনেক কার্য্য অর্থের উপর নির্ভর করে। ফসেট সাহেব বা তদ্রূপ কোন ব্যক্তি যদি আমাদিগের হিতসাধন করিতে প্রয়াস পান, তাঁহার সাহায্যার্থ একটী ফণ্ড থাকা আবশ্যক। আমরা প্রস্তাব করি, এইরূপ একটী ফণ্ড স্থাপন জন্য দেশীয় বন্ধুগণ যত্নশীল হউন। ভারতবর্ষীয় সভা একার্য্য করিবেন বলিয়া অনেকে কেবল তাঁহারই মুখাপেক্ষা করিতে বলেন, কিন্তু ইহা আমাদিগের আলস্য ও ঔদাসীন্যের নিদর্শন মাত্র। ভারতবর্ষীয় সভা দৃষ্টান্ত স্বরূপ যাহা করিবার করুন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় সাধারণে এবিষয়ে অনুরাগের পরিচয় দান করুন। এদেশ হইতে পার্লেমেণ্টের সভ্য মনোনীত হয়, অনেকের ইচ্ছা, কিন্তু সেরূপ এক এক জন সভ্য ইংলণ্ডে রক্ষা করিতে এবং তদ্দ্বারা কার্য্য সাধন করিতে কত অর্থের প্রয়োজন। আপাততঃ অল্পব্যয়ে যাহা অনায়াসে সিদ্ধ হয়, সকলে সমবেত হইয়া সে জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করুন। স্বদেশের শাসন বিষয়ে অধিকার লাভ করা এখনো আমাদিগের দুরায়ত্ত রহিয়াছে, ভারতহিতৈষী বৈদেশিক গণের সাহায্যে শাসনের দোষ যতদূর সংশোধিত হয়, তাহার উপায় করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। কেবল কর্ত্তব্যানুরোধেই আমাদিগকে একার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে না। ইহাতে আমাদিগের যথেষ্ট স্বার্থ আছে, স্বার্থ সাধন জন্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য দানে সকলে মুক্তহস্ত হউন।

উপসংহার কালে স্বদেশহিতৈষী মহোদয়গণের বিবেচনার্থ আমরা একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি যে ভারতবর্ষে অন্যূন ২০ কোটী লোকের বাস, তথা হইতে সাধারণ হিতকর কার্য্যে দুই পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করা এত দুঃসাধ্য ব্যাপার কেন? আমাদিগের মধ্যে এমত একটী সভা নাই, যাহা সাধারণকে আপনার এবং সাধারণে যাহাকে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে সুতরাং কে দেয়, কে লয়? যতদিন একটী প্রজা সাধারণ সভা প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন এ অভাবের নিরাকরণ হইতেছে না। যাহাহউক এক্ষণে যাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া

সমাজের শিরঃস্থল অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহারা ইহার কিছু উপায় করুন্‌।

বেঙ্গল সিবিলিয়ন।

এই পুরাতন রাজ পুরুষ শ্রেণীর উপর, বোধ হয়, শনির কোপদৃষ্টি পতিত হইয়াছে। যে দিন অবধি লর্ড লরেন্স ব্রীটিষ ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধির সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, সেই দিন অবধি তাঁহাদের সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। লর্ড লরেন্স এক জন পঞ্জাব সিবিলিয়ন। পঞ্জাব সিবিলিয়ন যে পঞ্জাব সিবিলিয়নদিগের পক্ষপাতী হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। লর্ড লরেন্স সর্ব্ব প্রথমে বঙ্গদেশের উচ্চ২ রাজপদে পঞ্জাব সিবিলিয়নদিগকে নিয়োজিত করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে এখানকার সমস্ত উচ্চ আসন তাঁহাদের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। বেঙ্গল সিবিলিয়ন মহাশয়েরা রাজ্যের নিম্নতর আসন সকল অধিকার করিয়া নিরাশা ও দুঃখে বিদেশীয় আমদানির স্রোত নিরীক্ষণ করিতেছেন।

লর্ড লরেন্স ১৮৬৪ সালে ভারতবর্ষীয় শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এখন ১৮৭৪ সাল। এই দশ বৎসর ব্যাপিয়া বেঙ্গল সিবিলিয়নেরা রাজসম্মান ও রাজানুকম্পা লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। ইংলিসম্যান সম্পাদক দেখাইয়াছেন যে ১৮৫৬ সালে নিম্ন লিখিত উচ্চ পদ সকল বেঙ্গল সিবিলিয়নদিগের অধিকৃত ছিল।

	মাসিক বেতন।
বঙ্গদেশের লেপ্টনেন্ট গবর্ণর হালিডে সাহেব	৮৩৩৩
উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টনেন্ট গবর্ণর কল্‌বিন সাহেব	৮৩৩৩
ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ডরিণ সাহেব	৮,৩৬০
ঐ ঐ অন্যতর সভ্য গ্রাণ্ট সাহেব	৬,৬৬৬
সদর কোর্টের ৫জন জজ (৪৩৫০টাকা করিয়া)	২১,৭৫০
রেবিনিউ বোর্ডের ৩জন মেম্বর ৪৩৫০ টাকা করিয়া	১৩,০৫০
ফাইনেন্সেল সেক্রেটরি	৪,৫৬৬
ব্যবস্থাপক সভার সভ্য	৪,১৬৬
হায়দ্রাবাদের রেসিডেন্ট	৫,৫০০
নাগপুরের কমিসনর	৪,১৬৬
মোট	৮৪,৪৯০

কিন্তু বর্ত্তমান ১৮৭৪ সালে কেবল নিম্নলিখিত উচ্চ পদ সকল বেঙ্গল সিবিলিয়নদিগের অধিকৃত আছে।

	মাসিক বেতন।
হাইকোর্টের ৬জন জজ ৪১৬৬ টাকা করিয়া	২৪,৯৯৬
ব্রীটিষ ব্রহ্মদেশের চিফ কমিসনর	৪,৬৬৬
ফাইনেন্সেল সেক্রেটরি	৪,১৬৬
রেবিনিউ বোর্ডের ২জন মেম্বর (৪০০০টাকা করিয়া)	৮,০০০
মোট	৪১,৮২৮

উচ্চ পদস্থ বেঙ্গল সিবিলিয়নেরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে মাসিক বেতন সূত্রে যত টাকা প্রাপ্ত হইতেন, এক্ষণে তাহার অর্দ্ধাংশও প্রাপ্ত হন না। ১৮৫৫ সালে যত গুলি উচ্চ পদ ছিল, এই ঊনবিংশ বৎসরের মধ্যে তাহার সংখ্যা বরং বৃদ্ধি হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা এক জন বাড়িয়াছে; ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত সেক্রেটরির সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা তিন জন বাড়িয়াছে; এবং ৪টী চিফ কমিসনরের পদ নূতন সৃষ্ট হইয়াছে। সাত জন চিফ কমিসনরের মধ্যে কেবল এক জন বেঙ্গল সিবিলিয়ন শ্রেণী হইতে গৃহীত হইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার ৫ জন সভ্যের মধ্যে এক জনও বেঙ্গল সিবিলিয়ন নহেন। (১) অনারেবল ইলিস এক জন বোম্বাই সিবিলিয়ন; (২)অনঃ সার হেন্‌রী নর্ম্মান বঙ্গ দেশীয় সেনাদলভুক্ত; (৩) অনঃ হবহাউস্‌ একজন বারিষ্টার; (৪) অনঃ বেলী উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সিবিলিয়ন; এবং (৫) অনঃ ইংলিস্‌ও এক জন ঐ শ্রেণী ভুক্ত। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান সেক্রেটরিগণের মধ্যে কেবল ফাইনেন্সেল সেক্রেটরি আর বি চ্যাপমান বেঙ্গল সিবিলিয়ন। অবশিষ্ট ছয় জনের মধ্যে ফরেণ সেক্রেটরি আচিসন পঞ্জাব সিবিলিয়ন; হোম সেক্রেটরি লায়ল উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সিবিলিয়ন; রেবিনিউ সেক্রেটরি হিউমও এক জন পশ্চিম প্রদেশের লোক; মিলিটারি সেক্রেটরি কর্ণেল বরণ বঙ্গদেশের সেনাদলভুক্ত; পবলিক ওয়ার্ক সেক্রেটরি কর্ণেল ডিকেন্স এক জন রাজকীয় গোলন্দাজ সেনাদলভুক্ত; এবং ব্যবস্থাপক বিভাগের সেক্রেটরি ডবলিউ ষ্টোক্‌স এক জন বারিষ্টার। প্রধান প্রধান শাসন কার্য্য হইতেও বেঙ্গল সিবিলিয়নেরা বর্জ্জিত হইয়াছেন। ব্রীটিষ অধিকৃত ব্রহ্মদেশের চিফ. কমিসনর এস্‌ লি ইডেন সাহেব ভিন্ন আর কোন বেঙ্গল সিবিলিয়ন এ বিভাগে দৃষ্টিগোচর হন না। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সর রিচার্ড টেম্পেল স্বয়ং একজন পঞ্জাব সিবিলিয়ন, তিনি যাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন,তিনিও একজন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় ছিলেন এবং মধ্য ভারতবর্ষ হইতে একজন বাহিরের লোককে আনাইয়া আপনার সেক্রেটরির পদ প্রদান করেন। হায়দ্রাবাদের রেসিডেণ্ট সি বি সণ্ডার্স এক জন পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সিবিলিয়ন। অযোধ্যার চিফ কমিসনর সার জর্জ কুপর এক জন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সিবিলিয়ন। মধ্য ভারতবর্ষের চিফ কমিসনর মরিস্‌ সাহেবও একজন সেই শ্রেণীর লোক। কিটিং সাহেব যিনি সম্প্রতি আসাম দেশের চিফ কমিসনর পদে

নিয়োজিত হইয়াছেন, তিনিও একজন বোম্বাই সিবিল সার্ব্বিস ভুক্ত। এই রূপ সমস্ত উচ্চ পদ হইতে বেঙ্গল সিবিলিয়নগণ অপসারিত হইয়াছেন। আশ্চর্য্য এই যে লর্ড মেও ও নর্থব্রুকও সার জন লরেন্স সাহেবের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া বেঙ্গল সিবিলিয়নগণের প্রতি কার্য্যতঃ বিরাগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। এরূপ ব্যবহার কি অনিচ্ছোৎপন্ন একটী আকস্মিক ব্যাপার, না কোন বিশেষ অভিসন্ধি সংসাধনার্থ অবলম্বিত হইয়াছে? বেঙ্গল সিবিলিয়ন অন্য দেশের সিবিলিয়ন অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতায় অপটু ইহাত এ পর্য্যন্ত কেহ স্পষ্ট বাক্যে ব্যক্ত বা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হন নাই, তবে কেন তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করা হয়? লর্ড মেও ও লর্ড নর্থব্রুক লরেন্স সাহেবের ন্যায় উত্তর পশ্চিম বা পঞ্জাবের পক্ষপাতী হইতে পারেন না, তবে কেন তাঁহারা এক প্রদেশের সিবিলিয়ন অপেক্ষা প্রদেশান্তরের সিবিলিয়নদিগকে অধিকতর আত্মীয় বোধ করিবেন? বিশেষতঃ ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে বেঙ্গল সিবিলিয়ন গণ অনেক দিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে অবস্থান প্রযুক্ত অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা অর্জ্জন করিয়া বঙ্গদেশ শাসনের অধিকতর উপযুক্ত হইয়া থাকেন। এবিষয়ে কোন নূতন আগন্তুক তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারেন না। সুতরাং ইঁহাদিগকে রাজ্যের প্রধান প্রধান শাসন পদ হইতে বঞ্চিত করিলে, বঙ্গদেশকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। যাঁহারা বেঙ্গল সিবিলিয়ন, অনেক দিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের সঙ্গে পরিচিত, এদেশের ও দেশাধিবাসী লোকের প্রতি তাঁহাদের স্নেহ মমতা স্বভাবতই অধিক হয়, অন্য পর লোক অধিকতর কার্য্যক্ষম হইলেও সেই স্নেহ মমতার অসদ্ভাবে কখনই সে রূপ প্রজারঞ্জনে সমর্থ হইতে পারেন না। যে অবধি বঙ্গদেশের লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের পদে বিদেশীয় আগন্তুককে স্থাপনা করা হইয়াছে, সেই দিন হইতে বঙ্গদেশের চক্ষু এক দিনের জন্যও অশ্রুশূন্য নহে। আমাদের সন্দেহ হয় যে বেঙ্গল সিবিলিয়নদিগকে পরিহার করিবার কোন গূঢ় কারণ থাকিবে। নিষ্কারণ ব্যাপার কখনও এরূপ প্রণালীসঙ্গত হয় না। বেঙ্গল সিবিলিয়নগণের কর্ত্তব্য যে তাঁহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের বিষয় উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষীয়ের গোচর করিয়া তাহার প্রতিবিধান করেন এবং বঙ্গবাসীদের কর্ত্তব্য তাঁহারা এরূপ কার্য্যনীতির দোষ সমূহ প্রদর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টের ভ্রম নিরাকরণের চেষ্টা পান। এরূপ কার্য্যনীতি দ্বারা বেঙ্গল সিবিলিয়নগণকে যে পরিমাণে নিরুৎসাহ ও নিরাশ করা হইবে, রাজ্যশাসন কার্য্যে সেই পরিমাণে ব্যাঘাত জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বোধ হয় এই দূষিত কার্য্যনীতির অনিষ্টময় ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

প্রাচীন কালের প্রতি সম্মাননা।

আমরা পাঠকগণের নিকট প্রতিশ্রুত আছি যে প্রাচীনগণের নিকট আমাদিগের কি কি শিক্ষণীয় আছে, লিখিতে যত্ন করিব। এরূপ বিষয়ের আলোচনাতে একটি সঙ্কট এই, ভ্রান্ত দর্শন জালে অনেকের মন নিতান্ত অভিভূত, তাঁহারা বর্ত্তমান সময়কেই সর্ব্বোচ্চ মনে করেন, এবং ভূতকালে ধর্ম্মদর্শন ও সভ্যতা সম্বন্ধে যে অদ্ভুত ব্যাপার সকল সংসাধিত হইয়াছে, তৎসমুদায় ভ্রান্তিমূলক বলিয়া ভাণ করেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এখনও বলিতেছি, এ সকল ব্যক্তির সঙ্গে আমাদিগের সহানুভূতি নাই। ভ্রম প্রমাদ সকল কালেই সম্ভব, কিন্তু কে না দেখিয়াছেন যে ভ্রম প্রমাদের নিম্নদেশে উজ্জ্বল সত্যরত্ন প্রোথিত রহিয়াছে? মনুষ্যপ্রকৃতি এমনি সত্যের দিকে স্বভাবতঃ সমাকৃষ্ট যে, তাহার ভ্রান্তিও সত্যকে মূল না করিয়া উত্থিত হয় না। মনুষ্যের জ্ঞান রাজ্যের প্রত্যেক বিষয় লইয়া ইহা সপ্রমাণ করা যাইতে পারে, কিন্তু অবান্তরিক বিষয়ের আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন।

আমাদিগের মতে মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানের বিষয় ধর্ম্ম। কমূটের সহিত একমত হইয়া বলিতে পারা যায় প্রাচীন কাল নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মেরই কাল ছিল। সকল বিষয়, সকল ব্যাপার, সকল চিন্তা এক এই ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া উদিত হইত। নবীনেরা সামাজিক অবস্থা নিচয়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনগণের এই অদ্ভুত হৃদ্য ভাবটী পরিহার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমরা একথা বলি না, বা বিশ্বাস করি না যে এই পরিহার অতঃপর চির দিনের জন্য স্থায়ী হইবে, আমাদিগের সিদ্ধান্ত এবং বিশ্বাস বরং ইহার বিপরীত। কিন্তু পরিবর্ত্তন জন্য যাদৃশ আন্দোলন হইতেছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে বর্ত্তমান সময় পূর্ব্বভাব অতিক্রম করিতে প্রস্তুত। এটি অপ্রাকৃতিক অবস্থা এবং প্রাচীনগণের নিকট আমাদিগের এতৎ সম্বন্ধে শিক্ষণীয় আছে, এই আমাদিগের প্রথম নির্ণেয় বিষয়।

কালে সকল বিষয়েরই উন্নতি হয়। ধর্ম্মও এ বিশ্বজনীন নিয়মের বহির্ভূত নহে, যদি বহির্ভূত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম অস্থায়ী এবং বিনশ্বর পদার্থ। অগ্রসর কালের সঙ্গে সঙ্গে যাহা আপনাকে অগ্রসর করিতে পারিল না, তাহা ভূত কালের ব্যাপার, ভবিষ্যতের নহে। ভবিষ্য বংশীয়েরা তাহা পশ্চাতে অতি-

ক্রম করিয়া চলিয়া যাইবেনই। কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা একথা বলিতে পারি না। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা চির দিন উন্নত হইয়া আসিয়াছে, এবং বর্ত্তমান কালে উহা যে প্রকার উন্নত বেশ ধারণ করিতেছে, তাহা ভূতকালে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, বর্ত্তমান কাল আবার ভবিষ্যকালের উন্নতির নিকটে অবনতমস্তক হইবে। কিন্তু যে যে উন্নত ভাব প্রাচীনকালে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নিত্য এবং নবীনগণকে সেই সকল অবলম্বন করিয়া নূতন উন্নতির ভিত্তিভূমি সংস্থাপন করিতে হইবে।

প্রাচীন কালের ইতিহাসই পাঠ করি অথবা প্রাচীনগণের জীবনই দেখি, ঈশ্বর সমুদায় ঘটনার নিয়ন্তা এই জ্ঞানটী সর্ব্বত্র প্রবল দেখাযায়। এই ভাবের সঙ্গে যে সকল দূষিত ভ্রান্তিমূলক মত সম্মিলিত হইয়াছিল, আমরা বর্ত্তমান কালের আলোকে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি,কিন্তু মূলজ্ঞানটী চিরদিনের জন্য সম্পোষ্য। ইহাতে শুদ্ধ শান্তি, পবিত্রতা, ও হৃদয়ের উচ্চতা সাধিত হইবে তাহা নহে, এতদ্দ্বারা বিজ্ঞানের ভিত্তি ভূমিও সুদৃঢ়তর হইবে। অনেক নবীন তরলমস্তিষ্ক যুবক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন ও বলিবেন যে এ আবার কি উন্মত্ত প্রলাপ শুনিতেছি। বিজ্ঞানে যাহার মূল শুষ্ক করিয়া ফেলিবে,তাহাই আবার তাহার মূল কি প্রকারে হইবে? বকল যেমন ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বে যাঁহাদিগের বিশ্বাস নাই, তাঁহাদিগের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত নন,আমরাও সেই প্রকার এই সকল লোকের কথায় উপেক্ষা করিতে পারি, কিন্তু আমরা তাহা করিব না। আমরা কেন এরূপ বলিতেছি, সংক্ষেপে তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছি।

একতা সাধন সমুদায় বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান, ভূত এবং ভবিষ্যৎ এ কাল ত্রয়ের মধ্যে বিজ্ঞান অতি আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত। প্রত্যেক মনুষ্য স্বীয় প্রবৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিতেছে, অথচ সমগ্র মনুষ্য মণ্ডলীর কার্য্য আশ্চর্য্য অলক্ষিত ভাবে সমুদায় বাধা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি যেরূপ অখণ্ড নিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ, মনুষ্য সমাজও তাদৃশ অখণ্ড নিয়মের অধীন। এই নিয়ম মনুষ্য কল্পনাসম্ভূত অবাস্তবিক পদার্থ নহে। কিন্তু ইহা নিত্যপ্রবৃত্ত এবং সমুদায় পরিবর্ত্তনের নিদানভূত অসীম বিশ্বের নিয়ন্তার কার্য্যপ্রণালী। মনুষ্য মণ্ডলী ইহার অধীন, প্রবর্ত্তক নহে। জড় পদার্থ নিচয়ের মধ্যে শক্তির ক্রিয়াপ্রণালী বা নিয়ম দর্শন করিয়া মনুষ্যগণ তাহা যেমন স্ব২ অভিপ্রায় সাধন জন্য নিয়োগ করিতে পারে, তেমনি মনুষ্যসমাজের অভ্যন্তরে এই নিয়ামক নিয়ন্তার ক্রিয়াপ্রণালী আবিষ্কার করিয়া সামাজিক হিত এবং স্ব২ উন্নতিকল্পে ইহার অনুসরণ করিতে পারে। শরীর সুস্থ থাকুক বা অসুস্থ হউক, উভয় অবস্থাই যেমন নিয়মাধীন, মনুষ্য সমাজ সুস্থ বা বিকৃতাবস্থাপন্ন হউক, উহা কখন নিয়ম অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। শরীর ক্ষণভঙ্গুর সুতরাং উহা সকল সময়ে অস্বাস্থ্যের বিপর্য্যায়ক নিয়ম অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য সমাজ কালে উহা অতিক্রম করিয়া উঠে এইমাত্র প্রভেদ। কেহ এ কথা বলিতে পারেন না নিয়মভঙ্গের মধ্যে নিয়মাধীনত্ব অবস্থিতি করিল না, কেন না নিয়ম ভঙ্গে যে ব্যাপার উপস্থিত হয়, তাহারও নিয়ম আছে, উহা অনিয়মিত নহে। সুতরাং নিয়ন্তার নিয়ন্তৃত্ব এ উভয়েতেই অবস্থিতি করিতেছে।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতেই প্রতিপন্ন হইবে ঈশ্বর সকল ঘটনার নিয়ন্তা এজ্ঞানের প্রাবল্যে বিজ্ঞানের ভিত্তি ভূমি কি প্রকারে সুদৃঢ় হইবে। বিজ্ঞানের দৃঢ়তা ও একতা সাধন এবং সেই একতা একই মূল হইতে প্রসৃত, ইহাই নির্ণয় করা বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানের বিষয় সকলকে শুষ্ক, কঠোর, নীরস প্রস্তর রাশিবৎ প্রাণশূন্য দর্শন করিয়া উহার অনুসরণ কেবলই কল্পনা। আধুনিক বিজ্ঞানবিদেরা ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং এই জন্য ক্রমে তাঁহারা সমুদায় প্রকৃতিকে প্রাণপূর্ণ দেখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই দিন ধন্য হইবে যে দিবস বর্ত্তমান কালের উন্নত আলোকের সহিত প্রাচীনগণের হৃদগত বিশ্বাস একত্র সম্মিলিত হইয়া এক আশ্চর্য্য বেশ ধারণ করিবে।

আমাদিগের প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িল। শিক্ষণীয় বিষয় আরো কিং আছে, তাহা ভবিষ্যতে নির্দ্ধারণ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা রহিল।

ভারতবর্ষ ও জাপান।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া যাঁহারা ইহার মহত্ত্ব পরিমাণ করিতে চান, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হন। তৎসঙ্গে সঙ্গে একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে যাঁহারা ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন গৌরবান্বিত অবস্থা স্মরণ করিয়া ভারতবর্ষের মহত্ত্ব পরিমাণ করিতে চান, তাঁহারাও অল্প ভ্রান্ত নহেন। যখন ভারতের পূর্ব্বতন উন্নতি ও বর্ত্তমান দুর্গতি উভয়ই চক্ষুর সমক্ষে রাখিয়া সিদ্ধান্ত সম্পাদিত হয়, তখনই ইহার মহত্ত্বের প্রকৃত পরিমাণ ফল স্থির হয়।

হীনাবস্থার সময় পূর্ব্বগৌরবের কথা স্মরণ করা স্বাভাবিক। ধনী দুঃখী হইলে

সৌভাগ্যের অবস্থা স্মরণ করে; ধার্ম্মিক পতিত হইলে, স্বীয় পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান স্মরণ করে; সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। আমরাও এই অপরিহার্য্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের সৌভাগ্যের কথা মধ্যে মধ্যে স্মরণ করি এবং তাঁহাদের সভ্যতা ও মহত্বের ছবি কখন কখন চিত্তপটে অঙ্কিত করি। এরূপ চিন্তা অনেক সময়ে আমাদের মনে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপন করিয়া স্বদেশ হিত কল্পে আমাদিগকে উত্তেজিত করে এবং আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এক সময়ে সভ্যতা শিখরের যেরূপ অত্যুচ্চ দেশে উত্থিত হইয়াছিলেন, তাহা পুনরধিকার পূর্ব্বক সভ্যতম জাতিগণ মধ্যে গণনীয় হইবার জন্য অন্তরের প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত করিয়া দেয়।

ভারতবর্ষ এক সময়ে সভ্যতার জয় পতাকা হস্তে লইয়া জ্ঞান,নীতি, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়াছেন। ইহার গণিত ও জ্যোতিষ লইয়া ইউরোপ উন্নত হইল, ইহার তত্ত্ববিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি লইয়া আসিয়ার প্রধান প্রধান রাজ্য মহত্ব লাভ করিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম যাহা আসিয়ার অধিকাংশ লোকের অবলম্বিত ধর্ম্ম, যদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় দ্বীপপুঞ্জ, তিব্বৎ, চীন, চীনতাতার, এবং জাপান পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও নীতির জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছে ভারতবর্ষই তাহার জন্মভূমি। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ যেমন চতুর্দ্দিকে জ্ঞান ও সভ্যতা, ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার করিয়া অসভ্য দেশ পুঞ্জে সভ্যতার অলোক বিস্তার করি- করিতেছেন, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ ঠিক্ সেই স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং আপনার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেশের উন্নতি সাধন করিতেছিল। আসিয়ার জনপদ সমূহের মধ্যে জাপান একণে সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। সম্প্রতি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রস্রবণ ইহার প্রতি উন্মুক্ত হইয়াছে। এই জাপান প্রাচীন ভারতবর্ষের নিকট অশেষ ঋণে আবদ্ধ। প্রাচীন ভারত হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্রোত প্রথমতঃ চীন দেশে, চীন দেশ হইতে তাতারে এবং তাতারের অন্তর্গত কোরিয়া দেশে,তথা হইতে ৫৫২ খৃষ্টাব্দে জাপানে উপনীত হয়। ৪২ বৎসরের মধ্যে এই দেশে এই সময়ে ধর্ম্মের সমূহ উন্নতি লক্ষিত হয়। সেই বৌদ্ধ পুরোহিতগণ সম্রাট স্থইকোকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রতিপাদ্য কয়েক খানি গ্রন্থ ও বুদ্ধদেবের কয়েকটী প্রতিমূর্ত্তি উপঢৌকন প্রদান করেন। সে সময়ে রাজ সভার সদস্যগণের মধ্যে অধিকাংশ লোক এই নূতন ধর্ম্মকে ঘৃণা এবং যাঁহারা এই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন করিতেন। তৎকালে জাপান রাজ্যে কতকগুলি দৈব দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, এবং লোকের সংস্কার জন্মে যে এই নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়াতে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ হতমান ও ক্রোধপরায়ণ হইয়া এই সকল উৎপাতের সৃষ্টি করিতেছেন। এই সময়ে উমেকো নামক রাজসভার একজন ক্ষমতাপন্ন প্রধান সভ্য এই নূতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার সুখ সম্পত্তি হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তিনি তাঁহার নবাবলম্বিত ধর্ম্ম প্রচারার্থ অসমোৎসাহ সহকারে বিবিধোপায়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সপ্তম শতাব্দীর অবসান কালে জাপান রাজ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৬টী বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ৮১৬জন বৌদ্ধ পুরোহিত এবং ৫৬৯জন সহকারী যাজক বর্ত্তমান ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে যখন জাপান রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহস্র-বার্ষিক সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হয়, তৎকালে বৌদ্ধ ধর্ম্ম দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সে সময়ে যত লোক জাপানী ভাষায় কথোপকথন সম্পাদন করিত, তাহারা প্রায় সমস্তই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। তৎকালে বৌদ্ধ পুরোহিতদিগের ধন, বল ও ক্ষমতার সীমা পরিসীমা ছিলনা। রাজ্য মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে, ইহাঁদের অর্থ ও অস্ত্র বলে অনেক সময়ে বিবাদ মীমাংসিত হইয়া যাইত। প্রত্যেক মঠাধিকারীর অধীনে প্রচুর সৈন্য সামন্ত থাকিত শুদ্ধ তাহা নহে, পুরোহিতেরা আবশ্যক হইলে স্বয়ং অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধার্থী হইতেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে জাপান রাজ্যে পুরোহিতের সংখ্যা ১,৬৮,০০০ এবং মন্দিরের সংখ্যা ৮,৬০,২৪৪ হয়। ইহার মধ্যে ৩০০০টী মন্দির কিয়টু নগরে স্থাপিত ছিল। এই নগরই জাপান দেশীয় ধর্ম্মরাজ্যের রাজধানী। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এদেশে সিণ্টো ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। অদ্যাবধি সিণ্টো ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিনাশ সম্পাদিত হয় নাই। অনেক স্থানে ইহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আছে। সম্প্রতি জাপান গবর্ণমেণ্ট সিণ্টো ধর্ম্ম পুনঃস্থাপন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন অবলম্বন করেন। কিন্তু কোন প্রকার পর্থিব শক্তি দ্বারা মৃত ধর্ম্ম পুনর্জ্জীবন লাভ করিতে পারে না। সে চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মই এখন এখানকার সাধারণ ধর্ম্ম। এধর্ম্ম এখানে ৬টী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩টী সম্প্রদায় ভারতবর্ষ ও চীন দেশ হইতে সমানীত এবং অবশিষ্ট ৩টী সম্প্রদায় জাপান রাজ্যে সংসৃষ্ট হইয়াছে।

জাপান দেশীয় বৌদ্ধ পুরোহিতেরা অত্যন্ত বিদ্বান্, গভীর চিন্তাশীল এবং ধ্যান পরায়ণ। ইহাঁরা সকলেই তার্কিক চূড়ামণি। ইহাঁদের দ্বারাই জাপানে

স্থপতি বিদ্যা ও সাহিত্য শাস্ত্রের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেষ্টারা মন্দির হইতে উত্তম উত্তম উপদেশ ও বক্তৃতা প্রদান করিয়া থাকেন, সহস্র কখন দুই সহস্র লোক তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য একত্র হয়। এই সকল বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীন আচার্য্যদিগের উপদেশ সকল অধিকতর আদরের সহিত সর্ব্বত্র পঠিত হইয়া থাকে। জাপান দেশীয় বৌদ্ধ পুরোহিতদিগের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত বলিয়া তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। জাপান দেশে মধ্যে মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে সংস্কার সংসাধিত হইয়াছে,ভারতবর্ষ হইতে নূতন নূতন সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ আনয়ন ও অধ্যয়ন তাহার কারণ।

জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে কত দূর ঘনিষ্ট যোগ ও সম্বন্ধ তাহা এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। জাপানের অস্থি মজ্জাতে ভারতবর্ষ প্রবেশ করিয়াছে। এইরূপ কত দেশ যে ভারতবর্ষের নিকট ঋণগ্রস্ত আছে, তাহা আমরা সবিশেষ অবগত নহি।

ইংরাজজাতির প্রসাদে ভারতবর্ষ নব বলে বলী হইয়া আবার ইহার মস্তক উত্তোলন করিতেছে। ইহার শীর্ণ শরীরে নূতন রক্ত প্রবিষ্ট হইয়া সঞ্চালিত হইতেছে। ইহার মুখশ্রী আবার জীবন যৌবনে পূর্ণ হইয়া বিকশিত হইতেছে। স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি এমন দিন অদূরে দেখিতে পান যখন ভারতবর্ষ আবার সভ্যতম জাতিদিগের অগ্রবর্ত্তী হইয়া ইহার জ্ঞান ও সভ্যতালোকে জগৎকে চমকিত ও মোহিত করিবে।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

সভাবাজারের মৃত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের উপাধি ও সম্মান কাহার প্রাপ্য, এই কথা লইয়া আন্দোলন হইতেছিল, আমরা শুনিলাম তাঁহার পুত্র কুমার হরেন্দ্র কৃষ্ণকে গবর্ণমেন্ট পৈতৃক সম্মানাদি প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

রাজস্ব সেক্রেটারী চাপমান সাহেব আগামী জুন মাসে বিদায় লইতেছেন। কণ্ট্রোলার জেনারল হারিসন সাহেব তাঁহার পদাভিষিক্ত হইবেন এবং মাঙ্গল্স সাহেব হারিসনের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

পিপল্স ফ্রেণ্ড বলেন, কেবল হিন্দুরা বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষপাতী নহেন, অনেক খৃষ্টান লেখকও কৃতাবচারের বিরোধী। খৃষ্টান হেরাল্ড বলেন, তিনি বিচারের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু সংগৃহীত প্রমাণদ্বারা উক্ত বাবু অসাধু বা মিথ্যাচারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন এরূপ কখনই তাঁহার বোধ হয় নাই। কমিসনরদিগের বিচার স্থলে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন এবং তৎকালীন কার্য্য বিবরণের রিপোর্ট যাঁহারা পাঠ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগেরও এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল। তবে কমিসনরদিগের রিপোর্ট কেন এমন প্রতিকূল হইল, বুঝা যায় না। স্পষ্ট প্রমাণ অভাবে হাজার হাজার মোকর্দ্দমার মধ্যে একটী মোকর্দ্দমায় সন্দেহ হওয়াতে সুরেন্দ্র বাবুকে অসচ্চরিত্র বলিয়া এককালে পদচ্যুত করা হইল, এরূপ বিচার কিছু আশ্চর্য্য বটে। এ সম্বন্ধে খৃষ্টান হেরাল্ড যে প্রস্তাব কয়েকটী লিখিতেছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত ও সুপাঠ্য।

কিছু দিন হইল কলিকাতা ছোট আদালতের ৫ম জজ জোন্স সাহেবের এজলাসে মান্যবর নাইট সাহেব যেরূপ বিয়াদবী করেন, তাহা সকলেই জানেন। প্রধান জজ ফেগান সাহেব তন্নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলে আবেদন গ্রাহ্য হইল না, কেন না জোন্স সাহেব ভিন্ন অন্যে অভিযোগ করিতে পারে না। এইজন্য ফেগান সাহেবকে উল্টিয়া নাইট মহাত্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়। যাহাহউক এবিষয়ে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া সাধারণকে কিছু সান্ত্বনা দান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "নাইট সাহেব এজলাসে বসিয়া যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অতিশয় অন্যায় ও অবিবেচকের কার্য্য হইয়াছে এবং জোন্স সাহেব এ বিষয় অবিলম্বে ও কঠোর রূপে বিচার স্থলে গ্রহণ না করাতে উক্ত আদালতের জজের কর্ত্তব্যের ত্রুটি করিয়াছেন।

আসামে কতকগুলি মাঠ তৈলের গর্ত্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে যথেষ্ট তৈল উঠিতেছে।

আসামের রাজকার্য্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীর ব্যবস্থা হইয়াছে:— ১১জন ডেপুটী কমিশনর থাকিবেন, দশজন ভিন্ন২ জেলায় ও ১জন সেক্রেটারি আপিসে থাকিবেন। ১২জন আসিষ্টাণ্ট কমিশনর। ২০ জন একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর। একজন বিশেষ একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিসনর; ইনি কাছাড়ে থাকিবেন।

সংচর বলেন, উৎকলের জলসেচনী খালের অভ্যন্তরস্থ বাণিজ্যের জন্য গবর্ণমেন্ট একখানি বাষ্পীয় জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছেন। দীর্ঘে ইহা ৮৭ফুট প্রস্থে ১২ ফুট। তিন ফুট নয় ইঞ্চ জলে ইহা চলিবে। এই ক্ষুদ্র জাহাজ খানি স্রোতের বিরুদ্ধে প্রতি ঘটিকায় সাড়ে ২৪ মাইল গমন করে। সচরাচর রেলওয়ে শকট ২০ মাইলের অধিক গমন করে না। এই জাহাজ খানি পৃথিবীর সকল জাহাজ অপেক্ষা দ্রুতগামী। এক্ষণে গবর্ণমেন্টের ইঞ্জিনিয়রদিগের গুণে দুই দিনে ইহা চড়ায় আবদ্ধ না হইলে হয়।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, সর্ব্বশুদ্ধ আয় ৪২,২১৮০৭ টাকা, ব্যয় ৩৬,৯৪,৪৮১টাকা। ব্যবসার লাইসেন্স টাক্সে ২,৫৩১৭৫ টাকা, গাড়ি ও ঘোড়ার টাক্সে ১,০৮,০২৭ টাকা উঠিয়াছে।

হাজারিবাগের একজন ইউরোপীয় সৈনিক অপর এক সৈনিককে বধ করিয়াছেন। তত্রত্য ডেপুটি কমিসনরের নিকটে নীত হইলে হত্যাকারী বলিল সে মাতাল অবস্থায় এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে; হত সৈনিকের প্রতি তাহার কিছুমাত্র বিদ্বেষ ছিল না। মদ যখন শীতল দেশীয় ইউরোপীয়কে অকারণে নরঘাতক করে,তখন উষ্ণ দেশবাসী দ্বারা কোন্ দুষ্কর্ম্ম সাধন করিতে না পারে?

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, হাইকোর্টে সংপ্রতি নিষ্পন্ন হইয়াছে যে বঙ্গদেশে শূদ্রেরা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার সময় কোন যজ্ঞ প্রভৃতি করুন আর না করুন দান ও গ্রহণ প্রমাণিত হইলেই দত্তক হইবে।

দারজিলিঙ্গে এক্ষণে ৭০ হাজার ইপিকাকিউহানা বৃক্ষ জন্মিয়াছে।

হালিসহর বলেন, কর্ণেল মণি, কমলা লেবুর খোসা ও খোল প্রভৃতি হইতে গ্যাস উৎপন্ন

করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলেন খোল হইতে উত্তম গ্যাশ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার ব্যয় অতি অল্প হয় ও তাহা কার্য্যে কয়লার গ্যাস অপেক্ষা ও ভাল হয়।

সাধারণী বলেন, বারাসতের নিকট নিবাধুই গ্রামে বড় শৃগালের ভয় হইয়াছে। মাতার ক্রোড় হইতে দুই তিনটী শিশু লইয়া শৃগালে ভক্ষণ করিয়াছে।

নলহাটী গবর্ণমেণ্ট রেলওয়েতে কয়েকটী লোক লুকাইয়া তামাক খাইতে গিয়া দুই খানি গাড়ি একেবারে পোড়াইয়া ফেলিয়াছেন। রেলওয়েতে তমাক খাওয়া নিষিদ্ধ আছে, কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত দেখাযায়, সাহেবেরা নিজেই নিয়ম ভঙ্গের গুরুমহাশয়। এবিষয়ের কড়াকড়ি অনুসন্ধান থাকা আবশ্যক।

সার জর্জ ক্যাম্বেল পরীক্ষার্থ শ্রীরামপুরে যে মনোনীত মিউনিসিপালিটীর সূত্রপাত করেন, ইতিমধ্যে অনেক স্থানের লোকে তাহার প্রতিপোষক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। হাবড়া, ঢাকা, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর ও জয়নগরের অধিবাসীরা সভা করিয়া এইরূপ মিউনিসিপালিটীর প্রার্থী হইয়াছেন। বর্ত্তমান মিউনিসিপাল সভ্যগণের যথেচ্ছচারিতা এরূপ অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক। কিন্তু দেশবাসিগণ অধিক চিন্তাশীল ও স্বাবলম্বী না হইলে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না। যাহা হউক কলিকাতায় অধিবাসী দিগকে ধন্যবাদ দিতে হয়, তাঁহারা হগ সাহেবের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী ও অপব্যয়কারী কর্ত্তা পাইয়াও মিউনিসিপালিটীর প্রণালী পরিবর্ত্তন জন্য কোন উচ্চ বাচ্য করিতেছেন না।

গত ১৬ ই মে হুগলী নদীতে শুল্কাধীন যত লবণ আমদানী হইয়াছে, তাহার বিবরণ এই:—

লিবর পুল পুঙ্গী	১০,২৩,২২২ মণ
ইটালীয় করকচ	৬১,৯৪১ ,,
বোম্বাই	১,১০,৪৭৬ ,,
মান্দ্রাজ	৭৩,১১০ ,,
আরব ও পারস্যোপসাগরের করকচ ও মস্কট প্রস্তর	৩,১৮,৩২১ ,,
মোট	১৫,৮৮,০৭০ ,,

আগামী ৪ঠা জুন বৃহস্পতিবার ১১টার সময় ২ নং বাঁক সাল ষ্ট্রীট গবর্ণমেণ্ট অহিফেন বিক্রয় গৃহে ৩.৭৫০ বাক্স অহিফেন বিক্রয় হইবে।

এপ্রেল মাসের শেষ পর্য্যন্ত সেণ্ট্রাল রিলিফ ফণ্ডে ২৬,০১,০৭৩/৪ পাই সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ৯০,১৯৭৸৴২ দান করিয়াছেন।

কলিকাতা, কটক ও গৌহাটীতে নিম্ন শ্রেণীর ওকালতীর যে পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে ৮৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাক্তর কনগ্রিব নামক 'পজিটীবিষ্ট' দলের একজন পাণ্ডা মৃত অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের ধর্ম্ম নিষ্ঠতার প্রশংসা করিয়া বেঙ্গলীতে এক পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আছে দ্বারী বাবু গেডিস সাহেবকে বলেন 'আমি পজিটীবিষ্ট বিশ্বাসে মরিতেছি।' দ্বারী বাবুর বুদ্ধি বিদ্যা বিষয়ে প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না, কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষতঃ শেষাবস্থায় তিনি যে অনেক বালকত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার দৃষ্টান্তে বোধ হইয়াছে কম্‌টিসম্ কেবল কথার ধর্ম্ম, জীবনের ধর্ম্ম নয়।

আসাম হইতে এক ব্যক্তি আমাদিগকে লিখিয়াছেন:—

ইতিপূর্ব্বে—"একজন আসাম দেশ বাসী" বলিয়া আমি একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলাম, তাহা ভারত সংস্কারকে প্রকাশিত হয়। সেই পত্র খানির প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। এখানকার নূতন চীফ কমিসনর কর্ণেল কীটীং আদেশ দিয়াছেন যে আসামস্থ বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষাতে অধ্যাপনা রহিত করা হইবে না। তদনুসারে এক্ষণে পূর্ব্ববৎ বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে। কিন্তু আদালতে না বিশুদ্ধ বাঙ্গালা, না আসামী এক রূপ খিচুড়ী ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে।

উত্তর পশ্চিম।

সারজন ষ্ট্রাচী আংলো মহম্মদান্ ওরিয়েণ্টাল কলেজ ফণ্ডে ৬০০০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ভাউ নগরেরর ঠাকুর রাজকুমার কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, উহার ছাত্ররৃত্তি সংস্থাপনার্থ তিনি ৩০০০০টাকা দান করিয়াছেন।

সিমক প্রদেশে লৌহের বিস্তৃত কারখানা প্রস্তুত হইতেছে। তত্রত্য রাজা অতিশয় উৎসাহী ও কার্য্যদক্ষ। সার্হিন্দ এবং অন্যান্য খালে লৌহ প্রেরণজন্য তিনি ইতিমধ্যে কতকগুলি কণ্ট্রাক্ট দিয়াছেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন যে ৫ মাইলের মধ্যে উত্তম ধাতুখনি থাকিলেও কলিকাতা ও ইংলণ্ড হইতে লৌহ আনাইয়া কার্য্য করা হয়। এ দেশের সম্পত্তি ব্যবহার করিতে শিখিবার এখনো অনেক কাল বিলম্ব আছে।

লক্ষ্ণৌ হইতে একজন লিখিয়াছেন যে কিছুদিন হইল এই সহরে সিন্ধিয়া মহারাজা পদার্পণ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার সমভিব্যাহারে কতক গুলি পরিচারক গত শুক্রবার রাত্রি যোগে মুন্সী ফাজল হোসেনের বাটীতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া বল পূর্ব্বক তাঁহার স্ত্রীকে অপহরণ করিবার চেষ্টা পান। সৌভাগ্যের বিষয় যে পুলিষ কর্ম্মচারিগণ এ ঘটনায় আপনাদের সাহস ও আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা অত্যাচার কালে উপস্থিত হইয়া স্ত্রীলোকটীকে দুর্ব্বৃত্তদের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। পরদিন প্রাতঃকালে ডেপুটী কমিশনর সিটী মেজিষ্ট্রেট ও পুলিষ সুপারিনটেনডেণ্ট মহারাজার বাসস্থানে অত্যাচারের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন এবং অত্যাচারিদের উপরে ওয়ারেণ্ট জারি করিয়াছেন। দুর্ব্বৃত্তেরা পলায়ন করিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত ধরা পড়ে নাই। মহারাজা শনিবার সন্ধ্যার সময় স্পেসাল ট্রেণে প্রস্থান করিয়াছেন। শুনা গেল ঐ স্ত্রীলোক টী বহুকাল গোয়ালিয়ারে বাস করিয়াছিল, এক্ষণে কোন কারণ বশতঃ লক্ষ্ণৌএ আসিয়া বিবাহ করিয়াছে। যাহা হউক দেশীয় রাজগণ এক্ষণে সাহস বীর্য্য হীন হইয়া এইরূপ কাপুরুষের কার্য্যে আপনাদিগের বাহাদুরী দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ টাইমস পত্রে লিখিত হইয়াছে, 'অযোধ্যার হর্দ্দুই নামক স্থানে চামার জাতীর পঞ্চম বর্ষীয় একটী বালিকার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। অনেকে বলিতেছেন, কল্কী পুরাণে লিখিত আছে, মোরাদাবাদে একটী পঞ্চম বর্ষীয় বালিকার গর্ভে কল্কী অবতার জন্ম গ্রহণ করিবেন, এবং জন্ম গ্রহণ করিয়া পাপী লোক সকলকে বধ করিবেন। প্রতিদিন শত শত লোক ঐ চামারের বাটীতে পূজা দিতে যাইতেছে।'

দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ রাজপুতানা হইতে অনেক টাকা সংগৃহীত হইতেছে। কোটার রাজা, মন্ত্রী ও সদাগরেরা ২০ হাজার টাকা দিয়াছেন; ঝালাবার প্রদেশের রাজধানী ঝালরাপত্তন হইতে ১০ হাজার টাকা উঠিয়াছে; বুন্দির রাজা ১হাজার টাকা দিয়াছেন, অন্যান্য স্থানে চাঁদা হইতেছে।

গোরক্ষপুরের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে সার জন ষ্ট্রাচীর নির্দ্ধারণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মতে রিলিফ কার্য্য সকল ক্রমশ বন্ধ করিয়া যথার্থ দুঃখীদিগের জন্য দরিদ্রালয় সকল খোলা হউক। এই সকল গৃহে (১) রন্ধন করা খাদ্য প্রদত্ত হইবে, (২) যাহারা যথার্থ অভাবগ্রস্ত দেখা যাইবে, তদভিন্ন প্রায় কেহ তথায় সাহায্য পাইবেনা; (৩) যাহারা অক্ষমদেহ নয়, তাহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হইবে, (৪) শ্রমশীল দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে সমস্ত দিন দরিদ্রালয়ে থাকিতে হইবে। তাঁহার

মতে উত্তর পশ্চিমে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নাই এবং অনর্থক সাহায্য দানে কেবল সাধারণের অর্থ অপব্যয় হইবে এরূপ নহে, লোকেরা অধার্ম্মিক হইয়া দেশের অত্যন্ত অনিষ্ট করিবে। ষ্ট্রাচী সাহেবকে দুর্ভিক্ষের অধ্যক্ষ করিয়া দিলে লোকে প্রাণে মারা যাউক, গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণের অনেক টাকা বাঁচিতে পারে।

মান্দ্রাজ।

রত্নাবলু চেত্তি নামক এক জন মান্দ্রাজি যুবক ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি হইতে ইনিই সর্ব্ব প্রথম সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করিলেন।

ত্রিচিনপল্লি জেলায় এক প্রকার নূতন পীড়া হইতেছে। দেশীয় লোকেরা উহাকে জলপানপীড়া কহে, যেহেতু কদর্য্য জলপান নিবন্ধন ঐরূপ রোগ জন্মিতেছে। পীড়ার চারিটী অবস্থা, ১ম—অজ্ঞান, ২য়—জ্বর, ৩য়—পিপাসা, ৪র্থ—উদরাময়। বঙ্গদেশে এবার যে রূপ জলকষ্ট, এখানে এ পীড়ার শুভাগমনের শীঘ্র সম্ভাবনা।

বোম্বাই।

গত দেড়মাসে বরদার গুইকুমার ১২লক্ষ টাকা মাত্র নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করিয়াছেন!! ইনি আপনার নিদান কাল সন্নিকট জানিয়াই বোধ হয় এরূপ উড়নচণ্ডী হইয়াছেন।

লক্ষ্মী বাই গুইকুমারের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছেন, কিন্তু তাহার স্বামী তাহার, তাহার পিতার, মহলার রাওর এবং আর ৫ জনের নামে সুরাটের মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিয়াছে।

বোম্বাই গেজেটে লিখিত হইয়াছে তত্রত্য অধিবাসীগণ "ওরিএণ্টেল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ এসিউরেন্স কোম্পানি লিমিটেড" নামক সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। তাহার মূলধন ১০,০০,০০০, টাকা, এবং প্রত্যেকে ২০০ টাকা করিয়া ৫০০০ সেয়ার হইবে। সমাজের উদ্দেশ্য দেশীয় গণের জীবনের বিমা করা। বঙ্গদেশে হিন্দু ফ্যামিলী আন্নুয়িটী ফণ্ড এক প্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছেন, একটী লাইফ আস্যুরান্স ফণ্ডের চেষ্টা করিলে কি হয় না?

বরদার গুইকুমারের চরিত্র অনুসন্ধানার্থ যে কমিশন নিযুক্ত হয়, তৎকৃত রিপোর্ট পাঠে লর্ড নর্থব্রুক গুইকুমারকে বলিয়াছেন, তিনি জুন মাসের মধ্যে আত্ম পক্ষ সমর্থন না করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা হইবে। গুইকুমার এদিকে রূপার গাড়ী কিনিতেছেন, বিবাহের পর বিবাহ করিতেছেন এবং জঘন্য আমোদে ব্যাসক্ত আছেন। আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি।

ইউরোপ।

ফ্রান্সের একজন ডাক্তার কুকুর প্রভৃতির দংশনের এক ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। কামড়াইলে পর প্রতিদিন সাতবার উষ্ণ জলের ভাবরা লইতে হয়, রোগী উন্মত্ত হইলে ১৫।২০ মিনিট অন্তর ভাল করিয়া ভাবরা দিতে হইবে।

"ইউরোপে একজন ডাক্তার একটী সর্পকে (যাহা ১০ বৎসর বরফের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া মরিয়াছিল) পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন। তিনি মৃত্যু দণ্ড প্রাপ্ত কয়েদি দিগের উপর এইরূপ পরীক্ষা করিবার জন্য সুইডিস গবর্ণমেণ্ট হইতে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন।"

প্রিন্স অব ওয়েলস, ভ্যানিটী ফেয়ার 'মিথ্যার বাজার' পত্রের অধ্যক্ষ এবং সম্পাদক হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের এ অল্প বয়সে এত বৈরাগ্যের উদয় হইল কেন?

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ রাজস্ব কমিটির সভ্য হইয়াছেন:- এস, কেব; গ্রাণ্টডফ; বি, ডেনিসন; ষ্টানলি; অন্‌স্‌লো; মাসি, ই, স্মিথ, বার্‌লি; এস, লইড; ডিকেন্সন; এম, ওডনেল ও ক সট সাহেব; এবং সর টি, বেজলি; সর জর্জ্জ বাল ফোর; সর সাইমর ফিটজারলণ্ড; সর জে, এলফিনষ্টোন; সর হেনরী হাবেলক; লর্ড ই, ফিটস ম্‌রিস এবং লর্ড জর্জ্জ হামিলটন।

বিবিধ।

রেবরণ্ড মার্কস্ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করাতে ব্রহ্মদেশের রাজা আপনার রাজ্য হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে আশ্রয় দিবেন।

জর্ম্মাণ রাজমন্ত্রী বিসমার্কের বিষয়ে এইরূপ একটী গল্প উঠিয়াছে। তাহার একটী প্রিয় দুহিতা আছে। কুমারী বিসমার্ক সর্ব্বদা দুর্ভাবিত ও বিষণ্ণ. শতং বিবাহার্থীকে তিনি বিদায় দিয়াছেন। ইহার কারণ এই, একটী যুবক সৈনিক তাহার চিত্ত হরণ করে, ঐ ব্যক্তির বেতন ভিন্ন সম্পত্তি আর কিছুই নাই। কন্যা পিতার নিকট এই গুপ্ত কথা প্রকাশ করিলে তিনি বিরক্ত হইলেন, কিন্তু অতিরিক্ত সন্তান বাৎসল্য বশতঃ তিনি সেই সৈনিক কর্ম্মচারীকে অন্বেষণ করিয়া আনাইয়া বলিলেন, "ভাগ্যবান্ কুক্কুর! এই কন্যারত্নকে গ্রহণ কর।" যুবক বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন "আমি কাথলিক, চর্চের উৎপীড়কের কন্যাকে বিবাহ করিব না।" কুমারী বিসমার্ক ইহা শুনিয়া কাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তদবধি তাঁহার পিতা পীড়াগ্রস্ত। কাথলিকেরা বিসমার্কের প্রতি বৈর নির্যাতনার্থ যে এই অলিক গল্প রচনা ও প্রচার করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই।

মিসরের খিডাইব সুয়েজ খাল বলপূর্ব্বক অধিকার করাতে এম ডি লিসেপ্স কোন আপত্তি করেন নাই। তিনি কেবল সুয়েজ কেনাল কোম্পানির স্বত্ব সংরক্ষণ করিয়াছেন।

কান্দাহারে এক ভয়ানক দুর্ঘটনার কথা শুনা গিয়াছে। অতিশয় বৃষ্টি নিবন্ধন নগরের প্রাচীরের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, ইহাতে একশত গৃহ ভগ্ন হইয়া যায় এবং চারিশত লোকের প্রাণ নাশ হয়।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া লিখিয়াছেন যে, জাপান সমুদ্র-তীরে একটা অতি বৃহৎ কাঁকড়া ধরা পড়িয়াছে, তাহার পা গুলি ৫ফীট দীর্ঘ, এবং দাঁত গুলি ঘোড়ার দাঁতের মত।

আমরা কলে অঙ্ক কসার যন্ত্র দেখিয়াছি, কিন্তু কলে লিখন যন্ত্রের কথা এপর্য্যন্ত শুনি নাই। কিছু দিন হইল, আমেরিকায় এক রূপ যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে উহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে উত্তম হস্তাক্ষরের কার্য্য চলিতে পারে। প্রতি মিনিটে ১০০ শত কথা লেখা যাইতে পারে। আমাদের খুব লঘুহস্ত খোস খত লিখিয়ে কেরাণিরা ৬ ঘণ্টায় যত লিখিতে না পারেন, এক ঘণ্টায় প্রস্তাবিত কলে তদপেক্ষা বেশী লেখা যাইতে পারে। দুই সপ্তাহ অভ্যাস করিলেই ইহাতে নিপুণতা জন্মে। এক ব্যক্তি ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত প্রায় ৩৬০০০ কথা বিনা ক্লেশে লিখিতে সমর্থ হয়। এবার দেখিতেছি বেচারা কেরাণিদের অন্ন বা মারা যায়। সঃ চ।

সুয়েজ প্রণালী খনন করিতে ১৩৭৭৪০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার আট কোটী টাকা অংশ খুলিয়াএবং অবশিষ্ট টাকা কর্জ্জ দ্বারা সংগৃহীত হয়।

আমেরিকার চিলি গবর্ণমেণ্ট এক খানি ইংরাজী জাহাজের কাপ্তেনকে ধৃত করিয়া কয়েদ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ইংরাজেরা মহা গণ্ড গোল আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রিটিষ সিংহের আবার চিলির সহিত বা যুদ্ধ বাধে!

ইউনাইটেড ষ্টেটসে সর্ব্বশুদ্ধ ৬০ হাজার গির্জ্জা আছে, ইহার মধ্যে ৩ হাজার রোমান ক্যাথলিক।

সমস্ত ভারতবর্ষ শাসনের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ১৯৩,৫৭৭ জন যোদ্ধা, ১৩,২৩৮টী যুদ্ধের অশ্ব এবং ৩৯৪ টী কামান আছে। এ দেশীয় রাজগণের সর্ব্ব শুদ্ধ ৩০০,০০০, জন যোদ্ধা এবং ৩,৪৮৮ টী কামান আছে।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, পারস্য রাজ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ন্যায় একটী নূতন ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা এক সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই বিশ্বাস করেন না। পারস্যের প্রধান রাজমন্ত্রী এই ধর্ম্মাবলম্বী।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুযায়ী নিয়োগ।

২১মে ১৮৭৪—মানভূমের একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিসনর বাবু গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায় ১ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কার্য্য বিধি আইনের ২২২ধারার লিখিত অপরাধ সকলের সরাসরী বিচার করিতে পারিবেন।

সারণের অতিরিক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিসনর আর্থর রাষ্ট্রেও ঐরূপ ক্ষমতায় ভূষিত হইলেন। একটিং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট উইলিয়ম হিবার্ট হডসন কেবল সরাসরী বিচারের ক্ষমতা পাইলেন।

২২মে ১৮৭৪—বাবু রাখালচন্দ্র বসুর অনুপস্থিতি কালে অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয়, বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু ঢাকার অন্তঃপাতী ভাঙ্গার মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

প্াটনার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর ডেবিড থার্ড আলেন ত্রিহুতের সদর ষ্টেসনে বদলী হইয়া ২য় শ্রেণী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্ন লিখিত মুন্সেফগণ কিছুকালের জন্য সাঁওতাল পরগণাতে বদলী হইলেন এবং ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেনঃ—

সাতক্ষীরার মুন্সেফ বাবু অমৃতলাল পাল।

মেদিনীপুরের ২য় মুন্সেফ বাবু অবিনাশ চন্দ্র মিত্র।

২৬মে ১৮৭৪—মুনসী ইনাম রসুল জমীদার কটকের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন এবং ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

মুরসিদাবাদের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট চার্লস ওয়ালটার বোল্টন ১ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের এবং কার্য্যবিধির ২২২ ধারার অপরাধির সরাসরীবিচারের ক্ষমতা পাইলেন।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২২মে ১৮৭৪—হিউইট্ট সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয় জর্জ এডওয়ার্ড পোর্টার বিশেষ কার্য্যে পাটনার ডেপুটী কমিসনর হইলেন।

টমাস জেম্‌স মরে বিশেষ কার্য্যাপলক্ষে ১ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হইয়া সদর ষ্টেসন পাটনাতে স্থাপিত হইয়াছেন।

কল্পিয়া ওয়ার্ড ষ্টেটের তহসীলদার বাবু হরি কৃষ্ণ মিত্র ডেপুটী কলেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৪পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট উইলিয়ম হেনরী ভার্ণার ১৮৭০ সালের ১০আইনের অনুসারে ধর্ম্মতলা মার্কেটের জমী ক্রয়ার্থ কলেক্টরের ক্ষমতায় ভূষিত হইলেন।

যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয়, চার্লস অর্থের কেলী ২য় শ্রেণী রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ নিযুক্ত হইলেন। ইনি অর্থের লেবিনকে অবসর দিবেন।

বগুড়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর এবিনিজার জনষ্টোন বার্টন এম এ, যদবধি অন্য আদেশ না হয়, উক্ত জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর থাকিবেন।

ফ্রান্সিস ব্লাণ্ডফোর্ডের অনুপস্থিতিতে অথবা যদবধি অন্য আদেশ না হয় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক উইলসন সাহেব গবর্ণমেণ্ট মিটিয়রলজিক্যাল রিপোর্টারের ও কার্য্য করিবেন।

লক উড সাহেবের অনুপস্থিতিতে অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয়, হেনরী জেমস নিউবরী বি এ মুঙ্গেরের কলেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন।

প্রেরিত।

জয় নগর মজিলপুরের টাক্স দারোগা।(১)

১৯এ বৈশাখ প্রেরিত পত্রে লিখিত হইয়াছে, পুলিস সব্ ইনস্পেক্টর "ট্যাক্সের দারোগার অত্যাচারের বিষয় ন্যায় সঙ্গত রিপোর্ট করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন"; আমরা যেমন শুনিয়াছি তাহাতে একথা স্বীকার করি না; কারণ (শুনিয়াছি) রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, জয় নগর টাউনের জয় নগর মজীলপুর, গহেরপুর ও বনমালী পুরের মধ্যে জয় নগরের কতকগুলি ও গহের পুরের কয়েক জন লোক ট্যাক্সদারোগার নানাবিধ অত্যাচারের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছে। তবে ইহা যে খুব সঙ্গত হইয়াছে, এমত কখন বলিতে পারি না, কারণ আমরা জানি জয় নগরের কতকগুলি কেন অধিকাংশ লোকেই ট্যাক্সদারোগার অত্যাচারের বিষয় জানাইয়াছে এবং চাঁদা পার্ব্বণি ও বাঁটা ইত্যাদি লওয়া কেহ২ পাকা খাতা দ্বারা প্রমাণ করাইয়াছেন সে কথা রিপোর্টে উল্লেখ নাই। ২য়তঃ রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে গহের পুরের কয়েক জন লোক অত্যাচারের বিষয় বলিয়াছে, সেটী অসত্য নহে; যেহেতু যে কয়েক জনকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহারাই বলিয়াছে। ৩য়তঃ বনমালীপুর বৃহৎ পল্লী, কিন্তু তাহার যে অংশ মিউনিসিপাটীর অন্তর্গত, তাহাতে ২।৪ ঘর লোকের বাস এবং তাহারা প্রায় ট্যাক্স দারোগার গ্রামের লোক। পরিশেষে মজিলপুর, এখানে কিছু গূঢ় ভাব আছে, কারণ যে ব্যক্তি জয়নগর ও গহের পুরের প্রায় সমস্ত লোকের প্রতি কোন না কোন অত্যাচার করিয়াছেন, তিনি যে মজিলপুরের কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই একথা কি বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে? তবে যে তাহারা বলিতে পারে না তাহার কারণ "ভয়" এবং আশে পাশে ২।৪ জনকে জিজ্ঞাজা করা হইয়াছিল মাত্র। ফলতঃ ট্যাক্স-দারোগার অত্যাচারের তদন্ত কালে উপস্থিত থাকিয়া শ্রবণ ও অবলোকন করিয়াছি. সেরূপ আগ্রহ ও কাতরতার সহিত অত্যাচারের প্রমাণ প্রদর্শন করিতে দেখিলে লোকে যে তৎকর্ত্তৃক পরিপীড়িত হয়. তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই অবগতি হইবে। আবার যখন তদন্তকারী আমলার অভিপ্রায় আদৌ লেখা হয় নাই, তখন রিপোর্ট যে ন্যায়-সঙ্গত, তাহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে?

জয়নগর। ১২।৫।৭৪

(১) এই পত্রের অনেক অংশ আমরা বাদ দিয়া প্রকাশ করিলাম। পরিত্যক্ত অংশে বর্ত্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে 'ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর ক্রোধের কথা বর্ণিত আছে তাহা কতদূর সত্য বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত আমরা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি। ভা সং।

লাহোরস্থ সংবাদ দাতার পত্র।

১। আপনারা মহা রাজধানীতে বাস করেন, কিন্তু আমরা একপ্রকার "বন গেঁয়ের" মত দূরে রহিয়াছি। আপনাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা হইতে পারে না?—আপনারা রাজ সহায়ে কত প্রকার শুভ সাধনী সভা সংস্থাপন করিয়া দেশের অবস্থার উন্নতি ও লোকের মঙ্গল করিতেছেন, কিন্তু আমরা সে সকল সুবিধাতে এক

প্রকার বঞ্চিত। সম্প্রতি আপনারা অশ্লীলতা নিবারিণী সভার সহায়তাতে অনেক প্রকার জঘন্যতার হস্ত হইতে নিস্তার পাইতেছেন, কিন্তু আমাদের দশা কি হইতেছে তাহা কি একবারও ভাবিবেন না? আপনাদের রাজ্যে কোথায় এক জন গাড়োয়ান কিম্বা এক জন মেথর অশ্রাব্য সঙ্গীত দ্বারা আপনাদিগের কর্ণকে ব্যথিত করে, কিন্তু এখানকার ব্যাপার যে কি ভয়ানক তাহা শুনিলে বোধ হয় আপনারা এক প্রকার পাগল হইতে পারেন। এখানে নীচ শ্রেণীর লোকের কথা বলিতেছি না, কিন্তু ভদ্র মহিলাগণ দলবদ্ধ হইয়া অশ্লীল ও আদিরস ঘটিত সঙ্গীত করিতে করিতে নির্লজ্জ ভাবে পুরুষদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া পথ দিয়া চলিয়া যায়। তখন সে দৃশ্যটী যে কত দূর ক্লেশদায়ক ও অনিষ্টকর তাহা কি ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন? আবার রাত্রি যোগে কোথায় সকলে নির্ব্বিঘ্নে- নিদ্রা সুখ সম্ভোগ করিবে, না স্ত্রীলোকদিগের অশ্লীল গানে কর্ণকুহর নিতান্ত ব্যথিত হয়। এখানে বৃদ্ধা যুবতী সকলে একত্র মিলিয়া একতান হইয়া আপন আপন গৃহের ছাদের উপর বসিয়া নানামত রাগ রাগিণী সহকারে ইন্দ্রিয়স্পৃহা উত্তেজক আদিরস পূর্ণ নিকৃষ্ট সঙ্গীত করে তাহা কি ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ নহে? মহাশয় একেতোসঙ্গীতের গূঢ় আকর্ষণ, তাহাতে নিকৃষ্ট সুখ উত্তেজক এবং আবার তাহা স্ত্রী জাতির কোমল মধুর কণ্ঠলহরীনিঃসৃত—এক গুহতে রক্ষা নাই এখানে ত্রয়স্পর্শ সংঘটিত। এ অনিষ্টকর প্রথা যে কতদূর মানসিক হীনতা সাধন করে, বুঝিয়া লউন এবং এই সংসর্গে আমাদের অবস্থা কত সঙ্কটাপন্ন দেখুন। দুঃখের বিষয় এই সকল দূষণীয় প্রথা যে কত দূর অনিষ্টকর তাহা এখানকার লোকেরা অনুধাবন করেন না, সুতরাং তাহার নিরাকরণে কিরূপে তৎপর হইবেন? স্থানে স্থানে কত প্রকার যে কুপ্রথা আছে তাহা কে গণনা করিতে পারে? এখানে আবার বিবস্ত্র হইয়া স্নান করা রীতিটী আরো নির্লজ্জতার পরিচয় দেয়।

২। এখানে পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভা হইয়া পশুর প্রতি যে সকল অকারণ অত্যাচার হয় তাহা নিবারণ করা নিতান্ত বিধেয়। আমি এক্ষণে অন্য কোন বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি না একটী মাত্র বিষয় লিখি। আপনারা বোধ হয় জানেন যে "ফুকো" দিয়া দুগ্ধ দোহন করা কাহাকে বলে এবং সে রীতিটী যে কত দূর নিষ্ঠুর তাহা ও জ্ঞাত আছেন। এই নিষ্ঠুর প্রথা এখানে প্রচুররূপে প্রচলিত, তথাপি ইহার কোন প্রতীকার হইতেছে না। যখন নিষ্ঠুরতার অবতার স্বরূপ এখানকার গোয়ালারা উক্ত রীতি অনুসারে দুগ্ধ দোহন করে, তখন সে দুহ্যমান পশু বেদনাতে এত অস্থির হয় যে তাহা দেখিলে রক্ত মাংস বিশিষ্ট শরীরে দুঃখ ও রাগ যুগপৎ উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। দুঃখের বিষয়, ইংরাজদিগের রাজত্বকালে এ সকল অত্যাচারের সমুচিত দণ্ড বিধান হয় না। কিন্তু তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কেননা যাহার সহিত খাদ্য খাদক সম্বন্ধ তাহার প্রতি কি ততোধিক মায়া হইতে পারে? কিন্তু ইংরাজ জাতি একটী অদ্ভুত জাতি। সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হইলাম যে সম্প্রতি ইউরোপের কোন স্থানে এক ব্যক্তি একটী বিড়ালকে মারিয়া ফেলিয়াছিল সে জন্য সে রাজদ্বারে দণ্ড প্রাপ্ত হয়। হায় যাহারা এত দয়ালুতার ভাণ করেন তাঁহারা কেমন করিয়া উক্ত নিষ্ঠুর প্রথা রাজ্য মধ্যে প্রচলিত হইতেছে জানিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন!! যাহাহউক আমরা আশা করি যে উক্ত নৃশংস ব্যবহার যাহাতে স্থগিত হয় সে জন্য শীঘ্র কোন উপায় অবলম্বিত হউক।

৩। এখানকার কৃতবিদ্য ভদ্রসন্তানগণ সমবেত হইয়া রাজদ্বারে আবেদন করিতেছেন। ইহাঁদের আবেদনের উদ্দেশ্য এই যে এখানকার মিউনিসিপালিটির সভ্য নিয়মিত করিবার নিয়ম পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে দেশস্থ লোকেরা যাহাকে নিয়োজিত করিবেন তিনিই সভ্য হইতে পারিবেন। এই উপলক্ষে মিউনিসিপালিটী সভায় তাঁহাদের একজন কৃতবিদ্য প্রতিনিধি নিয়োজিত হয় এই তাঁহাদের প্রার্থনা। আবেদন পত্র স্বাক্ষরিত হইতেছে এবং ২০০০ লোকের স্বাক্ষর হইলে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের রাজ দরবারে অর্পিত হইবে। এপ্রকার দেশহিতকর কর্ম্মে কৃতবিদ্য যুবকেরা সমবেত হয়েন, ইহা অত্যন্ত আহ্লাদকর ব্যাপার।

৪। লাহোরের অন্তঃপাতি নিয়াজবেগ গ্রামে সম্প্রতি মহা সমারোহের সহিত বার্ষিক মেলা হইয়াছিল ইহার নাম ভদ্র কালীর মেলা। ২০।৩০ ক্রোশ দূর হইতে লোকের আগমন হয় এবং জনরব ইহাতে ৫০,০০০ হাজার লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এ বৎসর সে দিন আকাশ কিছু মেঘাচ্ছন্ন ছিল, একারণ দূর দেশ হইতে লোক আসে নাই, সেজন্য এবৎসর লোক সংখ্যা অধিক হয় নাই। লোকের সুবিধার জন্য সরকার হইতে ডাক্তার, ঔষধ ও শান্তি রক্ষক তথায় প্রেরণ করা হয়। মেলা তিন দিন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মধ্য দিনেই অধিক সমারোহ হয়। ধনী লোকেরা এই মেলায় লোকের আহার ও পানার্থে অনেক খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় অর্থাৎ সরবৎ দান করিয়া থাকেন, রৌদ্রের উত্তাপ হেতু সরবৎ অধিক পরিমাণে খরচ হয়। এখানে একটী কালীর মন্দির আছে, তথায় পূজার জন্য লোকে গমন করে, কিন্তু বাস্তবিক আজ কাল মেলা আমোদের ব্যাপারই হইয়া উঠিয়াছে। কতিপয় সে কেলে রকমের লোক ভিন্ন অনেকেই তথায় যে নিকৃষ্ট আমোদের জন্য গিয়া থাকে ইহা প্রসিদ্ধ। অন্যান্য স্থলের পুরাতন ধর্ম্মশালা যে রূপ অনেক পরিমাণে দুষ্কর্ম্মের আলয় ও জঘন্য স্থান হইয়া উঠিতেছে, এই ভদ্র কালীর ও সেই রূপ। ইহাকে এক্ষণে ভদ্র কালীর মেলা না বলিয়া অভদ্রতার মেলা বলিলে ভাল হয়! যাহাহউক এই সকল ধর্ম্মাশ্রম যাহাতে প্রকৃত রূপে পবিত্র স্থান হয়, তাহার উপায় করা প্রত্যেক হিন্দু অভিমানী লোকের নিতান্ত আবশ্যক।

৫। সম্প্রতি রেলওয়ের একজন কুলির হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। দুইজনে আমোদ স্থলে মারামারি করিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ একের মুষ্ট্যাঘাত পেটের স্থান বিশেষে লাগাতে আহত ব্যক্তি ভূমিতে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মরিল।—ইহা দেখিয়া শুনিয়া লোকের আমোদ স্থলেও সাবধান হওয়া আবশ্যক।

৬। ইতিমধ্যে এখানকার শ্রেষ্ঠ বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি আপন গৃহে একটী সাধারণ সভা (Conversazon) করিয়া এদেশস্থ সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে এখানকার কতিপয় কৃতবিদ্য যুবক সেই মত সভা আপন আপন গৃহে আহ্বান করিবেন, এমন স্থির করিয়াছেন। ইহার প্রধান অধিবেশন আগামী মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় পণ্ডিত বসন্ত রামের বাটীতে হইবেক।

৭। অত্যল্প দিবস অতীত হইল এখানকার মেডিকেল কালেজের ছাত্রদিগের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে স্থানীয় লরেন্স হলে অতি সমারোহের সহিত একটী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভাস্থলে প্রধান প্রধান ইংরাজ ও দেশীয় ভদ্রলোক অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অন্যূন২০০ ছাত্র উপস্থিত ছিল তন্মধ্যে ১০।১১ জন উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ৬ জন জুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি পাইয়া পাঠাভ্যাস করিতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে কএক জন বাঙ্গালি আছেন।

৭। চন্দ্রগ্রহণ এখানেও দৃশ্যমান হইয়াছিল প্রায় সর্ব্বগ্রাস দেখা গিয়াছিল।

৮। এক্ষণে এখানে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এখানকার কোন কোন আপিষে ৬ হইতে ১২ পর্য্যন্ত প্রাতে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহাতেও কষ্ট নিবারণ হয় না। কেননা দ্বিপ্রহরের তীক্ষ্ণ উত্তাপে লোকদিগের অনেক কষ্ট হয়।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক … …	৬ টাকা	৭॥৹
" ষাণ্মাসিক … …	৩॥৹ "	৪।৹
" ত্রৈমাসিক … …	২ "	২।৶৹
মাসিক … …	॥৹	৸/৹
প্রতি সংখ্যা … …	।৹	

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

২য়, ভাগ
৮ম সংখ্যা

বঙ্গাব্দ ১২৮১—২৩শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। ১৮৭৪—৫ই জুন

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭॥০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

গত ১৯ জ্যৈষ্ঠ সোমবার টাউন হলে হেয়ার আনিবার্সারী উপলক্ষে বাবু নব গোপাল মিত্র বাঙ্গালীদিগের বীরত্ব বিষয়ে কেবল বক্তৃতা করিয়া আইসেন, কিন্তু বাটীতে আসিয়া সেই বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ৮ম বর্ষীয়া একটী কন্যা ছিল, সেই রাত্রেই তাহাকে পরিণয় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছেন। বাবু গ্রীষ্মাবকাশে বালকদিগকে মৃগয়া করিবার পরামর্শ দিয়া স্বয়ং সুকুমারী কন্যার উপরেই কি বাল্যবিবাহ বাণ নিক্ষেপ করিলেন!!! আমরা অনুনয় সহকারে বলিতেছি, এখন যাঁহারা হিন্দুজাতির কল্যাণপ্রার্থী, তাঁহারা বাল্যবিবাহ মহাপাপের কদাপি প্রশ্রয় দিবেন না।

মধ্যে কলিকাতায় গ্রীষ্মাধিক্য হইয়াছে, ২।৩ দিন অল্প২ বর্ষণ হইতেছে, কিন্তু গ্রীষ্ম কমে নাই। এখনো আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

জয়নগর থানার প্রায় সর্ব্বত্রেই চুরির প্রাদুর্ভাব। প্রায় প্রতি রাত্রিতেই ৪।৫টী সিঁদ হইয়া থাকে। সম্প্রতি এতদ্দেশে তণ্ডুলের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে চোরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। অধিকাংশ সিঁদ ধান্যের গোলায় সংঘটিত হইতেছে। পুলিস এই সকল ঘটনা নিবারণার্থ কোন প্রকার বিশেষ চেষ্টা অবলম্বন করিতেছেন না।

এসিস্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট বাবু বিহারীলাল গুপ্ত সি বি রিলিফের কার্য্যে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে স্থানান্তরিত হওয়াতে ডায়মণ্ড হার্ব্বরের সকল শ্রেণীর লোক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। সে অঞ্চলের সকলেই বলে তাঁহার তুল্য ন্যায়বান ও সদ্বিচারক হাকিম ডায়মণ্ড হার্ব্বর উপবিভাগে পদার্পণ করেন নাই। ডায়মণ্ড হার্ব্বরের লোক, বিহারী বাবুর একটী কার্য্যের জন্য বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। তিন তাসে জুয়া খেলার অত্যাচারে ডায়মণ্ড হার্ব্বরে হুল স্থূল পড়িয়াছিল। বিস্তর বদমায়েস জুয়ারি জমীদারের গোমস্তা ও পুলিষের কর্ম্মচারীগণকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া গ্রামের ও রাস্তার লোকের উপর প্রকাশ্যরূপে ডাকাইতি করিত। বিহারী বাবু যার পর নাই শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক কতকগুলি জুয়ারিকে দণ্ডিত করিয়া ডায়মণ্ড হার্ব্বর হইতে জুয়ারীর দল নির্ম্মূল করিয়াছেন।

বালিগঞ্জের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে, ডিহি ৫৫ গ্রাম ১ম লেন হইতে বালিগঞ্জের ষ্টেশনের বাঁধা রাস্তার মধ্যে যে মাঠ আছে তাহাতে সন্ধ্যা ৭।৮টার সময়ে দস্যু দ্বারা পথিকেরা অত্যন্ত পীড়িত হয়, এমন কি কখন কখন তাহাদের প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে। দস্যুরা সে দিন একজন মুসলমানের নিকট হইতে বল পূর্ব্বক ২॥০ টাকা লইয়াছে। ঢাকুরীয়া প্রভৃতি গ্রামের লোকেরা ঐ পথ দিয়া সন্ধ্যার পর আর যাইতে চায় না। ইনস্পেক্টর বাবু অমৃত লাল দত্ত উহার এত নিকটে থাকিতে রাজপথে এত দস্যু ভয় ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়।

ভারত সংস্কারক।

ইংলণ্ড ও আফগানস্থানের দাস ব্যবসায়।

ইংরেজেরা পৃথিবীর নিকট যদি কোন মহৎ কার্য্যের জন্য প্রশংসাভাজন হন, তাহা তাঁহাদিগের দাসত্ব নিবারণের চেষ্টা। ইহাঁরা নিজে স্বাধীন প্রকৃতি, স্বদেশে আপনাদিগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতেই সন্তুষ্ট নন, পৃথিবীর যেখানে দাসত্ব আছে, তাহার উচ্ছেদের জন্য কোন উপায় অবলম্বনে পরাঙ্মুখ নহেন। তাঁহাদিগের প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা উইলবার্ফোর্স প্রভৃতি এই শুভ উদ্দেশে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ স্বীকার না করিয়াছেন। হতভাগ্য আফ্রিকাবাসীগণ অর্থ পিশাচ স্পেনীয় প্রভৃতি জাতি দ্বারা যে প্রকার নিষ্ঠুর রূপে দাসত্ব নিগড়ে আবদ্ধ ও নিপীড়িত হইত, তাহা স্মরণ করিলে কাহার না অশ্রুপাত হয়? এই হতভাগ্যদিগের উদ্ধার সাধনার্থ ইংলণ্ড অতুল বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজদিগের যে অপরিমেয় জাতীয় ঋণ, তাহার অনেকাংশ এই কারণসম্ভূত। অল্পদিন হইল ইংলণ্ড ভয় মৈত্রতা প্রদর্শন করিয়া ঝাঞ্জিবার হইতে

এই দূষিত দাস ব্যবসায় প্রথা রহিত করিয়াছেন। দক্ষিণ সমুদ্রেও এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। গজনীর মামুদ যেমন 'পুত্তলিকা ধ্বংসকারী' বলিয়া কীর্ত্তি লাভের অভিলাষী ছিলেন, ইংরেজদিগকে সেইরূপ দাসত্ব ধ্বংসকারী বলিয়া গৌরব লাভের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত দেখা যায়।

কিছু দিন হইল ইংলণ্ডের দাসত্ব নিবারণী সভা ভারতবর্ষীয় ষ্টেটসেক্রেটারীকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে আফগানস্থানে ভয়ানক দাসব্যবসায় প্রচলিত। ষ্টেটসেক্রেটারী এবিষয়ে ভারতবর্ষীয় রাজ-প্রতিনিধির মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে, মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ জয় করিতে আইসেন, তিনি ও তাঁহার অনুচর গ্রীকগণ আফগানস্থানে কতক গুলি সন্তান উৎপাদন করিয়া যান, তাহাদিগের বংশাবলি অনেক হইয়াছে। ইহাদিগের প্রতি দেশীয় দিগের অত্যন্ত বিদ্বেষ এবং ইহাদিগকে তাহারা দাস রূপে ক্রয় বিক্রয় করে। মুসলমান ধর্ম্ম দাস ব্যবসায়ের প্রতিপোষক সুতরাং এ প্রথা ধর্ম্মানুমোদিত হইয়া তাহাদিগের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে। এক্ষণে কথা হইতেছে, ইংরেজেরা এ প্রথা উন্মূলন করিতে পারিবেন কি না? যখন ইহার প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে, তখন তাহাদিগের কর্ত্তব্য বুদ্ধি ও জাতীয় গৌরব স্পৃহা এ সম্বন্ধে কখনই তাহাদিগকে নিরস্ত থাকিতে দিবে না। কিন্তু তাঁহারা কি উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা নির্বাচন করা দুরূহ। আফগানস্থানের সহিত তাহাদিগের যে প্রকার সম্বন্ধ, তাহাতে তাঁহারা ইহার আভ্যন্তরিক কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। তাঁহারা কোন প্রকার বল প্রকাশ করিতেও অক্ষম, কারণ তাহাদের ও রুসীয়দের রাজ্য মধ্যে আফগানস্থান এক মাত্র ব্যবধান আছে, সে ব্যবধান রক্ষা করা তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা রুসীয়া ও ইংলণ্ডে গাত্রস্পর্শ হইলে গজ কচ্ছপের যুদ্ধ বাঁধিবে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ কাবুলেরা প্রসিদ্ধ যোদ্ধা জাতি, তাহাদিগের নিকট ব্রিটিষ সিংহ একবার যাহা শিক্ষা পাইয়াছেন, আজও বিস্মৃত হন নাই, পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইলে বহু আয়োজনের প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ কাবুলকে যদিই পরাস্ত করেন, দাসব্যবসায় ইহার ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট প্রথা, তাহার নিরাকরণ সহজ সাধন নয়। তবে ইংরাজেরা কৌশলবিদ্, যদি কৌশল খেলিতে পারেন, এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। কাবুলের আমীর সিয়ার আলী, ইংরাজ দিগের প্রতি অনুরক্ত, তাহাকেই যন্ত্র স্বরূপ করিয়া যদি এ কার্য্যে উদ্যোগী হইতে পারেন, সিদ্ধিলাভের আশা করা যায়। কিন্তু আমীরের বর্ত্তমান অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যাকুব খাঁর আক্রমণ ভয়ে তিনি সর্ব্বদা শঙ্কাকুল রহিয়াছেন, রুসিয়ার অগ্রগতি ভয়েও তাহার শরীরের শোণিত শুষ্ক হইতেছে। এ সময় তিনি যে প্রজাদিগের স্বার্থসাধক চিরপ্রচলিত একটী প্রথা রহিত করিয়া তাহাদিগের বিরাগ ভাজন হইতে সম্মত হইবেন সম্ভব বোধ হয় না। তবে আমীরের গত্যন্তর নাই, তাঁহার পুত্র রুসীয়দিগের সহিত গোপন যোগ করিবার চেষ্টায় আছেন, রুসীয় বল আমীরের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলে ইংরেজদিগের সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন তাঁহার রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই, সুতরাং ইংরেজদিগের মনস্তুষ্টি সাধনার্থ তিনি দাসত্ব প্রথা রহিত করিতে পারেন।

কেহ কেহ বলেন তুরুস্কের সুলতান মুসলমান জগতের মস্তক বলিয়া মান্য, ইংরেজেরা যদি তাঁহাকে হস্তগত করিতে পারেন, সমুদায় মুসলমান রাজ্য হইতে এ প্রথা বিলোপের সুবিধা হয়। তুরুস্কের বন্ধুতা লাভের দুইটী সম্ভাবনা আছে। প্রথম, তুরুস্ক মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও ইউরোপের খৃষ্টীয় রাজ্য সকলের ন্যায় সভ্য এবং দাস ব্যবসায় অসভ্য ও দুর্নীত প্রথা ইহা তাঁহার সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। দ্বিতীয়, রুসিয়া ও প্রুসিয়া তুরুস্কের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবার জন্য সসজ্জ হইতেছেন, এসময় ইংরেজেরা তাঁহার সহিত বিশেষ মৈত্রী সূত্রে বদ্ধ হইলে যুদ্ধোদ্যোগ নিবৃত্তির সম্ভাবনা। যাহাহউক আমরা আশা করি, ইংরেজেরা যখন একটী মহদ্ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের যথেষ্ট ক্ষমতাও আছে, তখন সে ব্রত সাধনে কিছুতেই পশ্চাদ্মুখ হইবেন না।

দুর্ভিক্ষের অষ্টাদশ রিপোর্ট।

গত ২৮এ মে পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ পীড়িত বিভাগ সকলের যে প্রকার অবস্থা তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। সার রিচার্ড টেম্পল সকল বিষয়ের তত্ত্ব লইয়া যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এই,

১—সাহায্য প্রার্থীর সংখ্যা। গবর্ণমেণ্ট অনুমান করিয়াছিলেন, ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৩৫ লক্ষ লোককে সাহায্য দিবার প্রয়োজন হইতে পারে। ১১ই মে ২০ লক্ষ স্থির করা গিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে ২৫ লক্ষের অধিক দাঁড়াইয়াছে, আরো কিছু বাড়িবার সম্ভাবনা। ইহাতে ভয় পাইবার বিষয় নাই। ইহার মধ্যে রিলিফ কার্য্যে খাটুনিয়ার সংখ্যা ১৫ লক্ষের অধিক নয়, যে সকল কৃষক শস্য ঋণ লইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ৬০০০০ (৬০০০০ পরিবার ৩ লক্ষ লোক হইবে), অবশিষ্ট গবর্ণমেণ্ট হইতে শস্য ক্রয়কারী অথবা দাতব্য গৃহীতা।

২—শস্য প্রেরণ। গবর্ণমেণ্ট হইতে ৩,৪৬,৯১১ টন চাউল পাঠাইবার বন্দোবস্ত হয়, তন্মধ্যে ৬০০০ টন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহাও জুনের মধ্যভাগে নিঃশেষিত হইবে।

৩—কত শস্য ব্যয় হইয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে কত স্থিত আছে। গবর্ণমেণ্টের গোলায় ৩৯ লক্ষ টন সংগৃহীত হইবার কথা, তন্মধ্যে মে মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ৫ লক্ষ টনের অধিক ব্যয় হয় নাই, সুতরাং ৩৪ লক্ষ স্থিত রহিয়াছে। যাহাহউক এ পর্য্যন্ত যে পরিমাণে ব্যয় হইয়াছে, মে মাসের শেষ অবধি তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে হইবার সম্ভাবনা।

৪—রিলিফ কার্য্যে পরিশ্রমের প্রণালী এবং দাতব্য বিতরণ। প্রায় সাড়ে ১৪লক্ষ মজুর খাটিতেছে তন্মধ্যে কেবল ১ লক্ষ ৮৩ হাজারকে দৈনিক বেতন দিতে হয়, অন্য সকলের ফুরাণ কাজ আছে। ত্রিহুতের পূর্ব্বাংশে দুর্ভিক্ষের অধিক প্রকোপ দেখাতেই দৈনিক বেতনের নিয়ম হইয়াছে। ইহাতে অনেকে যে নীতিভ্রষ্টতার আশঙ্কা করেন, এখন

আর তাহার সম্ভাবনা নাই। অধিকাংশ লোকের শ্রমশীলতা বৃদ্ধি হইয়াছে।

দাতব্য উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণাদি জাতীয় দরিদ্রদিগকে মুসলমান বিধবা এবং অন্যান্য অনাথাদিগকে প্রদত্ত হইবে। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা গ্রামেং ভ্রমণ করিয়া যথার্থ দয়ার পাত্রদিগকে সার্টিফিকেট দেন, তাহারা তাহা দেখাইয়া দাতব্য পায়; যাহা হউক ৩৫০ মাইল বিস্তৃত স্থানে এ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সহজ নয়।

৫—ঋতুর অবস্থা। ভাগলপুর হইতে পূর্ব্বাঞ্চলের অবস্থা ভাল, সময় সময় উত্তম বৃষ্টি হইয়াছে। ভাগলপুর হইতে পশ্চিম বেহারের অধিকাংশ স্থান এবং ত্রিহুতের অবস্থা মন্দ, বৃষ্টি প্রায় কিছুই হয় নাই, বাজারে শস্যাভাব। ভাবী ফসলের অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া লোকেরা আরো ভয়াকুল হইতেছে।

৬—সাহায্য প্রণালীর সাধারণ কার্য্যকারিতা। ইহাদ্বারা বর্ত্তমান সর্ব্ব প্রকার কষ্ট নিবারণ হইতেছে ও পরেও হইবে। স্থানে স্থানে সময়২ কষ্টাধিক্য হইতেছে বটে, কিন্তু অবিলম্বে তাহা নিবারিত হইতেছে। এ উপায় অবলম্বিত না হইলে ইতি মধ্যে যে অসংখ্য প্রাণ নাশ হইত, তাহার সন্দেহ নাই।

সর্ব্বত্রই বৃষ্টির অভাব। চট্টগ্রাম, ঢাকা, ভাগলপুর, ও রঙ্গপুরে কেবল যথেষ্ট বৃষ্টি হইয়াছে। চম্পারণ, মজফ্ফরপুর, মালদহ, মুরসিদাবাদ এবং হুগলীর বৃষ্টির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যেখানে বৃষ্টিপাত হইতেছে, সেইখানে লোকে আগ্রহ সহকারে বীজ বপন করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে ৮৮,৯১১-মণ বীজ সংগৃহীত হইয়াছে, বীজের কোন অভাব বোধ হইবে না।

চাউলের মূল্য প্রায় সর্ব্বত্র পূর্ব্বানুরূপ। বর্দ্ধমান, বীরভূম, প্রেসিডেন্সী বিভাগ রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, ঢাকা, শ্রীহট্ট, জলপাইগুড়ী, সাঁওতাল পরগণা, মানভুম ও হাজারীবাগে মূল্য কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। পাটনা, সারণ, চম্পারণ, মুঙ্গের, লোহার ডগা, পুরী, দিনাজ পুর ও নোয়াখালিতে মূল্য কমিয়াছে।

ত্রিহুতে অন্য শস্য আমদানীর অভাব হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট গোলা হইতে বিক্রেতাদিগকে যোগাইতে হইতেছে। অপর সকল স্থানে প্রাইবেট বাণিজ্য বৃদ্ধি হইতেছে। গত পক্ষে বেহারে ৪০,-৯৯৫ টন শস্য এইরূপে আমদানী হইয়াছে। সমুদ্র পথে যে মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ৩,৪৪,০২৪ টন শস্য আমদানী ও ২,১২,৭৬৩ টন রপ্তানি হইয়াছে।

সার রিচার্ড টেম্পল দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। তাঁহার অষ্টাদশ রিপোর্টটীও অতি বিস্তৃত এবং অনেক স্থানের বিশেষ ও সূক্ষ্ম বিবরণে পরিপূর্ণ, আমরা স্থানাভাবে তাহার উল্লেখ করিতে পারিলাম না। সার জর্জ কাম্বেলকে হারাইয়া আমরা দুর্ভিক্ষের যে আশঙ্কায় আকুল হইয়াছিলাম, সার রিচার্ড টেম্পল তাহা দূর করিবেন আশা হইতেছে।

বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার উপরিস্থ কর্তৃপক্ষ।

সুরেন্দ্র বাবুর শোচনীয় ব্যাপারের কিয়ৎকাল পূর্ব্বাবধি তাঁহার প্রতি তাঁহার উপরিস্থ কর্তৃপক্ষীয়গণ যেরূপ দুর্ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের নীচতা, লঘুচিত্ততা ও ক্ষুদ্রাশয়তা জ্বলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। এই মহাত্মারা যদি স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপর দৃষ্টি রাখিয়া নূতন কর্ম্মচারী সুরেন্দ্র বাবুর উপর প্রত্যাশিত স্নেহ মমতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার কার্য্যশিক্ষা বিষয়ে যথোচিত আনুকূল্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কখন বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় পতিত হইতে হইত না। তিনি অল্প দিন মধ্যে বিলক্ষণ চলিষ্ণু হইয়া রাজ পুরুষদিগের কার্য্যক্ষেত্রে অনায়াসে বিচরণ করিতে পারিতেন। নূতন সিবিলিয়ানেরা এতদ্দেশে উপনীত হইলে কার্য্য শিক্ষার্থ জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগের হস্তে প্রথমতঃ সমর্পিত হন। জেলার ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট ও জজ সাহেবদিগের অধীনে থাকিয়া তাঁহারা শাসন ও বিচার কার্য্যের ভাবগতিক শিক্ষা করিবেন ইহাই এ প্রকার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। তাঁহারা নূতন ব্রতী; পদে পদে তাঁহাদের ভ্রম ও ক্রটী হইয়া থাকে, পদে পদে তাঁহারা একে আর করিয়া ফেলেন, কিন্তু যাঁহাদের হস্তে তাঁহাদের শিক্ষার ভার, তাঁহাদের সদয় উপদেশে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা অভিজ্ঞতা- উপার্জ্জন করিয়া এক প্রকার কার্য্যক্ষম হইয়া উঠেন। তখন তাঁহাদের হস্তে উপবিভাগের ভার অর্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু তখনও তাঁহাদের কার্য্যের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টি রাখিতে হয়। পরে যখন তাঁহারা তাহাতে পরিপক্ক হইয়া জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে অধিরোহণ করেন, তখন সচরাচর তাঁহাদের কার্য্যপটুতার উপর কর্তৃপক্ষগণের আস্থা ও নির্ভর স্থাপিত হইয়া থাকে। যাঁহাদের হস্তে এই নূতন কর্ম্মচারীগণের শিক্ষার ভার পতিত হয়, তাঁহারা যদি শিক্ষার্থীগণের প্রতি সস্নেহ ব্যবহারে পরাঙ্মুখ হন এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে নির্যাতন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের কার্য্যশিক্ষা ও পদোন্নতির পক্ষে সমূহ ব্যাঘাত উপস্থিত হয় সন্দেহ নাই। সুরেন্দ্র বাবুর গাত্র বর্ণে যদি কলঙ্ক না থাকিত এবং এইরূপ প্রতিকূল কর্ম্মচারীগণের হস্তে যদি তিনি ন্যস্ত না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার এই পর্য্যন্ত অনিষ্ট হইত, ইহার অধিক অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু অদৃষ্টের দোষে সুরেন্দ্র বাবু একজন কৃষ্ণবর্ণ বাঙ্গালী সিবিলিয়ান। সুতরাং তাঁহার পরিণাম অতি মন্দ হইবে বিচিত্র কি? ইহার উপর আবার রাহু ও শনির হস্তে তাঁহার প্রথম শিক্ষার ভার পতিত হইয়াছিল। এ অবস্থায় তাঁহার কল্যাণের আশা কোথায়?

সুরেন্দ্র বাবু ইংলণ্ডে সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭১

সালের নবেম্বর মাসে শ্রীহট্টের এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে ডিপার্টমেণ্টাল যাণ্মাসিক পরীক্ষা স্থলে বিশেষ প্রশংসার সহিত বাঙ্গালা ভাষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭২ সালের জুন মাসে প্রথম শ্রেণীস্থ অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। অনন্তর তিনি ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে যাণ্মাসিক পরীক্ষায় হিন্দুস্থানী ভাষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৩ সালের জানুয়ারী মাস হইতে প্রথম শ্রেণীস্থ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতায় বিভূষিত হইয়াছিলেন। একাল পর্য্যন্ত সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে তাঁহার উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষগণের কোন প্রকার বাহ্যিক মনোভঙ্গ উপস্থিত হয় নাই। উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে যিনি মাজিষ্ট্রেট তাহার নাম সদর্ল্যাণ্ড সাহেব, আর যিনি শ্রীহট্টের জজ তাঁহার নাম মন্স্ক্র্যাট সাহেব। ১৮৭৩ সালের প্রারম্ভ হইতে সুরেন্দ্র বাবু সম্বন্ধে তাহাদের চিত্ত বিকৃতির আভাস পাওয়া যাইতে লাগিল, ক্রমে সুরেন্দ্র বাবু সম্বন্ধে তাহাদের ব্যবহার সম্পূর্ণ ফিরিয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে সুরেন্দ্র বাবুকে মধ্যে মধ্যে দুই এক খানা ষ্টেটমেণ্ট সম্বন্ধীয় সামান্য কৈফিয়ৎ ভিন্ন কোন প্রকার গুরুতর এক্সপ্লানেসন প্রদান করিতে হয় নাই। কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহার উপর কৈফিয়তের উপর কৈফিয়ৎ ও এক্সপ্লানেসনের উপর এক্সপ্লানেসন তলব হইতে লাগিল, তাঁহার অধিকাংশ সময় কাজ কর্ম্মে ব্যয়িত না হইয়া,কেবল কৈফিয়ৎ বা এক্সপ্লানেসনেই ব্যাপৃত হইতে লাগিল। সর্ব্বদা অবমানিত ও তিরস্কৃত হওয়াতে তাঁহার চিত্তের উৎসাহও ভঙ্গ হইয়া গেল এবং তাঁহার বুদ্ধি শক্তিও পৌনঃপুনিক উৎপীড়নে স্ফূর্ত্তিহীন ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। সুরেন্দ্র বাবু এই সময়ে যে সকল নীচ দুর্ব্ব্যবহারের অধীন হইয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

মাজিষ্ট্রেট সদর্ল্যাণ্ড এক দিন জজ মন্স্ক্র্যাট সাহেবের পরামর্শানুসারে সুরেন্দ্র বাবুকে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া কোন বিষয়ের এক্সপ্লানেসন লিখিতে আদেশ করেন এবং সুরেন্দ্র বাবুকে বাধ্য হইয়া সেই অপমানজনক হীন আদেশ পালন করিতে হইয়াছিল। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, যে সিবিলিয়নের কথা দূরে থাকুক, কোন নিম্ন শ্রেণীস্থ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে বা কোন উচ্চশ্রেণীস্থ আদালতের আম্‌লাকে এরূপ নীচ আদেশ কখন পালন করিতে হয় নাই। আর এক সময় সুরেন্দ্র বাবু কর্ম্ম বিধি আইনের ৩৭ ধারার অন্তর্গত কোন মোকর্দ্দমার বিষয়ে পত্র দ্বারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মত জিজ্ঞাসা করেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রার্থিত মত প্রকাশ না করিয়া পত্রের এইরূপ উত্তর দেন যে এবিষয়ে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের উপদেশ জিজ্ঞাসা কর, কেননা তাঁহার আইনজ্ঞতার উপর তোমার অধিক ভক্তি আছে। সদর্ল্যাণ্ড সাহেব সুরেন্দ্র বাবুর উপরিস্থ কর্ম্মচারী। উপরিস্থ কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য নিম্নস্থ কর্ম্মচারীকে সকল বিষয়ে উপদেশ দেওয়া। কিন্তু সদার্ল্যাণ্ড জিজ্ঞাসিত হইয়াও সেই উপদেশ দিতে চাহিলেন না, অধিকন্তু শ্লেষোক্তি দ্বারা সুরেন্দ্র বাবুর প্রতি তাঁহার চিত্তবিকৃতি প্রকাশ করিলেন। সদর্ল্যণ্ড সাহেব মধ্যে মধ্যে সুরেন্দ্র বাবুর কার্য্য সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ের কৈফিয়ৎ সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার অধীনস্থ আমলার স্থানে গ্রহণ করিতেন এবং পরে সুরেন্দ্র বাবুকে তাহার এক্সপ্লানেসন লিখিতে বলিতেন। এরূপ ব্যবহার যারপর নাই হীন ও অপমানজনক। সুরেন্দ্র বাবুকে তাঁহার আমলার চক্ষে হীনিত করা ভিন্ন এরূপ ব্যবহারের আর কোন উদ্দেশ্য উপলব্ধি হয় না। সুরেন্দ্র বাবুর বিচারার্থ যে কমিসন নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারাও সদর্ল্যাণ্ডকে এরূপ ব্যবহার জন্য যথোচিত নিন্দার্হ বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহারা আর এক বিষয়েও সদর্ল্যাণ্ড সাহেবকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু সদর্ল্যাণ্ড সাহেবের নিকট কোন একটী মোকর্দ্দমার নথী চান, সদর্ল্যাণ্ড সাহেব তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলেন, যে নথী তাঁহার হেড ক্লার্কের নিকট আছে, হেড ক্লার্ক তাঁহাকে নথী দেখাইবে। এবিষয়ে কমিসনর সাহেবেরা বলেন যে এসিষ্টাণ্ট সাহেবের পদস্থ লোকের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, সদর্ল্যাণ্ড সাহেবের সে বোধ আদৌ নাই বলিয়া বোধ হয় এবং সুরেন্দ্র বাবু এ হীন আচরণের প্রতিবাদ করিয়া উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। যাহা হউক সুরেন্দ্র বাবুকে ক্রমাগত এইরূপ জঘন্য আচরণের অধীন হইতে হইয়াছিল! আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, সুরেন্দ্র বাবু যদি ভদ্র কর্ম্মচারীর অধীনস্থ হইবেন, তাহা হইলে তাহার এরূপ সর্ব্বনাশ কখনই ঘটিত না। সুরেন্দ্র বাবুর কার্য্যে যে সকল দোষ ও ত্রুটি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার অনেকগুলি যে এই সকল দুর্ব্ব্যবহারজনিত তাহার আর সন্দেহ নাই। সুরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছিল, কমিসনরেরা তাহাকে অতি জঘন্য লোক বলিলেও তাহার সকল দোষ মাপ হইল। সদর্ল্যাণ্ড সাহেবের প্রসাদে দোষী দুর্গাচরণ অদ্যাবধি রাজকার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছে এবং তাঁহার মনের মত সাক্ষ্য দিয়াছিল বলিয়া তাহার পুরস্কার ভোগ করিতেছে।

খৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে মহম্মদীয় ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া দারান্তর গ্রহণ নিষেধক ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি।

মেলবিল সাহেব ও অপরাপর কয়েক ব্যক্তি পূর্ব্ব পরিণীত ভার্য্যার জীবদ্দশায় ধর্ম্মান্তর অবলম্বন পূর্ব্বক দারান্তর পরিগ্রহ করাতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার চক্ষু ফুটিয়াছে। স্ত্রী বিদ্যমানে পত্ন্যন্তর পরিগ্রহ খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পক্ষে রাজবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ এবং দণ্ডার্হ অপরাধ মধ্যে পরিগণিত। মেলবিল প্রভৃতি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া যদি দারান্তর গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে রাজবিধির লৌহ দংষ্ট্রে পড়িয়া বিশেষ শিক্ষালাভ করিতেন। কিন্তু ইহাঁরা দারান্তর গ্রহণের পূর্ব্বে মহম্মদীয় ধর্ম্মের শরণাপন্ন হওয়াতে রাজদণ্ড হইতে কৌশলে মুক্তি লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা রাজদণ্ডের অতীত হইয়া দারান্তর গ্রহণ বা পূর্ব্বদার বর্জ্জন করিবার জন্য মনে মনে অভিলাষী, তাঁহাদিগের অনুসরণীয় পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

ভার্য্যা সত্ত্বে ভার্য্যান্তর গ্রহণ অপরাধের দণ্ড বিধানার্থ যে সকল রাজব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত আছে, তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত চতুর অপরাধীদিগকে দণ্ডার্হ করা যাইতে পারে না। পুরাকালে এই সকল ব্যবস্থার সংস্থাপকেরা যে সকল ঘটনার সম্ভাবনা কল্পনাতেও দেখিতে পান নাই, এখন তাহা প্রত্যক্ষ ঘটিতেছে, সুতরাং সেই সকল ব্যবস্থা এরূপ ঘটনার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। খৃষ্টীয় সমাজভুক্ত ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবামাত্র মহম্মদীয় ব্যবস্থার অধীন হইয়া থাকেন। মহম্মদীয় ব্যবস্থানুসারে একাধিক ভার্য্যার পাণিগ্রহণের নিষেধ নাই, সুতরাং সে ব্যক্তি মুসলমান ব্যবস্থার বলে একাধিক দার পরিগ্রহে অধিকারী। আর এক দিক দিয়া দেখিলে এ ব্যক্তির অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর প্রতীয়মান হয়। এ ব্যক্তি পূর্ব্বে যে সমাজ ও সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, সে সমাজে একাধিক ভার্য্যার পাণি গ্রহণের বিধি ও ব্যবহার প্রচলিত নাই, যে রমণী ইহাঁকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না যে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে অকৃত অপরাধে পরিত্যাগ করিতে পারেন। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সেই স্ত্রী এই স্বামীর হস্তে আত্ম সমর্পণ করেন। সেই স্বামীও তৎকালে স্বতঃ পরতঃ সেই বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, অন্ততঃ তাঁহাকে অন্যরূপ বিশ্বাস করিতে দেন নাই। যে রাজবিধি অনুসারে তাঁহারা বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলেন, তদনুসারে ভার্য্যার জীবদ্দশায় ভার্য্যান্তর গ্রহণ বা পতি বর্ত্তমানে পত্যন্তর পরিগ্রহ দণ্ডার্হ অপরাধ বলিয়া পরিগণিত। উভয়েই জানিলেন কেহ কাহাকে অতিক্রম করিতে শক্ত নহেন, মনে কর এরূপ স্থলে স্বামী হঠাৎ একদিন মুসলমান ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া নূতন দার পরিগ্রহ করিয়া বসিলেন এবং দণ্ডের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মুসলমান ব্যবস্থার সহায়তা গ্রহণ করিলেন। এ স্থলে স্বামী পূর্ব্বকৃত বিবাহ চুক্তি ভঙ্গের জন্য এবং যে রাজবিধির বিধানানুসারে সেই বিবাহ চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে, তদুল্লঙ্ঘন জন্য কি অপরাধী নহেন? যাহা হউক ইহা একটী কঠিন সমস্যা সন্দেহ নাই। কারণ তিনি যে রাজবিধি অনুসারে অপরাধী প্রতিপন্ন হইবেন, সেই রাজবিধি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি মুসলমান পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়াছেন, এ পদ্ধতিকে সে রাজবিধি কি প্রকারে বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিবে? তাহা যদি না হয় তবে সে রাজবিধি তাঁহাকে কোন ক্রমে অপরাধ বলিয়া সপ্রমাণ বা দণ্ডপ্রদান করিতে পারে না। যে ব্যবস্থা এরূপ পদ্ধতিকে বৈধ বিবাহ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে সেই ব্যবস্থা এই গর্হিত বিবাহের প্রতিপোষক, কিন্তু যে ব্যবস্থা ইহার দণ্ডবিধাতা, সেই ব্যবস্থা আদৌ এ পদ্ধতিকে সিদ্ধ বিবাহ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। আইনের মধ্যে এই প্রকার গোলযোগ। কিন্তু এই গোলযোগের আচ্ছাদন পাইয়া দুষ্ট লোকে দুষ্ট পন্থার অনুসারী হইতেছে, যথেচ্ছচারিতা অবলম্বন করিতেছে এবং জনসমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিতেছে। অনিষ্ট অধিকদূর গড়াইবার পূর্ব্বাহ্ণেই তৎপ্রতিবিধান আবশ্যক এই জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের আয়োজন হইতেছে।

কিন্তু এইরূপ কোন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে বিশেষরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক যেন সেই ব্যবস্থা দ্বারা কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায়াচরণ করা না হয়। ব্যবস্থার নামেই মুসলমান সমাজ ভয় পাইয়াছে। তাঁহাদের ভয় পাইবার যথেষ্ট কারণ আছে। মুসলমান সমাজ না কি প্রস্তাবিত ব্যবস্থার প্রতিকূলে আবেদন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাঁহাদের প্রার্থনা এই যে দেশীয় খৃষ্টান দিগের পূর্ব্বপরিণীতা ভার্য্যা পতির সহিত একত্র বাস করিতে না চাহিলে যেরূপ আইনের বিধানানুসারে পরিত্যাজ্য হয় এবং স্বামী দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণের অনুমতি পাইয়া থাকেন; সেইরূপ কোন ব্যক্তি খৃষ্টীয় সমাজ বা অন্য কোন প্রকার একভার্য্যানিরত সম্প্রদায় হইতে মুসলমান ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহার পত্নী যদি তাঁহার সহবাসিনী হইতে না চান, তাহা হইলে তাঁহাদের বিবাহ বন্ধন মোচন হইবে এবং মুসলমান ধর্ম্মদীক্ষিত ব্যক্তি মুসল-

মান ব্যবস্থানুসারে নূতন ভার্য্যা পরিগ্রহের অধিকার পাইতে পারিবেন। প্রার্থনাটী সম্পূর্ণ সঙ্গত এবং ন্যায় ও যুক্তির অনুমোদিত, তন্নিমিত্ত ইহা ব্যবস্থাপক সভার বিশেষ বিবেচনা স্থলে গৃহীত হইবার যোগ্য। ইংরাজেরা স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের অনুকূলে যে উদার ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, মুসলমান ধর্ম্মের অনুকূলেও তদনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে যেন কুণ্ঠিত না হন। গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্ম বিষয়ক নিরপেক্ষতা পরীক্ষার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। আশা করি গবর্ণমেণ্ট এ পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন।

আমরা এই উপলক্ষে কয়েকটী কথা বলিতে প্রলুব্ধ হইতেছি, বোধ করি তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ব্যবস্থাপক সভা দেশীয় খৃষ্টান কনবার্টদিগের পূর্ব্বদার পরিত্যাগ সম্বন্ধে যেরূপ অনুকূল ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, মুসলমানেরা মহম্মদের নূতন শিষ্যদিগের জন্য অবিকল সেইরূপ ব্যবস্থার প্রার্থী হইতেছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে আর একটী এরূপ সম্প্রদায় সংসৃষ্ট হইতেছে, যাঁহাদের মধ্যে অবিকল এইরূপ অভাব উপলব্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উন্নত ব্রাহ্ম সম্প্রদায় বিবাহের অসিদ্ধতা নিবারণ জন্য ১৮৭২ সালের দেশীয় বৈবাহিক আইন আবশ্যক বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নূতন দীক্ষিত তন্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির ভার্য্যা হিন্দুধর্ম্মত্যাগী স্বামীর সংসর্গী হইতে ইচ্ছুক নহেন। এই সকল আগন্তুকের পক্ষে দারান্তর পরিগ্রহের কোন প্রকার বিধি না থাকাতে, তাহাদিগকে অগত্যা অনূঢ় অবস্থায় কাল যাপন করিতে হইতেছে। এরূপ অনূঢ় ব্যক্তির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এরূপ অবস্থায় যখন খৃষ্টান কনবার্টগণ পুনর্ব্বিবাহের অধিকার পাইলেন, মুসলমানেরা যখন সেই অধিকার পাইবার প্রার্থী হইলেন এবং গবর্ণমেণ্টের ন্যায়দৃষ্টির অসদ্ভাব না হইলে সে প্রার্থনা অপূর্ণ থাকিতেছে না, তখন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নূতন দীক্ষিতদিগের প্রতি এ ন্যায় অধিকার কেন অপ্রসারিত থাকিবে? গত ২৬ পৌষের ভারত সংস্কারকের সপ্তাহ স্তম্ভে এই বিষয়ের প্রসঙ্গে আমরা এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে দেশীয় খৃষ্টান কনবার্টদিগের বিবাহ বন্ধন মোচনের ব্যবস্থা সমুদায় ডিসেণ্টার (পৈতৃক ধর্ম্মত্যাগী) দিগের প্রতি বিস্তারিত করা আবশ্যক। আমরা এস্থলে সেই প্রস্তাবের পুনরুল্লেখ করিয়া ব্যবস্থাপক সভার বিচারে অর্পণ করিতেছি। খৃষ্টান কনবার্টদিগের পক্ষে এক আইন, মুসলমান কনবার্টদিগের পক্ষে দ্বিতীয় আইন এবং ব্রাহ্ম কনবার্টদিগের পক্ষে তৃতীয় আইন এরূপ পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক্ পৃথক্ আইন বিধিবদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সমুদায় ডিসেণ্টরদিগের জন্য একটী আইন বিধিবদ্ধ হইলে তদ্দারা সকলেরই অভাব পূর্ণ হইতে পারিবে। নিরপেক্ষ গবর্ণমেণ্টের ইহা সর্ব্বতোভাবে দেখা কর্ত্তব্য যে ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহের জন্য যেন কেহ কোন বিষয়ে কষ্ট সহ্য না করে; যাঁহারা তাঁহাদের প্রিয়তম খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাদের মতে কোন প্রকার অপকৃষ্ট ধর্ম্ম মার্গ অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদেরও কষ্ট মোচনের জন্য অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

পাট।

নীল, পাট, অহিফেন প্রভৃতির চাষ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির প্রায় সকল বিভাগেই প্রবর্ত্তিত হওয়াতে ধান্যের চাষ বৎসর২ হ্রাস হইতেছে, সুতরাং এ দেশ যে দুর্ভিক্ষের ক্রীড়াভূমি হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অল্প দিনের মধ্যে ৫।৭টী দুর্ভিক্ষ ইহার উপর দিয়া চলিয়া গেল। শুদ্ধ পাটের চাষ কয়েক বৎসরের মধ্যে যেরূপ বাড়িয়াছে এবং ভবিষ্যতে যেরূপ বাড়িবার সম্ভাবনা দেখিতেছি, তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই আশঙ্কা জন্মিবার কারণ আছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এতদ্দেশে যে পাট জন্মিত, তাহা এতদ্দেশেরই প্রয়োজন সংসিদ্ধ করিত, স্থানান্তরে নীত হইত না। ১৮২৮।২৯ সালে ৪৯৭ মণ মাত্র পাট কলিকাতার বন্দর হইতে রপ্তানি হয়। তাহার পর হইতে পাটের চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পর বৎসরে ২,৪২২ মণ পাট কলিকাতা হইতে রপ্তানি হইল। তাহার পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৩০।৩১ সালে ১০৪৬৯ মণ, ১৮৩১।৩২ সালে ৩২,৫২৬ মণ এবং ১৮৩৩।৩৪ সালে ৬২,০৩৪ মণ পাট রপ্তানি হয়। পাঁচ বৎসরের মধ্যে রপ্তানির পরিমাণ ১৫০ গুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। ১৮৪৩।৪৪ সালে অর্থাৎ আর ১০ বৎসরের মধ্যে রপ্তানির অঙ্ক ৩ লক্ষ ১ হাজার মণে উত্থিত হয়। আর ১০ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৫৩।৫৪ সালে রপ্তানির পরিমাণ ৭ লক্ষ ১১ হাজার ৯ শত মণের অঙ্কে উপনীত হয়। আর দশ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৬৩।৬৪ সালে এই রপ্তানীর পরিমাণ ৩৭ লক্ষ ২৩ হাজার ৭ মণ এবং ১৮৭২।৭৩ সালে ১ কোটী ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৯ মণ নিরূপিত হইয়াছে।

পাটের চাষে যে বিলক্ষণ লাভ আছে তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা ধান্য অপেক্ষাও লাভজনক। ইহা যদি অপেক্ষাকৃত লাভজনক না হইত, তাহা হইলে লোকে কখন ধান্য প্রভৃতি খাদ্য

শস্যের অভাবে যদি শরীর শুষ্ক হইতে থাকে, তাহা হইলে সে ধন বৃদ্ধি দ্বারা কি লাভ হইল ? এক্ষণে প্রায় ২০ লক্ষ ৮ হাজার বিঘা ভূমি পাট উৎপাদন করিতেছে। ইহাতে যে মধ্যে মধ্যে খাদ্য শস্যের অনাটন উপস্থিত হইবে ইহা বিচিত্র নহে।

পাট উৎপাদন নিবন্ধন শুদ্ধ যে খাদ্য শস্যের অনাটন উপস্থিত হয় তাহা নহে, দেশের জল বায়ুও দূষিত হইয়া লোকের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত সম্পাদন করে। পাট কাটিয়া কিয়দ্দিন ব্যাপিয়া জল মধ্যে পচাইতে হয়। না পচাইলে ইহার সোঁ বাহির হয় না। পচাইবার সময় যে জলে তাহা পচান যায়, তাহা অত্যন্ত দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে। সেই পূতিগন্ধে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়া নানা রোগের উৎপত্তি হয়। উক্ত হইয়াছে যে উদরাময়, রক্তামাশয়, ওলাউঠা, সংক্রামক জ্বর প্রভৃতি কয়েকটা রোগ এই পূতিগন্ধ হইতে উৎপন্ন হয়। প্রায় সকল স্থানের সিবিল সর্জ্জন ও ডিষ্ট্রিক্ট আফিসরগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে কাহারও মতান্তর দৃষ্ট হয় নাই। বঙ্গদেশ যে দিন দিন উৎকট উৎকট রোগের আলয় হইয়া উঠিতেছে, পাট চাষের উন্নতি যে, তাহার কিয়ৎ পরিমাণে আনুসঙ্গিক কারণ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে পাট পচান হইয়া থাকে। এই সময় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিতান্ত দুঃসময়। এই সময়ে সর্ব্বত্র পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয়। এই সময়ে পাট পচা পূতিগন্ধ যে বিশেষ অনিষ্টকর হইবে তৎপক্ষে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

পাটের চাষে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির হ্রাস হয়, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। জুট কমিসনর বাবু হেমচন্দ্র কর বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা এই মতে উপনীত হইয়াছেন। যাহারা পাটের চাষ করে, তাহাদিগকে এই মত প্রকাশ করিতে শুনা গিয়াছে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পাট চাষের উন্নতি একটী ভয়ের বিষয় সন্দেহ নাই। আজ যে সকল দেশ বঙ্গদেশ হইতে পাট লইয়া যান, অন্যত্র হইতে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট তর পাট সুলভতর মূল্যে পাইলে, তাঁহারা আর এ দিক পানে আসিবেন না। সুতরাং পাটের ও আর আদর থাকিবে না। তখন ইহার কৃষকদিগকে অনন্যোপায় হইতে হইবে। কলিকাতার বন্দর হইতে যে রাশি রাশি পাট বৎসর২ রপ্তানি হইতেছে, তাহার অধিকাংশ গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডে নীত হইয়া থাকে। সেখানে এতদ্দ্বারা কাপড় কাগজ প্রভৃতি দ্রব্যজাত প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাট হইতে এতদ্দেশে রশি, গণি ক্লথ প্রভৃতি বিস্তর দ্রব্যজাত উৎপন্ন হয়। এই সকল দ্রব্যজাত ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে নীত হইয়া থাকে। ১৮৭২।৭৩ সালে ৮৩ লক্ষ টাকার রশি এতদ্দেশ হইতে দেশান্তরে নীত হইয়াছে।

পাট উৎপাদন হইতে এতদ্দেশে দুটী উপকার হয়, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। প্রথম, নীল চাষের প্রবর্ত্তক যেমন নীলকর সাহেবেরা পাটের চাষের তেমন্ কোন প্রবর্ত্তক না থাকাতে ইহার চাষ কৃষকদিগের দ্বারা স্বাধীনভাবে সম্পন্ন হইতেছে, সুতরাং প্রজারা স্বাধীন ভাবে এ চাষের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া আপন ইচ্ছায় ইহা উৎপন্ন করিতেছে এবং নীলের চাষে প্রজারা যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ইহাতে তাহার কোন নাম গন্ধ নাই। দ্বিতীয় উপকার এই যে অনেক দুঃখী লোকের স্ত্রী পুরুষে অবকাশ কালে পাট কাটিয়া দড়ি প্রস্তুত করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেছে। পাটের অভাবে তাহাদিগকে অলস থাকিতে ও কষ্ট পাইতে হইত। পূর্ব্বে তুলা কাটিয়া অনেক লোকে এইরূপ উপকার পাইত। কিন্তু এক্ষণে ইহাতে আর লাভ নাই বলিয়া, চরকার ব্যবহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

পাটের এইরূপ উপকারিতা ও অপকারিতা উভয় সমক্ষে রাখিয়া এতৎসম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য বিবেচনার বিষয়। পাটের চাষের অনুন্নতি প্রার্থনা করা আমাদিগের অভীষ্ট নহে, তবে ইহাদ্বারা যে সকল অপকারের সম্ভাবনা, তৎপ্রতিবিধানের উপায় করা কর্ত্তব্য।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সেতার শিক্ষা—এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বোধ হয় যে, সেতার শিক্ষার ন্যায়, ইংরেজী সংগীতে অনুরাগ বর্দ্ধন ও তদনুযায়ী স্বরলিপি প্রচারও ইহার উদ্দেশ্য। প্রথম শিক্ষার্থী অনেক কষ্টে ও শিক্ষকের অনেক যত্নে ইহার স্বরলিপি ও তালাঙ্কের নিয়ম ইত্যাদি বুঝিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন ইংরেজী স্বরলিপিদ্বারা হিন্দু সংগীত লিখিবার যে মত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা সংগত বলিয়া বোধ হয় না। যখন নূতন নূতন চিহ্ন হিন্দু সংগীতের উত্তম উত্তম অলঙ্কারাদির জন্য ইহাতে আবশ্যক হইতেছে, তখন যে নবোদ্ভাবিত বর্ণময়ী স্বরলিপি প্রণালীতে অন্যান্য চিহ্নের যাহা কিছু অভাব দেখা যাইবে, যোজনা করিলেও, পূরণ হইবে না এ বিশ্বাস উক্ত নূতনবিধ স্বরলিপি প্রণালীর ভাবী উন্নতি সম্বন্ধে কণ্টক স্বরূপ। গ্রন্থকার একস্থানে মুখবন্ধে যে বিশ্বব্যাপী স্বরলিপির কল্পনা করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে আহ্লাদের বিষয় বটে, কিন্তু উহা আমাদের অসম্ভব কল্পনা বলিয়া বোধ হয়। উহার দৃষ্টান্তস্থল এই পুস্তক। এই গ্রন্থ যদি কোন বঙ্গভাষানভিজ্ঞ ইউরোপীয় সংগীতজ্ঞ পণ্ডিতের হস্তে দেওয়া যায়, তিনি কি ইহার গত, আলাপাদি বাদন করিতে পারিবেন? কখনই না। কৃন্তন ও মূর্চ্ছনাদির জন্য যে সকল চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই যে কেবল বুঝিতে পারিবেন না, এমত নহে, ইংরেজী স্বরলিপি প্রণালী হইতে যে সকল শব্দ অনুবাদ করিয়া

দেওয়া হইয়াছে তাহাও তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইবে না। অতএব ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে, যদি ইউরোপীয় স্বরলিপি ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় উক্ত প্রণালীতে ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ শব্দ অনুবাদ করিয়া দিতে হইবে; কেবল সেই শব্দগুলি কেন, সমস্ত পুস্তক ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে, নতুবা সমগ্র ভারতবাসীকে ইংরাজী শিখিতে হইবে। দেবনাগর বা বাঙ্গালার সাতটী অক্ষর অভ্যাস করা ইহা অপেক্ষা যে অনেক সহজ, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

হিন্দু সংগীত ইউরোপীয় প্রণালীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইলে, আরও অনেক নূতন সাংকেতিক চিহ্নের প্রয়োজন, ইউরোপীয় সংগীতে যে সকল এ পর্য্যন্ত জন্মে নাই, যথা, অতি কোমল, অতি তীব্র স্বর ইত্যাদি। দুঃখের বিষয় এই যে, সুরের উক্ত রূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি গ্রন্থকার স্বীকার করেন না। কিন্তু বাস্তবিক যে উক্তরূপ সুর হিন্দু সংগীতে আছে, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষীয় সংগীত শাস্ত্রে যাঁহারা সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। আমরা নিম্নে একটি গীত লিখিয়া দিলাম, সংগীতজ্ঞ পাঠক হারমোনিয়মের সহিত গান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই গীতান্তর্গত রেখাঙ্কিত অক্ষর গুলিতে যে নিষাদস্বর নিঃসৃত হইবে তাহা হারমোনিয়ম নিঃসৃত নিষাদ অপেক্ষা তীব্রতর। বেহাগ রাগিণীর গীত দিবার উদ্দেশ্য এই যে, তীব্রনিষাদ উহার গ্রহস্বর। উক্ত রাগিণীর গীতে কণ্ঠ নিঃসৃত নিষাদ ও হারমোনিয়ম নিঃসৃত নিষাদের তারতম্য স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এতদ্ভিন্ন অসংখ্য অসংখ্য রাগাদি আছে যাহার বিকৃত স্বর সকলে সহজে বোধগম্য করিতে পারেন না, সুতরাং অতি কোমল, অতি তীব্র সুর হিন্দু সংগীতে ব্যবহার হয় না বলিয়া স্থির করেন। এই কারণেই শ্রীযুক্ত ক্লার্ক সাহেব হিন্দু সংগীত ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই, ও যাজি তাহাদের সংগীত কোন কোন বিষয়ে কলাবতী সংগীত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছেন। যাঁহারা হিন্দু সংগীত ভালরূপ জানেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, আমাদের সংগীতে উক্ত মহোদয়ের কিরূপ গভীর ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে, কে সহায় ভব অন্ধকারে। রয়েছি বন্দি সম মোহের আগারে কলুষিত পাপবিকারে; বিষয় রসে রত. তব প্রেম মৃত ছাড়় মনো ভৃঙ্গ বিহারে॥ ইত্যাদি।

গ্রন্থকার ইউরোপীয় স্বরলিপির যে কএকটি গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে যে হিন্দুসংগীত সম্বন্ধে কোন উপকার দর্শিতে পারে, এমন বোধ হয় না। বর্ণময়ী স্বরলিপি হইতে ইহা যে স্পষ্টতর এরূপও বোধ হয় না। কারণ, ক্রমাগত মোটা মোটা রেখা ও বড় বড় বিন্দু থাকাতে দেখিতে সুন্দর ও চিত্রের ন্যায় সামান্য বর্ণাপেক্ষা ইহা হৃদয়গ্রাহী বটে, কিন্তু শীঘ্র২ সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারা তত সহজ নহে। এতদ্ভিন্ন ইংরেজী স্বরলিপি ব্যবহৃত পাঁচটি সমান্তরাল রেখা ব্যবহার করা অপেক্ষা, হিন্দু সংগীতানুযায়ী তিন গ্রামের তিনটী রেখা ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত সহজ; এবং উহাদ্বারা সকল প্রকার কার্য্যই নির্ব্বাহ হইতে পারে।

২৪ পৃষ্ঠার নীচের টীকাতে রাগাদির আলাপ গত বাদন অপেক্ষা সহজ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। একথা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। যদি সুরবোধ অপেক্ষা তালবোধ কঠিন হয়, তাহা হইলেই গ্রন্থকারের কথা স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাল বোধ অপেক্ষা সুর বোধ যে কত পরিমাণে কঠিনতর, তাহা যাঁহারা সংগীত শাস্ত্রের প্রকৃতরূপ অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন।

ইংরেজী স্বর লিপি হিন্দু সংগীতে প্রচলিত হওয়ার বিরুদ্ধে আমরা যাহাই কেন বলি না, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, গ্রন্থকার গ্রন্থখানি অনেক যত্নে সংগ্রহ করিয়াছেন। ১২ পৃষ্ঠা হইতে ২০পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত "সাঙ্গীতিক ছন্দের অর্থাৎ তালের নিয়ম" যাহার পর নাই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ে অন্য কোন বাঙ্গালা গ্রন্থে আমরা এরূপ দেখি নাই। উহার দৃষ্টান্তাদিতে বাঙ্গালা ও হিন্দি উভয় প্রকার গীত দেওয়াতে অনেকের তাল বোধ পক্ষে বিশেষ উপকার হইবে। দ্বিতীয় ভাগের শেষে যে রাগ রাগিণীর আলাপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহা ইউরোপীয় স্বরলিপিজ্ঞ এদেশীয় সংগীত শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপকার আসিবে।

২। ভারত শ্রমজীবী—এখানি মাসিক পত্র, গত বৈশাখ হইতে প্রকাশিত হইতেছে, মূল্য ৫ পয়সা মাত্র। ইহা যে শ্রেণীর লোকদিগের জন্য, তাহা ইহার নামেই প্রতিপন্ন হইতেছে, ইহার বিষয় গুলি মনোজ্ঞ এবং ভাষা সামান্য লোকদিগের উপযোগী সরল হইয়াছে। পত্র খানি সচিত্র, ১ম সংখ্যায় বরাহ নগর চাটের কল ও লর্ড নর্থব্রুকের ছবি মুদ্রিত হইয়াছে, দুঃখের বিষয় ছাপার দোষে তাহা কিছু অস্পষ্ট হইয়াছে। পত্র খানির উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়া ইহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর প্রকৃত হিতসাধক হয়, ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

৩। গোয়াল পাড়া হিত সাধিনী—এ খানি পাক্ষিক পত্র জ্যৈষ্ঠ হইতে বাহির হইতেছে। আসাম হইতে প্রকাশিত এ প্রকার বাঙ্গালা পত্র উৎসাহ পাইবার যোগ্য। ইহার কাগজ ও ছাপা সুন্দর হইয়াছে, হেড লাইনটী উৎকৃষ্টতর দেখিতে ইচ্ছা করি।

গ্রেট ন্যাসানল থিয়েটর। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্রি; কুলীন কন্যা অথবা কমলিনী নাটকাভিনয়।

এই রাত্রে গ্রেট ন্যাসানল থিয়েটর সাধারণের আগামী শীত ঋতু পর্য্যন্ত বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদিগের প্রমোদদাতা বন্ধুবর্গকে বিদায় দিবার সময় অবশ্য আমরা বিষণ্ণ হইয়াছি। তাহারা এদেশে যে শুভ কল্পনা স্থাপন করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট আমরা সাধারণ জনগণের সহিত কৃতজ্ঞ আছি। বিশেষতঃ তাহারা সামাজিক সুনীতি বর্দ্ধন উদ্দেশে বরাবর উত্তমোত্তম নাটকাদির অভিনয় করিয়া আসিয়াছেন। একারণ আমরা প্রতি শনিবারে যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য আমরা তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিলাম। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে তাঁহারা নূতন উৎসাহে, নূতন বলে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইয়া যে সমাজ তাহাদিগকে বরাবর উৎসাহ প্রদান করিয়াছে, সেই বঙ্গ সমাজকে পুনরায় যথাসাধ্য সন্তোষ প্রদান করিতে যত্নশীল হইবেন। এ বৎসরে যে সমস্ত ভ্রম ও ত্রুটি ঘটিয়াছিল, তাহা পরিবর্জ্জন করিয়া যাহাতে এই নাট্যসমাজ সর্ব্বতোভাবে উন্নতি সাধন করিতে পারেন এই আমাদিগের প্রার্থনা।

এ বৎসর গ্রেট ন্যাসনাল নাট্য সমাজ যে সমস্ত অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশেই উন্মাদ ও নায়ক নায়িকার প্রণয় অভিনয় অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। কুলীনকন্যাদ্বারা বোধ হয় তাহারই একশেষ দেখাইবার জন্য এই পুস্তকখানি শেষ বারে গৃহীত হইয়া থাকিবে। কুলীন কন্যার নায়ক নায়িকা অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় করাতে সৎ প্রেমের

সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহাতে গ্রন্থ বিরচিত ভাব সমূহ সুন্দর রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমরা দিননাথের অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয় বোধ করিলাম।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

নেটিব ওপিনিয়ন নামক ইংরাজী পত্রে বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেঃ—"দেশীয় সিবিলিয়ান বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদচ্যুতিতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। আমরা তাঁহার সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ সকল পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্যে কতকগুলি যত গুরুতর নয়, তত করিয়া দেখান হইয়াছে এবং আমাদিগের সংস্কার এই যে তাহার প্রতি অতি নির্দ্দয়রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। এক জন ইউরোপীয় সুরেন্দ্র বাবুর স্থানীয় হইয়া কখনই এরূপ কঠোররূপে ব্যবহৃত হয়েন নাই এবং হইবেন না। বোম্বাই গেজেটও তাঁহার পদচ্যুতি অন্যায় বলিয়াছেন।"

উড়িষ্যা পেট্রিয়ট শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছেন, উড়িয়া দিগকে চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে ১৫ টাকা করিয়া দুইটী ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ছাত্রেরা সিয়ালদহ মেডিকাল স্কুলে অধ্যয়ন করিবেন। তত্রত্য কমিসনর মহোদয় সাধারণের হিতার্থ একান্ত যত্নশীল, এ শুভ অনুষ্ঠানটী তাঁহারই চেষ্টার ফল।

দক্ষিণ ত্রিহুতে দুর্ভিক্ষ পীড়ার আধিক্য হওয়াতে সার রিচার্ড টেম্পল দরভাঙ্গা হইতে তথায় গমন করিয়াছেন।

একজন ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্ট কেরাণী গঙ্গার প্রবল স্রোতে বহমান হইয়া যাইতে ছিলেন, ত্রিভুবন লালা নামক একজন শ্রীরামপুরের কনষ্টেবল দ্রুতবেগে সন্তরণ দ্বারা তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।

পাণ্ডুয়ার যে মুন্সেফ মাতাল হইয়া রেলওয়ের প্লাট ফরমে অকার্য্য করেন, তিনি কর্ম্ম হইতে স্থগিত আছেন। বিচারপতি ফিয়ার তাহার সম্বন্ধীয় রিপোর্ট হাইকোর্টে অর্পণ করিয়াছেন।

যে সকল সংবাদ পত্র রঙ্গপুরের জজ লেবিনের দোষ প্রচার করিয়াছেন, অপক্ষপাতী ইংলিসম্যান প্রথমে তাহাদিগের নামে অভিযোগ করিবার পরামর্শ দেন। উক্ত সাহেব সহযোগী নিজেই এক্ষণে বলেন বিচারপতি জাক্সন লেবিনের চরিত্র বিষয়ে যে অনুসন্ধান করেন, তাহাতে ঐ লোকটী দোষী সপ্রমাণ হইতেছেন।

নৈনিতালের ডাক্তর ষ্টেপ্‌লস সার রিচার্ড টেম্পলের সিবিল সর্জ্জন হইয়াছেন।

শুনা যায় হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্ট সি ডি সণ্ডার্স শীঘ্র ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় পদোন্নত হইবেন এবং আসামের চিফ কমিসনর কর্ণেল কিটিঙ তাহার পদাভিষিক্ত হইবেন।

সিবেষ্টার সাহেব সামান্য মসিনার তৈলের সহিত কর্পূর মিশাইয়া কুকুরদিগের শরীরের পোকা নষ্ট করিবার এক উৎকৃষ্ট উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে কার্বলিক সোডা ব্যবহার করিতেন, কিন্তু তদপেক্ষা ইহা অধিক আরামজনক ও ফলপ্রদ।

আগামী ১৫ই জুন কলিকাতা মেডিকাল কলেজের নূতন বর্ষের কার্য্যারম্ভ হইবে। প্রবেশার্থিগণ ইতিমধ্যে প্রতিদিন বেলা ১০টা হইতে ৪টার মধ্যে প্রিন্সিপালের নিকট আবেদন করিতে পারেন। ১০টী ফ্রিসিপ আছে, প্রার্থিগণের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পরীক্ষোত্তীর্ণদিগকে তাহা প্রদত্ত হইবে।

কলিকাতায় জষ্টিসদিগের একটী বিশেষ সভা হয়, তাহাতে ডাক্তর পামার মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে গ্যাস এবং জলের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাক্তর মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভার জন্য ৫০০০০ টাকা দাতব্য স্বাক্ষর হইয়াছে। মহেন্দ্র বাবু আজিও ইহার কার্য্যারম্ভ করিতেছেন না কেন? শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠানে যত বিলম্ব হয়, ততই তাহার সিদ্ধিলাভের পক্ষে ব্যাঘাতের সম্ভাবনা।

সার রিচার্ড টেম্পল বেহারের নীলকরদিগের যার পর নাই প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষার্থ নীলকরেরা এরূপ সাহায্য করিতেছেন, যে গবর্ণমেণ্টের সারকল প্রভৃতি স্থাপন অনাবশ্যক। নীলকরদিগের এরূপ সৎকার্য্য প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তাহারা যে অনেকটা মূলে কুঠারাঘাত করিয়া শাখায় জল সেচন করিতেছেন।

জলকষ্ট নিবন্ধন বঙ্গদেশের অনেক স্থানে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হইল, সেরাজগঞ্জ উপবিভাগের ক্রোশান্তর কালীপুর গ্রামে কাঙ্গাল ভুইমালীর এক আশ্চর্য্য সন্তান জন্মিয়াছিল। বালক ৭ মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, কিন্তু দশ মাসের তুল্য চুল নখাদি হইয়াছিল; বালকের চারি হস্ত এবং চারি পা, এক মস্তক, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা মুখাদি স্বাভাবিক। কটি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এক একটির নিম্নে মলদ্বার প্রভৃতি সকলই দুই দুই। এই শিশু যে তিন দিন জীবিত ছিল, তাহাতে স্তনপান বা মল মূত্র পরিত্যাগ করে নাই; কিছু কিছু গো দুগ্ধ পান করিত।

বিলাতে কাগজ কলম পেন্‌সিল প্রভৃতি খরিদ করিবার জন্য গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসর ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ৪২০,০০০ টাকা অধিক পড়িয়াছে। লেপনী যুদ্ধে ক্যাম্বল সাহেব যেরূপ ধুরন্ধর ছিলেন, তাহাতে বোধ হয় ষ্টেসনরী ব্যয় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টেই অধিক হইয়াছে।

গোরক্ষপুরে এক্ষণে ১,৪০,০০০ লোক অন্নাভাব নিবন্ধন গবর্ণমেণ্টের দাতব্যের উপরে নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে সভা বাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ইতিপূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভায় ১০০০০ টাকা দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ২৪ পরগণার দুর্ভিক্ষ সভাতেও টাকা দিয়াছেন। আর খড়দহে যে তাঁহার উদ্যান বাটী আছে, তাহাতে বারাকপুরের কেণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট প্রেরিত দীন দুঃখীরা সাহায্য পাইতেছে। ত্রিপুরার দুর্ভিক্ষ সভায়ও তিনি ২০০০ টাকা চাঁদা দিয়াছেন; বহুসম্খ্যক দাম পূর্ণ পুষ্করিণী পরিষ্কার করাইয়াছেন এবং তাঁহার গঙ্গামণ্ডলের জমীদারিতে অনেক খাল, বিল ইত্যাদি খনন করাইয়া দিয়াছেন।

বরিশাল বার্ত্তাবহে প্রকাশ হইয়াছে যে কাউরার চর নিবাসী ইছপ মোল্লার বাড়ীতে দিনার গ্রামবাসিনী রূপবান্ বিবী রাত্রিতে সিঁধ দিয়া গৃহে প্রবেশ করে। গৃহস্থ জাগ্রত হইলে বিবী এক মাচার উপর লুকাইয়া থাকে, গৃহস্থ শয়ন না করিয়া অবশিষ্ট রাত্রি বসিয়া কাটায়, চোর বিবী পলায়নের সময় পায় না। ইছপ মোল্লা দিবাতে যখন আহার করে, তখন মাচার উপরে শব্দ হওয়াতে অনুসন্ধান করিয়া রূপবান্ বিবীকে পায়। বিবীর কোমরে এক খানী ছুরি ছিল, তদ্দ্বারাই সে সিঁদ দেয়। এবিষয়ে অভিযোগ হইয়াছে, বিচার শেষ হয় নাই।

অমৃত বাজার বলেন সার রিচার্ড টেম্পেল পুলিশ সম্বন্ধে একটী নূতন পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। সার জর্জ ক্যাম্বেল এইরূপ নিয়ম করেন যে পুলিশ বিভাগে পদোন্নতি দিবার ভার কমিসনারের হাতে থাকিবে, তিনি মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলি-

শের হস্তে প্রয়োসনের সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত করিবেন। পুলিশ কর্ম্মচারীদের পক্ষে এটী শুভ ঘটনা বলিতে হইবে, কারণ পূর্ব্বে তাহাদিগকে দশ কর্ত্তার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত, এক্ষণে তাহাদের বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদস্থ ব্যক্তি তাহাদের কর্ত্তা হইলেন।

উত্তর পশ্চিম।

বোম্বাই বাসীদিগের ন্যায় কতকগুলি বারাণসী বাসী ভদ্র লোক অঙ্গীকার বদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা দেশীয় ভিন্ন অন্য কোন বস্ত্র পরিধান করিবেন না।

জাউরায় নবাব, যিনি কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়াতে তাহার গদীতে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, জিসলমীরে পাঁচশত হস্ত গভীর কূপ সকল থাকিলেও তথায় অত্যন্ত জলকষ্ট হইয়াছে। একারণে গ্রামকে গ্রাম জন শূন্য হইয়া গিয়াছে। অম্বালায় এরূপ জলকষ্ট হইয়াছে যে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বারাকের টাটীতে জলসেক করিতে নিবারণ করিয়াছেন। মাউতে এতাদৃশ জলকষ্ট হইয়াছে যে অত্রত্য সৈন্যগণকে স্থানান্তরে গমন করিতে হইতেছে।

কুমারী পি এ ব্রিক এম ডি ফতেগড়ের মিসনরী দিগের সহিত সন্তোষ পূর্ব্বক কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং আমেরিকাতে পুনর্যাত্রা করিতেছেন।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে লেপ্টনণ্ট কর্ণেল ম্যাক গ্রিগর সিন্ধু নদীর দিগন্তরস্থ রাজা সকলের পুরাবৃত্ত প্রভৃতি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার মধ্য আসিয়া বিষয়ক পুস্তকের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

২৫ বৎসর হইল লুকান নামে যে ইংরাজ মাতার মৃত্যুতে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী হন এবং ইংরাজী বেশ ভুষা ত্যাগ করিয়া কেবল একখানি কম্বল ব্যবহার করিতেন, সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

মান্দ্রাজ।

অগা খাঁর পুত্রেরা কারাকালের নিকট ৪টী শাবক সহিত একটী বাঘিনী গুলি করিয়া মারিয়াছেন। বাঘিনীর কি এতগুলি বাচ্চা হয়?

মহীশূরের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিদ্যার জ্যোতি কতদূর বিকীর্ণ হইয়াছে, তাহা এই দৃষ্টান্তে বুঝা যাইবে। তাঁহারা বিশ্বাস করেন, যাঁহারা ইংরাজ নামে পরিচিত, তাঁহারা ভারতবর্ষের নিকটস্থ কোন গহ্বর হইতে আসিয়া থাকেন। লঙ্কায় রাবণের সহোদর বিভীষণ আজিও রাজত্ব করেন, রাক্ষসদিগের স্বর্ণদুর্গে তাঁহার বাস। ইংরেজদের শাসনকর্ত্তা তথায় আছে, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

মান্দ্রাজে গ্রীষ্ম অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। পগসন নামক এক সাহেব রিপোর্ট করিয়াছেন, গত পূর্ব্ব মঙ্গলবার ছায়াতে তাপমান যন্ত্রের পারদ ১০১ ডিগ্রির অধিক উঠিয়াছিল; সূর্য্যোত্তাপে গড়ে ১৪২ ডিগ্রিরও অধিক তাপ দেখা যাইতেছে।

মান্দ্রাজের একজন জেলে ছিপে মৎস্য ধরিতেছিল, এক বৃহৎ মৎস্য বঁড়সীতে গাঁথিয়া গিয়া তাহাকে জলের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়। সাহসী মান্দ্রাজী ইহাতে ভীত না হইয়া কিছুক্ষণ মৎস্যটীকে স্বেচ্ছামত খেলিতে দিল, পরে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে আস্তে আস্তে টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিল।

বোম্বাই।

বরদার মহারাজা বেদাধ্যয়ন জন্য তাঁহার রাজধানীতে ৩টী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বালকেরা তথায় বিনাব্যয়ে শিক্ষালাভ করিবে।

ইন্দুপ্রকাশ বলেন, সার জর্জ কাম্বেল সুরেন্দ্র বাবুকে পদচ্যুত করিবার পরামর্শ দান কালে বলেন, "সার জর্জ ইহা দৃঢ়রূপে অনুভব করেন যে কবেনাণ্টেড সার্ব্বিসে যদি ভারতবর্ষবাসীদিগকে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সার্ব্বিসের ইউরোপীয় সভ্যদিগের জন্য যেরূপ গৌরব ও নীতির উচ্চ আদর্শ নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে দেশীয়গণকেও বিচার করিতে হইবে।" এই গৌরব ও নীতির উচ্চ আদর্শ কি? আমাদিগের জানিতে বড় ইচ্ছা হয়। ইহা যখন আমাদিগের ক্রাকোর্ড গণ, হেণ্ডারসন গণ, আমাদের বরোডেলগণ, রিচিগণ এবং আমাদিগের কার্ণাকগণের একটী লোম স্পর্শ করিতেও পারে না, অথচ দরিদ্র দুর্ভাগ্য দেশীয়কে পেষিয়া মারে, তখন ইহা অতি অদ্ভুত বস্তু সন্দেহ নাই।

বোম্বাইর মুসলমানগণ পারসীগণের উপর উপদ্রব করিতে আজিও ক্ষান্ত হইতেছেন না। গত পূর্ব্ব সপ্তাহে পারসীদিগের গোরস্থান টাউয়ার অব সাইলেন্স বাটীতে কুলুপ ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া তত্রত্য সমাহিত দেহ সকল খুঁড়িয়া রাজপথে ফেলিয়া দেয় এবং দুটী লোহার বেড়া চুরি করিয়া লইয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট মুসলমানদিগের ভয়ে ভীত হইয়া তাহাদিগকে যেরূপ প্রশ্রয় দিতেছেন, তাহাতে আর রক্ষা নাই।

ইউরোপ।

এডিনবর্গের কম্পোজিটরেরা ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য না করাতে তথায় প্রায় এক বৎসর হইল, স্ত্রীলোকদিগকে ছাপাখানার কাজে নিযুক্ত করা হয়। ইহার ফল অতি সন্তোষজনক হইয়াছে। এ দেশে এরূপ পরীক্ষা হইলে কাজের অনেক সুবিধা হয়, অনেক দুঃখিনী স্ত্রীলোকেরও ভরণ পোষণের উপায় হয়।

হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত যে রূপে চলে, তাহার ফটোগ্রাফ লইবার একটী যন্ত্র পারিসে উদ্ভাবিত হইয়াছে।

লিবারপুলে একটী বৈবাহিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সভ্যগণ ধনবতী ভার্য্যা লাভ করিতে পারেন, ইহাই সভার উদ্দেশ্য।

জার্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বরাজ্য খনন করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি বিজ্ঞানবিদকে পাঠাইয়াছেন, ইহাঁরা টায়ার হইতে কার্য্যারম্ভ করিবেন।

গত ৩০এ এপ্রেল বাবু আনন্দমোহন বসু ইতিপূর্ব্বে একজন যোদ্ধা ও র‍্যাঙ্গলার হন, সম্প্রতি বারিষ্টার হইয়াছেন। তিনি ইংলণ্ড হইতে স্বরায় স্বদেশে প্রত্যাগত হইবেন।

গত ২৯এ এপ্রেল রুসীয়েশ্বরের জন্মদিনে একটী নিয়ম ঘোষণা হয়, তদ্দ্বারা ঋণের জন্য কয়েদী ব্যক্তিরা মুক্তিলাভ করিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে গ্রেট বিটেনে ২১০২১ খানা জাহাজ এবং ৩৮৫২ খানা ষ্টিমার আছে। ইহার মধ্যে প্রায় ৩০০ খানি জাহাজ লৌহ নির্ম্মিত। ১৮৬৯ সনে যে ২৬৮২ জাহাজ নষ্ট হয়, তাহার মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনের ২৩১০ খানা ছিল। আর ২৪৪ অনুদ্দেশ ষ্টিমারের মধ্যে উক্ত দেশের ১৯২ খান ছিল। ১৮৭৩ সনের জুন মাসে ইউনাইটেড ষ্টেটের মোটে ৩১৬৮৪ জাহাজ ও ষ্টিমার ছিল, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন জাহাজই সমুদ্রে যাইবার যোগ্য নহে। ১৮৭৩ সনে ফ্রান্সের বাণিজ্য জাহাজের মোট সংখ্যা ১৪৭৫০ এবং ইহার মধ্যে ৪৬২ খানা ষ্টিমার ছিল। ১৮৬৯ সনে রুসিয়ার মোট সামুদ্রিক জাহাজের সংখ্যা ২১৩২; ডেনমার্কের ২৭৩৫ খানা এবং ইটালির ১৭৬৯০ খানা ছিল; ইহার মধ্যে ৯৮ খানা ষ্টিমার। উপরে যত জাহাজের কথা লেখা হইল, ইহার সমুদায়ই বাণিজ্য পোত।

বিবিধ।

রুসীয়েরা বোখারার আমীরকে তাঁহার রাজধানীতে প্রত্যাগত হইবার অনুমতি দান করিয়াছেন, কিন্তু বোখারাতে একজন রুসীয় দূত চিরস্থায়ী রূপে থাকিবে, তাহার বন্দবস্ত করা হইয়াছে। বোখারার আমীর অত্যন্ত পীড়িত।

লর্ড গ্রানবিলের সহিত রুসীয় রাজমন্ত্রী প্রিন্স গর্টচাকফের যে পত্র লেখালেখি হয়, তাহাতে ইংলণ্ড ও রুসিয়ার মধ্যে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে:—রুসীয়েরা আফগানস্থানে প্রবেশ করিবে না। আফগানস্থানের সীমাদেশ পর্য্যন্ত সিয়ার আলীর অধিকার ভুক্ত থাকিবে। আমীরও ইহা অতিক্রম করিয়া গমন করিবেন না। তিনি নিকটস্থ খানেটদিগের উপর আক্রমণ না করেন, তজ্জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবেন এবং বোখারার আমীর আফগান রাজ্যে অধিকার বিস্তার না করেন, রুসীয় গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য সচেষ্ট থাকিবেন।

আসিয়া মাইনরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে তত্রত্য অধিবাসিগণ তুলার বীচি খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছে।

লঙ্কার বানরেরা সিঙ্কোনার চাষ নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। সীতা উদ্ধারের পর কত হাজার হাজার বৎসর গত হইল, তথাপি লঙ্কার উপর কপিরাজদিগের কোপের শান্তি হইল না!

লণ্ডনের বৃহৎ কাচের ঘরে মধ্য আসিয়া সম্বন্ধীয় যে সকল মনোহর ছবি সংগৃহীত আছে, বেসিল বার্ম্মাগুইন নামক এক চিত্রকর দ্বারা সে সকল চিত্রিত। এই ব্যক্তি ভারতবর্ষের কতকগুলি দৃশ্য চিত্রিত করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন।

সর্দ্দার মহম্মদ জাকুব খাঁ হেরা হইতে আফগানস্থানের সকল সর্দ্দারগণকে লিখিয়াছেন যে তাঁহারা যদি সকলে একত্র হইয়া তাঁহার কাবুল আক্রমণের সহায়তা করেন, তাঁহারা আমীর কর্ত্তৃক যে সকল উচ্চপদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাহাতে পুনরুস্থাপিত হইবেন। এই পত্র ধরা পড়িয়া আমীরের হস্তগত হয়, তিনি সর্দ্দারদিগের চরিত্রের অনুসন্ধান করিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমেন বলেন, বরদার ঘটনা উপলক্ষে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজাদিগের পক্ষে এইরূপ নীতি অবলম্বন করিতে মানস করিয়াছেন; (১) কোন রাজার দেশ শাসনের বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট অনাবশ্যক রূপে হস্তক্ষেপ করিবেন না। (২) কোন গুরুতর কারণ না থাকিলে প্রার্থনা মতে গবর্ণমেণ্ট যে কোন রাজাকে দত্তক পোষ্য পুত্র রাখিবার ক্ষমতা দিবেন। (৩) গবর্ণমেণ্ট কোন রাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্য ভুক্ত করিবেন না। উক্ত পত্র বলেন গুই কুমারের সিংহাসন চ্যুত হওয়াও উচিত।

নিউজিলণ্ডের লোকে নরমাংস ভক্ষণ করিত ইংরাজদের অধীনে ইহারা সভ্য হইয়াছে। এখান কার অধিবাসীর সংখ্যা ২৭৯৫৬০; উহার মধ্যে পুরুষ ১৬২৪০৪, স্ত্রীলোক ১১৭১৫৬। গত বৎসর উপনিবেশী ১০৭২৫ জন গমন করে। উহার মধ্যে ৬৭৭৫ পুরুষ ও ৩৯৫০ স্ত্রীলোক। ৫১৪২৯৫১০ টাকার দ্রব্য আমদানি ও ৫১০৬১৮৬ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে। কিন্তু স্বর্ণের রপ্তানি পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কিছু কম।

আমেরিকা সকল বিষয়ে প্রধান্য লাভ করিয়াছেন, অধিক কি জুয়াচুরিতেও আমেরিকাকে পারা ভার বোধ হইতেছে। ডাক্তর আর্ণেষ্ট ইউলিঙের বাটীতে লুইসা জার্ম্মন নাম্নী একটী স্ত্রীলোক থাকিত। ডাক্তরের সহিত স্ত্রীলোকটীর প্রণয় ছিল। উভয়ের জীবন ১,০০০০ ডলারে ইনসিয়র করা হয়। কিছুদিন হইল প্রতিবেশিগণ শ্রবণ করিলেন যে স্ত্রীলোকটীর মৃত্যু হইয়াছে। রীতিমত তাহার সমাধি হইল। ডাক্তর ইনস্যুরন্‌স কোম্পানির নিকটে টাকা চাহিলেন, কিন্তু কোম্পানির সন্দেহ ছিল যে ডাক্তর কোন প্রকারে স্ত্রীলোকটীকে বধ করিয়াছেন। করণারকে সংবাদ দেওয়াতে কবর খনন করা হইল; কিন্তু যে বাক্সে মৃত দেহ ছিল তাহা তুলিলে কতকগুলি ইট বাহির হইল!! ডাক্তরকে ফৌজদারীতে অর্পণ করা হইয়াছে; স্ত্রীলোকটীর অনুসন্ধান হয় নাই। স চ।

প্রেরিত।

গ্রীষ্মাবকাশে বালকদিগের মৃগয়া।

আমাদিগের দেশ হিতৈষী ন্যাসানাল পেপার সম্পাদক বঙ্গীয় যুবক দিগের উন্নতির একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বড়ই কৃতজ্ঞ হইলাম; এক্ষণে গ্রীষ্মের নিমিত্ত সমুদায় স্কুল কালেজ বন্ধ, যুবক ও বালকেরা কি করিবে তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না, এমন সময় উক্ত সম্পাদক মহাশয় লিখিলেন "যুবক দিগকে নিকটস্থ জঙ্গলে মৃগয়া করিতে গমন করা উচিত।" আমার একটী কথা বলিবার আছে যুবকেরা এখনও তেমন উপযুক্ত হয় নাই যে এককালে জঙ্গলে গিয়া মৃগয়া করিবে, আপাততঃ তাঁহারা নিম্ন লিখিত প্রণালী অবলম্বন করিলে শীঘ্র বনে গিয়া মৃগয়া করিতে সমর্থ হইবে।

আপাততঃ গঙ্গায় অত্যন্ত হাঙ্গরের উপদ্রব হইয়াছে, যুবকেরা লাকলাইন দড়ি, বড়শী ও লোণা ইলিস লইয়া কুমারটুলির ঘাটে গিয়া বসুন, অনেক হাঙ্গর শিকার করিতে পারিবেন এবং অনেক মনুষ্যের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন। কেহ কেহ যষ্টি লইয়া রাত্রিকালে পথে ভ্রমণ করুন আজ কাল শৃগালের বড়ই উপদ্রব হইয়াছে, সে দিন কেরামত উল্লার দুটী মুরগী আর চারিটী হাঁস লইয়া গিয়াছে, বাবুদের বাগানে তো কাঁটাল থাকিবার যো নাই, অতএব যুবকেরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক কতকগুলি শৃগাল বধ করিয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন। যদি রাত্রিকালে গৃহের বাহিরে যাইতে গা ছম ছম করে, তাহা হইলে তাঁহারা কলিকাতা মিউনিসিপাটীর অনারারি ডোম হইয়া পথের কুকুর গুলাকে বিনাশ করুন, যদিও তাহারা লোকের বড় অপকার করে না, কিন্তু আপনারা ইহাতে মৃগয়া শিক্ষা করিতে পারিবেন। যদি তাতেও ভয় হয় তাহলে ভাত খাবার সময় বিড়াল গুল যখন কাছে আসিবে, তখন তাদের লেজ ধরে পেন নাইফের খোঁচা মারিবেন। তাও যদি না পারেন তাহলে বাটীর অবলাগণকে প্রহার করিবেন অথবা অধীনস্থ লোকগুলকে পরিশ্রম করাইয়া বেতন চাহিতে আসিলে হস্তপদ সঞ্চালন করিবেন, তাহাহইলে তাহারা মারা যাইবে, আপনাদের মৃগয়া শিক্ষা হইবে।

আর বালকগণ! তোমাদের হাতেও স্বাধীনতার চাবি আছে, আমরা যদিও নাপারি, তোমরা তৎব্যবহারে চেষ্টিত থাকিও, কিন্তু তাহার উপায় স্বরূপ এই প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য করিওনা। তোমরা যুবক দিগকে বিশেষ রূপে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিও, তদ্ভিন্ন পুষ্করিণীতে গিয়া মৎস্য ধরিবে বিড়াল কুকুর এবং ছাগলের বাচ্চা মারিবে (আপনার গৃহের নয়), গাছে উঠিয়া পক্ষিশাবক বিনাশ করিবে, অণ্ড পাইলে তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিবে, কিছু নাপাইলে বাসা ভাঙ্গিবে। যে সকল শিশু ইহাতে অসমর্থ তাহারা কাঠিতে কাঁঠালের আঠা লাগাইয়া চড়ুই পক্ষী অথবা ফড়িং প্রজাপতি বিনাশ করিবে, পিপীলিকার সারি দেখিলে পায়ে মাড়াইয়া হউক বা যে রূপে হউক বিনাশ করিবে। আর মাছি মশা দেখিলি ঝাঁকে ঝাঁকে পেষিয়া ফেলিবে অর্থাৎ যত শীঘ্র পার তোমাদের দয়া বৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া তাহার আদ্যশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডকরণ, অস্থিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিবে। ক্যাম্বেল

সাহেব এ সময় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর থাকিলে ইহাও একটী দেশীয় সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার শাখা হইত স:ন্দহ নাই।

উপসংহার কালে ন্যাসানাল পেপার সম্পাদক মহাশয়কে আমরা অনুরোধ করি যে হিন্দু মেলার এমন একটী বিভাগ করুন্ যাহাতে যে বালক অধিক প্রাণী বিনাশ করিবে তাহাকে মেডেল দেওয়া হইবেক। যিনি যত প্রাণী বধ করিবেন, সে সমস্ত আনিয়া হিন্দু মেলার কার্য্যালয়ে জমা রাখিবেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটী কার্য্য করিতে হইবে, তাঁহা'র উপদেশ গুণে যত মাতা পিতা নির্ব্বংশ হইবেন, তাহাদিগের প্রতিপালনের জন্য একটী ফণ্ড চাই। কেন না বাঙ্গালার ছেলেরা ব্যাঘ্র ভল্লুক শিকার না করিয়া ব্যাঘ্র ভল্লুক অগ্রে তাহাদিগকে শিকার করিবে, এটী ধরা কথা। ' মিত্র বাবুর এ অভিনব প্রস্তাবটী এ দারুণ গ্রীষ্মের সময় না হইয়া শীত কালে হইলেই ভাল হইত।

কাশীস্থ সংবাদ দাতার পত্র।

আমাদের পশ্চিমোত্তর প্রদেশস্থ নূতন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর, সার জন ষ্ট্রাচী সাহেব বাহাদুর গত ৯ মে সন্ধ্যায় গোধুলী লগ্ন কালে, রোহিল খণ্ড কোম্পানীর নিউ রেলওয়ে শকট আরোহণ পূর্ব্বক বারাণসীতে উপনীত হন। ঐ সময় তাঁহার সম্মানসূচক ১৫টী তোপধ্বনি হয়। বারাণসীস্থ যাবতীয় ইংরাজগণ, মহারাজা কাশীরাজ নরেশ, তাঁহার যুবরাজ এবং বিজয় নগরের যুবরাজ প্রভৃতি অনেক মহৎ মহৎ দেশীয় রাজকর্ম্মচারীগণ, উল্লিখিত ষ্টেশনে আগন্তুক লাট সাহেবের সমাদর করিতে উপস্থিত ছিলেন। ঐ স্থান অপর সাধারণ জনগণ দ্বারা এতই পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে, তখন তাহা দুর্ব্বলের অপ্রবেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বারাণসীস্থ ভূতপূর্ব্ব কমিসনর কর্ম্মাইকেল্ সাহেব প্রথম লাট বাহাদুরকে, কাশীরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেই, তিনি হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সেক্ হেণ্ড করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বিজয় নগরের যুবরাজ এবং কাশীর যুবরাজ হস্ত প্রসারণ করিলেও সাহেব, ইহাদের সহিত সেক্‌হেণ্ড করিলেন না। ইহাতে কি বড় মহত্বের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে? রবিবার দিবস কলেজগৃহ, বোর্ডিং হাউস, মানমন্দির প্রভৃতি প্রধান প্রধান অট্টালিকা পরিদর্শন করেন। সোমবার দিবস ইংরেজ ও দেশীয় বড় বড় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, এক সভা করেন। অপরাহ্নে রাজা বানারসের ভবনে উপনীত হন, তথায়ও সম্মানসূচক তোপধ্বনি হয়। পরিশেষে রাত্রির গাড়িতে বানারস হইতে পশ্চিমাভিমুখে শুভ যাত্রা করেন।

২। দীর্ঘকালান্তে, পণ্ডিতবর দয়ানন্দ সরস্বতী, বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। সপ্তাহে দুই দিবস করিয়া বক্তৃতাদি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইনি যে এখানে সংস্কৃত পাঠশালা সংস্থাপন করিয়াছেন, এখন তাহারও উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিতেছি।

কাকিনায়া দর্শন।

পল্লীগ্রামের মধ্যে কাকিনীয়া স্থানটী মন্দ নয়। এখানে সাধারণের উপকারী বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও যন্ত্রালয় প্রভৃতি যে কিছু থাকা আবশ্যক তাহার কিছুরই অসম্ভাব নাই, বরং কোন কোন অংশে ইহা জিলাকেও পরাস্ত করিয়াছে। এস্থানে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত চারিটী বিদ্যালয় ও একটী চিকিৎসালয় আছে। ইংরেজী, বঙ্গ ও রজনী বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল। ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু বিশেশ্বর সেন ও বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত বাবু গগনচন্দ্র ঘোষ সচ্চরিত্র, সদালাপী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ মনুষ্য, অন্যান্য শিক্ষকগণও কর্ত্তব্য কর্ম্মে তৎপর। বালিকা বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয়। ছাত্রীসংখ্যা নিতান্ত কম। বর্ত্তমান ডাক্তর বাবু বিপিন বিহারী চট্টোপাধ্যায় অতি অল্প দিন হইল এখানে সমাগত হইয়া যেরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন তাহা সন্তোষজনক। দিক্ প্রকাশ সম্পাদক বাবু হর শঙ্কর মৈত্রের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তিনি উত্তম লোক। বলিতে বলিতে এপ্রদেশের দুর্ভিক্ষের কথা স্মৃতিপথে সমুদিত হইল, সুতরাং তৎসম্বন্ধে কিছু না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। গতবর্ষে যথাসময়ে বারিবর্ষণ না হওয়াতে ত্রিহুত ও দরভাঙ্গা প্রভৃতি অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এ অঞ্চলেও দুর্ভিক্ষজনিত হাহাকার ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। হাটে বাজারে এখন টাকায় ৭।৮ সেরের অধিক চাউল পাওয়া যায় না। তাহাও আবার সকল হাটে সকল সময়ে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া দুষ্কর। ইহার কারণ এই, এ অঞ্চলে অন্যান্য স্থানের ন্যায় আমদানির সুবিধা অতি অল্প। দুঃখী লোকদিগের ত কথাই নাই, মধ্যবিধ লোকদিগের ও বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, এপ্রদেশের বারো আনা লোক অন্নাভাবে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে যে, চাউল কিছুদিন এরূপ মহার্ঘ থাকিলে তাহাদিগকে অকাল মৃত্যুর হস্তগত হইতে হইবে। ইতি ২৭ মে ১৮৭

জনৈক নূতন কাকীনাদর্শী।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

যাঁহাদিগের ভারত সংস্কারকের অগ্রিম মূল্য শেষ হইয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক ১২৮১ সালের অগ্রিম মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

কাঞ্চন মালা।

আমাদিগের যন্ত্রালয়ে 'কাঞ্চন মালা' পুস্তকের ৪০০ খণ্ড বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ টাকা, কেহ এককালে সমুদায় ক্রয় করিলে অর্দ্ধ বা তন্ন্যূন মূল্যে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

১২৮১ } প্রাচীন ভারত যন্ত্রাধ্যক্ষ।
১৫ই জ্যৈষ্ঠ }

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬ টাকা	৭।০
" ষাণ্মাসিক	৩।০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক	২ "	২।৶০
মাসিক ...	৷০	৸/০
প্রতি সংখ্যা	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৶০ আনার হিসাবে তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, অর্দ্ধ আনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টরী করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

ভারত সংস্কারকের জন্য পত্র, সংবাদপত্র পুস্তক প্রভৃতি কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন ২৫ নং ভবনে, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

২য়, ভাগ
৮ম সংখ্যা
৮৬

বঙ্গাব্দ ১২৮১—৩০শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। ১৮৭৪—১২ই জুন

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭।৷৹ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

এ সপ্তাহ কলিকাতা ও তাহার চতুঃপার্শ্বে সুবৃষ্টি হইতেছে। ঈশ্বর কৃপায় বোধ হয়, এ বৎসর নাবীবর্ষা হইল। কৃষকগণ আনন্দে বীজ তৈয়ার করিতেছে।

———

রাজা রমানাথ ঠাকুর গবর্ণমেণ্ট হইতে সি এস্ আই উপাধি লাভ করিতেছেন। এ দেশীয়দিগের মধ্যে মান সম্ভ্রম ও বিদ্যা বুদ্ধিতে ইনি যেরূপ অগ্রগণ্য তাহাতে ষ্টার অব ইণ্ডিয়া হইবার যোগ্য।

———

ক্যাম্বেল সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের সর্ব্বেইংশিক্ষার নিয়ম করিয়া যান এই পরীক্ষার ফলের সহিত ছাত্রবৃত্তির কিরূপ সম্বন্ধ অদ্যাপি জানিতে পারা যাইতেছে না। অনেক স্কুলে এই জন্য সর্ব্বেইংশিক্ষা উঠিয়া যাইতেছে। গবর্ণমেণ্টের যদি কোন বিশেষ অভিপ্রায় থাকে, অবিলম্বে অবগত করুন। নতুবা এই নিষ্ফল কার্য্যে সমধিক পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইয়া অনেক ছাত্র দুই দিক্ হারাইতেছেন।

———

আগামী ১৫ই জুন কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সেসন খুলিবে। বাঁকীপুর অভিনব মেডিকাল স্কুলেরও কার্য্যারম্ভ হইরে। তত্রত্য সিবিল সর্জন ডাক্তর স্মিথ ইহার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

———

[illegible]লা রেলওয়ের ভার বাবু রামগতি [illegible]পাধ্যায়ের হস্তে সমর্পিত হইয়া ইহার অবস্থা অনেক সচ্ছল হইয়াছে! ইউরোপীয় গার্ড প্রভৃতিতে অনেক ব্যয় হইত, রামগতি বাবু অল্পবেতনে বাঙ্গালী গার্ড করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াছেন, অথচ কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট এ দেশীয়দিগকে উৎসাহ দান করিলে তাঁহারা সকল প্রকার কার্য্যই যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারেন।

———

আমরা শুনিলাম ভবানীপুরের মিসনরীগণ লণ্ডন মিসনরী স্কুলের ১৪ বর্ষীয় একটী বালককে খৃষ্টান করাতে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ অনেক দিন ক্ষুধার্ত্ত; সম্মুখে শিকার যাহা পান পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি এরূপ ছেলে ধরিয়া তাঁহারা কি তাঁহাদের ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিবেন?

———

১০ই জুনের লণ্ডন হইতে আগত টেলিগ্রামে অবগত হওয়া গেল, নূতন ইণ্ডিয়া কৌন্সিল বিল কমিটীতে মঞ্জুর হইয়াছে। মার্কুইস অব সালিসবরী বিশেষ রাজস্ব মন্ত্রীদ্বারা সুফল লাভ হইয়াছে দেখাইয়া পব্লিক ওয়ার্ক বিভাগেরও বিশেষ মন্ত্রিনিয়োগের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

———

গত মার্চ্চ মাসে যে বৎসরের শেষ হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফণ্ডে ৫০০০ টাকা স্থিত হইয়াছে। সিণ্ডিকেট গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে এই টাকার অধিকাংশ একটী পুস্তকালয়ের জন্য এবং কিয়দংশ আফিসের জন্য ব্যয় করিবার অনুমতি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী উপযুক্ত লাইব্রেরী স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রগণও যাহাতে তদ্দ্বারা উপকার লাভ করিতে পারেন, এমন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

———

বোম্বাই নগরে বুসী বিবী নামে একটী ইউরোপীয় মহিলা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। তাঁহার ৭ বৎসরের একটী পুত্র এবং ৪ বৎসরের একটী কন্যা সঙ্গে আছে। জাক্রিয়া মসিদে তাঁহার দীক্ষা হয়, দীক্ষার পর তিনি মীর আমেদ খাঁ নামক এক পাঠান যুবকের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

———

আমাদিগের মজিলপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

সম্প্রতি ময়দার উত্তর গোঁড়ের হাটের পয়সা ব্যাপারী একজন মুসলমান হাটে পয়সা বিক্রয় করিয়া রাত্রি ৪দণ্ডের সময় ১৪টাকার পয়সা সমেত তাহার হরিনারায়ণ পুরের বাটীতে ফিরিয়া যাইতেছিল। পথি মধ্যে একজন দস্যু তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক নিদারুণ রূপে প্রহার করতঃ পয়সার থলিয়া লইয়া প্রস্থানোন্মুখ হয়, এমন সময়ে

প্রহারিত ব্যক্তির চিৎকার ধ্বনিতে নিকটস্থ কয়েক জন লোক সমাগত হইল। দস্যু লোক জনের সমাগম দেখিয়া পয়সার থলিয়া দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। প্রহারিত ব্যক্তি ও আর কেহ২ দস্যুকে চিনিতে পারিয়া ছিল। দস্যু পুলিশের হেড কনষ্টেবল মহেশচন্দ্র করের যত্নে সে ধৃত হইয়াছে। পুলিস প্রহারিত পয়সা ব্যাপারিকে মুমূর্ষু প্রায় দেখিয়া চিকিৎসার্থ বারুইপুরের ডাক্তর খানায় প্রেরণ করিয়াছেন।

ভারত সংস্কারক।

গবর্ণর জেনেরলের নূতন মন্ত্রী।

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ যন্ত্রণা নিবারণের জন্য যে সকল চেষ্টা হইতেছে তজ্জন্য গবর্ণমেন্ট সকলের প্রশংসনীয়, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই চিত্ত কেবল এই এক মাত্র ঘটনাতে বদ্ধ না থাকিয়া দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ কষ্ট আর না দেখিতে হয় এই চিন্তায় স্বতঃই নিমগ্ন হয়। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ভারতবর্ষের "দুর্ভিক্ষের রাজ্য" এই নাম দিয়াছেন এবং তাহা অযুক্ত নহে। অদ্য এ প্রদেশে কল্য ও প্রদেশে এইরূপ ত বার বার দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি? রত্নপ্রসূ ও শস্যশালিনী ভারত ভূমির সন্তানেরা অন্ন কষ্টে প্রাণ ত্যাগ করে, বিদেশীয়েরা বোধ হয়, একথাগুলিতে নিশ্চয় বিস্মিত হন; কিন্তু এরূপ ঘটনা এতবার ঘটিতেছে যে এ অপবাদের ন্যায় সত্য আর কোন কথা নাই বলিলেও হয়।

সে যাহা হউক এই বারংবারাবৃত্ত অন্ন কষ্টের কারণ কি? ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে একটী বিষয় সহজে মনে উদিত হয়। তাহা এই—আজিও ভারতবর্ষের লোকেরা উদরের অন্নের জন্য দৈবের উপর নির্ভর করে। যে সমাজ বুদ্ধিবলে সকল প্রকার দৈবিক ও আকস্মিক দুর্ঘটনা নিবারণের উপায় করিতে সমর্থ নয়, তাহার জীবন সম্পূর্ণ রূপে নিরাপদ হয় নাই। ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ সকল এই কথাই সপ্রমাণ করিতেছে। যদি ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের উত্তম উপায় থাকিত, তাহা হইলে কি মাস ত্রয়ের অনাবৃষ্টিতে এত প্রাণীর প্রাণ নাশের আশঙ্কা হইত? আমরা সুখী হইলাম যে কর্ত্তৃ পক্ষেরা সকলেই এ অভাবটী অনুভব করিয়াছেন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে বর্ত্তমান বর্ষের বজেটে একষ্ট্রাঅর্ডিনারি পবলিক-ওয়ার্ক নামে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ সন্নিবেশিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রকার জল সিঞ্চনোপযোগী খাল প্রভৃতি খনন করাই ইহার লক্ষ্য। এতদ্ব্যতিরিক্ত বর্ষে বর্ষে কিছু কিছু টাকা ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সঞ্চিত হইবে, এরূপ স্থির করা হইয়াছে সে কথাও বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে।

যেমন একদিকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট নূতন প্রকার পবলিক ওয়ার্কের শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন, অপর দিকে লর্ড স্যালিসবরি গবর্ণর জেনেরলের সভাতে একজন অতিরিক্ত মন্ত্রী নিয়োগের চেষ্টা দেখিতেছেন। তাঁহার "পবলিক ওয়ার্কের মন্ত্রী" এই নাম থাকিবে। পবলিক ওয়ার্কের তত্ত্বাবধান করা তাঁহার কর্ম্ম হইবে। কেহ কেহ এই মন্ত্রী নিয়োগের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি করিতেছেন। তাঁহাদের আপত্তি করিবার কারণ এই যে এতদ্দ্বারা অনর্থক ব্যয় বৃদ্ধি হইবে, ফলে কিছুমাত্র লাভ বোধ হইবে না। নূতন মন্ত্রী নিয়োগ করিতে গেলেই কিছু ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা, কিছু না হয় ৮০,০০০ অশীতি সহস্র মুদ্রাও বেতন স্বরূপ দিতে হইবে। তাহার পর তাঁর সেক্রেটারি পারিষদ, সিমলা যাতায়াতের খরচ প্রভৃতি আছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় এ অংশে কিঞ্চিৎ ব্যয় বৃদ্ধি স্বীকার করিলে অপর দিকে অনেক অপব্যয় নিবারণ হইবার সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্টের যত প্রকার অপব্যয়ের দ্বার আছে, বিখ্যাত পবলিক ওয়ার্ক বিভাগ তাহার মধ্যে প্রধান। এই সর্ব্বগ্রাসী বিভাগের কোন সংস্কার সাধন করা বড় দুষ্কর। অনেক রাজস্ব মন্ত্রী এই বিভাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ কি? আমাদের বোধ হয় কোন ব্যক্তি সাক্ষাৎসম্বন্ধে দায়ী না থাকাতে এ বিভাগে সচরাচর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের অর্থ বার ভূতে লুণ্ঠন করে, কিন্তু কার্য্য কালে কোন ভূতকে ধরিতে পারা যায় না। প্রকৃত বিকার কোন্ স্থানে তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে। আমাদের বোধ হয় একজন মন্ত্রী যদি এই বিপদের জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দায়ী থাকেন, তাহা হইলে এই বিভাগের অনেক অত্যাচার নিবারিত হইতে পারে। তিনি যে বিভাগের জন্য দায়ী, তাহার সংস্কার ও উন্নতির জন্য তিনি সহজেই ইচ্ছুক হইতে পারেন। তাহা হইলে বোধ হয় ভবিষ্যতে আর কোন রাজস্বমন্ত্রীকে দুঃখ প্রকাশ করিতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ পবলিক ওয়ার্ক বিষয়ে পরামর্শ দিবার এবং কার্য্য চালাইবার লোক না থাকাতে বোধ হয় এতদিন পবলিক ওয়ার্কের দিকে কাহারও দৃষ্টিপাত হয় নাই। যে কার্য্যটী যখন নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইয়াছে, তখনই তাহা করা হইয়াছে। কিন্তু এই কার্য্যের জন্য একজন স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত হইলে পবলিক ওয়ার্কের বিষয় তাঁহাকে সর্ব্বদা চিন্তা করিতে হইবে এবং তাহা হইলে তিনি অনেক অনিষ্ট নিবা-

রণের উপায় করিতে পারিবেন। লোকে আপাততঃ এই যুক্তিটী তত সারগর্ভ মনে না করিতে পারেন, কিন্তু একটী দৃষ্টান্ত দেখাইলেই সে সংস্কার দূর হইবে। "এক জন লিগাল মেম্বর" অর্থাৎ আইন সংক্রান্ত মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর যেরূপ আইনের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, এরূপ শ্রীবৃদ্ধি কি পূর্ব্বে ছিল? ভারত বর্ষে যেমন এক কালে আইনের অভাব ছিল, এই এক মন্ত্রী নিয়োগে একেবারে আইনের বন্যা উপস্থিত হইয়াছে বলিলেও হয়। পূর্ব্বে ভারত বর্ষের রাজস্বের কি রূপ বিশৃঙ্খলা ছিল, কিন্তু উইলসন সাহেবের নিয়োগ অবধি সে বিষয়েও কেমন শৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, প্রতিবর্ষে বজেটের উন্নতি তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। সেই রূপ পবলিক ওয়ার্কের জন্য এক জন সভ্য নিযুক্ত হইলেও পবলিক ওয়ার্কের যথেষ্ট উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

বংশ বৃদ্ধি ও দরিদ্রতা।

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের সময় গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের প্রাণ রক্ষার্থ যথা সাধ্য চেষ্টা করিতেছেন ইহাতে সকলেরই প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা তাঁহাদের উপর বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু এরূপ এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা গবর্ণমেণ্টকৃত সাহায্যের আর এক প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন গবর্ণমেণ্ট যে অন্ন কষ্ট নিবারণের জন্য এত চেষ্টা করিতেছেন তদ্দ্বারা কেবল সেই অন্নকষ্ট বৃদ্ধি করিবার উপায় করিয়া রাখা হইতেছে। বংশ বৃদ্ধি প্রজাদের দরিদ্রতার কারণ; গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিয়া তাহাদের নিকট এই কথা প্রচার করিতেছেন যে তাহারা অবাধে বংশ, বৃদ্ধি করিতে পারে; সেই সকল সন্তান সন্ততির রক্ষার ভার গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন। ইংলণ্ডের ইকনমিষ্ট নামক সংবাদ পত্র এবং এদেশের সুবিখ্যাত ইংলিসমান ও এই যুক্তি মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন। এরূপ বিপদের সময় এ সকল কথা শুনিতে অতি কর্কশ ও নির্দ্দয়, কিন্তু আমরা সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এই মত যুক্তি-যুক্ত কি না বিচার করিব।

বংশ-বৃদ্ধি দরিদ্রতা বৃদ্ধির কারণ একথা রাজনীতিজ্ঞ মাত্রেই জানেন। ম্যালথস সাহেব এই মতটী অতি পরিষ্কার রূপে বিবৃত করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে সচরাচর ম্যালথসিয়ান মত বলে। ধন এবং লোক সংখ্যা এই দুইটী দেশের দরিদ্রতার কিম্বা ধনবত্তার নিয়ামক। যদি প্রজা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধন বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে দরিদ্রতা নিবন্ধন কষ্ট পাইতে হয় না। কিন্তু যদি ধনবৃদ্ধি অপেক্ষা প্রজাবৃদ্ধি অধিক হয় তাহা হইলে দরিদ্রতা অপরিহার্য্য। যদি কোন প্রকার আকস্মিক হেতু না থাকে তাহা হইলে একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে দেশের ধনবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু প্রজা সংখ্যা কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন রাখা বড় দুষ্কর। দেশের শান্তি ও সচ্ছলতার অবস্থা হইলেই প্রায় লোক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এমন কি ২০।২৫ বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ হইয়া যায়। এই কারণে প্রজাদিগের দরিদ্রতা বৃদ্ধি হইয়া পড়ে।

বেহার সম্বন্ধে এই মত যে, কতকদূর সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ বেহারের লোক সংখ্যা প্রায় পৃথিবীর সমুদায় দেশ অপেক্ষা অধিক। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে মজুরির মূল্য কমিয়া গিয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের আয় অল্প হইয়া আসিয়াছে সুতরাং শস্যের মূল্য অতি অল্প বৃদ্ধি হইলেই তাহাদের দিন চলা দুষ্কর হয়। এই কারণেই দেখিতে পাওয়া যায় যে অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঘটনা হইলেই এই প্রদেশের হতভাগ্য প্রজারা সর্ব্বাগ্রে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়।

আমরা এতদূর স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু অপর যুক্তি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিয়া অন্যায় করিতেছেন একথা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। ভবিষ্যতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি নিবন্ধন দরিদ্রতা বৃদ্ধি না হয় তাহার চেষ্টা কর, কিন্তু তাহা বলিয়া যাহারা জীবিত আছে তাহাদিগকে মরিতে দেওয়া উচিত নয়। সে পক্ষে দেখিতে গেলে এক প্রাণীর জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করাও অসঙ্গত নয়। বিশেষ দলে দলে প্রজাদিগকে কালগ্রাসে পতিত হইতে দেওয়া ভিন্ন কি লোক সংখ্যার হ্রাসের আর উপায়ান্তর নাই? লোক সংখ্যার বৃদ্ধি জনিত দরিদ্রতা নিবারণের যতগুলি উপায় আছে তাহার মধ্যে এইটী সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট উপায়। এতদপেক্ষা এমিগ্রেসন, অর্থাৎ স্থানান্তর করিবার কোন উপায় অবলম্বন করিলে কি দুই দিক রক্ষা হইতে পারে না? ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে বিবাহ বিষয়ক নিয়মাদি করিয়া বংশবৃদ্ধি নিবারণের উপায় করা যাইতে পারে, কিন্তু এতদ্দেশে তাহা চলে না। এখানে বিবাহ পিতৃঋণ মুক্তির উপায় স্বরূপ, হিন্দু সমাজে অবিবাহিত ব্যক্তি এক প্রকার ভাগ্য বর্জ্জিত বলিয়া পরিগণিত, অতএব বিবাহ এক প্রকার অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সুতরাং সে বিষয়ে কোন নিয়ম করা দুষ্কর।

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব।

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষদ্বারা লক্ষ

লক্ষ লোক যেরূপ প্রপীড়িত, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। কিন্তু এই ব্যথিত হৃদয়ের সান্ত্বনাকর দুই একটী চিন্তা উপস্থিত হইয়া আমাদিগের অন্তরে আনন্দ জ্যোতি বিস্তার করিয়া থাকে। পরমেশ্বর কোন দুর্ঘটনা নিরর্থক প্রেরণ করেন না, তাহা হইতে মঙ্গল ফল উৎপাদন করেন। এই দুর্ভিক্ষ দুর্ঘটনা হইতে কয়েকটী সুনীতি ফল প্রসূত হইতে দেখিয়া আমরা এই সত্যের মর্ম্ম আরো দৃঢ়তর রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। ইংলণ্ড বহুকাল ভারতবর্ষের দুঃখে উদাসীন ছিলেন, কিন্তু এই ঘটনাতে সচকিত হইয়া ভারতবর্ষের প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত করিয়াছেন। ইংলণ্ড এরূপ কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহিতচিত্ত হইলে তাঁহার নীতি সম্বন্ধীয় উৎকর্ষের যেরূপ সম্ভাবনা, ভারতবাসীদিগেরও সেইরূপ। তিনি আমাদিগের প্রতি স্নেহবাহু যত প্রসারিত করিবেন, আমরা কৃতজ্ঞতা ও রাজ ভক্তির সহিত ততই তাঁহাকে অভিবাদন করিব। দুর্ভিক্ষের আর একটী সুফল এই, ইহাতে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ, দেশীয় ও বিদেশীয় সাধারণেও সেইরূপ মুক্ত হস্ত হইয়া দান ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। বস্তুতঃ দেশব্যাপী এক একটী দুর্ঘটনা দ্বারা ধর্ম্মোন্নতির যাদৃশ সম্ভাবনা, এরূপ আর কিছুতেই হয় না।

দুর্ভিক্ষ হইতে তবে দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব কিরূপে হইতেছে? অনেক ইউরোপীয় সংবাদ পত্র তারস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতেছেন, অপাত্রে অর্থ বিতরণই ইহার মূল কারণ। দুর্ভিক্ষকার্য্যে যাহারা খাটিতেছে, তাহাদিগকে পরিশ্রমের অধিক মূল্য দেওয়াতে তাহাদিগের আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে, ইহাতে তাহারা অবশ্যই দুর্নীতি পরায়ণ হইবে। এই উক্তি এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে ইহার প্রত্যুত্তর দানার্থ সার রিচার্ড টেম্পেলকে দুর্ভিক্ষ রিপোর্টে পুনঃ পুনঃ লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমের লেপ্টেনণ্ট সার জন ষ্ট্রাচী তাঁহার রাজ্য হইতে এই কারণে দুর্ভিক্ষের আয়োজন বন্ধ করিবার চেষ্টায় আছেন। ইহাদিগের এইরূপ চেষ্টা দ্বারা এসময়ে একটী বিষম অনিষ্ট ঘটিবে দেখিতেছি—অনেক দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি যথোচিত সাহায্য না পাইয়া মারা যাইবে। একটী বৃহৎ অনুষ্ঠান করিতে গেলে ধনের কতক অপব্যবহার অনিবার্য্য এবং যতদূর সাধ্য তাহার প্রতিবিধান করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু ৫টী অপাত্রে দান করিলে যত না পাপ, বিনা সাহায্যে একটী দরিদ্রকে মরিতে দিলে তদপেক্ষা অধিক পাপ। যেখানে দয়া প্রদর্শনের উপর সহস্র সহস্র লোকের জীবন নির্ভর করিতেছে, সেখানে কৃপণতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে গেলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কণ্টক রোপণ করা হয়।

দুঃখী শ্রমার্থীদিগের জন্য কত অর্থই বা অপব্যয় হয়? /১০ আনা স্থানে ৵ বা ৵/১০ আনা মজুরী দিলে দুঃখীদিগের যদি একটু সচ্ছল হয়, তাহাকে অর্থের অপব্যয় বলা যায় না। গবর্ণমেণ্ট শ্রমার্থীদিগের সুবিধা বিধানার্থ কাজের ফুরাণ চুক্তি করিয়াছেন, ৬ ঘণ্টার কাজ যদি কেহ ৪ ঘণ্টায় সম্পন্ন করে, ৬ ঘণ্টারই পরিশ্রমের মূল্য প্রাপ্ত হয়। ইহাতেও অনেক মহাত্মার চক্ষু টাটাইয়াছে, ইহাদ্বারা দুর্নীতির প্রশ্রয় হইতেছে বলিয়া হাহাকার উঠিয়াছে। ইহা যে কতদূর অন্যায়, বলা যায় না। গরিব লোকে অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করিয়া অল্প সময়ে যদি আপনাদিগের জীবিকা অর্জন করে এবং অবশিষ্ট সময় ভূমি কর্ষণাদিতে ব্যয় করে, তদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? বিশেষতঃ কৃষিকার্য্যের সময় উপস্থিত, এখন কেবল দৈনিক জীবিকা লাভার্থ যদি দুঃখীলোকদিগের সমুদয় সময় ব্যাপৃত হয়, ভূমি সকল কে কর্ষণ করিবে এবং আগামী বর্ষের শস্যোৎপাদনেরই বা উপায় কি? দুর্নীতির প্রশ্রয় হইতেছে এই ধুয়া ধরিয়া দীনহীন দরিদ্রদিগের প্রতি যদি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করা হয়, নিতান্ত অমুদার ও জঘন্য ব্যবহার বলিয়া তাহার প্রতিবাদ করা হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

দুর্ভিক্ষদ্বারা দুর্নীতির প্রশ্রয় দান করা হইতেছে একথা যথার্থ, কিন্তু যথার্থ স্থলে এ বাক্য প্রয়োগ করা হইতেছে না এইটী অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। শ্রমশীল গরিবদিগের জন্য দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের অপব্যয় হইতেছে না, বিলাসী দুর্ভিক্ষ কর্ম্মচারীদিগের জন্যই ইহার ভূষ্টি নাশ হইতেছে। আমরা শুনিতে পাই, দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ সংগৃহীত টাকার লুঠ হইতেছে। এ টাকা কে লুঠ করিতেছে? গরিব লোকে নয়, অর্থ বিতরিতা তাহাদের বিধাতা পুরুষগণ। শুনা যায় যত রাজ্যের গোরা ধরিয়া ধরিয়া তাহাদিগের উপর অধিকাংশ কর্তৃত্ব ভার অর্পণ করা হইয়াছে, বিতরণের পাত্রাপাত্র নির্দ্ধারণ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। তাহারা আবার অন্যের সাহায্য দানের পূর্ব্বে আপনাদিগের দুর্ভিক্ষ নিবারণে ব্যস্ত। ইহা অপেক্ষা দুর্নীতির উজ্জ্বল ও শোচনীয় দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? যদি গরিব মজুর দিগকে ভৃতি দিবার বেলা স্ক্রুপের পেঁচ দিবার নিয়ম হয় এবং কর্ম্মচারীদিগের কোষ পূরণের দ্বার খুলিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যটী পরবর্ত্তী কার্য্যেরই উপায় বলিয়া

সকলে অনায়াসে বুঝিবে। এতদপেক্ষা গর্হিত কার্য্যানুষ্ঠান কল্পনাও করা যায় না। সাত সমুদ্র তের নদী ভাঙ্গিয়া দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ যে অর্থ আসিতেছে, তাহা কি এইজন্য যে দারিদ্র্য পীড়িত ব্যক্তিগণের দুঃখ মোচন না করিয়া পুষ্ট-বেতন কর্ম্মকর্ত্তাদিগের জল গণ্ডূষ হইবে? যে বদান্য মহাশয়গণ সহস্র কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক রাশি রাশি অর্থ প্রেরণ করিতে-ছেন, তাঁহাদিগের কি এই অভীষ্ট যে তৈলাক্ত মস্তকে আরো তৈল বর্ষিত হইবে? বস্তুতঃ অনেক অর্থলোভী ব্যক্তি ইচ্ছা ও অনেক আয়াস স্বীকার করিয়া দুর্ভিক্ষের কিছু কর্ম্ম পাই-বার প্রার্থী ছিলেন—এখনো আছেন। ইহা কি পরোপকার সাধন উদ্দেশে, না গোমড়কে মুচির পার্ব্বণ সেই জন্য? আমরা গবর্ণমেণ্টকে একান্ত অনুরোধ করি, মুমূর্ষু দরিদ্রদিগের শোণিত স্বরূপ দাতব্য অর্থ শোষণ করিবার জন্য যে শকুনি শৃগালগণ লোলজিহ্ব হইয়া চারিদিকে ফিরিতেছে, তাহাদিগের উপর বিশেষ তত্ত্বাবধানের কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করুন, তাহাদিগের দুষ্টাভিসন্ধি সাধনের পথ রোধ করিয়া দুর্নীতি নিবারণ করুন। দুর্ভিক্ষোদ্দেশে সংগৃহীত অর্থের অর্দ্ধেকও যদি প্রকৃত অভীষ্ট সাধনে নিয়োজিত হয়, তাঁহা-দিগের চেষ্টা ও ক্লেশ স্বীকার সার্থক হইবে, নীতি ও ধর্ম্ম রক্ষা পাইবে।

ভারতবর্ষে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নিরাশা।

ন্যূনাধিক ৪০০ বৎসর হইল খৃষ্টীয় মিসনরীগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া-ছেন এবং ইহাকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য অর্থ সামর্থ বিদ্যাবুদ্ধি কোন প্রকার ব্যয়েরই ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদিগের সৌভাগ্য ক্রমে ভারতবর্ষ একটী খৃষ্টীয় রাজ্যের করতলস্থ হইয়াছে এবং ইহাতে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সংরক্ষণ ও প্রচার জন্য গবর্ণমেণ্টও প্রভূত ব্যয় স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ কি খৃষ্টাশ্রিত হইয়াছে? মিসনরীগণ ইতিপূর্ব্বে স্থানে স্থানে কতকগুলি ইতর লোক এবং ইংরাজী স্কুলের কতকগুলি বালককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া খৃষ্টীয় চর্চ্চের ভিত্তি স্থাপন করিয়া-ছিলেন সত্য, কিন্তু সে ভিত্তিমূল অনেক পরিমাণে ক্ষয় হইয়াছে এবং তাহার উপর প্রাচীর উত্থানের কোন সূচনা দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ মিসনরী দিগের বর্ত্তমান চেষ্টার ফল পরিমাণ দেখিয়া বোধ হয়, ভারত ভূমি খৃষ্ট ধর্ম্মগ্রহণের নিতান্ত অনুপযোগী এবং খৃষ্টধর্ম্ম যদি এখানে থাকিতে চান তাঁহাকে অনাদৃত ও মৃতকল্প হইয়া থাকিতে হইবে।

অনেক দিনাবধি মিসনরীদিগের অকৃতকার্য্যতার প্রমাণ পাওয়া যাই-তেছে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা গর্ব্ব করি-তেন গোপনে গোপনে তাঁহাদিগের ধর্ম্মে অনেকে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে এবং স্বদেশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণকে স্তোক দিবার জন্য তাঁহারা যতদূর সাধ্য বিদ্যা বুদ্ধি ব্যয় করিয়া নিরাশানাশক ও আশা-জনক দীর্ঘ দীর্ঘ রিপোর্ট লিখিয়া পাঠা-ইতেন। স্বদেশীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও অপর সাধারণ দীর্ঘ কাল আশায় মন দৃঢ় করিয়াছিলেন, পরে ফলোৎপত্তি বিষয়ে সন্দিহান হইয়া বিশেষ তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, কিন্তু তাহাতে অনেক পরিমাণে নিরাশ হইয়াছেন। এখন আমরা এখান কার মিসনরী মহাশয়দিগের মুখ ম্লান দেখিতে পাই, এবং অনেকে সরল ভাবে স্বীকার করেন, খৃষ্ট ধর্ম্মের বড় উন্নতি হইতেছে না। কি উপায়ে উন্নতি হয়, তাহার অনুসন্ধানেও ইঁহারা নিরস্ত নহেন। দেশীয় লোকের চিত্তাকর্ষণ জন্য সংস্কৃত শ্লোক রচনা, খৃষ্ট সঙ্কীর্ত্তন, কথকতা, মাঠ বক্তৃতা প্রভৃতি আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও আশার পথ প্রশস্ত হইল না। খৃষ্টধর্ম্মের জয়লাভের বিষয়ে মিসনরীদিগের আশা ও বিশ্বাস কতদূর তাহা কাণ্টরবরী ও ইয়র্কের আর্চবিশপ প্রভৃতির নিকট তাঁহাদিগের প্রেরিত এক খানি আবেদনে প্রকাশ পাইতেছে, কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রা-জের লর্ড বিশপগণ একত্র হইয়া এই আবেদন করেনঃ—

"আমরা অবশ্য স্বীকার করিব যে অনেক স্থলে আমাদিগের প্রচার কার্য্য সকল বদ্ধভাবে আছে, উন্নতি লাভ করিতেছে না। তাহাদিগের চিত্তা-কর্ষণের ক্ষমতা নাই, সুতরাং ধর্ম্মদীক্ষায় ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইয়াছে। কনবার্টেরাও খৃষ্টীয় জীবনে এরূপ শোচনীয় উন্নতি প্রদর্শন করিতেছেন যে তদ্দ্বারা তাহাদিগের দেশবাসীদিগের উপর কোন কার্য্যকারিতা দেখা যায় না। বিশেষতঃ প্রচারদ্বারা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে খৃষ্টের প্রতি আকর্ষণ করিতে পারে না, তাহাদিগের নিম্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ছাত্রদিগকেও পারে না। সাধারণতঃ দেশীয় শিক্ষিতগণ সত্য হইতে এখনও দূরে আছেন। অনেক কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষগণের রি-পোর্ট পাঠে আপনাদিগের ভ্রম হইতে পারে, যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মহোন্নতি হইতেছে, সেই ভ্রম দূর করিবার জন্যই আমরা এরূপ লিখিতেছি। অতএব আমাদিগকে লোক দিউন। আপনা-দিগের উৎকৃষ্ট ধাতুর লোক দিউন, গভীর বিদ্যা-বান অত্যন্ত উৎসাহী, অত্যন্ত সরল, আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, মনস্তত্ত্ববিদ্, চিন্তা ও ধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপনে পটু এমন লোক দিউন।—আমাদিগকে টাকাও দিউন।"

হা দুরদৃষ্ট খৃষ্টধর্ম্ম! তোমার প্রচা-রকেরা তোমাকে এত হীনবল দেখিলেন যে অনেক বিদ্যা এবং টাকার সহায়তা না পাইলে আর তুমি অগ্রসর হইতে পার না। খৃষ্ট ও তাঁহার মৎস্যজীবী শিষ্যগণ কি বিদ্যা ও ধনবলে জগতে তোমাকে প্রচারিত করিয়াছিলেন? ফল কথা এই তোমাতে যে জ্বলন্ত অগ্নি ছিল, তাহা নির্ব্বাণ হইয়াছে, তোমার আধুনিক শিষ্যগণ তোমার যে মৃতদেহ

স্কন্ধে লইয়া বেড়াইতেছেন তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিকে দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছেন মাত্র। ভারতবর্ষে এখনো সত্য ধর্ম্ম লোপ পায় নাই,নিস্তেজ হইয়া পড়ুক তাহাই পুনরুজ্জীবিত হইতেছে,যদ্দ্বারা ভারতের কোটী কোটী লোক পরিত্রাণ লাভ করিবে। খৃষ্ট ধর্ম্মে যাহা কিছু সত্য আছে, ভারতের সেই জীবন্ত সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহারই শোভা বৃদ্ধি করিবে।

লর্ড হাউস ও ডিউক অব আর্গাইলের আত্ম সমর্থন।

বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ পার্লেমেণ্ট মহাসভার লর্ডস্ হাউস পর্য্যন্ত আন্দোলিত করিয়াছে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট সেক্রেটরি ডিউক অব আর্গাইল মহাসভার বিগত ২৪ সে এপ্রেল দিবসের অধিবেশনে এই বিষয়ের উত্থাপন করেন। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র ইতিপূর্ব্বেই মহাসভার হস্তগত হয় এবং সমালোচনার অপেক্ষায় রক্ষিত ছিল। ডিউক সেই সকল কাগজপত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়া যথাসাধ্য আপনার আলস্য দোষ ও ত্রুটি ক্ষালন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন,কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তিনি কেবল বাগাড়ম্বর করিয়াছেন। সে আড়ম্বরে চিত্ত আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, তাঁহার দোষ খণ্ডন হয় নাই।

"হোম গবর্ণমেণ্টের কার্য্য শুদ্ধ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের উপর শাসন দৃষ্টি রাখা। পূর্ব্বাপর এইরূপ হইয়া আসিয়াছে; এবং অধুনা বিশেষরূপে এই ভাবে কার্য্য চলিতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত কার্য্যনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যপরায়ণ হন, তৎসম্বন্ধে বিহিত পরামর্শ ও উপদেশ দানই ইহার কার্য্য, সাক্ষাৎ ভাবে শাসন সম্বন্ধে লিপ্ত হওয়া হোম গবর্ণমেণ্টের কার্য্য নহে।"

এই সকল কথা কেবল ডিউক অব আর্গাইলের মুখেই শোভা পাইল। আলস্যপরায়ণ কর্ত্তব্য বুদ্ধিহীন লোকে আপনার দায়িত্ব স্বীকার করিতে চাহে না। হোম গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব শিরঃস্থানীয় ডিউক মহামতি উপরের কথা দ্বারা লর্ডস্ হাউসকে জানাইলেন যে তিনি ভারতবর্ষ শাসনের জন্য আদৌ কোন রূপে দায়ী ছিলেন না। শাসনের ভার তাঁহার হস্তে কিছুই ছিল না, তিনি কেবল উপদেশ ও মন্ত্রণা দাতা এবং সে উপদেশ ও মন্ত্রণা কেবল ভারতবর্ষীয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতি সম্বন্ধে প্রদেয় অন্য সম্বন্ধে নহে। মধ্যে মধ্যে এই রূপ দুই একটী উপদেশ ও মন্ত্রণা দান করিলেই তিনি দায়মুক্ত ও পদের বলে বেতন ভোগে অধিকারী। যিনি এত দিন ব্যাপিয়া ষ্টেট সেক্রেটরির উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, আশ্চর্য্য যে তিনি আপনার স্কন্ধের দায়িত্ব বোধে অসমর্থ। ডিউক পরে বলিলেন :—

"আমি অবশ্য স্বীকার করি যে হোম গবর্ণমেণ্ট এরূপ কার্য্যে আপনাকে বহুলরূপে লিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার কর্ত্তব্য শ্রেণী মধ্যে সন্নিবিষ্ট নহে। কিন্তু সে কেবল তাড়িত বার্ত্তাবহের সুবিধা প্রযুক্ত প্রবল প্রলোভনে পড়িয়া অনধিকার চর্চ্চার অধিকার বিস্তার করা হইতেছে। ভারতবর্ষে যাঁহাদের হস্তে শাসন ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহাদের অন্তরে যে সকল মন্তব্য উদিত হওয়া বিধেয়, সেই সকল মন্তব্য এক্ষণে প্রকাশ করিতে হোম গবর্ণমেণ্টই প্রলুব্ধ হইয়া থাকেন এবং এরূপ সামান্য তুচ্ছ বিষয় ব্যাপারের তত্ত্বানুসন্ধান লইতে আকৃষ্ট হইতে হয়, যাহাতে প্রবিষ্ট হওয়া হোম গবর্ণমেণ্টের সাধ্যাতীত। হোম গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে সমধিক সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।"

তাড়িত বার্ত্তাবহের সুবিধা প্রলোভনের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ডিউক মহোদয় দুর্ভাগ্য ক্রমে অবগত নহেন যে এই প্রলোভন অমূলক নহে। তাড়িত তারের সুবিধা দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা দায়িত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে। এই দায়িত্ব বৃদ্ধিই এই প্রলোভনের মূল। যে পরিমাণে তত্ত্বানুসন্ধান লইবার সুযোগ হইবে যে পরিমাণে সংবাদ আদান প্রদানের উপায় বিধান হইবে, সেই পরিমাণে ষ্টেট সেক্রেটরির পদের দায়িত্ব গুরুতর হইতে থাকিবে। ডিউক একথা স্বীকার না করুন, আমাদের বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটরী লর্ড স্যালিসবারি ডিউকের কথার প্রত্যুত্তরে একথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ—

ভারতবর্ষে যে কোন কার্য্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কৃত হয়, তজ্জন্য ষ্টেট সেক্রেটরি ইংলণ্ডীয় লোকের নিকট বিশিষ্টরূপে দায়গ্রস্ত। সংবাদ আদান প্রদানের উপায় সহজ হওয়াতে একভাবে প্রলোভন বৃদ্ধি হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সেখানে যে কোন কর্ম্ম সম্পাদন বা যে কোন কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতেছেন সে সমস্তই তিনি অবগত থাকিতে বাধ্য। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কস্মিন্ কালে কোন বিষয়ে তাঁহার অনুমোদনীয় কার্য্য পন্থা অতিক্রম না করেন তদ্বিষয়ে তিনি দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য। গবর্ণর জেনরল পদের উচ্চ সম্মান রক্ষা করিয়া তাঁহাকে এই সকলই করিতে হইবে।

ডিউক পরে বলিয়াছেন যেঃ—

হোম গবর্ণমেণ্ট একটী বিষয়ের জন্য দায়ী। সে বিষয়টী এই যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা যে সকল কার্য্য পন্থা ও কার্য্যনীতি অবলম্বন করা হয়, তাহার উপযুক্ততার উপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করা। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপর বিশ্বাস বা অযথা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া পার্লেমেণ্ট মহাসভা কোন রাজমন্ত্রীকে দায়ী করিতে পারেন না। দুর্ভিক্ষের সংবাদ ইংলণ্ডে সমাগত হইলে আমি লর্ড নর্থব্রুক ও সর জর্জ্জ ক্যাম্বল সাহেবের অবলম্বিত কার্য্য নীতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম। তথাপি আমি দুই একটী মন্তব্য প্রকাশ এবং দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তদ্ভিন্ন আমি সকল বিষয়ে তাঁহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম।"

আশ্চর্য্য যে এই কথা গুলি বলিতে ডিউকের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল না।

তিনি কোন বিষয়ের জন্য দায়ী ছিলেন না, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিয়া স্থূল বেতন গ্রহণার্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন আর তাঁহার অন্য কোন কার্য্য ছিল না। তথাপি তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দুই একটী মন্তব্য প্রকাশ ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন! ভারতবর্ষ ভাবিয়া আকুল হউক তিনি এত কার্য্য কেমন করিয়া করিলেন? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ভারতবর্ষ এমন মহাপুরুষের হস্তে এখন আর নাই। এখন আমরা যাঁহার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছি, সেই মার্কুইস ইতি মধ্যে কত কার্য্য করিয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুকের অবলম্বিত কার্য্যপন্থানুসারে খাদ্য সামগ্রী স্থানান্তরিত করিতে বিস্তর বিলম্ব হইত, মার্কুইস সেই কার্য্যপন্থার দোষ ধরেন এবং তদনুসারে তাহা সংশোধিত হইয়া যায়! ডিউক যদি সতর্ক হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যগতি দর্শন করিতেন, তাহা হইলে তিনি এ দোষ অনায়াসে ধরিতে পারিতেন। ডিউক ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, মার্কুইস ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপরও সেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু কদাপি নিশ্চিন্ত নহেন। গুরুতর কর্ত্তব্য ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া তিনি বহুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বহুতর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ডিউকের বক্তৃতা পাঠে বোধ হয় যে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে সকল কাগজ পত্র তাঁহার আফিসে প্রেরিত হইত, তিনি তাহা একবারও নয়ন গোচর করিতেন না। লর্ড নর্থব্রুক দুর্ভিক্ষের সমুদায় দায়িত্ব স্বহস্তে পরিগ্রহণ করেন, কিন্তু ডিউকের ধারণা যে সে দায়িত্ব সর জর্জ ক্যাম্বেল সাহেবের স্কন্ধে ছিল। যিনি ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরি ছিলেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ অনভিজ্ঞতা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দুর্ভিক্ষের ন্যায় ভয়ঙ্কর ঘটনাও তাঁহার আলস্যনিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারে নাই।

প্রাপ্ত।

সিলাইদহ—খুরসেদপুর।

কুমারখালির অনতিদূরে পাবনার পরপারে পদ্মাতীর হইতে ক্রোশার্দ্ধ অন্তরে খুরসিয়াদ্‌পুর নামে একটী পুরাতন গ্রাম আছে, এপ্রদেশের মধ্যে এই গ্রামটী একটী গণ্ড গ্রাম। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে এই স্থানের উপর পদ্মা প্রবাহিত ছিল, নদীস্রোত অন্তরিত হইলে মল্লিক খোরসেদ্‌ নামে একজন ফকীর প্রথমে এইস্থানে একটী আস্তানা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এই গ্রামের নাম খুরসেদ্‌ হইল। ন্যূনাধিক তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে ইহার অনতিদূরবর্ত্তী প্রান্তরে তাঁতি কল্যাণকৃষ্ণ রায় নামক একজন সুসম্পন্ন তন্তুবায় বাস করিতেন, তিনিই এই গ্রামের ভূস্বামী ছিলেন। স্বাধীন ব্যবসায় ও বাণিজ্য দ্বারা তিনি আপন সাংসারিক অবস্থাকে বিলক্ষণ সমুন্নত করিয়াছিলেন, এবং কেবল এই গ্রামটী নহে, সমুদায় বিরাহিমপুর পরগণা ও তদতিরিক্ত স্থানেও আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। কল্যাণ কৃষ্ণ একজন অতি ভক্তিমান্‌ বৈষ্ণব ছিলেন; এইরূপ জন প্রবাদ যে তিনি শ্রীক্ষেত্র তীর্থে গমন করিয়া সেখান হইতে একটী কৃষ্ণমূর্ত্তি বিগ্রহ আনিয়াছিলেন, এবং বহু ভদ্রলোকের আবাস ভূমি খুরসেদপুর গ্রামে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই দেবতার স্থাপনা করেন; ইহার নাম গোপীনাথ। ইনি এপ্রদেশের অতি জাগ্রৎ দেবতা, পূর্ব্বে তারকেশ্বরের ন্যায় দেশীয় লোকেরা ইহাঁর নিকট রোগারোগ্যাদির প্রার্থনায় হত্যা দিত, কলির প্রভাবে এক্ষণে আর বড় কেহ আইসে না; কিন্তু স্নানযাত্রা উপলক্ষে (পদ্মার পরপার হইতে অবধি) সহস্র সহস্র লোক এখানে একত্র হইয়া থাকে, পূর্ব্বে অসংখ্য লোকের সমাগম হইত, এক্ষণে অন্যূন দুই সহস্র লোকের সমাবেশ হইয়া থাকে। লোক সংখ্যা কলির প্রভাবে প্রতি বর্ষেই হ্রাস হইতেছে। এরূপ জনশ্রুতি, যে কোন সময়ে গ্রামের নিম্নে পদ্মার ক্ষুদ্র শাখা নদীতে এক খানি সুপারির নৌকা উপস্থিত হয়, কল্যাণ রায় স্নানার্থ নদীতীরে গিয়া নৌকা দেখিয়া সে সময়ে সুপারির মূল্য অনেক হ্রাস হইয়াছে জানিয়া সমস্ত গুবাক ক্রয় করিয়া ক্রয় সাব্যস্ত করিবার জন্য আপন হস্তাঙ্গুরীয় দ্বারা বায়না করিলেন, এবং নৌকা হইতেই দ্রব্য তিনগুণ পণে বিক্রয় করিয়া যে কয় সহস্র মুদ্রা লাভ হইল, তাহার দ্বারা গোপীনাথের দুইটী মন্দির ও পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিলেন; আর একটী বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া রাধানাথ নাম দিয়া তাঁহাকে গোপীনাথের পার্শ্বে স্থান দান করিলেন। কল্যাণ রায় কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন এবং গোপীনাথের মন্দিরাদি সংস্থাপন করিয়াছিলেন কেহই নিশ্চয় বলিতে পারে না, এবং তাঁহার বংশেরও কোন চিহ্ন নাই; খুরসেদ্‌পুর গ্রামের মধ্যে একটী অতি প্রকাণ্ড পুরাতন বিল্ববৃক্ষ আছে, তাহার কাণ্ডের পরিধি আট হস্ত পরিমিত। ফল পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও অল্প তিক্ত হইয়াছে, গাছটী দেখিলে তিন চারি শতাব্দী পূর্ব্বের বলিয়া বোধ হয়, তাহার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক তিনশত বর্ষ হইবে, এই গাছটী কল্যাণরায়ের বোধন বৃক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কল্যাণ রায়ের বাস ভবনের ঘনবনাকীর্ণ ভগ্ন ভিত্তি ও চতুর্দ্দিকের গড় অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

তাঁতি কল্যাণকৃষ্ণ রায়ের পরে এই বিরাহিম পুর পরগণা প্রথম নাটোরাধিপতি রাজা রামজীবনের অধিকারভুক্ত হইল, এবং ১৬৫৭ শকাব্দে তাঁহার পুত্র রামকান্ত রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কল্যাণ রায়ের কৃত মন্দিরের পার্শ্বে গোপীনাথের নিমিত্ত আর একটী অচূড় মন্দির ও তোষা খানা নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন, এই নূতন মন্দিরের সম্মুখস্থ স্তম্ভ কক্ষে প্রতিষ্ঠাতার নাম ও নির্ম্মাণ কাল নির্দ্ধারক একটী ছন্দ খোদিত আছে তাহার কিয়দংশ দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে, অপরিস্ফুট বর্ণের স্থলে শূন্য রাখিয়া কবিতাটী নিম্নে লিখিত হইল যথাঃ—"শাকে সাগর সায়কর্ত্তু শশভৃৎ সংখ্যাত শকোত্তেদা.না.ত দীন দৈন্য শরণ প্রখ্যাত কীর্ত্তি ক্ষিতৌ শ্রীলশ্রীযুত রামকান্ত নৃপতিঃ "নিঃশেষ ভূপাগণাঃ প্রীত্যার্থং জগতীপতেঃ নৃপতিভিঃ প্রাসাদয়া "নির্ম্ময়া॥ বৈশাখ।"

অর্থাৎ সাগর শব্দে ৭, সায়ক অর্থে ৫, ঋতু শব্দে ৬এবং শশভৃৎ পদে ১; সংস্কৃত প্রণালী অনুসারে দক্ষিণ হইতে অঙ্ক গণনা করিতে হয়, অতএব ঐরূপে উপরিউক্ত ছন্দে ১৬৫৭ শকাব্দ বুঝায়। নাটোরাধিপতিদিগের রাজখ্যাতি ও রাজত্ব লাভের বিষয়ে যেরূপ জন প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা এস্থলে লিখিত হইতেছেঃ— রাজা রাম-

জীবন এই বংশে রাজোপাধি লাভ করেন। ইহাঁর অগ্রজ রঘুনন্দনের অসাধারণ বুদ্ধি ও কার্য্য-কারিতা এই অভিনন্দনের আদি কারণ। নাটোরা-ধিপতিদিগের আদি পুরুষেরা পুটীয়ায় রাজ ধানীতে দেবসেবার কার্য্য ভারে নিযুক্ত ছিলেন। যখন রঘুনন্দনের পিতা দেব পূজায় ব্রতী ছিলেন, একদা পিতৃ সমভিব্যাহারী বালক— রঘুনন্দন দিবাভাগে আপন পিতার নিকট রাজ বাটীর কোন অনাবৃত স্থানে নিদ্রিত ছিলেন, তদানীন্তন রাজা বালকের হস্ত পদতলে ও অঙ্গ সৌষ্ঠবে চক্রবর্ত্তী লক্ষণ দেখিয়া দেবপূজক রঘুনন্দনের পিতাকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমার পুত্রকে দেব পূজাদি বিষয়ক শিক্ষা না দিয়া রাজ কার্য্যালয়ের কার্য্য শিক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া দাও," এবং রাজাজ্ঞা অনুসারে তিনি আপন প্রিয় পুত্র রঘুনন্দনকে তদবধি রাজ কার্য্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। রঘুনন্দন অল্পকাল মধ্যেই রাজসদনে প্রভূত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া কার্য্যালয়ের নানা কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। কালে রঘুনন্দন রাজপদবীতে আরোহণ করিবেন, রাজার ইহা বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছিল, এবং এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া একদা রাজা তাঁহাকে বলিলেন "রঘুনন্দন! তুমি যদি রাজপদাভিষিক্ত হও, আমার রাজত্বের কি কোন হানি করিবে?" রঘুনন্দন হাস্যপূর্ব্বক রাজার বাক্যে উপেক্ষা প্রকাশ করিল, কিন্তু রাজার তৎপ্রতি দৃঢ় সংস্কার বশতঃ পুনরায় বলিলেন, "যদি এইরূপই ঘটে, তাহা হইলে তো তোমার দ্বারা আমার রাজত্বের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিবে না?" বালক রঘুনন্দন সলজ্জ-বদনে হাসিতে হাসিতে বলিল 'না মহ রাজ'! কিছু দিন পরে নবাবের বঙ্গীয় প্রধান কর্ম্মচারী বঙ্গাধিকারী রাজকার্য্য পরিদর্শনার্থ পুঁটীয়ার রাজধানীতে উপস্থিত হইলে রঘুনন্দনের কার্য্য কৌশলে সন্তুষ্ট হইয়া, রাজাকে বলিলেন "তুমি এই বালককে আমার নিকট দাও," বঙ্গাধিকারীর আজ্ঞা অবহেলন ভয়ে রাজা রঘুনন্দনকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। অনতিকাল মধ্যেই পূর্ব্বের ন্যায় রঘুনন্দন বঙ্গাধিকারীর প্রীতি ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিলেন, এবং বঙ্গাধিকারী তাঁহাকে আপন সহকারী করিয়া ক্রমে রঘুনন্দনের উপর প্রায় সমুদায় কার্য্যের ভার এমন কি আপন নাম খোদিত মোহর অবধি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। অবশেষে বঙ্গাধিকারী রঘুনন্দনকে রাজ-পদে অভিষিক্ত করিবার মনস্থ করিলেন, কিন্তু বেতনভোগী কর্ম্মচারীর রাজাখ্যা প্রদান করা নবাবী নিয়ম বিরুদ্ধ, এজন্য রঘুনন্দন আপন অনুজ রামজীবনকে রাজাভিধান প্রদানের প্রার্থনা করিলেন, এবং তদনুসারে বঙ্গাধিকারী অপরাপর রাজগণের রাজত্ব হইতে কিছু কিছু ভূমি বহিষ্কৃত করিয়া একটী রাজত্ব সঙ্গঠন করিলেন এবং রঘুনন্দনের কনিষ্ঠ সহোদর রামজীবনকে তাহার রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তদবধি পুঁটীয়ার রাজকীয় দেবপূজক বংশ সম্ভূত মহাত্মা রঘুনন্দনের বংশ পরম্পরায় রাজত্ব ভোগ করিতেছেন। নাটোরাধিপতি প্রথম রাজ পুরুষ রাজা রামজীবন যখনরাজাসনে অধিরোহন করেন,তাঁতি কল্যাণকৃষ্ণ রায়ের ভূম্যধিকার বিরাহিমপুর পরগণা তখন তাঁহারই রাজত্ব মধ্যে অধিকৃত হয়। রাজা রামজীবনের পুত্র রাজা রামকান্ত রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ১৬৫৭ শকাব্দে খুরসেইদপুরের গোপীনাথের শেষোক্ত মন্দির দ্বয় নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পূর্ব্বকারের লোকেরা যেরূপ দীর্ঘ জীবী হইতেন, তাহাতে রাজা রামজীবনের যৌবনকালে রাজ্যভার লইয়া ৬০।৭০ বৎসর রাজকার্য্য করিবার সম্ভাবনা, এবং তাঁহার রাজত্বের ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁতি কল্যাণ রায়ের দ্বারা গোপীনাথের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা, অতএব ১৬৫৭ শকের ন্যূনাধিক সার্দ্ধ শত বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫০০ শকাব্দের প্রারম্ভে গোপীনাথের প্রতীষ্ঠার সম্ভাবনা, অতএব ইহা এক রূপ নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে ন্যূনাধিক তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে কল্যাণ রায় জীবিত ছিলেন ও খুরসৈদ্‌পুরে গোপীনাথ সংস্থাপিত হইয়াছিলেন। রাণী ভবানীর রাজত্ব সময়ে কলিকাতা বাসী সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ সহোদর নাটোর রাজধানীতে কর্ম্মচারী ছিলেন। রাণীর হীনাবস্থানিবন্ধন এই বিরাহিম পুর পরগণা হস্তগত করেন, এবং তিনিই গোপীনাথের মন্দিরের সম্মুখে পশ্চিমদিকে প্রশস্ত প্রাচীর সম্বলিত কয়েকটী প্রকোষ্ঠ ও একটী বৃহৎ বহির্দ্বার প্রস্তুত করিয়া দেন। পূর্ব্ব হইতেই গোপীনাথের বার্ষিক সহস্রাধিক মুদ্রা আয়ের ভূমি সম্পত্তি ও বহুসহস্র মুদ্রা মূল্যের হীরক মুক্তাদির অলঙ্কার ও বহু স্বর্ণ এবং রৌপ্য বাসনাদি ছিল; পরে রাজা রামকান্ত তাঁহার সেবার সুশৃঙ্খলা জন্য বিরাহিমপুর পরগণার শুল্কের উপর প্রজাদিগের নিকট হইতে প্রতি টাকায় এক পয়সা করিয়া বৃত্তি সংগ্রহের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন, অদ্যাবধি সেই নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে; ইহা দ্বারা বার্ষিক প্রায় ১৩।১৪ শত টাকা সংগৃহীত হইয়া থাকে। ভূমি সম্পত্তি ও উপরি উক্ত বৃত্তির সমষ্টি দ্বারা ন্যূনাধিক সার্দ্ধ দুই সহস্র মুদ্রা গোপীনাথের বার্ষিক আয়, জমীদারের হস্তেই ইহার সমুদায় আয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই অর্থ হইতে নিত্য দেব সেবা ও অতিথি সৎকার হইয়া থাকে, স্থানীয় অসহায়দিগের মধ্যে ১০।১৫ জন লোক নিত্য সেখানে আহার পাইয়া থাকে। কয়েক বৎসর হইল বিরাহিমপুর পরগণা একবার কিছু কালের জন্য কোন নীলকরকে ইজারা দেওয়া হইয়াছিল, ঐ সময়ে অলঙ্কার ও বাসন প্রভৃতি যাবদীয় মূল্যবান্ দ্রব্য সুরক্ষার জন্য জমীদার বাবু আপন বাসগৃহ কলিকাতার লইয়া গিয়াছেন, তদবধি সে সমস্ত দ্রব্য সেই স্থানেই আছে।

খুরসেদ্‌পুর গ্রামটী এ প্রদেশ মধ্যে একটী অতি জনাকীর্ণ স্থান ছিল, বারম্বার মড়কের দ্বারা অতিশয় ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, এবং অনেক স্থান নিবিড় বনে আচ্ছন্ন হইয়া শার্দ্দূল প্রভৃতির আবাসে পরিণত হইয়াছে, কোন কোন স্থান যেন পূর্ব্বতন মুনিঋষিদিগের আশ্রমোচিত বলিয়া জ্ঞান হয়, এবং গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিতে হইলে সহজেই হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইতে থাকে। ব্রিটিষ শাসনের মধ্যে যে এরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব বনাকীর্ণ গ্রাম আছে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়! গ্রামে ৭।৮ টী পুষ্করিণী আছে সকল গুলির পুরাতনতা প্রযুক্ত জল এক কালে অপেয় হইয়া গিয়াছে। কেবল দেবালয়ের সম্মুখবর্ত্তী পুষ্করিণীটীই গ্রামের একমাত্র জীবনোপায়, কিন্তু ঘন শৈবাল দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়াতে তাহার জলও দূষিত ও দুর্গন্ধময় হইয়াছে। নিবিড় বন ও অসংস্কৃত পুষ্করিণী প্রভৃতিতে গ্রামের বায়ু এতাদৃশ দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে যে অনাবৃত্ত নাশায় গ্রাম প্রবেশ অসম্ভব। আবার গোপীনাথের বহির্দ্বারের একটী স্থান পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, সেখানে যেরূপ বহুসংখ্যক লোকের সমাগম, এই ভগ্ন প্রকোষ্ঠের আকস্মিক পতনও সেইরূপ বহু লোকের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। গোপীনাথের যেরূপ আয় তাহাতে বোধ করি নিয়মিত ব্যয় সম্পন্ন হইয়া অনেক অর্থ বর্ষে বর্ষে উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে,তবে তাঁহার দুর্গন্ধময় জলপান ও ভগ্ন গৃহে বাস করিয়া দুঃখির ন্যায় দিন যাপন করিবার প্রয়োজন কি? দেবতাদের নিজের প্রতি উদাসীন হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু ভক্তদিগের মুখের দিকে চাহিয়া অবিলম্বে পুষ্করিণী সংস্কার দ্বারা তাহাদিগের স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং বহির্দ্বার সংস্কার দ্বারা তাহাদের অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কা দূর করা নিতান্ত আবশ্যক।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

ব্যায়াম শিক্ষার্থ বঙ্গদেশের ৫টী কলেজ এবং ৩টী স্কুলে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে। ডিরেক্টর আটকিনসন সাহেব বলেন, বাঙ্গালী ছাত্রেরা ব্যায়াম শিক্ষায় বিশেষ উৎসাহ ও দক্ষতা প্রকাশ করিয়া থাকে। বিহারী বালক দিগের পক্ষে এরূপ বলা যায়না। তাহারা এরূপ শিক্ষা ভদ্রলোক দিগের পক্ষে অপমান জনক জ্ঞান করে।

বর্দ্ধমান বিভাগের কমিসনর সি টি বকলাণ্ড কৃষি সমাজকে এক পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছেন, 'এবৎসর ৩প্রকার বাঁশে ফুল ধরিয়াছে-বেড়ু, কাঁওয়া এবং বাঁশিনী। বেড়ু বাঁশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফুল হইয়াছে।' এই সকল ফুল হইতে যে চাউল হইতেছে, তাহা তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতেছে। দুর্ভিক্ষের সময়ে মনুষ্য গণের প্রাণ রক্ষার্থ ইহা ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল।

কটকের বিদেশী নামক সংবাদ পত্র লিখিয়াছেন, বালেশ্বরের উত্তরাংশের লোকেরা সন্তান দিগকে উড়িয়া ভাষা শিখাইতে অনিচ্ছু, তাহারা বাঙ্গালা ভাষারই অনুরাগী। গবর্ণমেণ্টই আসামী উড়িয়া ও বিহারীদিগকে বঙ্গ ভাষার শত্রু করিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস লিখিয়াছেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বোর্ড অব এজেন্সি হাবড়া হইতে ১৭ মাইল দূরে ভদ্রেশ্বরে ১৫হাজার টাকা ব্যয়ে একটী ষ্টেসন নির্ম্মাণের অনুমতি করিয়াছেন। বৈদ্যবাটীর বর্ত্তমান ষ্টেসন হাবড়া হইতে ১৫ মাইল। ১৪ মাইল ষ্টোনের নিকট একটী ষ্টেসন গৃহ নির্ম্মিত হইবে।

মুরসিদাবাদের ভিন্ন ভিন্ন মিউনিসিপালিটী শিক্ষা বিষয়ক সাহায্য দানে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। বহরমপুর মিউনিসিপালিটী নিম্ন শিক্ষার জন্য ২০০টাকা, মুরসিদাবাদ মিউনিসিপালিটী টোলবং স্ত্রীবিদ্যালয়ে ৩৬০ এবং নিম্ন শিক্ষার্থ ২০০, কান্দী মিউনিসিপালিটী নিম্ন শিক্ষার্থ ১০৩ এবং জঙ্গীপুর মিউনিসিপালিটী তজ্জন্য ৬০টাকা দান করিয়াছেন।

পায়নিয়র বলেন সুরেন্দ্র বাবুকে যে দোষে পদচ্যুত করা হইয়াছে অনুসন্ধান করিলে অনেক ইংরেজ কর্ম্মচারীর সে দোষ দৃষ্ট হইতে পারে। এই কথায় ইংলিসমান ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। এ দিকে অনুসন্ধানের পূর্ব্বে রঙ্গপুরের জজ লেবিনের-দোষ প্রচারিত হইয়াছে। ৩১ এ মের ঢাকা প্রকাশ লিখিয়াছেন জামালপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর ডোলো সাহেবও এইরূপ দোষে দোষী। আরও কত মহাত্মা আছেন কে জানে?

১৮৭৪ সালের প্রথম তিন মাসে বেঙ্গল লাইব্রেরীতে যত পুস্তক সংগৃহীত হয় তাহার তালিকা বাহির হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ২৯০ খানি পুস্তক ও ১২০ খানি পত্রিকা মুদ্রিত হইয়াছে। পুস্তকের মধ্যে বাঙ্গালা ১৪১, সংস্কৃত ৩৬, অন্য সকল অল্প সংখ্যক। পত্রিকা ইংরাজী ৫৪, বাঙ্গালা ৩১, সংস্কৃত ১৩, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ১, পারস্য ৩ খানি।

পিপলস ফ্রেণ্ড বলেন মাকিনন মাকেঞ্জী কোম্পানি আপনার ভৃত্যদিগের মাসিক ব্যয়োপযোগী সমুদায় তণ্ডুল দান করিতেছেন। এ কার্য্য প্রশংসনীয় বটে!

কলিকাতা ল্যাণ্ডিং এবং সিপিং কোম্পানি লিমিটেড দুর্ভিক্ষের ছয় মাসে শতকরা ২০ টাকা লাভ করিয়াছেন। এ হিসাবে বৎসরে শতকরা ৪০ টাকা পাইতে পারেন। তাঁহারা ১৪৫০০০ টাকা সঞ্চিত ধন বলিয়া রাখিয়াছেন।

দার্জ্জিলিঙের কুলীরা নেপালে তণ্ডুল ক্রয়ের জন্য গমন করিতেছে. তথায় মূল্য অনেক অল্প। জঙ্গ বাহাদুর বড় চতুর লোক. তাঁহার রাজ্যের ৫০,০০০ লোক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইয়া জীবিকা লাভ করিতেছে, তিনি স্বদেশে বাণিজ্য এক চেটিয়া করিয়া খাদ্য দ্রব্য সুলভমূল্য করিয়াছেন। তাঁহার দুর্ভিক্ষের কোন বন্দবস্ত করিতে হয় নাই।

দার্জ্জিলিঙের মেইল গাড়ী দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, ভাগ্য ক্রমে লুণ্ঠিত হয় নাই।

গত সপ্তাহে শস্যের অবস্থা ভাল বলিয়া রিপোর্ট পাওয়া যাইতেছে। বৃষ্টি পাত প্রায় সর্ব্বত্রই হইয়াছে, কিন্তু আরো আবশ্যক।

সার রিচার্ড টেম্পল বাহিরা, দরভাঙ্গা, মজঃফরপুর হাজিপুর, পাটনা এবং অন্যান্য স্থান দর্শন করিয়া মুঙ্গেরে প্রত্যাগত হইয়াছেন, এ সপ্তাহ মধ্যে রাজসাহী বিভাগ দেখিতে যাইবেন।

ডেলি নিউস বলেন, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বিষয়ের পুনর্ব্বিচারার্থ ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট এক আবেদন করেন, তাহা ঠিক্ পথ দিয়া যায় নাই বলিয়া মার্কুইস অব সালিসবরী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আবেদন খানি আবার বঙ্গ দেশীয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্য দিয়া প্রেরণ করিতে হইবে।

৬ই জুন যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহার বিবরণ এই রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, পাটনা, গয়া, ত্রিহুত, সারণ, চম্পারণ, ভগলপুর, পূর্ণিয়া, হাজারিবাগ, লোহার ডাঙ্গা ও সিংহভূমে শস্যের মূল্য কমিয়াছে। কটক, যশোহর, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরার পার্ব্বতীয় ভাগ, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বাকরগঞ্জ, নদিয়া, ২৪ পরগণা ও বর্দ্ধমানে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে পূর্ব্ববৎ।

গত সপ্তাহে বঙ্গদেশের সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছেঃ—বর্দ্ধমানে—পূর্ব্বের ন্যায় জ্বর; বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশে বসন্ত ও ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব। ২৪ পরগণায় ওলাউঠা বেশ দেখা দিয়াছে। মুর্শিদাবাদের কোন কোন অংশ ও রাজসাহী হইতে ওলাউঠাও বসন্ত এপর্য্যন্ত অন্তর্হিত হয় নাই। চাটিগাঁর সকল অংশেই ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পাটনায় স্বাস্থ্যের সংবাদ সাধারণতঃ মন্দ নয়, সহরে ওলাউঠা হইতেছে। গয়ায় ও সাহাবাদে, বসন্ত এপর্য্যন্ত বিলক্ষন আছে। ত্রিহুতের কোন কোন অংশে ওলাউঠা দেখা দিয়াছে। ভাগলপুরের অন্তর্গত কর্ম্মীতে ওলাউঠা হইতেছে। পূর্ণিয়ার সংবাদ উত্তম। কটকের স্বাস্থ্যসংবাদ ভাল। কোন কোন স্থানে ওলাউঠা অন্তর্হিত হইতেছে।

১৮৭৩ সালে বাঙ্গালাদেশে স্কুল ও কালেজ সর্ব্বশুদ্ধ ১৪৩০২ ছিল। ছাত্রসংখ্যা ৪,০১,০০৫। বাঙ্গালায় ৬,৫৮.৫৬,৮৫৯ লোকের বসতি। সুতরাং সে পরিমাণে অতি অল্প লোকই শিক্ষা পাইয়া থাকে।

কৃষি সমাজের গত অধিবেশন দিবসে টিটাগড়ের রগসওয়েল সাহেবের এক খানি পত্র পঠিত হয়। ইনি বলেন বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র মেহগ্নি বৃক্ষ জন্মিতে পারে। বৃক্ষসকল শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। তাঁহার নিজের উদ্যানে অনেক গুলি বৃক্ষ আছে। কৃষিসমাজকে কতক গুলি বীজ দেওয়া হইয়াছে। যাহাদিগের জমীদারি ও উদ্যান আছে তাঁহাদিগের এই বৃক্ষ রোপণ করা কর্ত্তব্য। একটী মেহগ্নি বৃক্ষ ২০ বৎসরের পরে ১৫০ টাকা মূল্যের হইয়া থাকে। কৃষি সমাজ এই বীজ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন। আমরা মফঃস্বলের জমীদারদিগকে এই বৃক্ষ রোপণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। স, চ।

গত কল্য ভারতবর্ষীয় গেজেটের একখানি অতিরিক্ত সংখ্যায় গবর্ণমেণ্ট ২৭৫ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিবার নিমিত্ত বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। ৫০০ টাকা করিয়া কাগজগুলি হইবে। সুদ শত-

করা চারিটাকা। আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এবং নবেম্বর এই চারি মাসের মধ্যে চারি কীস্তিতে টাকা লওয়া হইবে।

দূত বলেন গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার বেলা চারিটার সময় শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ মৃত বাবু বীরেশ্বর মিত্র মহাশয়ের পথ পার্শ্বস্থ বৈটকখানা বাটীর দোতালা দুইটী ঘর হঠাৎ পড়িয়া তিনটী লোক ও একটী বলদ গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে। বোধ হয় কেহই রক্ষা পাইবে না। প্রায় মাস দুই হইল এই রাস্তা দিয়া ড্রেণ যায়, সেই সময় এই বাটীটী চিড় খাইয়া যায়। গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করাতে গবর্ণমেণ্ট সেই ফাটা সারিয়া দেন, এবং কোন প্রকার অনিষ্টের দায়ী থাকেন। উক্ত দিবসে প্রাচীরের পার্শ্ব খুঁড়িয়া বাটীর ভিতর ড্রেণ লইয়া যাওয়া হইতে ছিল, হঠাৎ বাটীটী পড়িয়া গেল। এক্ষণে তিনজন মনুষ্যের ও একটী গোরুর প্রাণ হানির দায়ী হয় কে? উক্ত ষ্ট্রীটের আর একখানি দোতালা পূর্ব্বে ঐরূপ ফাটিয়াছিল। যাঁহারা বাটীর মধ্যে ড্রেণ প্রভৃতি লইয়া যান, তাঁহাদের অত্যন্ত সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

হুগলী কালেজের অধ্যক্ষ রবার্ট থোয়েটু সাহেবের পক্ষাঘাত পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ হওয়াতে তিনি বীরভূমে হাওয়া খাইতে গিয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম।

পালনপুরের নবাব তাঁহার রাজ্যের উন্নতি সাধনার্থ কতক গুলি কৃতবিদ্য দেশীয়কে নিযুক্ত করিবার মানস করিয়াছেন। কৃতবিদ্য বঙ্গ বাসিগণ এ বিষয়ে চেষ্টিত হউন না।

রেও বাহাদুর গোপাল রেও হরি দেশমুক কচ্ছের নূতন দেওয়ান হইবেন।

লক্ষ্নৌ টাইম্‌স বলেন, কানিঙ কলেজের গৃহ নির্ম্মাণার্থ গবর্ণমেণ্ট ৪০০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

আগ্রা মিউনিসিপালিটীর প্রার্থনায় এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আগ্রাতে একটী শস্যের বাজার স্থাপনের অনুমতি দান করিয়াছেন।

সহচর বলেন আমরা আহ্লাদিত হইলাম রাজকীয় রেলওয়েতে যে সকল শকট চলিবে তাহা কড়কিতে প্রস্তুত হইতেছে। ইংলণ্ড হইতে কেবল রেল ও কল আসিবে। সিরমুরের লোহা খানার রেল হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট যদি স্থানীয় শিল্পের উৎসাহ দেন, তাহা হইলে অল্প মূল্যে এদেশে উৎকৃষ্ট দ্রব্য পাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা মাঞ্চেষ্টর ও শেফিল্‌ডের ভয়ে সর্ব্বদা কম্পিত।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজে মুসলমানদিগের জয় জয় কার। তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট তাহাদের পক্ষপাতী। শুনা যায়, ভাল পদ পাইবার জন্য কেহ কেহ তথায় মুসলমান হইতেছে। আবার অনেক সংবাদ পত্রে দেখা গেল কাপ্তেন ক্যাম্বেল নামক এক সাহেব মহম্মদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ বৎসর বয়স্ক একটী বালক ইংলণ্ডের সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দিগের মধ্যে ৫ম দাঁড়াইয়াছেন। মান্দ্রাজকে মূর্খতার রাজ্য বলাযায়, কিন্তু মান্দ্রাজ এবার ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে।

বোম্বাই।

লক্ষ্মীবাইর স্বামী সুরাটের মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহার সমর্থনার্থ ৮০ জন সাক্ষীর নাম দিয়াছেন। গুই কুমারের উকিলেরা এইটী প্রমাণ করিবার চেষ্টায় আছেন, যে লক্ষ্মীবাইর সহিত অভিযোক্তার বিবাহ হয় নাই, কেবল বিবাহ হইবার জন্য কথা হইয়াছিল। তাহার স্বামী ইহার বিরুদ্ধে প্রমাণ দিবেন।

বোম্বাইর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তর ভাউ দাজীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ইনি বিদ্যা বুদ্ধি ও হিতৈষিতায় ইউরোপীয় সমাজেও প্রতিষ্টিত ছিলেন। গত শনিবারের পূর্ব্ব শনিবার তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ইউরোপ।

বিনিসের ডাক্তর গ্রোব্‌সের মতে শুষ্ক মাটী উত্তম রূপে গুঁড়া করিয়া কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া ব্যবহার করিবে, ইহাতে ফোঁড়া বা কাটা ঘার পচা গন্ধ দূর হয়। পার একখানি হাড়ের কম্পাউণ্ড ফ্র্যাক্‌চর এই উপায়ে আরোগ্য হইয়াছে। পীড়িতের বরাবর কষ্টের অনেক লাঘবও হইয়াছে।

সুবিখ্যাত কুমারী ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল তাঁহার ভারতবর্ষে জীবন ও মৃত্যু বিষয়ক বক্তৃতা একখানি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। নরউইচের সামাজিক বিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে উহা পঠিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডীয় মহিলা ভারতের বিষয় চিন্তা করিতেছেন. বড় আনন্দের বিষয়।

গত ১২ মে ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটীর প্রথম অধিবেশন হয় জজ আডবোকেট ফ্রিকেন কেভ সভাপতি ছিলেন। ফসেট সাহেব ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন।

রুসিয়েশ্বরের ইংলণ্ড দর্শনের অভিপ্রায় কি, ইহা লইয়া অনেকে অনেক প্রকার তর্ক করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন ইংলণ্ডের সহিত গাঢ় সন্ধি স্থাপনই ইহার উদ্দেশ্য, এটী খুব সম্ভব। আবার সম্রাট ইংলণ্ডেশ্বরীর কনিষ্ঠা কন্যা বিট্রিসের সহিত তাঁহার পুত্র গ্রাণ্ড ডিউক আলেক্‌সিসের বিবাহ সম্বন্ধ করিতেছেন। এরূপ পরিবর্ত্ত বিবাহ না হইলে গাঢ় প্রণয় বদ্ধ হয় না।

ইউরোপে শবদাহ লইয়া ঘোর আন্দোলন চলিয়াছে। জুরিচে গোরস্থানের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ ২০০০ লোক ইহার স্বপক্ষে এক সভা করিয়াছেন। বেলে প্রাচীন দলের পুরোহিতগণ ইহার অনুমোদন করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে ইহাদ্বারা জনসমাজের স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে। জর্ম্মণির সংবাদ পত্র সকল এ ব্যাপার লইয়া মহা ধুমধাম করিতেছেন। বার্লিনের একটী কারখানা হইতে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে যে শবদাহোপযোগী একটী উত্তম যন্ত্র প্রস্তুত আছে, যাহার প্রয়োজন হয়, গ্রহণ করিবে।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় স্ত্রীলোকদিগকে উপাধি দানের অধিকার দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইহা লইয়া ঘোর বিতণ্ডা হইয়াছিল।

একখানি হঙ্গেরী পত্রে লিখিয়াছে, বিলাতী এক সাহেব তাঁহার পত্নীর সম্মুখে তাহার দেড় বৎসরের একটী সন্তানকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বলিদান করিয়াছেন। ইউরোপেও নরবলী কুসংস্কার!

বোনাপার্টী দলাক্রান্ত লোকেরা এক প্রকার মুদ্রা বাহির করিয়াছে, তাহাতে প্রিন্স ইম্পিরিয়ালের মস্তক খোদিত করিয়া তাহাকে ৪র্থ নেপোলিয়েন বলিয়া ১৮৭৪ সাল অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাদিগের পূর্ব্ব সূচনা অসম্ভব কে বলিবে?

আগামী সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে ওরিয়েণ্টালিষ্টদিগের জাতিমধ্যস্থ সভা হইবে। সভা ৬টী শাখায় বিভক্ত হইয়া নিম্নস্থ সভাপতিগণের অধীন হইয়াছে। ১ আর্য্য বিভাগ, মাক্স মুলার; ২ সেমিটিক বিভাগ, সার হেনরী রলিনসন; ৩ টুরাণীয়—সার রথারফোর্ড আলকক; ৪ হামিটিক বিভাগ—ডাক্তর বার্চ; ৫ আর্চিয়লজিকাল বিভাগ, গ্রাণ্ট ডফ; ৬ জাতি মূল তত্ত্ববিভাগ—অধ্যাপক ওয়েন। ডাক্তর বার্চ সাধারণ সভাপতি।

বিবিধ।

আমেরিকা দেশীয় একখানি পত্রের মতে সমুদায় তুর্কি সাম্রাজ্যে যত মুসলমান আছে, বঙ্গদেশে তদপেক্ষা অধিক।

নীল নদের উৎস অনুসন্ধানার্থ মিসর গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি লোক পাঠাইতেছেন, আলী পাশা তাহাদিগের অধ্যক্ষ হইবেন।

শুক্র গ্রহের গতি দর্শনার্থ ইংরেজ জ্যোতির্বিদেরা যত টাকা চাহিয়াছিলেন, আমেরিকা গবর্ণমেণ্ট প্রায় তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ ১,৫০,০০০ ডলার দিয়াছেন।

কার্ণেল নগরস্থ কজী সাহেব গত ১৭ই এপ্রেল একটী নূতন ধূমকেতুর আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা জুন মাসে সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া ক্রমশ পৃথিবীর সন্নিহিত হইবে এবং সমধিক উজ্জ্বলতা প্রদর্শন পূর্ব্বক হঠাৎ দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিবে।

আমেরিকাতে তুলার বীচি হইতে তৈল বাহির করিবার জন্য ২০টী যন্ত্র বসিয়াছে এবং প্রতি বৎসর দেড় লক্ষ টন বীচি পেষিত হইতেছে। ইহার খৈল গাভী প্রভৃতির সুখাদ্য।

ওয়াসিংটনের শিক্ষা সভা সিদ্ধারণ করিয়াছেন, তত্রত্য সমুদায় কলেজ ও স্কুলে জর্ম্মণ ভাষা পঠিত হইবে

আফ্রিকার সুবর্ণ তটস্থ অধিবাসী দিগের এই রূপ বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদের প্রধান আমিষ খাদ্য শম্বুক। ভারবহন ও সংগ্রাম উভয় কার্য্যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকগণ অধিক সক্ষম। স্ত্রীলোকগণ আমেজনীয় দিগের ন্যায় বীর রমণী। তাহাদের ধর্ম্মে পুণ্য আত্মা নাই, পাপ আত্মাই উপাস্য, তাহারা সকল পদার্থই পূজা করে। নর বলী অতি সাধারণ, রা-ার প্রধান ঘাতক স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, বৎসরে ২০০০।৩০০০ হত্যা হয়। শুক্রবার ও রবিবার ব্যতীত বলিদান করে। আসান্টি রাজ এ কুপ্রথা নিবারণে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে অনুমান হয়, ডাক্তর লিবিংষ্টোন শেষাবস্থায় ক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য বারংবার অনুরোধ করিলেও দেশে আসিতে চান নাই, অধিকাংশ সময় নিরুদ্দেশে অপ্রয়োজনীয় স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, বিজ্ঞতা সহকারে উপযুক্ত স্থান সকল অনুসন্ধান করেন নাই। বস্তুতঃ ১৮৬৩ সালেরও ৭২ সালের লিবিংষ্টোনে বিস্তর প্রভেদ লক্ষিত হইয়াছিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমই তাঁহার মানসিক বিকৃতির কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

সমস্ত ভারতবর্ষ শাসনের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ১.০৩৫৭৭ জন যোদ্ধা, ১৩,২৩৭ টি যুদ্ধের অশ্ব এবং ৩৮৫টী কামান আছে। এ দেশীয় রাজগণের সর্ব্ব শুদ্ধ ৩,০০,০০০ জন যোদ্ধা এবং ৩.৪৮১টী কামান আছে।

নীকোবরদ্বীপ বাসীরা ডুব দিয়া সমুদ্র হইতে মৎস্য তাড়াইয়া ধরিয়া থাকে।

প্রেরিত।

জয়নগরের শবদাহ।

জয়নগরের সদর রাস্তার অতি সন্নিকট শবদাহ কার্য্য আজ বহু দিবস অবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং গো, অশ্ব, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহ পালিত জন্তুর মৃত শরীরও ঐ স্থানে প্রোথিত এবং নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। শব দাহ কালে এবং প্রক্ষিপ্ত মৃত দেহ হইতে সময় সময় এরূপ দুর্গন্ধ উত্থিত হয় যে তৎপার্শ্ববর্ত্তী বিশুদ্ধ এবং নির্ম্মল বায়ুকে এক কালে দূষিত করিয়া ফেলে। তাহাতে সে কেবল পথিকদিগের পথ চলা বন্ধহয় এমন নয়, ঐ স্থানের সন্নিকটস্থ অধিবাসী দিগেরও কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকে না। এমন কি দেখা যায় কখন কখন তাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে বাধ্য হন। গত কল্য কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে আমি ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলাম এমন সময়ে একটী শব দাহ হইতেছিল, উহাতে ঐ স্থানের (যাহাকে জগার ঘাট বলিয়া থাকে) সন্নিকটস্থ অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত বায়ু সমস্তকে এরূপ দূষিত করিয়াছিল যে তাহাতে ভদ্রলোকের কথা দূরে থাকুক, ইতর লোকও পর্য্যন্ত কেহই ঐ সাধারণ রাস্তা দিয়া গমনাগমন করিতে সমর্থ হয় নাই। কেহ বা জটিল পথ দিয়া কেহবা কোন গৃহস্থের বাটীর মধ্য দিয়া অধিক সময়ে তাঁহাদিগের স্ব স্ব উদ্দেশ্য স্থানে যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। মহাশয়! এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে তাহাতে পথিকদিগের গমনাগমনের বড় অসুবিধা হয়। পূর্ব্বে ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকে একটি মাটীর প্রাচীর ছিল, তাহাতে অনেক সময় দূষিত বায়ু এবং পচা গন্ধ সমস্ত ইতস্ততঃ বিস্তার হইতে পারিত না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ঐ প্রাচীরের এখন চিহ্ন মাত্র নাই এজন্য পথিক দিগের গমনাগমন এবং পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসী দিগের ওখানে বাস করিতে যে বিশেষ কষ্ট হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? ঐ জগার পাড় নামক স্থানটী মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত। অতএব মিউনিসিপালিটির অধীনস্থ স্থান সমূহের অধিবাসীদিগের যাহা কিছু দুর্গন্ধ জনিত অনিষ্ট উৎপন্ন হয় তাহা যখন নিবারণ করা ইহার মেম্বর দিগের উদ্দেশ্য, তখন তাঁহারা যে কি বলিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে ঔদাস্য প্রকাশ করিতেছেন তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না। এখন জিজ্ঞাসা করি মেম্বরেরা প্রজার নিকট হইতে চৌকিদারি টেক্স কি বলিয়া লন? শুনিতে পাই প্রজার কষ্ট দূর করিবেন বলিয়া। কিন্তু প্রজার দুঃখের সীমা নাই প্রাণ লইয়া টানাটানি। যাহাহউক সম্পাদক মহাশয়! প্রার্থনা করি আপনি যাহাতে ঐ সদর রাস্তার কিছু অন্তরে শবদাহ হয় তাহার চেষ্টা করিবেন, আপাততঃ যাহাতে ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকে একটী উত্তম প্রাচীর প্রস্তুত হয় তাহার উপায় করিবেন। তাহা হইলে বোধ হয় পথিকদিগের এবং ঐ স্থানের আসপাশ বাসীদিগের অনেক কষ্টের লাঘব হইবে।

জয়নগর।　　শ্রী

লাহোরের সংবাদ দাতা।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার গত অধিবেশনে ডাক্তর রহিম খাঁ প্রস্তাব করেন যে বাঙ্গালা ভাষা প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত হয়, কিন্তু সে প্রস্তাবটী নিষ্ফল হয়। সভাদিগের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান এবং অপরাংশ "সম্ভচনী" লোক, এ জন্য উক্ত প্রস্তাব তাঁহাদের হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। এখানকার কোন কোন স্বাধীন মতাবলম্বী ব্যক্তির মতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা প্রবিষ্ট করা শ্রেয়স্কর। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে ইহা দ্বারা স্থানীয় বঙ্গবাসী গণের অনেক সুবিধা হইবে আরো ইহাতে বিদ্যালয়েরও মুখোজ্জ্বল হইবে, কেননা এই কৌশলে পরিষ্কার ফল সন্তোষকর হইলে বিদ্যালয়ের সুখ্যাতি বিস্তার হইবার সম্ভাবনা। উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট জ্ঞাপন করিলে উক্ত গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া ইহার স্বাধীন অস্তিত্বের অনুমোদন করিবেন। এ সময়ে ডাক্তর লাইটনার ও বাবু নবীনচন্দ্র রায় মহোদয় দ্বয় এখানে থাকিলে প্রস্তাবটী কার্য্যকর করিয়া তুলিতে পারিতেন। প্রবাসী বাঙ্গালী বাবুরা সাধারণের উপকার জন্য অন্ততঃ আপনাদিগের জাতীয় মঙ্গলের জন্য এ বিষয়ে চেষ্টা করেন ইহা বাঞ্ছনীয়। গবর্ণমেণ্টের প্রতি-বক্তব্য বাঙ্গালীদিগের প্রতি কেন তাহাদিগের এ

প্রকার সর্ব্বাভৌমিক বিষ দৃষ্টি! এখানে মেডিকেল কলেজ করিলেন তাহাতে বাঙ্গালিদিগের প্রবেশ নিষেধ, আবার অপর বিদ্যালয়েও সেই রূপ নিয়ম। ইহা কোন শনি মন্ত্রিবরের ফল মন্ত্রণা এ প্রকার জাতি বিচ্ছেদের বীজ বপন করাতে কি গূঢ় অভিসন্ধি আছে, আমরা কি তাহা জানিতে পারি না?

সম্প্রতি এখানে একটী হিন্দু যুবা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। শুনা যাইতেছে সে হিন্দু সমাজে পুনঃ গৃহীত হইয়াছে। উক্ত যুবা এক দিন গৃহে কোন কলহ হেতু নিকটস্থ মস্‌জিদে গিয়া হিন্দু চিহ্ন প্রকাশক কেশ গুচ্ছ এক খানি ছুরি দ্বারা কর্ত্তন করিয়া পরে এক জন মুসলমানের হস্ত হইতে কোন খাদ্য লইয়া ভক্ষণ করে। পরিশেষে কল্‌মা পড়িয়া পাকা রূপে মুসলমান ধর্ম্মী হয়। এত ব্যাপারের পর আবার যে সে হিন্দু সমাজে স্থান পাইল, এই আশ্চর্য্য।

সচরাচর বঙ্গীয় দম্পতির মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা স্বামীর বয়স সমধিক হওয়াই তথাকার সাধারণ প্রথা। কিন্তু এই অনিষ্টকর প্রথাটী এখানে অন্য রূপ ধারণ করিয়া এখানকার হিন্দু সমাজকে শাসন করিতেছে। এখানে স্ত্রীর বয়ঃক্রম স্বামী অপেক্ষা অধিক দেখাযায়। সম্প্রতি এখানে কোন এক ভদ্র পরিবার মধ্যে ৬ বৎসর বয়স্ক একটী বালকের সহিত একটা অষ্টম বা নবম বর্ষীয় বালিকার পরিণয় ক্রিয়া অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

উর্দ্দু ভাষাতে আদিরস সংঘটিত অথবা নিকৃষ্ট প্রণয় ব্যঞ্জক কবিতা ব্যতীত বিশুদ্ধ পদ্যাবলী অতি বিরল। এই অভাবটী পূর্ণ করিবার জন্য বিশুদ্ধ কবিতা রচনা বিষয়ে এখানকার শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন এবং সে জন্য একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, তথায় সময়২ স্বভাব গণন সূচক কবিতা পঠিত হইবে। "রাত্রি এবং বর্ষা" এই দুইটী প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে এবং আগামী সভায় শীত ঋতু সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ হইবেক। ব্যবস্থাটী মন্দ নহে।

স্থানীয় মোগ্গমণী পঞ্জাব সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি পার্কর সাহেব এবং সম্পাদক পণ্ডিত প্রেম নাথ আপন২ কার্য্য ভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রধান বিচার পতি বুলনো সাহেব সভাপতির এবং বাবু চন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ও বরকত আলী খাঁ সাহেব সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। মত ভেদের সংক্ষিপ্ত কারণ এই যে বৃদ্ধ দল একটু আপন প্রভুত্ব প্রচার করিতে উদ্যোগী এবং যুবক দল তাহার বিরোধী হইয়া এক প্রকার সাধারণ তন্ত্র প্রণালী অনুসারে কর্ম্ম করিতে চাহেন। আসল কথা এই সেকেলে মত ও ভাব একালের মত ও ভাবের সহিত সম্পূর্ণ মিল খায় না।

ভদ্র নাম ধারী একজন বিখ্যাত সুরাপায়ী সে দিন সুরাপানে মত্ত অবস্থায় গৃহের ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়াছে, শরীরের কোন কোন অঙ্গের অস্থি চূর্ণ হইয়াছে। সুরাদেবীর কি এত মধুর আকর্ষণ যে তাঁহাকে পাইবার জন্য এত কঠোর সাধন আবশ্যক যে অস্থি পর্য্যন্তও চূর্ণ করিতে হইবে।

বাস্তবিক সম্পাদক মহাশয় গবর্ণমেণ্টের ভূত কারখানা বুঝে উঠা ভার। মিউনিসিপাসিটীর "ইলেকসন সিস্‌টেম" যেখানে প্রচলিত হওয়া সেখানে না হইয়া বন্য গ্রামে শৃগাল রাজার মত তাহা প্রচলিত হইতেছে কলিকাতায় যেখানে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ভাবে কার্য্যের সময় উদয় হইয়াছে সেখানে ইহা প্রচলন শোভনীয় তাহা না হইয়া কোথায় পঞ্জাবে ইহার প্রাদুর্ভাব হইল এ প্রথাটী এখানকার "সদ্‌ বাসীদিগের" হাতে পড়িয়া যে অপব্যবহৃত হইবে তাহা নিশ্চয়।

বাল্য কালের পাঠ্যকাল স্মরণ হইলে এখন মন আহ্লাদিত হয় তখন এই দুর্দ্দান্ত গ্রীষ্মের অবকাশটী কেমন সুখকর বোধ হইত। এক্ষণে কিন্তু দুঃখের কথা কি বলিব ৭ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া প্রভুকে খুসী করা যায় না। কোন২ মহাপ্রভু বলেন যে ১০।১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করাইলে যখন নালিস চলেনা তখন তাহা কেন না করা হইবেক। আহা কি দয়া! প্রভুরা ত কিছুই করিবেন না কেবল আমাদের উপর এইরূপ অত্যাচার করাই কি তাঁহাদের কার্য্য? এ প্রকার করিলে বলি "স্লেভ টেড" আর কি দোষ করিল? এমন২ মহাত্মার এখানে বিরাজ করিতেছেন যাঁহার সরকারি ছুটীর দিনও দপ্তর কাজ লয়েন মহারাণীর জন্য দিন উপলক্ষে বন্ধ হইবার হুকুমজারী হইয়া; সে হুকুম ও এখানকার সরকারি দপ্তর সমবারে মহাত্মারা গ্রহণ করিলেন না। ইহারা ডিল্‌কী সাহেবের চেলা না কি? গবর্ণমেণ্টের এ বিষের তত্ত্ব লইয়া এ প্রকার যথেচ্ছারীদিগকে শাসন করা আবশ্যক।

গ্রাহকগণের প্রতি।

যাঁহাদিগের ভারত সংস্কারকের অগ্রিম মূল্য শেষ হইয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক ১২৮১ সালের অগ্রিম মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

ভারত সংস্কারকের অধ্যক্ষ।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক … …	৬ টাকা	৭৷০
" ষাণ্মাসিক … …	৩৷০ "	৪৷০
" ত্রৈমাসিক … …	২ "	২।৶০
মাসিক …	৸০	৸/০
প্রতি সংখ্যা … …	।০	[illegible]

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৶০ আনার হিসাবে তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

মূল্যাদি প্রেরণের নিয়ম।

ভারত সংস্কারকের জন্য বা ইহাতে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য, নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডার, অর্দ্ধ আনার পোষ্ট ষ্টাম্প, ইহার যে কোন প্রকারে সুবিধা হয় সেইরূপে রেজিষ্টার করিয়া, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষের নামে প্রেরয়িতার নাম ও ঠিকানা বিশেষ রূপে লিখিয়া পাঠাইবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

২য়, ভাগ ১১শ সংখ্যা } বঙ্গাব্দ ১২৮১—২০শে আষাঢ় শুক্রবার। ১৮৭৪—৩রা জুলাই { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭৷৹ টাকা।

সূচী।

গ্রাহকগণের প্রতি।

যাঁহাদিগের ভারত সংস্কারকের অগ্রিম মূল্য শেষ হইয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক ১২৮১ সালের অগ্রিম মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

ভারত সংস্কারকের অধ্যক্ষ।

সপ্তাহ।

রাজা হরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহার স্বর্গীয় পিতা রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের গুণাবলী বিবিধ সংবাদ পত্র প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এরূপ পিতৃভক্তি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, সার রিচার্ড টেম্পল হুগলী জেলার রথ্যাকর আদায় স্থগিত রাখিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। সার জর্জ ক্যাম্বেল ইহার মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিসনর লর্ড ইউলিক ব্রাউন বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, এ বৎসর ২৪ পরগণায় ৭, নদিয়াতে ৫ এবং যশোহরে ৩টী জুনিয়ার স্কলর্সিপ প্রদত্ত হইবে। বিভাগীয় তালিকার উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের প্রাপ্ত সংখ্যা গণনা করিয়া ছাত্রবৃত্তির গ্রেড নির্দ্দিষ্ট হইবে। অন্যূন অর্দ্ধেক ছাত্রবৃত্তি ড্রইঙ, সর্ব্বেইঙ এবং প্রাকৃত ভূগোলে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের প্রাপ্য। আগামী ৮ই, ৯ই এবং ১০ই অক্টোবর কৃষ্ণনগর কলেজ, যশোহর জেলা স্কুল এবং সেনেট গৃহে এই শেষোক্ত পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

লর্ড নর্থব্রুক বাবু কেশব চন্দ্র সেনের একটী অয়েল পেইন্টিং প্রতিকৃতি প্রস্তুত করণার্থ অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপকের পদ শূন্য হইতেছে। এতদিন বাবু শ্যামাচরণ সরকার সুযোগ্যতা সহকারে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন। এই পদে তাঁহাকে পুনর্মনোনীত করা যে সর্ব্বতোভাবে বিধেয় তাহাতে দ্বিমত হইবার কারণ নাই। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম আইন বিভাগের গত অধিবেশনে দেশীয় একজন উকীল প্রস্তাব করেন, ভারতবর্ষে যোগ্য লোক মিলা দুর্ঘট, অতএব বিজ্ঞাপন দিয়া ইউরোপ হইতে একজন অধ্যাপক আনা হউক। এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

ভারত সংস্কারক।

দুর্ভিক্ষের বিংশ রিপোর্ট।

গত ২৫এ জুন যে পক্ষের শেষ হইয়াছে, তাহার বিবরণ সার রিচার্ড টেম্পেল গোয়ালন্দ হইতে লিখিয়াছেন। ইতিমধ্যে যিনি গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী সকল দিয়া বঙ্গদেশের উত্তর পূর্ব্ব ভাগ পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশ কুচ বিহার, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, মালদহ, রাজসাহী এবং পাবনা এই কয় জেলা লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে।

উক্ত স্থান সমূহে বসন্তকালে বারংবার বৃষ্টিপাত হওয়াতে বোরো ধান্যের চাষ যথেষ্ট হয়। মে মাসে যখন শস্যাভাব উপস্থিত হইল, মূল্য বাড়িল এবং খাটুনী মিলা দুষ্কর হইল, তখন এই বোরো ধান্যদ্বারা বিশেষ সাহায্য লাভ হইয়াছে। মে মাসের শেষে এবং জুনমাসে বৃষ্টি মুসলধারে না হউক, প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে, তাহাতে অন্য বৎসরাপেক্ষা আউসের চাষ উৎকৃষ্ট হইয়াছে। হৈমন্তিক ধান্যের বীজ যেরূপ প্রস্তুত হইতেছে, তাহা আশাজনক।

নদীর জল ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এ প্রদেশের অভ্যন্তর বাণিজ্যের যথেষ্ট সুবিধা আছে, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক্ হইতে অনুকূল বায়ু ও অনেক দিন অবধি বহিতেছে। অত্রত্য প্রধান বন্দর নারায়ণ গঞ্জ হইতে ঢাকাই নৌকাযোগে চাউল প্রভৃতি দুঃস্থ স্থানসকলে রপ্তানি হইতেছে, কিন্তু চাউলের অভাব পূরণ হই- হইতেছে না। দিনাজপুরের বাজার অন্যান্য জেলার অভাব পূর্ণ করিত, কিন্তু এবৎসর তাহার নিজের অকুলান ঘুচাইতে পারিতেছে না। বস্তুতঃ অন্যান্য স্থানাপেক্ষা দিনাজপুরে অন্নকষ্ট

অধিক। রাজসাহী ও পাবনাতেও শস্যের মূল্য যারপর নাই বৃদ্ধি হইয়া লোকদিগের ক্লেশাধিক্য হয়, আউসের সুলক্ষণ দেখিয়া ও গবর্ণমেণ্টের আমদানি শস্য পাইয়া একটু সচ্ছল অবস্থা হইয়াছে। রঙ্গপুর ও বগুড়া ময়মন সিংহ হইতে শস্যের সাহায্য লাভ করে, কিন্তু তাহার ব্যাঘাতে ইহার বিলক্ষণ কষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টকে এখানে অনেক সাহায্য দান করিতে হইয়াছে। ময়মন সিংহ অন্যকে সাহায্য করিতে গিয়া নিজে বিপন্ন হইয়া পড়েন। এখানকার লোকের হাতে টাকা ছিল, কিন্তু বাজার শস্য শূন্য, এজন্য গবর্ণমেণ্টকে বিস্তর শস্য আমদানি করিতে হয়। ঢাকায় শস্য একপ্রকার উত্তম জন্মিয়াছিল, তথাপি এখানে একসময়ে টাকায় চাউল ৮।১০ সের বিক্রীত হয়, এখন ১২।১৩ সের হইয়া একটু সচ্ছল হইয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য পূর্ব্বাঞ্চলে কৃষি বাণিজ্যের যেরূপ অবস্থা বর্ণিত হইল, তাহাতে লোকদিগের কষ্ট নিবারণ হইবে কিনা? প্রথমতঃ আউস ধান্য কাটিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত কিসে চলিবে? অনেক বহুদর্শী লোকের মতে শস্যের ভাণ্ডার যথেষ্ঠ নাই, যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, কেবল আউসের আশায় কেহ ছাড়িবে না, হৈমন্তিক ধান্যের গতিক দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিবে। দ্বিতীয়তঃ আউস ধান্যে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের কষ্টদূর হইতে পারে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত হৈমন্তিক ধান্য না পাওয়া যায়, অর্থাৎ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত, চলিবার উপায় দেখা যায় না। অন্যান্য স্থান হইতে আউসের কিছু২ আমদানি হইতে পারে, কিন্তু পৌষ ধান্যের অবস্থা না দেখিয়া কোন স্থানে সঞ্চিত ধান্য হস্তান্তর করিবে না। এইজন্য অক্টোবরের পর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ পীড়ার বিশেষ আসঙ্কা আছে।

শস্যের মূল্য প্রায় সমান আছে। বেহার ও উত্তর বাঙ্গালার অনেক স্থানে মূল্য কমিয়াছে। বর্দ্ধমান ও হুগলীতে হ্রাস হইয়াছে, যশোহর, মালদহ, বীরভূম, মেদিনীপুর ও হাবড়াতে বৃদ্ধি হইয়াছে, মুরসিদাবাদের গতিক এইরূপ। রঙ্গপুর, বগুড়া ও পাবনার মূল্য কমিয়াছে, যাবতীয় পূর্ব্বাঞ্চলস্থ জেলার কিছু বাড়িয়াছে, ঢাকা ও ফরিদপুরে অধিক, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামে অল্প। বেহারে ত্রিহুত, পাটনা, সাহাবাদ এবং চম্পারণে কমিয়াছে, কেবল মুঙ্গেরে বৃদ্ধি হইয়াছে। ছোট নাগপুরের কেবল হাজারি বাগে কিছু বাড়িয়াছে। পুরীতে চামান্য চাউল টাকায় প্রায় ২৮ সের ছিল, তেইস সের দাঁড়াইয়াছে।

রিলিফ ওয়ার্কে যাহারা কার্য্য করিতেছে, তাহাদিগের সংখ্যা গত পক্ষে ১৭, ৩৭, ৭৬৮ ছিল, ১৭, ৭০, ৭৩২ হইয়াছে অর্থাৎ ৩২, ৯৬৪ জন অধিক হইয়াছে।

দেওয়ানী মোকর্দ্দমার আপিল।

এ বিষয়ের একখানি পাণ্ডুলিপি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইয়াছে। ইহা নূতন সূচনা নহে। হবহাউস সাহেব অনেক দিন পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে ছয়টী প্রস্তাব করেন। আপিলের সংখ্যা হ্রাস করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। আমরা ১২৮০ সালের ২৫এ শ্রাবণের ভারত সংস্কারকে তাহার উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছি। যাহাতে আপিল সংখ্যা হ্রাস হয় এ উদ্দেশে কোন প্রকার অনুষ্ঠান বাস্তবিক আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আপিলের সংখ্যা হ্রাস করিতে গিয়া বিচার বিতরণের মূলে আঘাত করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। অনর্থক মোকর্দ্দমা স্পৃহার শাসন যেমন একদিকে আবশ্যক, সুবিচারের স্রোত অনবরুদ্ধ রাখাও অপরদিকে তেমনি আবশ্যক। যাহাতে এ দুয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা পায়, কেবল এ প্রকার বিধানই উপকারজনক হইতে পারে।

পাণ্ডুলিপিটী উপস্থিত করিবার সময় হবহাউস সাহেব একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সূচনার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা দুটী বিষয় বিশেষরূপে সংশোধিত হইতেছে। প্রথমতঃ হাইকোর্টে যে সকল আপিল উপস্থিত হইবে তাহাতে এক্ষণে প্রমাণ ও আইন ঘটিত বিষয় মীমাংসিত এবং সকল বিষয়ে সুবিচার বিতরিত হইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ আপিল করিবার ক্ষমতা কিয়ৎ পরিমাণে সংযত ও তদ্বিষয়ক বিশেষ নিয়ম ধার্য্য হইতেছে।

প্রথমতঃ এক্ষণে হাইকোর্টে দুই শ্রেণীর আপিল উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর আপিল কেবল অব্যবহিত নিম্ন আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে উপস্থিত হয়। এই সকল আপিলে আইন ও প্রমাণ উভয় ঘটিত, বিষয় বিতর্কিত ও মীমাংসিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর আপিল, নিম্নতর আপিল আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে উপস্থিত হয়। এই সকল আপিলে কেবল আইন ঘটিত বিষয়ের তর্ক ও মীমাংসা হইয়া থাকে, যদি তাহাতে নিম্ন আদালতের প্রমাণ ঘটিত কোন দোষ ও ত্রুটি লক্ষিত হয়, হাইকোর্ট স্বয়ং তাহার সংশোধন করিবার ভার গ্রহণ না করিয়া নিম্ন আদালতের উপর তৎ প্রতীকারের আদেশ প্রচার করেন। আইন ঘটিত কারণ উপস্থিত না হইলে ৫০০০ টাকার ন্যূন দাবির মোকর্দ্দমার বিচারের বিরুদ্ধে কোন খাস আপিল হাইকোর্টে উপস্থিত হয় না। এরূপ অন্যায় নিয়ম প্রবর্ত্তিত থাকাতে যে অনেক অন্যায় বিচার অসংশোধিত থাকিয়া যায়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। দুষ্ট লোকে আইনের কুতর্ক তুলিয়া নিম্নতম আদালতের একটা সামান্য মোকর্দ্দমার আপিল হাইকোর্ট পর্য্যন্ত টানিয়া আনিতে সমর্থ হয়, কিন্তু সোবর্ডিনেট জজ আদালতের ৩০০০ টাকার মোকর্দ্দমারবিচারে যদি প্রমাণ ঘটিত দোষ থাকে, হাইকোর্টে তাহার আপিল হইতে পারে না। এক্ষণে দুই শ্রেণীর আপিল ভাঙ্গিয়া এক শ্রেণী হইয়া যাইতেছে। সাধারণ আপিল ও খাস আপিলে কোন প্রভেদ থাকিতেছে না।

এ সংশোধনটী অবশ্যই সকলের মনোমত হইবে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ মোকর্দ্দমার মূল্য ২০০ টাকার অনধিক হইলে হব হাউস দ্বিতীয় আপিলের আর কোন সহজ পথ রাখিতেছেন না। যদি প্রথম আদালতের বিচারের সঙ্গে প্রথম আপিল আদালতের বিচারের ঐক্য হয়, তাহাহইলে এবিষয়ে আমরা কোন বিশেষ দোষ দেখিতে পাই না। কিন্তু যেখানে উভয় আদালতের বিচার পরস্পর স্বতন্ত্র হইবে, আমরা সেখানে দ্বিতীয় আপিলের ব্যবস্থা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। হবহাউস এরূপ স্থলে দ্বিতীয় আপিল গ্রহণের ভার হাইকোর্টের বিবেচনা স্থলে রাখিয়াছেন। যখন অনেক সময় নিম্ন আদালতের বিচার আপিল আদালতের বিচার অপেক্ষা সুসঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে, তখন সেখানে দ্বিতীয় আপিলের পথ হাইকোর্টের বিশেষ বিবেচনা স্থলে না রাখিয়া পরাজিত রেস্পণ্ডেন্টের শুভবুদ্ধির উপর রাখা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। স্বল্প দাবির মোকর্দ্দমাই সর্ব্বত্র অধিক হইয়া থাকে। যত দুঃখী প্রাণীরা এই রূপ মোকর্দ্দমার বাদী প্রতিবাদী হয়। ইহাদের সম্বন্ধে যদি দ্বিতীয় আপিলের পথ উল্লিখিত স্থলে না থাকে, তাহা হইলে অধিক সংখ্যক দুঃখী লোকেই আইনের দোষে সুবিচার লাভে বঞ্চিত থাকিবে।

কলিকাতা ট্রামওয়ে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত সাধ হইয়াছিল যে, কলিকাতার রাস্তা সকল ট্রামওয়ে দ্বারা সুশোভিত করেন। ইহা দ্বারা পথিকদিগের যেমন যাতায়াতের সুবিধা, বাণিজ্য দ্রব্য সকলেরও চালান পক্ষে তেমনি সাহায্য হইবার সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট এইজন্য রাজধানীর জষ্টিসদিগকে অনুরোধ করেন এ কার্য্য সম্পন্ন করিতেই হইবে। জষ্টিসগণ এ বিষয়ে অপ্রস্তুত ছিলেন। ভারতবর্ষীয় ও বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ রক্ষার জন্য তাঁহারা পরীক্ষা স্বরূপ এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে কার্য্যটী সম্পন্ন হইবে এই প্রার্থনা করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট টাকা অগ্রিম ঋণ দানে সম্মত হইলেন, গঙ্গার তটে ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের কোন প্রকার অধিকার দানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং রাস্তা দ্বারা বাণিজ্য দ্রব্য বহুল পরিমাণে বাহিত হইবে, এমন আশ্বাসও প্রদান করিলেন, তাহাতেই জষ্টিসেরা ট্রামওয়ে নির্ম্মাণে অগ্রসর হইলেন। করপোরেসন, পোর্ট কমিশনরগণ এবং গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে বিভাগ হইতে কর্ম্মচারী সকল লইয়া একটী কমিটী স্থাপিত হইল। এই কমিটী গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন, পরীক্ষার্থ প্রথম ট্রামওয়ে পথ সিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে বৌবাজার দিয়া গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হউক এবং তথা হইতে উত্তরাভিমুখে আরমাণি ঘাট, আহিরীটোলা ঘাট, ও সভাবাজার ষ্ট্রীট দিয়া বাগবাজার মিউনিসিপাল রেল পার হইয়া চিৎপুর সেতু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হউক। জষ্টিসগণ ও বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ট্রামওয়ের জন্য ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিলেন, কিন্তু মিউনিসিপাল কাজের যেরূপ বন্দোবস্ত, তাহাতে সিয়ালদহ হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত রাস্তা দি নির্ম্মাণে দেড়লক্ষ টাকা নিঃশেষিত হইল। ১৮৭৩ সালের ২৪এ ফেব্রুয়ারি গাড়ী চলিতে আরম্ভ হয়, ২০এ নবেম্বর পর্য্যন্ত চলে, কিন্তু ইতিমধ্যেই এত অধিক ব্যয় পড়িল, যে জষ্টিসেরা আর ক্ষতি সহ্য করিতে না পারিয়া শকট চালনা এককালে বন্ধ করিলেন।

ট্রামওয়ের এই পতন অতি শোচনীয়, কিন্তু কেন হইল, তদ্বিষয়ে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর গত বার্ষিক রিপোর্টে হগ সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

"জষ্টিসদিগের যেরূপ মত তদনুসারে কার্য্যের পরীক্ষা হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট চিৎপুরে নদীর ধার পর্য্যন্ত রেল স্থাপনে ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের ক্ষমতা প্রদান করাতে কার্য্য পণ্ড হইয়াছে সকৌন্সেল গবর্ণর জেনারল এতৎ সম্বন্ধে প্রথমে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা কেবল আরোহীদিগের জন্য নয়, কিন্তু নদীর তট হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, শুল্কালয়ে, গুদামে, ও খালের ধারে এবং রেলওয়ের ষ্টেসনে বাণিজ্য দ্রব্য নীত হইবে এই জন্য।

যে ট্রামওয়ের পরিসর এক ক্রোশের অধিক নয়, তাহাতে জন কয়েক আরোহী লইয়া যাতায়াতে যে লাভ তাহা কে না বুঝিতে পারেন? ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে নদী পর্য্যন্ত রেল বসাইলেন, ইহাতে বাণিজ্য দ্রব্যের পথ অবরুদ্ধ। এখন ট্রামওয়ে লাভবান্ হইতে চাহিলে সহরের ও সহর তলীর প্রধান প্রধান রাস্তায় রেল বসান ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ইহা হইলে কেবল আরোহী দ্বারাও প্রভূত অর্থাগমের সম্ভাবনা।

গবর্ণমেণ্টের অপরিণামদর্শিতায় যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে, তাহামত ট্রামওয়ের কার্য্য জষ্টিসদিগের হাতে থাকিলে চলিবে না, ইহা হস্তান্তর করাই শ্রেয়ঃকল্প। এই কার্য্য নির্ব্বাহার্থ একটী কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে, তাহারা জষ্টিসদিগের পক্ষ হইয়া গাড়ী প্রভৃতি ট্রামওয়ের সকল আসবাব বিক্রয় করিবেন এবং গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া কোন উপযুক্ত ব্যক্তিবিশেষ ও কোম্পানি বিশেষের হস্তে ট্রামওয়ে চালাইবার ক্ষমতা সমর্পণ করিবেন।"

আমরা ট্রামওয়ের ইতিবৃত্ত যতদূর পাঠ করিয়াছি, তাহাতে বোধ হইয়াছে ইহার নিষ্ফলতার জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বাগ্রে দোষী। তাঁহারা লুব্ধ আশ্বাস দিয়া জষ্টিসদিগকে ইহাতে প্রবর্ত্তিত করিলেন, কিন্তু পরে তাহাদিগের আশা ভঙ্গ ও তাহাদিগের পথে কণ্টক রোপণ করিয়া নিতান্ত অনুচিত কার্য্য করি-

লেন। এটী যখন একটী নূতন ও পরীক্ষাধীন অনুষ্ঠান এবং গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রবর্ত্তক, তখন তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য হেলন করিয়া নিন্দনীয় হইয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মস্তকে সকল দোষ নিক্ষেপ করিয়া মিউনিসিপালিটী যে এক কালে হস্তধৌত করিয়া বসিবেন ইহাও অসঙ্গত। আমাদিগের বোধ হয়, ট্রামওয়ে জষ্টিসদিগের নিজ উদ্ভাবিত ব্যাপার নয় বলিয়া প্রথমাবধি তাঁহারা ইহাতে যথোচিত মনোযোগ করেন নাই, অনেক সময় ও টাকারও শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা অকর্ম্মণ্য মিউনিসিপাল বাজারের জন্য যে উদ্যম যত্ন করিয়াছেন, ইহাতে তাহার সিকির সিকি প্রকাশ করিলে অনেক ফলোদয় হইত। আরো তাঁহারা কার্য্যটীর উপযুক্ত পরীক্ষা না করিয়াই তাহা হইতে মুক্তহস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা যদি লাভজনক স্থানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত লাইন আরো কিছু দীর্ঘতর করিতে উদ্যুক্ত হইতেন, গবর্ণমেণ্ট যে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন না এবং ক্রমশঃ তাঁহারা আশার পথ দেখিতে পাইতেন না, এ কথা আমরা কখনই বলিতে পারি না। কলিকাতার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অল্প লোকই যাতায়াত করে, কিন্তু ইহার উত্তর ও দক্ষিণেই অধিক লোকের সমাগম। ইহার অন্যতর দিকে লাইন বর্দ্ধিত করিলে ব্যয় বাহুল্য হউক, কিন্তু ফল নিশ্চয় লাভ হইত। তাঁহারা বাণিজ্য দ্রব্যেরও কিছু মাত্র সাহায্য পাইতেন না, এ কথা বলা যায় না। তজ্জন্য আর কিছু দিন অপেক্ষা করা ও সুবিধা জনক ব্যবস্থা সকল করিয়া দেওয়া আবশ্যক ছিল। বিশেষতঃ ট্রামওয়ে যখন গবর্ণমেণ্টের প্রিয় পদার্থ, গবর্ণমেণ্ট উহার উন্নতি কল্পে ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের লব্ধ অধিকার যে খর্ব্ব করিতে পারিতেন না, ইহাও সম্ভাবিত নহে।

যাহাহউক ট্রামওয়ে হস্তান্তর করা যে স্থির হইয়াছে, ইহা উত্তম কল্প। মাকালিষ্টার সাহেব ইহার ভার গ্রহণ করিতেছেন। এরূপ ব্যক্তির ট্রামওয়ের সহিত স্বার্থ সম্বন্ধ হইলে ইহা যে লাভজনক ও চিরস্থায়ী হইয়া নগরের মহোপকার সাধন করিবে তাহাতে আমাদিগের সন্দেহ নাই।

বরাহনগর ও পুলিস অত্যাচার।

কলিকাতা সন্নিহিত বরাহনগরের পুলিস সব ইনস্পেক্টর দুইটী নিরাশ্রয় অবলার উপরে অতি জঘন্য পিশাচবৎ অত্যাচার করিয়াছে। বিধুনাম্নী একটী রূপবতী সচ্চরিত্রা দরিদ্রা অবলা বর্ণিও কোম্পানীর কলে কর্ম্ম করিয়া দিনযাপন করিত, পুলিস কর্ম্মচারীর পাপ দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হয়; বিধি মতে চেষ্টা করিয়া অবলাকে পাপ পথে আনিতে না পারিয়া অবশেষে এক দিন সেই দুরাত্মা বল পূর্ব্বক স্বীয় দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করে। নিরাশ্রয় অবলা, এই ব্যবহারে সাতিশয় মনোবেদনা পাইয়া তাহার অসহায় পর্ণ কুটীর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে। পর দিন সব ইনিস্পেক্টর, সেই দরিদ্রার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। গৃহমধ্যে একটী বৃদ্ধা ছিল, তাহাকে ধরিবার জন্য সমভিব্যাহারী কনষ্টেবলকে আদেশ করিলেন। কনষ্টেবল সব ইনস্পেক্টরের রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সেই বৃদ্ধাকে বল পূর্ব্বক গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। দিনের বেলা এই ঘটনা ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক চলিল, লোকে লোকারণ্য। দেশস্থ লোক সাধারণ সব ইনস্পেক্টরের ভয় মিত্রতার বশীভূত হইয়া তাঁহার দোষ গোপন করিতে অগ্রসর হন। কেবল তত্রত্য দেশ হিতৈষী দুঃখী জনের বন্ধু বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই অত্যাচার বৃত্তান্ত কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিয়া দুরাত্মাকে শাসন করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছেন। ভার্ণার সাহেব এই অত্যাচারের বিষয় তদারক করিয়া আসিয়াছেন। বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করাতে প্রথমে ভয় প্রযুক্ত অস্বীকার করে, পরে নির্জ্জনে লইয়া গেলে সবিস্তার সকল বিবরণ বলিয়া ফেলে। একজন কনষ্টেবলের সাক্ষ্যেও অনেকটা প্রমাণ হইয়াছে, ভরসা করি সুবিচার হইবে।

এ ঘটনাটী যেমন একদিকে বরাহনগরস্থ ভদ্র সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অযশস্কর, সেইরূপ অপর দিকে পুলিসের কর্ম্মচারীর পক্ষেও নিতান্ত দূষণীয় ব্যাপার। দুঃখী ও নিরাশ্রয় লোক বিশেষতঃ নিরাশ্রয়া দুঃখিনী অবলারা বিশেষরূপে পুলিশের ও ভদ্র সমাজের রক্ষণীয়। কিন্তু এখানে যে রক্ষক সেই ভক্ষক এবং যাহারা আ- শ্রয় দাতা তাহারাই অত্যাচারের প্রশ্রয়দাতা হইয়া উঠিয়াছেন।

গ্রাম রক্ষক পুলিসকে অবশ্য ভয় ও সম্মান করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু পুলিস অত্যাচারী হইলে কখনই আর উপেক্ষণীয় নহে। তখন সমস্ত সমাজের লোক একৈক্য হইয়া অত্যাচার নিবারণের জন্য যদি উত্থান না করেন, তবে সেই সমাজের পক্ষে ভদ্র আখ্যা ধারণ করাই বৃথা। বরাহনগরের যদি সেরূপ মনস্বিতা থাকিত, তাহা হইলে সব ইনস্পেক্টর কখনই এরূপ জঘন্য আচরণ অবলম্বন করিতে সাহসী হইতেন না। এক্ষণে যাহাতে অত্যাচারী ও তৎ সহকারীদিগের বিশেষ শিক্ষালাভ হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করা গবর্ণমেণ্টের ও প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, "জোর যার, মুলুক তার," এ কথাটী চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। এই কারণে যে রাজ্য যখন একটু প্রবল হয়, দুর্ব্বলতর রাজ্য সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে জানা যায়, একছত্রা সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইবার জন্য সকল রাজবংশের দুর্জ্জয় স্পৃহা ছিল, সেই লোভ ও অহঙ্কার বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের সৃষ্টি হয়। যে কোন নৃপতি প্রবল রাজার অধীনতা স্বীকার না করিতেন, তিনি সবংশ ধ্বংস হইতেন। দুর্দ্ধর্ষ রোমের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেও এই সর্ব্বগ্রাসেচ্ছু ক্ষমতা মূর্ত্তিমতী দেখা যায়। এই হেতু চিরকাল ভয়ঙ্কর যুদ্ধব্যাপার এবং চিরকাল পৃথিবী নরশোণিতে প্লাবিত হইয়া আসিতেছে। পৃথিবী যে শান্তি চায়, ইহার ভাগ্যে তাহা কোন কালে ঘটে নাই। রোমের ধ্বংসের পর বর্ত্তমান ইউরোপের রাজ্য সকল উৎপন্ন হইল। এই রাজ্য সকলে বাহিরের অপেক্ষা অভ্যন্তরের গোলযোগ অধিক ছিল, এই জন্য পররাজ্য আক্রমণ অপেক্ষা স্বরাজ্য রক্ষণার্থ ইহাদিগকে অধিকতর মনোযোগী হইতে হইয়াছিল। কিন্তু যখন যে দেশের একটু ক্ষমতাধিক্য হইয়াছে, পররাজ্য গ্রহণের লোভ সংবরণ তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, রুসিয়া, প্রুসিয়া ও সুইডেন ইহাঁরা সকলেই ইহার সত্যতার প্রমাণ। কিন্তু পৃথিবীর পূর্ব্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে একটী প্রভেদ দেখা যায়, পূর্ব্বাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলবাসীরা অধিকতর স্বাধীনপ্রকৃতি। ইউরোপ এক জাতি অন্য জাতিকে পরাজয় করিতে পারেন, কিন্তু তাহার স্বাধীনতা লোপ করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব স্থাপন সহজসাধন নয়। ইংলণ্ড কতবার ফ্রান্স জয় করিয়া দূরীভূত হইলেন, ফ্রান্স প্রায় সমুদায় ইউরোপকে উদরস্থ করিয়া পুনরায় উদ্গীরণ করিতে বাধিত হইলেন, জর্ম্মণি ফ্রান্সকে পদানত করিয়াও তাহার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিলেন না। মনুষ্যে মনুষ্যে বিবাদ বিসম্বাদ করিলে যেমন পরস্পরের সুখ ও শান্তি ভঙ্গ হয়, রাজ্যে রাজ্যে বিবাদ বিসম্বাদ করিলেও পরস্পরের সেইরূপ দুর্দ্দশা, ইউরোপের অধিকাংশ জাতি অনেক দিন অবধি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। রাজ্য সকলের মধ্যে যাহাতে চিরসদ্ভাব সংস্থাপিত হইয়া প্রত্যেকে আপনার উন্নতি সাধন ও অপরের উন্নতির সহকারিতা করিতে পারেন, রাজাদিগের তাহাই কর্ত্তব্য, ইউরোপে অনেক দিনাবধি এই সভ্যতর নীতি প্রচারিত হইয়াছে। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে যখন ফ্রান্সাধিরাজ চতুর্দ্দশ লুইর ক্ষমতা অপ্রতিহত হইয়া উঠে, ইংলণ্ড, হলণ্ড ও সুইডেন 'ত্রিযোগ' নামে একটী সন্ধি স্থাপন করেন। তদ্দ্বারা লুইর জয় স্রোত অবরুদ্ধ হয় এবং তিনিও সেই সন্ধির সহিত সম্মিলন করেন। ১৭১৯ অব্দে ১ম জর্জের রাজত্বকালে স্পেন লইয়া ভয়ঙ্কর গোলযোগ হয় এবং ২য় জেম্‌সের বংশ ইংলণ্ডের সিংহাসন পুনরধিকার করিবার জন্য অন্য রাজাদিগের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিবার প্রয়াসী হয়। এই সকল গোলযোগ নিবারিত হইয়া ইউরোপের মধ্যে যাহাতে শান্তি সংস্থাপিত হয়, তজ্জন্য 'চতুর্যোগ সন্ধি' হয়। ইংলণ্ড হলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মণি ইহাতে এক যোগবদ্ধ হন। এই সকল দ্বারা ইউরোপ মধ্যে শান্তির রাজ্য যে বহু পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু মহাবীর নেপোলিয়নের অভ্যুদয়ে ইউরোপের শান্তি পুনরায় বিনষ্ট হইল, তিনি দাবানলের ন্যায় যুদ্ধানল চারিদিকে জ্বালিয়া দিলেন এবং সমুদায় ইউরোপ তাঁহার ক্ষমতায় দগ্ধ হইবার ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ইউরোপে শান্তি সংস্থাপনার্থ ৮টী প্রধান রাজ্য একত্র হইয়া ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বিয়েনাতে একটী সভা করেন। রুসিয়া, প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়ার রাজত্রয় খৃষ্ট ধর্ম্মের আদেশানুসারে রাজ্যশাসন করিবেন বলিয়া 'পবিত্র যোগ' নামে আরো একটী দৃঢ়তর সন্ধিতে আবদ্ধ হন। বিয়েনার এই রাজজোট সামান্য ক্ষমতাপন্ন হয় নাই, তদ্দ্বারাই দুর্দ্দম বোনাপার্টির নিপাত হইল। নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৫ অব্দের ২০এ নবেম্বর 'পারিসের সন্ধি' নামে এক সাধারণ যোগ স্থাপন হয়, তাহাতে সম্মিলিত অন্য অষ্ট রাজ্যের সহিত ফ্রান্সও সখ্যতাসূত্রে গ্রথিত হন এবং ইউরোপীয় সমুদায় বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যায়। ইহার পর প্রায় ৪০ বৎসর কাল ইউরোপীয় রাজ্য সকলের মধ্যে এক প্রকার সদ্ভাব ও বন্ধুতা বিরাজমান দেখা যায়। ইতিমধ্যে রুসিয়ার ক্ষমতা সমধিক প্রবল হইয়া উঠিল এবং তিনি তুরুষ্ককে দমন করিবার জন্য কটিবন্ধন করিলেন। কিন্তু 'ক্ষমতার সামঞ্জস্য' বিধায়ক সন্ধির বলে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড তুরুষ্কের সহিত সংযুক্ত হইলেন এবং প্রবল রুসিয়াকেও দমন করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া জগতের মনে দৃঢ়বিশ্বাস হইল, যে আর যে কোন রাজ্য যে প্রবল হইয়া অন্য রাজ্যের উপর অত্যাচারী হইবেন, সে কাল গিয়াছে, ইউরোপের সম্মিলিত ক্ষমতা অত্যাচারীকে শাসন করিবে। কিন্তু সে আশা যে অমূলক ত্বরায় প্রতিপন্ন হইল। কয়েক বৎসর হইল আমেরিকা যখন ঘোর গৃহ যুদ্ধে রক্তাক্ত

হইতে লাগিল, ইউরোপ শূন্য নয়নে সাগর পারের কৌতুকজনক ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন, ইংলণ্ড দাসত্বের চিরশত্রু হইয়াও দাসত্ব মোচনেচ্ছু আমেরিকার গবর্ণমেণ্টকে সাহায্যদানার্থ হস্ত প্রসারণ করিলেন না। কেবল সাগর পারের কথা বলিতেছি কেন? প্রুসিয়া চিরবিখ্যাত ফ্রান্সকে পদদ্বারা দলন করিল, ইউরোপ নিদ্রিত রহিলেন, ইংলণ্ড ঘোষণা করিয়া দিলেন যে তিনি কোন পক্ষের হইয়া কিছু সাহায্য করিবেন না। এ দিকে রুসিয়া ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া মস্তকোত্তোলন করিতেছেন, ১৮৫৬ সালে সন্ধিপত্রের যে সকল নিয়মে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, একে একে তাহা ভঙ্গ করিতেছেন, ইংলণ্ড অনুযোগ করিলেও গ্রাহ্য করেন না। এই সকল ঘটনা দ্বারা কি বোধ হইতেছে না, যে ইউরোপে শান্তিরক্ষার্থ যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে?

ইউরোপের অবস্থা এখন যেরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং রুসিয়ার জয় স্রোত যেরূপ প্রবলবেগে বহিতেছে, ইহাতে পুনরায় শান্তিরক্ষার কোন উপায় না হইলে ইউরোপ ও আসিয়া উভয় খণ্ডের যে ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এই সকল আশঙ্কায় "ইন্টার ন্যাসন্যাল আর্বিট্রেসন" জাতি মধ্য শান্তিরক্ষণী সভা নামে একটী সভা স্থাপনার প্রস্তাব হইতেছে। ইংলণ্ডীয় পার্লেমেন্টের কতিপয় ব্যক্তি ইহার প্রধান উদ্যোগী। ফ্রেডরিক হারিসন নামে এক বিখ্যাত লেখক কনফেডারেসন অব ষ্টেট্‌স নামে একটী সম্মিলন সভার প্রস্তাব করিয়াছেন! লর্ড রসেল পার্লেমেন্টে এরূপ সভার পোষকতা করিয়াছেন এবং টাইম্‌স পত্রও ইহার মত সমর্থন করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ইউরোপীয় অধিকাংশ রাজ্য একমত হইয়া এইরূপ একটী সভা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার উপায় করিয়া আপনাদিগের উচ্চ সভ্যতা ও উন্নত নীতির পরিচয় দেন। এরূপ একটী সভা থাকিলে কালে তাহা যে সকলের উপর প্রবল হইবে এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশের রাজ্য সকলও যে ক্রমে ক্রমে তাহাতে যোগ দান করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ সভার মূল পরার্থে স্বার্থ ত্যাগ, ইউরোপীয় জাতি সকল কি তজ্জন্য প্রস্তুত?

মধ্য ভারতবর্ষের পুলিস রিপোর্ট।

মধ্য ভারতবর্ষে ক্রমশই অপরাধের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে। এ শ্রীবৃদ্ধি প্রতি বৎসরেই লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য বৎসর যে পরিমাণে অপরাধের সংখ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বাড়িতেছিল, ১৮৭৩ সালের পুলিস রিপোর্ট দৃষ্টে সে পরিমাণের কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৮৭৩ সালে সাধারণ শান্তির বিরুদ্ধে কৃতাপরাধের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। শরীরের বিরুদ্ধে কৃতাপরাধ সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু অন্যান্য প্রকার অপরাধের সংখ্যা বড় অধিক বৃদ্ধি হয় নাই। সকল প্রকারের অপরাধ এক সঙ্গে গণনা করিলে দেখা যায় যে ১৮৭১ সালে অপরাধের সংখ্যা ২৩,২০৪ ছিল। ১৮৭২ সালে সেই সংখ্যা ৩০,০৫২ হয়। ১৮৭৩ সালে তাহা ৩০,৩৮৩ হইয়াছে। ১৮৭১ সাল অপেক্ষা ১৮৭২ সালে শতকরা ৩০ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ১৮৭২ সালে শতকরা ১ মাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। অপরাধ বৃদ্ধির পরিমাণ এরূপ হ্রাস হওয়া শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। এই শুভ লক্ষণের মূলে অবশ্যই কোন শুভ কারণ থাকিবে।

১৮৭৩ সালে নর হত্যার সংখ্যা ৮০। আশ্চর্য্য যে ১৮৭২ সালে ঠিক্ এই সংখ্যক নরহত্যা ঘটিয়াছিল। এই ৮০ টী হত্যা মধ্যে ৪২ টী অপরাধের অপরাধী ব্যক্তি বিচারে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট ৩৮ টী স্থলে হয় হন্তা ধৃত হয় নাই, না হয় বিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধাংশ হত্যাকারী আইন ও বিচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইল, ইহা তত্রত্য পুলিসের পক্ষে কখনই সুখ্যাতির বিষয় নহে। এরূপ গুরুতর মোকর্দ্দমায় অপরাধীদিগকে ধৃত ও দণ্ডিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাওয়া হইয়া থাকে, পুলিসের উপরিস্থ কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া বিশেষ তৎপরতা সহকারে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে যখন পুলিস চেষ্টার এই যৎসামান্য মাত্র ফল, তখন অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধ স্থলে পুলিস চেষ্টার ফল যে অপেক্ষাকৃত আরও অনেক অধম হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এতদ্ভিন্ন ২১টী নর হত্যার চেষ্টা এবং ২৯ টী অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধ যুক্ত নরহত্যা ঘটনা হইয়াছে এবং ৪২ টী লুণ্ঠন ও ১২ টী দস্যুতাও ঘটিয়াছে। ১৮৭২ সালে ৪২ টী মাত্র লুণ্ঠন, কিন্তু ২২ টী দস্যুতা ঘটনা হয়। লুণ্ঠন যে পরিমাণে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে, দস্যুতা প্রায় সেই পরিমাণে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা হ্রাস হইয়াছে।

গৃহদাহন অপরাধ সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা নিরতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৭২ সালে যেখানে ৭৭টী মাত্র ঘটনার যোজনা হয়, এবৎসর সেখানে ১৮০ টী ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। চণ্ডা জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘটনা হয়। সেখানে ১৮৭২ সালে ৯টী মাত্র ঘটনা হইয়াছিল,

এবৎসর সেখানে ৫০টী ঘটনা উপস্থিত। তথাকার ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বলেন যে এই বৃদ্ধির সত্যতার উপর তাঁহার বিলক্ষণ সংশয় আছে। পুলিসের কনষ্টেবলেরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কোন কারণ না পাইলে যাবতীয় অগ্ন্যুৎপাত ঘটনাকে গৃহদাহন অপরাধ মধ্যে গণনা করিয়া রিটরণ ভুক্ত করে। ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনুমান করেন যে রিটরণ ভুক্ত ১০টী ঘটনার স্থলে ৯টী ঘটনার অন্য কারণ অসম্ভব নহে।

যত গুলি ঘটনা রিপোর্টভুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে শতকরা ৮৫ টী ঘটনা পুলিষ কর্তৃক অনুসংহিত হইয়াছে এবং শতকরা ৩৮টী ঘটনার অপরাধীরা দণ্ডার্হ হইয়াছে। যতগুলি ঘটনার অনুসন্ধান হয়, তন্মধ্যে শতকরা ৪৫টী, যত গুলি ঘটনা বিচারে প্রেরিত হইয়াছে তন্মধ্যে শতকরা ৮৭টী, যত গুলি ঘটনায় অপরাধী বলিয়া লোক ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে শতকরা ৭৩টী এবং যত গুলি ঘটনা বিচারে নীত হইয়াছে, তন্মধ্যে শতকরা ৯০টী ঘটনার অপরাধীরা দণ্ডিত হইয়াছে।

পুলিসের যেরূপ কার্য্যদক্ষতা উল্লিখিত কার্য্য বিবরণে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা কখনই সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হয় না। অপরাধ বৃদ্ধির পরিমাণ হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু পুলিস তজ্জন্য প্রশংসা লাভের অধিকারী কি না জানি না। বঙ্গদেশীয় পুলিস রিপোর্টে অপরাধীর সংখ্যা দেওয়া হয়, কিন্তু মধ্য প্রদেশের পুলিস রিপোর্টে কেবল অপরাধের সংখ্যা দেখান হইয়াছে। বোধ হয় তথায় রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার প্রণালী স্বতন্ত্র হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তথাকার স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে বঙ্গদেশীয় প্রণালী অনুসারে রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন।

প্রাপ্ত।

আসামী ভাষা।

আর্য্যগণ যে কোন্ সময়ে আসামে প্রথমে পদার্পণ করেন, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। ১২২৮ খৃঃঅব্দে আহোম বংশের আদি পুরুষ চুকাফা নামে এক ব্যক্তি এদেশের প্রথম রাজা হইয়াছিলেন। আহোমেরা হিন্দু ছিল না। কিন্তু আহোম রাজাদিগের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও যে এতদ্দেশে আর্য্য জাতি এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম বর্ত্তমান ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে সময়ে ও যে এই আসামী ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আমাদের বোধ হয় যে বর্ত্তমান আসামীগণ বঙ্গদেশের কোন অংশ হইতে, বঙ্গদেশে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত, হইবার পূর্ব্বে, এখানে আসিয়াছিলেন। আমরা বোধকরি আসামীরা (অন্ততঃ ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগণ) পুরাকালীন বঙ্গদেশের উপনিবেশী। কতকগুলি আসামী আসামের আদিম নিবাসী,কিন্তু তাহারা নীচ বর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া আছে। এ দেশে কায়স্থ ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা নাই। পূর্ব্বে এ দেশের নাম আসাম ছিল না, ইহার নাম কামরূপ ছিল। যোগিনী তন্ত্রে লিখিত আছে "পশ্চিমে করতোয়া নদী, পূর্ব্বে দিক্করবাসিনী, উত্তরে ভূটান, এবং দক্ষিণে চন্দ্রশেখর এই চতুঃসীমা মধ্যস্থ শত যোজন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের নাম কামরূপ"। অতএব সে সময়ে এ দেশে আসামী নাথাকিয়া বরং কামরূপী ভাষাই প্রচলিত ছিল বলা যাইতে পারে; কিন্তু কামরূপী ভাষা কিরূপ? কেহ কেহ বলেন যে পুরাকালীন প্রাকৃত ভাষাই কামরূপী ভাষা।

আসামী ভাষা এক প্রকার অবিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা। বঙ্গদেশের প্রাচীন কালের ভাষার সহিত ইহার অনেক ঐক্য আছে। ইহার মধ্যে মধ্যে ২।১টী হিন্দি, উড়িয়া এবং ঢাকা সিলেট প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গীয় জিলার প্রচলিত শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন আসামী পুথির নিম্ন লিখিত পদগুলি তাহার দৃষ্টান্তস্থল। যথা,

১। অন্য দেবী দেব, ন করিবা সেব, প্রসাদ না খাবা, ঘরকু না যাবা, ভক্তি হব ব্যভিচার। কীর্ত্তন।

২। মুক্তিত নিস্পৃহ যিত্তো, সেহি ভকতক নমঃ, রসময়ী মাগোঁ হোঁ ভকতি। × × × হিয়াত থাকন্ত হরি। ঘোষা ১পৃষ্ঠা।

"হেন শুনি জ্ঞানবন্ত, দেখি মহাবলবন্ত। নিচিনি স্বামীক পাছে। ধরিলন্ত বুদ্ধ কাছে।"

হিন্দি এবং উড়িয়া শব্দেরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, স্থানাভাব বশতঃ দিতে পারিলাম না।

বর্ণমালার উচ্চারণাদি।

আসামী ভাষার 'চ' বাঙ্গলা 'চ' র উচ্চারণ হইতে অল্প বিভিন্ন। বাঙ্গলা চ ইংরাজী Ch ন্যায়, কিন্তু আসাম দেশে প্রায় ইংরাজী S অক্ষরের ন্যায়। কলিকাতা অঞ্চলে যেরূপ য উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বার মধ্যাংশ দ্বারা তালুর শেষ তৃতীয়াংশ স্পর্শ করিতে হয়, এখানে সেরূপ না করিয়া জিহ্বাগ্রভাগ দ্বারা তালুর শেষ তৃতীয়াংশের প্রান্ত ভাগ ঠিক ছেদকদন্ত গুলির (incisors) পশ্চাদ্ভাগ স্পর্শ করিতে হয়। "শ, ষ, স এই তিনটির অসংযুক্ত অবস্থায় উচ্চারণ (হ) র ন্যায়, নতুবা এক প্রকার বায়ুপ্রধান 'হ' র ন্যা। যথা "দেশ" এই শব্দের উচ্চারণ প্রায় "দেঃ" অথবা "দেহ" র সমান। বিসর্গের উচ্চারণ বিঃসর্গর ন্যায় হয়। অথবা হ উচ্চারণ করিবার সময়ে সমধিক পরিমাণে কণ্ঠোদ্ভব বায়ু প্রয়োগ করিলে যেরূপ হয়, প্রায় এদেশে শ ষ স সেই রূপে উচ্চারিত হয়। এস্থলে ইহাও জানা উচিত যে শষস কে সামান্য হ র ন্যায় উচ্চারণ করিলে অনেক স্থলে অর্থ বিপর্য্যয় ঘটে। যথা সজ অর্থ উত্তম, হজ অর্থ সীমা। সারিল্=মুক্ত হইল; কিন্তু হারিল শব্দের অর্থ পরাজিত হইল। অন্তঃস্থ 'ব'র উচ্চারণ ইংরাজী W (ডবলিউ)অক্ষরের ন্যায় কোন কোন স্থানে ব্ র পরিবর্ত্তে য় দিলে চলে এবং কোন কোন স্থানে 'ব' ব্যবহার করিলে অর্থ বিপর্য্যয় ঘটে। কোন কোন স্থলে ঘটেওনা। কোন কোন স্থানে ব্ র স্থানে ও ব্যবহার করা যায়। যথা দেব ও দেও দুই-ই একার্থবোধক। এইরূপে শিব=শিও। পাওয়া অর্থে পোবা কিংবা পোয়া। পারি না অর্থে—নোবারোঁ কিংবা নোয়ারোঁ।

এখানে দা, দ্যা ঠিক জ জ্যা রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু আমরা সে সম্প্রদায়ের লোক নহি। আমরা বাঙ্গলার অনুকরণ কারী।

এখানকার অর্দ্ধ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লোকেরা ট ঠ ড ঢ ভালরূপে উচ্চারণ করিতে পারে না, এই জন্য অনেক স্থলে ঐ কয়েকটী অক্ষরের পরিবর্ত্তে তাহারা ক্রম ক্রমে ত থ দ ধ ব্যবহার করে। আসাম এই বিষয়ে স্কটলণ্ডবাসী দিগের ন্যায়।

কারক।

কর্ত্তা। কর্ত্তা কারকের বিভক্তি এ, ই।

যথা, "গরু ঘাস খাইবেক" অর্থে গরুরে ঘাঁহ খাব। "জেলেরা মাছ ধরিতেছে" এই অর্থে জালোয়া মাছ মারিব লাগিছে। হঁতে হেঁত—সমূহ, গণ ইত্যাদি)।

কর্ম্ম। ইহার বিভক্তি, ক, কে। যথা "তাহাকে মারিলাম" অর্থে তাক মারিলোঁ। "ব্রাহ্মণকে ধর" অর্থে ব্রাহ্মণক ধরা। কোন কোন স্থলে "ক, কে" থাকে না,-যথা ভাত খাইলাম অর্থে ভাত খালোঁ।

করণ। বিভক্তি রে, দ্বারাই, দি। যথা হাতের দ্বারা মাথা কাটিল অর্থে হাতেরে মুড় কাটিলে। এইরূপে "হাতর দ্বারাই, হাতেদি "ও ব্যবহার করা যায়। "রে" করণের বিভক্তি না হইয়াও সচরাচর "সহিত্তে, সৈতে, "এই দুই শব্দের পূর্ব্বে বসে। যথা 'তাহার সহিত' অর্থে তারে সহিতে কিংবা তারে সৈতে। "মনের সহিত" অর্থে মনেরে সহিতে, বা মনেরে সৈতে। কিন্তু সহিত অর্থ বোধক "লগত" শব্দের পূর্ব্বে রে ব্যবহৃত হয় না, যথা মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া যাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, অর্থে মনর লগত বাক্য বাক না পাই যার পরা নিবৃত্ত হয়।

সম্প্রদান। কর্ম্মের ন্যায়। কর্ম্ম অপেক্ষা ইহাতে একটী বিভক্তি অধিক। কর্ম্মের বিভক্তি কেবল ক এবং কে। সম্প্রদানের বিভক্তি ক, কে, লৈ। যথা "ব্রাহ্মণকে ধন দাও" অর্থে কখন২ "ব্রাহ্মণ লৈ ধন দিয়া,, ব্যবহৃত হয়। দুঃখিকে বস্ত্র দাও অর্থে কখন কখন "দুখিয়া লৈ বস্ত্র দিয়া,, ব্যবহার করা যায়।

অপাদান। বিভক্তি, পরা, কৈ, হন্তে। 'পরা'র পূর্ব্বের এবং 'কৈ' র পূর্ব্বে ৎ ব্যবহৃত হয়। 'ঘর হইতে' অর্থে ঘরর পরা। 'গরু অপেক্ষা হাতী বড়' অর্থে গরুত কৈ হাতী ডাঙ্গর। "না থাকা অপেক্ষা অল্প ভাল" অর্থে নথকাতকৈ অল্প ভাল্। "বৃক্ষ হইতে পাতা পড়ে" অর্থে বৃক্ষ হন্তে পাত পড়ে কিংবা সরে।

অধিকরণ। বিভক্তি ত্ (ৎ), তে, এ, য়। যথা ঘরত, ঘরতে, ঘরে।

সম্বন্ধ। বিভক্তি র। যথা ঘরর, বনর, আকাশর।

সম্বোধন। অঃ, হের, হেরা, উস &c.

ধাতুর উত্তর ওঁতা প্রত্যয় করিলেও কর্ত্তা কারক হয়। যথা কৃ+ওঁতা=করোঁতা, স্ত্রীলিঙ্গে করোঁতী ও ধৃ+ওঁতা=ধরোঁতা স্ত্রী ধরোঁতী এই রূপে লিখোঁতা, লিখোঁতী, খাওঁতা খাওঁতী &c.

কাল।

দৃষ্টান্ত (১পুঃ)। বর্ত্তমান করোঁ I do। অতীত করিলো,করিছিলোঁ, করিছোঁ &c.। ভবিষ্যৎ করিম কখন কখন "করিছোঁ" বলিলে I have done না বুঝাইয়া I am doing বুঝায়। এইরূপ ধরিছোঁ বলিলে আমি ধরিতেছি, মই গৈছোঁ বলিলে আমি যাইতেছি।

বহুবচনান্ত কালের বিভক্তি হঁক, যথা আমরা করিতেছি অর্থে আমালোকে কিংবা আমি করিছোঁহক। "আমি" এই সর্ব্বনামটী হিন্দি "হাম" শব্দের ন্যায় এক বচন বহুবচন উভয় বচনেই ব্যবহার হয়। মই বা ময় বাঙ্গালা আমি ও মুইএবং হিন্দি মই শব্দের ন্যায় এক বচনার্থক। "তুমি" ও উভয় বচনার্থক। "তই" বা "তয়" এক বচনার্থক। যেখানে তুমি আমি বহুবচনার্থক, সেখানে তাহাদের ক্রিয়ার শেষে হঁক থাকে। তৃতীয় পুরুষের বহুবচনের ক্রিয়াতে হঁক প্রায় ব্যবহার হয় না।

সর্ব্বনাম।

	একবচন	বহুবচন।
১ম পুরুষ	মই, আমি	আমি, আমালোকে।
২য় ঐ	তই, তুমি, আপনি	তুমি, তোমালোকে, আপনালোকে। আপনাসকলে।
তৃতীয় পুরুষ	সি, তাই তিনি	সিহঁতে, তেঁও।

He = সি। তাঁহারা=সিহঁতে। তাঁহারে। সিয়োরে।

She=তাই। তাঁহারা= সিহিলাকে, সিসকলে তেঁওসকলে।

"হঁত" বহুবচনের বিভক্তি, কিন্তু অসম্মান অর্থ বোধক। "সকলে,বিলাকে" সম্মান অর্থ বোধক। মনুষ্য ভিন্ন অন্য পদার্থে "সকলে, বিলাকে" যোগ হইলে সম্মান বুঝায় না।

যিনি = যোনে। যাহারা = যিবিলাকে, যি সকল। যাহারা = যিহঁতে। যি বোরে।

সি এবং তাই এই দুই তৃতীয় পুরুষের সর্ব্বনাম অসম্মান সূচক। মান্য স্ত্রী পুরুষে সি এবং তাই ব্যবহার হয় না।

ক্রিয়া।

দুই প্রকার সমাপিকা এবং অসমাপিকা।

অসমাপিকা। বিভক্তি, ই, ঐ ওঁতে, তে। যথা করিয়া অর্থে করি, গিয়া অর্থে গৈ, করিতে করিতে অর্থে করোঁতে, করাতে অর্থে করাত।

কখন২ সমাপিকা ক্রিয়া কয়েকটীর শেষে গৈ ব্যবহার হয়। যথা বাঙ্গলা, গেল গে, করলে গে, দেখলে গে, বোস্‌লো গে ইত্যাদি অর্থে গল গৈ, করিলে গৈ, দেখিলে গৈ, বাচালে গৈ, বহিল গৈ হয়।

অনেক শ, ষ, স বিশিষ্ট ক্রিয়া এবং বিশেষ্যাদি তে "শ, ষ, স" র পরিবর্ত্তে হ ব্যবহার হয়। যথা বসা অর্থে বহা। শরিষা অর্থে সরিয়হ (এই শব্দটী বিক্রমপুর জিলার হরিয়ঃ শব্দের রূপান্তর হইতে পারে।) পাসরা (forget) অর্থে পাহারা ইত্যাদি। সম্প্রতি কেহ কেহ হ ব্যবহার না করিয়া স্থানানুসারে তিনটী (শষস) ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরাও ঐ সম্প্রদায় ভুক্ত।

শব্দার্থ—বাট=পথ। বোধকরি বাট শব্দটী সংস্কৃত বর্ত্ম শব্দের অপভ্রংশ, এই কথাটি উড়িষ্যা দেশীয় লোকেও ব্যবহার করে।

যুড়=শীতল। ছেঁচা বতাহ=শীতল আর্দ্র বাতাস। কড়িয়াবলৈ=কুড়াইবার নিমিত্তে। পঢ়া=পাঠকরা। পরিয়াল=পরিবার। তাকর=স্থান। ইমান, যিমান, তিমান, কিমান=এমন এত, যেমন বা যত, তেমন বা তত, কেমন বা কত। কেনে = কিরূপে। কেনেকে = কেমন কোরে। কেলেই=কেন। কিয়নো=কারণ যে হেতু। টুপনি=নিদ্রা, আগ বঢ়=অগ্রসর হওয়া।

করিতে হইবে=করিব লাগিব। করিতে হয়=করিব লাগে। অন্যান্য ক্রিয়ার বিষয়েও এইরূপ। যেমন দিতে হইবে দিব লাগিব। একখান= একখান, কিম্বা এখান বা এখন। একখানি= এখনি, একখনি, একখানি। হবপায়=হইতে পারে। হবলা=বোধ হয়।

পুস্তক সমালোচনা।

১। কাব্য কৌমুদী। প্রথম খণ্ড। শ্রী শ্রীনাথ চন্দ প্রণীত। কলিকাতা রামায়ণ যন্ত্রে মুদ্রিত।

এই পুস্তক খানি বালকদিগের শিক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার উপক্রমণিকা ভাগে কাব্য, রস, ছন্দ প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যখ্যা গুলি নির্দ্দোষ নহে। গ্রন্থকার কাব্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, "অলৌকিক আনন্দজনক রচনাকে কাব্য বলে।' আমরা এপ্রকার জটিল ও ভ্রম সঙ্কুল ব্যখ্যা সকল বালক দিগকে শিক্ষা দিতে পরামর্শ দিই না, পুস্তকের মধ্যে যে কয়েকটী কবিতা সন্নিবেশিত আছে, তাহার বিষয় সকল মন্দ নহে; রচনা প্রাঞ্জল, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত কবিত্ব অল্প।

২। বান্ধব। মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন। শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ঢাকা ইষ্টবেঙ্গাল যন্ত্রে মুদ্রিত।

এখানি মাসিক সাময়িক প্রবন্ধ পত্র। মৌলিকতা বঙ্গদর্শনের বিশেষ গুণ, অনুকরণ জ্ঞানাঙ্কুরের ধর্ম্ম, আর্য্যদর্শন অনুবাদে পরিপূর্ণ, বান্ধব চিন্তাশীল। এপ্রকার সাময়িক পত্র যতই প্রকাশিত হয়, বঙ্গসাহিত্যের মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে। বান্ধব সাধারণে আদৃত হয় এই আমাদিগের প্রার্থনা। বান্ধবের বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র।

৩। বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত। শ্রীঈশান চন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। এলাহাবাদ বিক্‌টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত।

এক্ষণকার উন্নতিশীল সময়ে, প্রাচীন মনুর মত যে অনুমোদনীয় তাহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য বোধ হয়। বেকন কহিয়া গিয়াছেন কতকগুলি লোকের মানসিক বিশেষ ধর্ম্ম এই প্রাচীন সময়ের প্রতি তাঁহাদিগের সমাদর স্বতঃই ধাবিত হয়। বেকন ইহাকে একটী মানসিক পুত্তলিকা অথবা ভ্রান্তিবিশেষ কহিয়া গিয়াছেন। ঈশান বাবু যে এই ভ্রান্তি পুত্তলিকা হৃদয়াভ্যন্তরে পোষণ করিয়াছেন, গ্রন্থের ভূমিকাতে এমত প্রতীত হইতেছে। মনুর বিবাহ ও পুত্রত্ব সম্বন্ধীয় মতামত একটী ভ্রান্তির উপরে সংস্থাপিত। মানব মাত্রেরই পুত্রোৎপাদন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা না করিলে প্রত্যবায় আছে। এই পুরাতন মত তত্তৎকালের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু আধুনিক সামাজিক নীতি শাস্ত্রের অনুমোদনীয় নহে। ম্যালথসের সহিত আমরাও এ মতের পোষকতা করি না। এই ভ্রান্তিমূলক অভিপ্রায়াদি সকল অবস্থায় সত্য হইতে পারে না, এক্ষনা গ্রহণীয় নহে। বিশেষতঃ আধুনিক সময়ে শাস্ত্র শাসন অপেক্ষা সত্য অধিক প্রবল। মনুর মত যদি আধুনিক স্বাধীন মতের সহিত সমঞ্জসীভূত হয়, ভালই, যতদূর মিলিবে ততদূর গ্রহণীয়, নতুবা নহে। এক্ষণে শাস্ত্র দ্বারা মানব মনকে শাসন করিবার সময় নহে। মানবের স্বাধীন চিন্তা এক্ষণে মনুর মতামতকে শাসন করিতে চাহে।

মনু স্মৃতিকার ছিলেন। শ্রাদ্ধ প্রায়শ্চিত্তাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান যাহাতে লোক সমাজে প্রবল থাকে এবং বদ্ধমূল হয় মনু তাহাই চাহিতেন এবং তদুপযোগী বিধান করিয়া গিয়াছেন। এই মনুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের যত দিন সমাদর থাকিবে, মনু তত দিন লোক সমাজে আদরণীয় থাকিবেন। কিন্তু এক্ষণকার হিন্দু শাস্ত্র মনুরও নহে, যাজ্ঞবল্ক্যেরও নহে। এক্ষণকার হিন্দু শাস্ত্র দেশীয় আচার ব্যবহার। অতএব হিন্দু সমাজে মনুর নাম কতদূর কার্য্যকর হইবে আমরা বলিতে পারি না।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

গত বুধবার লর্ড নর্থব্রুক আসিয়াটিক সোসাইটির নূতন বাটী দর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল লব সাহেব দুই বৎসরের ছুটী পাইয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন. তাঁহার স্থানে লেথব্রিজ সাহেব প্রতিনিধিত্ব করিবেন গেজেট হইয়াছে।

কোন্নগর ষ্টেসনে ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিসের এক আসিষ্টাণ্ট মাক হুইনি সাহেব বাবু বিহারীলাল রায়ের উপর অত্যাচার করাতে ৩০্টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

জাক্‌সন নামক এক জন গোরা হাজারিবাগস্থ তাহার এক সহচরকে হত্যা করাতে হাইকোর্টের জুরীর বিচারে দোষী সপ্রমাণ ও ফাঁসী দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিগত ১৫ই আষাঢ় গবর্ণর জেনেরল কতিপয় কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে আলিপুর জেল দর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন ১৮৭৩অব্দে বঙ্গদেশে ৪৮১জন পুরুষ, ১১১২জন স্ত্রীলোক এবং ২৩টী বালক বালিকা আত্ম হত্যা করিয়াছে।

১৮৭৩ অব্দের শেষে কলিকাতা নগরে ৬৪৫৫জন রেজিষ্ট্রিভুক্ত বেশ্যা ছিল। পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ৬৮৭১জন বলিয়া রিপোর্ট করা হয়। বেশ্যাদিগের সংখ্যা যে এত কম হইবে তাহা আমাদের বোধ হয় না। ১৪ আইনের গোলযোগ উপস্থিত হইলে অনেকে গা ঢাকা দেয়। কিন্তু পরে পুলিশকে বশীভূত করিয়া গোপনে পাপ ব্যবসায় চালাইতেছে। বিশেষ অনুসন্ধানে তাহারা বহিষ্কৃত হইতে পারে।

সার্জ্জন মেজর রাজেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র এম ডি যিনি এক্ষণে ছুটি লইয়া ইংলণ্ডে আছেন এবং একজন বিখ্যাত ইংরেজ ব্যারিষ্টারের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সার্জ্জন আর জি মাথিউর অনুপস্থিতি কালে মেদিনীপুরের সিবিল সার্জ্জন পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। রাজেন্দ্র বাবু যতদিন না আইসেন, সার্জ্জন রসিকলাল দত্ত এম ডি তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

উত্তর পশ্চিম।

গবর্ণমেণ্ট অব্‌ ইণ্ডিয়ার নূতন লোনে পতিয়ালার মহারাজা ১০ লক্ষ টাকা নিয়োজিত করিতেছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার ৬০লক্ষ টাকা কোম্পানির কাগজ আছে। স।

গত বৎসর সম্বর হ্রদ হইতে ১০লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হইয়াছে।

যে কয় জন ক্ষণীয় ভদ্রলোক মধ্যপ্রদেশে মৃগয়া করিতে আইসেন, তাহারা ১৭টী ব্যাঘ্র, ৪টি চিতা, ৬টী ভল্লুক ও কতকগুলি হরিণ শিকার করিয়াছেন। শিকার কি ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য, না অন্য কেন গূঢ় অভিসন্ধি আছে?

আলাহাবাদের কমিসনর আফিসে প্রায় ১০।১৫ হাজার টাকার ষ্টাম্প চুরি যায়। একজন শ্বেতবর্ণ স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়াছেন। স্বীকার না করিলে দেশীয় গরিবদিগের উপরেই সন্দেহ পড়িত এবং তাহাদিগকে লইয়া কত টানা টানি হইত।

গবর্ণর জেনারল বাহাদুর শৈলবিহারেচ্ছু কর্ম্মচারীগণের প্রতি কিছু অসদয় হইয়া আদেশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যাঁহারা গ্রীষ্মকালে পর্ব্বতাঞ্চলে থাকিয়া কার্য্য করিতে চান, তাঁহাদিগের বেতনের তৃতীয়াংশ কর্ত্তিত হইবে। অপব্যয় যত কমে, ততই ভাল।

এলাহাবাদের ষ্টাম্প কমিশনরের হেড আসিষ্টাণ্ট ব্র্যাকেট সাহেব সেসন জজ মেলবিল সাহেবের বিচারে দোষী সপ্রমাণ হইয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৩ বৎসরের জন্য কারাবাস দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মেলবিল বা সেখ আবদুল রহমন সপত্নীক কাশ্মীরে আছেন। তিনি বেদিয়াদিগের ন্যায় তাঁবু লইয়া দেশ ভ্রমণ করিতেছেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন,লাহোর পশ্বালয়ের জমাদার বিশু সিংহ নামক এক ব্যক্তির ভল্লুক ভিন্ন অন্যান্য বন্য জন্তুর উপর আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। এক দিবস একটি বৃহৎ ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র খাঁচা ভাঙ্গিয়া বাহির হয়। দর্শকদের মধ্যে মহা হুলস্থূল বাধিয়া যায়। বিশু সিংহ তাহার মাথার পাগড়ী খুলিয়া সেলাম করিতে করিতে ব্যাঘ্রের সম্মুখে উপস্থিত হয়। ব্যাঘ্র তাহার দিকে এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকে। কিন্তু বিশু মুখে কি বলিতে বলিতে তাহার নিকট গিয়া বসিল এবং তাহার পাগড়ী রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে ব্যাঘ্রকে প্রণাম করিল। ক্রমেঃ জমাদার বাঘের গলায় পাগড়ী জড়াইয়া উহাকে খাঁচার দিকে টানিয়া আনিতে লাগিল, বাঘ একটু আসিয়া শুইয়া পড়িল। বিশু

সিংহও সেই সঙ্গে শয়ন করিল। একটু পরে জমাদার পুনরায় অতি নম্রভাবে ব্যাঘ্রকে খোসা মোদ করিতে লাগিল, অবশেষে তাহাকে খাঁচায় নিয়া পুরিল।

সর উইলিয়ম মিউরকে ইণ্ডিয়া কৌন্সিলে পদ প্রদান করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। মিউর তাহাতে স্বীকার পান নাই। তাঁহার দৃঢ়পণ ভারতবর্ষের রাজস্ব সেক্রেটরি হইয়া এখানে ফিরিয়া আইসেন।

মান্দ্রাজ।

মাঙ্গালোরের নিকটস্থ সমুদ্র হইতে একটী খড়্গীমৎস্য ধৃত হইয়াছে। অনেক লোক ইহার দর্শনার্থ সমাগত হয়। পুলিষের লোক ইহার শরীর মধ্য হইতে স্বর্ণ পাইবার আশা করে, কিন্তু স্বর্ণের পরিবর্ত্তে তাহার শরীরাভ্যন্তর হইতে ১৭টি ক্ষুদ্র মৎস্য বহির্গত হইয়াছে।

গত ১৬ই জুন মান্দ্রাজ হইতে ১৬০ মাইল দূরবর্ত্তী কডাপা নামক স্থানে একখানি ইনস্পেকসন ট্রেন যাইতেছিল, এঞ্জিনটি খারাপ ছিল, রেল হইতে পিছলিয়া পাগানী নদীর পুলে গিয়া পড়ে। সেতুটী ভাঙ্গিয়া যায় এবং গার্ডের ভ্যান ভিন্ন সমুদায় ট্রেণটী ১৮ ফীট নিম্নে নদীতে পতিত হয়। সৌভাগ্যের বিষয় একজন দেশীয় কায়ারম্যান ভিন্ন আর কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

বোম্বাই।

একজন বেলুচি তাহার ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া ও তাহাদের ২টী সন্তানকে হত্যা করাতে সিন্ধুর হায়দ্রাবাদে বিচারিত হইতেছে।

পুনা সার্ব্বজনিক সভার সভাগণ ইংলণ্ডের রাজস্ব কমিটীতে সাক্ষ্য দিবার জন্য নৌরজী ফর্দ্দনজীকে পাঠান। এক্ষণে তাহারা পার্লেমেণ্টে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি গ্রহণের জন্য আবেদন করিয়াছেন।

বোম্বাইতে যে ঝটিকা হয়, তাহার লাঙ্গুলাগ্রভাগ করাচি স্পর্শ করিয়াছে।

কিছুদিন হইল, কেবল দেশীয় রমণীগণের জন্য একটি ঔষধালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে পুনার ব্রাহ্মণগণ একটী সভা করেন। শুনা গেল এই সভাতে বহু সংখ্যক দেশীয় রমণী উপস্থিত ছিলেন।

সাহেব বিবীদিগের মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের সংবাদ ক্রমাগত প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সিভিয়ান পত্রের হায়দ্রাবাদস্থ সংবাদদাতা বলেন ভদ্র বংশীয় এক ইউরোপীয় কুমারী একজন মুসলমানের সহিত প্রণয় সূত্রে বদ্ধ হইয়া পলায়ন করিবার পন্থায় ছিল, তাহার পিতা মাতা এক নিমন্ত্রণ স্থল হইতে অসময়ে গৃহে প্রত্যাগত হওয়াতে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। যুবতী না কি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং আমরণ তাহার স্বামী ও তাহার অবলম্বিত ধর্ম্মকে ভাল বাসিবে এই প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছে।

ডাক্তর ভাউদাজির জন্য একটী স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের আমেদ খাঁ বিবির সঙ্গে ব্যভিচার পাপে লিপ্ত হওয়াতে দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছেন। আমেদ মনে করিতেছেন গবর্ণমেণ্ট তাহার উপর অত্যাচার করিতেছে।

ইউরোপ।

আসাণ্টিজিৎ সার গার্ণেট উল্সলী কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডাক্তর অব ল' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তুরুস্কের সুলতান ৬লক্ষ রাইফল আমেরিকা হইতে ক্রয় করিবার জন্য কনট্রাক্ট দিয়াছেন।

সম্প্রতি রুসিয়ার সম্রাট, তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রের দুশ্চরিত্রের জন্য, যারপর নাই মনোবেদনা পাইয়াছেন। সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গ্রাণ্ড ডিউক কনষ্টাণ্টাইনের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিকোলস কনষ্টাণ্টাইন এই দুশ্চরিত্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই যুবার বয়ঃক্রম এক্ষণে চর্ব্বিশ বৎসর। এই যুবা এক দিন ক্রোধ পরবশ হইয়া এক ইংরাজ রাজদূতকে প্রহার করিয়া নিজে বিলক্ষণ রূপে প্রহারিত হন। কিন্তু ইহাতেও যুবরাজের শিক্ষা হয় নাই। ইহার গুরুতর দোষ পরে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। নিকোলস কোন একটী আমেরিকান কামিনীর অপবিত্র প্রণয় পাশেআবদ্ধ হন। এই কামিনী যদিও সমাজে ঘৃণিতা, কিন্তু সেণ্টপিটর্সবর্গে নিকোলসের সঙ্গে প্রকাশ্যে উপপত্নী ভাবে থাকিতেন বলিয়া সাতিশয় অহঙ্কৃতা হয়েন। তিনি নিকোলসের মাতা গ্রাণ্ড ডচেস অফ কনষ্ট্যাণ্টাইনকে শ্বশ্রু শব্দে উক্ত করিতেন। কিন্তু উপপত্নী সংসর্গ নিকোলসের প্রধান দোষ নহে। রুসিয়ার রাজ পরিবার মধ্যে উপপত্নী রক্ষা চিরাগত প্রথা হইয়া পড়িয়াছে। এ দোষ সেখানে ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য নহে। নিকোলসের মাতা গ্রাণ্ড ডচেস মধ্যে মধ্যে অনেক জিনিষপত্র হারাইতেন। এক দিন তিনি কতক গুলি হীরক খণ্ড হারাইলেন। এ বার চোর ধরিবার জন্য দৃঢ় পণ করিলেন। পরিচারিকাদিগের উপর সন্দেহ পড়িলে! কিন্তু পীড়াপীড়ি করিয়া বুঝিলেন তাহারা চুরি করে নাই। পরে তিনি ভ্রাতৃশ্বশুর সম্রাটের নিকট সবিশেষ ব্যক্ত করিলেন। সম্রাট তৎক্ষণাৎ পুলিস মিনিষ্টার ভন ট্রেফপকে ডাকাইয়া রাজপ্রাসাদের মধ্যে ওরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে বলিয়া যথোচিত ভর্ৎসনা করিলেন। ভনট্রেফপ ভর্ৎসিত হইয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং ২৪ঘণ্টার মধ্যে চোর ধরিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। পরদিন পুলিষ মিনিষ্টার অধোবদনে রাজসদনে উপস্থিত হইলে সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন 'কৈ চোর ধরিতে পারিলে না?" 'চোর ধৃত হইয়াছে,মহারাজ"।"কে চোর"? "মহারাজের পক্ষে চোরের পরিচয় গ্রহণ না করাই শ্রেয়"। "যদি রাজসদস্যগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি চুরি করিয়া থাকে; তবু বল" "তদপেক্ষাও অধম, চোর মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র।' সন্তান চুরি করিবে ডচেস্ ইহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অপহৃত হীরক খণ্ড গুলি, তাঁহার উপপত্নী আমেরিকান যুবতী মিস ফিনিক্সের নিকট হইতে পাওয়া যায়। সম্রাট মিস ফিনিক্সকে রুসিয়ার সীমার মধ্য হইতে প্রস্থান করিতে আদেশ করেন এবং নিকোলসকে রাজপ্রাসাদমধ্যে কারারুদ্ধ করেন। মিস ফিনিক্স এক্ষণে প্যারিসে অবস্থিতি করিতেছেন।

বিবিধ।

সম্প্রতি একখানি সংবাদ পত্রে উক্ত হইয়াছে, বাঁশের ভিতর বিষাক্ত দ্রব্য আছে। যাবা দ্বীপের লোকেরা ঐ বিষ দ্বারা শত্রুদিগের প্রাণ নাশ করে। একখণ্ড বাঁশ সূচ্যগ্রে কাটিলে উহার মধ্যস্থ সূক্ষ্ম গর্ত্তের ভিতর কৃষ্ণবর্ণ সূত্রাকার পদার্থ দৃষ্ট হয়। ঐ বিষ অতি ভয়ানক। এ পর্য্যন্ত এই বিষের ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। হইলে ইহা পাকস্থলীতে না গিয়া গল মধ্যে সংলগ্ন হইয়া শ্বাসযন্ত্রকে বিকৃত করিতে থাকে। অবিলম্বে কাশি উপস্থিত হইয়া ফুসফুস স্ফীত ও বিকৃত এবং প্রাণ সংশয় হয়। কুকুরকে এই পদার্থ খাওয়াইলে উহার ক্ষুধামান্দ্য, অত্যন্ত কাশি, ও ভয়ানক তৃষ্ণাউপস্থিত হয় এবং শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। অবশেষে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত হয়।

হোমিওওপেথিক ওয়ারল্ড নামক একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, ভর্জ্জিত চূর্ণ কাফি চমৎকার দুর্গন্ধ নিবারক। একটী গৃহে মৃতদেহের বা কোন প্রকার পচা দুর্গন্ধ উপস্থিত হইলে, উহার ভিতর কিয়ৎক্ষণ কিঞ্চিৎ ভাজা কাফি রাখিলে অবিলম্বে দুর্গন্ধ দূর হইবে। প্রথমে শুষ্ক

কাকি গুলি চূর্ণ করিয়া একখানি লৌহ কটাহে রাখিয়া যে পর্য্যন্ত না ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হয়, উত্তাপ সংযোগে ভাজিতে হইবে। তাহা হইলে উহা ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠিবে। এটী পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। সহচর।

গত বৎসর সমুদয় রেলওয়েতে ৬২১ টী দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। ৮২২০১ ভৃত্যের মধ্যে স্ব কর্ত্তব্য সাধনে ৩০জন এবং অন্যান্য কারণে ২৩০ জন বিনষ্ট হইয়াছে। আরোহীদিগের মৃত্যু সংখ্যা অধিক নহে।

ফরসাইথ সাহেব লে নগরে উপনীত হইয়াছেন। জুলাই মাসের মধ্যাংশে কলিকাতায় আগমন করিবেন।

খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে একটী নূতন মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। বার্ম্মিংহামের ডেইল সাহেব এক প্রবন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে "খ্রীষ্টের দত্ত আত্মা ব্যতীত আর কোন আত্মাই অমর নহে, মৃত্যুর পর আত্মারও বিনাশ হয়"। এইক্ষণে অনেকে এই মতে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন। ইনি এই মতের ভয়ানক গোঁড়া। হি, হি

মধুসূদন বসু নামক কোন ব্যক্তি কলিকাতা হইতে ১৪ বৎসরের সময় পিতামাতা পরিত্যাগ করিয়া লণ্ডনে গমন করে। তথা হইতে কোন এক ভদ্রলোকের সহিত সে ইউরোপের সমুদয় দেশ ভ্রমণ করিয়া লণ্ডনে প্রত্যাগমন করে। তৎপর আমেরিকাতে যাইয়া কিছুকাল ভ্রমণের পর পুনরায় ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এইক্ষণ সে ইংলণ্ড হইতে এক জাহাজের ষ্টুয়ার্ট হইয়া কলিকাতায় আসিতেছে। তাহার বর্ত্তমান নাম জোজেফ ষ্টিবেন্স।

প্রেরিত।

কালিয়া গঞ্জ রিলিফ সার্কল।

অত্র দিনাজপুর প্রদেশে দুর্ভিক্ষ যে রূপ বিষম বিক্রমে আক্রমণ করিয়াছিল এবং অদ্যাপিও ইহার যাদৃশ প্রবল পরাক্রম দর্শন করা যাইতেছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট সদয় হইয়া ভাবী আয়োজন ও রিলিফ সার্কল সকলের সংস্থাপন না করিলে এত দিনে দেশ হাহাকারে পরিপূরিত হইয়া উঠিত। আহারাভাবে লোকের প্রাণ বিনাশ হইতেছে না বটে, কিন্তু পর্য্যাপ্ত আহারাভাবে অধিকাংশ অধিবাসী দিগকে শীর্ণকায়দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যে সকল স্থানে রিলিফ সার্কলের কার্য্য বিশৃঙ্খল রূপে সম্পন্ন হইতেছে, তথাকার অধিবাসীগণ সম্পূর্ণ রূপে কষ্টভোগ করিতেছে। আমরা দেখিতেছি অনেক রিলিফ সারর্কলের হেড অফিসর হইতে নিম্নস্থ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞ ও নূতন ব্রতী। যদিচ উচ্চপদস্থ কতিপয় ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারী উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত আছেন,কিন্তু অধিবাসীগণের আচার ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা ও দেশীয় ভাষা জ্ঞান বিহীনতায় কার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি একজন রিলিফ অফিসর সাহেব গোলাঘর প্রস্তুতকারী কুলিদিগকে অর্দ্ধ ইংরাজী অর্দ্ধ হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "কুলিগণ! আমার বোধ হয়, তোমরা তিন দিবস মধ্যে গোলা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিবে"। কুলিরা ইতি পূর্ব্বে তিন আনা মজুরি পাইবার জন্য বারম্বার গোলাদারের নিকট আবেদন করিতেছিল। এক্ষণে সাহেবের মুখে তিন শব্দটী উচ্চারিত হইতে শুনিয়া মহানন্দে বলিয়া উঠিল, আচ্ছা হুজুর! বহুত মেহেরবাণি হইল। সাহেব বিবেচনা করিলেন তিন দিবস মধ্যে গোলা প্রস্তুত হইবে। দুই একজন অভিজ্ঞ ও দেশীয় ভাষাজ্ঞ ইংরাজ কর্ম্মচারী প্রথম হইতেই কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন,কিন্তু অনবধানতা ও বিলাসিতা প্রযুক্ত অপদস্থ হইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় বিস্মৃতিক্রমে একটী অমূল্য রত্ন এ প্রদেশে আনয়ন করিয়াছেন। সুবর্ণ ও রজতে যতদূর প্রভেদ, তাঁহা'র সহিত অন্যান্য রিলিফ অফিসরের ততদূর দূরত্ব। সেই মহাত্মা বঙ্গ শিরোরত্ন, বালেশ্বর জিলার ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ড শ্রীল শ্রীযুত বাবু জগদীশ নাথ রায়। বাবুর গুণের কথা কি বলিব কর্ম্মচারীগণকে যখন মধুর বচনে সন্তান বাৎসল্যে আহ্বান করেন, তখন তাঁহার সেই স্নেহ সম্ভাষণে সকলে দূরবাসী জনক জননীর স্নেহবদন বিস্মৃত হইয়া যায়। ফলতঃ তাঁহার সদাশয়তা ও অমায়িকতার অন্ত নাই। তিনি যখন যে প্রদেশে কার্য্য করিয়াছেন, অসামান্য প্রতিভায় ও কার্য্যদক্ষতায় সেই দেশ উজ্জ্বল করিয়াছেন। অদ্যাপি মেদিনী পুর প্রদেশে তাঁহার স্বনাম খ্যাত বাজার অতুল কীর্ত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। কালিয়া গঞ্জ সার্কলের ভূতপূর্ব্ব রিলিফ অফিসর পরিশ্রম করিতে ক্রটী করিতেন না, কিন্তু দেশীয় ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা ও বয়ঃ তারল্য তাঁহাকে নিরপেক্ষ ভাবে কার্য্য করিতে দেয় নাই। তোষামোদকারী বাক্‌পটু ব্যক্তির (শুদ্ধ তাহাদের কেন,প্রায় সকল ইংরাজ রাজপুরুষেরই)প্রিয় পাত্র হইতে যান তন্নিবন্ধন তাঁহাকে অনেক চতুরের চাতুর্য্য জালে জড়িত হইতে হইয়াছিল। দীন দরিদ্র নির্ব্বাচন করা অত্যন্ত বিচক্ষণতার কার্য্য। ব্যবসায়ী না হইলে অলঙ্কার দিয়া স্বীয় দুর্দ্দশা বিজ্ঞাপন করিতে পারে না। সুতরাং অনেক তেলা মাথায় তৈল দান হইয়া পড়িত। কিন্তু বর্ত্তমান বাবু সে ধাতুর লোক নহেন। তিনি অচির কাল মধ্যেই সার্কলের সমুদায় অবস্থা বিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। তাঁহার বিচক্ষণতায় দরিদ্রগণ কেহই বঞ্চিত হইতেছে না। অধিবাসীগণ আন্তরিক ভাব তাঁহার নিকট বিজ্ঞাপন করিতে সঙ্কুচিত হয় না। সর্ব্বত্র সমস্বরে বাবুর জয় ঘোষণা ধ্বনিত হইতেছে। অফিস কার্য্যের এতদূর সুশৃঙ্খলতা সম্পাদন করিয়াছেন যে প্রায় সকল রিলিফ অফিসেই দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে হয় দেখা যায়,কিন্তু তাঁহার আমলারা রবিবার দিবস বিশ্রাম পর্য্যন্ত পাইতেছেন। কালিয়াগঞ্জ সার্কল মধ্যে রামগঞ্জ নামক স্থানে তাঁহার অফিস সংস্থাপিত। ইহা টাঙ্গন নামক একটী সুদৃশ্য ক্ষুদ্র নদী তটে। তাঁহার অপিস স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ইহা এক খানি সামান্য মফস্বল গ্রাম ছিল, কিন্তু বাবুর আগমনে ইহা একখানি প্রসিদ্ধ বন্দর হইয়া উঠিয়াছে। সুপ্রশস্ত রাজপথ, বারিপূর্ণ সরোবর, বাবুর নিজ বাঙ্গালা ও আমলাদিগের আবাস স্থানে গ্রামটী অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। বিশেষতঃ বাবুর প্রতিষ্ঠিত নব বাজারের দিন দিন উন্নতি দর্শনে সকলে চমৎকৃত হইতেছে। ঈদৃশ অপ্রসিদ্ধ স্থানে বাজারের ঈদৃশ শ্রীবৃদ্ধি হইতে কেহই দর্শন করে নাই। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে, বহুদূর হইতে ব্যবসায়ীগণ আগমন করিতেছে। ধন্য বাবুর সদাশয়তা ও কার্য্যকুশলতা! ইহাঁর তুল্য সুবিচক্ষণ রাজ পুরুষ এ প্রদেশে কখন পদার্পণ করেন নাই। তাই ভাগ্যের বিষয় যে ঈদৃশ বিষম বিপত্তি কালে এই মহাত্মার শুভাগমন হইয়াছিল। সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বরের নিকট কায়মনে এই প্রার্থনা জগদীশ বাবু দীর্ঘজীবী ও নিরাপদ হইয়া ভারত ভূমির শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করুন।

তারাপ্রসন্ন
বন্দ্যোপাধ্যায়

লক্ষ্ণৌস্থ সংবাদ দাতার পত্র।

গত বৎসর যে কেনিং কলেজে গ্রীষ্মের ছুটীর জন্য ভয়ানক গোলযোগ হইয়াছিল, সেই কেনিং কলেজে এবার ৬ই জুন হইতে ১৬ দিবস বন্ধ হইয়াছে।

আমি পূর্ব্বে যে দুরূহ উত্তাপের বিষয় লিখিয়া-

ছিলাম, তাহা আর এক্ষণে নাই। ৪ঠা জুন সন্ধ্যার সময় একটা ভীষণ আঁধি আসিয়া অনেক ঠাণ্ডা করে, তৎপরে ৫ই জুন রাত্রে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া বর্ষা উপস্থিত হইয়াছে।

এখানে আর একটী বলাৎকার রূপ অত্যাচার ঘটিয়াছে। এবারে একজন এদেশীয় খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী যুবা একটী আট বৎসরের বিলাতি বালিকাকে আক্রমণ করে। শুনিলাম এই সুন্দর বালিকাটী রাস্তার উপর প্রত্যহ খেলা করিত এবং যে কোন পথিক সেই স্থান দিয়া যাইত, তাহাকে একটী দুইটী পয়সা দিতে অনুনয় বিনয় করিত। উপরি লিখিত খ্রীষ্টীয় যুবার নিকটে ও ঐ রূপদুই তিন দিন প্রার্থনা করে। যুবা দুই দিবস একটী দুইটী পয়সা দিয়াছিল এবং তৃতীয় দিবস অধিক দিব বলিয়া বালিকাকে নিকটস্থ এক ভগ্ন বাটীতে লইয়া যাইয়া নিজ নীচ বাসনা সাধনে প্রবৃত্ত হয়। যুবা ধৃত হইয়াছে এবং মকর্দ্দমা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বিচার হইয়া দায়রা সুপরদ্দ হইয়াছে।

এক জন (হিন্দু) ফকির আমাদের এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে বহু সংখ্যক লোক ও অশ্ব আছে। তাঁহার থাকিবার প্রণালী দেখিলে হঠাৎ কেহ ফকির বলিয়া জানিতে পারে না, বোধ হয় যেন কোন এক রাজা। যাহা হউক শুনিলাম তাঁহার যোগসাধন বড় ভয়ানক। চতুঃপার্শ্বে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মধ্যে বসিয়া জপ করেন। তিনি এক কালে এক ঘণ্টার অধিক ঐ অগ্নির মধ্যে বসিয়া পূজা করেন। পূজা শেষ হইলে তিনি মূর্চ্ছিত হন এবং মূর্চ্ছিত অবস্থায় প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা থাকেন। উক্ত মূর্চ্ছিত অবস্থায় লোকে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া আগুনের বাহিরে আনে এবং এক ছিলিম গাঁজা সাজিয়া দেয়। গাঁজার ধূম কিয়ৎক্ষণ পান করিলে পরে তাঁহার পুনরায় চৈতন্য উদয় হয়। তিনি নানাপ্রকার গাচ গাছড়া ঔষধ লোককে দিতেছেন, তন্মধ্যে স্ত্রীলোকদের সন্তান উৎপাদনের ঔষধ অধিক দিয়া থাকেন।

গঙ্গার উপর প্রথম পুল হইয়াছে। এই পুলের নাম 'রাজঘাট', ইহা আউড এণ্ড রোহিল খণ্ড রেলওয়ে কোং দ্বারা আরম্ভ করা হয়। ইহার ৩৩টী ফোকর এবং প্রত্যেক ফোকরে ৯৯ ফুট ১॥ ইঞ্চ গাড়্ ডাড়্ লাগান হইয়াছে। এই পুলের জন্য ৯৬৭৭৪০ টাকা ইষ্টিমেট করা হয়, কিন্তু মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৮৬৯ সালে বট্‌লর সাহেব ইহার কর্ম্ম আরম্ভ করেন।

লক্ষ্ণৌ কেনিং কলেজ গৃহ নির্ম্মাণের জন্য গবর্ণমেণ্ট ৪০০০০ টাকা দান করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এ গৃহটী নির্ম্মাণের কোন চিহ্ন এপর্য্যন্ত নাই। ইহার বনেদের প্রস্তর ১৮৬৭ সালে মান্যবর লর্ড লরেন্স স্থাপন করিয়া যান।

এখানকার কেণ্টনমেণ্টের সমুদায় বারিক ইঞ্জিনিয়ার কমিটীদ্বারা ভাঙ্গিবার হুকুম হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন একটী বারিকও খাড়া রাখিবার উপযুক্ত নহে। আশ্চর্য্য পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট !!! আপনি যাহা বলিয়াছেন যে এই ডিপার্টমেণ্টের টাকার ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হয়, প্রকৃত সত্য। গবর্ণমেণ্টের যদ্যপি কোন ডিপার্টমেণ্টে টাকা অপব্যয় হয়, তাহা হইলে সে পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট। ইহাকে অনেকেই পবলিক ওয়েষ্ট ডিপার্টমেণ্ট বলিয়া থাকে এবং তাহা অত্যুক্তি নহে। ভাল, সম্পাদক মহাশয় লক্ষ্ণৌর যদ্যপি সমস্ত বারিক ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়, তাহা হইলে যে দোষে ভাঙ্গিতে হইবে সে দোষের দায়িক কে?

হিন্দু, মুসলমানদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি হইয়াছে, ইহার কারণ জানেন। শঙ্খ ঘণ্টা বাজান ইহার কারণ। মুসলমানেরা বলেন যে হিন্দুরা সর্ব্বদা ঘণ্টাদি বাজাইয়া তাহাদের ধর্ম্মের ব্যাঘাত করেন, অতএব তাহা বন্ধ করা হউক এবং হিন্দুরা বলেন যে শঙ্খ ঘণ্টা না বাজাইলে তাঁহাদের পূজা করা হয় না সুতরাং তাহা বন্ধ করা হইবে না। ক্রমে গোলযোগ হইল এবং মকর্দ্দমা কাছারিতে গেল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচার করিয়াছেন যে হিন্দুরা দিনের ভিতর একবার সন্ধ্যার পরে ৭টা হইতে ৮টার মধ্যে ঘণ্টাদি বাজাইতে পাইবেন।

বারাণসীর পত্র।

এক সপ্তাহকাল গগণমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন থাকিয়া, প্রত্যহ বারিধারা বর্ষণ হইয়া গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতেছে, কিন্তু সহরের ক্রোশদ্বয় দক্ষিণে এপর্য্যন্ত বারিবিন্দু বর্ষণ হয় নাই।

সপ্তাহ কাল যাবৎ বারাণসী তলে, রাজঘাটে গঙ্গার সেতু (পণ্টণ্ ব্রীজ্) জল বৃদ্ধি হওয়াতে উঠিয়া গিয়াছে। এখন কেবল পারানি নৌকার উপর নির্ভর করিয়া রেলওয়ে আরোহীদিগকে গমনাগমন করিতে হইতেছে। উক্ত নৌকার নাবিকগণের দৌরাত্ম্য এত যে, তাহারা যাহা চাহিবে তাহাই আরোহীগণকে বাধ্য হইয়া প্রদান করিতে হইবে। নাবিকেরা সকলেই এক জোট, গবর্ণমেণ্টের উচিত যে এই দুরাত্মাদিগের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন, এবং যাত্রীগণের পারাপার হইবার সুবিধার্থে নাবিকগণের সম্বন্ধে এক প্রকার বন্দোবস্ত করেন এবং ঘাটের উপর চিহ্নিত তক্তায় ভাড়ার নিরূপণ লিখিয়া দেন।

বারাণসীর মদনপুর মহল্লায় দুরামিঞা নামক জনৈক মুসলমানের পেটে তাহার আত্মীয় অস্ত্রাঘাত করে; চিকিৎসালয়ে যাইবা মাত্র প্রাণত্যাগ হয়। হতভাগ্য ঘাতক কারাগারে আবদ্ধ আছে। দায়রাতে বিচার হইতেছে। দুরামিঞাও একজন বিখ্যাত বদমায়েস, ক্রমাগত ৫ বৎসর ও, ৭বৎসর করিয়া ১২ বৎসর কাল পর্য্যন্ত কারাবাস করিয়া, অতি অল্পদিন হইল মুক্তিলাভ করিয়াছে, ঘাতক সম্পর্কে জামাতা, তাহার সহিত কোন বিশেষ বৈরিতা ছিল না। অস্ত্রাঘাত করিবা মাত্র দুরা জামাতাকে স্ব হস্তে ধৃত করে এবং পুলিসে অর্পণ করে।

বিগত ১ আষাঢ় রবিবার, বাঙ্গালী টোলা প্রিপেরেটরী স্কুলে, মৃত অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের স্মরণার্থে, বিশেষ সম্মানসূচক কীর্ত্তি স্তম্ভ সংস্থাপনার্থে, এক সভাহ্বান করা হইয়াছিল। এখানকার সবরডিনেট জজ্ বাবু কাশীনাথ বিশ্বাস সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। এজেণ্ট গবর্ণর জেনেরল অফিসের হেড কেরাণী বাবু গিরিশচন্দ্র দত্ত সম্পাদক এবং বারাণসীর মহারাজার প্রধান আমাত্য বাবু গিরীশচন্দ্র দেব সহকারি সম্পাদক। সভাস্থলে বারাণসীস্থ প্রায়, যাবতীয় ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। চাঁদা সংগ্রহার্থ যে পরিমাণে নাম স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত সন্তোষজনক। দেশীয় মহাত্মাগণের স্মরণার্থ, এবম্বিধ কীর্ত্তি স্তম্ভ সংস্থাপনের চেষ্টা পরম আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই॥ ইতি ২ আষাঢ় ১২৮১

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি।

বশম্বদ শ্রীঈঃ-স্নীগণের নামের পূর্ব্বে সম্ভ্রম প্রকাশার্থ 'ধনী' শব্দ দিতে চান। এ আবিষ্কারের জন্য পত্র প্রেরককে চতুর বলিতে হয়।

দুর্গাপুরস্থ একজন দর্শক-বিবেচ্য।

পূর্ণচন্দ্র মুখো—যদি লেখার ফল কিছু না হইয়া থাকে, সংবাদ পত্রদ্বারা আর বড় অধিক হইতেছে না। তাঁহার জিদ যদি প্রবল হয়, আদালতে মীমাংসা প্রার্থী হউন।

রা, চ, সিংহ-ইনি ব্রাহ্মদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও সদ্ভাব বর্দ্ধনের উপদেশ দিয়াছেন।

গোস্বামী দুর্গাপুরের তারাপদ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য কতকগুলি লিখিয়াছেন, তত্রত্য কয়েকটী,বৃদ্ধ বেশ্যাসক্ত এবং বালক দিগকে দুশ্চরিত্র করিয়া তুলিতেছেন। এ গ্রামে কি ভদ্র লোক নাই এবং সমাজ শাসন নাই?

আসাম নওগাঁ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, তত্রত্য ব্রাহ্ম সমাজের উপচার্য্যের দোষে অনেকে ব্রাহ্ম সমাজে আইসেন না। ব্রাহ্ম সমাজের সভাগণই ইহার প্রতিবিধান করিতে পারেন।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেণেটোলা লেন নং ২৫ প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

কন্যার মৃত দেহ বাহির করিয়াছেন। মৃত দেহে কোন অস্ত্র চিহ্ন নাই। অনুমান—যে গলা টিপিয়া ও মুখ চাপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। এই উপলক্ষে পুলিসের ডেপুটী কমিসনর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইউনন ও আর কতকগুলি পুলিস কর্ম্মচারী এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। প্রথম তিন দিন কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। চতুর্থ দিনে সকলই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কামারবধূ একাকিনী অপরাধিনী নহেন! পুলিস তাঁহার সহযোগিনী ৩ জন পল্লিস্থ বেশ্যা দুই জন উৎকল বাসী গোয়াল ও দুই জন বালককে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত বা বিশেষজ্ঞ বলিয়া ধৃত করিয়াছেন। ডেপুটী কমিসনর হত্যাকারিগণকে চালান দিয়া শবটী মেডিকেল কালেজে পোষ্ট মর্টেম পরীক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। অপহৃত অলঙ্কারাদির এ পর্য্যন্ত কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। কামারবধূর স্বামী ব্রজনাথও পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। ব্রজনাথ হত্যাকাণ্ডে স্ত্রীর সহযোগী ছিল কি না এ বিষয়ে পুলিস নিশ্চয় জানিতে পারেন নাই। সে ব্যক্তি এ বিষয়ে পরে অবগত হইয়া ব্যাপারটী গোপন করিবার পন্থায় ছিল পুলিস ও পল্লীর লোকেরা এরূপ সন্দেহ করিয়াছেন মাত্র।

যাঁহা হউক প্রতিবাসী দ্বারা এরূপ কার্য্য সম্পাদিত হইতে চলিলে লোকের মঙ্গল কোথায়? আমরা অনেক হত্যাকাণ্ডের বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, কিন্তু এরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার কখন আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই। দূর দেশে বা অরণ্যে দস্যুগণদ্বারা নির্জ্জনে, নিভৃতে, অন্ধকারে, যে কার্য্য সম্ভাবিত, আজ জনপূর্ণ কলিকাতার মধ্যে বাস গৃহের অদূরে প্রতিবাসী দ্বারা দিবা দ্বিপ্রহরের আলোকে তাহা অনায়াসে সংঘটিত হইল। প্রতিবাসীরা সর্ব্বত্রই আত্মীয় স্থল। কিন্তু কলিকাতার লোকের প্রতিবাসী নাই। পল্লীমধ্যে কেহ কাহার সন্ধান রাখে না। বাটীর সম্মুখে বা অব্যবহিত পরে যাহারা বাস করে, অনেক সময়ে তাহাদের নাম গোত্র অপরিচিত থাকে। এরূপ স্থলে প্রতিবাসীসুখ কাহারো ভাগ্যে সম্ভাবিত নহে। তবে যাহার সঙ্গে যাহার আলাপ পরিচয় আছে তাহারা পরস্পর সন্নিহিত বা দূরস্থিত থাকুক কেবল তাহাদেরই মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ও আত্মীয়তা হইয়া থাকে। কিন্তু অব্যবহিতপার্শ্বস্থিত প্রতিবাসী হয়ত চিরদিন অজ্ঞাত কুলশীল রহিল। লণ্ডনের গতিক এ বিষয়ে আরও মন্দ শুনিতে পাই। যেথানে এরূপ বন্দবস্ত সেখানে বাস করা কাহারো সুখকর হয় না এবং সেখানে মধ্যে মধ্যে যে এরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবে তাহা তাদৃশ বিচিত্র নহে।

ক্ষমা ও সবল অত্যাচারীর প্রতি দুর্ব্বলের কর্ত্তব্য।

যে পৃথিবীতে পশুভাব মূর্ত্তিমান হইয়া রাজত্ব করিতেছে, তথায় ক্ষমার শাস্ত্র যে সাধারণের আদরণীয় হইবে, এরূপ কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। পশুর প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে সে শত্রুর যথাসাধ্য প্রতিহিংসা না লইয়া নিবৃত্ত হয় না—সবল সিংহ দুর্ব্বল শত্রুর মস্তক চর্ব্বণ করে, দুর্ব্বল পিপীলিকা মরিবে, তথাপি একবার আততায়ীকে প্রাণপণে দংশন করিয়া লয়। পশু প্রকৃতির অনুসরণ করিলে মনুষ্যকে সর্ব্বদা এইরূপ প্রতিহিংসা পরায়ণ হইতে হয়। মনুষ্যগণ বহুকাল অবধি এইরূপ প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। শাস্ত্রকারকগণও তদনুযায়ী উপদেশ সকলের সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন—"দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত, চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু; কেহ যদি তোমার পুত্রের প্রাণ লয়, তুমি তাহার পুত্রের প্রাণহরণ কর।" তার্কিকগণ তর্ক জাল বিস্তার করিয়া এই মতের স্বপক্ষে অনেক যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। দুর্ব্বল শত্রুর দোষের প্রতিবিধান না করিলে সে প্রশ্রয় পাইয়া ক্রমশঃ মস্তকারোহণ করিবে, উচ্চপদস্থ লোকের যথাযোগ্য মানরক্ষা হইবে না। সবল শত্রুরও বৈরনির্যাতন না করিলে তাহার অত্যাচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং তাহাদ্বারা সমাজ এককালে উৎসন্ন যাইবে। এ যুক্তির সম্মুখে ক্ষমার উপদেশ খাটে না। মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি এই যুক্তির অনুকূল হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাদ্বারা মনুষ্যের উচ্চ প্রকৃতি কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারে না। এই কারণে অতি প্রাচীনকালেও ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিগণ উদারচিত্তে বলিয়া গিয়াছেনঃ—

"ক্ষমা বশীকৃতি র্লোকে ক্ষমাহি পরমস্তপঃ
ক্ষমা গুণোহ্যশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা।"

ক্ষমা দ্বারা তিন লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা পরম তপস্যা; ক্ষমা অশক্ত দিগের গুণ এবং শক্তদিগের ভূষণ।

আমরা পৃথিবীতে দেখিতে পাই, অনেক লোক দোষীর দোষ ক্ষমা করিতেছেন। দুর্ব্বল সবলকে ভয় করিয়া তাহার অত্যাচারের প্রতি দ্বিরুক্তি করেন না, তাহা মস্তক পাতিয়া সহ্য করেন। সবলও সময় সময় আপনার উচ্চ গৌরবে স্ফীত হইয়া দুর্ব্বল শত্রুর প্রতি উপেক্ষা করেন। কিন্তু ইহার কোনটীকে আমরা প্রকৃত ক্ষমা নামে অভিহিত করিতে পারি না। ক্ষমা ভয় নয়, ক্ষমা ঘৃণাও নয়—ক্ষমা প্রশস্ত হৃদয়সম্ভূত মনের শান্ত ভাব। ক্ষমাবান্ ব্যক্তি অত্যাচারীর অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীতে অধিষ্ঠিত হইয়া অত্যাচারীর প্রতি সপ্রেম প্রসন্ন

দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। ক্ষমাশীল ব্যক্তি অত্যাচারীর হীন অবস্থাতে দুঃখিত হন, তাহার হীনতা সংশোধন করেন এবং আপনার উন্নত ভাবে তাহাকে ভূষিত করিতে একান্ত উৎসুক হন। ক্ষমা যখন উন্নতবেশ ধারণ করে, তখন তাহা এই স্বর্গীয় উপদেশ দেয়ঃ—

"অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধ মসাধুং সাধুনা জয়েৎ।"

অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবেক, সাধুতা দ্বারা অসাধু ভাবকে জয় করিবেক। যাহারা তোমাকে আঘাত করে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, যাহারা তোমাকে ঘৃণা করে, তাহাদিগকে ভাল বাস এবং যাহারা তোমাকে আঘাত করে, ঈশ্বরের নিকট তাহাদিগের কল্যাণ প্রার্থনা কর।

বহু কালাবধি উল্লিখিত সদুপদেশ সকল পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি কার্য্য কালে অধিকাংশ লোকে এ উপদেশ অগ্রাহ্য করেন বা বিস্মৃত হন। যে ঈশা ক্ষমার শাস্ত্র প্রচার করিবার জন্য আপনার জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করেন, তাঁহারই শিষ্যগণ মাংসাশী পশুর ন্যায় যুদ্ধ হত্যা করিয়া বৈরনির্যাতনে উন্মত্ত। কেবল তাহাই নয়, অপেক্ষাকৃত ক্ষমাপরায়ণ জাতিদিগকে তাঁহারা দুর্ব্বল, ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা করেন এবং তাহাদিগের উপরেই অধিক অত্যাচার করিয়া থাকেন। আমাদিগের রাজপুরুষ ইংরাজগণের প্রকৃতিতে এইরূপ ধাতুর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে সবল, ইহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু ক্ষমা যে সবলের ভূষণ, ইহা তাঁহাদিগের অল্প লোকে স্বীকার করেন। দুর্ব্বল বাঙ্গালীরা সময় সময় ইহাঁদিগের দ্বারা এরূপ অত্যাচরিত হন, যে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক নিরীহ প্রকৃতি উদ্বেজিত হইয়া উঠে এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের চিরাবলম্বিত ক্ষমাধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হন। আজি কালিকার নব্য কৃতবিদ্যগণ আত্মগৌরবের মূল্য বুঝিয়াছেন, ক্রমে সাহেবদিগের অত্যাচার তাঁহাদিগের অসহ্য হইতেছে। এই জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ প্রস্তাব উঠিতেছে যে 'ঘুষির পরিবর্ত্তে ঘুষি' অভ্যাস করিতে হইবে। আমরা এ মতে সায় দিতে ইচ্ছুক নহি। প্রথমতঃ অন্যের পশুত্ব দেখিয়া সেইরূপ পশুভাব দ্বারা আমরা তাহার সমকক্ষ হইতে চাহি না। দ্বিতীয়তঃ যে ক্ষমাধর্ম্মের আমরা এত গৌরব করি, তাহা দ্বারা অন্যকে ক্ষমাশীল করিতে আমরা অভিলাষ করি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তবে কি আমরা কাপুরুষ হইয়া অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিব? কখনই নয়। আমরা ক্ষমার যে লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছি, তাহাতে ক্ষমার সহিত অন্যায় বা নীচত্বের সম্বন্ধ নাই। আমরা অত্যাচারীর প্রতি দ্বেষ ভাবাপন্ন হইব না, কিন্তু ন্যায়মতে তাহার অন্যায়াচারের প্রতিবিধান করিব অথচ কোমল ভাবে তাহাকে বশীভূত করিব।

আমরা যে কথা বলিলাম তাহা অনেকের নিকট কল্পনার খেলা বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহাই সম্পূর্ণ ধর্ম্মানুমোদিত এবং ইহা কার্য্যে পরিণত হওয়া আবশ্যক। আমরা এবিষয়ে সবলের তিনটী উপায় দেখিতেছি। ১ম, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার যে অতি ঘৃণাজনক কাপুরুষতা, এরূপ একটী লোকানুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ২য়, আপনাদিগকে অধিক সক্ষম করিয়া সম্মানের উপযুক্ত করিতে হইবে। ৩য়, অত্যাচারীদিগের প্রতি সদ্ভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগের অসদ্ভাবকে পরাজয় করিতে হইবে। প্রথমতঃ দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার হিন্দুদিগের নিকট চির ঘৃণিত, তাঁহাদিগের রথারোহী অশ্বারোহীকে, অশ্বারোহী পদাতিককে প্রহার করিলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখাইতে পারিতেন না। ভদ্র ইংরেজদিগের মধ্যেও যে এরূপ প্রথা আছে, আমরা অবিশ্বাস করি না। যখন বাবু কেশব চন্দ্র সেন ইংলণ্ডে গিয়া ইংরাজ সমাজের নিকট তাঁহাদিগের এতদ্দেশীয় ভ্রাতৃগণের দুর্ব্যবহার বর্ণন করেন, তখন কত ব্যক্তি তারস্বরে অত্যাচারীদিগের প্রতি নিন্দাবাদ ও কটূক্তি বর্ষণ করেন। এদেশীয় ইংরাজ সমাজেও সেই রূপ লোকানুশাসন থাকিলে অনেক রক্ষা হয়। দ্বিতীয়তঃ, কি শারীরিক, কি মানসিক, কি চরিত্র ঘটিত বিষয়ে যদি আমরা আপনাদিগকে অধিকতর সক্ষম করিতে পারি, নিশ্চয়ই আমরা ক্ষমা করিবার অধিকতর যোগ্য হইব এবং অত্যাচারীরা আমাদিগের ক্ষমা অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। অক্ষম হইয়া গায়ের জোর দেখাইতে গেলে বিপরীত ফল লাভ হয় এবং তাহাতে পরস্পরের বিদ্বেষ বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাসের সম্ভাবনা নাই। তৃতীয়তঃ কাহার অসদ্ভাব সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল না করিলে তাহার অত্যাচার হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সে অসদ্ভাব দূর করিবার উপায় কি?

অসদ্ভাব দ্বারা অসদ্ভাবকে সতেজ ভিন্ন নিস্তেজ করা যায় না। সদ্ভাব দ্বারাই অসদ্ভাবকে পরাস্ত করা যায়। আমরা যদি সেই সদ্ভাবের আদর্শ হইতে পারি অত্যাচারী যে সদাচারী হইতে পারে না কে বলিতে পারে? পৃথিবীর অবস্থার যদি কখন উন্নতি হয়, পশুভাবের উপর দেব ভাবের এবং বলের উপর নীতির আধিপত্য সংস্থাপিত হয়, ক্ষমার মহত্ব সকলেই অনুভব করিবে এবং ক্ষমা দ্বারা নিশ্চয়ই ত্রিলোক পরাজিত হইবে।

বঙ্গবন্ধু বলেন গবর্ণর্‌জেনেরেল লর্ড নর্থব্রুক আগামী ৫ই কিম্বা ১২ই আগষ্ট ঢাকায় আসিবেন। তৎপরে আসামে যাইবেন।

ঢাকার অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভাতে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক দেড়শত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। অধুনা আশা করা যায়, ঢাকার স্ত্রী শিক্ষোন্নতি সুবিধার সহিত সংসাধিত হইতে পারিবে। অনান্য স্থানের অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভাগুলি ও যদি প্রত্যেকে স্থানীয় শিক্ষা কমিটির নিকটে আবেদন করেন, তবে বোধ হয় তাঁহারাও এতদ্রূপ সাহায্য পাইয়া স্ত্রীশিক্ষার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। ব, ব।

শিকারপুরের মুসলমান কৃত লোমহর্ষণ অত্যাচার যাহা গত বারের সপ্তাহ স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায় প্রকাশিত হইয়াছে: "পারশা পুলিস ষ্টেশনের অন্তঃপাতী শিকার পুর নিবাসী ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত উক্ত গ্রামের জনৈক সম্পন্ন মুসলমানের মনান্তর ছিল। ক্ষেত্রনাথ গ্রাম সংকীর্ত্তনে গমন করিলে গত ৭ই মে উক্ত মুসলমান অবসর পাইয়া, আপন নিযুক্ত অনুচর দ্বারা, বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে বস্ত্রে মুখ বন্ধ পূর্ব্বক রন্ধন শালা হইতে তোলা করিয়া প্রান্তর মধ্যে লইয়া যায়। শুনিলাম তথায় পিশাচপ্রকৃতি দুষ্টব্যক্তি তাহার সতীত্ব নষ্ট করে। অনন্তর হতভাগিনীকে কলিকাতায় বিক্রয় করিতে লইয়া যায়। পথিমধ্যে রাত্রি হওয়াতে ঘটনার স্থান হইতে চারি ক্রোশ ব্যবধান ফুলবেড়ের পল্লীতে দুষ্টেরা অবস্থান করে। স্ত্রীলোকের স্বামী বন্দ্যোপাধ্যায় বাটীতে আসিয়া, সহধর্ম্মিণীর অনুসন্ধান না পাইয়া চিন্তিত হইলেন। ঘটনা ক্রমে পুলিশ সবইন্সপেক্টার সেই দিবস তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এজাহার পাইবা মাত্র অনুসন্ধানের নিমিত্ত দুই জন কনষ্টেবল নিযুক্ত করিলেন। তাহারা ক্রমান্বয়ে অনুসন্ধান করিয়া ফুলবেড় গ্রামে হেরমত সেখের বাটীতে স্ত্রীলোকটীকে প্রাপ্ত হয়। শার শার পুলিশ ইন্সপেক্টার তদন্তে নিযুক্ত হইয়া কিছুই প্রমাণ করিতে পারেন নাই। ইহাতে অনেক লোকে অনেক প্রকার সন্দেহ করিতেছে। বাদী এক্ষণে পুলিশ ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর তদন্তের প্রার্থী হইয়াছেন। তিনি তদন্তে নিযুক্ত আছেন।

এতদিন খৃষ্টান ইংরাজগণ মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছিলেন, একজন মুসলমান সম্প্রতি খৃষ্টান হইয়াছেন। হাসিয়ার পুর নিবাসী গমুসা নামক একজন ফকির মহম্মদকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃষ্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলি উদ্দৌলা ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া বিগত ৮ই জুলাই দিবসে পরলোক গমন করিয়াছেন। রাজা অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন।

রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি হইয়াছেন। সা, স।

জ্ঞান বিকাশিনী বলেন একজন কুঠিয়াল সাহেব তাঁহার কোন আমলার কান এমন জোরে টানিয়াছিলেন, যে তৎক্ষণাৎ ফাটিয়া রক্ত বাহির হয়। সাহেব দেখিয়া বলেন "তোম্‌লোক এছা পচা কানমে নকরি করবে আয়া"। আম্‌লাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। আমলা এই দুরাচারের কিছুই করিতে সাহস পাইলেন না। ধন্য সহিষ্ণুতা।

আমরা আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদক পণ্ডিতবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিগত রবিবার রাত্রিতে চাঙ্গড়ি পোতার বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহাঁর পীড়া আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীহট্ট আসামের অন্তর্গত হইতে চলিল। ষ্টেট সেক্রেটরি এই পরিবর্ত্তন অনুমোদন করিয়াছেন। এটী শ্রীহট্টের পক্ষে শুভকর বোধ হয় না।

কলিকাতার স্মলকজ কোর্টের প্রথম বিচারপতি আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে আদালতের কোন উকীল, কোন মোক্তার বা দালালের নিকট হইতে বন্দবস্ত করিয়া মোকর্দ্দমা বা উপদেশ গ্রহণ করিলে অব্যবসায়ীর ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া অপরাধী ও দণ্ডনীয় হইবেন।

হাবড়া হিতকরী বলেন, ষ্টুয়ার্ট নামক এক ব্যক্তি বেগে গাড়ী চালনার অপরাধে কলিকাতার পুলিসে আনীত হয়। মাজিষ্ট্রেট প্রথমতঃ তাঁহার (৫০) টাকা জরিমানা, এবং তৎপ্রদানে অসমর্থ হইলে কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক সপ্তাহের কারাবাসের আদেশ প্রদান করেন। ষ্টুয়ার্ট অর্থ প্রদানে অসমর্থ হওয়াতে প্রেসিডেন্সি জেলে নীত হয়। তাহার পর দিবস জোন্স নামক একজন আত্মীয় টাকা লইয়া জেল হইতে ষ্টুয়ার্টকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত গমন করে, টাকা প্রদানের পর ষ্টুয়ার্ট এবং জোন্স উভয়ে আসিতেছিলেন এমত সময়ে একজন ইউরোপীয় পুলিস ইন্সপেক্টর ষ্টুয়ার্টের হস্ত ধারণ করিয়া কহে "তোমাকে আমি ছাড়িতে পারি না কারণ তোমার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।" ষ্টুয়ার্ট শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া কহিল আমার নামে ওয়ারেণ্ট থাকিবার ত কোন সম্ভাবনা নাই। ইন্সপেক্টর কহিল মফঃস্বল হইতে তহবিল তছরূপের নিমিত্ত তোমার নামে ওয়ারেণ্ট আছে, যাহাই হউক আমি তোমাকে কোন ক্রমেই যাইতে দিব না। পরিশেষে ইন্সপেক্টরের সহিত পুলিসে যাওয়াই স্থির করিয়া ষ্টুয়ার্ট তাঁহার আত্মীয় এবং ইন্সপেক্টরের সহিত ডেঃ কমিসনরের নিকট প্রস্থান করিলেন। ডেঃ কমিসনর ষ্টুয়ার্টের সাক্ষাৎকার লাভ মাত্র আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া হাজতে রাখিলেন। এই প্রকারে ষ্টুয়ার্ট সে দিবস সমস্ত রাত্রি অনাহারে যাপন করিলেন। পর দিবস প্রভাত কালে ডেপুটী কমিশনর সাহেব পুলিস সমভিব্যাহের ষ্টুয়ার্টকে বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মাজিষ্ট্রেট ষ্টুয়ার্টকে দেখিবা মাত্র মুক্ত করিয়া দিলেন। কারণ যে ষ্টুয়ার্টের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়া ছিল, কলিকাতার ডেপুটী কমিশনর প্রেরিত ষ্টুয়ার্ট তিনি নহেন। ইহাকেই কহে উদোর পিণ্ড বুদোর ঘাড়ে।

শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, প্রধানতম আদালতের উকীলগণ দালালী প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

২৭শে জুনের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় ১১১ জনের মৃত্যু হয়; তাহার ৪জন খৃষ্টান,১১২জন হিন্দু, ৫৫জন মুসলমান। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে সর্ব্বশুদ্ধ ১৬৬জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

উত্তর পশ্চিম।

রাজ কোর্টের এষ্টন সাহেব, যিনি জানকী নামক রাজপুতকে বেত্রাঘাত করেন,তিনি সৌরাষ্ট্র প্রদেশে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। উড হাউসের বিচার কত সূক্ষ্ম হইবে।

আমরা অবগত হইলাম কাশ্মীরের মহারাজা চীনদেশে রেসমের একটী কুটি খুলিবেন এবং একজন দেশীয় যুবককে কুটীর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ইহাঁর নাম প্রকাশ হয় নাই। এপ্রকার সাহস না থাকিলে ভারতের মঙ্গলের আশা করা দুরাশা মাত্র। হা, হি।

কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা ঋষিবর মুখোপাধ্যায় এক্ষণে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ইপ্‌স্‌উইচ নগরে ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কার্য্য শিক্ষা করিতেছেন। এপ-

যাত্র ইংলণ্ড গমন করিয়া ইনিই প্রকৃত কার্য্য করিতেছেন। হা, হি।

মান্দ্রাজ।

ব্যাঙ্গালোরে গবর্ণমেণ্ট প্রসাদে আগামী ১৮ই জুলাই দিবসে একটি ভোজ প্রদত্ত হইবে। সে দিন সেই স্থানে মহীশূরের প্রধান কমিসনর সাহেবকে "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" উপাধি অর্পণ করা হইবে।

ডাক্তার মোয়াট মান্দ্রাজের ডাক্তার কুরির স্থানে নিয়োজীত হইবেন। ডাক্তার কুরির পদোন্নতি হইয়াছে।

বোম্বাই।

পাওনিয়র বলেন, বোম্বাই নগরের ফ্রামজী ভিকাজী নামক এক ব্যক্তির সহিত ব্যভিচারিণী হয় এবং স্বামীকে পরিত্যাগ করে। মকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া স্থির হয় যে, উক্ত স্ত্রীলোক নিজ স্বামীর নিকট ফিরিয়া যাইবে এবং উপপতির সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখিবে না। স্ত্রীলোকটী অবশেষে যাইতে চায় নাই; অনেক কষ্টে তাহাকে লইয়া যাওয়া হয়। পরে শুনিতে পাওয়া যায়, ভিকাজী স্ত্রী লোকটীকে অতি নির্দ্দয় রূপে হত্যা করিয়াছে।

বোম্বাইর নবু খাঁ নামক একজন মুসলমান প্রেস্টনজি নামক একজন পারসিকে গুরুতর প্রহার করিয়া প্রায় ২০০০ টাকা লুট করে। প্রেস্টনজি পুলিষে অভিযোগ করেন। বোম্বাইয়ের গবর্ণর উডহাউস মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়াছেন। উড হাউস যে রূপ অবিবেচক ও অনুপযুক্ত, তাঁহার হস্তে আজিও বোম্বাইর শাসন ভার রাখা নিতান্ত অনুচিত।

সম্প্রতি একটি সভায় ত্রিবঙ্কুরের রাজপুত্র হিন্দু নীতি বিষয়ক একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতাটী উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

ইউরোপ।

ডাক্তার গুডিব চক্রবর্ত্তী ও বারিষ্টার বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী ও সন্তানত্রয় ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন। উমেশ বাবু সুশিক্ষার জন্য সন্তানদিগকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত বিষাদিত হইলাম, রাজমন্ত্রী ডিসরেলি বাত রোগে আক্রান্ত হইয়া ঘোরতর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন।

রুসিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন যে ব্রুসেল্‌স নগরে একটী জাতি মধ্যস্থ যুদ্ধ সভা সংস্থাপিত হয়।

সর উইলিয়ম মুইর আগামী শীতকালে রাজমন্ত্রী হইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবেন।

রুসিয়ার সৈন্য সংখ্যা ১৫,১৯,৮১০ ইংলণ্ডের (বলণ্টিয়ার শুদ্ধ) ৪, ৭৮, ৮২০। মহাভারতের বর্ণনা মত ভারত যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে ১৫, ৩০ ৯০০ সৈন্য ছিল অর্থাৎ রুসিয়ার অপেক্ষা কিছু বেশী। আর দুর্য্যোধনের পক্ষে ছিল ২৪,০৫,৭০০ অর্থাৎ ইংলণ্ডের এখনকার ফৌজের পাঁচ গুণ। সা।

লান্সেট নামক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রধান বিলাতি পত্রে এইরূপ মত প্রকাশিত হইয়াছে, যে, ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন করিলে বিষাক্ত সর্প দ্বারা দষ্ট হইতে হইবে। কুকুর বিষের কাটান মন্ত্র সর্পের বিষ, এই দুই বিষ একত্র হইলে, কোন বিষেরই তীক্ষ্ণতা থাকিবে না। ডাক্তার ফ্রিট্‌কি এই ঔষধটী আবিষ্কৃত করিয়াছেন। সত্য মিথ্যা লান্সেট পত্রই এখনও বুঝিতে পারেন নাই আমরা কোন্ ছার! সাহেবেরা বলেন যে, ক্ষিপ্ত কুকুর বিষের আর কোন ঔষধ নাই। আমাদের দেশীয় অনেকেই এ কথা বিশ্বাস করেন না। গোন্দল পাড়ার ঔষধ যে এ বিষয়ে বিশেষ উপকারী, তাহা অনেককেই স্বীকার করিতে হইবে। আমরাও স্বীকার করি, এবং আমরা বেশ ভালরূপে জানি যে, গোন্দল পাড়ার ঔষধ কেবল শুষ্ক ঘোঁড়া পোকা মাত্র তাহাই কতকগুলি মরীচের সঙ্গে খাইতে হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই এ কথা সকলকে বিশ্বাস করিতে হইবে। সা।

বিবিধ।

গত বর্ষে জাপান রাজ্যে ৮৮, ৮৬, ৭০, ৬৩৬ ডলার আয় এবং ৬, ২১, ৬৯, ৩৪৪ ডলার ব্যয় হইয়াছে।

মহাব্যাধি গ্রস্ত ইউরোপীয় ও ইউরোপীয়দিগের জন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে একটী চিকিৎসালয় সংস্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে।

কাবুলের আমীর কাশ্মীর সীমার সন্নিহিত চিত্রল প্রদেশের দিকে সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। উদ্দেশ্য কি?

মিস্ রেবকা রবার্টস নাম্নী একটী আমেরিক কুমারী ওহিও প্রদেশস্থ আণ্টিয়ক কালেজের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপিকা হইয়াছেন।

ইয়ার্কণ্ডে প্রেরিত রাজদূত ফর্সিথ সাহেব গত সোমবার মুরীতে পৌঁছিবেন এরূপ সম্ভাবনা ছিল।

লেহেজের সুলতান্ লোকান্তর গমন করিয়াছেন। ইংলণ্ডের সঙ্গে তাঁহার মিত্রতা ছিল। তাঁহার ভ্রাতস্পুত্র ফাদল্‌বিন্ আলি তাঁহার সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন।

বোগদাদে মারিভয় উপস্থিত হইয়াছে।

ফোর্সিথ সাহেব কলিকাতায় গবর্ণর জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সিমলা পর্ব্বতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তাঁহার সহচর ডাক্তার বিলু অবকাশ লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিবেন।

সাধারণী ইংরাজি আইন সম্বন্ধে এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন, "অনেকে ইংরাজি আইনের প্রসংশা করিয়া থাকেন। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও, ইংরাজি আইনের গুণানুবাদকল্পে একটি কথাও মুখে আনিতে পারি না। স্পষ্ট কথা বলিতে কি, বিলাতী আইনের অনর্থক জটিলতা আমাদিগের নিকট ঘৃণেয়। ইংরাজি ইতিহাস লেখকেরা যত মিথ্যা কহেন, সকলই সহ্য করিতে পারি, কিন্তু যখন তাঁহারা তাঁহাদের আইনকানুনকে গৌরবের ভিত্তিভূমি (Bulwark of national greatness) বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন, তখন সে রব আমরা আর সহ্য করিতে পারি না। ইংরাজদিগের স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় ব্যবহারাবলীর কূটাভ্যাসে দিন যামিনী যাপন করা অনেকের মন্দ অদৃষ্ট ঘটনা, যাঁহার ঘটিয়াছে, তিনিই জানেন ইংরাজি আইন কানুন কিরূপ অনর্থক জটিল। ভ্রমের সঙ্গে প্রমাদ, সেই প্রমাদের সঙ্গে, হেতুবাতিরেকে অনুমান, তাহার সঙ্গে কোন এক রাজার যথেচ্ছাপ্রসূত আদেশ, সঙ্গে সঙ্গে কোন এক বিচারপতির সিদ্ধান্ত, সকলের সঙ্গে মূলের অর্থলোপকারিণী একটি টীকা, এই সকলগুলি মিলে এমনি একখানি কাণ্ড হইয়াছে, যেন গোলোক ধাঁধার নীচে উপরে, চৌতারা ছিন্ন জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। প্রথমতঃ কাহার সাধ্য তাহার মধ্যে প্রবেশ করে, যদি দৈবানুগ্রহে একবার ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে, ত চারিদিক্ হইতে কপিহোল্ড,ফ্রিহোল্ড, ফীসিম্পল, ফীটেইল, ডিভোর্নিস্ প্রভৃতি সপ্তরথী আপনাদের সৈন্য সামন্ত লইয়া তোমাকে অভিমন্যুর দশায় দণ্ডায়মান করাইবে।"

আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা লম্ফ ঝম্পেও উন্নত হইতেছেন। সংপ্রতি একজন স্ত্রীলোক ঊর্দ্ধে পাঁচ ফিট লম্ফ প্রদান করিয়া পঞ্চাশ টাকার বাজি মারিয়াছেন।

চীনের দক্ষিণ বিভাগে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি ও বজ্র পাত হইয়া গিয়াছে। মেকাওয়ের গির্জ্জা ঘরে বজ্র পতন হইয়া বেদিটী পুড়িয়া গিয়াছে। কাণ্টনেও বিস্তর লোক বজ্রাঘাতে মারা গিয়াছে।

REGISETERD. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

২য়, ভাগ
১৫শ সংখ্যা
বঙ্গাব্দ ১২৮১—৯ ই শ্রাবণ শুক্রবার। ১৮৭৪—২৪শে জুলাই।
বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭॥০ টাকা।

সূচী।

আমাদিগের যন্ত্রালয় কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এক্ষণ অবধি ভারত সংস্কারক সম্বন্ধে যাঁহারা কোন পত্রাদি লিখিবেন, বা মূল্যাদি পাঠাইবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় দিবেন।

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোনাপুর ষ্টেসন হইয়া হরিনাভি ভারত-সংস্কারক কার্য্যালয়।

কলিকাতা বাসিদিগের জন্য—কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে আমাদিগের আফিস থাকিবে।

সপ্তাহ।

হরিনাভি গ্রামে কতকগুলি শুভ সূচনা দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। এখানে 'উন্নতি বিধায়িনী' নাম্নী একটী সভা ৪।৫ মাস হইল স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে দেশের বৃদ্ধ যুবক সকলে মাসান্তে একবার সমবেত হন। সভাস্থলে প্রতিবারে এক একটী হিতকর প্রস্তাব আলোচিত হয়। আমরা গত বারে এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া দুইটী উদ্যোগ দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম;—(১) যাহাতে এতৎ প্রদেশস্থ দুঃস্থ ব্যক্তিদিগের তালিকা সংগ্রহ হইয়া তাহাদিগের সাহায্যের উপায় হয়, তজ্জন্য স্থান বিভাগ করিয়া কতিপয় সভ্য অনুসন্ধানের ভার গ্রহণ করিলেন। (২) যাহাতে দেশের বদমায়েস দিগের শাসন হয়, তজ্জন্য একটী বিশেষ কমিসন নিযুক্ত হইল। এই সভা যদি স্থায়ী হয়, ইহাদ্বারা এ দেশের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলোন্নতির সম্ভাবনা। এখানে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এখানকার টাক্স দাতা গণ একত্র হইয়া "রেট পেয়ার্স এসোসিয়েসন" নামক একটী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অত্রত্য মিউনিসিপালিটী বেহালার সহিত সংযুক্ত থাকাতে এখানকার কোন উপকার হয় না, এজন্য তাহারা মিউনিসিপালিটী পৃথক করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং প্রদত্ত টাক্স যাহাতে তাহাদিগের উপকারে আইসে এরূপ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। ইহাঁদিগের এ চেষ্টা অতি সুসঙ্গত, গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে সম্পূর্ণ সাহায্য দানকরা আবশ্যক।

—

প্রথম রথের দিন মজিলপুরের দত্ত বাবুদিগের রথের একটী চূড়া ভাঙ্গিয়া একটী কনষ্টবলের ঘাড়ে পড়িয়া যায়। এ রথখানি যে রূপ জীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আর টানিতে দেওয়া বিধেয় নহে।

—

আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, পিপল্স ফ্রেণ্ড ও ভারত ভৃত্য নামক সংবাদ পত্রখানির অকাল মৃত্যু হইয়াছে। এ পত্রখানি অতি নম্র ও ভদ্রভাবে চলিতেছিল। মনিটর নামক একখানি নূতন ইংরাজী সংবাদ পত্রের প্রথম ৩ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি ইহা আমাদিগের উক্ত বন্ধু বিয়োগ শোক নিবারণ করিবে।

ভারত সংস্কারক।

বাঙ্গালীদিগের অনৈক্য।

বাঙ্গালীদিগের আর কোন গুণ থাকুক না থাকুক, অনৈক্য গুণটী জাজ্বল্যমান দেখা যায়। এমন বিষয় নাই, যাহাতে ইহাদিগের এই গুণের পরিচয় পাওয়া না যায়। সামাজিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে দলাদলিত চিরপ্রসিদ্ধ, কিন্তু বিদ্যা ও ধর্ম্ম প্রভৃতি উচ্চতর ও সাধারণ হিতকর বিষয়েও ইহাঁদিগের বিবাদ বিসম্বাদ দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইউরোপীয় জাতি সকল ঐক্য ভাবাপন্ন হইয়া এক এক বিষয়ে আপনাদিগের সমবেত বল প্রকাশ করিতেছেন, এক ২ সভা বা কোম্পানি করিয়া কত সভ্যতা ও উন্নতির পথ বিস্তার করিতেছেন, বাঙ্গালীরা সে সকল বিষয়ে অনভ্যস্ত এবং তাহার অনুকরণ করিতে গিয়া পদে পদে অপদস্থ হইয়া পড়িতেছেন। এইরূপ অক্ষমতার জন্য বাঙ্গালীদিগকে কেবল নিন্দা করিলে কি হইবে? ইহাদিগের অক্ষমতার মূলে যে প্রকৃতিগত দোষ রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। যেখানে দশজনে সম্মিলিত হয়, সেখানে কেহ প্রধান ও কেহ নিকৃষ্ট থাকিবেই থাকিবে। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে দেখা যায়, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান ও নিকৃষ্টের তত মানাভিমান নাই, সকলে স্বাধীন ভাবে মিলিত হন এবং পরস্পরে পরস্পরের দোষ স্বীকার ও সংশোধনে প্রস্তুত। এই জন্য তাহাদিগের মিলন সহজে ভঙ্গ হয় না। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে কেহ প্রাধান্য লাভ করিলে তিনি আপনার ক্ষমতায় গর্ব্বিত,

অন্যের প্রতি উপেক্ষাকারী বা অত্যাচারী এবং ন্যায় বিবেক শূন্য হইয়া সর্ব্বগ্রাসক হইয়া উঠেন। নিকৃষ্টেরা যত অক্ষম হউন, হিংসা অভিমান শূন্য নহেন, আপনাদিগকে হীনিত ও উপেক্ষিত দেখিয়া সক্ষম ও উন্নত পদস্থদিগের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হন এবং সুযোগ পাইলে প্রতিহিংসা গ্রহণে ত্রুটি করেন না। পরস্পরের যেখানে এরূপ উদারতাব অভাব, সেখানে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব কিরূপে সঞ্চারিত হইবে এবং সর্ব্বসিদ্ধির মূল যে ঐক্যের স্থায়িত্ব তাহারই বা সম্ভাবনা কি? এই জন্য বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যাঁহারা সক্ষম তাঁহারা একাকী যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা বরং সফল হয়, কিন্তু পাঁচ জনে মিলিয়া কাজ করিতে গেলেই সকলি পণ্ড হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় কি আশা করা যায়? বাঙ্গালীরা যত ক্ষমতাবান্ হউন, তাঁহাদের একা২ দ্বারা প্রভূত কার্য্য কখন সম্পন্ন হইতে পারে না এবং তাঁহারা যে কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা কখন চিরস্থায়ী হইতে পারে না। এজন্য বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালীরা একটী জাতিরূপে সংগঠিত হইতে পারেন না এবং তাঁহাদিগের জাতীয় মহত্ত্ব লাভের আশা বহু দূরে অবস্থিতি করিতেছে।

বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের কি কোন উপায় নাই? আমরা এখন এক বিষয়ে বাঙ্গালীদিগকে সময় সময় একমত দেখিতে পাই, সে যখন অন্য কর্তৃক সকলে সাধারণ নিগ্রহ ভোগ করেন। সার মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স যখন বাঙ্গালী জাতি সাধারণের প্রতি অপমানসূচক রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেন, নীলকরেরা যখন এদেশীয়দিগের উপর অত্যাচার করে, গবর্ণমেণ্ট যখন উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, ইনকম টাক্সে যখন সাধারণে প্রপীড়িত হন, তারকেশ্বরের মোহন্তের অত্যাচারে যখন সকলে উত্তেজিত হন এই সকল স্থলে আমরা বাঙ্গালীদিগের ঐক্যের পরিচয় পাইয়াছি। ইহাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে বাঙ্গালীরা আপনা আপনি মিলিয়া কাজ করিবার সময় গৃহবিচ্ছেদ করিয়া ফেলে, কিন্তু বাহিরের শত্রুর বিরুদ্ধে এক কাঁটা হইয়া যুঝিতে পারে। এরূপ ঐকতান অভাব পক্ষে এবং তাহা ক্ষণস্থায়ী সন্দেহ নাই, কিন্তু যেখানে অনৈক্যের শত শত স্রোত বহিতেছে, সেখানে ঐক্য বন্ধনের এই একটী উপায়ও আমাদিগের উপাদেয়। আমরা এক গবর্ণমেণ্টের অধীন, তাহার শাসনের গুণ বা দোষের উপরে আমাদিগের ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করিতেছে। আমরা শাসনের গুণবর্দ্ধন ও দোষ সংশোধন করিয়া সাধারণের কষ্ট নিবারণ করিব, এই মূল অবলম্বন করিয়া যদি ঐক্য বন্ধনের চেষ্টা করিতে পারি, নিশ্চয়ই সফল প্রযত্ন হইব এবং ক্রমে সকল বিষয়ে আমাদিগের মধ্যে ঐক্যের দৃঢ়তা সম্পাত হইতে থাকিবে।

ব্রাহ্মদিগের আভ্যন্তরিক গোলযোগ।

ব্রাহ্মদিগের কলিকাতা স্কুল ও ভারত আশ্রম লইয়া সংবাদ পত্র সকলে তুমুল আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত আমরা সে বিষয়ে কোন বাঙ্ নিষ্পত্তি করি নাই। ইহার কারণ এই যে প্রথমতঃ আমাদিগের পত্র সাধারণের মুখপাত্র, ব্রাহ্মদিগের প্রতিনিধি নহে। দ্বিতীয়তঃ বৃথা গণ্ডগোলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটা দলাদলী বাঁধাইতে আমরা নিতান্ত অনিচ্ছু। আমাদিগের এ অভিপ্রায় না বুঝিয়া কোন কোন সহযোগী মিরর ও সুলভের ন্যায় আমাদিগকেও উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের প্রতিনিধি মনে করিয়াছেন এবং উক্ত পত্রদ্বয়ের সঙ্গে আমাদিগকেও "একটা কিছু পরিষ্কার করিয়া লিখিতে অথবা পাপ স্বীকার করিতে" অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা এস্থলে স্পষ্টাক্ষরে সাধারণের নিকট ব্যক্ত করিতেছি, ভারত সংস্কারকের সহিত "ভারত সংস্কার" সভা অথবা কনজার্বেটিব বা প্রগ্রেসিব কোন ব্রাহ্মসমাজের কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল না ও নাই। ইহা একখানি স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় সাধারণহিতৈষী অসাম্প্রদায়িক পত্র। আমরা এই ভাবে চলিতে কত দূর সমর্থ হইতেছি, আমাদিগের পূর্ব্বাপর কার্য্য প্রণালী দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইবে। সাধারণের ন্যায় আমরাও একটী স্বতন্ত্র ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মদিগের বর্ত্তমান গোলযোগ পরিদর্শন করিতেছি, যথাসময়ে মতামত প্রকাশ করিব। এসম্বন্ধে আমরা কয়েকখানি পত্র পাইয়াছি, কিন্তু গোলযোগের সহকারী হইবে বলিয়া তাহা প্রকাশ করি নাই। নিম্নোদিত পত্রখানি সে দোষ সম্পর্ক শূন্য নহে, কিন্তু কেবল প্রশ্নাবলী বলিয়া এবং বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। এখানি হস্তগত হইবার পূর্ব্বে প্রেরিত স্তম্ভ পূর্ণ হওয়াতে ইহা অগত্যা এস্থলেই গৃহীত হইল। প্রশ্ন গুলি যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত, আমরা আশা করি সাধারণের হৃৎপ্রত্যয়ের জন্য আশ্রমবাসী ও প্রচারক মহাশয়গণ ইহার সদুত্তর দান করিবেন।

মহাশয়! ১লা শ্রাবণের ধর্ম্ম তত্ত্বে ভারত আশ্রম বাসিদিগের সভা হইতে বাবু হরনাথ বসুর সম্বন্ধে যে দশটী অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে. তাহা পাঠ করিয়া আশ্রমের নিয়ম প্রণালী, হরনাথ বাবুর অন্যায়াচরণ ও আশ্রমবাসিদিগের নির্দ্দোষিতা নির্ণয় করিতে হইলে আরও কতকগুলি বিষয় জানা আবশ্যক। আমি নিম্ন লিখিত প্রশ্ন গুলির উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত মূল ব্যাপার কি? অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। আপনার পত্র আশ্রমবাসীদিগের অনেকে এবং ব্রাহ্মসাধারণে পাঠ করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রশ্নগুলিকে আপনার পত্রে গ্রহণ করিলে তাহার উত্তর পাইতে পারিব এমত প্রত্যাশা আছে। আপনাকে এই প্রশ্নগুলি না পাঠাইয়া আশ্রমবাসীদিগের নিকটও উত্তর প্রার্থনা করিয়া পাঠাইতে পারিতাম; কিন্তু তদ্দ্বারা আমার আর একটী অভিপ্রায় সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়। যাহারা ধর্ম্মতত্ত্বে আশ্রমবাসীদিগের দশটী অভিমত পাঠ করিয়াছেন, আমার প্রশ্নগুলি প্রকাশিত হইলে, সত্য নির্ণয় পক্ষে আরও অনেকগুলি বিষয় জানা আবশ্যক, তাঁহাদিগের অনেকের ইহা বোধ হইতে পারে, সুতরাং যে পর্য্যন্ত এই সকল প্রশ্নের কিম্বা তাঁহাদিগের মনে এ সম্বন্ধে অন্য যে সকল প্রশ্নের উদয় হইবে, তাহার উত্তর না পাইতে পারিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা আত্মঅভিপ্রায় প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইবেন না।

১। আশ্রমবাসীগণ প্রথম অভিমতে এইরূপ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, যে আশ্রমে শ্রীহরনাথ বসু দুই বৎসর কাল সপরিবারে বাস করিয়া উপদেশ শাসন ও দৃষ্টান্ত বলে উন্নতি লাভ করিলেন তাহার প্রতি আক্রমণ করা তাঁহার পক্ষে অতি দূষণীয় অকৃতজ্ঞতার কার্য্য।" এইক্ষণে জিজ্ঞাসা এই, আশ্রমের প্রতি অক্রমণ করা ও তদ্বিরুদ্ধে সাধারণের মনে ঘৃণা উদ্দীপন করা দূষণীয় অকৃতজ্ঞতার কার্য্য, ইহা কি অর্থে বলা হই-

য়াছে? হরনাথ বাবু যদি অনর্থক ও গোপনে দোষারোপ করিয়া আশ্রমের বিরুদ্ধে ঘৃণা উদ্দীপন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তিনি অবশ্যই দোষের কাজ করিয়াছেন। অন্যথা যদি তিনি আত্মনির্দ্দোষিতা প্রমাণ অথবা অন্যকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত আশ্রমের যথার্থ দোষ উল্লেখ করিয়া আশ্রমের বিরুদ্ধে সাধারণের ঘৃণা উদ্দীপন করিয়া থাকেন, তিনি তজ্জন্য দোষী বা অকৃতজ্ঞ হইতে পারেন না। যাহা হইতে যে উপকার লাভ করা হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করাই অকৃতজ্ঞতার কার্য্য, নতুবা উপকারীর কোন যথার্থ দোষ উল্লেখ করা অকৃতজ্ঞতা নহে। হরনাথ বাবুকে অকৃতজ্ঞ বলিতে হইলে প্রদর্শন করা আবশ্যক তিনি কি কি উপকার অস্বীকার করিয়া অকৃতজ্ঞ হইয়াছেন? আশ্রম বাসীরা হরনাথ বাবুকে (১) * অকৃতজ্ঞ, মিথ্যা দোষারোপকারী, (২) ভদ্রতা বিরোধী, (৩) অমিতব্যয়ী, অপরিণামদর্শী, (৪। ৫) ঋণ পরিশোধ বিমুখ, (৬) অনুচ্চ প্রকৃতি (৭) অশ্লীলভাষী (৮) ক্রুদ্ধ স্বভাব প্রভৃতি গুণালঙ্কারে ভূষিত করিয়া কিরূপে বলিতেছেন তিনি আশ্রমের "উপদেশ, শাসন ও দৃষ্টান্ত বলে উন্নতিলাভ" করিয়াছেন? আশ্রমে 'দুই বৎসর কাল সপরিবারে বাস' করিয়া কি এই ফল? ইহার উত্তরে যদি বলা হয়, হরনাথ বাবুর স্বভাব ইহা অপেক্ষাও জঘন্য ছিল আশ্রমে থাকিয়া তিনি আংশিক "উন্নতি লাভ" করিয়াছেন, তবে আরও কয়েকটী গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইবে। আশ্রমে চরিত্র পরীক্ষাকরিয়া লোক গ্রহণের নিয়ম আছে কি না? না থাকিলে তদ্দ্বারা আশ্রমের কোন প্রকার কলঙ্ক ও অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কি না? জঘন্য চরিত্রের লোক আশ্রমে স্থান পাইলে, তাহাকে পবিত্র স্থান বলা যাইতে পারে কি না? হরনাথ বাবুর সদৃশ বা তদপেক্ষা জঘন্য লোক যে আর আশ্রমে নাই, তাহার প্রামণ কি? যদি থাকে, অপরীক্ষিত-চরিত্র লোকের বাক্য সাধারণে বিশ্বাস না করিলে তাহাদিগের অপরাধ কি?

৩। হরনাথ বাবু আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করেন, অথচ আপনার দেয় পরিশোধ করেন না, হরনাথ বাবুকে আশ্রমে গ্রহণ কবিবার পূর্ব্বে আশ্রমবাসীগণ ইহা জানিতেন কিনা? যদি জানিয়া থাকেন, তবে "ঘরভাড়া ও আহারের টাকা মাসে মাসে" তাঁহার নিকট হইতে আদায় করা হয় নাই কেন? আদায়ের চেষ্টা করিয়া ও যদি না পাইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে আশ্রমে থাকিতে দেওয়া হইল কেন? অগ্রে থাকিতে দিয়া, চলিয়া আসিবার সময় জিনিস আটক করা "উচ্চ ধর্ম্মনীতি"—সম্মত কি না?

৪। ৫। আশ্রম পরিত্যাগের সময়েই আশ্রমের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে এমন কোন নিয়ম আছে কি না? নিয়ম থাকিলে ইহার কখনও অন্যথা করা হইয়াছে কি না এবং তাহার কারণ কি? হরনাথ বাবু আশ্রম হইতে "না বলিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ" করিয়া থাকিলে "তাহার টাকা পরিশোধের জন্য বন্ধুভাবে তাঁহাকে" কেমন করিয়া "বলা হইয়াছিল যে উমেশ বাবু প্রভৃতি বন্ধুরা উপস্থিত হইলে বন্দোবস্ত করা হইবে?" এ কথা তাঁহাকে কে বলিয়াছিলেন এবং তিনি কাহার "বিনা অনুমতিতে আশ্রম ছাড়িয়া যাইবার চেষ্টা" করিয়াছিলেন? অধ্যক্ষ না অন্য ব্যক্তির? অধ্যক্ষ ব্যতীত অন্য ব্যক্তির ঐরূপ আশ্বাস দেওয়ার অধিকার ছিল কি না এবং তাঁহার "এ কথা অগ্রাহ্য করাতে তাঁহার আরও অধিক দোষ হইয়াছে" কি না? যদি অধ্যক্ষ আশ্বাস দিয়া থাকেন, তবে ইহা সপ্রমাণ হইতেছে কি না যে, তিনি হরনাথ বাবুর চলিয়া যাইবার কথা জানিতেন? অধ্যক্ষ তাঁহার যাওয়ার কথা জানিয়াও যদি অনুমতি না দিয়া থাকেন, তিনি "বিনা অনুমতিতে" চলিয়া যাওয়ার অপরাধী হইয়াছেন কি না?

৬। 'নিজে ঋণ পরিশোধের উপায় না করিয়া সহধর্ম্মিণীর অলঙ্কার আপন দেয় টাকার পরিবর্ত্তে অর্পণ করিয়াছিলেন' এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? হরনাথ বাবু তখন "নিজে ঋণ পরিশোধের উপায়" কি করিতে পারিতেন? "তিনি যে গ্রামস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুকে জামিন স্বরূপ মনোনীত করিলেন," তিনি যখন জামিন হইতে "আপত্তি করিলেন" তখন তাঁহার আর কি উপায় ছিল? তবে তিনি উমেশ বাবুর অপেক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু উমেশ বাবু আসিলে কিরূপ বন্দোবস্ত করা হইত, তাহা তাঁহাকে বলা হইয়াছিল কি? যদি না বলা হইয়া থাকে তবে তিনিত্ত ইহাও বুঝিয়া থাকিতে পারেন যে যখন এক জন "গ্রামস্থ ব্রাহ্ম বন্ধু" জামিন হইতে "আপত্তি করিলেন" তখন উমেশ বাবুকে জামিন চাহিলে যে তিনি আপত্তি কবিবেন না, তাহার নিশ্চয়তা কি? স্ত্রীকে গাড়ীতে রাখিয়া টাকা ধার করিবার নিমিত্ত নানা স্থানে ভ্রমণ করার অপেক্ষা স্ত্রীর অলঙ্কার বন্ধক দেওয়া কি 'উচ্চ প্রকৃতি লোকের বিরুদ্ধ কার্য্য"?

৭। "তাঁহাকে বা তাঁহার পরিবারকে আটক করিয়া রাখিবার কোন চেষ্টা হয় নাই" ইহার দ্বারা কি এই বুঝিতে হইবে, হরনাথ বাবু জামিন দিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার স্ত্রীর অলঙ্কার প্রদান না করিলেও তাঁহাদিগকে অনায়াসে চলিয়া যাইতে দেওয়া হইত?

৮। "হরগোপাল বাবু তাঁহাকে মারিতে গিয়াছিলেন, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইহার কিছু মাত্র প্রমাণ পাওয়া গেল না।" "একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা" প্রমাণ দ্বারা কি ইহা নিশ্চিত হইয়াছে? কোন বিষয় সপ্রমাণ না হইলেই সর্ব্বথা মিথ্যা হয় এমত নহে। প্রমাণ দ্বারা যে বিষয়ের সত্যতা অসিদ্ধ হয়, তাহাকেই "সম্পূর্ণ মিথ্যা" বলা যায়। প্রমাণের অভাব বশতঃ "সম্পূর্ণ মিথ্যা" বলা হইয়া থাকিলে শ্রীমতী বিনোদিনী যে বলিতেছেন— (৩রা শ্রাবণের সপ্তাহিক সমাচার দেখ)—"হরগোপাল বাবু ও কালীনাথ বাবু সাক্ষী, ত্রৈলোক্য বাবু হরগোপাল বাবুকে সে সময় ধরেছিলেন।" একথার সত্যতা নির্ণয় করা আবশ্যক কি না?

৯। "দ্বারবান্ যে হরনাথ বাবুর গাড়ী আটক করিয়াছিল, ইহাতে তাঁহারা বা তাঁহার পরিবারের প্রতি অপমান চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে না। ইহা কেবল না বলিয়া চলিয়া যাইবার ফল।" কাহাকে না বলিয়া চলিয়া যাইবার ফল? দ্বারবান্ কিরূপে জানিতে পারিল কাহাকেও না বলিয়া হরনাথ বাবু চলিয়া যাইতেছেন? ইহাতে কি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, অধ্যক্ষ বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারবানকে এইরূপ উপদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন যে, সে তাঁহাদিগের অনুমতি না পাইলে হরনাথ বাবুর গাড়ী ছাড়িয়া না দেয়, অথবা কি আশ্রমেরই এমন নিয়ম আছে যে, যে কোন গাড়ীতে স্ত্রীলোক থাকুক, অধ্যক্ষের অনুমতি না পাইলে দ্বারবান্ তাহা ছাড়িয়া দেয় না? যদি আশ্রমের এমন নিয়ম থাকে, তবে সেই নিয়ম সর্ব্বদা প্রতিপালন করা হয় কি না? শ্রীমতী বিনোদিনী যে আশ্রমের এইরূপ নিয়ম প্রচলিত থাকার কথা অস্বীকার করিতেছেন—(৩ রা শ্রাবণের সাপ্তাহিক সমাচার দেখ) ইহার কোন মূল আছে কি না?

কলিকাতা
২২ জুলাই ১৮৭৪। } শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

---

* যে যে অভিমত হইতে এই বিশেষণ গুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে ১।২ প্রভৃতি তাহারই চিহ্ন।

দুর্ভিক্ষের পুনরাশঙ্কা।

"একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং
গচ্ছাম্যহং পার মিবার্ণবস্য।

তাবদ্ দ্বিতীয়ং সমুপস্থিত মে,
ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলী ভবন্তি।"

গত বর্ষে যে দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হয় এবং যাহার আন্দোলনে প্রায় সমুদায় পৃথিবী আন্দোলিত, আমাদিগের দয়াশীল ও ক্ষিপ্রকারী গবর্ণমেণ্টের প্রযত্নে তাহা এক প্রকার দমন হইয়া আসিয়াছে। এবার দুর্ভিক্ষের একবিংশ পাক্ষিক যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত আশাপ্রদ। এই রিপোর্টে গত ৯ই জুলাই পর্য্যন্তের বিবরণ আছে। বিহার অঞ্চলের অনেক স্থলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়াছে এবং শস্য যেরূপ বপন হইয়াছে, তাহাতে ফসল উত্তম জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই কারণে অনেক স্থলে শস্যের মূল্য কমিয়াছে এবং রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা ১৭,১০,১৩২ হইতে কমিয়া এককালে ৮,৯৩,১৬৩ দাঁড়াইয়াছে। জুন মাসের প্রারম্ভেই ত্রিহুত জেলায় দুর্ভিক্ষ কষ্ট শেষ সীমায় উপস্থিত হয়, কিন্তু বৃষ্টি পাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। এখানকার জন্য গবর্ণমেণ্ট ১,৭৯,০৪৪ টন চাউল মঞ্জুর করেন, তন্মধ্যে ৫০,৮৭৯ টন মাত্র ব্যয় হইয়াছে। মধুবাণীতে 'সাঠী' নামক এক প্রকার মাধ্যসাময়িক ধান্য বহুল পরিমাণে জন্মিয়াছে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা শুভলক্ষণ বটে। কিন্তু এ দেশের ভাগ্য এমত নহে যে, আমরা এক কালে অমিশ্রিত সুখের আশা করিতে পারি। বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানে ঘোর অনাবৃষ্টি। হুগলি, বর্দ্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর, সিংহভুম, মানভুম ইত্যাদি স্থান সকলের মাঠ কাঠের ন্যায় শুষ্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকে বলে "ধারার শ্রাবণ" শ্রাবণ মাসে মুসলধারে বৃষ্টি হইয়া পথ ঘাট মাঠ ডুবিয়া যায়, কিন্তু এবার শ্রাবণ মাসে ফোঁটা মাত্র জলও পাওয়া ভার। কৃষকেরা বীজ বপন করিয়া আকাশের পানে চাহিয়া আছে, কিন্তু ক্রমেই আকাশ দেখিতেছে। জলাভাবে উৎপন্ন বীজ সকল খড়ের আকার ধারণ করিয়াছে। শ্রাবণ মাসে পুনরায় বীজ বপন করিয়া ধান্যের চাষ করা এক প্রকার অসম্ভব। গত বর্ষে প্রথমে জল বর্ষণের ব্যাঘাত হয় নাই, এজন্য ধান্য রোপণ রীতিমত হইয়াছিল, শেষ বর্ষার অভাবেই দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়। এ বৎসর আশার পথ এক কালেই রুদ্ধ। রোপণ এখনও কিছুমাত্র হইল না, তবে ফসল আর কিরূপে লাভ হইবে? ইহার উপর আবার জলপ্লাবন বৈরিতা সাধন করিয়াছে। ঢাকা, ত্রিহুত, সারণ, চম্পারণ, পূর্ণিয়া এবং মেদিনীপুরের অনেক স্থান নদীর জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। এ সময়ে এরূপ ঘটনা দ্বারা কিছু উপকারের সম্ভাবনা বটে, কিন্তু অনেক ক্ষতিও হইবে সন্দেহ নাই। গত বর্ষে প্রথম প্রথম লোকের মনে আশা ছিল, পূর্ব্ব বর্ষের সঞ্চিত শস্যও অনেকের ঘরে কিছু কিছু ছিল, কিন্তু এ বৎসর প্রথম হইতেই আশার মূলচ্ছেদ হইল, তদুপরি নিঃসম্বল অবস্থায় লোক সকল হতাশ হইয়া পড়িতেছে। এ বৎসর শস্য না জন্মিলে গবর্ণমেণ্ট হাজার চেষ্টা করুন, প্রজাবিনাশ নিবারণ করা অসম্ভব। লোকদিগের এই ভয়ের অবস্থায় অমঙ্গলসূচক ধূমকেতু উদয় হইয়া তাহাদিগের কুসংস্কার ও আশঙ্কাকে শতগুণ প্রবল করিয়া তুলিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট যে মনে করিয়াছিলেন ৮০ সালের দুর্ভিক্ষরাক্ষসকে পরাজয় করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবেন, তাহার যো নাই; এখন ৮১ র সহিত যুদ্ধের আয়োজন করুন। তাঁহারা গত বর্ষ হইতে যেরূপ অক্লান্ত চেষ্টা, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু তাঁহারা এখন দেখুন, এ দেশের দুর্ভিক্ষরোগকে বাহিরে একটু প্রলেপ দিয়া আরোগ্য করিবার যো নাই, ইহা অন্তর্ব্যাপী এবং স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইতেছে, ইহার জন্য স্থায়ী ঔষধের প্রয়োজন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত উপস্থিত বিপদনিবারণে সকল বল সমর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য কিছু উপায়াবলম্বন করিতে পারেন নাই। এক্ষণে লোকে সেই জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছে। এ দেশের লোকে দুর্ব্বল ও অজ্ঞ, কেবল আপনাদিগের দুর্দ্দশাই জানাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট সক্ষম এবং শিল্প বিজ্ঞানের কৌশল পরীক্ষণে সমর্থ, যাহাতে দুর্দ্দশা নিবারণ হয়, তাঁহারা তাহার উপায় চিন্তা করুন্। আকাশ জলদানে কুণ্ঠিত হইলেও শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত না হয়, এমন উপায় করুন্। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কূপ খুঁড়িতে, মজা নদী সকল খুলিয়া দিতে, গঙ্গার খালের ন্যায় খাল খনন করিতে, এবং যদি সম্ভব হয়, কামানের শব্দে বৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আমরা তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট অদ্যাপিও প্রকৃতরূপে সে সকলের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহারা নিজে কি উপায় স্থির করিয়াছেন, আমরা জানিতে চাই। যদি কিছু উপায় উদ্ভাবিত হইয়া থাকে বা হওয়া সম্ভব হয়, তৎপ্রতি আর উদাসীন থাকা কোন প্রকারে উচিত নহে। মরুৎ প্রভৃতি পুরাকালীন রাজগণ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সপ্ত বার্ষিকী, দশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি হইতেও প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজগণের কি ক্ষমতা আছে প্রদর্শন করুন্।

পূর্ত্ত কার্য্যের নূতন ব্যবস্থা।

গবর্ণর জেনারলের মন্ত্রিসভায় ৫ জন সভ্য বরাবর নিযুক্ত আছেন, এক্ষণে অতিরিক্ত এক জন সভ্য নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে, তিনি পব্লিক ওয়ার্কের কার্য্য সকলের তত্ত্বাবধান ও সুব্যবস্থা করিবেন। এ দেশের প্রায় সমুদায় সংবাদ পত্র এক বাক্য হইয়া এই নিয়োগের প্রতিবাদ করিতেছেন। তাঁহাদিগের আপত্তির কারণ এই যে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বৃদ্ধি হইবে। কেবল ব্যয় বৃদ্ধির আশঙ্কা কোন শুভ কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, তবে তাহা অকারণ কি না, ইহাই সাধারণের বিবেচনা স্থল। এ বিষয় বিচার করিতে গেলে কেন এ প্রশ্ন আদৌ উত্থিত হইল, তাহার অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। প্রায় ২০ বৎসর হইল, লর্ড ডালহাউসী বর্ত্তমান পূর্ত্ত কার্য্য বিভাগের পত্তন করিয়া যান। তাঁহার সময়ে ইহা অল্পসংখ্যক কর্ম্মচারী লইয়া একটী সামান্য বিভাগ মাত্র ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহার গ্রেডভুক্ত উচ্চ বেতনধারী কর্ম্মচারীর সংখ্যা ১১৭২, ইহা ভিন্ন নিম্নস্থ কর্ম্মচারী বহু সংখ্যক। ইহাঁরা রাজকোষ হইতে বর্ষে বর্ষে ৭ কোটী টাকা নিয়মিতরূপে ব্যয় করেন, তদ্ভিন্ন নৈমিত্তিক ব্যয় আছে। এই প্রভূত টাকার অধিকাংশ যে অপব্যয়ে পর্য্যবসিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্ম্মচারীদিগের যথেচ্ছচারিতা, অপব্যয়শীলতা ও স্বার্থ গ্রাহিতা দমনের উপায় কিছুই নাই। অনেক অক্ষম ব্যক্তি ইহাতে প্রতিপালিত হন, অনেক ব্যক্তি নিষ্কর্ম্মা ও অলস থাকিয়া বৃত্তি স্বরূপ ইহার বেতন ভোগ করেন। আরও আমরা শুনিতে পাই, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টে খাঁটি লোকের সংখ্যা অতি অল্প, ইহারপ্রায় আগাগোড়া অর্থগৃধ্নুতা দোষে দূষিত, নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণ চুরি করিয়া উপরিস্থ কর্ম্মচারীদিগকে পূজা করিতে না পারিলে তাঁহাদিগের অন্ন করিয়া খাওয়া ভার হয়।

এইরূপ দূষিতাচারের বৃত্তান্ত সাধারণের এবং উচ্চ স্থানীয় রাজপুরুষদিগের অবিদিত নহে। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত ইহার কিছু মাত্র প্রতিবিধান হইল না। গবর্ণর জেনারলের পর গবর্ণর জেনারল আসিয়া পব্লিক ওয়ার্ক বিভাগের অত্যাচার দর্শন করিলেন, ষ্টেট সেক্রেটারীর পর ষ্টেট সেক্রেটারী ইহার দোষ সংশোধন জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। পব্লিক ওয়ার্ক বিভাগ চালুনি স্বরূপ, ইহাতে যত অর্থ ঢালিয়া দেও, কোথায় গিয়া পড়ে, 'আরো দেও, আরো দেও' এ প্রার্থনা শেষ হয় না। যে কোন পূর্ত্ত কার্য্য আরম্ভ হয়, গণনা করিয়া দেখা যায়, তাহার ব্যয় তাহার এষ্টিমেট অনেক পরিমাণে ছাপাইয়া যায়। যে দেশের দীন দরিদ্র লোক সকল সাংক্রমিক পীড়া ও দুর্ভিক্ষে হাহাকার করিতেছে, যে দেশের জন্য গবর্ণমেণ্ট দেশ বিদেশে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন এবং তাহাতে সংকুলান হয় না দেখিয়া কোটী কোটী টাকা ঋণ করিতে ব্যতিব্যস্ত, সে দেশের সাধারণ অর্থ এরূপে অপব্যয়িত হইতে দেখিলে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়? কেবল বঙ্গদেশ নয়, মান্দ্রাজ, বোম্বাই সর্ব্বত্র এ বিভাগের একই দশা। যত সময় অগ্রসর হইতেছে, ততই এ বিভাগের দুষ্টতার পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারির সূক্ষ্ম দৃষ্টি বহুদিনাবধি এ বিভগের প্রতি নিপতিত হইয়াছে। ১৮৬৭ সালে যখন তিনি লর্ড ক্রানবোর্ণ নামে আখ্যাত ছিলেন, উতকামুণ্ডে ৮০০ বালকের জন্য লরেন্স আসাইলম নামক একটী অনাথ নিবাস নির্ম্মাণার্থ ১১,০৫,০০০ টাকা ব্যয় হইতে দেখিয়া ঘোর প্রতিবাদী হইয়া দঁড়ান। পূর্ত্ত কার্য্যে ২লক্ষের অধিক টাকা মঞ্জুর করিবার অধিকার কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নাই,১১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা স্বয়ং প্রধানতম গবর্ণমেণ্টেরও ক্ষমতাতীত। এ জন্য তিনি মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে ভর্ৎসনা করেন। এ সময়ে ডিউক অব আর্গাইল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এবিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেও সতর্ক হইতে লিখিয়া পাঠান। মান্দ্রাজে পয়ঃপ্রণালী স্থাপনার্থ যখন তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ৩॥০ লক্ষ টাকা ব্যয় স্বীকার করেন, তখন ডিউকবর বিরক্ত হইয়া লেখেনঃ—

"আমার সংস্কার ছিল, এরূপ কার্য্য এক ব্যক্তির বিবেচনামতে হয় না, অনেক গুলি কর্ত্তৃপক্ষীয়ের দৃষ্টি স্পর্শ করিয়া যায়—প্রথমে সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার নক্সা ঠিক করেন, পরে চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং সেক্রেটারী দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট সমর্পণ করেন; পরে গবর্ণরের কৌন্সিলের সকল সভ্য সমবেত ও পৃথক্ ভাবে বিবেচনা করিয়া তাহা মঞ্জুর করেন।"

ইহাতে গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী কর্ণেল জি ডবলিউ ওয়াকার যে উত্তর দেন, তাহা অতি চমৎকার ও কৌতুকজনক।

"একটী কার্য্যের ভার বহু কর্ত্তৃপক্ষীয়ের উপর এবং তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্টের সকল সভ্য সমবেত ও পৃথক্ ভাবে ভুক্ত এ কথা বলা আর ঐ কার্য্যটীর ভার কাহারও উপর নয় বলা তুল্যাতুল্য: মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টও ঠিক এই বাক্যের সমর্থন করিয়াছেন।"

বোম্বাইয়ে যখন তুলার ব্যবসায় লইয়া লোকে ব্যতিব্যস্ত, সার বার্টল ফ্রিয়ার গণেষ কিন্দে একটী গবর্ণমেণ্ট হাউস নির্ম্মাণে নিযুক্ত হন। ফসেট সাহেব রাজস্ব কমিটীতে এই অপব্যয়ের কাণ্ড দেখাইয়া মহা কৌতুক করেন। তখন

ডিউক অব আর্গাইল ক্রুদ্ধ হইয়া পত্র লেখেনঃ—

"বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যে মহারাণীর গবর্ণমেণ্ট যেরূপ নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, আমি তাহা প্রকাশ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারি না। যে সকল কারণে এই সকল বাটী নির্ম্মাণার্থ ক্রমাগত অর্থ আজ্ঞ সম্ভবপর হইয়াছে, আমি তাহার সবিস্তার রিপোর্ট চাই এবং যে যে হেতুতে বার বার এষ্টিমেট করিয়াও ব্যয় তদপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক হইয়াছে, আমি তাহার কৈফিয়ৎ চাই।"

১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই অনুসন্ধান হয়। তখন সার বার্টলের পঞ্চবর্ষী রাজ্যভোগ কাল অবসান হইয়াছে, তিনি আর কোন কথাগ্রাহ্য করা আবশ্যক বোধ করিলেন না। বোম্বাইয়ের মুতা উপত্যকায় যে পূর্ত্ত কার্য্য হয়, তাহাতে ৩০ লক্ষ টাকার এষ্টিমেট হইয়া ৫০ লক্ষ টাকা পার হইয়া যায়, তথাপি যে কৃষকদিগের উপকারার্থ তাহা অভিপ্রেত হইয়াছিল, তাহাদিগের কোন উপকারে আসিল না। এই সকল অপব্যয় জনক কার্য্যে কেবল স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল দোষী নয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও দোষের অংশভাগী। তাঁহারা এবিষয়ে সম্পূর্ণ অমনোযোগী, কেবল অমনোযোগী নহেন, ইহার প্রশ্রয় দাতা। লর্ড মেওর সময়ে পূর্ত্ত কার্য্যোপলক্ষে অর্থবৃষ্টি হয়; লর্ড নর্থব্রুক যদিও সুবিবেচক এবং কোন কোন বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও পব্লিক ওয়ার্ক বিভাগের দোষ সংশোধনে যে উৎসুক নন, তাহা এক প্রকার ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ষ্টেট সেক্রেটারীকে লেখেনঃ—

"পূর্ত্ত কার্য্যের নক্সা পাইলে তাহা যথাযোগ্য স্থানে প্রেরণ ও মঞ্জুর করা বিষয়ে কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন আমাদিগের বিবেচনায় আবশ্যক নয়। আমরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের উপরেই এবিষয়ে প্রধানতঃ নির্ভর করিব।"

উপরে যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল যথেষ্ট। মার্কুইস অব সালিসবরী এই সকল কারণে তাঁহার গত ৩১ এ মার্চের বুকে পব্লিক ওয়ার্ক বিভাগের উপর বিষম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ইহার উপর এক জন উপযুক্ত অধ্যক্ষ নিয়োগের আবশ্যকতা প্রদর্শন করেন। এপ্রস্তাব যে অকারণ হইয়াছে, এখন কে বলিবে? যখন ১১৭২ জন গ্রেড ভুক্ত পুষ্ট বেতনধারী কর্ম্মচারী সত্বে এবিভাগের কোন সংশোধন হইতেছে না, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল ও স্বয়ং গবর্ণর জেনারল ষ্টেট সেক্রেটারীর অভিপ্রায় অগ্রাহ্য করিয়া অপব্যয়ের দ্বার ক্রমাগত প্রসারিত করিয়া রাখিতেছেন, তখন ষ্টেট সেক্রেটারী এ বিষয়ের কোন সুব্যবস্থা না করিলে আর কে করিবে? আমাদিগের বিবেচনায় পবলিক ওয়ার্ক বিভাগকে সুশাসন ও সুব্যবস্থাধীন করিবার জন্য এক্ষণে যদি কিঞ্চিৎ অধিক অর্থব্যয় করিতে হয়, তাহাতে প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত নহে। ইহা সুগঠিত হইলে ইহার অধ্যক্ষতাজন্য গবর্ণমেণ্ট কৌন্সেলের লোকের প্রয়োজন না হইতে পারে এবং তখন অন্য প্রকার বন্দোবস্ত করিলে ক্ষতি হইবে না।

বৃটিশ ব্রহ্মদেশ।

আজ প্রায় ৫০ বৎসর হইল ব্রহ্মদেশ ইংরাজ রাজত্ব সংযুক্ত হইয়াছে। যে সুবিস্তৃত ভূমি খণ্ড এক্ষণে বৃটিশ ব্রহ্মদেশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, গবর্ণর জেনরল লর্ড আমহর্ষ্ট সাহেবের সময়ে তাহা বৃটিশ সিংহের অধিকার ভুক্ত হয়। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড একত্র করিয়া যে পরিমাণ ফল লব্ধ হয়, বৃটিশ ব্রহ্মদেশের পরিমাণ ফল তদপেক্ষা বড় ন্যূন হইবে না। ইহার লোক সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। কেবল স্কটলণ্ডের লোক সংখ্যা যত হইবে, ইহার লোক সংখ্যা তাহার তিনভাগের দুই ভাগ অপেক্ষা অতি অল্প অধিক। বঙ্গদেশ ও অন্যত্র হইতে প্রজা আনাইয়া উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ এ বিষয়ে বৃটিশ ব্রহ্মদেশকে বিশেষ সাহায্য করিতেছে। ইহা বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্ব-তীরবর্ত্তী। পঞ্চশত ক্রোশ ব্যাপী সিন্ধুতীর ইহার অধিকৃত; এজন্য এখানে ব্যবসায় বাণিজ্যের সমধিক সুগমতা আছে। ইংরাজ রাজত্বের অন্তর্গত হইবার পর বৃটিশ ব্রহ্মদেশ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে।

বৃটিশ ব্রহ্মদেশের রাজস্বও দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৫৩ সালে ইহার রাজস্ব ৫৩, ১৭ ৯১০ টাকা, ১৮৬৫ সালে ১০,৩০০,৬০০ টাকা এবং ১৮৭২-৭৩ সালে ১,৫৭,৩৩৮০০ টাকা আদায় হইয়াছে। এখানে যে পরিমাণে ভূমির রাজস্ব আদায় হয়, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাণিজ্যের শুল্ক সংগৃহীত হইয়া থাকে। উপরি উক্ত দুই উপায়ে সমগ্র রাজস্বের অর্দ্ধাংশ লব্ধ হইয়া থাকে। ১৮৭২।৭৩ সালে ৩৫, ৭৪,৭২০ টাকা ভূমির রাজস্ব আদায় হইয়াছে। ভূমির রাজস্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৩৭।৫ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। এই বৎসরে বাণিজ্যের মাশুল ৪৫,৮৬,৭২০ টাকা আদায় হইয়াছে। বাণিজ্যের মাশুল পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৪৪ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। এখানে ১৮ বৎসর ৬০ বৎসর হইতে বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পুরুষদিগকে কর প্রদান করিতে হয়। সস্ত্রীক পুরুষ প্রতি ৫ টাকা ও অনূঢ় পুরুষ প্রতি ২॥০ টাকা কর ধার্য্য আছে। ধর্ম্ম যাজক, শিক্ষক, গবর্ণমেণ্ট ভৃত্য, ও দীন দুঃখী দিগকে এ কর প্রদান করিতে হয়

না। যাহারা বিদেশ হইতে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে, তাহাদিগকে প্রথম পাঁচ বৎসরের জন্য এ করের অধীন হইতে হয় না। ১৮৭২।৭৩ সালে এই কর ২৩,৪৫,৯৬০ টাকা আদায় হইয়াছে। এই কর পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৩.৫৩ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। লোক সংখ্যার সহিত এই কর বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ১৮৭১।৭২ সালে ৫৫,৬০৩৫ লোকের উপর কর ধার্য্য হইয়াছিল, ১৮৭২।৭৩ সালে ৫৭৫,০৯৭ লোকের উপর কর ধার্য্য হয়, অর্থাৎ যাহাদের উপর সচরাচর কর ধার্য্য হইয়া থাকে, এক বৎসরে তাহাদের সংখ্যা ১৯০৬২ বৃদ্ধি হইয়াছে। বৃটিশ ব্রহ্মদেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের চারিগুণ। সেই হিসাবে গণনা করিয়া দেখিলে এক বৎসরে ৭৬,২৪৮ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার কথা; কিন্তু তদপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। ব্যক্তি প্রতি কর স্থাপন যদিও অন্যায়, কিন্তু এ দেশে ইহা সহ্য হইয়া গিয়াছে। প্রস্তাবিত বৎসরে এদেশে ৭,২ ২,২৪০ জলকর আদায় হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে ৬,৮ ৮,৭৫০ আদায় হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ বৃটিশ ব্রহ্মদেশে ব্যক্তি প্রতি ৫৸০ রাজস্ব আদায় হয়, তন্মধ্যে ৫৴০ রাজকর, (Imperial.) ৶০ প্রাদেশিক কর এবং ॥৴০ আনা স্থানীয় কর। বৃটিশ ব্রহ্মদেশে আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক অল্প। ১৮৭২-৭৩ সালে ৭১,৬৮,৯২০ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। এই উদ্বৃত্তের টাকা হইতে সৈনিক ব্যয়, পোষ্ট আফিস ও ইলেক্ট্রিক্ টেলিগ্রাফ আফিসের ব্যয় এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

এস্‌লি ইডেন সাহেব দুই বৎসর হইল এখানকার শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই দুই বৎসরের মধ্যে সমস্ত বিষয়ে উন্নতি লাভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে তুলনা করিলে বৃটিশ ব্রহ্মদেশে নরহত্যা, ডাকাইতি ও দস্যুতার সংখ্যা পরিমাণানুসারে অধিক। কিন্তু ইডেন সাহেবের শাসনে এ সকল অপরাধের সংখ্যা ক্রমশই কমিতেছে। ১৮৭০ সালে ১৩২টী ডাকাইতি হয়, কিন্তু ১৮৭১ সালে, ১১৮ টী ও ১৮৭২ সালে ৬৫ টী মাত্র ডাকাইতি ঘটনা হইয়াছে। এখানে যদিও স্ত্রীজাতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু এখানে স্ত্রীজাতিকৃত অপরাধের সংখ্যা অন্যান্য স্থান অপেক্ষা পরিমাণানুসারে অল্প। ভারতবর্ষস্থ কারাবাসীদের মধ্যে স্ত্রীজাতির পরিমাণ শতকরা ৫.৫। কিন্তু বৃটিশ ব্রহ্মদেশস্থ কারাবাসীদের মধ্যে এই পরিমাণ শতকরা ৩ জন মাত্র। এখানে স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, পণ্যশালা সমস্তই স্ত্রীলোকদের একাধিকৃত, হাটে বাজারে সর্ব্বত্র ইহারা গতায়াত করিয়া থাকে, তথাপি এত প্রলোভনের মুখে পড়িয়াও ইহারা চিররুদ্ধা ভারতবর্ষের নারীকুল অপেক্ষা নিরপরাধী। স্বাধীনতা কোথাও অপকারী নহে। ব্রহ্মদেশে বিদ্যাশিক্ষারও যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। এখানে শিক্ষা বিভাগের অধীনে ২৯টী বিদ্যালয় আছে ও ২৮১৭টী ছাত্র অধ্যয়ন করে। ইহার মধ্যে ৭টী গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় তাহাতে ৫১৯, জন ছাত্র ১৪টী মিসনরি স্কুল, তাহাতে ১৬৭৭ ছাত্র, এবং ৮টী অন্যান্য বিদ্যালয়, তাহাতে ৬২১ ছাত্র অধ্যয়ন করে। এতদ্ভিন্ন ১৯২ টী খৃষ্টান পাঠশালা আছে, তাহাতে ৪৭৭৭ জন এবং ৪৩৫০টী দরিদ্র বিদ্যালয় আছে তাহাতে ৪৯,১০০ জন বালক বালিকা অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

বৃটিশ ব্রহ্মদেশের পরিমাণ ফল ৯৩,৮৭৯ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ২৭,৪৭,১৪৮। এক্ষণে এদেশে ২২০৩,৫৩৯ একর আবাদী ভূমি আছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৬২।৬৩ সালে ১৬,২৯,৯৫৬ একর আবাদী ভূমি ছিল। এই দশবৎসরে শতকরা ৩৫ একর আবাদী ভূমি বৃদ্ধি হইয়াছে। ইডেন সাহেব বঙ্গদেশ ও অন্যত্র হইতে লোক লইয়া গিয়া তাঁহার শাসিত প্রদেশে প্রজা পত্তন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এবিষয়ে সফলকাম হইলে বৃটীশ ব্রহ্ম দেশের অনাবাদী জঙ্গল জমি আরও শীঘ্র শীঘ্র আবাদ হইতে পারিবে।

প্রাপ্ত।

বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব।

আমরা যে বস্তুর প্রতি প্রীতি বা স্নেহ করি, তাহার স্থায়িত্ব বিবেচনায় আমাদিগের সুখ ও দুঃখ হইয়া থাকে। এই পৃথিবীতে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তাহা ক্ষণধ্বংসী, সুতরাং তদ্দ্বারা আমাদিগের যে সুখোৎপত্তি হয় তাহাও অল্প কালের নিমিত্ত। অতএব সেই অনাদি অনন্ত নিত্য জগদীশ্বরের প্রতি যে প্রীতি তাহাই নিত্য সুখ ভোগের কারণ। এই পৃথিবীতে আমরা যে সমস্ত সুখ ও সচ্ছন্দ ভোগ করি তন্মধ্যে বিবাহজনিত স্ত্রী পুরুষের যে প্রণয় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রয়োজনীয়, অতএব কিরূপে তাহা বিশুদ্ধ ও নির্দ্দোষ হইতে পারে তদ্বিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। নানা প্রকার বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কোন প্রথাই নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয় না। স্বেচ্ছাচারিতার তো কথাই নাই, পশুবৎ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থ করা ভিন্ন তাহার গুণ কিছুই উপলব্ধি হয় না। বহুবিবাহের সমূহ দোষ, তাহা এতদ্দেশে প্রতীয়মান হইতেছে। বাল্যবিবাহ ও অধিক বয়সে বিবাহেরও বহু দোষ আছে। এমত কোন বিবাহের প্রথা প্রচলিত নাই যে তাহাতে একটী না একটী দোষ পাওয়া যায় না। স্বয়ম্বর বা অধিক বয়সে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মনোনীত করিয়া পরস্পর যে বিবাহ করিয়া থাকে, তাহাও দোষ-বিরহিত নহে। অতএব যে বিবাহের উপর আমাদিগের পার্থিব হিতাহিত সম্যক নির্ভর করিতেছে, সেই বিবাহ কি প্রকারে

সম্পন্ন হওয়া উচিত, এবং ঐশ্বরিক ও সামাজিক নিয়মের সহিত তাহার কতদূর সংস্রব আছে এবং তাহা পূর্ব্ব কাল হইতে কি প্রণালীতে চলিয়া আসিতেছে, বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহারই কিয়দংশ অনুধাবন করা যাইতেছে।

১। আদিম কালে বোধ হয় বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল না, পশুবৎ স্বেচ্ছাচারিতা ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ হিন্দু শাস্ত্রে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা যে মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের অভিপ্রায় নহে তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ইহাতে নিম্ন লিখিত দোষ সকল উপলব্ধি হয়। প্রথমতঃ স্বেচ্ছাচারিতাতে স্ত্রী পুরুষে বিশুদ্ধ প্রণয় হয় না। দ্বিতীয়তঃ ঔরস স্থির না হওয়াতে পিতৃধন অধিকারের স্থিরতা হয় না। তৃতীয়তঃ মনুষ্যের যেরূপ শরীর তাহাতে প্রসব কালে অপরের সাহায্য আবশ্যক, বিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকিলে ততদূর সাহায্য লাভের সম্ভাবনা থাকে না। চতুর্থতঃ পুত্র কন্যার লালনপালন ও বিদ্যাশিক্ষা সুচারুরূপ নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। পঞ্চমতঃ এক দ্রব্যে অধিকের অভিলাষ হইলে সর্ব্বক্ষণই বিবাদের সম্ভাবনা। স্বেচ্ছাচারিতায় সম্বন্ধ বিচার থাকে না, এমন কি পিতা কন্যাতে ও ভ্রাতা ভগ্নীতে উপগত হইতে পারে, তাহা পৃথিবীর সকল সমাজের নিন্দনীয় কার্য্য ও তাহাতে উভয়ের স্বাস্থ্যের হানি ও বংশনাশের সম্ভাবনা। ইহাতেই বলা যায় যে ইহা কখনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে।

সমাজের যত উন্নতি হইয়াছে, তত বিবাহের প্রথা দৃঢ়তর রূপে প্রচলিত হইয়াছে। মানব সমাজে প্রথমতঃ এই স্থির হইয়াছিল যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্ত্রী কোন এক নির্দ্দিষ্ট পুরুষ বিবাহ করিবে অথবা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পুরুষ কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্ত্রীকে বিবাহ করিবে। দ্রৌপদীর বিবাহের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারা যায় এবং উড়িষ্যায় দেবরস্বামী তাহার কিঞ্চিৎ অনুরূপ। বহুবিবাহ এপর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। পশুগণের মধ্যে এরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বানর, হনুমান, মহিষদিগের এক এক পাল স্ত্রীর মধ্যে একের অধিক পুরুষ থাকে না এবং তাহাকে অন্য বলিষ্ঠ পুরুষ পরাজয় করিলে সে পলায়ন করে এবং অন্য পুরুষ ঐ দল অধিকার করে। মনুষ্যের মধ্যে ঐরূপ ব্যবহার পুরাবৃত্তে বর্ণিত আছে। এদেশের পূর্ব্বতন রাজগণ কোন রাজাকে জয় করিতে পারিলে তাহার মহিষীগণকে আপন মহিষী করিয়া লইতেন। এক পুরুষ অধিক স্ত্রীকে বিবাহ করিলে পৃথিবীতে মনুষ্যের সংখ্যা ততদূর বৃদ্ধি হইতে পারে না। এক পুরুষের অধিক স্ত্রী থাকিলে ঐ পুরুষের অধিক সন্তান সন্ততি হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু একজন স্ত্রী এক নির্দ্দিষ্ট পুরুষকে বিবাহ করিলে তাহার গর্ভে যত সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে, বহুবিবাহকারী স্বামীর দ্বারা তত হয় না, সুতরাং সন্তানের আধার, যে স্ত্রী, তাহা হইতে সন্তানের উৎপত্তি অল্প হইলে পৃথিবীতে মনুষ্যের সংখ্যা হ্রাস হয়। একটী স্ত্রী যদ্যপি অধিক পুরুষে কিম্বা এক পুরুষ অধিক স্ত্রীতে উপগত হয়, তাহা হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরি স্বাস্থ্যের হানি হইয়া থাকে। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে বহুবিবাহ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। এই সমস্ত কারণে যত সমাজের উন্নতি হইতে লাগিল তত স্থির হইল যে এক নির্দ্দিষ্ট পুরুষ এক স্ত্রীকে বিবাহ করিবে এবং ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে সামাজিক নিয়ম ঐশ্বরিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়াই কর্ত্তব্য। পক্ষিজাতির মধ্যে কপোত প্রভৃতি দুইটী ডিম্ব প্রসব করে, ঐ ডিম্ব হইতে একটী স্ত্রী ও একটী পুরুষ হয় এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহারা স্ত্রী পুরুষে পৃথক্ হয় না। যদি কোন কারণ বশতঃ উহার একটীর স্থানান্তর প্রাপ্তি কি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে জীবিতটী অন্য এক পুরুষ বা স্ত্রী অবলম্বন করিয়া থাকে। এমন কি ছানা কি ডিম্ব হইলে যদি উভয়ের কাহারও মৃত্যু হয় তাহা হইলে জীবিত পক্ষী বা পক্ষিণী অন্য এক পক্ষী বা পক্ষিণীকে অবলম্বন করে এবং উভয়েই ঐ ডিম্ব বা শাবক রক্ষা করে। মনুষ্যের মধ্যেও এইরূপে পূর্ব্ব বিবাহজাত সন্তানাদি প্রতিপালিত হইয়া থাকে। কোন এক স্ত্রী যে এক নির্দ্দিষ্ট পুরুষকে বিবাহ করিবে, একের অধিক বিবাহ করিবে না, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায় তাহার আরও বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। পৃথিবীতে যত স্থানে এক্ষণে লোক সংখ্যা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে পুরুষ যত, স্ত্রীও তত। কোন কোন দেশে স্ত্রীর সংখ্যা অধিক দেখা যায়, তাহার কারণ এই বোধ হয় যুদ্ধাদিতে অনেক পুরুষের মৃত্যু হয় ও কার্য্যানুরোধে অনেক পুরুষ বিদেশস্থ থাকেন, কিন্তু জন্ম সম্বন্ধে তদন্ত করিলে দেখা যায় যে যতটী পুরুষ জন্মে, প্রায় ততটী স্ত্রীও জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। যদি কোন স্থানে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহার অন্য কোন কারণ থাকিবে। ইহাতেই বোধ হয় যে একটী স্ত্রী এক পুরুষে বিবাহ হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত। যদি বহু বিবাহ তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে অবশ্যই স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সংখ্যা অধিক করিয়া সৃষ্টি করিতেন।

(ক্রমশঃ)

বারাণসীর সংবাদদাতার পত্র।

১। বিগত বর্ষে কাশীর ত্রাণকর্ত্তা স্বরূপ মহাত্মা উইলিয়ম্‌কে সাহেব বাহাদুর কাশীর মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন, এবং কতশত দুরাত্মাকে কঠোররূপে শাসন করিয়া কাশীধামকে এক প্রকার বদমায়েস শূন্য, সুসভ্য ও সুশান্ত দেশের মধ্যে পরিগণিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মার সুশাসনে অনেকানেক ভয়াবহ দুরাত্মা বদমায়েস দেশান্তরে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছে এবং অধিকাংশ দুরাত্মা এপর্য্যন্ত কারাবাস করিতেছে। দুঃখের বিষয় এই ঐ সুবিচারক মহাত্মার শাসন এক বৎসর কাল স্থায়ী হইতে না হইতেই তাঁহাকে স্থানান্তরিত হইতে হইল এবং দুরাত্মাগণের অত্যাচার পুনরায় আরম্ভ হইল। আজকাল ঈদৃশাবস্থা হইয়াছে যে এখানে ভদ্রসন্তানের বাস করা সুকঠিন। সম্প্রতি জনকয়েক ভদ্র সন্তান ক্রমাগত কয়েকবার দুরাত্মাগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও আহত হন। এমন কি ২।৩ জন বঙ্গবাসী যুবকের মস্তক পর্য্যন্তও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে। বদমায়েসেরাও সপ্তাহ ত্রয়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। এবম্বিধ বিচারে কেবল বদমায়েসদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া বিনা আর কি বোধ হয়? প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

২। অনেক দিবসের প্রচলিত চুঙ্গীট্যাক্স নামে কাশীতে এক প্রকার ট্যাক্স অবধারিত আছে। ইহাকে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স বলা যায়। নগরীর বহির্দ্দেশ হইতে যে কেহ পণ্য দ্রব্যাদি আমদানী করিবে তাহাকেই এই করের অধীন হইয়া থাকিবার নিয়ম আছে এবং ঐ মহাজনদিগের উপর হইতেই কর আদায় হইয়া থাকে। কিন্তু উপরের শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণের দৃষ্টির ত্রুটীতে এই ট্যাক্সের অধীনে অনেকানেক ভদ্র যাত্রীগণকেও লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। সময় সময় যাত্রীগণ রেলওয়ে হইতে নামিয়া গঙ্গা পার হইবামাত্র চুঙ্গীর কর্ম্মচারীরা আসিয়া তাহাদিগের ব্যাগ মোট প্রভৃতি খুলিয়া খানাতল্লাশী করিতে থাকে। যদি কোন রকমের নূতন দ্রব্যাদি দেখিতে পায়, অমনি তাহার ট্যাক্স আদায় করিয়া থাকে। ইহাতে ভদ্রলোকদিগের অবমাননা হয় কি না? গবর্ণমেণ্টের উচিত এরূপ অবৈধ অত্যাচারের প্রতিবিধান করেন।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

সার রিচার্ড টেম্পল হুগলী সেতুর কার্য্য দর্শন, দুর্ভিক্ষ নিবারণী কমিটীর সহিত কথোপকথন এবং মাদ্রাসা কলেজের সভাপতির কার্য্য সম্পাদন করিয়া পুনরায় চম্পারণে যাত্রা করিয়াছেন। জাহাজের নাবিকদিগের মতে সেতুটী কেবল অর্থনাশ ও লোকের প্রাণনাশের উপায় হইবে।

যে ধূমকেতুর উদয় হইয়াছে, আমরা প্রায় সপ্তাহকাল আর তাহাকে দেখিতে পাই না। আগামী ২৭ এ জুলাই ইহা পৃথিবীর অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইবে। ধূমকেতুর উদয়ে যে অমঙ্গল হয়, তাহা বর্ত্তমান গ্রীষ্মাধিক্য ও অনাবৃষ্টি দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে।

জেনারল পোষ্ট আফিসের এক কর্ম্মচারী চেক ও নোট সমেত ১৮ খানি রেজিষ্টারী করা চিটী আত্মসাৎ করাতে কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৭ বৎসর কারারুদ্ধ হইয়াছে। ডিটেক্‌টিব পুলিসকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

চা-কর দিগের সহিত চা পোকার যুদ্ধ বাধিয়াছে। এই পোকা অতি ক্ষুদ্র, ছারপোকার ন্যায়। ইহারা পুরাতন পত্র পরিত্যাগ করিয়া রসাল কচি পাতা কুরিয়া কুরিয়া গাছের মাজ পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে। চা-কর দিগেরও এই প্রকার পত্রের প্রয়োজন, তাহারা নষ্ট পাতার গোড়া পর্য্যন্ত কাটিয়া দেয়, কিন্তু গাছ এক কালে নষ্ট হইয়া যায়। চা-পোকাদিগের দৌরাত্ম্যে চার চাষে আগুণ লাগিয়াছে।

হাইকোর্ট নিয়ম করিয়াছেন যে কোন ব্যক্তির ঋণের জন্য তাহার বেতন ভিন্ন অন্য উপায় যদি না থাকে, তবে তাহাকে কয়েদ করা যাইতে পারে না। ইয়োরোপীয়দের বড় সুবিধা!!

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সুযোগ্য সম্পাদক স্মিথ সাহেব আগামী ২৮ এ জুলাই বিলাত যাত্রা করিতেছেন, আর তিন বৎসরের মধ্যে এদেশে ফিরিয়া আসিতেছেন না। মান্দ্রাজ মেল সম্পাদক কপার সহেব তাঁহার স্থানাভিষিক্ত হইবেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন শ্রীরামপুরে গোলোকনাথ রায় দিনামারদিগের দেওয়ান ছিলেন এবং দাক্ষিণ্য ও বদান্যতা গুণে বঙ্গদেশের দাতাকর্ণ বলিয়া বিখ্যাত হন। এই ব্যক্তি মৃত্যুর সময় বার্ষিক আয় ২০ হাজার টাকার বিষয় রাখিয়া যান, কিন্তু তাহার সন্তানগণের অপব্যয়শীলতায় সর্ব্বস্ব গিয়াছে। তাঁহার বৃহৎ বাটীটী এখন নির্ম্মাণ করিতে হইলে ৫০ হাজার টাকার ন্যূনে হইত না, তাহা ঋণের ডিক্রীজারীতে সাড়ে তিন হাজার টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। তাঁহার বিধবা পত্নী এক্ষণে নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বে এই রমণীর নতের এক একটী মুক্তার দাম ১০০০ টাকা এবং সাটীর মূল্য ৮০০ টাকা ছিল। এ দুঃখিনী সাধারণের দয়ার পাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্ণিয়া ও উত্তর বেহারে জলপ্লাবন হইয়াছে। এই জন্য সার রিচার্ড টেম্পল এত সত্বরবেগে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কলিকাতার সহরতলী মিউনিসিপালিটীর মধ্যে এবার মৃত্যু সংখ্যার অতিশয় আতিশয্য দেখা যায়। ১৮৭৩ সালেরএপ্রেল হইতে ১৮৭৪ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১০,৯৭১ টী লোক মরিয়াছে অর্থাৎ শতকরা ৪৩ টী মৃত্যু হইয়াছে। ইহার কারণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মেটেবুরুজে আউডের রাজপরিবারের অমিতাচারিতা। শুঁড়ার পপার হস্‌পিটালে মুমূর্ষু অবস্থায় রোগী গ্রহণ। ইটালীর অস্বাস্থ্যকর লবণাক্ত হ্রদের নিকট অবস্থান। চিৎপুরে অনেক কারখানা ও শ্রমজনক কার্য্য এবং উত্তর সুবার্বন হসপিটালে সংখ্যাতিরিক্ত রোগীর প্রবেশ। কালিঘাটে যাত্রীর আমদানী এবং কিয়ৎকাল সাংক্রমিক জ্বরের প্রাদুর্ভাব।

প্রেসিডেন্সী বিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ২৫টী ডিসপেনসারী আছে। দেশীয় লোকের দাতব্য ও গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দ্বারা এই গুলি চলিয়া আসিতেছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বারুইপুরের জমীদার বাবু রাজকুমার রায় চৌধুরী দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ একটী অন্নছত্র খুলিয়াছেন। দক্ষিণদেশে ক্রমশঃ দুর্ভিক্ষের লক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে, অন্যান্য ধনীগণের এই সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

১৮৭৩ সালের নবেম্বর হইতে ১৮৭৪ সালের জুন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ২৪০,০৭২ টন চাউল রপ্তানী হইয়াছে এবং কলিকাতা বন্দরে ৪,৩৬,২৭৩ টন চাউল আমদানী হইয়াছে। আমদানী রপ্তানীর প্রায় দ্বিগুণ বটে, কিন্তু রপ্তানীর পথরোধ করিলে সামান্য সাশ্রয় হইত না।

মুরসিদাবাদের কান্দি উপবিভাগের জাতান বেওয়া নাম্নী এক স্ত্রীলোকের ৩টী পুত্র, সে অন্নাভাবে তন্মধ্যে ২ জনকে ১ টাকায় বিক্রয় করে। ক্রেতাদের দিদীমা তাহাকে একটী টাকা দিলে সে পুনরায় ছেলে দুটিকে খালাস করিয়া আনে। রিলিফ আসিষ্টাণ্ট এই স্ত্রীলোকটীর সংবাদ পাইয়া এবং তাহার যথার্থ দুরবস্থা দেখিয়া প্রতিপালনের উপায় করিয়া দিয়াছেন। গোপনে কত স্থানে যে লোকের এরূপ দুরবস্থা হইতেছে বলা যায় না।

সহচর বলেন বিগত ছয় মাসের মধ্যে হাবড়া জেলায় প্রায় এক শত লোক সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এখনও প্রায়ই মধ্যে মধ্যে তথায় সর্পাঘাতের কথা শুনা যাইতেছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে ইটালী প্রভৃতি স্থানেও মধ্যে মধ্যে সর্পাঘাত হইয়া থাকে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি সর্প বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত অত্রত্য মালদিগকে পুরস্কার দিতে আরম্ভ করুন। নতুবা উত্তরোত্তর সর্পভয় আরও ভয়ানক হইয়া উঠিবে।

এবার প্রথম রথের দিন মাহেশের রথ টানিতে দেওয়া হয় নাই। শ্রীরামপুরের জএণ্ট মাজিষ্ট্রেট এই আপত্তি করেন, রথখানি জীর্ণ ও উহার দুই একখানি চাকা খারাপ হইয়াছে। উহা টানিলে ভাঙ্গিয়া লোক মারা পড়িবার সম্ভাবনা। রথের কাছি পর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব উঠাইয়া লইয়া যান। অধিকারীরা তৎক্ষণাৎ এবিষয়ে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিকট টেলিগ্রাফ করেন। কিন্তু বুধবার কোন সংবাদ আইসে নাই। গতকল্য রথ টানিবার আজ্ঞা আইসে এবং তদনুসারে কিয়ৎকাল রথ টানাও হইয়াছিল। বুধবারের কাণ্ড দেখিয়া হিন্দুমাত্রেই দুঃখিত হইয়াছেন। ধর্ম্মের উপর হস্তার্পণ আর কাহাকে কহে? ঐ।

সম্প্রতি একজন চোর বালির এক গৃহস্থের বাটীতে চুরি করিয়া বাহিরে আসিতেছিল এমত সময়ে তাহাকে একটী সর্পে দংশন করে। প্রাতঃকালে সকলে দেখিলেন চোর অপহৃত দ্রব্য হস্তে মৃত পতিত রহিয়াছে। হাতে হাতেই ফল। ঐ

বুলেন স্মিথ সাহেব তৃতীয়বার ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন।

রঙ্গপুরের জজ লিবিন সাহেব কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিষয়ে কোন উচ্চ বাচ্য না করিয়া তাঁহাকে কোথায় সরাইলেন?

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, লর্ড নর্থব্রুক সৈনিক দলের মদ্যপান নিবারণার্থিনী সভাতে ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের পোষ্ট মাষ্টার জেনারল এবং জার্ম্মন গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বন্দোবস্ত হইয়াছে যে ৬ গ্রোসেন অর্থাৎ প্রায় ।০ আনার টিকিট অগ্রে দিলে এক তোলা ওজনের পত্র উভয় রাজ্যের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রেরণ করা যাইবে, অগ্রে না দিলে ৮ গ্রোসেন লাগিবে।

লণ্ডনের ম্যানসন হাউসে বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ দেড় লক্ষ টাকার অধিক উঠিয়াছে। লর্ড সালিসবরীর সহিত পরামর্শ করিয়া লর্ড মেয়র ফণ্ডটী আরো বাড়াইবার চেষ্টায় আছেন।

লর্ড নর্থব্রুক আসাম দর্শনার্থ ৪ ঠা হইতে২৮ এ আগষ্ট পর্য্যন্ত কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিবেন।

রয়েল বোটানিকেল গার্ডেনের অধ্যক্ষ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই মেহগ্নি কাষ্ঠ জন্মিতে পারে। এ দেশীয়গণ এ বিষয়ে চেষ্টিত হইলে অনেক লাভবান্ হইতে পারেন।

উত্তর পশ্চিম।

বারাণসীর সবর্ডিনেট জজ, সৈয়দ আহম্মদ খাঁ বাহাদুর দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশের সুবন্দোবস্ত করিয়া, বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইহাঁর গোরক্ষপুর হইতে প্রত্যাগমন সময় তথাকার লোকেরা বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। জনরব যে তিনি আর অধিক কাল বারাণসীতে অবস্থিতি করিতে পারিতেছেন না, পদোন্নত হইয়া স্থানান্তরিত হইতেছেন। বাস্তবিক কি মুসলমান সমাজ, কি হিন্দু সমাজ, সকলেরই ইনি প্রিয়পাত্র। ইহাঁর পুত্র সৈয়দ আহম্মদ বারিষ্টার, এলাহাবাদে সম্প্রতি অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তাহার কুঠিতে চোর প্রবেশ করিয়া প্রায় হাজার টাকা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, এবং তৎসঙ্গে অনেকানেক দ্রব্যজাতও অপহৃত হইয়াছে।

বিগত ২৮ শে আষাঢ় রাত্রে, বারাণসীর সীক্রোল নামক স্থানে বারাণসীর মহারাজার টাঁকশাল গৃহে নানা প্রকার আশ্চর্য্য২ কৌশল প্রদর্শন করা হইয়াছিল, তাহাতে বারাণসীর ওয়ার্ড ইনষ্টীটিউসনের নাবালকগণও উপস্থিত ছিলেন। বারাঙ্গণার নৃত্য অপেক্ষা এ প্রকার নির্দ্দোষ শারীরিক ব্যায়াম ও কৌশলাদি দর্শনার্থ ইচ্ছুক হওয়া সমধিক সন্তোষ জনক।

ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় দরিদ্র সন্তান দিগের জন্য একটী খৃষ্টান মিসনরি স্কুলের ব্যয় ভার বারাণসীর মিউনিসিপালিটী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক আছেন। কর্ত্তব্য বটে।

সে দিন কাশীতে একটী হত্যা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। গঙ্গা বোরাই নামক এক ব্যক্তি তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর উপপতি বিবেচনায় ভ্রম ক্রমে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে ঠাঙ্গা ও ছুরিকার দ্বারা হত্যা করে। সেসিয়ন জজ উইলক সাহেব ইহার ফাঁসি আজ্ঞা দিয়াছেন। সো।

মান্দ্রাজ।

বাঙ্গালোরে একজন ইউরোপীয় স্ত্রীলোক সুরাপান করিয়া তাঁহার সন্তানদিগকে ভয়ানক প্রহার করাতে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই সপ্তাহ কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। দণ্ডাজ্ঞার সময়ে রমণীজাতির এই আদর্শ ক্রন্দন করিয়া বলে "আমি আর সুরাপাত্র স্পর্শ করিব না"। স, চ।

সম্প্রতি মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টও প্রকাশ্যরূপে ঘুরতিখেলা দণ্ডবিধি আইন মতে দণ্ডনীয় বলিয়া গেজেটে প্রচার করিয়াছেন।

বোম্বাই।

বোম্বাইয়ে কৃষ্ণগুণ্ নামক যে ব্যক্তি রাগান্ধ হইয়া স্বীয় স্ত্রীর নাসিকাচ্ছেদন করিয়াছিল, দায়রা বিচারে সমর্পিত হইয়াছে।

বোম্বাইবাসী রঘুডাকু নামক এক ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীকে, ও রমিমতুল্লা মীর আলি নামক অপর এক ব্যক্তি তাহার ব্যবসায়ের বখরাদার একজন খোজাকে হত্যা করিয়াছে। দায়রার বিচারে উভয়েরই ফাঁসির আজ্ঞা হইয়াছে। আগামী ২১শে জুলাই উহাদের ফাঁসি হইবে।

এবার বোম্বাইতে একটী হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। মুসলমানেরা জুমা মসজিদে তাহাকে দীক্ষিত করিয়া বগী চড়াইয়া সহরের রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়াছে।

বোম্বাইয়ের কলে অনেক কাপড় প্রস্তুত হওয়াতে বিক্রয় হইতেছে না। অনেক সম্ভ্রান্ত বণিক বিদেশীয় বস্ত্রের প্রতি বিমুখ। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে।

ইউরোপ।

অল্পদিন হইল লণ্ডনের লোকসংখ্যা ৩৩,৫৬,০৭৩ গণিত হইয়াছে। ইহার পরিমাণ ১২২ বর্গ মাইল। বার্ষিক টাক্স যোগ্য সম্পত্তির মূল্য ২ কোটী টাকা।

লণ্ডনের গত বর্ষের জন্মসংখ্যা ১২১,১০০ এবং মৃত্যুসংখ্যা ৭৬,৬৩৪; সপ্তাহে মৃত্যু অপেক্ষা জন্মসংখ্যা ৮৩৯ টী অধিক।

ইংলণ্ডে ৬ জন যুবতী বারিষ্টারের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

ইউরোপে সর্ব্বশুদ্ধ ৬১১০৬৯০ সৈনিক পুরুষ আছে। রুসিয়ার সৈন্য সংখ্যা ১৫১৯৮১০। বলেন্টিয়ার সমেত ইংলণ্ডের স্থল সৈন্য সংখ্যা ৪৭৮, ৮২০।

মিরর বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটীর নিকট কয়েক জন এদেশীয় সাক্ষীকে প্রেরণ করিবার যে প্রস্তাব হয় তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পারিসের একজন সুন্দরী যুবতী এই রূপে একটী মকর্দ্দমা জিতেন। তিনি একজন প্রধান উকীলের নিকট গিয়া উপস্থিত হন। উকীল তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া বলেন "যুবতি! তোমার যেরূপ রূপ তাহাতে আমার বক্তৃতা করার আবশ্যক করিবে না। তুমি এক কাজ কর। আমি তোমাকে একটী বক্তৃতা লিখিয়া দিতেছি। তুমি সেটী উত্তম রূপে মুখস্থ কর এবং কি রূপে বক্তৃতা করিতে হয় তাহার শিক্ষা আমার নিকট গ্রহণ কর।" ইহা বলিয়া উকীল একটী বক্তৃতা লিখিয়া দিলেন এবং কিছুদিন পরিশ্রম করিয়া যুবতী উহা উত্তমরূপে মুখস্থ করিলেন। মকর্দ্দমার দিনে বাদিনী ও প্রতিবাদী কাঁছারীতে উপস্থিত। বিচারপতিগণ বাদিনীর উকীলকে তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে বলেন, কিন্তু বাদিনী স্বয়ং উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বাদিনীর মকর্দ্দমার হেতুবাদ গুলি তত সবল ছিল না, কিন্তু বিচারপতিগণ তাহার রূপ লাবণ্য, কথাবার্ত্তার লালিত্য ও বক্তৃতা শুনিয়া একেবারে মোহিত হইলেন এবং তাহার বক্তৃতা শেষ না হইতেই তাহাকে ডিক্রী দিলেন। এই দৃষ্টান্তের পর কে স্ত্রীলোকদিগকে বারিষ্টার হইতে বাধা দিবে? অ, বা,।

বিবিধ।

হিরাটের গবর্ণর জাকুব আমীর সিয়ার আলি

জনৈক দূতের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। "আমীর আমার সঙ্গে পুত্রবৎ ব্যবহার করেন না, দাসবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি রাজ্যের উচ্চ উচ্চপদ গুলি পুত্র ও আত্মীয়গণকে বঞ্চিত করিয়া নীচাশয় ব্যক্তিগণকে দিয়াছেন। আমীর জানেন না যে যেসকল লোকের উপর তিনি এইরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন সময়ে তাহারা তাঁহার বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। যখন তাঁহার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, সে সময় তাঁহার পুত্রেরাই কেবল তাঁহার সপক্ষতা করিবে।"

এবার আমেরিকায় তুলার অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে। এবৎসর তুলা অল্প জন্মিবার সম্ভাবনা।

৬ ই জুলাই শ্রীহট্টে ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে।

জাপানের দূতগণ সম্প্রতি পৃথিবীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আসিয়াছেন, জাপান গবর্ণমেণ্ট দ্বারা তাহাদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিতে ১০০ দিবস লাগিয়া থাকে। সম্প্রতি চাম্পলেন নামক তত্রত্য একখানি জাহাজ ৭৬ দিনে বোষ্টন হইতে মান্দ্রাজ পৌঁছিয়াছে। বিজ্ঞানের যত উন্নতি হইবে, ততই গমনাগমনের উপায় আরো সহজ হইবে।

ব্লণ্ডিন এবং মাডাম গডার্ড যাঁহারা কিয়ৎকাল পূর্ব্বে এদেশকে আমোদিত করিয়াছিলেন, তাহারা এক্ষণে বাটাবিয়া পরিত্যাগ করিয়া অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা করিয়াছেন।

কুমারী আরমষ্ট্রং নাম্নী একটী বিলাতী রমণী হার্বিঞ্জার অব লাইট নামক মাসিক সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তিনি দিব্যজ্ঞানে রোগ নিরূপণে সমর্থ, তাঁহার ফি ১[illegible] মাত্র। দিব্য জ্ঞানের প্রভাব এদেশে অবিদিত [illegible] এবং [illegible] স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই অধিক দৃষ্ট হয়।

কুমারী রেবেকা রবার্টস্ নাম্নী একটী স্ত্রীলোক আমেরিকার আনটিয়ক কালেজের গণিত শাস্ত্রের "অধ্যাপক" হইয়াছেন।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী যে পানামা যোজক আছে তাহা কাটিয়া সুয়েজ খালের ন্যায়একটী খাল করিবার সংকল্প হইতেছে। ১৮১ মাইল কাটিতে হইবে এবং ইহাতে ১২ কোটী টাকা ব্যয় হইবে।

১৮৬৪ অবধি ১৮৬৮ অব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতায় সহস্রকরা ৫৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসর ২৮ জন মাত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতা এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে একটী প্রধান স্বাস্থ্যকর স্থান। ড্রেণ ও পয়ঃপ্রণালী দ্বারা এই উপকার হইয়াছে। স, চ।

আমেরিকায় টেলিগ্রাফ যোগে একটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র ও পাত্রী টেলিগ্রাফ লাইনের দুই প্রান্ত ভাগে দুই জন পাদরী সহ দণ্ডায়মান থাকেন। তারে সংবাদ দেওয়া হইল যে পাত্র পাত্রী উভয়ে হস্ত স্পর্শ করুন। অমনি তাহারা উভয়ে তারের দুই প্রান্ত ভাগ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন। তৎপর বরের পক্ষ হইতে টেলিগ্রাফ প্রেরিত হইল 'মিস ফ্রান্সিস, তুমি আমাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিলে?' উত্তর আইল 'করিলাম।' তৎপর মিস ফ্রান্সিস টেলিগ্রাম পাঠাইলেন 'মেঃ সালিবান! তুমি আমাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলে?' উত্তর আইল 'করিলাম।' তৎপর উভয়ে উভয়ের নিকট এই টেলিগ্রাম পাঠাইলেন যে সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে যাবৎ তাহারা বাঁচিয়া থাকিবেন পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করিবেন না। তাহাদের সাংসারিক কার্য্য টেলিগ্রাফ যোগে নির্ব্বাহ হইবে কিনা? সে সম্বন্ধে কিছু লিখিত হয় নাই। অ বা প।

টাইগ্রিশ নদীতে এক খানি ষ্টিমারের উপর হঠাৎ একটি ব্যাঘ্র উঠিয়া বসে। ষ্টিমারে অনেকগুলি লস্কর ছিল। তাহারা ব্যাঘ্র দেখিয়া পলাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু সে দুই জন ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ খুন করে এবং আর এক জনের মস্তক কামড়াইয়া ধরে। ইতিমধ্যে জাহাজের কাপ্তেন ব্যাঘ্রের প্রতি গুলি করে, কিন্তু গুলি তাহার গায় না লাগিয়া লস্করের শরীরে বিদ্ধ হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। ব্যাঘ্র লস্করকে ছাড়িয়া কাপ্তেনের উপর লম্ফ প্রদান করে, কিন্তু লম্ফ দিবার পূর্ব্বেই কাপ্তেন তাহাকে আর একটী গুলি করেন তাহাতে সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্যাঘ্রটি চারি হস্ত লম্বা। ঐ

প্রেরিত।

কি অত্যাচার!!

মহাশয়! কুলপির ২ দুই ক্রোশ দক্ষিণ শ্যামনগর গ্রামে গত ফাগুণ মাসে একটি আশ্চর্য্য বিবাহ হইয়া গিয়াছে। চাষা ধোপা জাতীয় মুচুনি বেওয়া নামক, একজন বিধবার কৌশল্যা নাম্নী ১০ দশ বৎসর বয়স্কা একটী অবিবাহিত কন্যা ছিল। কন্যাটি যখন গর্ভে তখন উক্ত স্ত্রী বিধবা হয়। কন্যা জন্মিবার কিছুদিন পরে উক্ত স্ত্রী আপন স্বামীর সহোদর ভ্রাতা, উক্ত গ্রাম নিবাসী জগমোহন বাগানী নামক জনৈক ব্যক্তির বাটীতে আসিয়া অবস্থিতি করে। তদবধি সে জগমোহনের বাটীর গৃহকার্য্য করিত, জগমোহন তাহাকে ও তাহার কন্যাকে ভরণপোষণ করিয়া আসিতেছিল। জগমোহনের রক্ষিত একজন বেশ্যা তাহার বাটিতে থাকে, সে তাহার সংসারের এক প্রকার কর্ত্রী। তাহার সহিত উক্ত বেওয়ার সম্প্রীতি না হওয়াতে, গত কার্ত্তিক মাসে, তাহাকে ও তাহার কন্যাকে, জগমোহন স্বীয় বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। বেওয়া অনন্যোপায় হইয়া ঐ গ্রামে তাহার ভাগিনেয়ের বাটীতে, এপর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেছে। তাহাদের জাতিতে কন্যা বিক্রয় প্রথা প্রচলিত। তদনুসারে স্বীয় কন্যার পণ ধার্য্য করিয়া, ঐ গ্রামের একজন যুবকের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে। জগমোহন ইহা জানিতে পারিয়া, উক্ত কন্যা বিক্রয়ের পণের টাকা হইতে বঞ্চিত হইল মনে করিয়া কন্যাটীকে অপহরণ পূর্ব্বক অন্য পাত্রস্থ করিবার মানস করে। তদনন্তর আপনার বাটীর চাকর রতন মিস্ত্রী, নামক ঐ গ্রাম নিবাসী, জনৈক স্বজাতীয় ব্যক্তিকে, পাত্র স্থির করিয়া, কন্যাটী চুরি করিবার জন্য তাহার সহিত মন্ত্রণা করে, ও তাহার নিকট হইতে উপযুক্ত পণও গ্রহণ করে। কার্য্যটী সম্পন্ন করণাভিপ্রায়ে ঐ গ্রামনিবাসী একজন ধোপার ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত এই পরামর্শ স্থির করা হয় যে, উক্ত ব্রাহ্মণ কন্যা কৌশল করিয়া, কন্যাটীকে জগমোহনের বাটীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আনয়ন করিবে। এক দিবস অপরাহ্ণে সেই ব্রাহ্মণ কন্যা, ঐ বালিকার সহিত খেলাইতে গমন করে। ছয় বৎসর বয়স্কা শান্তনাম্নী অপর একটী বালিকা তাহাদিগের সহিত খেলায় যোগ দেয়। সূর্য্যাস্তের সময় ঐ ব্রাহ্মণ কন্যা তাহাদিগকে কহিল, আইস কৌশল্যাদিগের ছাগল বাদা হইতে খুজিয়া আনি। এই বলিয়া জগমোহনের বাটীর নিকটবর্ত্তী "গড়ের পার" নামক একটী স্থানে ডাকিয়া আনিল। সেই স্থানে রতন মিস্ত্রী দণ্ডায়মান ছিল। সে তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিল, আইস ছাগল ধরিয়া দোহন করি। এই কথা বলাতে ব্রাহ্মণ কন্যা ও শান্ত, দুইজনে ছাগল ধরিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল। কৌশল্যা (অর্থাৎ যাহাকে চুরি করিবার নিমিত্ত মনস্থ করা হইয়াছিল,) তাহাদিগের সহিত যোগ না দিয়া দণ্ডায়মানা রহিল। সেই সময়ে রতন তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে ধরিল এবং তাহার মুখ বন্ধ করিয়া আপন হস্তের উপর তুলিয়া লইয়া বেগে প্রস্থান করিল। বালিকাটী

অনেক কষ্টে আপনার মুখ ছাড়াইয়া কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, এবং ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত নানা প্রকারে কাকুতি মিনতিও করিল, পাষণ্ড কোনমতে উহাকে পরিত্যাগ করিল না। একেবারে জগমোহনের বাটীতে লইয়া গেল, ব্রাহ্মণ কন্যা ইহা দেখিয়া স্বগৃহাভিমুখে পলায়ন করিল। শান্ত কৌশল্যায় মাতার নিকট গমন করিয়া তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিল। তাহার মাতা তত্রাপি ইতস্তত: অন্বেষণ করিয়া দেখিল, কিন্তু দেখিতে না পাইয়া অবশেষে গ্রামের মাতব্বর লোকদিগের নিকট গমন করিল এবং শান্তর নিকট হইতে যেরূপ শুনিয়াছিল আনুপূর্ব্বিক সমস্ত তাহাদিগকে জ্ঞাত করিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ জগমোহনের বাটীতে গিয়া দেখিল, বিবাহকার্য্য চলিতেছে। তাহারা জগমোহনকে এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সে কহিল যে বেওয়ার সম্মতিতে বিবাহ দেওয়া হইতেছে এবং সে পণের টাকা ও লইয়াছে। কেবল ৫ টাকা মাত্র বাকি আছে বলিয়া এপ্রকার মিথ্যা দোষারোপ করিতেছে। এরূপ বলাতে তাহারা প্রত্যাগমন করিল। বিবাহ কার্য্য এইরূপে সম্পন্ন হইলে, কন্যাটীকে জগমোহনের বাটীতে আটক করিয়া রাখা হইল। তাহার মাতার নিকট আসিতে দেওয়া হইল না। বেওয়া তৎপরে গ্রামের জমীদারের নিকট জানাইল। কিন্তু তাঁহাদিগের হইতে কোন প্রতীকার হইল না দেখিয়া ডায়মণ্ড হারবরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিল। পুলিষের উপর মফস্বল তদন্তের আজ্ঞা হইল। পুলিষ তদন্তে জগমোহন ও রতন মিস্ত্রীর দোষ সম্পূর্ণ প্রমাণ হইল। পুনরায় সাক্ষীগণকে তলব করিয়া মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন তাহাতেও উহাদিগের দোষ উত্তম রূপে সাব্যস্ত হইল। পরে আসামীর সাক্ষীগণের সাক্ষ্য লইবার অন্য অন্য দিন ধার্য্য হইল। ইতিমধ্যে ডায়মণ্ড হারবরের আসিষ্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট মহামান্য সুযোগ্য শ্রীল শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত স্কোয়ার অত্র মহকুমা হইতে, স্থানান্তরিত হইয়া যান। শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি বিনা কারণে ফরিয়াদির সাক্ষীগণের কথায় অবিশ্বাস করিয়া আপনার অনুমানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া বসিলেন। কি সূক্ষ্মদর্শী বিচারক! এরূপ স্পষ্ট প্রমাণ সত্বেও অপরাধির দণ্ড না দিয়া অব্যাহতি দিলেন। শুনিতে পাইতেছি, বেওয়া পুনরায় আপিল করিয়াছে। ইচ্ছা করি যদ্যপি আপীল হইয়া থাকে, তবে উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের প্রমাণাদি দৃষ্টে অথবা পুনরায় প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বক অপরাধীর উচিত দণ্ড বিধান করুন। এরূপ গুরুতর অপরাধের অপরাধীকে বিনা দণ্ডে ছাড়িয়া দিলে রাজ্য অরাজক হইবে।

করঞ্জলী } শ্রী:—
১২৮১। ৫ই শ্রাবণ। }

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি।

'স্ত্রী পরিত্যক্ত ব্রাহ্মের দ্বিতীয় পত্নী পরিগ্রহ করা উচিত কি না, এ বিষয়ে আমরা অনেক গুলি প্রেরিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এ গুলি আমাদিগের বিবেচনা স্থলে আছে, আগামী বারে কোন কোনটী প্রকাশিত হইতে পারে।

শ্রীঅনাথ বন্ধু—রায় আপনার লিখিত পদ্যটী অতি দীর্ঘ। একটু অপেক্ষা করিবেন। আমরা ক্রমে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

একজন ভ্রম সংস্কারক—কহেন যে বাবু হেমচন্দ্র দত্ত পোষ্ট আফিসের ডেলিবরী পিয়ন হারাণকে ধৃত করিয়াছেন, বাবু কালীনাথ বসু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন মাত্র।

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ হরিনাভিস্থ প্রাচীন ভারত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

REGISEFERD. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

২য়, ভাগ
১৬শ সংখ্যা।

বঙ্গাব্দ ১২৮১—১৬ই শ্রাবণ শুক্রবার। ১৮৭৪—৩১শে জুলাই।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭৷৷০ টাকা।

সূচী।

আমাদিগের যন্ত্রালয় কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এক্ষণ অবধি ভারত সংস্কারক সম্বন্ধে যাঁহারা কোন পত্রাদি লিখিবেন, বা মূল্যাদি পাঠাইবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় দিবেন।

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোনাপুর ষ্টেসন হইয়া হরিনাভি ভারত-সংস্কারক কার্য্যালয়।

কলিকাতা বাসিদিগের জন্য—কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে আমাদিগের আফিস থাকিবে।

সপ্তাহ।

কলিকাতাস্থ যে সকল সহযোগী আমাদিগের সহিত পত্র বিনিময় করেন, এক্ষণ হইতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক কলিকাতা ট্রেজরী বিল্ডিং শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ বসু মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, তাহা হইলেই আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা হইতে দক্ষিণাভিমুখে গড়িয়া রাজপুর বারুইপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া ফেরিফণ্ডের যে রাস্তাটী গিয়াছে, তাহার অত্যন্ত দুরবস্থা, উহাতে গাড়ি চলা দুর্ঘট। প্রায় প্রতিবৎসরেই এই রাস্তা অত্যন্ত দুর্গম হয় এবং প্রতিবৎসরেই উহার সংস্কারের উদ্যোগ দেখা যায়। সংস্কার নাম মাত্র—কেবল মধ্যে মধ্যে খোওয়া ফেলা হয়। রাস্তাটী একবার উত্তম রূপ সংস্কৃত করিয়া দিলে ৩।৪ বৎসর আর কিছু করিতে হয় না। কিন্তু কণ্ট্রাক্টদারগণ বিলক্ষণ চতুর, অল্প টাকায় কাজ সারিতেছেন বলিয়া প্রতিবৎসরই টাকা উপার্জনের পথ খুলিয়া রাখিয়াছেন। এ সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করিবার কি কেহ নাই?

আগামী ৩রা আগষ্ট প্রেসিডেন্সী কলেজে সর্ব্বেইঙের শিক্ষক ও পবলিক ওয়ার্কের কর্ম্মচারীর পদাকাঙ্ক্ষী দিগের ষাণ্মাসিক পরীক্ষা হইবে।

আমরা মজিলপুরস্থ এক বন্ধু হইতে এই সংবাদটী পাইয়াছি, গবর্ণমেণ্টের সত্বর ইহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী জয়নগর থানায় প্রায় ৩।৪ বৎসরাবধি একজন মুসলমান সব্‌-ইনস্পেক্টর ও একজন মুসলমান হেড কনেষ্টেবল নিয়োজিত আছেন। বহুদিন এক থানায় অবস্থিতি করাতে অনেকগুলি অভদ্র মুসলমানের সঙ্গে তাঁহাদের আত্যন্তিক আনুগত্য হইয়া পড়িয়াছে। এই আনুগত্য নিবন্ধন কয়েক জন দুষ্টপ্রকৃতি মুসলমান প্রশ্রয় পাইয়া যার পর নাই অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে; এবং অনায়াসে ভদ্রলোকদিগকে অবমানিত করিয়া তাঁহাদের উপর মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন পূর্ব্বক [illegible] করিতেছে। এই সকল দেখিয়া [illegible] দেশের অনেকে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন।

আমাদের প্রস্তাব-২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সত্বর সব ইনস্পেক্টর ও হেডকনেষ্টেবলকে স্থানান্তরিত করিয়া, দেশ রক্ষা করেন। যাঁহারা দেশের মধ্যে "ভদ্র" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন তাঁহারা এই সকল বিষম উপদ্রব দেখিয়া শুনিয়া ভয়ে মৈত্রে পড়িয়া অত্যাচারের মূক সাক্ষী হইয়া যেন না থাকেন, কিন্তু ভদ্রোচিত উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া অনিষ্টের প্রতীকার সাধনে তৎপর হয়েন।

আমরা ২৪ পরগণার সোনাপুর থানার অধীনস্থ দরিদ্র লোকদিগের অবস্থা অদ্যকার একটী প্রস্তাবে বর্ণন করিয়াছি, এখানে প্রায় ২০০ ঘরে প্রায় ৬০০ প্রাণী নিরন্ন অবস্থায় ক্লেশ পাইতেছে। নিম্নে আরো দক্ষিণবর্ত্তী অঞ্চলের এই শোচনীয় বিবরণটী প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিলাম—

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর সুলতানপুর, মথুরাপুর প্রভৃতি থানার অধীন গ্রাম সমূহে দুর্ভিক্ষ ক্রমে প্রবল হইতেছে. দরিদ্র লোকদিগের কষ্টের পরিসীমা নাই। থানায় কিছু চাউল আসিয়াছে বটে, কিন্তু যে নিয়মে চাউল বিতরণ হইতেছে, তাহাতে বিশেষ কষ্ট দূর হইবার সম্ভাবনা নাই, যে সকল লোক আতুর বা কর্ম্ম করিতে অক্ষম এইরূপ লোককে চাউল দেওয়া হইতেছে। কেবল চাউল দিলেই বা কি হইবে? তাহার উপকরণ সামগ্রী না হইলেত আহার হয় না, তাহার উপায় কি? পরন্তু যে সমস্ত লোক প্রত্যহ খাটিয়া খায় তাহাদের কোন উপায় নাই, পর্য্যাপ্ত রূপ বৃষ্টি না হওয়ায় অনেক স্থানে চাষের কর্ম্ম এক প্রকার বন্ধ আছে. একন্য তাহারা প্রতিদিন খাটুনি পায় না. থানায় গেলে তাহারা কর্ম্মক্ষম বলিয়া চাউল দেয় না, ভদ্রলোকের বাটীতে খাটিবে তাহারও এখন সময় নয়। সুতরাং তাহাদিগের কোন দিকেই কোন উপায় নাই, তাহাদিগের যেদিন খাটুনি না জুটে, সেদিন সপরিবারে অনাহারে থাকিতে হয়। আমাদিগের প্রার্থনা এই, ঐসকল লোককে গবর্ণমেণ্ট হইতে খাটুনি দেওয়া হয়, নতুবা থানার উপর এরূপ আদেশ দেওয়া হয় যে ঐসকল লোকের অবস্থা বিষয়ে বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ লইয়া তাহাদিগকে চাউল দেয়। ইহা ভিন্ন অনেক দরিদ্র ভদ্রলোক আছেন, তাহাদের দিনান্তে অন্ন হইতেছে না। তাহাদের কষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাঁহারা না মজুরী করিতে পারেন,

না মুষ্টি-ভিক্ষাকরিতে পারেন,না মানের ভয় ইতর লোকের ন্যায় থানায় গিয়া চাউল আনিতে পারেন, ইহাদের কোন একটা উপায় করা কর্ত্তব্য।

আমরা অবগত হইলাম, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ও তাঁহার সঙ্গী প্রচারকগণ সাপ্তাহিক সমাচারের নামে গ্লানি অভিযোগ করিয়া হাইকোর্টে বিচার প্রার্থী হইয়াছেন। ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা চিরকাল নিন্দিত, উপহসিত ও তাড়িত হইয়া অবাধে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের এরূপ কার্য্য আমাদিগের পত্রে বিসদৃশ বোধ হইল। যাহাহউক ব্রাহ্মদিগের আপনা অপনি যে বিবাদ বাঁধিয়াছে, তাহারও মীমাংসা কি এইরূপে হইবে? ইহাঁদিগের মধ্যে শান্তি সভা স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পত্রে প্রচারিত হইয়াছে, অথচ এ অশান্তি নিবারণের কি কোন উপায় অবলম্বিত হইতে পারে না?

ভারত সংস্কারক।

দুর্ভিক্ষের দ্বাবিংশ রিপোর্ট।

গত ২৩এ জুলাই যে পক্ষের শেষ হইয়াছে, তাহার সার বিবরণ এইঃ—

বৃষ্টি—গঙ্গোত্তর প্রদেশে গত মে মাস অবধি ২০।৩০ বুরুল বৃষ্টিপাত হইয়াছে। ইহাতে নদী সকলের জলবৃদ্ধি হইয়া বন্যাতে অনেক স্থান ভাসিয়া গিয়াছে। বালেশ্বর, মানভূম, ছোট নাগপুর, হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া বিশেষতঃ ২৪ পরগণায় বৃষ্টির অত্যন্ত অভাব। আর ১০ দিনের মধ্যে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত না হইলে বঙ্গদেশের তৃতীয়াংশ স্থানে শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত হইবে।

ফসল—ফসলের অবস্থা সাধারণতঃ আশাজনক। উত্তর ত্রিহুত, চম্পারণ পূর্ণিয়া, ফরিদপুর এবং যশোহরের অধিকাংশ স্থান জলপ্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যাহাহউক যত আশঙ্কা করা গিয়াছিল, তত হয় নাই। ত্রিহুত, চম্পারণ এবং পূর্ণিয়াতে নীলের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। দক্ষিণ বেহার, নদিয়া এবং মেদিনীপুরে নীলের চাষ অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

মূল্য—সর্ব্বত্র কমিয়াছে। বর্দ্ধমান দার্জ্জিলিঙ, পুরী, পূর্ণিয়া এবং মানভূমে কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, জল পাইগুড়ী, গয়া, চম্পারণ, বালেশ্বর এবং সিংহভূমে মূল্য পূর্ব্ববৎ। দিনাজপুরে টাকায় ৴৯৮ হইতে ।১ সের এবং সারণে ।২॥ হইতে ।৪ সের দাঁড়াইয়াছে।

চাউল আমদানী—রেলওয়ে এবং নদী দ্বারা যে বাণিজ্য চলিতেছিল, অনেক কমিয়া আসিয়াছে। বন্যা ইহার একটী কারণ। চাউলের মূল্য সমান থাকা আর একটী কারণ।

দুঃস্থ লোক—রিলিফ কার্য্যে উপস্থিতের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে। চাষের কাজ শেষ হইলে পুনরায় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাতব্যগৃহীতার সংখ্যা অল্পে অল্পে বাড়িতেছে। কৃষকদিগকে অগ্রিম দেওয়া হইতেছে, কিন্তু তাহাও প্রায় শেষ হইল। এ বিষয়ে জমীদারগণ বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

রিলিফ কার্য্যে যত লোক খাটিতেছে, পূর্ব্ব সপ্তাহের সহিত তাহার তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য এই তালিকা প্রদত্ত হইল।—

	গত পক্ষ	বর্ত্তমান পক্ষ
পাটনা বিভাগ	৫৯৭,৯৬২	৩৭৬,৫৬০
গণ্ডক বাঁধ	১৯,৮৪৮	১১০,০৫২
শোণখাল	১৬,৩৫২	২৮,৫৩০
ভাগলপুর বিভাগ	৭৬,৭২৪	৫৮,৬৫৭
রাজসাহী বিভাগ	১০৭,৬৩৩	১০৩,৩৫৬
উত্তর বঙ্গ রেলওয়ে	১৩,২৭৪	৮,৫৭৮
ছোটনাগপুর, এবং বর্দ্ধমান বিভাগ	৫১০৩৭০	৪১,৭৬১
কোঁচবিহার	৪.১৫৭	১,৪১৮
মোট	৮,৯৭,৩০০	৬.৩৮,৭৬২

বাতুলালয়ের প্রতি গবর্ণমেণ্টের অপ্রসন্নতা।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট একটী সাকুলার জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে বর্ত্তমান বাতুলালয় সকলে উন্মাদদিগের চিকিৎসা ও উত্তমরূপ রক্ষণাবেক্ষণের উপায় না থাকাতে গবর্ণমেণ্ট ন্যায়তঃ তাহাদের ভার গ্রহণে অক্ষম, অতএব এক্ষণ হইতে যাহারা সাধারণের অনিষ্টকারী বা আত্মীয় অভিভাবকবিহীন তদ্ভিন্ন অন্য বাতুলদিগকে গ্রহণ করা হইবে না। গবর্ণমেণ্ট কি গূঢ় অভিপ্রায়ে একার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন,তাহা অবধারণ করা সহজ নহে। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এ প্রস্তাবটী শুভকর নহে। গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে বাতুলাশ্রয় থাকাতে যে অনেক বিষয়ে উপকার লাভ হইতেছিল তাহার সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ বাতুলতা একপ্রকার সংক্রামক রোগ। যে স্থানে ২।৪টী বাতুল আছে, দেখা যায় শীঘ্র তাহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। মনুষ্য মাত্রেরই মন অল্পাধিক কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে, বিকৃতচিত্ত লোকদিগের সহিত সর্ব্বদা বাস করিলে তাহাদিগেরও যে বুদ্ধি বিকার উপস্থিত হইবে আশ্চর্য্য কি? এই কারণে উন্মাদ রোগাক্রান্ত লোকদিগকে স্বতন্ত্র স্থানে সন্নিবেশ করা যুক্তিসঙ্গত।

দ্বিতীয়তঃ সকল বাতুল নিতান্ত উগ্রধাতুর না হইলেও আত্মমতী ও অবাধ্য, তজ্জন্য সর্ব্বদাই তাহাদিগকে লইয়া

সশঙ্ক থাকিতে হয়। তাহারা অন্যের অনিষ্ট সাধনে যত তৎপর, নিজের অহিত সাধনে ততোধিক। তাহাদিগকে কেবল ঔষধ পথ্যাদি সেবন করান দুরূহ এরূপ নহে, কখন্ তাহারা আত্মহত্যা করিয়া বসিবে এই দুর্ভাবনায় শঙ্কাকুল থাকিতে হয়। যাহাদিগের উপযুক্ত রক্ষকাদি রাখিবার সামর্থ নাই, তাহাদিগের অত্যন্ত বিপদ্।

তৃতীয়তঃ বাতুলদিগের প্রধান চিকিৎসা—কোন কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া তাহাদিগের বুদ্ধিকে প্রকৃতিস্থ করিয়া আনা। এটী বড় সহজ ব্যাপার নহে। যাহারা ইহার বিশেষ কৌশলজ্ঞ নহে, তাহারা এ কার্য্য করিতে কখনই সক্ষম হয় না—হিতে বিপরীত করিয়া ফেলে। এই জন্য দেখা যায়, অনেক উন্মাদ বাতুলালয়ে থাকিয়া অল্প দিনে আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু অন্যত্র ক্রমশঃ বুদ্ধিভ্রষ্ট ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে।

পঞ্চমতঃ বাতুলদিগের মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও প্রফুল্ল রাখা আবশ্যক, অনেক অর্থ না থাকিলে তাহার উপযুক্ত স্থান নির্ম্মাণ ওউপায় বিধান করা অসাধ্য। এক একটী সাধারণ স্থান থাকিলে অল্প ব্যয়ে একার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। বস্তুতঃ বাতুলালয় সকল যেরূপ বায়ু সেবিত, সুপরিষ্কৃত ও পুষ্পাদি সজ্জিত দেখা যায়, তাহাতে স্বভাবতঃ অসুস্থ মন সুস্থ হইতে পারে।

এই সকল কারণে বাতুলাশ্রয়গুলি মহোপকারজনক অনুষ্ঠান বলিয়া আদিগের নিকট প্রতীয়মান হয়। ইহার প্রসাদে বৎসর বৎসর কত রোগী আরোগ্য হয় যাঁহারা জানিতে চান, আশ্রয়ের সাময়িক রিপোর্ট পাঠ করিলে আপ্যায়িত হইবেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য গবর্ণমেণ্ট এত দিন এরূপ দয়ার কার্য্য করিয়া এক্ষণে তবে তাহা হইতে বিরত হইতে যান কেন? গবর্ণমেণ্ট আত্ম শুদ্ধির জন্য যে কয়েকটী কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অমূলক নয় বটে, কিন্তু আমাদিগের তৃপ্তিকর বোধ হইল না। তিনটী কারণের উল্লেখ করা হইয়াছেঃ (১) বাতুলদিগের উপযুক্ত চিকিৎসার উপায় নাই; (২) ভদ্র এবং যথোপযুক্তরূপে তাহাদিগের তত্ত্বাবধানের উপায় নাই; (৩) অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা তাহাদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে না পারে, তাহা দেখিবার ভাল উপায় নাই। বাতুলালয় সকলে যে এসমস্ত ত্রুটী আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ অধীনস্থগণ সময় সময় যেরূপ নির্ম্মম হইয়া হতভাগ্য উন্মাদদিগের প্রতি প্রহারাদি করে, তাহাতে অনেকের শারীরিক উৎকট রোগ হইয়া মৃত্যুও সন্নিকট হইয়া থাকে। এ সকল দোষ ও ত্রুটি সংশোধন করা আবশ্যক। কিন্তু তৎপ্রতি চেষ্টা না করিয়া শুভানুষ্ঠানটীর মূলোৎপাটনের চেষ্টা করায় গবর্ণমেণ্টের নিহৃদয়তার পরিচয় দেওয়া হইতেছে। লর্ড নর্থব্রুকের ন্যায় মহদাশয় ব্যক্তির নিকট আমরা কখন এরূপ প্রত্যাশা করি নাই!

বাতুলতা যেরূপ দুরারোগ্য ও অনিষ্টকারীরোগ এবং এদেশে তাহার যেরূপ প্রাদুর্ভাব, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ আনুকূল্য ভিন্ন তাহার দমন বা প্রতীকারের সদুপায় দেখা যায় না। একজন উন্মাদ আর দশ জনকে উন্মাদ করিতে পারে, সাধারণ লোকের এমন সাধ্য নাই, একজন উন্মাদেরই উপযুক্তরূপ সেবা শুশ্রুষা ও চিকিৎসাদি করিতে পারে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা অপকৃষ্ট হইলেও অন্য প্রকার ব্যবস্থাপেক্ষা তাহা অনেকগুণে উৎকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ উন্মাদদিগের সহিত ব্যবহার করিতে জানে এরূপ বহুদর্শী লোক চাই, যে যে উপায়ে তাহাদিগের মন প্রকৃতিস্থ হইতে পারে সে সকলেরও একত্র আয়োজন করা চাই, এ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে বালকদিগের শিক্ষালয়ের ন্যায় উন্মাদদিগের আশ্রয় সংস্থাপিত রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

আমাদিগের বোধ হয়, গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সংক্ষেপ দৃষ্টি বাতুলাশ্রয়ের প্রতি প্রসারিত হইয়া তাহার প্রতি কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। যদি ব্যয়াধিক্য গবর্ণমেণ্টের এরূপ উদ্যোগের কারণ হয়, তাহার পূরণের যথার্থ উপায় অবলম্বন করিলেই চলিতে পারে। যাঁহাদিগের সঙ্গতি আছে, তাঁহারা এক্ষণে ব্যয় স্বীকার করিয়া দুর্ভাগ্য আত্মীয়দিগকে বাতুলালয়ে রাখিতেছেন, তাহাদিগের নিকট কিছু অধিক পরিমাণে সাহায্য গ্রহণ করিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। নিজে নিজে ভার গ্রহণ করিতে হইলে তাঁহাদিগের যে অর্থ নাশ ও অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে, ইহাতে তদপেক্ষা কখন অধিক হইবে না। আয়ের আর একটী পথ আছে, বদান্য ধনিগণ হসপিটাল প্রভৃতিতে কত অর্থদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট জানাইলে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন। বাতুলদিগের প্রতি কাহার না দয়া হয়? স্থানীয় উন্মাদদিগের জন্য স্থানীয় ফণ্ড হইতেও টাকা লইলে অন্যায় হয় না। এইরূপ উপায়ে আয়বৃদ্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্ট বাতুলালয়ের মঙ্গলোন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য চেষ্টান্বিত হউন, তাহা হইলে রাজোচিত দয়ালুতা প্রদর্শন করিবেন এবং সাধারণের নিকট কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। তাঁহারা যখন কতকগুলি লোকের জন্য অনুষ্ঠানগুলি সংরক্ষণ করিতেছেন, তখন অপর লোক-

দিগের যদি তৎসঙ্গে উপকার হয়, কেন তাহার প্রতিবন্ধকতা করিবেন ?

রেলওয়েতে দেশীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ।

আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রস্তাব করিয়াছি, রেলওয়ের যে সকল কার্য্যে ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত করিয়া বহুব্যয় স্বীকার করিতে হইতেছে, দেশীয়েরা সে সকল কার্য্যে নিয়োজিত হইলে ব্যয়ের বিলক্ষণ সাশ্রয় হইতে পারে। সম্প্রতি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সম্মতি প্রকাশ দেখিয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইলাম।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেনঃ—

"সকৌন্সেল গবর্ণর জেনারেলের মত এই যে স্থানীয় লোক সকল লইয়া যদি দেশীয় কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করা হয়, তাহাহইলে রেলওয়ে অধিক লোকরঞ্জক হইতে পারে, কিন্তু কিরূপে এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, তিনি তদ্বিষয়ে কোন নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতেছেন না। জাতীয়ত্বের বিচার না করিয়া রেলওয়ে কোম্পানি যদি যতদূর প্রাপ্য সুদক্ষ লোকদিগকে গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের লাভের বিষয়। যাহা হউক স্থানীয় শিক্ষিত যুবকদিগকে আপ্রেণ্টিস স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ষ্টেসন মাষ্টার, বুকিঙ ক্লার্ক, সিগ্নালার প্রভৃতির কার্য্যে দীক্ষিত করিলে কতকটা সুবিধা হয় এবং সকৌন্সেল গবর্ণর জেনারল আশা করেন যে যেখানে এরূপ প্রথা নাই, বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে সকলে ইহার প্রচলন আরম্ভ করা হইবে।"

লর্ড নর্থব্রুকের এই শুভ অভিপ্রায়ের জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। তিনি যে জাতীয়ত্বের বিচার না করিয়া সুদক্ষ লোক গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, ইহাতে এদেশীয় সাধারণে তাঁহার উদারভাব হৃদয়ঙ্গম করিবেন। কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানি সকলেরও ইহা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। তাঁহারা আমাদিগের প্রধান শাসনকর্ত্তার মতানুসারে উদারভাবাপন্ন হইলে কেবল যে এ দেশের উপকার করিবেন তাহা নহে, আপনাদিগের লাভের পথ প্রসারিত দেখিতে পাইবেন। তাঁহারা ব্যবসায়ী, ব্যয় সংক্ষেপ হইলেই তাঁহাদিগের লাভাঙ্কের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইবে। দেশীয় ও স্থানীয় লোক সকল দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিলে এক টাকায় যে কাজ হইবে, বিদেশীয় ব্যক্তি দ্বারা দশ টাকায় তাহা সমাধা হইবে না। তবে একটী বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে দেশীয় লোকেরা যোগ্য কি না, তাহাদিগের দ্বারা কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে কি না? শিক্ষা পাইলে দেশীয়েরা যে কোন বিষয়ে অক্ষম হইবে, আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না। যে দিকে দেশীয়দিগের কার্য্যক্ষেত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারা সেই দিকেই দক্ষতার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছে। শারীরিক শ্রমসাধ্য ও সতর্কতার কার্য্যে দেশীয়েরা ইউরোপীয়দিগের ন্যায় সক্ষম কি না, অদ্যাপি ইহার যথেষ্ট পরীক্ষা হয় নাই বটে, কিন্তু হইতে আরম্ভ হইয়াছে! আমরা ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আর কি দিব, নলহাটী এবং মাতলা রেলওয়ের কার্য্য এক্ষণে কিরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে, তাহার সংবাদ লইলেই সকলে জানিতে পারেন। পূর্ব্বে অন্য রেলওয়ের ন্যায় ইহাদেরও গুরুতর কার্য্য সকল ইউরোপীয়দিগের দ্বারা সম্পাদিত হইত। বৎসরাধিক হইল, ইহাদের প্রায় সমুদায় কার্য্য বাঙ্গালী দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতেছে। ইহাদের ম্যানেজার বাবু রামগতি মুখোপাধ্যায় বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতায় ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের অপেক্ষা হীনতর নহেন। তাঁহার ব্যবস্থায় এঞ্জিনম্যান, ড্রাইবার, গার্ড প্রভৃতিও এদেশীয়। ইহাদিগের দ্বারা যখন বৎসরাধিক কাল কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিল, আকস্মিক বিপৎপাত ঘটিবার যে আশঙ্কা ছিল, তাহা অমূলক সপ্রমাণ হইল, তখন এদেশীয়েরা অযোগ্য এই কথা বলিয়া কে তাহাদিগকে আর হীনপদস্থ রাখিতে পারে? মাতলা রেলওয়ে এতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল যে গবর্ণমেণ্ট তাহা উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশীয় ম্যানেজারের কার্য্যদক্ষতায় এবং দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যে ইহাদ্বারা এখন লাভ দাঁড়াইয়াছে। অন্যান্য রেলওয়ে চেষ্টা করিলে এই উপায়ে লাভবান্ হইতে পারেন। আমরা স্বীকার করি, দেশীয়েরা এখন অনেক বিষয়ে অযোগ্য, তাহার কারণ এই যে তাহারা সে সকল বিষয়ে অশিক্ষিত। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট দেশীয় দিগকে যে শিক্ষা নবিস রাখিবার মত দিয়াছেন, তাহাও অতি সুবিবেচনা সিদ্ধ হইয়াছে। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট কেবল মত প্রকাশ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, কিন্তু যাহাতে তদনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠান হয়, তজ্জন্য রেলওয়ে কোম্পানি দিগকে জিদ করিতে ত্রুটী করিবেন না। ইউরোপীয়েরা যে সকল কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের এক চেটিয়া স্বত্ব দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা দেশীয়দিগকে যে সহজে প্রবেশ করিতে দিবেন সম্ভব বোধ হয় না। যাহাহউক গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব রেলওয়েতে যেরূপ দৃষ্টান্ত অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার আরো উন্নতি হইতে থাকুক, গবর্ণমেণ্ট তাহার সুবিধা করিয়া দিউন্। দেশীয়েরা যদি যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারে এবং অল্প ব্যয়ে তাহাদিগের দ্বারা যদি অধিক কার্য্য সংসাধিত হয়, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি তাহাদিগের উন্নতি ও সৌভাগ্যের পথ কেহ অবরুদ্ধ রাখিতে পারিবে না।

দরিদ্রদিগের সাহায্যের উপায় বিধান।

গত বর্ষ হইতে যদিও বঙ্গদেশের উত্তর প্রদেশে দুর্ভিক্ষ মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, অন্যান্য অংশে তাহার প্রভাব এক কালে অবিদিত নাই। শস্যের মূল্য দেশ সাধারণে বৃদ্ধি হইয়াছে—অন্যান্য বৎসর যে রূপ ছিল, তাহার দ্বিগুণের ন্যূন প্রায় কোন স্থানেই নহে, কোন কোন স্থানে ত্রিগুণ, চতুর্গুণও হইয়াছে। দয়ালু গবর্ণমেণ্টের যত্নে নানা স্থান হইতে শস্য আমদানী হওয়াতে দেশ সাধারণে তাদৃশ খাদ্যাভাব উপস্থিত হয় নাই বটে, কিন্তু শস্যের এই মূল্য বৃদ্ধি হেতু সাধারণের ক্লেশ সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি হয় নাই। চাউলের মূল্য যখন সুলভ ছিল, তখনই অনেক দুঃখী পরিবারের অন্ন মিলা ভার হইত। তাহার উপর সাংক্রমিক জ্বর রোগে অদ্যাপি তাহাদের অনেকে জর্জরিত রহিয়াছে। আমরা দেখিতেছি যাহারা পুরাতন জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল, পুনরায় পীড়াক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। দুঃখী ভদ্রলোক ও ইতর লোকের মধ্যেই ইহার সংখ্যা সমধিক দেখা যায়। শস্য মহার্ঘ হইলে ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকদিগের বিশেষ ক্লেশ না ঘটিতে পারে, কিন্তু এই সকল নিঃসম্বল বহু-পরিবার রোগাক্রান্ত দরিদ্র গণের উপায় কি? আমরা পরীক্ষার্থ সোনাপুর থানার অন্তর্গত রাজপুর, হরিনাভি, চাঙ্গড়িপোতা, কোদালিয়া, জগদ্দল, চৌহাটী প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামের বিপন্ন পরিবারের সংখ্যা গণনা করি, বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা যাহারা যথার্থ অন্নাভাব-গ্রস্ত তাহাদিগেরই তালিকা সংগ্রহ করা যায়। তাহাতে প্রায় ২০০ পরিবার লক্ষ্যস্থলে পতিত হইয়াছে, ইহার লোক সংখ্যা গড়ে প্রায় ৬০০ হইবে। আরো অনুসন্ধান করা যাইতেছে, সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হইতে পারে। এই গণনার মধ্যে যাহারা একাকী ভিক্ষা করিয়া খাইতে পারে, তাহাদিগকে ধরা হয় নাই; যে পরিবারে মজুরী বা অন্য প্রকার চেষ্টা করিয়া জীবিকা অর্জন করিবার লোক আছে, তাহাদিগকেও গ্রহণ করা যায় নাই। বেওয়া, অনাথ ও পীড়িত প্রধান পরিবারই অধিকাংশ, তাহাদিগের অবস্থা দেখিলে ব্যথিত না হইয়া কেহই থাকিতে পারেন না। রাজপুর হরি-নাভি উন্নতি বিধায়িনী সভার সভ্যগণ এই সকল দরিদ্র পরিবারের সাহায্যার্থ রিলিফ কমিটীর ও ২৪ পরগণার মাজি-ষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতেছেন। এ বিষয়ে যে গবর্ণমেণ্টের সত্বর মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য।

আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী থানার অধীনস্থ লোকদিগের যে বিবরণ প্রকাশ করিলাম, তাহা দ্বারা কি প্রতিপন্ন হই-তেছে না, যে এই বৃহৎ বঙ্গভূমির নানা স্থানে এরূপ দরিদ্র পরিবার অনেক আছে। এসময় তাহাদিগের যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশাধিক্য হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে সকলেই আপনাপন দায়ে বিব্রত, দরিদ্রদিগকে কে আনুকূল্য করিবে? আগামী হৈমন্তিক ফসল উত্তম রূপ না জন্মিলে সাধারণ লোকের অবস্থা সচ্ছল হইতেছে না, এই সকল বিপন্ন লোকদিগেরও ক্লেশোপশমের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে ইহারা সাহায্য লাভের জন্য কাহার মুখপানে চাহিতে পারে? গবর্ণমেণ্ট এবং হিতৈষী লোক-দিগের। তাঁহারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রধান স্থান সকলের জন্য বিশেষ মনো-যোগী হইয়াছেন বটে, কিন্তু নানা স্থান বিক্ষিপ্ত এই সকল দরিদ্রের জন্যও কিছু উপায় না করিলে তাহারা প্রাণে মারা যাইবে। স্থানীয় রিলিফ কমিটী যাহাতে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রীতিমত তাহার কার্য্য চলিতে পারে এরূপ উপায় করা বিধেয়। গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থানে "রথ্যাকর" আদায় করিয়াছেন, এ বৎসর স্থানীয় রিলিফ উদ্দেশে তাহা নিয়োগ করিলেই উচিত কার্য হইত। মিউনিসিপ্যালিটীও এবিষয়ে কতক সাহায্য করিতে পারিতেন এক্ষণে সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটী ও বিভাগীয় মাজিষ্ট্রেট দ্বারা যাহাতে এসকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান হয় এবং দরিদ্র লোকেরা সময় থাকিতে সাহায্য লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য উপায় বিধান আবশ্যক—কালবিলম্ব করা কোনমতে উচিত নহে। আমরা সর্ব্বস্থানের সহৃদয় ব্যক্তিদিগকে সবিশেষ অনুরোধ করি তাঁহারা এবিষয়ে উদ্যোগী ও সচেষ্ট হউন এবং ইহার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। তাঁহাদিগের যত্ন ও চেষ্টায় মহৎ ফল লাভ হইবে।

ভারতবর্ষের শস্য রপ্তানি।

এই দুর্ভিক্ষের বৎসর ভারতবর্ষে নিমিত্ত চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থান হইতে শস্যাদি সংগ্রহার্থ গবর্ণমেণ্ট ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন, এ বৎসর এখান হইতে অধিক শস্য রপ্তানি হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। এইজন্য শস্য রপ্তানি বন্দ করিবার প্রস্তাব হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অসম্মত হন এবং বলেন স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ইহা বন্দ হইয়া যাইবে, তজ্জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা আবশ্যক। লোকযাত্রা বিধান শাস্ত্রের মতানুসারে তাঁহাদের একটী প্রধান যুক্তি এই যে শস্যের অভাব হইলেই তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইবে এবং বর্দ্ধিত মূল্যে শস্য ক্রয় করিয়া বিদেশীয় বাণিজ্যকারিগণ লাভবান্ হইবে

না। সুতরাং দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান হইতে রপ্তানির সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেন্টের অনুমান অনুসারে শস্যের মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু রপ্তানির স্রোত বড় অধিক অবরুদ্ধ হয় নাই। গত ৩ বর্ষে কত শস্য ভারতবর্ষ হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়াছে এবং তাহার মূল্য কত, রাজস্ব বিভাগের রিপোর্ট হইতে নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে, পাঠকগণ তুলনা দ্বারা ইহার ফল স্থির করুন্।

শস্যের পরিমাণ হন্দরী ওজন।

	১৮৭১ ৭২	১৮৭২-৭৩	১৮৭৩-৭৪
সম্মিলিত রাজ্য	৮১,৪৮,৫৪৬	১,১৯,২৩,৪৪৯	১৮,৮০,৬৮৯
মরিসস্	১১,১৯,৭১৯	২৪,৩৫,০৩৫	১০,৪৭,৭৩২
বোর্বন	২,৬৫,৬৯৭	১,৪৮,২৩৬	৫০,৬৬৫
পারস্যোপসাগর	১৩,৫২,৩৬৮	৯,৫৪,০৪৮	৪,৪৮,৬০৫
সিংহল	২৩,৬৯,৮৬৮	২৯,৭৮,৫৫১	৩৫,১৬,০৮৪
ষ্ট্রেট সেটলমেণ্ট	১৭,৬৪,০৬৭	১৭,৫২,২৮৮	১০,৩৫০,৯৬
চিন	৩,৫৯,৪৪১	৪,৪৮,৩৮৪	২,৬৫৫
অন্যান্য দেশ	১৬,১১,১৮৪	২৩,৮৩,৮০৬	১৮,২৩,৮৫৮
মোট	১,৬৯,২০,৮৯০	২,২৯,৭৩৭৯৭	১,৯৮,০৫১৮৪

শস্যের মূল্য।

	১৮৭১ ৭২	১৮৭২-৭৩	১৮৭৩ ৭৪
সম্মিলিত রাজ্য	১,৮২,২০,৩৫৬	২,৫৯,০২,১৯৯	২,৭৮,৫৪,৬০৩
মরিসস্	৩১,১৯,৫৬২	৬৪,৬৫,১০৮	৩৪,০৮,০১৪
বোর্বন	৭০২,৮৬৭	৪,২০,৭৩৯	১,৮৩,৮৫৮
পারস্যোপসাগর	৪৮,৬৭,৫৫৪	৬০,৩০,৮৮৬	১৮,৮৬,৬২১
সিংহল	৭৮,১৩,২০৯	৯৪,৫৮,১৬৩	১,২৪,৬৭,৫২৯
ষ্ট্রেট সেটলমেণ্ট	৩৯,৪২,৪৭৭	৩৮,২৮,৬০৭	২৫ ৫১,৪৯৮
চিন	১০,৩৯,৯২৫	১১,২১,৫৭৬	৮,৯৫৩
অন্যান্য দেশ	৪৭,৫৯,৯২৯	৬৭,৮৭,১১০	৬১,৯৩,৬১২
মোট	৫,৪৪,৬৫,৮৭৯	৫,৭০,১৪,৩৮৮	৫,৪৬,৫৪,৬৯৮

ইহা দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে গত বর্ষে যত শস্য রপ্তানী হইয়াছে এবৎসর তাহার সিকি পরিমাণও কম হয় নাই, এবং গত বর্ষের পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবৎসর প্রায় দেড়গুণ শস্য রপ্তানি হইয়াছে। রপ্তানি শস্যের মূল্য এবৎসর গত বর্ষাপেক্ষা এবৎসর ২৩ লক্ষ টাকা মাত্র ন্যূন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে বৎসরাপেক্ষা ১ কোটী টাকা অধিক। ইহা দ্বারা আরো সপ্রমাণ হইতেছে যে গত ১৮৭২।৭৩ সালে রপ্তানির পরিমাণ অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে ভারতবর্ষের ভাণ্ডার অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা শূন্য হইয়া যায়। সুতরাং এই ঘটনা পর বর্ষের দুর্ভিক্ষের অনেকটা সহকারী হয়।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া কেবল বঙ্গদেশের প্রতি যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি, তাহাতেও ফল প্রায় সমান দেখিতে পাই।

রপ্তানি স্থান।	১৮৭২-৭৩ শেষ ৬ মাস।	১৮৭৩-৭৪ শেষ ৬ মাস।
সিংহল	১২০ টন	৩৮,৫০৩
মরিসস ও অন্যান্য দ্বীপ	৭৪,০০৮	৫১,২২৯
অন্যান্য বিদেশ	৮৬০৬৬	৬৩,৮১৮
মোট	২৯৬,৬১১	১৮৯,০৮৩

বঙ্গদেশে এত যে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ, তাহা হইতে পূর্ব্ব বৎসরের প্রায় ৷৷৵০ আনা পরিমাণ শস্য রপ্তানি হইয়াছে, ইহার মূল্য পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা বড় ন্যূন হইবে না।

এক্ষণে এই স্পষ্ট প্রমাণ দেখিয়া কি বোধ হইতেছে না যে মূল্য বৃদ্ধি হেতু রপ্তানির পরিমাণ অতি অল্পই হ্রাস হইয়াছে। পরিমাণ যাহা কিছু অল্প দেখা যায়, শস্যোৎপত্তির ন্যূনতাই তাহার মূল কারণ। ইহা দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের রপ্তানী সম্বন্ধীয় বিবেচনার আমরা বড় প্রশংসা করিতে পারি না। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থনার্থ যাঁহারা বলেন যে রপ্তানিতে যে ক্ষতি হইয়াছে, আমদানীতে তদপেক্ষা অধিক লাভ হইয়াছে, তাঁহাদিগের পরিণামদর্শিতারও গৌরব করা যায় না। যাহারা ঘরের দ্রব্য বাহির করিয়া দিয়া বিদেশ হইতে বহু ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক আবার সেই দ্রব্য আনয়ন করিতে প্রস্তুত; তাঁহাদিগের মত লইয়া কার্য্য করিতে হইলে অগ্রে গৃহ হইতে লক্ষ্মীকে বিদায় দিতে হয়। বস্তুতঃ বঙ্গদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল চলিয়া গেল, তাহার অভাব পূরণার্থ ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি হইতে শস্য আমদানী করিতে এবং কলিকাতা বন্দর হইতে বেহার চম্পারণ প্রভৃতি প্রদেশে শস্য প্রেরণ করিতে ন্যায্য ব্যয় এবং অপব্যয়ে যে অর্থ নষ্ট হইয়াছে, তাহা গণনা করিলে বড় অল্প হইবে না। গবর্ণমেণ্টকে ইহার জন্য ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, রপ্তানির নিয়ম উঠাইয়া দিলে এদায় হইতে অনেকটা মুক্ত হইতে পারিতেন। গত জুনমাসে বঙ্গদেশের এক বিভাগে প্রায় ৪০ লক্ষ লোককে গবর্ণমেণ্ট হইতে আহার যোগাইতে হইয়াছে, বিদেশ ও দূর স্থান হইতে তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার আশা করা সামান্য দুঃসাহস হয় নাই। এই সকল কারণে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যের আমরা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেছি, কিন্তু রপ্তানি নিবারণ না করা যে তাঁহাদের দোষ হইয়াছে, তাহা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না।

পুস্তক সমালোচনা।

১। পুরুবিক্রম নাটক। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত। শকাব্দা ১৭৯৬ মূল্য ১৲ এক টাকা।

এতদিনে বঙ্গভাষায় একখানি প্রকৃত নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। পুরুবিক্রম নাটককার নাটকের লক্ষণ বিশেষ রূপে অবগত আছেন। এজন্য তাঁহার নাটক পাঠে যেরূপ প্রীতিবোধ হয় এবং হৃদয় যেরূপ আকৃষ্ট হয়, এরূপ অন্য কোন নাটকে হয় না। ইহার কারণ কি? তাঁহার আখ্যান ভাগ নূতন নহে, নাটকোক্ত ব্যক্তিগণ ঐতিহাসিক, এজন্য পুরাতন, এবং বিষয় মহাকাব্যোচিত, নাটকোচিত নহে।

কিন্তু তাঁহার নাটকখানি নাট্যসংস্থানে পরিপূর্ণ। গ্রন্থকার নাট্যসংস্থান, রচনায় সুনিপুণ বলিয়া তিনি মহাকাব্যের বিষয়কেও নাটকরূপে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। মহাকাব্যের সংস্থান হইতে গ্রন্থকার নাট্যসংস্থান সকল এরূপ কৌশলের সহিত প্রতিভিন্ন করিয়াছেন যে তাহাতে তাঁহার নাট্যরচনা শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

পুরুবিক্রম নাটক গ্রীক আদর্শে লিখিত। ইহার ঘটনা প্রাচুর্য্য, শৃঙ্খলা ও নিয়ম ফরাশী আদর্শ হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু ফরাশী আদর্শের যে দোষ তাহা এ গ্রন্থকে কলঙ্কিত করে নাই। ফরাশী নাটকাবলী বাগাড়ম্বরে পরিপূর্ণ, সেরূপ নিরর্থক, হৃদয়শূন্য বাগাড়ম্বর ইহাতে নাই। গ্রীক নাটকের ঘটনা বিরলতা দোষও ইহাকে স্পর্শ করে নাই। গ্রীক ও ফরাশী আদর্শের কেবল গুণানুসরণ করিয়া ইহার রচনা সম্পন্ন হইয়াছে। গ্রীক নাটকের (Chorus) মিলিত স্বরালাপ তাহার বিশেষ ধর্ম্ম, এবং অনুকরণীয় নহে, এজন্য তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু গ্রীক নাটকের দৃশ্য সমূহ যে রূপ সরলতায় উদাত্ত ও মহান্, যে প্রকার নাট্যরস ও সংস্থানে পরিপূর্ণ, তাহার বাক্যাবলি যেরূপ ওজস্বী, হৃদ্য ও সুগভীর ভাবপূর্ণ পুরুবিক্রমের দৃশ্যাবলিও তদ্রূপ। ইহার দৃশ্য সমূহে মহাকাব্যের উদাত্ত ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, এজন্য ইহা আমাদিগের অন্তরে সেই প্রকার গম্ভীর ভাবে প্রতিঘাত করে।

গ্রীক নাটকের একত্বত্রয় পুরুবিক্রমে সংরক্ষিত হইয়াছে। দৃশ্য সকল বিতস্তানদীর উপকূলে সংরচিত। সর্ব্ব প্রথম দৃশ্যটি স্থানান্তরে স্থাপিত বটে, কিন্তু তাহাকে আমরা গ্রীক নাটকের প্রলগ্ এবং সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। নাট্যব্যাপার দুই এক দিনেই সমস্ত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই সাময়িক একত্ব সংরক্ষণ জন্য গ্রন্থকার শেষ দৃশ্যটী চন্দ্রবিভাসিত নিশীথ কালে সংরচিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে অম্বালিকার প্রবেশ ভিন্ন, পুরু এবং ঐলবিলার জাগরণ তাহাদিগের হৃদয়বেগের সমুচিত হইয়াছে। সেলিগেল স্থানের একত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত দোষোল্লেখ করেন, অতি নৈপুণ্যের সহিত সে সমস্ত দোষ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে সমস্ত ঘটনা বাস্তবিক এক স্থানে ঘটিবার নহে, গ্রীক নাটকে তাহা একত্র সংযোজিত করা হয়। ঔপন্যাসিক নাটকে তক্ষশীল স্থানান্তরিত হইত বটে, কিন্তু আখ্যান রচনায় নৈপুণ্যে তাহাকে কি চমৎকার কৌশলে বিতস্তা নদীর উপকূলে উপনীত ও নাট্যমন্ত্রণার সহিত সংযোজিত করা হইয়াছে! সেলিগেল আরও বলেন, যে বৈরীদল বেষ্টিত স্থানে তাহাদিগেরই বিপক্ষে গভীর মন্ত্রণা ও পরামর্শ আলাপ তত যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না, সে পরামর্শ বৈরীগণ অনায়াসে শ্রবণগোচর করিতে পারে। রক্ষি-বেষ্টিত শিবির সংস্থাপন দ্বারা এই দোষ অনেক পরিমাণে অপনীত হইয়াছে। একস্থলে গ্রন্থকার তক্ষশীলের শিবিরেই উপর্য্যুপরি দুইটী দৃশ্য কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাও সম্ভাবিত হইয়াছে, যে হেতু একজনের শিবির হইলেও সেই সকল শিবির বিভিন্ন স্থানীয় হইতে পারে। নাট্যব্যাপারের একত্ব আরও চমৎকার ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। পাছে পাঠক বৃন্দ বুঝিতে না পারেন, এই জন্য গ্রন্থকার ঐলবিলার মুখ দিয়া সেই ব্যাপারটী সর্ব্বপ্রথম গর্ভাঙ্কেই প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বুঝাইয়া দিয়াছেন যে যদিও গ্রন্থমধ্যে দুইটী ব্যাপার কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার একটী অন্যতরের অন্তর্ভূত। তৎপরে এই ব্যাপারের প্রারম্ভ, মধ্যস্থল, ও শেষ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। নাটকের পরিসমাপ্তিটী সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। ইহা ফরাসী নাটকের ন্যায় কেবল গ্রন্থকারের কৌশল পরিচায়ক ও পাঠক বৃন্দের বুদ্ধি পরিতোষক নহে, তাহাতে কার্য্যবিধায়ক বা ন্যায্য পরিণামের প্রদর্শন থাকাতে আমাদিগের হৃদয়ও পরিতোষ লাভ করে। নাটককার কেবল আমাদিগের বুদ্ধিকে উদ্বোধন করেন নাই, আমাদিগের হৃদয় ভাবকেও তিনি উদ্বোধিত ও শান্ত করিয়াছেন। তিনি নাট্যব্যাপারের যে [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণকার শিক্ষিত [illegible]লের—সমগ্র সহৃদয় যুবকদলের আন্তরিক [illegible] প্রতিঘাত করিতেছে, সুতরাং সর্ব্বজনেরই অন্তর তাহাতে সায় দিতেছে ও তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছে। পুরুর ন্যায় বীর, পুরুষ এবং ঐলবিলার ন্যায় বীরাঙ্গনা, এক্ষণকার যুবজনের বাঞ্ছিত ধন, কল্পনার আদর্শস্থল, এবং পৌরুষের পরাকাষ্ঠা। যে কাব্যে এরূপ চরিত্র সৌন্দর্য্যের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, সে কাব্য যে সকলেরই মনোহরণ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে কালে কাপুরুষতা এবং মহত্ত্ব বিনাশক প্রেম কল্পনা অরুচিকর হইয়া পড়িয়াছে, সে কালে যদি তক্ষশীল এবং অম্বালিকা শতবার আহত ও অপমানিত হয়, তাহাও আমাদিগের হৃদয় ভাবের সহিত নমস্কারীভূত হইবে। গ্রন্থকার তাহার পাঠক বৃন্দের মন এইরূপ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং বুঝিতে পারিয়া অনুরূপ কল্পনার উদ্ভাবন করিয়াছেন।

রুসিয়ার ড্যালাম্বার্ট কহেন যে যে কাব্যে কবি অনায়াসে তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী কল্পনা করিতে পারেন, সে কাব্যে য[illegible] দুষ্কৃতি ও পাপ তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত না হয় তাহা কবিরই দোষ। ঐতিহাসিক কাব্যে ড্যালাম্বার্টের উক্তি ঠিক প্রযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু আমাদিগের নাটককার যখন ঐতিহাসিক কাব্যেও ড্যালেম্বার্টের উক্তি প্রয়োগ করিতে পারিয়াছেন তখন তাঁহার কল্পনাকে বিশেষ প্রশংসা করিতে হইবে।

আমরা বহুকাল ধরিয়া মনে করিয়াছিলাম যে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিবৃত্তে নাটককারের জন্য বিশাল ক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে। আমাদিগের গ্রন্থকার সেই ক্ষেত্রে পদার্পণ মাত্র করিলেন। তাঁহার মত নাটককার যদি সেই ক্ষেত্রোৎকর্ষণে নিযুক্ত থাকেন, আমরা নিশ্চয় প্রচুর সুফল লাভ করিতে পারিব। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের দোষ এই তাহাতে চরিত্রের চিত্র মাত্র প্রদর্শন করা যায়, সৃষ্টি করা যায় না। কবি এক্ষেত্রে কেবল চিত্রকরের কার্য্য করেন। যে ঐশী শক্তি দ্বারা তিনি সৃষ্টি করেন, তাহার কার্য্য এখানে প্রদর্শিত হয় না। আমাদিগের নাটককার এক্ষেত্রেও কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার ঐলবিলা ও অম্বালিকা চরিত্রের এরূপ স্বাতন্ত্র্য আছে, যে পূর্ব্বকার নাটকের কোন পাত্রীদিগের সহিত সে চরিত্রের তুলনা হয় না। অথচ ঐলবিলার চরিত্রে আমরা রাজপুত ও স্পার্টীয় ললনার সদ্ভাব অনেক বিদ্যমান দেখি, চতুরা অম্বালিকা প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনক্ষেত্রে অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এরিষ্টটল তাহার পোয়েটিক্স নামক গ্রন্থে নাটকের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা স্থলে, আখ্যায়িকাকে প্রথম বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। আখ্যায়িকা উত্তম হইলে সকলই শোভা পায়। নাটকের আখ্যায়িকা যে কেবল ঘটনায় পূর্ণ থাকিবে এমত নহে। কিন্তু সেই আখ্যায়িকায় এত নাটকীয় সংস্থানের প্রাচুর্য্য সংঘটিত করা চাই যেন কাব্যকল্পনায় কবিত্ব, অর্থাৎ ব্যক্তিগণের চরিত্র, হৃদয়ভাব এবং শিক্ষা ও উপদেশ উত্তম রূপে প্রদর্শিত হয়। আমরা এরূপ আখ্যায়িকা পুরুবিক্রমে বিন্যস্ত দেখি। ইহার আখ্যায়িকায় কি ঘটনা, কি মন্ত্রণা, কি সংস্থান সকলই প্রচুর রূপে বিদ্যমান দেখি। ঘটনা সকল এরূপ সংস্থান বিন্যস্ত করিয়াছে, যে তাহাতে পাত্র ও পাত্রীগণের চরিত্র ও হৃদয়ভাব মুকুরবৎ প্রতীয়মান হয়। অথচ ঘটনা সকল সরল ও স্বাভা-

বিক। পাত্র ও পাত্রীগণকে এ প্রকার সন্ধি স্থলে স্থাপিত করা হইয়াছে যে এক জন অন্যতরের স্বচ্ছ চরিত্রে যেন প্রতিবিম্বিত হইতেছে। পুরু ও তক্ষশীল পরস্পরের মুকুর; তদ্রূপ অম্বালিকা ও ঐলবিলা। ঘটনা যোজনায় এই প্রকার চরিত্র বৈপরীত্য বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরু এবং তক্ষ সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীতে বিয়োগান্ত নাটকের গুরুত্ব ও আকর্ষণ বিদ্যমান দেখা যায়, ঐলবিলা এবং অম্বালিকার ঘটনা নিচয়ে হাস্যরস প্রধান নাটকের ঘটনা জটিলতা, মন্ত্রণা ও প্রমোদরসের পরিণাম সুকল্পিত হইয়াছে।

কিন্তু ঐলবিলা এত স্বাধীন যে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা সম্ভবে না। এতদ্দেশীয় কোন রাজ্ঞীর এতদূর স্বাধীনতা আমাদিগের কল্পনার সহিত সমঞ্জসীভূত হয় না। অম্বালিকা ও তক্ষশীল যে প্রকার বিস্রব্ধভাবে প্রেমালাপ করিতেছে, ততদূর তাহাদিগের সম্পর্ক বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়। এফেষ্টিয়নের সহিত অম্বালিকার প্রেমপরিচয় কিয়ৎপরিমাণে অস্বাভাবিকও বোধ হয়। পুরুকে ধৃত করণস্থলে তাহার সৈন্যগণের পতন দৃশ্য অত্যন্ত নিষ্ঠুর। কিন্তু যাহাই হউক, এ নাটকের দোষ ভাগ এত অল্প যে তাহা গণনীয় নহে।

এরিষ্টটেলের দ্বিতীয় বিচার্য্য বিষয়—ব্যবহার অর্থাৎ চরিত্র ও রস। ইউরোপীয় মধ্যকালের নাইটদলের মধ্যে যে সম্মান লালসা ও প্রণয়, যে বীরোচিত সম্মান ও প্রণয় স্পেনীয় নাটকের প্রাণস্বরূপ, যাহা কর্ণীল তাহার সিড অভিধেয় নাটককে সুন্দর রূপে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এই বীরোচিত সম্মান লালসা ও প্রণয় সমালোচ্য নাটকে উত্তমরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরু এবং ঐলবিলার ন্যায় চরিত্র এক্ষণকার কালের ভারতগণের হৃদয়াশার প্রদীপ স্বরূপ। নাটককার সেই প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়াছেন, সেই আনুমানিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পৌরুষ তক্ষশীলের কাপুরুষতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কি উজ্জ্বলতর ভাব ধারণ করিয়াছে। ঐলবিলার প্রণয় সুপাত্রে স্থাপিত হওয়াতে কত সুফল ঘটিল, তদ্রূপ অন্যদিকে অম্বালিকার প্রণয় অযথা পাত্রে সংস্থাপিত হওয়াতে কত সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। কিন্তু আলেকজণ্ডার প্রণয়ে বশীভূত হইবার পাত্র নহেন। তাহার উচ্চতর সম্মান লালসা প্রণয় অপেক্ষা প্রবল ছিল! সেই সম্মানলালসা তাহাকে দূরদেশে আহ্বান করিল। অম্বালিকা তখন নিরাশ হইলেন। অপমানিত ও নিরাশ হওয়াতে তাহার মনে সেই প্রণয়ের প্রতিঘাত হইল। সন্তাপিতা অম্বালিকা তখন পুরুর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। যে প্রণয় দ্বারা তিনি নাট্য ব্যাপারে চালিত হইয়া এত সর্ব্বনাশ ঘটাইলেন, সে চিত্রটি অতি স্বাভাবিক ও সুন্দর বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অম্বালিকার প্রণয়ের প্রতিঘাতের চিত্র সুন্দরতর ও মনোহর। আলেকজাণ্ডারের প্রশান্ত হৃদয়তা ও মহত্ব কেমন সুবর্ণ বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। আলেকজাণ্ডার বীর এবং পুরু ও বীর বটে! কিন্তু আলেকজাণ্ডার ও পুরুতে একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। আলেকজাণ্ডারের ধীরতা, কৌশল, এবং মহত্ব, পুরুর উৎসাহ, দেশহিতৈষিতা এবং অকৃত্রিম বীরোচিত ধর্ম্মভাব এই বীরদ্বয়ের চরিত্রের বৈচিত্র বিধান করিয়াছে। তক্ষশীল কাপুরুষ নির্ব্বোধ এবং তাহার দুর্ব্বলতা প্রেম-নৈরাশ্যে আরও প্রবর্দ্ধমান হইয়াছে। তিনি অসময়ে পুরুর শত্রুতা সাধন করিলেন। ইহাতে পাঠকের মনে যে নীতি সম্মত কোপভাব উদ্রিক্ত হইল তাহা তক্ষশীলের পুরু হস্তে মৃত্যু দ্বারা শান্তিলাভ করিল। কিন্তু যে ভাব সমগ্র নাট্য ব্যাপারকে বরাবর সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে তাহা পুরুর হৃদয়ভাবের প্রবলতা। পুরু যে দৃশ্যের যে স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন সেই স্থলকেই যেন অগ্নিপ্রজ্বলিত করিয়া তুলিয়াছেন।

যথোপযুক্ত ভাব প্রকাশকে এরিষ্টটেল তৃতীয় বিচার স্থানীয় করিয়াছেন। যে ব্যক্তির যে প্রকার চরিত্র ও হৃদয়ভাব তদনুযায়ী বাক্য প্রয়োগকে ভাব প্রকাশ কহে। এই ভাব প্রকাশ বিষয়ে আমাদিগের গ্রন্থকার বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। এবিষয়ের সম্যক আলোচনা করিতে গেলে পুস্তকের অনেক স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে হয়, কিন্তু তৎপক্ষে আমাদিগের স্থানাভাব। আমরা কেবল দুই এক স্থল উল্লেখ মাত্র করিয়া ক্ষান্ত থাকিব। তক্ষশীল পুরুরাজ দ্বারা আহত হইয়াছেন, অম্বালিকা ও ঐলবিলা সেকেন্দরের সম্মুখে অবস্থিত আছেন, এমত সময় পুরুরাজ আনীত হইল। পুরু আসিয়া তক্ষশীলের মৃত্যু সংবাদ বিজ্ঞাপন করিল। সেকেন্দার সা তাহাতে কেবল বলিলেন "কি! তক্ষশীলের মৃত্যু হয়েছে।" এবং অশান্তা অম্বালিকাকে কেবল এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন যে "যা ভবিতব্য, তা কেহই নিবারণ কত্তে পারে না।" ইহাতে সেকেন্দার সা তক্ষশীল এবং অম্বালিকাকে কি প্রকার সমাদর করিতেন তাহা বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইতেছে। তৎপরে পুরুরাজকে শাস্তি দিতে গিয়া সেকেন্দার সা যেরূপ ব্যবহার করিলেন তাহাতে যে তাঁহার উদারতা এবং বীরচরিত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল তাহা বলা বাহুল্য। ঐলবিলা যখন দেখিলেন তক্ষশীল তাহাদিগের পক্ষ নিতান্ত পরিত্যাগ করিলেন, পুরুকে একাকী সমর ক্ষেত্রে যাইতে হইবে, তখন তাহার হৃদয়ের স্ত্রীসুলভ কোমল ভাব ও প্রণয় পুরুর পক্ষপাতী হইয়া উদ্রিক্ত হইল। পাছে পুরুরাজের কোন বিপদ ঘটে এই ভয়ে একদা তাহার মন উদ্বেলিত হইল তখন তিনি কহিতেছেন 'রাজকুমার! আপনি যে অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হচ্চেন ইত্যাদি" ঐলবিলার মুখ হইতে এরূপ বাক্য উচ্চারিত হইবে আমরা আশা করি নাই। কিন্তু ঐলবিলার স্ত্রীস্বভাব ও পুরুর প্রতি অনুরাগ যেমন এই স্থলে স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, এমত আর কোন স্থলে হয় নাই। তাহাতে পুরুরাজ যে উত্তর দেন তাহা আরও চমৎকার ও স্বাভাবিক। সেই উত্তরে একদা তিনি দেখাইলেন, কত উচ্চাশয়ে তাহার মন সমরের জন্য উত্তেজিত হইয়াছে। তক্ষশীলের ন্যায় তিনি প্রেমলাভের জন্য সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। কিন্তু প্রেম তাহার উৎসাহকে দ্বিগুণিত করিয়াছিল। পাছে রাজকুমারী তাহাকে বিমুগ্ধ এবং নিরুৎসাহিত করে, এজন্য রাজকুমারীকে লজ্জা দিয়া তিনি একটি কথা দ্বারা সে পথ রুদ্ধ করিলেন। এপ্রকার অর্থপূর্ণ, স্বভাব ব্যঞ্জক সংক্ষেপোক্তি যথার্থ নাটকেরই উপযোগী বটে। পুরুরাজ যখন ঐলবিলার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, তখন তাঁহার হৃদয় একদা সুকুমারভাবে আর্দ্র হইল। তাহার বিদায় বাক্য সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু কেমন হৃদয়ভেদী। নিশীথকালে চন্দ্রালোকে পুরুর স্বগত বাক্যাবলিও চমৎকার স্বভাবোক্তি ও কবিত্ব সম্পন্ন। বাস্তবিক আমরা যদি উদ্ধৃত করিতে পারিতাম এবং স্থানাভাব না হইত তাহা হইলে আমরা পুস্তকের মধ্যগত অসংখ্য স্থান হইতে দেখাইতে পারিতাম, আমাদিগের গ্রন্থকার কতদূর স্বভাবজ্ঞ এবং তাঁহার গ্রন্থ খানি কত স্বভাবোক্তি ও নাট্যরসাত্মক বাক্যে পরিপূর্ণ।

এরিষ্টটেলের চতুর্থ বিচার্য্য বিষয়—ভাষা। আমরা এই সম্বন্ধে গ্রন্থকারের কিছু ত্রুটি দেখিতে পাই। তাঁহার ভাষা ভাবোচিত, তাহার আর সন্দেহ নাই। ভাব সমুদয় যে প্রকার উচ্চ, ভাষাকেও তদ্রূপ উচ্চ করিতে হইয়াছে। কিন্তু একভাবাপন্ন হওয়াতে সেই ভাষা দোষার্হ হইয়া পড়িয়াছে। ভাষাতে উচ্চতা নীচতা নাই, জাতীয়

ও ব্যক্তিগত প্রভিন্নতা নাই। প্রতি ব্যক্তির ভাষা স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। যে যখন কথা কহিবে তাহার ভাষা শুনিয়া যেন তাহাকে ধরা যায়, নাটকের ভাষা এরূপ হওয়া চাই। যাহা হউক এই ত্রুটি বোধ হয় ক্রমশঃ অপনীত হইতে পারে।

সঙ্গীতে এরিষ্টটেলের পঞ্চম অলোচ্য বিষয়। এরিষ্টটেল্ যে ভাবে সঙ্গীত শব্দ প্রয়োগ করেন, বঙ্গভাষার নাটকে পদ্য অব্যবহার্য্য হওয়াতে তাহার অর্থ প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু আর একটী বিষয় আমাদিগের দেখা উচিত, গ্রন্থমধ্যে গীতের কিরূপ প্রাচুর্য্য আছে। এগ্রন্থ মধ্যে গীতের সমূহ অভাব। গ্রন্থ মধ্যে দুইটী মাত্র সঙ্গীত নিবিষ্ট হইয়াছে। পুরুরাজ সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিবার জন্য যে গ্রন্থিত বাক্য ব্যবহার করিতেছেন, তাহা অভিনয় কালে বড় ভাল শুনাইবে না। তাহাতে ওজোগুণের অসদ্ভাব নাই বটে, কিন্তু আমাদিগের শ্রবণ অদ্যাপি কবিতার উত্তেজনা বাক্য শুনিতে প্রস্তুত হয় নাই। সেরূপ বাক্য যেন পাঁচালির ছড়া কাটানর মত শুনায়।

এক্ষণে আমরা এরিষ্টটেলের শেষ বিষয়ে বিচার করিয়া প্রস্তাব পরিসমাপ্ত করিব। সজ্জা অথবা নাটকের অভিনয় উপযোগিতা ষষ্ঠ বিচার্য্য বিষয়। এ নাটকের দৃশ্য সকলের বৈচিত্র নাই বটে, সকলই শিবির; কিন্তু ব্যক্তিগণের বিলক্ষণ বৈচিত্র আছে। গ্রীকরাজ, গ্রীকসৈন্যাধ্যক্ষ, ও সৈন্য, ভারতবর্ষীয় দুই ক্ষত্রিয় রাজ, এক রাজ্ঞী এবং রাজকুমারী, ভারতবর্ষীয় সৈন্য সমূহ এই সমস্ত বাহ্য দৃশ্যে দৃশ্য সম্বন্ধীয় অভিনয়ের প্রচুর শোভা সম্পাদন করিতে পারিবে। নাট্য-ব্যাপারে মহত্ত দ্বারাও সেই শোভা আরো অধিক বর্দ্ধিত হইবে সন্দেহ নাই। অভিনয়ের পোষকতায় হোরেস্ কহেন, যাহা চক্ষের সমক্ষে প্রদর্শিত হয় তদ্দ্বারা আমাদিগের মনে যতদূর ভাবোদ্রিক্ত হয়, কেবল শ্রবণ দ্বারা ততদূর হওয়া অসম্ভব। কিন্তু যাহা অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য, অথবা যে নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিলে হৃদয়ের বিরক্তি জন্মে, হোরেস্ কেবল তাহারই অভিনয় নিষিদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন। এই জন্য গ্রীক ট্রাজেডিতে যুদ্ধ ব্যাপার ও হত্যাকাণ্ড নেপথ্যে সম্পাদিত হইত। আমাদিগের গ্রন্থকার প্রকাশ্য দুই স্থলে যুদ্ধ দেখাইয়াছেন এবং এক স্থলে হত্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। অভিনয়ে যুদ্ধ ব্যাপার কেবল হাস্যজনক হইয়া উঠে। এক স্থলের যুদ্ধ ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদিগের অভিপ্রায় পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। অপর যুদ্ধ এবং হত্যা সম্বন্ধে আমাদিগের এই অভিপ্রায় যে দুই স্থল বিরক্তিজনক না হইয়া বরং প্রমোদজনক ও প্রকৃত কারুণ্য উৎপাদক বলিয়া হোরেসের নিষেধক বিধানের অন্তর্গত হয় নাই। পুরুরাজ ও সেকন্দোর সার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ প্রদর্শন না করিলে পুরুর গৌরব ও পৌরুষ বৃদ্ধি হয় না, এবং ভারত বাসির মন সন্তুষ্ট হয় না। তক্ষশীল যে প্রকার সময়ে ও অবস্থায় পুরু কর্ত্তৃক হত হইয়াছে তাহ তাহারই উপযুক্ত শাস্তি। ইহাতে আমাদিগের হৃদয়ে ততদূর বিরক্তি উৎপাদিত হয় না। অভিনয়ের প্রারম্ভেই স্ত্রী লোকের প্রবেশ তত আকর্ষণীয় হয় না। কিন্তু এ নাটকে তাহাই ঘটিয়াছে। যাহা হউক, পুস্তকের সমগ্র অভিনয় ফল অতি চমৎকার ঘটিবে। ইহার অভিনয় কলে যে সুনীতি ও সৎসাহস প্রবর্দ্ধমান হয় তাহার আর সন্দেহ নাই।

আমরা বোধ হয় সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতে পারিয়াছি আমাদিগের সমালোচ্য নাটকখানি বস্তুবিক নাটকনামের উপযুক্ত কি না। গ্রন্থকারের নাম নাই, এজন্য বোধ হয় এই তাঁহার প্রথম উদ্যম। তাঁহার প্রথম উদ্যমেই তিনি বঙ্গভাষার সমুদায় পূর্ব্ব নাটককারকে পরাভূত করিয়াছেন। আমরা আশা করিয়া রহিলাম আবার তিনি কত দিনে আর এক খানি নাটক প্রকাশ করিয়া বিদ্বন্মণ্ডলীকে পুনরায় চমৎকৃত করিবেন।

২। কবিতা কুসুম মালিকা প্রথমভাগ শ্রীকুঞ্জবিহারী সাহা কর্ত্তৃক প্রণীত।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানিতে যে কতিপয় কবিতা আছে তাহা মন্দ নহে, তাহার স্থলে স্থলে কবিত্ব প্রকাশ পায়। কিন্তু কুঞ্জবিহারী বাবু সরল শব্দে সহজ ভাষায় কবিতা লিখিতে শিখেন এই আমাদিগের ইচ্ছা। ভারতচন্দ্র এবং তদনুযায়ী ঈশ্বর গুপ্তের সময়াবধি আর আমরা সরল শব্দের রচনা দেখিতে পাই না, ইহা একটী আক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবে।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন ঠাকুর মোকর্দ্দমার দ্বিতীয় প্রকরণ প্রিবিকৌন্সিলে মীমাংসিত হইয়া গত শনিবার টেলিগ্রাম আসিয়াছেঃ—বেদখল আপীল খরচা সমেত নামঞ্জুর। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এখন যাবজ্জীবন নির্ব্বিবাদে বিষয় ভোগ দখল করিতে পারিবেন।

উক্ত পত্র শুনিয়াছেন, চিতপুর হইতে গঙ্গার ধারের রাস্তায় পাট বহনের জন্য গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা পোর্ট কমিসনরদিগকে ট্রামওয়ে নির্ম্মাণের অনুমতি দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় প্রস্তাব হইয়াছে যে এল্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে, আগামী বৎসর হইতে "মেডিকেল কলেজে" কেহই প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা কলেজের নির্দ্ধারিত পুস্তক বা বক্তৃতা বুঝিতে অক্ষম বলিয়া প্রোফেসরগণ আপত্তি করেন।

রঙ্গপুরের জজ লেভিন্ সাহেবের উপর যে দোষারোপ হয় তাহার অনুসন্ধানার্থে রাজসাহী বিভাগের কমিশনর মিঃ সি, এম্ মোলোনি সি এস্, ভাগলপুরের জজ মিঃ জেঃ, এম, লুইস্ সি. এস্ এবং বর্দ্ধমানের জজ মিঃ ডবলিউ-কোলেন সিঃ এস সাহেবকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

এবার পুরীতে রথযাত্রা উপলক্ষে প্রায় ৫০ হাজার যাত্রী সমবেত হয়। ওলাউঠা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাত্রিদিগের বিষয়ে ভালরূপ বন্দোবস্ত হইলে বোধ হয় পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় না।

সম্প্রতি ভাণ্ডাড়ার নিকটে মণিপুর নামক স্থানে একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রামে জীবন মণ্ডল নামক এক ব্যক্তির অনেকগুলি ধান্য ছিল, এই দুর্ভিক্ষ সময়ে জীবন ধান্য বিক্রয় করিয়া কতকগুলি টাকা করে, ডাকাইতেরা সন্ধান পাইয়া প্রায় ২০। ২৫ জন একত্র হইয়া উহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। সো।

কাপ্তেন বেরিং, মিঃ এ, সি, লায়েল, ডাক্তার বার্ণেট এবং কাপ্তেন ফার্মার এ, ডি, সি, লর্ড নর্থব্রুকের সহিত আসাম প্রদেশে যাইবেন।

কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ ওয়ারেণ হেষ্টিংস কর্ত্তৃক ১৭৮১ খৃঃ সংস্থাপিত হয়। ইহার ছাত্র সংখ্যা এক্ষণে ৬০৩, তন্মধ্যে ১৮১ জন আরবি বিভাগে এবং অবশিষ্ট ইংরাজি ও পারসি বিভাগে অধ্যয়ন করে। মাদ্রাসা কলেজের অন্তর্গত একটী শাখা বিদ্যালয় আছে, তাহাতে ৩১০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে। সর্ব্বসমেত যত ছাত্র তন্মধ্যে ৩৫০ জন মাত্র কলিকাতার এবং অবশিষ্ট বঙ্গদেশ এবং বেহার দেশের অন্যান্য অংশের অধিবাসী, এমন কি আরাকান এবং রেঙ্গুন হইতেও অনেক ছাত্র আসিয়া থাকে।

আরবি বিভাগের ছাত্রেরা ॥০ আনা মাসিক বেতন দেয়। গত বৎসর সর্ব্বসমেত ৬০০০ টাকা আয় হইয়াছিল, কিন্তু ব্যয় ৩৩৫০০ টাকা। আয় অপেক্ষা এত অধিক ব্যয় অসঙ্গত। হিন্দু ছাত্রেরা যে সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই।

আসাম দর্শন উপলক্ষে গবর্ণর জেনেরল নিম্ন লিখিত স্থান সকল দর্শন করিবেন:—৪ঠা আগষ্ট কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া লর্ড নর্থ ব্রুক প্রথমতঃ গোয়ালন্দ দর্শন করিবেন। পর দিবস ঢাকা যাত্রা করা হইবে। তথায় দরবার করিয়া তিনি ৭ই আগষ্ট কাছাড়াভিমুখে যাত্রা করিয়া ১০ ই দিবস তথায় উপনীত হইবেন। ১২ই শ্রীহট্টে এবং ১৩ ই ছাতকে যাওয়া হইবে। ১৬ই অবধি ২৩ এ পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনেরল শিলঙে অতিবাহিত করিতেছেন। তৎপরে তিনি ২৯ এ আগষ্ট রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবেন।

পবলিক্ ওয়ার্ক বিভাগে নিযুক্ত হইবার বা পদোন্নতি পাইবার প্রার্থীদিগের ষাণ্মাসিক পরীক্ষা আগামী ৩ রা আগষ্ট সোমবার অবধি প্রেসিডেন্সি কলেজে গৃহীত হইবে।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ লিখিয়াছেন, ইতিমধ্যে এ প্রদেশে প্রচুর বর্ষণ হওয়াতে, ত্রিস্রোতার অত্যন্ত জল বৃদ্ধি হইয়াছে। সে দিন একখানি ষ্টিমার এই নদীতে আসিয়াছিল, বহু দিন যাবৎ কেহই ত্রিস্রোতায় ষ্টিমার চলিতে দেখেন নাই।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম চোর-বাগান নিবাসী রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর প্রত্যহ ১০০০ সহস্র কাঙ্গালীকে অন্ন দান করিতেছেন। আরো শুনিলাম বাবু ভগবতী চরণ মল্লিকের বাটীতে প্রত্যহ প্রায় ১০০ শত লোক আহার পাইতেছে।

আসাম গেজেটে হস্তী ধৃত করিবার একটী লাইসেন্স গ্রহণের করম প্রকাশিত হইয়াছে। মহলের খাজনা ব্যতীত প্রত্যেক হস্তীর প্রতি ১০০ টাকা দিতে হইবে এবং ৭॥০ ফুট বা ততোধিক হইলেই হস্তী অগ্রে গবর্ণমেণ্টকে বিক্রয় করিবার জন্য আনিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট উচ্চতার তারতম্য অনুসারে নির্দ্দিষ্ট মূল্য, ৩০০ হইতে ৫০০ টাকা দিবেন।

ডেলিনিউস বলেন যে মুরশিদাবাদের নবাবকে এক্ষণে মাসিক ২০,০০০ টাকার পরিবর্ত্তে কেবল ৫০০০ টাকা দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট টাকা দ্বারা তাঁহার ঋণ পরিশোধ করা হইবে। এত অল্প ব্যয়ে কি নবাবী চাল চলিতে পারে? নবাব তবে আবার ঋণ করিবেন।

সাপ্তাহিক সমাচারে এক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন:—জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত ঘোষাটালের অনতিদূরেই দুধের বাঁধ নামক একটী পল্লী আছে উক্ত পল্লীতে শিলাবতী নদীর কিনারায় এক কৈবর্ত্তের কৃষিজাত কদলীবৃক্ষে একটী আশ্চর্য্য মোচা বাহির হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই স্বভাবতঃ মোচার পর্ব্বে পর্ব্বে এক এক ছড়া কদলীফল নির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে পরিবর্ত্তে এক একটী মোচা বাহির হইয়াছে। মোচাজাত মোচাগুলির আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং গণনায় বত্রিশটী হইয়াছে। তাহা হইতে যে কদলী ফল গুলি নিঃসৃত হইয়াছে তাহার আকার কনিষ্ঠাঙ্গুলির সর্ব্বাবয়বের অর্দ্ধাংশ মাত্র হইবে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনার্থে প্রতিদিন সাত আট শত লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

—

উত্তর পশ্চিম।

এদেশীয়দিগের উন্নতি হইলেই শ্বেতকায়দিগের চক্ষু টাটাইয়া থাকে। সিবিল ও মিলিটারী গেজেট বলেন, সার জর্জ কুপর আউডের কোন কোন উচ্চ পদে এদেশীয়দিগকে নিযুক্ত করাতে অনেক ইংরেজ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

অযোধ্যায় বিজ্ঞান বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েক বৎসর যেরূপ বৃষ্টিপাত হয়, তাহা গণনা করিয়া এইরূপ স্থির করিয়াছেন:—

১৮৭১-৭২	৬৪.৪৩ বুরুল
১৮৭২-৭৩	৫১.১২৮ "
১৮৭৩-৭৪	৩৪.২১২ "

তাঁহার মতে বর্ষে বর্ষে এই পরিমাণে বৃষ্টিপাত কমিতে থাকিবে। তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে জল প্লাবনে ক্ষতি হইয়াছে। হমীরপুরে ৫ ই জুন হইতে এপর্য্যন্ত একদিন বৃষ্টি ধরে নাই, এজন্য চষা ও বোনা বন্ধ হইয়া আছে। বস্তীতে এক বারের বোনা নষ্ট হইয়াছে, পুনরায় বুনিতেছে। গোরক্ষপুরের উচ্চ ভূমিতে বেশ ফসল হইয়াছে, কিন্তু নিম্ন ভূমি জলাকীর্ণ হইয়া আছে। গাজীপুর, আজিমগড় ও জোয়ানপুরেরও কৃষিকার্য্য বন্ধ।

আত্যন্তিক বৃষ্টি হওয়াতে সম্বর হ্রদে লবণ প্রস্তুত স্থগিত হইয়াছে।

—

মান্দ্রাজ।

ব্রহ্মধর্ম্ম প্রচারক বাবু অমৃতলাল বসু বাঙ্গালোরে 'বঙ্গীয় যুবাদিগের' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। "মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড" বলেন এই বাবুর আন্দোলন দ্বারা অনেক উপকারের সম্ভাবনা এবং বাঙ্গালোরের অনেক হিন্দু তাঁহার স্বপক্ষতা করিতেছেন।

মান্দ্রাজে ইক্ষু হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। রস বাহির করিয়া ইক্ষুর অবশিষ্টাংশ প্রায় জ্বালান হয়, কিন্তু একজন ইউরোপীয় ইহা হইতে উত্তম কাগজ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মান্দ্রাজে নূতন বরফ কারখানার জন্য বরফ তৈয়ারের একটী যন্ত্র ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছে।

বাঙ্গালোরে এক গৃহস্থের বাটীতে দিনের বেলা এক চোর প্রবেশ করে এবং গৃহস্বামিনীর গলায় ছুরী বসাইতে যায়। পুলিসের অতি সন্নিকটে এই কাণ্ড ঘটে। সর্ব্বস্থানের চোরেই পুলিসকে সমান ভয় করে।

মান্দ্রাজের ডাক্তর সার্ট ভারতবর্ষের আদিম নিবাসীদিগের অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

—

বোম্বাই।

সুরাটের নবাব মির জাফর আলী তাঁহার মৃত পিতার নির্দ্দেশানুসারে ইংলণ্ডে গিয়া হেষ্টিংসে একটী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। ইঁহার বয়স ১৫ বৎসর। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি কেম্বল সাহেব ইঁহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। শুনা যায় ইনি বিশেষ রূপ উন্নতি লাভ করিতেছেন।

বোম্বাই দুর্ভিক্ষ রিলিফ ফণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ১,২৮, ৪১৯ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে ১,০৫,০০০ টাকা কলিকাতায়, ১৫০০০ টাকা এলাহাবাদে প্রেরিত হইয়াছে।

মৃত ডাক্তার ভাউদাজির স্মরণার্থে কুষ্ঠরোগীদের একটী হাঁসপাতাল করিবার প্রস্তাব হইতেছে। গত লোকসংখ্যা কালে কেবল রত্নগিরিতেই ১৬০০ ব্যক্তি উক্ত রোগাক্রান্ত দেখা গিয়াছে।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বেরারে ৪২৭ ব্যক্তি জলমগ্ন হইয়া মরিয়াছে।

—

ইউরোপ।

এপ্রদেশে উত্তর পশ্চিমাকাশে যে ধূমকেতু কয়েক দিন দৃশ্যমান হইয়াছিল, তাহা মার্সেলিসের পর্য্যবেক্ষিকার কজিয়া সাহেব কর্ত্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত হয়।

পারিসের বিজ্ঞান সভা প্রচার করেন যে, যে ব্যক্তি সাধারণের বোধগম্য মৃত্যুর কোন চিহ্ন

আবিষ্কার করিতে পারিবে, তাহাকে ২০,০০০ মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। সম্প্রতি ইহার এই লক্ষণ আবিষ্কৃত হইয়াছে যে মৃতবৎব্যক্তির অঙ্গুলিতে একটী দড়ী বাঁধিলে যদি বাঁধা স্থান হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত নীলবর্ণ হয়, তবে সে জীবিত, নতুবা মৃত। ইহার কারণ এই, জীবন অল্প থাকিলেও রক্ত সঞ্চালন কিছু না কিছু হইবে এবং ইহা দ্বারা বুঝা যাইবে।

সম্প্রতি ফরাশি গবর্ণমেণ্ট আলজিরিয়ার আভ্যন্তরিক বাণিজ্য ও সভ্যতার উন্নতি জন্য দেড় কোটী ফ্রাঙ্ক মুদ্রা ব্যয়ে ১৯০ মাইল দীর্ঘ ও ৩৬ মাইল প্রশস্ত একটী কৃত্রিম হ্রদ খনন করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

লণ্ডনে ইণ্ডিয়া আফিসের জন্য একটী চিত্রশালিকা ও পুস্তকালয় নির্ম্মাণার্থ ষ্টেট সেক্রেটারী সাড়ে সাত লক্ষ টাকা দিয়াছেন। ইহা ভারতবর্ষীয়দিগের কি কোন উপকারে আসিবে ?

সামান্য উপায়ে যে কার্য্য করে অনেক বিদ্যা বুদ্ধিতে তাহা হয় না। লণ্ডন মেডিকেল রেকর্ডে একটী আশ্চর্য্য বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে। একজন ভদ্রলোকের গলার ভিতর একটী ভয়ানক স্ফোটক হয়। ডাক্তারেরা আরোগ্য করিতে না পারিয়া জবাব দেন, রোগীর বাটীর পরিজনেরা একে একে রোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাঁদিয়া চলিয়া গেল। শেষে রোগীর এক পোষা বানর রোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল, বানর আসিয়া রোগীর হস্ত মর্দ্দন করিয়া, আপন চক্ষে হস্তার্পণ করিয়া এরূপ ভাবে চলিতে লাগিল যে, তাহা দেখিয়া রোগী কোন মতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অত্যন্ত হাস্য করায় গলার ভিতরের স্ফোটকটী ফাটিয়া গলিয়া গেল। রোগী এক্ষণে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। হা, প।

লণ্ডনের ইউনাবার্সিটী কালেজের পুরস্কার দান কার্য্য ২৪ এ জুন সম্পন্ন হয়। এক যুবতী জুরিসপ্রুডেন্স বিষয়ে প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন। ইংলণ্ড স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ক্রমশঃ আমেরিকার সমকক্ষ হইতেছে।

বিবিধ।

এক ব্যক্তি ম্যাঙ্গেলোর হইতে কোচিন আর্গসে লিখিয়াছেন, সম্প্রতি তথায় একজন খৃষ্টান স্ত্রী একটী সন্তান প্রসব করিয়াছে, উহার কটিদেশ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত পক্ষীর ন্যায় এবং নিম্নদেশ মনুষ্যাকৃতি। ওয়েষ্টোরনস্টার নামক সংবাদ পত্রেও একটী অদ্ভুত সন্তানের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহার স্বাভাবিক দুটী চক্ষু ভিন্ন কপালে আর দুটী চক্ষু আছে, একটী লাঙ্গুলের চিহ্ন আছে। আর একটী আশ্চর্য্য এই, সন্তানটী প্রতি ঘণ্টায় এক ইঞ্চ করিয়া বড় হয়। মাতা ইহাতে ভয় পাইয়া উহাকে একটী টবের মধ্যে ঢাকিয়া রাখে, তাহাতে উহার মৃত্যু হইয়াছে। সিবিল সার্জ্জন মৃত দেহ পরীক্ষা করিতে গিয়া এই সকল প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন। সো, প্র।

মরিসসে প্রচুর শস্য আমদানি হওয়াতে কেবল যে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দূর হইয়াছে, এমত নহে, তথায় চাউল অতি অল্পমূল্য হইয়াছে। এই হেতু বণিকদিগের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। বঙ্গদেশই দুর্ভাগা।

৩০০ হাজার জাপান সৈন্য ২ জন আমেরিক সেনাপতির কর্ত্তৃত্বাধীনে চিন রাজ্য ফর্ম্মোসাতে আড্ডা গাড়িয়াছে। চিনের রাজপ্রতিনিধি ফোকিন তাহাদিগকে বাধা না দেওয়াতে অবমানিত হইয়াছেন।

আমেরিকার ইলিনইস প্রদেশে বিবাহিত স্ত্রীলোকেরা নিজে স্বতন্ত্র উপার্জ্জন করে, স্বতন্ত্র সঞ্চয় করে এবং বৈষয়িক কার্য্য অন্যের সহিত যেমন, স্বামীর সহিত ও তেমনি ভাবে করিয়া থাকে। নারীজাতির মধ্যে ইহারাই ধন্য!!

কোন কোন দেশে ভেকগণ বায়ুমান যন্ত্রের কার্য্য করে। সচরাচর সবুজ “গেছো ব্যাং” এ বিষয়ে বিশেষ কার্য্যকর। বড় বড় বোতল মধ্যে উহাদিগকে পুরিয়া উহাতে একটী ক্ষুদ্র কাষ্ঠের সিঁড়ি রাখা হয়। আকাশ যত পরিষ্কৃত হয়, উক্ত ভেকগণ সিড়ীর উপর ক্রমে তত উত্থিত হয় এবং যত হাওয়ার গোলযোগ হয় ক্রমশঃ নিম্নে আগমন করে।

একজন ব্রহ্মদেশীয় যুবক বারিষ্টার হইবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। এ বিষয়ে ব্রহ্মদেশের এই প্রথম চেষ্টা।

ইংলিসমান সংবাদ পাইয়াছেন, ২৭ এ জুন হঙকঙে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ভূমি কম্পের সময় এক প্রকার শব্দ হইয়াছিল। ইহাতে অনেক গৃহের প্রাচীর ফাটিয়া যায়, কার্ণিশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং গৃহ মধ্যস্থ কাচের যে সকল আসবাব ছিল সমুদায় নষ্ট হইয়া যায়।

গণিত হইয়াছে এক্ষণে ১৫৩ জন দেশীয় রাজার অধীনে ২,৪১,০০০ পদাতি, ৬৪১০০ অশ্বারোহী এবং ৯০০০ কামান আছে।

জামেকাতে চার চাস হইতেছে। একজন ভারতবর্ষীয় কুলি চা প্রস্তুত করিতেছে। সে আসামে ইহা শিক্ষা করিয়াছিল।

ভারতবর্ষে কবেনাণ্টেড সিবিলিয়ান ৯০০, অনকবেনাণ্টেড ৫০০ মাত্র কিন্তু ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় রেলওয়ে কর্ম্মচারী সংখ্যা ৩৭৫০, রেলওয়ে বিশ্ব প্রতিপালক।

সোমপ্রকাশ বলেন, সম্প্রতি তিনজন নাবিকগণের নিকট শিকার করিবার জন্য জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হয়। তীরে উঠিয়া তাহারা আর কিছু শিকার করিতে পারে নাই, তিন জন এদেশীয়কে শিকার করিয়াছে! ইংরাজেরা এদেশীয়দের জীবনকে পশুপক্ষীর জীবন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট মনে করেন।

আমেরিকার অন্তর্গত কালিফর্ণিয়া প্রদেশে একটী আশ্চর্য্য চুম্বকপাথরের গুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্টোকস নামক এক ব্যক্তি কয়েকজন সঙ্গী লইয়া এই গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন প্রবেশ মাত্র তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে তাঁহাদের কম্পাসের চুম্বকপ্রস্তর খানি অতি বেগে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। চুম্বক সূচীটী মধ্যে মধ্যে এত বেগে বিঘূর্ণিত হইতেছে, যে প্রায় এক এক মিনিট কাল উহা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সময়ে বোধ হইল যেন তাহাদের গলদেশের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া একটী হিমশলাকা শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ঐবং শরীরেই প্রবিষ্ট হইল। ইহাতে যাতনা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা তথাপি ফিরিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে একজনের হস্তে একখানি ক্ষুদ্র কুঠার ছিল। আর ও কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর হঠাৎ একটা চুম্বকস্তূপের আকর্ষণে উহা তাঁহার হস্ত হইতে বেগে বিগলিত হইয়া ঐ চুম্বকস্তূপের গাত্রে এরূপ দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইল, যে তাঁহারা চারিজনে একত্র আকর্ষন করিয়াও উহা ছাড়াইতে পারিলেন না। একখানি ছুরী একজনের হস্ত হইতে পতিত হইয়া এরূপ দৃঢ়ভাবে নিম্নস্থ চুম্বকের সহিত সংলগ্ন হইল যে কেহই উহা আর তথা হইতে উঠাইয়া লইতে পারিলেন না। এক জনের পায়ে এক যোড়া লৌহ শলাকাময় পাদুকা ছিল। তিনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত অতি কষ্টে তথায় চলিতে ছিলেন, কিন্তু এক খণ্ড বৃহৎ চুম্বকের নিকট দিয়া যাওয়াতে তাঁহার পাদুকাদ্বয় এরূপ দৃঢ়রূপে তথায় সংলগ্ন হইল যে তাঁহাকে জুতা ফেলিয়া খালি পায়ে যাইতে হইল। তাঁহারা এই ভাবে গুহার ভিতর সর্ব্বশুদ্ধ ১০ মিনিট কাল অবস্থান করিয়াছিলেন, পরে প্রাণ যায় দেখিয়া বহির্গত হইলেন। স,চ।

সমরসেট সায়রের অন্তর্গত চিউমাগনা নামক স্থানে জুন মাসে একটী ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়।

ইহা দেখিয়া একজন পণ্ডিত অনুমান করেন, জুন মাসেই ভয়াবহ ভূমিকম্প অধিকপরিমাণে হইয়া থাকে। ১৬৯২ খৃঃ অব্দের ৭ই জুন জামেকায় যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতে ৩০০০ লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছিল। ১৭৫৫ খৃঃ অব্দের ৭ই জুন তারিখে পারসো যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়, তাহাতে ৪০,০০০ মনুষ্য বিনষ্ট হয়। আবার ১৭৭৩ অব্দের ঐ ৭ই জুন তারিখে গোয়াটিমালায় যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতে সান্টিয়াগো নগর সমুদয় অধিবাসীর সহিত ভূগর্ভে প্রোথিত হয়। ১৮৬৭ অব্দের ১০ ই জুনে যাবা দ্বীপে যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতেও ৯০০ শত লোকের প্রাণহানি হইয়াছিল। অনুসন্ধান করিলে জুন মাসে অনেক রাজ্য সংক্রান্ত ভূমিকম্পেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই মাসে ইংরাজেরা বঙ্গদেশ হবতে তাড়িত হন ও পলাসীর যুদ্ধে বঙ্গদেশ পুনরধিকার করেন।

প্রেরিত।

বাঁকুড়ার অবস্থা।

১। এখানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তত অধিক নাই শুনিতে পাই, কিন্তু আমার সেরূপ অনুভব হয় না, তবে জানিনা ইহা অপেক্ষা অন্য স্থানে বেশী কি না। এখানকার মেজেষ্ট্রেট বাহাদুরের তত্ত্বাবধান গুণে স্থানে স্থানে আবশ্যক মত রিলিফ কমিটী ও রিলিফ ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছে। নিজ বাঁকুড়ায় সহস্রাধিক লোক প্রত্যহ চাউল পাইতেছে, তদ্ভিন্ন মজুরদিগকে মজুরী কর্ম্ম দেওয়া হইতেছে—তাঁতী শাঁখারী প্রভৃতি ব্যবসাদার লোকদিগকে ব্যবসা চালাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে টাকা দেওয়া হইয়াছে। এখানে গবর্ণমেণ্টের রিলিফ আফিসরের ছড়াছড়ি নাই, মেজেষ্ট্রেট বাহাদুর নিজ আমলাগণ দ্বারা সকল সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন।—বিশেষতঃ এখানকার কতকগুলি ভদ্র কর্ম্মচারী ও আমাদের স্কুলের হেড মাষ্টর মহাশয় রিলিফ কর্ম্মে নিঃস্বার্থভাবে বহু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতেছেন। শেষোক্ত বাবু সকাল হইতে বেলা ১১ টা দুই প্রহর পর্য্যন্ত রিলিফ কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করেন, আবার ওদিকে পাঁচটা ৬ টা পর্য্যন্ত স্কুলের কাজ করেন—বার্দ্ধক্য তাঁহার উদ্যম ও পরিশ্রমকে কমাইতে পারে নাই। আহ্লাদের সহিত আর একটী কথা আপনাকে লিখিতেছি—এখানকার তাঁতীদিগকে টাকা দিয়া যে সকল বস্ত্র বয়ন করান হয়, সেই সমস্ত কাপড়ের প্রায় সহস্র খণ্ড গরিব দুঃখীদিগকে বিতরণ করা হইয়াছে। গরিবেরা অন্নবস্ত্র পাইয়া দুই হাত তুলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে—'ধন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট! চিরদিন প্রজাদিগকে এইরূপ সুখ বিধান কর।'

২। আর একটী সমাচার-বাঁকুড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত ডাক গাড়ি হইবে শুনিতে পাইতেছি, যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।

দুর্গাপুরের রাস্তার দুরবস্থা।

বারুইপুরের দক্ষিণ জয়নগরের অনধিক অর্দ্ধ মাইল উত্তর দুর্গাপুর নামে একটী গ্রাম আছে। এখানকার সাধারণ রাস্তা সমূহের অবস্থা এরূপ মন্দ যে তাহা ভদ্রলোকের গমনাগমনের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কারণ,এই সমস্ত রাস্তা অতিশয় সংকীর্ণ, নিম্ন এবং অসমান, বিশেষতঃ ইহার চতুঃপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলের বৃক্ষ আছে এবং স্থান স্থান মল মূত্র প্রভৃতি নানা প্রকার দুর্গন্ধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ একন্য লোকের গতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। অধিক কি বর্ষার আরম্ভ হইতে সম্পূর্ণ শেষ পর্য্যন্ত এখানকার রাস্তাগুলি এরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে যে তাহা বর্ণনাতীত। রাস্তাগুলি নিম্ন বলিয়া এ সময়ে কোনখানে জলে এবং কাদায় এক হাঁটু কোন খানে এক কোমোর এবং স্থান বিশেষে এক গলাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এই সকল রাস্তার দুই পার্শ্বে গভীর খানা ডোবা থাকাতে সচরাচর অনেকেই উহাতে পা পিছলিয়া পতিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে ভদ্রলোকের তো কথাই নাই—ইতর লোকেরাও বর্ষাকালে স্ব স্ব বালক বালিকাদিগকে বাটীর বাহিরে যাইতে দেয় না। মহাশয় এসমস্ত অলীক নয়, অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারেন। গ্রামবাসীদিগের অবস্থা অতিশয় মন্দ, অতএব যাহাতে এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর হইয়া আমাদিগের রাস্তার কষ্ট আপাততঃ কিছু লাঘব হয় তাহার চেষ্টা করিবেন, নচেৎ আমাদের উপায়ান্তর নাই।

একান্তানুগৃহীত—
একজন গ্রামবাসী—

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

এবার স্থানাভাবে কয়েকখানি প্রয়োজনীয় প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইল না।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬৲ টাকা	৭৷৷০
" ষাণ্মাসিক	৩৷৷০ "	৪৷০
" ত্রৈমাসিক	২৲ "	২৷৵০
মাসিক	৷৷০	৸৶০
প্রতি সংখ্যা ...	৷০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৵০ আনার হিসাবে তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ হরিনাভিস্থ প্রাচীন ভারত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

২য়, ভাগ
১৭শ সংখ্যা। | বঙ্গাব্দ ১২৮১—২৩ শে শ্রাবণ শুক্রবার। ১৮৭৪—৭ ই আগষ্ট। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাস্থল সহিত ৭৷৹ টাকা।

সূচী।

আমাদিগের যন্ত্রালয় কলিকাতা হইতে স্থানা স্তরিত হইয়াছে। এক্ষণ অবধি ভারত সংস্কারক সম্বন্ধে যাঁহারা কোন পত্রাদি লিখিবেন, বা মূল্যাদি পাঠাইবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় দিবেন।

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোনাপুর স্টেসন হইয়া হরিনাভি ভারত-সংস্কারক কার্য্যালয়।

কলিকাতা বাসিদিগের জন্য—কলিকাতা মৃজ্জাপুর ষ্ট্রীট বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে আমাদিগের আফিস থাকিবে।

সপ্তাহ।

গত ৪ঠা আগষ্ট মঙ্গলবার লর্ড নর্থব্রুক কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ঢাকা হইয়া আসামে যাইবেন। তাঁহার সম্মানার্থ ঢাকা আলোক মালায় মণ্ডিত হইবে। ঢাকায় ধুমধামের সীমা নাই, খাজে আবদুল গণি রাজপ্রতিনিধির অভ্যর্থনা জন্য একা ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন!

—

এত দিনের পর এ প্রদেশে দু এক পসলা ভারি বৃষ্টি হইয়াছে, কৃষকগণ আনন্দে ধান্য রোপণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

—

এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও প্রথম আর্ট পরীক্ষা ৩০ এ নবেম্বর সোমবার এবং বি, এ পরীক্ষা ২৮ এ ডিসেম্বর সোমবার গৃহীত হইবে। ৩১ এ অক্টোবরের মধ্যে প্রবেশিকা ও প্রথম পরীক্ষার এবং ২৮এ নবেম্বরের মধ্যে বি, এ পরীক্ষার আবেদন প্রেরণ করিতে হইবে।

—

সোনাপুর থানার অধীনস্থ দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্ট ১০ মণ অপরিষ্কৃত রেঙ্গুণ চাউল পাঠাইয়াছিলেন, ২৷৩ দিনে মুষ্টি ভিক্ষা দিতে তাহা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। থানা লোকালয় হইতে দূরস্থ এবং রীতিমত সংবাদ প্রচার হয় নাই, তথাপি এক এক দিন ২০০ শতের অধিক ভিক্ষার্থী আসিয়াছিল, দরিদ্র ভদ্রলোক এবং অধিক দূরস্থ ইতর লোক আসিয়া জুটিতে পারে নাই। ইহাতে এখানকার লোকের কষ্টের পরিমাণ সহজে বুঝা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয় ২৷৩ দিন দিয়াই সাহায্য বন্দ হইয়াছে। গত বুধবার একটী সব ডেপুটী বাবু আসিয়াছিলেন। শুনিলাম ২। ১ ঘণ্টা থানায় বসিয়াই তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন এবং এখানকার ২০৷২২ জন মাত্র সাহায্য পাইবার যোগ্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এরূপ অপসিদ্ধান্ত গবর্ণমেণ্ট যেন গ্রাহ্য না করেন। যদি এখানকার প্রকৃত অবস্থা জানিতে হয়, বাড়ী বাড়ী [illegible]ইয়া দেখিতে পারেন এমন জনৈক অনুসন্ধানকারীকে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য, আমরা তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। সোনাপুরের থানার সুযোগ্য সব ইন্‌স্পেক্টর দ্বারা এ কার্য্য কি নির্ব্বাহ হইতে পারে না?

—

মধ্যস্থ পত্রে "নাগাশ্রম" নামে নাটকাকারে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের উপর অজস্রধারে অযশস্কর বিদ্রূপ ও গালি বর্ষণের ত্রুটী হইতেছে না বর্ত্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে কেশব বাবু ও তাঁহার বন্ধুগণ কত দূর দোষ স্পর্শশূন্য তাহা আমরা ব[illegible] প্রস্তুত নহি। সে যাহাই হউক প্রবন্ধ লেখক ভদ্র লোক! তাঁহ[illegible] কোন দোষ যদি তিনি যথার্থ ই বুঝিয়া থাকেন, ভদ্রভাবে অনুযোগ করিতে পারেন। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইতেছি যে, তিনি তাঁহার প্রবন্ধে অতি অভদ্র ও বিদ্বেষ পূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দিতেছেন। অন্যায় দেখিলেও পরিহাস দ্বারা তাহার শাসন চেষ্টাকে আমরা মন্দ বলি না, কিন্তু সুরুচি বিরুদ্ধ অন্যায় ও অসঙ্গত বিদ্রূপকে ভদ্রলোকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করেন। কেশব বাবু মনু[illegible], তাঁহার কোন দোষ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু মধ্যস্থের প্রস্তাবলেখক বোধ হয় ইহা অস্বীকার করিবেন না, যে তিনি আমাদের দেশের বাস্তবিক একটী অলঙ্কার। এরূপ লোককে অতি নীচভাবে ও অন্যায় রূপে আক্রমণ করা যে নীতিসঙ্গত কার্য্য নহে তাহা কে না স্বীকার করিবে?

—

গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় বহুবাজার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সাকাইজ নামক অষ্টাদশ বর্ষীয় এক সাহেব যুবক অতি নৃশংসরূপে হত হইয়াছেন। হত্যাকারী একজন দেশীয় ভদ্র বেশ ধারী পামর। আশ্চর্য্য! দিবা ভাগে এরূপ প্রকাশ্য স্থানে [illegible]ত্যাকাণ্ড সম্পন্ন

করিয়া চলিয়া গেল, পুলিস তাহাকে ধরিতে পারে নাই।

ভারত সংস্কারক।

ভারতবর্ষের কৃষি কমিসন নিয়োগের আবশ্যকতা।

ভারতবর্ষের উৎপন্ন দ্রব্য জাতের মধ্যে শস্যই যে সর্ব্বপ্রধান এবং ইহাই যে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের প্রধান উপাদান, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইহার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হয় না। যে বিষয়ে রাজার উৎসাহ নাই, সে বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হওয়া দূরে থাকুক, উত্তরোত্তর তাহার অবনতিরই সম্ভাবনা। এই কারণে এদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কেরাণী গিরি কর্ম্মের উমেদারীর জন্য দলে দলে রাস্তার ধূলা খাইয়া বেড়াইতেছেন, উকীল মোক্তার হইবার জন্য আদালতের দ্বারে পরস্পরের অঙ্গপেষণ করিতেছেন, তথাপি কৃষিকার্য্যে চিন্তার্পণ করিতে অনিচ্ছু। পূর্ব্বে যে সকল ভদ্রলোক জমীদার প্রভৃতির সরকারে পাটোয়ারির কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া জমীজমার উন্নতি করিতেন, এখন তাঁহাদিগের সন্তানগণ পৈতৃক বৃত্তি ছাড়িয়া কেরাণী প্রভৃতি দলেরই সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। কেবল ইহা নয়, কৃষকদের সন্তানেরাও ক্রমশঃ ভদ্র লোকের মত হইবার আশায় জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিতেছে। যেরূপ স্রোত চলিয়াছে ইহাতে বোধ হয়, কালে নির্বুদ্ধি অকর্ম্মণ্য কতকগুলি লোকই কৃষিকার্য্যে নিবিষ্ট থাকিবে এবং ইহার প্রতি লোকের আরও হতাদর হইবে।

এ প্রদেশে কৃষি বিভাগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের নিরুৎসাহিতার একটী প্রধান কারণ এই যে ইহার সহিত তাঁহাদিগের স্বার্থের সাক্ষাৎ যোগ অল্প। যে যে স্থানে তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন, সে সকল স্থানে ফসল না হউক, রাজস্বের এক পয়সা পড়িয়া থাকিবে না, চতুর্গুণ ফসল হউক রাজকোষে এক কড়া আয় বৃদ্ধি হইবে না। এই কারণে ইহার ক্ষতি বৃদ্ধিতে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি অনুভব করিবার কারণ নাই।

কিন্তু প্রজার স্বার্থের সহিত কি গবর্ণমেণ্টের স্বার্থের যোগ নাই? যদি তাহা না থাকিবে, তবে এই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট এত ব্যতিব্যস্ত হইয়া সাত দেশ তোলপাড় করিতেছেন কেন? শস্য যথেষ্ট উৎপন্ন হইল না, সাধারণ প্রজাগণ পেটের দায়ে অস্থির ও মৃতকল্প, জমীদারগণ খাজনা আদায় করিতে পারিলেন না, গবর্ণমেণ্টকেও কাজে কাজেই বন্দোবস্ত করিয়া রাজস্ব গ্রহণ করিতে হইল। কেবল তাহা নহে, এতদুপলক্ষে গবর্ণমেণ্টকে কত অর্থশ্রাদ্ধ ও ক্লেশস্বীকার করিতে হইতেছে। প্রজাদিগের গৃহে শস্যাগমের সুবিধা হইলে গবর্ণমেণ্ট কেবল সুখে ভূমির রাজস্ব লাভ করিবেন এরূপ নয়, নানাবিধ কর সংস্থাপন পূর্ব্বক আয়বৃদ্ধি করিতেও পারিবেন। শস্যোৎপত্তির উন্নতি দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কেবল এইরূপ অবান্তর লাভের কথা বলিতেছি কেন? এই বৃহৎ সাম্রাজ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যতীত অনেক ভূসম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের করতলস্থ রহিয়াছে, তাহার উৎপাদিকা শক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় আয়োন্নতির সম্পূর্ণ সুবিধা হইতে পারে। এই জন্য আমাদিগের অনুরোধ, এদেশে কিসে কৃষি কার্য্যের প্রতিবন্ধক অপনয়ন ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার উপায় অবলম্বন করুন। তাঁহাদিগের কৃপাদৃষ্টিতে রাজ্য সংক্রান্ত সকল বিভাগেরই উন্নতি হইতেছে, কিন্তু কৃষিকার্য্যের দশা পূর্ব্বেও যেমন এখনো তেমনি রহিয়াছে। আমাদিগের সেই সত্যযুগে যে হাল, গরু, মই ও বিঁদে ছিল, আজিও তাহাই আছে। বিজ্ঞানবল ও শিল্প কৌশল দ্বারা কৃষিকার্য্যের কি উৎকৃষ্টতর প্রণালী অবলম্বিত হইতে পারে না? জলসেচন ও জল নির্গমের বিস্তৃত উপায় সৃজিত হইলে শস্যোৎপত্তি কি বহু গুণ বৃদ্ধি হইতে পারে না? কিন্তু এ সকল বৃহৎ ব্যাপার রাজা ভিন্ন অন্য দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সোণার ভারত, ইহার ভূমির উর্ব্বরতা গুণে, সেই ভূমির প্রতি যদি বিশেষ যত্ন করা হয় তাহা হইলে বস্তুতঃ ইহা হইতে অপরিমেয় সুবর্ণ প্রসূত হইতে পারে।

গবর্ণমেণ্ট পূর্ত্ত বিভাগের শ্রীবৃদ্ধি জন্য একজন উচ্চবেতনের রাজমন্ত্রী নিয়োগ করিতেছেন, অহিফেনের উন্নতি পরিদর্শনার্থ বিশেষ কমিসনরের ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু এ দেশের লোকদিগের জীবনস্বরূপ এবং গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণের আয় বৃদ্ধির একটী প্রকৃষ্ট উপায় শস্যের কিসে উন্নতি হয়, তৎপ্রতি মনোযোগ করিতেছেন না, ইহা অতিশয় আক্ষেপের বিষয়। আমরা প্রস্তাব করি, সমুদায় ভারতবর্ষের কৃষিকার্য্যের পরিদর্শন ও উন্নতি সাধন জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিতে উদাসীন না থাকেন। এবিষয়ে এখন যে কিছু উপায় আছে, তাহা অকিঞ্চিৎকর, স্থায়ী কমিসনের ন্যায় বিশেষ কোন ব্যবস্থা না করিলে অভীষ্ট ফল লাভ হইবে না।

মুরসিদাবাদের নবাব নাজিম।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহাউসি এই মর্ম্মে একটী মিনিট লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন যে বর্ত্তমান নবাব নাজিম ইহলোক হইতে অবসৃত হইলে পর তাঁহার পুত্রেরা তাঁহার বিপুল বৃত্তির উত্তরাধিকারী হইবে না এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে যে সন্ধি সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় তাহা তৎপরে আর গ্রাহ্য হইবে না। মিনিটটী গোপনে লিপিবদ্ধ করিয়া গোপনে রক্ষিত হইয়াছিল; মুরসিদাবাদের নবাবকে তাহার কোন সংবাদ দেওয়া হয় নাই। নবাব পরে অন্য সূত্রে এ বিষয় অবগত হইয়া গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দিহান হন এবং তদ্বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আবেদন করেন। গবর্ণমেণ্ট নিরুত্তর রহিলেন। মিউটিনি উপস্থিত হইল। গোলযোগে এ বিষয়ের উত্থাপন নিরস্ত রহিল। বিদ্রোহ শান্তি প্রাপ্ত হইলে পর, পুনর্ব্বার এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়াতে, গবর্ণমেণ্ট ডালহাউসির মিনিটের এক খণ্ড প্রতিলিপি মুরসিদাবাদের নবাব সদনে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন। প্রেরিত প্রতিলিপি খানি নাকি

মূলের অবিকল অনুলিপি নহে। যে ধারাদ্বয়ে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার পূর্ব্বসূচনা স্বরূপ নবাবপুত্রদিগকে নানাবিধ ব্যবসায়ে দীক্ষিত করিবার প্রস্তাব লিপিবদ্ধ হয়, প্রতিলিপি হইতে নাকি সে অংশটুকু পরিত্যক্ত হইয়াছিল এবং সন্দেহ উপস্থিতির সম্ভাবনা পরিহার করিবার জন্য পরিত্যক্ত ধারাদ্বয়ের পরবর্ত্তী ধারা কয়েকটী নাকি যথা ক্রমে সংখ্যাত করিয়া অনুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল। এবিষয়ের সত্যাসত্য ধর্ম্মই জানেন, মহাসভাস্থ ফিন্‌সবরির প্রতিনিধি মকলাগ টরেণ্‌স সভাস্থলে তাঁহার বক্তৃতার এক স্থানে এই রূপই ব্যক্ত করিয়াছেন।

যাহা হউক নবাব ডালহাউসির মিনিটের একখণ্ড প্রতিলিপি পাইয়া ইংলণ্ডে উপনীত হন এবং পার্লেমেণ্টের কমন্স সভায় ডালহাউসির মিনেটের বিরুদ্ধে নবাবী অধিকার ও স্বত্ব অনুসন্ধান করিবার জন্য কমিসন নিয়োগের প্রার্থনা করেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে নবাবের এই আবেদন মহাসভার বিবেচনা স্থলে গৃহীত হয়। তখন এবিষয় লইয়া মহাসভার সভ্যদিগের মধ্যে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া যায়, কিন্তু কমিসন নিয়োগের প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নাই। নবাবের পুত্র পুনর্ব্বার কমিসন নিয়োগের আবেদন করেন। এই আবেদন অবলম্বন করিয়া মকলাগ টরেন্স পুনর্ব্বার কমিসন নিয়োগের প্রস্তাব সভা স্থলে উপস্থিত করিয়াছেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান নবাবের পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে তৎকালীন বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা কার্টিয়ার সাহেবের একটী সন্ধি সম্বন্ধ ঘটনা হয়। সন্ধিপত্রের শেষভাগে লিখিত আছে "এ সন্ধি চিরকাল সম্মানিত হইবে"। ফিন্সবরির প্রতিনিধি এ কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, যে "একণে ১৬ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি নবাব সংসারের ভরণপোষণার্থ প্রদত্ত হইতেছে, বৃত্তি বন্ধ করিলে সন্ধি পত্রের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা হয়। বৃত্তি বন্দ হইলে এ টাকা ভারতবর্ষের কোন উপকারে আসিবে না। ইংরাজ কর্ম্মচারীর সংখ্যা একণে ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে। এ বৃত্তি তাঁহারাই বণ্টন করিয়া ভোগ করিবেন।" আয়ার্লণ্ডের প্রতিনিধি মার্টিন সাহেব ও আর দুই জন সভ্য টরেণ্‌স সাহেবের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। কিন্তু ইণ্ডিয়া আফিসের অণ্ডর সেক্রেটারী লর্ড হামিণ্টন সাহেব প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উত্থাপন করেন। তিনি বলেন "যে সন্ধি পত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কস্মিন্ কালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা অনুমোদিত হয় নাই। সে সন্ধি পত্রে ৩২ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি দিবার কথা, কিন্তু তাহা কখন দেওয়া হয় নাই। তাহাতে দিল্লীর সম্রাটকে বার্ষিক বৃত্তি দিবারও কথা ছিল, তাহাও কখন প্রতিপালিত হয় নাই। তাহাতে নবাবকে কোন কোন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্যও আবদ্ধ করা হয়, নবাবও তাহা কখন নির্ব্বাহ করেন নাই। বর্ত্তমান নবাবের পূর্ব্ব পুরুষ কস্মিন্ কালে স্বাধীন নবাব ছিলেন না, নবাবী মসনন্দে তাঁহার যে কিছু স্বত্ব ছিল, তাহা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার হস্তাধিকৃত হয় নাই, তাহা আমাদিগেরই সংসৃষ্ট। মহারাণী বিক্টোরিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বার্ষিক ৩৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা মাত্র বৃত্তি পাইয়া থাকেন, কিন্তু নবাবকে কোন রাজকার্য্যে মস্তক বিলোড়িত করিতে হয় না, তিনি বসিয়া থাকেন আর ১৬ লক্ষ টাকা আরাম করিতে করিতে ভোগ করেন। যদি নবাবের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তাঁহার অধিকার ও স্বত্ব অনুসন্ধান করিবার জন্য কমিসন নিয়োগ করা হয়, তদ্দ্বারা নবাবের কোন উপকার না হইয়া বরং এত অপকার হইবে যে তজ্জন্য তাঁহাকে সপরিবারে অনুতাপ করিতে হইবে।"

আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে নবাবের স্বত্ব ও অধিকার এত পরিষ্কার বলিয়া বোধ হয় না, যাহাতে কোন আশা করা যায় যে কমিসন নিয়োজিত হইলে তদ্দ্বারা তাঁহার বিশেষ উপকার লাভ হইবে। মুরসিদাবাদের নবাব সংসারের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে নবাবের কোন পূর্ব্বপুরুষ কখন দিল্লীর সম্রাট হইতে বাঙ্গালার নবাবী সনন্দ প্রাপ্ত হন নাই। মুরসিদাবাদের প্রথম নবাব মুরসিদ কুলি খাঁ। ইঁহার নামে মুরসিদাবাদের নামকরণ হয়। এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে মুরসিদ অরঙ্গজিবের নিকট হইতে সনন্দ পাইয়া বঙ্গদেশে আগমন পূর্ব্বক মুরসিদাবাদ নগর প্রতিষ্ঠা করতঃ তথায় রাজধানী সংস্থাপন করেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে পর তাঁহার জা[illegible] সুজাউদ্দীন তাঁহার পদে অভিষি[illegible] হন। সুজাউদ্দীন চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকগামী হইলে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নবাবী মসনন্দে অধিরোহণ করেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারী আলিবর্দ্দি খাঁ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার আসনে অধিরূঢ় হন। আলিবর্দ্দি খাঁ, দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে নবাবী সিংহাসন সমর্পণ করিয়া ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মানব লীলা সম্বরণ করেন। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলা পরাভূত হইলে পর ক্লাইব, মিরজাফরকে নবাবী পদ ও

ক্ষমতা প্রদান করিলেন। মিরজাফর উত্তরাধিকার সূত্রে তাহা প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু সিরাজউদ্দৌলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ক্লাইবের অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। মিরজাফরের অযোগ্যতা নিবন্ধন তাঁহার জামাতা মির কাসিমকে সিংহাসন প্রদান করা হয়। অল্প দিন পরেই মির কাসিম বিদায় প্রাপ্ত হইলেন এবং মিরজাফর আবার নবাবী আসন গ্রহণ করিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মিরজাফরের মৃত্যু হয়। মিরজাফরের উত্তরাধিকারী নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ৪১ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। ৫ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে একজন নূতন নবাব মসনন্দে প্রতিষ্ঠিত হন। উহাঁরই সঙ্গে ১৭৭০ সালের সন্ধি পত্র লিখিত পঠিত হয় এবং ইহাঁকে ৩২ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি দিবার নিয়ম হয়। এ নিয়ম, যে জন্যই হউক, কখন প্রতিপালিত হয় নাই। নবাবের আশা ভরসা এই সন্ধি পত্রের উপর নির্ভর করিতেছে। এই সন্ধিপত্র এক্ষণে বাতিল বলিয়া উক্ত হইতেছে।

যাহা হউক নবাব যখন বিচারপ্রার্থী হইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতি সুবিচার বিতরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিচারে নবাবের অধিকতর অনিষ্ট হইবে, অণ্ডর সেক্রেটারী নবাবকে এ ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিতে চান কেন? বিষয় সম্পত্তি রক্ষার জন্য সকলেই আদালতের নিকট উপস্থিত হইয়া বিচারপ্রার্থী হইতে পারে। কিন্তু নবাবের স্বত্বাধিকার প্রতিপন্ন করিবার আদালত কোথাও নাই। নবাব আপনাকে অন্যায়াচরিত মনে করিতেছেন। এ অবস্থায় তাঁহার বিচার প্রার্থনা অন্যায় নহে। যদি এরূপ বিচারের জন্য উপযুক্ত আদালত থাকিত, তাহাহইলে দাবি প্রকৃত হউক আর অপ্রকৃত হউক, নবাব তাহাতে অনায়াসে গবর্ণমেণ্টের নামে মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার অবসর পাইতেন সন্দেহ নাই। যখন এরূপ আদালত নাই, তখন কমিসন নিয়োগ করিয়া নবাবকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার অবসর দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ভারতবর্ষীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালী এত দিন কিরূপ ধর্ম্মনীতির অনুসারী হইয়াছিল, বর্ত্তমান প্রস্তাব উপলক্ষে কমন্স সভার বাগ্‌বিতণ্ডায় তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি বর্ত্তমান নবাবের পূর্ব্ব পুরুষের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহা মঞ্জুর করিলেন না, অথচ নবাবকে তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন ও আশা ভরসা নির্ম্মাণ করিতে দেওয়া হইল। গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান নবাবের উত্তরাধিকারীদের বৃত্তিচ্ছেদ করিলেন অথচ সে সংবাদ নবাবের নিকট গোপন রাখা হইল। নবাব পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করাতে তাঁহাকে অবশেষে আজ্ঞা পত্রের জাল প্রতিলিপি দেওয়া হইল!!

গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বার্ষিক বৃত্তিতে নবাবের মৌরসী স্বত্ব আছে কি না, আমরা সে বিষয়ের বিচার নিষ্পত্তি করিতে অক্ষম। আমরা করপ্রদাতা। আমরা এই বুঝি যে ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের মহারাণী যে বার্ষিক বৃত্তি ভোগ করেন, মুরসিদাবাদের নবাব নাজিম নিষ্কারণে তাহার অর্দ্ধেক বৃত্তি ভোগ করিবার অধিকারী নহেন। তবে নবাব সংসারের ভরণ পোষণার্থে বার্ষিক আপাততঃ এক লক্ষ টাকা মাত্র বৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক অবশিষ্ট ১৫ লক্ষ টাকা রক্ষা করিয়া, (ফিল্‌গরির প্রতিনিধি যেমন বলিয়াছেন) যদি ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা মুরসিদাবাদের নবাবের বৃত্তিচ্ছেদ প্রার্থনা করি না। দেশের টাকা দেশীয় লোকের হস্তে পতিত হইয়া দেশের কল্যাণার্থ ব্যয়িত হয়, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়।

দুর্ভিক্ষে এত অল্প লোক মরিল!

কয়েক দিন হইল, পার্লেমেণ্ট সভায় ভারতবর্ষের অণ্ডার সেক্রেটারী লর্ড জর্জ হামিলটনকে জিজ্ঞাসা করা হয়, বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষে কত লোকের মৃত্যু হইয়াছে? তিনি তাহার প্রত্যুত্তরে বলেন "এপর্য্যন্ত ২৩টী লোকের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।" এই কথা ইংলণ্ডীয় সমাজে প্রচারিত হওয়াতে সাধারণে যারপর নাই দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা এই কারণে দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়াছেন যে এত আন্দোলনের ফল ২৩ টীর অধিক মৃত্যু হইল না! ইহাতে তাঁহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষ সর্ব্বৈব মিথ্যা, সার জর্জ ক্যাম্বেল ও সার রিচার্ড টেম্পল কোন স্বার্থ সাধনোদ্দেশে একটী কল্পিত গোলযোগে পৃথিবী আন্দোলিত করিয়াছেন। ইহা হইতে আরো কত অমূলক জনরব উঠিয়াছে! এখানে যেমনশুনা যায় একটা গোরু ১৫ মণ চাউল বহিয়া লইয়া যাইতে ১০ মণ পথে পথে জলপান করিয়া গিয়াছে; সেখানে ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত গল্প উঠিয়াছে—গবর্ণমেণ্টের চাউল এত উদ্বৃত্ত হইযাছে যে তাহা খাওয়াইয়া ফেলিবার জন্য সার রিচার্ড টেম্পল এক কর্ম্মচারী দ্বারা ৬০০০০. খচ্চর কিনিতে পাঠাইয়াছেন!

উপরে যে বিবরণ লিখিত হইল, ইহা পাঠ করিয়া কে না আশ্চর্য্য হইবেন? কিন্তু ইহাতে দুইটী অতি দুঃখের কারণ

আছে—(১) যে সকল উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এ দেশের বিপদ্ চিন্তায় শোণিত শুষ্ক করিলেন এবং প্রাণান্ত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক তাহার দমন করিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার করা হইতেছে। (২) যে সকল বিদেশীয় স্বচক্ষে এদেশের অবস্থা দেখিতে পান না, অথচ ইহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া সাহায্য দান করেন, প্রতারিত হইতেছেন ভাবিয়া তাঁহারা এ দেশের প্রতি নির্ম্মম হইয়া পড়িবেন। ইহাদ্বারা অন্য ফল যাহাই হউক, এ দেশের যে সমূহ অকল্যাণ হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

২৩ জনের অধিক মৃত্যু হইল না, তবে, আর দুর্ভিক্ষ কি? এই সিদ্ধান্তে যাঁহারা উপনীত হইয়াছেন তাঁহাদিগের বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া বস্তুতঃ আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। এক জন সেনাপতি যদি প্রবল শত্রুর সম্মুখে পড়িয়া বুদ্ধিবলে ও বীরত্ব প্রভাবে জয়লাভ পূর্ব্বক অক্ষত শরীরে সমুদায় সৈন্য ফিরাইয়া আনেন, তাহা হইলে তজ্জন্য আমরা তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার প্রশংসা করিব, না সৈন্য ক্ষয় করিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার জয় সামান্য বলিয়া গণনা করিব? দুর্ভিক্ষরাক্ষসের গ্রাস হইতে প্রাণিপুঞ্জ রক্ষা পাওয়া ইতিহাসে অদ্যাপি অশ্রুতপূর্ব্ব রহিয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কদের যত্ন, অধ্যবসায়, পূর্ব্বসাবধানতা ও সুব্যবস্থা গুণে যদি অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হয়, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রতি অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি উচিত নয়? বস্তুতঃ বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে আমাদিগের শাসনকর্ত্তৃগণ এইরূপ কৃতজ্ঞতার সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র। ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনন্ট গবর্ণর সার জর্জ কাম্বেল দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বাভাস পাইবা মাত্র উপরিস্থ কর্তৃপক্ষ এবং অধঃস্থ কর্ম্মচারীদিগকে সতর্ক করেন এবং এককালে কার্য্যতঃ যথোপযুক্ত উপায় সকল অবলম্বন করেন। এই কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহার যে নিজের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে তাহা কাহার অবিদিত? গবর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রুকও সংবাদ পাইবামাত্র ঊর্দ্ধশ্বাসে হিমাচল হইতে নিম্ন বঙ্গভূমিতে উপস্থিত হন, জলপথে ও রেলওয়ে যোগে শস্য আমদানীর ব্যবস্থা করেন, দুঃসহ গ্রীষ্মকালে শৈলবিহার পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার প্রখরোত্তাপ অম্লান বদনে সহ্য করেন, সকল দিকে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া দুর্ভিক্ষ দমনের সাহায্য করেন, এবং রিলিফ ফণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক ক্ষিপ্রহস্তে সকল অভাব মোচনের উপায় করিয়া দেন। সার রিচার্ড টেম্পলও কার্য্যভার গ্রহণাবধি এক দিনের জন্যও সুস্থচিত্ত হইয়া বসিতে পারেন নাই, দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সকল ক্রমাগত পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। এতদ্ভিন্ন দেশীয় জমীদার ও ধনাঢ্যগণ অকাতরে ধন ও অন্ন বিতরণ করিতেছেন। এত চেষ্টা, যত্ন ও পূর্ব্বসাবধানতা বোধ হয় কোন দুর্ভিক্ষ স্থলে গৃহীত হয় নাই। ইহাতে যদি বহু সংখ্যক প্রাণিক্ষয় না হইয়া থাকে, তাহা কখনই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বিলাতে যে ২৩ টী মৃত্যু সংখ্যার সংবাদ গিয়াছে, তাহাও প্রকৃত বলিয়া আমাদিগের বোধ হয় না। যে দুর্ভিক্ষে স্থানে স্থানে মাতা একটী টাকায় দুইটী সন্তান বিক্রয় করিয়াছে, অন্নাভাবে অনেকে সপরিবারে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ নীচত্ব স্বীকার পূর্ব্বক মাথায় ঝুড়ি করিয়া মাটী বহিয়াছেন, গবর্ণমেন্টকে গত জুন মাসে এক বিভাগে ৪০ লক্ষের অধিক লোককে খাটাইয়া খাওয়াইতে হইয়াছে, তাহাতে লোক সাধারণের যে অশেষ কষ্ট হইয়াছে এবং মৃত্যু সংখ্যা অনেক অধিক হওয়া সম্ভব তাহার সন্দেহ নাই। আমরা বোধ করি সকল স্থানের সংবাদ গবর্ণমেন্টের গোচর হয় নাই, গবর্ণমেন্ট আপনাদিগের মুখ রক্ষার জন্য কতক সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াও অগ্রাহ্য করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৃত্যু সংখ্যা দুর্ভিক্ষের ঠিক্ পরিমাপক নহে, তজ্জন্য লোকদিগের যে পরিমাণে কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে এবং সাহায্যদাতাদিগের যে পরিমাণে আয়োজন করিয়া তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, সেই গুলি বিচারস্থলে গ্রহণ করিলে দুর্ভিক্ষের পরিমাণ অনেকটা নিরূপণ করা যাইতে পারে।

কিন্তু দুর্ভিক্ষের এখনি শেষ হইয়াছে কে বলিবে? হৈমন্তিক ফসলের এখনো ৫। ৬ মাস বিলম্ব আছে, এ কয়েক মাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে আস্ফালন করা বৃথা। বিশেষতঃ এ বৎসর ফসলের গতিক বড় আশাপ্রদ নহে। গঙ্গোত্তর ভাগে বন্যা এবং গঙ্গার দক্ষিণভাগে অনাবৃষ্টিতে প্রথমোদ্যমেই আশার মূলে আঘাত করিয়াছে। আরো একটী বিশেষ দুর্ঘটনা চিহ্ন গবর্ণমেন্টেরও লক্ষ্যস্থলে পতিত হইয়াছে। প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি যে সকল বিভাগে পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ রাক্ষস প্রচ্ছন্নভাবে শিকারান্বেষণ করিতেছিল, এখন মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল স্থানের সহস্র সহস্র দুঃখী লোক ইতিমধ্যে অন্নাভাবে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে এবং তাহাদিগের সাহায্যার্থ গবর্ণমেন্টকে চিন্তাপর হইতে হইয়াছে। এরূপ হইবার কারণ আছে। এসকল বিভাগে প্রায় এক বৎসর কাল যেরূপ দুর্মূল্যে চাউল বিক্রীত হইয়াছে, তাহাতে দুঃখী লোকে নিতান্ত নিঃসম্বল হইয়া পড়ি-

য়াছে। তাহারা আপনাদিগের যথা- সর্ব্বস্ব নিঃশেষ করিয়া এখন পরমুখা- পেক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপর অনেকে সাংক্রমিক জ্বরাক্রান্ত, চেষ্টা করিয়া যে দু পয়সা আনিয়া দিন হরণ করিবে তাহারও অল্প সম্ভাবনা। তাহাদিগের যে দুর্দ্দশা, আমরা পূর্ব্ব সং- খ্যক পত্রে তাহার দু একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, অধিক বলা বাহুল্য। আমরা দুঃখের সহিত এখন এই মাত্র বলি যে, ২৩ টীর অধিক মৃত্যু হয় নাই বলিয়া আমাদিগের বন্ধুদিগের যে ক্ষোভোদয় হইয়াছে, তাহা অধিক কাল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি একটু শিথিল প্রযত্ন হন এবং আমাদিগের দেশ বিদেশীয় হিতৈষী মহোদয়গণ যদি একটু হস্ত সঙ্কোচ করেন, যেরূপ গতিক দাঁড়া- ইতেছে, দেশময় চিতানল প্রজ্বলিত দেখিতে হইবে।

ত্রিনিদাদ ও কুলিলোক।

আজ কাল ত্রিনিদাদ শ্রমজীবীদি- গের উপনিবেশ সমূহের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহার প্রশং- সার ধ্বনি চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হই- তেছে। পুরাণে রাবণের লঙ্কা স্বর্ণ- পুরী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এই জন্য সাধারণ লোকের সংস্কার এই যে সে- খানে গেলে অজস্র সোনা পাওয়া যায়। ত্রিনিদাদও একালের পৌরাণিকদিগের লেখনীর মুখে ‘ রাবণের লঙ্কার ’ খ্যাতি লোপ করিবার উপক্রম করিয়াছে, এখানে গেলে অজস্র রূপা পাওয়া যায়। এ কালের পৌরাণিকদিগের যদি বাল্মী- কির ন্যায় কবিত্ব থাকিত, তাহা হইলে ত্রিনিদাদ অন্ততঃ ‘রূপার লঙ্কা’ বলিয়া বর্ণিত হইত। কিন্তু স্থানটী রূপারই হউক আর সোনারই হউক, সাধারণে তথায় যাইতে না পারিলে উপকার কি ? সোনার লঙ্কা মানুষের অগম্য—সেখানে রাক্ষস আছে। আমাদের আধুনিক পৌরাণিকদিগের “রূপার লঙ্কায়” তাদৃশ কোন প্রকার নররুধিরলোলুপ রাক্ষস আছে কি না ইহাই জিজ্ঞাস্য ?

ইহা উক্ত হইয়াছে যে কয়েক সহস্র শ্রমজীবী এতদ্দেশীয় লোক অল্প কাল মাত্র ত্রিনিদাদে থাকিয়া প্রতি জন গড়ে ২৫০ টাকা হস্তে করিয়া স্বদেশে প্রত্যা- বৃত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রতি জন অলঙ্কারাদি গড়াইয়া লইয়া আসিয়াছে। বিগত বর্ষে নাকি এক জাহাজে ৩৯৭ জন শ্রমজীবী লোক এতদ্দেশে ফিরিয়া আইসে, তাহারা প্রতি জন গড়ে ৫২০ টাকা করিয়া সঞ্চয় করিয়াছিল। আর এক বার ৪ জন শ্রমজীবী প্রতিজনে ৪৯৫০ টাকা লইয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়। গাজিপুরের ভারত সিং নামে এক ব্যক্তি কয়েক বৎসর মাত্র ত্রিনিদাদে থাকিয়া প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী ও এক জন ভূম্যা- ধিকারী হইয়াছে। ভারত সিং এখন আর কুলি নাই, সুবিস্তৃত ইক্ষু ক্ষেত্রের প্রভু হইয়া নিজে শত শত কুলিকে অধীনে রাখিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতেছে। ত্রিনিদাদের উপনিবেশ এ- জেণ্ট মিচেল সাহেব, উপনিবেশীদিগের প্রোটেক্টর ডাক্তার গ্রাণ্ট সাহেবকে মেহিলাল নামক জনৈক লক্ষ্ণৌবাসী শ্রমজীবীর বিষয় যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাও অল্প বিস্ময়কর নহে। এ ব্যক্তি ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে ত্রিনি- দাদে গমন করে এবং পাঁচ বৎসর মেয়াদে সেণ্ট ক্লায়ার নামক ইষ্টেটে কর্ম্ম করি- তে নিযুক্ত হয়, তিন বৎসর কর্ম্ম করিয়া এত অর্থ উপার্জ্জন করিল যে অবশিষ্ট দুই বৎসরের মেয়াদ তদ্দ্বারা ক্রয় করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিল এবং আপনার নামে কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিল। এ ব্যক্তি ৩। ৪ সপ্তাহ পূর্ব্বে কলিকা- তায় ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রথমতঃ মেহিলাল ত্রিনিদাদ হইতে ইংলণ্ডে গমন করে, এবং তথা হইতে পিও কোম্পানির পেসোয়ার নামক জাহাজে এতদ্দেশে উপনীত হইয়াছে। মেহি- লালের হস্তে, ওরিএণ্টল ব্যাঙ্কের নামে ১৪২৪ টাকার বিল আছে, এবং নগদ ১৩৬ টাকা আছে। মেহিলাল মিচেল সাহেবকে বলিয়াছে যে ত্রিনিদাদে তাহার ১১০০ টাকা মূল্যের এক সম্পত্তি আছে। তাহার তত্ত্বাবধানের ভার তাহার ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিয়া আসিয়াছে।

আমরা অবশ্যই উপরের লিখিত বিবরণ সকলকে উপন্যাস বলিয়া মনে করি না। কয়েক জন প্রতিভাসম্পন্ন প্রভুপরায়ণ শ্রমজীবী প্রতিভার বলে ও প্রভুর অনুগ্রহে আপন আপন দুরবস্থা মোচন করিয়া সম্পদ লাভ করিবে ইহা কথঞ্চিৎ আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও, একেকালে অসম্ভব নহে। এরূপ ব্যাপার কেবল ত্রিনিদাদে কেন, সর্ব্বত্র দৃষ্ট ও শ্রুত হইয়া থাকে। কত নিঃসম্বল দুঃস্থ ব্যক্তি সুন্দরবনে জঙ্গল লইয়া সম্পন্ন গৃহস্থ হইয়াছে। কত লোক ৫ টাকা মাত্র মূল ধন লইয়া সময়ে সমৃদ্ধ ব্যব- সায়ী হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক উপরি উক্ত কয়েকটী বিবরণের মূলে সত্য থাকিলেও আমাদের সন্দেহ হয় যে অনেক কথা গোপন রাখিয়া কেবল ভাল দিকটী স্বর্ণ বর্ণে চিত্রিত করিয়া লোকের চক্ষুকে বিনোদন করা হই- তেছে। এরূপ অনুকূল বর্ণনার সাহায্যে কুলি লোককে অনায়াসে ভুলাইয়া ত্রিনি- দাদের উপনিবেশে প্রেরণ করা যাইতে পারে, কিন্তু সেখানে যে সকল অত্যা- চার ঘটনা হয়, তাহার বিবরণ শুনিলে অতি অল্প লোক সে দিকে আকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

প্রাপ্ত।

আসামী ভাষা ও বঙ্গ ভাষা।

মহাশয়! আসামের অরুণোদয় নামক এক খানি সংবাদ পত্রে আসামী ভাষার এবং বঙ্গ ভাষার বিভিন্নতা সম্পাদনার্থে কয়েকটী অমূলক যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছে দেখিয়া তাহা খণ্ডনার্থে নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি প্রেরণ করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার পত্রের এক পার্শ্বে স্থান দান করিলে বাধিত হইব।

আমার বিবেচনা মতে আসামী ভাষা এবং বাঙ্গালা এক মাত্র ভাষা। বর্ত্তমান ভদ্র জাতীয় আসামীগণের পূর্ব্ব পুরুষেরা বঙ্গদেশের উপনিবেশী। তাঁহারা মাতৃভূমি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু মাতৃভাষা পরিত্যাগ করেন নাই। বঙ্গদেশ হইতে আসাম অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া এবং উভয় দেশের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ নদী এবং পর্ব্বতাদি কতিপয় প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক ব্যবধান আছে বলিয়া উভয় দেশের মধ্যে তাদৃশ নিগূঢ় যোগ ছিল না, এই নিমিত্তে কাল সহকারে বঙ্গদেশের ভাষাতে যে যৎসামান্য পরিবর্ত্তন এবং উন্নতি হইয়াছিল, আসামী ভাষার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। যদি বঙ্গদেশের সহিত আসামের গূঢ় যোগ থাকিত এবং যদি উভয় দেশ এক অধীশ্বরের শাসনাধীন হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমানে উভয় ভাষার মধ্যে যে যৎসামান্য প্রভেদ লক্ষিত হয়, তাহা কদাপি হইতে পারিত না। আসামী ভাষাকে বঙ্গভাষা হইতে পৃথক্ বলিতে গেলে বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলের এবং শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানের চলিত ভাষাকেও স্বতন্ত্র ভাষা বলিতে হয়। ঢাকা বিক্রমপুর শ্রীহট্ট প্রভৃতি উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের চলিত ভাষা কলিকাতা বিভাগের বাঙ্গালিরা কখনই অনায়াসে বুঝিতে এবং কহিতে পারেন না। সিলেট অঞ্চলের নিবাসীগণ অনেকে কুড়ি বৎসর পর্য্যন্তও কলিকাতায় থাকিয়া কলিকাতা অঞ্চলের চলিত ভাষা শিখিতে পারেন না। বঙ্গদেশের পূর্ব্বোত্তর অঞ্চলের চলিত ভাষার উচ্চারণাদি কলিকাতা অঞ্চলের ভাষার উচ্চারণাদি হইতে অনেক বিভিন্ন হইলেও যখন বঙ্গভাষাই তাঁহাদের সকলের মাতৃভাষা বলিয়া গৃহীত হইতেছে, তখন আসাম দেশের চলিত ভাষার সহিত কলিকাতা অঞ্চলের চলিত ভাষার অল্প প্রভেদ থাকাতেই উভয়কে বিভিন্ন ভাষা বলা কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে?

ভট্ট মক্ষ মুলার কহিয়াছেন" শব্দগত সাদৃশ্য ভাষার একতার প্রমাণ হইতে পারে না; কিন্তু ব্যাকরণের একতাই ভাষার একতার প্রমাণ।" বিভিন্নতা বাদীরা এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে যদিও আসামী ও বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে সংস্কৃত মূলক অনেক শব্দের ঐক্য আছে; কিন্তু উভয় ভাষার ব্যাকরণের মধ্যে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা থাকাতে উভয়কে স্বতন্ত্র ভাষা বলিতে হইবে। আমার বিবেচনা মতে বাঙ্গালা ব্যাকরণের সহিত আসামী ভাষার ব্যাকরণের যে প্রভেদ তাহাও যৎসামান্য। যদি চলিত ভাষা অনুসারে ব্যাকরণ প্রণয়ন করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোত্তর বঙ্গের ভাষার ব্যাকরণ প্রকৃত বঙ্গীয় ব্যাকরণ হইতে অনেক বিভিন্ন হইয়া পড়ে। তাহা হইলে বঙ্গদেশের প্রত্যেক জিলাতে এক এক খানি স্বতন্ত্র ব্যাকরণ প্রস্তুত হইতে পারে, নিম্ন লিখিত কতিপয় দৃষ্টান্ত দ্বারা পাঠকবর্গ ইহার অনেক আভাস প্রাপ্ত হইবেন।

আমাকে দিলে	আমারে দেলে।
ঘর হতে আস্‌বো	ঘরেতে আস্‌পো।
ফুলের গাছ	ফুলির গাছ।
কোথা গিছিলি	কনে গিইলি।
যেমন ছিল তেমনি আছে	যেম্বায় ছেলো। স্যাম্বায় আছে।
আমি যেতুম	আমি যাতুন।
আমাদের খেতে দেও	আমরাকে খাতি দ্যাও।
তাহাদিগকে ডাক	তাহারাকে হাকাও।
করিছিল	করে ছেলো, করে লো।
খেলুম	খালাম, খেনু, খানু।
তুমি যেতে থাক	তুমি যাতি লাগ।
ইত্যাদি	ইত্যাদি।

কলিকাতা অঞ্চলের চলিত ভাষার সহিত বঙ্গদেশের কোন কোন জিলার ভাষার এত বিভিন্নতা লক্ষিত হয় যে বঙ্গ ভাষার সহিত আসামী ভাষার তত প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। আসামী ভাষার সহিত বঙ্গ[illegible] যত সাদৃশ্য, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলের চলিত ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার তত সাদৃশ্য নাই। এরূপ অবস্থায় আসামী ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষারূপে গণ্য করা কদাপি বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদনীয় হইতে পারে না।

আসাম দেশ আহমবংশ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে এখানে ভুঁয়া নামে এক জাতির বাস ছিল। বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চলে বাঁকুড়া, রাণীগঞ্জ, পুরুলীয়া প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি ভুঁয়া নামে এক জাতি আছে। আসামের উক্ত ভুঁয়াগণ যে বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চলবাসী ভুঁয়াদিগের বংশ, ইহা বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। আসামের অনেক চলিতশব্দের সহিত পুরুলীয়া অঞ্চলের চলিত শব্দের সাদৃশ্য আছে। বিধ, বাড়নী, ভরি (পদ), পানী, মুড়, ভাট, পাসরা, ভাপ, গোটা, ঠেক, নতুন, ওড়া, মৌ, ঠাই, জনম, করম, ধরম, চিন, শরীল, দরমাহা, ভুখ, বারিখা, প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ তাহার প্রমাণ। পুরুলীয়া অঞ্চলে যেরূপ কপোতাদি পক্ষী, এবং গোসাপাদি সরীসৃপ ভক্ষণের প্রথা আছে, আসামেও তদ্রূপ। পুরুলীয়া অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা যেরূপ সমুদায় কপালে সিন্দুর লেপন করিয়া ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করে, আসামের স্ত্রীলোকেরাও সেইরূপ করিয়া থাকে। পুরুলীয়া অঞ্চলে যেরূপ কায়স্থ ব্রাহ্মণাদির স্ত্রীলোকরা ধান্য রোপণ, ও শস্য কর্ত্তনাদি করে, আসামেও তদ্রূপ। পুরুলীয়া অঞ্চলের কুর্ম্মি ভুঁয়া প্রভৃতি জাতির বিবাহ বন্ধন যেরূপ শিথিল, আসামেও তদ্রূপ। আসামে অদ্যাপি কেওট নামে যে জাতি আছে, তাহারাও উক্ত প্রদেশের কেওটদিগেরই বংশজাত হইতে পারে; বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থানে সেরূপ কোন জাতি নাই। আসামের কায়স্থগণ শ্রীবৎসজ কায়স্থ হওয়া সম্ভব, অতএব তাঁহারাও উক্ত প্রদেশ হইতে আগত, কারণ মধ্য ও পূর্ব্বোত্তর বঙ্গে শ্রীবৎসজ কায়স্থ নাই। পুরুলীয়া অঞ্চলের কায়স্থদিগের আচার ব্যবহারের সহিত আসামের কায়স্থদিগের ব্যবহারাদির অনেক ঐক্য আছে। আসামের ব্রাহ্মণগণ যে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদিগের বংশজাত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আসামী বর্ণমালা তাহার একটী প্রধান প্রমাণ। আসামীয় ব্রাহ্মণ দিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যখন বঙ্গদেশ হইতে আসামে আইসেন, তখন তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা ও তাহার বর্ণমালাও আনয়ন করেন। বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানেই এই বর্ণমালা নাই। কেহ কেহ বলেন যেরূপ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল; সেই রূপ আসামের ব্রাহ্মণেরাও কান্যকুব্জজাত। ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না। আসামে ব্রাহ্মণাগমনের পূর্ব্বে এখানকার অবস্থা যে অতীব অপকৃষ্ট ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তৎকালে আসাম কতিপয় অসভ্য জাতির আবাস স্থল ছিল, তখন আসামে কোন প্রকার লিখিত ভাষা প্রচলিত ছিল না। ব্রাহ্মণেরা অসভ্য জাতিদিগকে পরাজিত ও দূরীকৃত করিয়া আসামের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারাই আসামে লিখিত ভাষা প্রথমে প্রচার করেন। আসামী ব্রাহ্মণেরা কান্যকুব্জাগত হই[illegible] তাহার

অভাব সম্বর্দ্ধন করিয়া এখানে কনৌজী বর্ণমালা প্রচার না করিয়া কদাচ বঙ্গদেশের বর্ণমালা প্রচলিত করিতেন না। মাতৃ ভাষার প্রতি সকলেরই একটী স্বাভাবিক প্রবল অনুরাগ থাকে। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে আসামের প্রথম শ্রীবৃদ্ধিসাধনকারী ব্রাহ্মণদিগের বঙ্গ ভাষাই মাতৃভাষা ছিল, এই নিমিত্তেই তাঁহারা অধিকৃত দেশে মাতৃভাষা প্রচার করিতে লাগিলেন। কাল সহকারে তাঁহাদের মাতৃভাষাই তাঁহাদের অধিকৃত দেশের ভাষা হইয়া উঠিল। যদি বর্ত্তমানে আসাম বঙ্গ উৎকলাদি দেশে কোন লিখিত ভাষা প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে জেতৃ ইংরাজগণ অল্প চেষ্টা করিলেই ইংরাজী ভাষাকে এই সমুদায় দেশের ভাষা করিয়া তুলিতে পারিতেন।

ব্রাহ্মণগণ জন্মভূমি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসাম অধিকার করিয়া তাহাতে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন এবং উপনিবেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থে নানা প্রকার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। নানা উপায়ে উপনিবেশের প্রজা সংখ্যা বৃদ্ধি ও সেই উপলক্ষে অশেষ যত্নে ও অসাধারণ উৎসাহে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। উপনিবেশের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ হইল, ক্রমে মাতৃভূমিকে বিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। যদি মাতৃভূমির সহিত তাঁহারা সম্বন্ধ রাখিতেন, ও যদি চিরকাল বঙ্গ দেশের সহিত আসামের একটী গূঢ় যোগ বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে অদ্যাপিও আসাম ও বঙ্গ এক দেশ ও উভয় দেশের এক ভাষা হইত,সেই যোগ না থাকাতেই উভয় দেশের ভাষাতে বর্ত্তমানে সামান্য প্রভেদ ঘটিয়াছে। এদিকে বঙ্গদেশ যে সময়ে মুসলমানদের হস্তগত হইল, আসামও সেই সময়ে আহম নামে মুসলমান অপেক্ষা অসভ্যতর এক জাতির অধীন হইল। ভাষার এবং আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা উৎপাদনের আরো একটী গুরুতর কারণ উপস্থিত হইল। বঙ্গদেশে গরজ, দরকার, হানেসা, ব্যবহার হইতে লাগিল এবং এই আসামেও আহমদিগের অনুকরণে "মাস" স্থানে মাহ "পসরা" স্থানে পাহারা. "মানুষ" স্থানে মানুহ, "বসা" স্থানে বহা প্রভৃতি হইয়া গেল। আহমদিগের অনুগ্রহে শ, ষ, স এই তিন বর্ণের ক্রমে লোপ হইয়া যাইত; কিন্তু বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ মাতৃভাষার বিলোপ দেখিতে না পারিয়া অবশেষে অনেক কষ্টে কতকগুলি শব্দের শ প্রভৃতির স্থানে হ হইতে না দিয়া কেবল উক্ত বর্ণত্রয়ের উচ্চারণের অল্প পরিবর্ত্তনে স্বীকৃত হইলেন; তন্নিমিত্তে তাঁহাদের উচ্চারণ এক প্রকার বায়ু প্রধান 'হ' ন্যায় হইয়া গেল।

(ক্রমশ)

বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব।

(১৭৫ পৃষ্ঠার পর)

বাল্য বিবাহ দ্বারা স্ত্রী, পুরুষ ও তাহাদিগের সন্তানাদির স্বাস্থ্যের হানি হয়, তদ্দ্বারা মানসিক প্রবৃত্তি সকলের হ্রাস হইয়া পড়ে ও অল্প বয়সে ভোগ ইচ্ছা হইলে দূরস্থানে গিয়া বিদ্যা ও অর্থোপার্জ্জনের ব্যাঘাত হয় এবং স্ত্রী ও পুরুষের বাল্যাবস্থা-প্রযুক্ত পরস্পরের মনোনীত করিবার ভার তাহাদিগের পিতামাতার উপরেই ন্যস্ত থাকে। বংশমর্য্যাদা, ধন, রূপ, বিদ্যা ও চরিত্রের বিষয় তদন্ত করিয়াই কন্যা পুত্রের বিবাহ পিতামাতা দিয়া থাকেন। কিন্তু বাল্য কালে তাহাদের প্রকৃতি পরিণত নয়, এজন্য এতদূর দেখিয়া বিবাহ দিলেও পশ্চাৎ তাহাদিগের মন্দ প্রকৃতি হইয়া পরস্পরের কষ্ট জন্মাইতে পারে। পিতামাতা যেরূপ চরিত্রাদি দেখিয়া বিবাহ দেন, যদি তাহাই পরিণত হয়, তথাপি দম্পতির সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ প্রণয় ধনে হয় না, রূপে হয় না, বংশ মর্য্যাদায় হয় না, বিদ্যা ও চরিত্র ভাল হইলেও হয় না, প্রণয়ের নিকট ছোট বড় নাই এবং সুরূপ কুরূপ নাই, প্রণয় স্বতন্ত্র মনের ভাব, মনের একতাতেই প্রণয়ের সঞ্চার ও তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যত মনুষ্য বাস করে, তাহাদিগের পরস্পরের মনোবৃত্তি ও প্রকৃতির কিছু না কিছু ভিন্নতা আছে। ঐ মানসিক বৃত্তি সম্বন্ধে যাহার সহিত যতদূর ঐক্য হয়, তাহার সহিত ততদূর প্রণয় হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু উভয়ের মনের ঐক্য হইবে ইহা দেখিয়া পিতামাতা কখনই পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে পারেন না। মানসিক প্রবৃত্তির ঐক্য না হইলে প্রণয় হয় না, তাহা আমাদিগের হিন্দু পিতামাতা জ্ঞাত আছেন,এইজন্যই বিবাহের পূর্ব্বে কুষ্টির লিখিত গণ ও বর্ণ মিলাইয়া থাকেন। হিন্দুদিগের এই সংস্কার আছে যে এক লগ্নে উভয়ে জন্মিলে মানসিক প্রবৃত্তিও এক হইতে পারে। দুঃখের বিষয় ফলে সর্ব্বত্র তাহা দৃষ্ট হয় না। তবে কি বয়োবৃদ্ধিতে উভয়ে মনোনীত করিয়া বিবাহ করিলে এ দোষ নিবারণ হয়? তাহারও সম্ভাবনা দেখা যায় না, কারণ মানব প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তুর এরূপ সম্বন্ধ আছে যে তাহাতে মানব সকল বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়াই প্রথমেই মোহিত হয়, দোষ গুণ পরীক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ যাহার স্বভাবের যে দোষ তাহা বিবাহ কালে উভয়ে গোপন করিবার চেষ্টা করে। অল্প কালের মধ্যে ঐ সমস্ত দোষ প্রকাশ পায় না, বিবাহান্তে অধিক কাল সহবাসে দোষ সকল প্রকাশ পাইয়া উভয়ের কষ্টের কারণ হয় এবং পরস্পরে বিবাহ বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার চেষ্টা করে। এবিষয়ের সহস্র সহস্র প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব বিবাহের যেরূপ প্রণালী হউক না কেন এ দোষের নিবারণ হওয়া সুকঠিন। এজন্য বিবাহরূপ পবিত্র বন্ধন যদি ইহা মরণান্ত পর্য্যন্ত স্থির রাখা যায়, তাহা হইলে মনুষ্য বিবাহ শৃঙ্খল হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে না জানিয়া তাহাতে যদিও কিছু কষ্ট থাকে তাহা স্থির মনে সহ্য করে এবং প্রথমে যে কষ্ট দুঃসহ বোধ হয় তাহা ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যায়।

বাল্য বিবাহের ন্যায় অত্যন্ত অধিক বয়সে বিবাহেও দোষ। পৃথিবীতে এ প্রকার অনেক জীব আছে তাহারা ক্ষণকালস্থায়ী, এমন কি এক দিনের অধিক তাহাদের পরমায়ু নহে। ইহার মধ্যে তাহাদিগের বাল্য যৌবন বৃদ্ধকাল ও সন্তান সন্ততি হইয়া থাকে। মনুষ্যেরও সেই রূপ। যদিও ১২০ বৎসর মনুষ্যের পরমায়ুর গণনা আছে,কিন্তু এতদ্দেশে ৪০। ৫০ বৎসরের মধ্যেই অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যেই আমাদিগের বাল্য যৌবন বৃদ্ধ সকলি হইয়া থাকে। ৫০ বৎসরের লোক এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে যেরূপ বৃদ্ধ হয়, ঐ বয়সে হিম প্রধানদেশের লোক সেরূপ হয় না, তখন তাহাদিগের যৌবন কাল বলিলেও বলা যায়। যৌবন কালও ঐরূপ। এতদ্দেশীয় লোকে যে বয়সে যৌবন প্রাপ্ত হয়, হিম প্রধান দেশের লোক সেরূপ হয় না। আমাদিগের মতে যৌবনের প্রারম্ভেই বিবাহ দেওয়া উচিত, তাহা না হইয়া অধিক বয়সে বিবাহ হইলে পুত্র কন্যা দ্বারা পিতা মাতার কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকে না। কেননা পুত্র কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত না হইতেই পিতা মাতার মৃত্যু হয় এবং তাহাতে সন্তানাদির বিদ্যাভ্যাসের ব্যাঘাত জন্মায়। স্ত্রীলোকের বয়োপেক্ষা পুরুষের বয়স ছয় বৎসরের অধিক দশ বৎসরের ন্যূন এমত অধিক বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত। অস্মদাদির দেশ উষ্ণ প্রধান, এখানে মনুষ্যের জীবন ঊর্দ্ধ সংখ্যা যদি ১২০ বৎসর স্থির করা যায় তাহা হইলে তাহার দশাংশের একাংশ অর্থাৎ ১২ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। হিন্দু শাস্ত্রের এ কথা নিতান্ত কল্পিত নয় "অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী

নব বর্ষাতু রোহিণী দশমা কন্যকা প্রোক্তা. তত ঊর্দ্ধং রজস্বলা।” মনুষ্যের গর্ভধারণের সময়ের সহিত যে সকল জন্তুর গর্ভধারণের সময়ের ঐক্য আছে, তাহাদিগের ঊর্দ্ধ সংখ্যা বয়ঃ-ক্রমেরও দশমাংশ কালে যৌবনাবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে। “২২ বলদা ১৩ ছাগলা তার অর্দ্ধেক বরাপাগলা” এই বচন কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। ঐ বচন অনুসারে যদি গবাদির উচ্চ বয়স ২২ বৎসর স্থির করা যায়, তাহা হইলে তাহার দশাংশের একাংশ দুই বৎসর দুই মাস বার দিন হয়, ঐ সময়ে অর্থাৎ তিন আষাঢ়ে গরু সকল দন্ত পরিবর্ত্তন করে অর্থাৎ গরু সকলের যৌবন উপস্থিত হয়। স্ত্রীলোকে যত বয়সে যৌবন প্রাপ্ত হয়, পুরুষেরা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে যৌবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে ইহা সকল দেশেই দেখা যাইতেছে, এজন্য স্ত্রীর বয়ঃক্রম অপেক্ষা স্বামীর বয়স অধিক হওয়া আবশ্যক।

এই পৃথিবী বহু খণ্ডে বিভক্ত। দূরতা-হেতু দেশ বিশেষের শীত উষ্ণতার ভিন্নতা আছে ও আহার ব্যবহার রীতিনীতি ও ধর্ম্মের ভিন্নতা হইয়া থাকে। এজন্য লোকের মানসিক বৃত্তির ন্যূনাতিরেক বোধ হয়। দূর দেশে বিবাহ হইলে স্ত্রী পুরুষের প্রণয় হওয়া সুকঠিন ও ঐ সকল কারণে লোকের শারীরিক বলবীর্য্যের ন্যূনাতিরেক থাকায় স্ত্রীপুরুষের ও সন্তান সন্ততির স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়েও আশঙ্কা আছে। আমাদিগের মতে স্বদেশ বাসী স্বধর্ম্মাবলম্বী এবং দূর সম্বন্ধীয় পুরুষে বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্য রক্ষার কারণেই সগোত্রা ও বয়োজ্যেষ্ঠা কন্যা হিন্দু শাস্ত্রকারেরা বর্জ্জিত করিয়াছেন। অল্প বয়সে যাঁহাদিগের স্বামী বা স্ত্রী বিয়োগ হয়, তাঁহাদিগের ব্যভিচার দোষ আশ্রয় করা অপেক্ষা পুনর্ব্বিবাহ করা সঙ্গত এবং যে কারণে হউক যে দেশের স্ত্রীর সংখ্যা অধিক তদ্দেশীয় স্ত্রীদিগের সহিত ভিন্ন দেশীয় পুরুষের বিবাহ চেষ্টা দেখা অগ্রেই উচিত, তাহা হইলে পুরুষ অভাবের সামঞ্জস্য হইতে পারে।

জগদীশ্বর মানব জাতির সমুদায় সুখ ও দুঃখের নিয়ন্তা। তাঁহার নিয়ম পালনেই ধর্ম্ম ও সুখ এবং লঙ্ঘনেই অধর্ম্ম ও দুঃখ। তিনি বিবাহ জনিত জীবনের উৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগের যে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, তাহাই কৃতজ্ঞতার সহিত আমাদিগের শিরোধার্য্য।

শ্রীহরি দাস দত্ত।
মজিলপুর।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

পুটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী দেবীর অপরিমেয় বদান্যতা আজিকালিকার সকল সংবাদ পত্রেই প্রকাশিত হইতেছে। এবং মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় ইহাঁরও প্রতি গবর্ণমেণ্ট বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন, এজন্য সকলে অনুরোধ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট ইহাঁর গুণাবলী যে অধিক কাল অস্বীকৃত থাকিবে কখনই বোধ হয় না। এই রাণী এই দুর্ভিক্ষের সময়ে কলিকাতার কমিটীতে ৫০০০ টাকা দিয়াছেন। গত ১লা আষাঢ় হইতে ৮ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত (১,০৫, ১৬৫) লক্ষাধিক লোককে চাউল বিতরণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরো কত প্রকার দান আছে। পুঁটিয়ার রাজবংশ যেরূপ প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত,আমাদিগের গত ৩০ জ্যৈষ্ঠের পত্রে তাহার বিশেষ বিবরণ আছে। আমরা আশা করি ‘শরৎসুন্দরীকেও’ মহারাণী উপাধি দিয়া গবর্ণমেণ্ট আপনার গুণগ্রাহিত্যর পরিচয় দিবেন।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, কুষ্টিয়ার সহিত দার্জ্জিলিঙ রেলওয়ে সম্মিলনের প্রস্তাব শীঘ্র স্থিরীকৃত হইবে।

মিরর বলেন দুইজন বঙ্গীয় যুবা ভারতবর্ষীয় সেনাদলে কর্ম্মপ্রার্থী হওয়াতে এই প্রত্যুত্তর আসিয়াছে “নির্দ্দিষ্ট গ্রেডে কর্ম্মখালি এত কম, এবং প্রার্থীর সংখ্যা এত অধিক যে আশঙ্কা হয় আপনাদিগের আশা পূর্ণ হইবার এখনো বহু কালবিলম্ব হইবে।” বাঙ্গালীদিগকে লুব্ধ আশ্বাস দিবার জন্য কি এ কথা বলা হয় নাই?

অনরেবল হবহাউস্ দেওয়ানী আদালতের কার্য্য প্রণালী সংশোধনার্থ শীঘ্র একটী নূতন বিল উপস্থিত করিবেন। দেনার জন্য কয়েদ হওয়া এবং ডিক্রীজারীতে ভূমি সম্পত্তি বিক্রয় করা এই দুইটী বিশেষ আলোচ্য বিষয়।

সার রিচার্ড টেম্পল ওয়াহিবী প্রধান আমীর খাঁর প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করাতে ওয়াহিবীগণ সন্তুষ্ট হইয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে আমীর খাঁ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ক্ষমা পাইবেন।

বর্ত্তমান বন্যায় গোয়ালপাড়ায় শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। শালি ধান্য রোপণ করা হইতেছে। চাউলের দর ৫৷০ টাকা হইতে ৬, টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছে। এক এক দিন বৃষ্টি হইলে চাউলের দর ৮, টাকা পর্য্যন্তও উত্থিত হয়।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কলিকাতার পোর্ট কমিসনরদিগকে ২৫০,০০০, টাকা কর্জ্জ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। উক্ত টাকায় জগন্নাথের ঘাট হইতে আহিরীটোলার ঘাট পর্য্যন্ত গঙ্গার ধারটী ভাল রূপে বাঁধাইয়া দেওয়া হইবে। জেটি ও অন্য অন্য স্থানও ঐ রূপ করা হইবে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার একজন পত্র প্রেরক বলেন ভগ্রিথ নামক একজন সাঁওতাল তাহার দেশবাসীদিগকে বলিয়াছে যে সে তাহাদের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া শীঘ্রই তাহাদের রাজা হইবে এবং তাহারা উহার রাজত্বে সুখী হইয়া জীবনাতিপাত করিবে। ঐ ব্যক্তি ২৩ এ তারিখে বৌন্‌শিতে একটী ভোজ দিবার সংকল্প করিয়াছে। এই হতভাগা তিতুমীরের ন্যায় ব্রিটিশ সিংহের ক্ষমতা বিষয়ে অনভিজ্ঞ।

গত বৎসর বঙ্গদেশে অন্যূন ৬০০০ সহস্র বালক জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বিষ পান দ্বারা ১৬ টী হত্যা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। মেদিনীপুরে একটী প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোক একটী বালককে হত্যা করিয়াছে। পাটনায় ঐরূপ আর একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ভাগলপুরে পিতাকে মিথ্যাবাদী সপ্রমাণ করিবার জন্য তাহার সন্তানকে এক ব্যক্তি হত্যা করিয়াছে। পিতার দোষ এই হত্যাকারীর সহিত টাকা সম্বন্ধে গোলযোগ হওয়াতে সন্তানের মস্তকে হস্ত দিয়া দিব্য করিয়াছিলেন। মালদহে দুটী ব্যক্তিকে সামান্য বিবাদের নিমিত্ত হত্যা করা হইয়াছে। এইরূপ অনেক স্থানে হত্যা কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল, আকায়াবের নিকট ১৮ মণ ওজনের একটী কচ্ছপ ধরা পড়িয়াছে।

অমৃত বাজার লিখিয়াছেন বীরভূম জেলায় গত দুই তিন মাসের মধ্যে ৫৭ টি ডাকাইতি হইয়াছে। দুর্ভিক্ষই এই ডাকাইতির প্রধান কারণ।

হাবড়া হিতকরী বলেন কয়েক মাস অতীত হইল কলিকাতার আহিরীটোলায় একজন মহান্ত আসিয়া উপস্থিত হন। মহান্তের একটী কান কাটা। তিনি এই স্থানে অনেককে ঔষধাদি দিয়া অবশেষে চাঁপাতলায় উপস্থিত হইয়া ঔষধ বিতরণ করিতে আরম্ভ করেন। চঞ্চলা নাম্নী একটী অল্পবয়স্কা ছুতারের কন্যা মহান্তের নিকট পুত্র হইবার ঔষধ গ্রহণ করিতে আসে। দুই এক দিবসের পর মহান্ত কন্যাটীকে লইয়া অন্তর্হিত হন। অবশেষে ধৃত হইয়া কলিকাতার পুলিসের বিচারাধীনে আইসেন। চঞ্চলার স্বামী মকর্দ্দমা চালাইতেছে।

উত্তর পশ্চিম।

এদেশীয় নারীগণের চিকিৎসাজন্য লেডী ডাক্তারের ক্রমশঃ সুবিধা হইতেছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতেছি। কলিকাতার মিস সিলি আছেন। সম্প্রতি বারাণসীর সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলা দিগের জন্য বিজয় নগরের মহারাজা ২০০ টাকা বেতনে এক লেডী ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমে আরো কয়েকটী লেডী ডাক্তর আছেন।

মিরর গাজিপুর হইতে এক আশ্চর্য্য সংবাদ পাইয়াছেন। এই সহরের কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী ভুমাকল নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণ কন্যা যমজ সন্তানদ্বয় প্রসব করেন। এই দুই সন্তান দুটা বিকৃতাত্মা প্রেত। প্রসূতিকে যে কিছু আহার দেওয়া হইত, তাহারা খাইয়া ফেলিত। মাতা মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হইয়া পড়াতে সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সেই কথা জানিল। তাহার বন্ধু বান্ধবেরা স্বচক্ষে দেখিল প্রসূতিকে আহার দিলেই তাহারা কাড়াকাড়ী করিয়া খাইল। দর্শকগণ আশ্চর্য্য হইয়া তাহাদিগের নাম জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল "তাহারা হকু ও ডকু" বলিয়া বিখ্যাত, তাহাদের জন্যই দুর্ভিক্ষ আসিয়াছে। এটী নেশার আতিশয্য নিবন্ধন আষাঢ়ে গল্প না হইয়া যায় না।

গাজিপুরে পঙ্গপালের ন্যায় এক প্রকার পতঙ্গ দেখা দিয়াছে। এই সকল পতঙ্গ দ্বারা শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে।

পঞ্জাব এবং দিল্লি রেলওয়ের একজন ড্রাইবার অত্যন্ত মাতাল অবস্থায় দিয়া এবং কীর্ত্তিপুর ষ্টেসনের মধ্যে ক্রমাগত ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত গাড়ি একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া বেড়ায়, ইহাতে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই মাস মেয়াদ হইয়াছে। এইরূপ ড্রাইবারের হস্তে পড়িয়া সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে।

জয়পুরের রাজা নিজ রাজধানীতে একটী মুদ্রা যন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন। ইহা হইতে একখানি পাক্ষিক গেজেট বাহির করা হইবে। দেশীয় রাজাদিগের এরূপ উদ্‌যোগ প্রশংসনীয়।

গত রবিবার দিন চুনার ষ্টেশনে একটী প্রকাণ্ড মহীষ আসিয়া অনেকগুলি মালগাড়ী রেল হইতে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। এবং ঐ দিনে হাত্রাস ষ্টেশনের নিকট একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের উপর দিয়া একখানি মেলট্রেণ যাওয়াতে সে পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

মান্দ্রাজ।

টেলিচারির মপলাজাতীয় এক স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত গৃহে আছে, এমত সময় গৃহে চোর প্রবেশের শব্দ পাওয়া গেল। স্ত্রীলোকটী স্বামীকে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া স্বয়ং অগ্রসর হইল এবং একজন চোর যেমন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে অমনি তাহাকে সাপটিয়া ধরিল। তাহার স্বামী অত্যন্ত ভীরু,পাশ কাটাইয়া একদিকে গিয়া ক্রন্দন ও চিৎকার আরম্ভ করিল। ইতি মধ্যে পুলিসের লোকেরা জড় হইলে স্ত্রীলোক তাহাদের হস্তে চোর সমর্পণ করিয়া মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িল। ধৃত ব্যক্তি দোষী সপ্রমাণ হইয়া দণ্ড পাইয়াছে।

তামিল ভাষার এক সংবাদ পত্র বলেন গত জুন মাসে যে যুবকটী অদৃশ্য হয়, প্রতিবাসীদিগের মঙ্গলার্থে সে শিবের নিকট আত্মবলী দিয়াছে।

সম্প্রতি উতকামুণ্ডে একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। কর্ণেল মরগানের ত্রয়োদশ এবং একাদশ বর্ষীয় দুইটী পুত্র একটী পুষ্করিণীতে স্নানার্থ গমন করে। দুইজনেই সন্তরণে অপটু। একজন হঠাৎ জলমগ্ন হওয়াতে তাহার ভ্রাতা তাহাকে উদ্ধার করিতে যায়, ইহাতে দুই জনেই একত্রিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

মান্দ্রাজেও স্ত্রী শিক্ষার বিলক্ষণ উন্নতি দেখা যাইতেছে। মান্দ্রাজ মেইল বলেন, সম্প্রতি তিন চারিজন যুবতী মান্দ্রাজ মেডিকাল কালেজে পড়িবার জন্য আবেদন করেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের প্রতি অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সো, প্র।

বোম্বাই।

শুনা গেল সার পি উডহাউস সাহেব অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন।

সুরাটের নবাব বংশীয় মীর মৈনুদ্দিন নামক এক ব্যক্তির উত্তরাধিকারিণী ফতমা উল্‌নিসা বেগম ১৮৭৩ সালের ১৩ই জুন তারিখে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি একটী উইল করিয়া গবর্ণমেণ্টকে অন্যূন ১,৬০,০০০ টাকার সম্পত্তির ট্রষ্টি করিয়া গিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বেগমের উত্তরাধিকারী উক্ত মীর আজীমুদ্দিন খাঁর হস্তে বিষয়ের ভারার্পণ করিয়া অচী স্বরূপ থাকিবেন। মৃত বেগমের সম্পত্তি মধ্যে অনেক দ্রব্য চুরি হইত, তাহা ধৃত হইয়াছে। মীর কলক্কিকার আলী যিনি ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিতেছেন, তিনি এই বংশীয়।

ইউরোপ।

রুসিয়েশ্বর তাঁহার কুলাঙ্গার ভ্রাতুষ্পুত্র গ্রাণ্ড ডিউক নিকোলাসকে যাবজ্জীবন ককেসস পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন এবং খিবা যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশের জন্য যে সেণ্ট জর্জ ক্রস তাহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাও হরণ করিয়াছেন। রাজার এরূপ বিচার না হইলে রাজ্যের কল্যাণ নাই।

পার্লেমেণ্ট মহাসভায় স্ত্রীলোকদিগের মত প্রদানের ক্ষমতার জন্য ইংলণ্ডের ১৮০০০ স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া ডিস্‌রেলি সাহেবের নিকট একখানি আবেদন করিয়াছেন। আবেদন খানির প্রথমেই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নাম, তৎপরে হারিয়েট মার্টিনো,মেরি কার্পেণ্টার, লেডি ন্যাংটন, মিস্‌ কব্‌, মিস্‌থাকরে, মিস্‌ সোয়ানউইক্‌ এবং অন্যান্য অনেক বিখ্যাত স্ত্রীলোকের নাম স্বাক্ষরিত হইয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকট এই রূপ আর একখানি দরখাস্ত গিয়াছে। এবার পার্লেমেণ্টে হুলস্থূল বাঁধিবে।

লণ্ডন ডেলিনিউস টেলিগ্রাম পাইয়াছেন যে জেনেরেল ষ্ট্রাচি পবলিক ওয়াকস বিভাগের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

বিবিধ।

মধ্য আসিয়ার কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিয়া ফরসিথ সাহেব ষ্টার অব ইণ্ডিয়া উপাধি পাইয়াছেন।

ইংলিশমান বলেন এবার মক্কার যাত্রী সংখ্যা ১,৬০,০০০ হইয়াছে।

পায়নিয়র দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটী সংগ্রহ করিয়াছেন। এক স্থানে গবর্ণমেণ্টের কতক চাউল প্রেরণ আবশ্যক হয়। তজ্জন্য কতকগুলি গাড়ি আনয়ন করা হয়। সেই সমুদায় গাড়িতে উত্তম উত্তম বয়েল নিযুক্ত ছিল। শীঘ্র যাইবার জন্য প্রত্যেক গাড়িতে ১৫ মণ করিয়া চাউল বোঝাই দেওয়া হইল। পথে ঘাস ও খড় না থাকাতে সেই সমুদায় চাউল হইতে তাহাদিগের খোরাক দেওয়া হইল। যখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিল, তখন দেখাগেল ১০ মণ করিয়া চাউল খাইয়া ফেলিয়াছে। অতএব ৫ মণ মাত্র সেই স্থলে পৌঁছিল। পুনরায় আর ৫ মণ করিয়া বোঝাই না দিলে তাহারা ফিরিয়া আসিতে পারিবেনা। 'কোম্পানিকা মাল দরিয়ামে ডাল।' এখনো কি চলিতেছে?

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, শিক ভিন্ন ভারত-

র্ষের অন্য কোন ধর্ম্মেই তামাক খাওয়া নিষেধ নাই।

প্রেরিত।

স্ত্রী পরিত্যক্ত ব্রাহ্মের দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ। *

ব্রাহ্ম স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ সম্বন্ধে আমি আপনাকে যে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার উত্তর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও জটিল হইয়াছে; এত বড় গুরুতর ব্যাপার ঐরূপ উত্তরে কখনই মীমাংসিত হইতে পারে না বোধ হয় সেই জন্য "একজন বিদেশী ব্রাহ্ম" গত ১৩ই আষাঢ়ের পত্রিকায় ঐ সম্বন্ধে একখানি দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে এই সামান্য লোকের প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য এত পরিশ্রম করিয়াছেন, ইহাতে কৃতজ্ঞচিত্তে বার বার ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু ইঁহার [১] মত আপনার মত অপেক্ষাও ভয়ানক। আপনি যে ইণ্ডিয়ান মিররকে আপনার পক্ষাবলম্বী বোধ করিয়া আশ্বাসিত হইয়াছিলেন, তিনিও এক্ষণে এবিষয়ে যথা কর্ত্তব্য বর্ণনে ত্রুটি করিতেছেন না। আমি অগ্রে আপনাকে প্রত্যুত্তর না দিয়া বিদেশী ব্রাহ্মকে যে প্রত্যুত্তর দিতেছি, ইহাতে আপনাকে প্রত্যুত্তর না দিলেও ক্ষতি হইবে না।

"বিদেশী ব্রাহ্ম", বিবাহের দুইটী মূল স্থির করিয়াছেন, [১] অধিকাংশে মিল অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে প্রকৃত প্রণয় ও এক প্রকার রুচি।

২। কাহারও প্রতি তিলার্দ্ধ অন্যায় না হওয়া।

আমি উপরিউক্ত মূলদ্বয় অস্বীকার করি না, কিন্তু বড় ভয় আমার নিজের পক্ষে হইতেছে, আমাদিগের যখন বিবাহ হয়, তখন আমরা হিন্দু ছিলাম সুতরাং উক্ত দুই মূলের দিকে মূলেই দৃষ্টি ছিল না। অভিভাবকের সাহায্যে বিবাহ হওয়ায়, আমরা কে কি বর্ণের মানুষ চারি চক্ষু মিলের পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না, কিন্তু বিবাহ হইয়া গেল, আমিও জানিলাম তিনি আমার স্ত্রী হইলেন, তিনিও জানিলেন আমি তাঁহার স্বামী হইলাম,প্রতিজ্ঞা ও করিলাম 'ইহ জীবনে [পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক] তোমাকে সহধর্ম্মিণী পদে বরণ করিলাম, আমার সুখদুঃখের তোমাকে সমভাগিনী করিলাম, তোমার সমস্ত দোষ ও অপরাধ ঢাকিয়া লইব অর্থাৎ সহস্র দোষে দোষী সাব্যস্ত হইলেও ত্যাগ করিব না।' (২) এতদিন একরকম সুখ দুঃখেই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু এখন মহাশয় আপনার পত্র প্রেরকের লিখিত মূলদ্বয়ের প্রতি দৃষ্ট পড়াতে সকল গোল বাধিয়া গেল। কারণ দেখিতে পাই অনেক দিকেই অমিল এবং রুচিরও স্বাতন্ত্র্য বিস্তর। [৩] সুতরাং এ অবস্থায় দ্বিতীয় মূল কখনই সম্যক্‌রূপে রক্ষিত হইতে পারেনা। প্রতিদিন যে আমাদিগের কিরূপে যাপিত হয় তাহা আমরাই জানি, আর পার্শ্বের ঘরের লোকও কিছু কিছু জানেন। এক্ষণে আমি কি করিব? যদি তাঁহাকে "ন্যায়ানুসারে বিয়োজিতা' করি তাহা হইলে একবারে রক্ষা পাই, কিন্তু পর বর্ত্তিনী আবার কি ধাতুতে গঠিত হইয়া আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, তাহাও ত (৬) জানি না,তাঁহাকে বিবাহ করিয়া কি আবার এই গণ্ডগোলে পড়িব? তবে কি আমার জীবন বিবাহ করিতে আর পরিত্যাগের মোকর্দ্দমা করিতে করিতেই কর্ত্তিত হইবে? [৭] অবশ্য যে ভার্য্যা ব্যঞ্জনে লবণ দিতে বিস্মৃত হইবেন বা অধিক পরিমাণে লঙ্কার ঝাল দিবেন, আমাকে আচাঁইতে আঁচাইতে তাঁহার নামে অভিযোগ আনিবার জন্য হাইকোর্টে ছুটিতে হইবে, কারণ তিনি ২য় মূল উৎপাটন করিয়াছেন। [৮] যে অপরাধে আমার বাল্যকালের সহধর্ম্মিণী যাঁহাকে বিবাহ করিবার সময় অত গুলি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাঁহাকে দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছে। আর যখন আমার স্ত্রী চিরকালের মত চলিয়া যাইতেছেন, তখন তিনি "বাস্তবিক চিরকালের মত," চলিয়া যাইবেন কি না [১০] ইহা জানিবার জন্য একজন জ্যোতির্ব্বেত্তা পাই নাই বলিয়াই আজও আমি সংসার করিতেছি।

আমার স্ত্রীর যখন কোন রোগ উপস্থিত হয়, তখন আমি চিন্তা [১১] করি যে ইনি "চিরোগিণী" হইবেন কি না, ডাক্তার মহাশয়ের নিকট ইচ্ছা হইলে "ইনি চিররোগিণী হইবেন', বলি : লিখাইয়া লইতে পারি,[১২] কিন্তু ১০।১৫ বৎসর পরে যদি আরাম হইয়া উঠেন, তাহা হইলে তখন কি করিব? একবার একবার মনে করি যে চিকিৎসার ভার ত আমার হাতে,তবে আর উনি আরোগ্য লাভ করেছেন!! [১৩] যদি বলেন "ব্রাহ্ম হইয়া তুমি কেমন করিয়া এমন কুচিন্তা কর"? তাতে আমি এই বলিতে প্রস্তুত যদি ব্রাহ্ম হইয়া রোগব্যাকুলা স্ত্রীর গলায় সপত্নীরূপ কাল সর্প জড়াইয়া দিতে পারা যায়, [১৪] তার অপেক্ষা কলে কৌশলে (১৫) তাঁহাকে ইহলোক হইতে অবসৃত করিয়া দেওয়াটা ভাল হয় না? এর উপর আর আপনাদিগের কোন কথা বলিবার অধিকার নাই, কারণ আমি ত্যাগ স্বীকারে অসমর্থ এবং (১৬) স্বাধীন ব্রাহ্ম।

আমার স্ত্রীকে কিন্তু বুদ্ধিমতী বলিতে হইবে, কারণ তিনি হিন্দু সমাজে পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত আসিয়াছেন, যদি না আসিতেন তাহা হইলে আমি "কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া (কত দিন তাহার কিছু স্থিরতা নাই ২।১ সপ্তাহ ও হইতে পারে ২০।২৫ বৎসরও হইতে পারে) (১৮) আমি আর একটী বিবাহ করিতাম। তার পর যদি তিনি আসিতেন তাহা হইলে আমি অম্লান বদনে বলিতাম ',এখন তোমার কুসংস্কার গিয়াছে অতএব আর একটী সৎপাত্র দেখিয়া তাঁহাকে বরণ কর, বরং আমি তোমার বিবাহে বিনা বেতনে ঘটকালি করিতে প্রস্তুত আছি। ইহাতে তিনি কখনই অসম্মত হইতেন না, কারণ হৃদয় কুসংস্কার শূন্য! কুসংস্কার শূন্য হইলে, লোকে অনায়াসে স্ত্রী স্বামী (২০) থাকিতে অপর বিবাহ করিতে পারে। সভ্যতার এই নূতন (২১) আবিষ্কারে যে ব্রাহ্মসমাজের কত মহোপকার! সাধিত হইবে, তাহা আমার মত অল্পদর্শী লোকে কখনই বলিয়া শেষ কবিতে পারে না। যদি তিনি তাহাতেও অস্বীকৃত হইতেন, তাহা হইলে আমি বলিতাম, যে তোমাকে আমি প্রতিমাসে ভরণপোষণ করিব, যদি আমার ইচ্ছা হয় (২২) নতুবা তোমাকে পূর্ব্বকৃত পাপের অবশ্যম্ভাবী শাস্তি গ্রহণ করিতেই হইবে, কারণ তুমি বিবাহের উভয় মূলই উৎপাটন করিয়াছিলে। ভাল, উনি মূল-উৎপাটন করিয়াছেন, কি আমি উৎপাটন করিয়াছি? প্রথমতঃ উহাঁকে যখন আমি সহধর্ম্মিণী পদে বরণ করিয়াছিলাম, তখন আমি কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বী ছিলাম, হিন্দুধর্ম্মের সহধর্ম্মিণী তিনি ছিলেন, কিন্তু আমিই এখন মূল ভঙ্গ করিয়া তাঁহার সহিত আমি অমিল ও [২৩] চির বিভিন্নতা প্রদর্শন করি। আবার আমিই ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া দারান্তর গ্রহণ করি, তবে দোষ কাহার? কাহার দোষে অবলা নারী দণ্ড ভোগ করিতে প্রস্তুত এবং হিন্দু সমাজ হইতে নবাগতা রমণীই বা কিরূপে অপর পুরুষের পাণি গ্রহণ করিবে? হাঁ আমার দ্বিতীয় প্রিয়তমা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমি পবিত্রতার [২৫] মস্তকে পদার্পণ করিয়া তোমাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। এসম্বন্ধে আমার নজীর আছে যথা "একাধিক পত্নী সত্বে যিনি ব্রাহ্ম হয়েন, তিনি কি একটীকে বাছিয়া লইয়া আর সকলকে পরিত্যাগ করেন?" ইহাতে অসম্মত হইয়া যদি তাঁহার মন কুপথগামী [২৭] হয় তাহাতে আমার কোন দোষ নাই, কারণ আমি [২৮] তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। বিবাহ করিয়া মনের অমিল [২৯] হওয়ায় আমি দারান্তর গ্রহণ করিলাম, আমার পূর্ব্ব স্ত্রী কুপথগামী হইলেন ইহাতে আমার দোষ নাই [৩০]!!!

পরিশেষে বক্তব্য ব্রাহ্মধর্ম্ম অপরাপর ধর্ম্মের ন্যায় লোকের নিকট [৩১] পরিচয় দিবার ধর্ম্ম নয়, ইহা জীবনের ধর্ম্ম, পবিত্রতার আদর্শ ভূমি, মনুষ্যকে পাপ শূন্য করিয়া ইহলোকে স্বর্গ আনিয়া দিবার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। অতএব এখানে দণ্ডায়মান হইয়া কোথায় রিপুদমন [৩২] করিবার চেষ্টা করা হইবে, না তাহার পরিবর্ত্তে বিবিধ বিৎভসাচার [৩৩] চরিতার্থ করিবার জন্য পথ প্রস্তুত করা যাইতেছে,কি [৩৪] ভয়ানক মত! এরূপ মত লইয়া যাহারা ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করিবার চেষ্টা করিবেন,তাঁহারা কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, [৩৫] ইহা পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম্ম না হইয়া লক্ষ লক্ষ সম্প্রদায়ের মধ্যে একস্থানে দীন হীন বেশে পড়িয়া থাকিবে [৩৬] তাহার তাহার সন্দেহ নাই। আমার বোধ হয় [৩৭] যাহাদের ঐ রূপ মত, তাঁহারা মনে করেন, যে

---

* এবিষয়ে অনেকগুলি প্রেরিত আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। পাঠকগণের বিরক্তি আশঙ্কায় আমরা সে সকলগুলি পত্রস্থ করিতে অক্ষম। যে দুই ব্রাহ্মে সমধিক মতভেদ তাঁহাদের যুক্তি ও অভিপ্রায় একত্র প্রকাশ করিয়া আপাততঃ এ আলোচনা হইতে ক্ষান্ত হইলাম। ভা, স, স।

একটী পাপ সাধন করিয়া দমন করিবার ক্ষমতা যদি না থাকে, তাহা হইলে আর একটী পাপ দ্বারা তাহা দূর করায় ক্ষতি নাই। বস্তুতঃ এরূপ মত সত্য ধর্ম্ম চিরকাল ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিবে। [৩৮]

আপনার একজন ব্রাহ্ম।

---

(১) আমার মতকে আপনি বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিতে পারিলে ভয়ানক বলিতেন না।

(২) যদি এপ্রকার নির্ব্বিশেষ প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, তবে তাহা পালন করিতেই হইবে।

(৩) যদি এপ্রকার হয়, তবে ঐক্য সম্পাদনের নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন না কেন? ইহাও কি ব্রাহ্মকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে?

(৪) ইহা কর্ত্তব্য পালন না করার ফল, নিরূপিত মূলদ্বয়ের ইহাতে কোন দোষ নাই।

(৫) এ ন্যায় আপনাকে কে বলিল? আমি তো বলি নাই, তিনি যদি বিযুক্তা হইতে ইচ্ছা না করেন, তবে, তাঁহাকে বিযোজিতা করিবার ন্যায়ানুসারে আপনার ত কোন অধিকার নাই।

(৬) স্বভাব না জানিয়া বিবাহ করা প্রকৃত বিবাহ নিয়ম নহে।

(৭) নিরূপিত প্রথম মূলানুসারে পরীক্ষা করিয়া বিবাহ করিলে এপ্রকার ঘটনার সম্ভাবনা অতি বিরল।

(৮) ইহাতে তো আপনি ২য় মূলের উৎপাটন করিবেন, স্ত্রীকে সুশিক্ষা ও সৎপরামর্শ দেওয়া এবং তাঁহার প্রতি প্রীতিভাব রাখা আপনার কর্ত্তব্য, এ কর্ত্তব্য পালনে যদি পরাঙ্মুখ না হয়েন, তবে তাঁহাকে সংশোধন করিবার ঔচিত্যই আপনার বোধ হইবে, "হাইকোর্টে ছুটীতে হইবে না"।

(৯) এবাক্যটা অসংলগ্ন ———।

(১০) তাঁহার আচরণে ইহা যেমন অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে, জ্যোতির্ব্বেত্তা তেমন কখন বলিতে পারেন না।

(১১) এ চিন্তাতে আপনি প্রকৃত বিবাহের উভয় মূলই অতিক্রম করিবেন, মূলকে অতিক্রম না করিয়া যদি আমার মতে কোন দোষ দেখাইতে পারেন, তবে আমার সহিত তর্ক করা উচিত, নচেৎ বৃথাবাগ্‌বিতণ্ডা মাত্র।

(১২।১৩) ইহাতে কেবল মূলদ্বয়ের যে উল্লঙ্ঘনই হইবে তাহা নয়, সমস্ত ধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন হইবে। ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করা ইহা আপনার কল্পনা, আমার এ মত নহে।

(১৪) মূলদ্বয়ের যখন ভঙ্গ হইতেছে না তখন এ প্রকার কেন করিবেন? এস্থলে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, পুরুষ পুংস্ত্ব রহিত, অথবা ক্লীব হইলে তাহার স্ত্রী সুসভ্য খ্রীষ্টিয়ান ন্যায়ানুসারে, এবং হিন্দু শাস্ত্রানুসারেও, বিযুক্তা হইয়া অন্য বিবাহ করিতে পারেন, ইহাতে কি উক্ত সম্প্রদায়দ্বয়ের মতকে অন্যায় বা অধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট বলিবেন?

(১৫) দেখিতেছি অধর্ম্মের সহায়তা না লইয়া, আপনি আমার মতের দোষ দেখাইতে পারিতেছেন না। অন্য কোন ধর্ম্ম নিয়মের অতিক্রম না করিয়া আমার মতে যদি দোষ দেখাইতে পারেন, তবে তর্ক করুন নচেৎ বৃথা; আমি যে মূলদ্বয়ের দ্বারা প্রকৃত বিবাহ নিয়ম নির্দ্ধারণের প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার মধ্যে এ সত্য অন্তর্নিবিষ্ট জানিতে হইবে যে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কেহ সাধারণ ধর্ম্মনিয়মের অতিক্রম করিয়া স্বার্থ সাধনে প্রবৃত্ত না হয়েন।

(১৬) স্বাধীনতার অর্থ সাধারণ ধর্ম্মনিয়মের উল্লঙ্ঘন নহে।

(১৭) স্থিরতা করিতে হইবে, কিন্তু একাজ কেবল আমার কিম্বা আপনার দ্বারা হইতে পারে না, ইহা সমাজ কিম্বা ব্যবস্থাপক সভার কাজ।

(১৮) এখানে উভয় দিকেই অধিক টানা হইয়াছে, দেখিতেছি ন্যায় ও পরিমিত ভাব বজায় রাখিয়া আপনি আমার মত খণ্ডনে অসমর্থ।

(১৯) দেখিতেছি আপনি হিন্দু নাম ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দু কুসংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা বলুন দেখি ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

(২০) ইহা কে বলিল? পতি পরিত্যক্ত বা বিযোজিত হইলে তাঁহার স্বামিত্ব থাকে না।

(২১) নূতন কেন? হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতিতে কি এপ্রকার নিয়ম প্রচলিত নহে? হিন্দু শাস্ত্রেতেও কি এপ্রকার বিধান নাই? বিদ্যাসাগরের উদ্ধৃত পরাশর বচন দেখুন তাহার দ্বারা জানিতে পারিবেন যে আমার মত নূতন নহে, আপনাদের মতই নূতন, এবং তাহা হিন্দু সমাজের নিকৃষ্টাবস্থা সম্ভূত।

(২২) ইহা আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, যদি স্ত্রী অন্য পতি গ্রহণ না করেন, ইহা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।

(২৩) ইহাতে অবশ্য আপনারই দোষ, আপনি যেমন ব্রাহ্ম হইলেন তেমন আপনার স্ত্রীকেও ব্রাহ্ম ধর্ম্মে অনুরক্ত করা উচিত ছিল। আপনি যদি সম্পূর্ণ যত্ন করিয়া অকৃতকার্য্য হয়েন তবে আপনার দোষ নয় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রণয়, ও কর্ত্তব্য পালন হইলে প্রায় এরূপ দুর্ঘটনা হয় না।

(২৪) যদি না করেন তবে প্রবশ্য করাইতেই হইবে তাহা কে বলিল?

(২৫) পবিত্রতার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে আপনি এপ্রকার বলিতেন না, কর্ত্তব্য পালনে "পবিত্রতার মস্তকে পদার্পণ" হয় না, যে কাজে স্বীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য থাকে তাহাতেই পবিত্রতার হানি হয়।

(২৬) কই, এ নজির বাক্যের তো কোন উত্তর দিলেন না? বলুন দেখি এ প্রকার দুর্ঘটনার স্থলে আপনার মত খণ্ডন হয় কিনা? যদি হয় তবে সেই প্রকার অন্য দুর্ঘটনার স্থলে আমার প্রস্তাবিত প্রতিবিধান কেন স্বীকার করেন না?

(২৭) বৈধ পুনর্ব্বিবাহে অসম্মত হইয়া কুপথগামিনী হইতে যদি তাঁহার মন সম্মত হয়, তবে তাহাতে আপনার দোষ কি? আপনার যদি কোন দোষ হয় তবে তাহা এই মাত্র হইতে পারে, যে, আপনি তাঁহাকে সুশিক্ষা ও সদুপদেশ দেন নাই।

(২৮) আপনি তো তাঁহাকে প্রথম পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি আপনাকে আগে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা যদি না করিয়া থাকেন, তবে আপনি অন্য বিবাহ করিবেন কেন?

(২৯) কেবল ইহাতেই আপনি দারান্তর গ্রহণ করিতে পারেন না, মিলনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যদি অকৃতকার্য্য হয়েন, এবং তাঁহারও বিযুক্তা হইবার একান্ত ইচ্ছা হয়, তবেই করিতে পারেন, নচেৎ স্বীকৃত দ্বিতীয় মূল ভঙ্গ হয় বলিয়া পারেন না।

(৩০) আপনি যদি যথোচিত যত্ন ও কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন আর তিনি কুপথগামিনী হয়েন, তবে আপনার দোষ কি? তাহাতে যদি আপনাকে দোষী বলা হয়, তবে আপনি যে নিয়ম রাখিতে চাহিতেছেন তাহাতে যদি তিনি কুপথগামিনী হয়েন, যেহেতু এ প্রকার হইবার সমান সম্ভাবনা তবে তাহাতেওত আপনাকে দোষী বলা যাইতে পারে?

(৩১) কেবল পরিচয় দিবার জন্য কোন ধর্ম্মেরই সৃষ্টি হয় নাই।

(৩২) রিপু দমনের চেষ্টা করিতে বারণ করিল কে? আমার মতে ইহা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, কিন্তু যেখানে অনাবশ্যক সেখান কর্ত্তব্য কহে। ইহা যদি আপনারা স্বীকার না করেন তবে আপনাদের মত লোকদের পক্ষে স্ত্রী সহবাস মাত্র অনুচিত হইয়া উঠে, চিরব্রহ্মচর্য্য ধারণ না করিলে এপ্রকার রিপুদমন সম্পূর্ণ হয় না।

(৩৩) না বুঝিয়া এরূপ শব্দ প্রয়োগ করা অবিবেচনার কার্য্য।

(৩৪) যে মতকে আপনি এপ্রকার ভাবিতেছেন, সে আপনার মনঃকল্পিত মত। আমার মতকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিলে এপ্রকার বিশেষণের প্রয়োগ করিতেন না।

(৩৫) যথার্থ কে? কিন্তু আপনাদের মতে ব্রাহ্ম সমাজ চিরকাল দাঁড়াইতে পারিবে না।

(৩৬) আপনাদিগের পরিমিত ও অনুদার ব্রাহ্মধর্ম্মেরো এই দশা হইবে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্ত তো এখনই রহিয়াছে, নতুবা "পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম্ম," ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া এখনই এত দলাদলী কেন?

(৩৭) এ "বোধ," আপনার ভ্রান্তি মাত্র।

(৩৮) অবশ্য তাহা আমিও স্বীকার করিতেছি। এ বিষয়ে "মিররে" আমার যে এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপ্রতিও দৃষ্টিপাত করিবেন। পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমার মতে যে সকল আপাতদৃশ্য দোষের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিবেন, বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে তাহার সহিত কোন না কোন প্রকার অধর্ম্মের যোগ আছে। কোন প্রকার অধর্ম্মের যোগ নাই অথচ কেবল আমার প্রস্তাবিত মতানুসারী কাজে দোষ ঘটে, এমন দৃষ্টা[illegible] হয় আপনি পাইবেন না।

বিদেশী ব্রাহ্ম।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

২য়, ভাগ
১৮ শ সংখ্যা। } বঙ্গাব্দ ১২৮১—৩০ শে শ্রাবণ শুক্রবার। ১৮৭৪—১৪ই আগষ্ট। { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭৷৹ টাকা।

সূচী।

আমাদিগের যন্ত্রালয় কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এক্ষণ অবধি ভারত সংস্কারক সম্বন্ধে যাঁহারা কোন পত্রাদি লিখিবেন, বা মুল্যাদি পাঠাইবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় দিবেন।

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোনাপুর ষ্টেসন হইয়া হরিনাভি ভারত-সংস্কারক কার্য্যালয়।

কলিকাতা বাসিদিগের জন্য—কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে আমাদিগের আফিস থাকিবে।

সপ্তাহ।

কলিকাতার যে সকল সহযোগী ভারত সংস্কারকের সহিত পত্র বিনিময় করেন, আমাদিগের কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হওয়াতে কয়েক সপ্তাহ তাঁহাদিগের প্রেরিত সংবাদ পত্র আমরা রীতিমত প্রাপ্ত হইতেছি না। এক্ষণ অবধি নিম্নলিখিত নূতন ঠিকানায় আমাদিগের প্রাপ্য পত্রাদি পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

" নং৪২ (দ্বিতীয় বার) সার্পেণ্টাইন লেনবেড়া গির্জা। শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দত্তের নিকট। "

অন্য ঠিকানায় পাঠাইবার আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা ডাকযোগে পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা 'সোনাপুর পোষ্ট আফিস হরিনাভি ভারতসংস্কারক কার্য্যালয়' এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বিগত ২৪ শ্রাবণ শনিবার সন্ধ্যা ৭৷৹ ঘটিকার পর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ভবনে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর একটী বিশেষঅধিবেশন হইয়াছিল, অনুমান ৭০। ৮০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। কয়েক জন প্রচারকের বিরুদ্ধে কয়েকজন ব্রাহ্মের কতিপয় অভিযোগের বিচার জন্য এই সভা আহূত হয়। অনেক বাগ্ বিতণ্ডারপর উপস্থিত অধিকাংশ সভ্যের মতে স্থির হইল যে উপাসক মণ্ডলী সভা কয়েক জন মধ্যস্থ মনোনীত করিয়া তাঁহাদের হস্তে বিচারের ভার অর্পণ করিবেন এবং ইহাও স্থির হইল যে পরে রীতিমত বিজ্ঞাপন দিয়া আর একটী সভা আহ্বান পূর্ব্বক কয়েকজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে মধ্যস্থ নিযুক্ত করা হইবে। ব্রাহ্মগণের আর নিদ্রিত থাকা উচিত নহে।

রাজপুর হরিনাভি অঞ্চলের অন্নকষ্ট গ্রস্ত লোকদিগের জন্য তত্রত্য উ[illegible] বিধায়িনী সভা হইতে যে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তাহা নিরর্থক হয় নাই। সদাশয় মাজিষ্ট্রেট পিকক সাহেব সোনাপুর থানায় আসিয়া সকল বিষয় শুনিয়া সাহায্য মঞ্জুর করিয়া যান। সব ডেপুটি কলেক্টর বাবু যজ্ঞেশ্বর সোম বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক যথার্থ বিপন্নদিগের তদন্ত করিয়া যান। অনেক গরিব লোক আপাততঃ সাহায্য পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু ৪। ৫ দিনের মধ্যে ৪০৩ জনকে সাহায্য দিতেহইয়াছে, সবে ২২ মণ চাউল, ইহাতে অধিক উপকার কি হইবে?

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, যে বারুইপুরের মুন্সেফ বাবু চণ্ডী[illegible]ন রাজসাহী জেলার অন্তর্গত সাহাজাদপুরে স্থানান্তরিত হইতেছেন। তিনি যে অল্প দিন এখানে আসিয়াছেন ইতিমধ্যেই আদালতের অনেক দোষ সংশোধন করিয়াছেন। ইনি স্বচক্ষে সকল বিষয় দেখিতেন ও প্রতি দিনের কাজ প্রতি দিন নিকাশ না করিয়া উঠিতেন না। ইনি আর কিছু দিন এখানে থাকিলে ভাল হইত।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন বিগত বুধবার রজনী যোগে হাজারিবাগে গমন করিয়াছেন। একে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঘোর গোলযোগ চলিতেছে, তাহাতে সম্মুখে ভাদ্রোৎসব, এ সময় তাঁহার অপ্রত্যাসিত অবসরণ লোকের মনে নানাবিধ সন্দেহোৎপাদন করিতে পারে। তবে [illegible]হার শরীর অসুস্থ, আমরা আশা করি তিনি হাজারিবাগের স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন করিয়া ত্বরায় আরোগ্য লাভ করিবেন।

দুর্ভিক্ষের ত্রয়োবিংশে, পাক্ষিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। গত জুনের তৃতীয় সপ্তাহে ১,১৫,০০০ টন চাউল ব্যয় হয়, জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে ১,[illegible], ৮৩৯ টন নিঃশেষিত হইয়াছে।

পাটনা বিভাগ	[illegible]১ টন
ভাগলপুর	৩৬,৪৫৫ ,,
রাজসাহী	৬৩,৮৭৯ ,,
উত্তর বঙ্গ রেলওয়ে	৭৭৮ ,,

ছোট নাগপুর বিভাগ	৬,৫৩৮ ,,
বৰ্দ্ধমান	১,৮৯৬ ,,
কোচ বিহার	৩৬২ ,,

বৃষ্টি—বঙ্গদেশের উত্তরপূর্ব্ব ও দক্ষিণ পূর্ব্ব বিভাগ এবং সমুদায় বেহারে আশানুরূপ হইয়াছে। বর্দ্ধমান, হুগলী, মদিনীপুরের কিয়দংশ, মানভূম, বাঁকুড়া বীরভূমের কিয়দংশ, মুরসিদাবাদ, রাজসাহী, নদিয়া, যশোহর এবং ময়মনসিংহে বৃষ্টি একান্ত আবশ্যক।

ফসল—বেহার, বঙ্গদেশের উত্তর পূর্ব্ব, ও দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ, উড়িষ্যা এবং ছোট নাগপুরের অধিকাংশে অতি উত্তম। অন্যান্য স্থানে আশু ধান্য অল্প হইয়াছে, কিন্তু সমুদায় জেলা গড়ে ধরিলে মন্দ হইবে না।

মূল্য—বর্দ্ধমান ও মুরসিদাবাদে অল্প বাড়িয়াছে,হাবড়া, ২৪ পরগণা,দিনাজপুর, মালদহ, জলপাইগুড়ি, বাখরগঞ্জ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরাতে অধিক পরিমাণে কমিয়াছে, বগুড়াতে ৩৷৷০ হইতে ৬৷৷০ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলী, নদিয়া, যশোহর, রাজসাহী, এবং ফরিদপুরে মূল্য বাড়িয়াছে। রঙ্গপুর, পাবনা ও মুরসিদাবাদে সমান আছে। বেহারের পাটনা, চম্পারণ, পূর্ণিয়া এবং মুঙ্গেরে কিছু কমিয়াছে, অন্যান্য স্থানে প্রায় পূর্ব্ববৎ। গত পক্ষে রিলিফ কার্য্যে৬,৩৮, ১৪২ ছিল,এপক্ষে ৪,৫৩,৪৮৬ হইয়াছে।

রাজপুরের বাজারে এক আশ্চর্য্য চুতাচুরি হয। জমাদার গোপালচন্দ্র দালালের কৌশলে চোর ধৃত হইয়া ৬ সপ্তাহ কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাগার দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

ভারত সংস্কারক।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের হত্যা।

প্যারীমোহন দাস নামক এক ব্যক্তি সার্কাইজের হত্যাকারী বলিয়া ধৃত হইয়া বিচারালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। প্যারী মোহন শ্রীহট্ট নিবাসী। প্যারী মোহন পূর্ব্বে শ্রীহট্টের মিসন স্কুলে পরে কলিকাতার কাথিড্রাল মিসন কলেজে অধ্যয়ন করিত। এক্ষণে শাঁখারিটোলায় থাকিয়া আফিসে কর্ম্ম করিয়া থাকে। উক্ত হইয়াছে ঘটনার দিন প্যারীমোহন আফিস হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল, পথে সার্কাইজ তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করে, ইহাতে উভয়ের মধ্যে মারামারি হয়, সেই মারামারিতে দুর্বৃত্ত সার্কাইজকে প্রাণ দিতে হইয়াছে এবং নির্ব্বোধ প্যারীমোহনকে নরহত্যাকারীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া আদালতের দণ্ডাজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছে। হত্যাটীকে দুরন্ত নরহত্যা বলিয়া আমাদের যে সংস্কার হইয়াছিল, পুলিস রিপোর্ট পাঠে তাহা দূর হইয়াছে। হত্যাটী একটী সামান্য মারামারীর ফলমাত্র। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইউনন সাহেব এই ঘটনা অনুসন্ধান করেন। সাক্ষীগণের অনেকে যেরূপ ব্যক্ত করিয়াছে; তাহা পাঠ করিয়া তাহাদিগকে পূর্ব্ব শিক্ষিত বলিয়া সন্দেহ হয়। জুরিরা প্যারীমোহনকে লঘুতর অপরাধজনক নরহত্যার অপরাধী বলিয়া রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা লোকের মুখে সার্কাইজের দৌরাত্ম্যের অনেক কথা শুনিতে পাইতেছি। একজন ইংরাজ ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউ্স সার্কাইজের দৌরাত্ম্যের কথা প্রকাশ করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং অপরাধীর পক্ষ সমর্থনের সাহায্যার্থ একটী ফণ্ড করিবার পরামর্শ দিয়া স্বয়ং ২০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমরা আশা করি অবস্থা বিবেচনা করিয়া অপরাধীর প্রতি লঘুতর দণ্ড প্রদানের অনুমতি হইবে।

লণ্ডন বৈদেশিকাবাস।

ইংলণ্ডের সহিত আমাদিগের এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, কিন্তু সেখানে এদেশীয়দিগের থাকিবার একটী নিজস্ব স্থান নাই, ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। থাকিবার স্থান হইবে কি, বিলাতে গেলে জাতি যাইবে এই কুসংস্কার জনিত ভয়ে রাজদেশে যাইতে এতদিন আমরা সঙ্কুচিত ছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় যে আজি কালি কতকগুলি যুবা সে ভয়ের মস্তকে পদার্পণ করিয়া ইংলণ্ডে যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। দিন দিন সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে বিলাতে অচিরাৎ একটী বাঙ্গালী টোলার আবশ্যকতা হইবে, আমরা এরূপ আশা করিতে পারি। এ বিষয়ে দেশহিতোৎসাহী মহোদয়গণের মনোযোগ একান্ত আবশ্যক। লণ্ডন নগরে বাঙ্গালী বা ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের অবস্থান জন্য অন্ততঃ একটী বাটী নির্ম্মিত হইলে অনেক বিষয়ে সুবিধা হয়। এরূপ সুবিধা না থাকাতে বিলাতে গিয়া অনেককে বাধ্য হইয়া বিজাতীয় খাদ্য ভোজন ও সম্পূর্ণ বিজাতীয় মূর্ত্তিধারণ অভ্যাস করিতে হয়। লণ্ডন নগরে বিদেশীয়দিগের বাস জন্য যে একটী বাটী আছে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ জন্য আমরা প্রকাশ করিতেছি, এই আদর্শে জাতীয় একটী গৃহ তথায় নির্ম্মিত হইলে একটী মহৎ অভাব পূর্ণ হয়।

লণ্ডনে 'ষ্ট্রেঞ্জার্স হোম' নামে একটী বাটী আছে, আসিয়া ও আফ্রিকা প্রভৃতি বিদেশস্থ লোকদিগকে আশ্রয় দান করিবার জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। গত জুন মাসে ইহার সপ্তদশ সাংবৎসরিক সভা হয়। এই সভার বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছে যে গত ১৮৭৩ সালে এই বাটীতে সর্ব্বসমেত ২৭২ ব্যক্তি আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে বাঙ্গালী ৫৩ জন, মান্দ্রাজী ২৪,বোম্বাই ও গোয়াবাসী ৩১, পঞ্জাবী ৩, চিনেম্যান ৭৮, মালাকা প্রণালীস্থ ২২, আফ্রিকাবাসী ৪৭, মরিচ সহরস্থ ৮ এবং পলিনিসীয় ৪ জন। ইহাদিগের মধ্যে নানা ব্যবসায়ী লোক আছে। লস্কর, পাচক, ভৃত্য, বণিক, লেখক, গায়ক, যোদ্ধা ও কৃষক সকলি আছে। ১৮৭৩

সালে ১৫৮ জন লোক তাহাদিগের প্রভু দিগের দ্বারা আনীত হয়, ১০৭ ব্যক্তি স্বয়ং প্রার্থনা দ্বারা প্রবিষ্ট হয়, ১০ জন জাহাজডুবী হইয়া আশ্রয় লয় এবং ৭ জন ওলন্দাজ কন্সল দ্বারা প্রেরিত হয়। ১৮৭৩ সালে ইহাদিগের উপার্জ্জিত ১,৮০,০০০ টাকা সঞ্চিত ছিল, এবং ৮৫৫ ব্যক্তি এই টাকা জমা দিয়া ছিল, তাহারা যখন ইংলণ্ড পরিত্যাগ করে,উহা তাহাদিগের হস্তে প্রত্যর্পিত হইয়াছে। উক্ত বর্ষে এই বাটীর আয় ২০,১৯০ টাকা এবং ব্যয় ১০,৬৫০ টাকা হয় সুতরাং ব্যয় বাদে ৫৪০ টাকা স্থিত আছে। এই গৃহটীর প্রতি কয়েকটী উৎসাহী পরহিতৈষী মহাত্মার বিশেষ উৎসাহ আছে, তন্মধ্যে সিমলার ধর্ম্ম-যাজক বেবরণ্ড আলবরী মাকে এক-জন প্রধান। তিনি গবর্ণর জেনারলকে ইহার সপক্ষ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে ১০০০০ মুদ্রা সংগ্রহ পুর্ব্বক পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এই গৃহের ৭০০০০ টাকা ঋণ হয়, এ বৎসর সকল পরিশোধ হইয়া ৫৪০ টাকা উদ্বৃত্ত আছে এবং আরো সাহায্য সংগৃহীত হইতেছে। এটী অবশ্য শুভলক্ষণ গৃহটী যে স্থায়ী হইয়া বিদেশীয়দিগের যথার্থ উপকার আসিবে এরূপ আশা করা যায়।

ইউরোপীয়দিগের স্থলে এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী নিয়োগের আবশ্যকতা।

গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় লোকদিগকে রেলওয়ের স্থপতি কার্য্যে এঞ্জিন পরি-চালনে এবং ফিটর ও প্লেট লেয়ারের কার্য্যে নিযুক্ত করিবার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অন্যান্য বিভাগে তাহাদিগকে বহুল পরিমাণে নিযুক্ত করিবার আবশ্যকতা অদ্যাপি তাঁহাদিগের উপলব্ধি হয় নাই। যে কারণে রেলওয়ের কার্য্যে দেশীয় লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক সেই কারণে দেশের উচ্চ উচ্চ কর্ম্মে দেশীয় লোকের নিয়োগ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এ সকল বিষয়ে ব্যয় লাঘবই প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। যদি সিবিল ও মিলিটারি সর্ব্বিসে অধিক পরিমাণে দেশীয় লোক প্রবেশ করে তাহা-হইলে উক্ত বিভাগদ্বয়ের ব্যয় অনেক পরি-মাণে কমিয়া যায় এবং গবর্ণমেণ্টের সকল দিকে সচ্ছল হয়। ভারতবর্ষে হাইকো-র্টের জজদিগকে যত বেতন দিতে হয়, ইউনাইটেড ষ্টেটের প্রেসিডেণ্ট বড় তাহার অধিক বেতন পান না। ভারত-বর্ষের এসিষ্টেণ্ট ও জয়েণ্ট সাহেবেরা যত বেতন পান, আমেরিকার উচ্চ উচ্চ পদস্থ লোকেরা তাহার বড় অধিক বেতন পান না। আমাদের দেশে ধন নাই কেন, আমাদের দেশের লোকের এত ক্লেশ দুঃখ কেন, বৎসর২ কেন দুর্ভিক্ষ রাক্ষস এদে-শের রুধির শোষণ করিয়া থাকে? আমরা এই সকলের একটী উত্তর দিতে পারি। সে উত্তর এই,যে ভারতবর্ষকে অন্য দেশের পোষ্য বর্গকে ষোড়শোপচারে পোষণ করিতে হয়। ভারতবর্ষের অর্থ ভারতবর্ষে থাকে না, বিদেশী লোকেরা লইয়া যায়; শুদ্ধ লইয়া যায় এমত নয়, দুই হাতে পড়িয়া লইয়া যায়। আমেরি-কার প্রেসিডেণ্ট, আমেরিকার ধনাগার হইতে প্রতি মাসে ৫ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়া স্বদেশে ব্যয় করেন, আমাদের রাজ প্রতিনিধি, তদপেক্ষা নিম্ন পদস্থ হইয়াও তদপেক্ষা ৪।৫ গুণ অধিক বেতন লইয়া ইংলণ্ডে গিয়া তাহার অধিকাংশ ব্যয় করেন। আমাদের দেশের লোক যদি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এক্ষণকার অপেক্ষা অনেক অল্প বেতন দিলে যথেষ্ট হইত এবং সেই বেতন সমুদায়ই এত-দ্দেশে ব্যয়িত হইত। ইংলণ্ড এদেশের প্রভু। প্রভুর অনুরোধে ভারতবর্ষ তাহার সমুদায় উচ্চপদ ইংরাজ-গণের একাধিকৃত করিয়া দিয়াছেন। শুদ্ধ তাহা নয়, প্রভুর অনুরোধে সেই সেই পদের ন্যায্য বেতন অপেক্ষা, উচ্চতর বেতন দিতে বাধ্য হইতে-ছেন। মুসলমান রাজত্ব কালে মুসল-মান শাসনকর্ত্তা, ফৌজদার ও কাজি-দিগকে এত উচ্চ বেতন দেওয়া হইত না, সুতরাং তখন যদি ও অর্থের অনাটন ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষকে অন্নের জন্য কাঁদিতে হইত না। মুসলমানেরা দেশের রাজা, দেশে থাকিয়া, দেশের অর্থ দেশে ব্যয় করিতেন। ইংরাজ রাজত্ব হইতে আমাদের এ সম্বন্ধে দুর্দশা আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন ধন বৃদ্ধি, হইয়াছেকিন্তু দেশের লোকে সে ধন দেখিতে পায় না, সুতরাং দেশের দুঃখ দূর হয় না। ইলিয়াট নামক একজন সাহেব "ভারতবর্ষের বিপদ" অভিধানে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ১৫ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিঃসম্বল হইবে। কেবল ইলিয়াট সাহেবের নয়, ইংলণ্ডের বহু সংখ্যক রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরও অবি-কল এই বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইংলণ্ডের অনেকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আপন আপন ঋণের প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লইতে ছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে এরূপ দশা উপস্থিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। ভারতবর্ষীয় অর্থের কেন্দ্র-বিমুখ গতি শক্তি ক্রমশই বৃদ্ধি হই-তেছে। এই কেন্দ্র বিমুখ গতি রোধ করিতে না পারিলে ভারতবর্ষীয় রাজস্ব বিভাগের লক্ষণ শুভ নহে; দেশেরও মঙ্গল নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি আপনার

মঙ্গল চান, রাজকার্য্যের সকল বিভাগে দেশীয় লোক নিযুক্ত করিবার চেষ্টা দেখুন।

দুর্ভিক্ষ ও জমিদারগণ।

এবারকার দুর্ভিক্ষে জমিদারগণ যে বদান্যতা ও সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্ট গেজেটের প্রায় প্রতি সংখ্যায় স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের কার্য্য কলাপের সমাদর ও প্রশংসা করিয়াছেন। সংবাদ পত্র সকলে তাঁহাদিগের দানশৌণ্ডতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রজা বাৎসল্যের সকল নিদর্শন যে গবর্ণমেণ্ট বা সংবাদ পত্রের গোচর হইয়াছে, এরূপ আমরা বিশ্বাস করি না, গোপনে গোপনে অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে। এই সকল ব্যাপার দর্শন ও শ্রবণ করিয়া আমরা জমিদারদিগের প্রতি বিশেষ প্রশংসাবাদ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। এই শ্রেণীর কতকগুলি ব্যক্তির অত্যাচার ও দুর্ব্বৃত্ততা নিবন্ধন জমীদার নামে কলঙ্ক হইয়া আছে। অধিক দিন নয়, আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব তাঁহাদিগের এই কলঙ্কবাদ শ্রবণে এরূপ অধীর হন যে, তিনি সমুদায় জমীদার শ্রেণীকে প্রজাদিগের "শোণিতপায়ী ব্যাঘ্র" বলিয়া বর্ণনা করেন। কতকগুলি লোকের দোষে জমীদার সাধারণের উপর এরূপ দোষারোপ করা ন্যায়বিরুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু জমীদারগণ গবর্ণমেণ্টের দ্বারে সেই অপকলঙ্ক হইতে সহজে মুক্তি লাভ করিতে পারিতেন না। যাহা হউক দুর্ভিক্ষ-উপলক্ষে তাঁহাদিগের কীর্ত্তিকলাপ তাঁহাদিগের কলঙ্ককে আচ্ছাদিত করিয়াছে এবং তাঁহারা যে সুনাম অর্জ্জন করিলেন, ইহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণের নিকট চির শ্রদ্ধাস্পদ থাকিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

আমাদিগের ইচ্ছা হয় দুর্ভিক্ষ সময়ে এ দেশীয় জমীদারগণ যে সকল দয়ার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন তাহার সবিস্তার বিবরণ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের গুণের সম্মাননা করি, কিন্তু তৎপক্ষে পত্রের স্থানাভাব এবং আমাদিগের অবসর অল্প। আমরা সংক্ষেপে সাধারণের গোচর করিতেছি যে এবার সকল প্রধান জমীদারই আপন আপন পদোপযুক্ত উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ২০ হাজার টাকা দান করেন এবং আপন জমীদারি মধ্যে অন্ন ও অর্থ বিতরণ পূর্ব্বক অনেক অনেক দরিদ্রকে প্রতিপালন করিতেছেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী আপনার প্রজাদিগের দুঃখোপশমের বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। পুঁটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী লক্ষ২ লোককে অন্ন দান করিয়াছেন এবং আপনার প্রসিদ্ধ বদান্যতা মুক্তহস্তে প্রদর্শন করিতেছেন। মুরসিদাবাদের জমীদার রায় ধনপৎ সিংহ ও লক্ষ্মীপৎ সিংহ দয়ালুতা কার্য্যে পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়াছেন। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার প্রজাদিগকে করভার হইতে অনেক পরিমাণে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। সভাবাজারের রাজপরিবার এ বিষয়ে কাহারও পশ্চাদ্বর্ত্তী নহেন। ইহাঁরা সকলে আপনাদিগের প্রজাদিগকে যেমন সাহায্য করিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ নিবারণ ফণ্ডেও দাতব্য বিতরণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় আরও বহু সংখ্যক জমীদার অল্পাধিক পরিমাণে এইরূপ সাধু আদর্শ প্রদর্শন করিয়া আপনাপন অর্থ ও সম্ভ্রমের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

কেবল বঙ্গদেশ নয়, যে বেহার অঞ্চলের জমিদারগণের কীর্ত্তি আমরা কখন শ্রুত হই নাই, তাঁহারাও এ সময়ে প্রজাবৎসলতা গুণে লোকবিখ্যাত হইয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে তত্রত্য ৬ জন জমীদারের নাম বিশেষ প্রশংসার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। সোনবর্ষার হর বল্লভ নারায়ণ সিংহ প্রজাদিগের নিকট হইতে ৪৫,৩০০ টাকা বাকি খাজানা আদায় স্থগিত করিয়াছেন এবং ৯৬০০ টাকা এককালে ছাড়িয়া দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদিগের সাহায্যার্থে তিনি অনেকগুলি পুষ্করিণী খনন বাঁধ ও রাস্তা প্রভৃতি নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। তিনি অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া সহস্র সহস্র বিঘা নীলের জমী শস্য বপন জন্য প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, অগ্রিম টাকা দিয়া এবং গবর্ণমেণ্টের ন্যায় রিলিফের লোক নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের সাহায্য করিয়াছেন। বারুরির নরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ, পাঁচসাহার রুদ্র নারায়ণ সিংহ, বোরেলের অঘোর নারায়ণ সিংহ, সুকপুরের ঠাকুরমন সিংহ ও হেমন সিংহ এই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষ নিবারণ সঙ্কল্পে ইহাঁরা সকলেই গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য দান করাতে সমধিক প্রশংসিত হইয়াছেন।

জমীদারদিগের এইরূপ সাধুভাব ও সদ্দৃষ্টান্ত উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগের গৌরব উপচীয়মান হইতে থাকুক এবং এ দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণেরও পথ প্রসারিত হউক, জগদীশ্বরের নিকটে আমাদিগের এই মাত্র প্রার্থনা।

ষ্টেট সেক্রেটারী ও পূর্ত্তবিভাগ।

ভারতবর্ষের পূর্ত্তবিভাগ পরিদর্শনার্থ একজন স্বতন্ত্র রাজমন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন, ইহা স্থির হইয়া গিয়াছে। পূর্ত্ত বিভাগ নির্ম্মস্তক হওয়াতে রাজ্যের প্রভূত অর্থ অপব্যয়িত হইয়া থাকে, কার্য্যেরও সুশৃঙ্খলা হয় না, ইহার উপর কোন প্রকার বিশেষ শাসন স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এইজন্য আমরা এবিষয়ের অনুমোদন করি। কিন্তু আমাদিগেয় ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড সালিসবরী অল্পে সন্তুষ্ট হইবার লোক নহেন, তিনি পূর্ত্ত কার্য্য লইয়া এক বৃহৎ ব্যাপারের সৃষ্টি করিতেছেন। তিনি এ সম্বন্ধে ৩টী অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেনঃ—(১) ভারতবর্ষে পূর্ত্ত কার্য্য বিস্তার দ্বারা দুর্ভিক্ষের পুনরাগম অসম্ভব করিবেন; (২) যদ্দ্বারা লাভ হইবে, তদ্ভিন্ন পবলিক ওয়ার্কের অন্য কার্য্য সকল রাজ্যের বার্ষিক আয় হইতে সম্পন্ন করিবেন; (৩) পূর্ত্ত কার্য্যের নিমিত্ত যে কিছু অর্থ ঋণ লওয়া আবশ্যক, তৎসমুদায়ই ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইবে। এই কয়েকটী অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইলে এ দেশের কতদূর শুভাশুভ ফল প্রসূত হইবে, তাহা সাধারণের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। প্রথম বিষয়টী সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে এটী বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু ইহা দুরাশা জল্পিত বোধ হয়। আমাদিগের দেশে উৎকৃষ্ট বর্ত্ম, সুপ্রসারিত পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি প্রস্তুত হইবে ইহা আনন্দের বিষয় এবং ইহাদ্বারা কৃষি বাণিজ্যের বহুল উন্নতির সম্ভাবনা বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষকে এককালে অসম্ভব করিবার আশা করা আর সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন করিতে যাওয়া সমতুল্য। অপরিমেয় অর্থ ও বহু বুদ্ধি কৌশল ব্যয় করিলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা প্রজাগণের রক্ত শোষণ ভিন্ন অন্য উপায়ে কি সম্পন্ন হইতে পারিবে? বিশেষতঃ পূর্ত্ত বিভাগ অপব্যয়ের রাজ্য, যে কার্য্যের ন্যায্য ব্যয় লক্ষ টাকা, সাত উদর পূরণ করিবার জন্য তাহাতে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। এ কার্য্য ভারতময় বিস্তৃতরূপে আরম্ভ হইলে সাধারণের ধন কতকগুলি শকুনিদ্বারা লুণ্ঠিত হইবে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় অভিপ্রায়ের মধ্যে অনেক ভয়ের কারণ নিহিত রহিয়াছে। যে সকল পব্লিক ওয়ার্ক হইতে টাকা উঠিবে না, তাহা রাজকোষের বার্ষিক আয় হইতে সম্পাদিত হইবে। টাকা উঠিবার উপায় টোল ও খেয়া বা কুত টাক্স, তাহাতে যথেষ্ট আয় হওয়া সম্ভাবিত নহে। অধিকাংশ ব্যয়ের কার্য্য বার্ষিক আয় হইতে যোগাইতে হইতেছে। বার্ষিক আয়ের উদ্বৃত্ত টাকা এরূপ বৃহৎ ব্যাপারে সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ মাত্র। ইহাতে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে বার্ষিক আয়বৃদ্ধির পন্থা দেখিতে হইবে। সে পন্থা দেখিতে হইলেই নূতন টাক্স স্থাপনের কথা উপস্থিত হইতেছে। রথ্যাকর স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে যে আয় হইবে, তদ্দ্বারা এত অধিক ব্যয় সম্পন্ন হইবার নহে। যদি পব্লিক ওয়ার্কের জন্য আবার টাক্স বৃদ্ধি করিয়া প্রজাপীড়ন করিতে হয়, তাহা অপেক্ষা ইহার কল্পনা এককালে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর।

তৃতীয় অভিপ্রায়, যে ঋণ গ্রহণ করা হইবে তাহা ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোথা হইতে লওয়া হইবে না। ... বিশেষ তাৎপর্য্য আমরা অবধারণ করিতে পারিতেছি না। ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে যেখানে অল্প সুদে পাওয়া যায়, তাহাই দেখিতে হয়। দেশে সুদের পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও বিদেশ অপেক্ষা ভাল। কিন্তু ভারতবর্ষ অপেক্ষা অন্যত্র যদি অধিক সুবিধা হয়, কেন তাহা পরিত্যাগ করা হইবে?

আমরা শুনিতে পাই, আমাদিগের ষ্টেট সেক্রেটারী এ বিষয়ে গবর্ণর জেনারলের সহিত একমত হইয়া কার্য্য করিতেছেন না এবং লর্ড নর্থব্রুক কোন কোন বিষয়ে আপত্তি করিলেও তাহা গ্রাহ্য না করিয়া স্বীয় মত প্রবল রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষীয়দের এরূপ মতভেদে কার্য্যের সমূহ ব্যাঘাত এবং আমাদিগের অনেক অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। আমাদিগের সন্দেহ হয়, পূর্ত্তবিভাগ উপলক্ষ করিয়া ষ্টেট সেক্রেটারী আপনার একটী [illegible]নার খেলা দেখাইতে প্রবৃত্ত [illegible]। যাঁহাদিগের হস্তে [illegible]নের ভার, তাঁহারা এরূপ খেলা [illegible] গেলে লোকের ভাগ্যের সঙ্গে ক্রীড়া করা হয়। আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনন্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব আপনার পরিমিত ক্ষমতার মধ্যে ইহার অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ষ্টেট সেক্রেটারীর ক্ষমতা অসীম, সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগও অল্প। তাঁহার অবিবেচনা নিবন্ধন রাজ্যের যত অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা, এত আর কিছুতেই নহে। আমরা আশা করি মার্কুইস অব সালিসবরী এরূপ গুরুতর কার্য্যে ধীরতা অবলম্বন এবং ভারতবর্ষীয় শাসনকর্ত্তাদিগের অভিপ্রায় অনুধাবন পূর্ব্বক যথা কর্ত্তব্য সাধন করিবেন।

ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটীর নিষ্পত্তি।

বিগত ৩ রা আগষ্ট ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটী তাঁহাদের নিষ্পত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। নিষ্পত্তির সার মর্ম্ম টেলিগ্রাফ যোগে এতদ্দেশে প্রেরিত হই-

য়াছে। এত কাল এত অর্থ পরিশ্রম ও মস্তিষ্ক ব্যয় করিয়া কমিটী যে নিগূঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তজ্জন্য এত আড়ম্বর করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, ভারতবর্ষের আবেদনের উত্তরে এই রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইলেই যথেষ্ট হইত, যে "পূর্ব্বাপর যেরূপ চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপই চলিতে থাকিবে" ইহাতে ভারতবর্ষ সন্তুষ্ট না হউক, কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সক্ষম হইত না। কমিটী বলিয়াছেন "প্রথমতঃ তাঁহাদের সংস্কার হইয়াছিল যে,যে ব্যয়-ভার কেবল ইংলণ্ডের স্কন্ধে থাকা বিধেয় তাহার কিয়দংশ অন্যায় পূর্ব্বক ভারতবর্ষের স্কন্ধে অর্পিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাঁহাদের এ সংস্কার এখন দূর হইয়াছে। বহুসংখ্যক সাক্ষীর দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগ ভারতবর্ষকে অবৈধরূপে মন্থন করিতে কখনই ইচ্ছুক নহে, সুতরাং তাহাদিগকে অপক্ষপাত-ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার অনুরোধ অনাবশ্যক। "হাউস অফ কমন্স" ভারতবর্ষের পক্ষ হইয়া তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।" কমিটী যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন ইহা বিচিত্র নহে। যে সকল সাক্ষীর প্রমাণ লওয়া হইয়াছে তাঁহাদের প্রায় সকলেই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, তাঁহারা স্বভাবতঃ গবর্ণমেণ্টের দোষ বর্ণনে সাহসী হইতে পারেন না। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারি-ভিন্ন অপর অভিজ্ঞ সাক্ষীর প্রমাণ গৃহীত হইলে, কমিটী এরূপ সিদ্ধান্তে কখনই উপনীত হইতে পারিতেন না। যে সকল সৎবিবেকী সৎসাহসিক কর্ম্মচারি সত্যের অনুরোধে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছেন, কমিটীর কোন কোন পক্ষপাতন্ধ সভ্য ভয় দেখাইয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল কারণে কমিটীর নিকট প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হয় নাই এবং বিচারও তদনুরূপ হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এখানে বিধিমতে ভারতবর্ষীয় অর্থ অপব্যয় করিয়া আসিয়াছেন। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগ রাক্ষসের ন্যায় ভারতবর্ষীয় অর্থ গ্রাস করিতেছে। ইহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার কোন প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইল না। একটী মন্ত্রী বৃদ্ধি করিবার যে সংকল্প হইয়াছে, উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হইলে তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা নচেৎ নহে। কিন্তু কেবল এতদ্দ্বারা পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের সকল দোষ দূর হইতেছে না, ইহা বালকেও বুঝিতে পারে। রাজস্ব কমিটী দেশীয় সাক্ষীর প্রমাণ গ্রহণ করিবার পরামর্শ স্থির করেন, এপরামর্শ মত কার্য্য হইলে কমিটী ভারতবর্ষ সংক্রান্ত অনেক অপব্যয়ের কথা জানিতে পারিতেন, এবং অপব্যয় নিবারণের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিবার সুযোগ পাইতেন। কিন্তু কমিটী সে সংকল্প নিষ্কারণে পরিত্যাগ করিলেন। ফল এই হইল যে ভারতবর্ষীয় অর্থ পূর্ব্বে যেমন জলের ন্যায় অপব্যয়িত হইত, সেই রূপ হইতে রহিল। কমিটী অনুরোধ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া যেন ইংলণ্ডের ব্যয় লাঘব করা না হয় এবং বলিয়াছেন "যে, যে ব্যয়ে ভারতবর্ষের কোন উপকার নাই, ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারির তৎপ্রদানে অস্বীকার করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।" কেই বা তাঁহাদের অনুরোধ শুনিবে, কেই বা তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করিবে! কিন্তু এই কথা দ্বারা একটী গুরুতর বিষয় স্থিরীকৃত হইল। ইতিপূর্ব্বে ওয়ার আফিস প্রভৃতি ভারতবর্ষের হিসাবে যে ব্যয়াংশ ধরিতেন, ষ্টেট সেক্রেটরি মনে করিতেন তাহার উপর তাঁহার আপত্তি করিবার কোন অধিকার নাই। কমন্স সভায় অনেকবার এই কথা উঠিয়াছে। অতঃপর এ আপত্তি আর চলিবে না। অতঃপর ষ্টেট সেক্রেটারি, যদি কোন বিষয়ে ভারতবর্ষের উপর অন্যায় ব্যয় ভার অর্পিত হইতেছে দেখেন, তৎক্ষণাৎ তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন। যদি কোন বিভাগের সহিত ষ্টেট সেক্রেটরির কোন মতভেদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বিভাগীয় কমিটী দ্বারা তাঁহার নিষ্পত্তি হইবে। কমিটী তাঁহাদের নিষ্পত্তি মধ্যে আর একটি আশ্চর্য্য মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে "ভারতবর্ষ বৃটীশ সাম্রাজ্যের অঙ্গ স্বরূপ। সাম্রাজ্য রক্ষার্থ যে ব্যয় হইবে তাহার অংশ তাহাকে বহন করিতে হইবে।" আমরা এ মতকে এই জন্য আশ্চর্য্য মনে করি যে ভারতবর্ষকে অন্যান্য বিষয়ে সাম্রাজ্যের অঙ্গ স্বরূপ জ্ঞান না করিয়া কেবল ব্যয়ভার বহন করিবার সময় ইহাকে তাহা মনে করা হইয়াছে। অন্যান্য স্বত্ব ও অধিকার বিষয়ে ভারতবর্ষ পূর্ব্বাবধি বঞ্চিত রহিয়াছে, কমিটী অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে কেবল ব্যয়াংশ বহন করিবার স্বত্ব ও অধিকারে ভূষিত বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। ইংলণ্ডের অন্যান্য উপনিবেশের সৈনিক ব্যয় ইংলণ্ডকে বহন করিতে হয়, কিন্তু ভারতবর্ষের সমুদায় সৈনিক ব্যয় ভারতবর্ষের স্কন্ধে দিয়া ইংলণ্ড নিরস্ত নহেন, তত্রত্য অতিরিক্ত ১৬০০০ সৈন্যের ব্যয় ভারও ভারতবর্ষের স্কন্ধে প্রদান করা হইয়াছে। শুদ্ধ তাহা নহে, সৈন্যদিগের জন্য ইংলণ্ডে যে সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ ও বাতুলাশ্রয় আছে, তজ্জন্য ভারতবর্ষকে বৎসর বৎসর ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন

ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অনেক গুলি কুপোষ্যের উদর পূর্ণ করিতেছেন। ইংলণ্ডস্থ উপনিবেশ আফিসের ও সেক্রেটারির ব্যয়ভার ইংলণ্ড বহন করেন, কিন্তু ইংলণ্ডস্থ ইণ্ডিয়া আফিস ও ষ্টেট সেক্রেটারির ব্যয়ভার ভারতবর্ষকে বহন করিতে হয়। অথচ উপনিবেশ সমূহের স্বত্ব ও অধিকার ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক। পার্লেমেণ্ট মহাসভায় ভারতবর্ষের জন্য এক জনও সভ্য মনোনীত হয় না। অনেক গুলি উপনিবেশে কর ও রাজস্ব সম্বন্ধে প্রজাদের মতামত চলে, ভারতবর্ষে তাহা চলে না। কেবল ব্যয়াংশ বহন করিবার সময় ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। কিন্তু ইংলণ্ড সে দিন অনায়াসে ভারতবর্ষীয় ঋণের প্রতিভূ হইতে অস্বীকার করিলেন। ইংলণ্ডের রাজনীতিকে ধন্যবাদ।

—

প্রাপ্ত।

আসামী ভাষা ও বঙ্গভাষা।

(গত বারের শেষ)

বঙ্গ ভাষা যত উত্তরে আসিতে লাগিল, ততই অল্পে অল্পে তন্মধ্যে পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল। আসামে আসিয়া যেরূপ শ, ষ, স তিন বর্ণ "হর" ন্যায় হইল, সিলেটে গিয়া "ক, খ," র অবস্থা প্রায় তদ্রূপ হইল। সিলেট অঞ্চলে ক খ প্রায় হর ন্যায় উচ্চারিত হয়। যাহা হউক নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া গেল, তদ্দ্বারা আসামের ভাষা ও বঙ্গ দেশের কোন কোন স্থানের চলিত ভাষার ব্যাকরণে যে কত প্রভেদ তাহা অনেকটা অনুভূত হইতে পারিবে। যথা,

আসাম	বঙ্গ
মই করিম,	মুই করিমু।
আমি করিলোঁ, কর্লোঁ	আমি করিনু। কর্নুম।
ভাল হল	ভাল হল।
গল, গেল, গৈল	গেল, গৈল।
নোয়ারে, নরে	নাপারে, নারে।
নোয়ারিলে, নরিলে।	নাপারিলে, নারিলে।
করিছিল	করিছিল।
হুইছিল	হইছিল।
আমাক দিলে	আমাকে দিলে।
ফুলর গাছ	ফুলের গাছ।
কত কিংবা কৈলৈ গৈছিলি	কোথা গিছিলি।
যিমান আছিল তিমান আছে	যেমন ছিল। তেমন আছে।
তুমি গিয়া থকা	তুমি গিয়া থাক।
তোমার নাম কি?	তোমার নাম কি?
মারিলা	মারিলা।
তুমি যাবা	তুমি যাবা।
তই যাবি	তুই যাবি।
করিবা, করিবি	করিবা, করিবি।
যি করোক	যে করুক।
কটারি দি কাট	কাটারি দি কাট।
ডাঙ্গর মাছ	ডাগর মাছ।
করিলে হেঁতেন	করিতেন।

অরুণোদয় ও বিলাসিনী হইতে নিম্ন লিখিত পদ্যটী উদ্ধার করা গেল। তদ্দ্বারা ও উভয় ভাষার ব্যাকরণের যে কত প্রভেদ তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে।

"এহেতু সকলো ত্যাগী মিস্যনরীগণ।
"সাগরর পার হৈয়া আসামে গমন॥
"বিদেশে স্কুল সকল করিয়া থাপন।
"মহানন্দে উপদেশ করিছে অর্পণ॥
"তথাপি আমার লোকে বোলে এবচন।
"জাত মারি আহিছে করিয়া ধ্বংসন॥
"হায় হায় সাংসারিক জ্ঞানী লোকগণ।
"কিয় আছা জগতেতে ঘুমে অচেতন॥
ইত্যাদি।"

"শরদ পূর্ণিমা রাতি।"
"দেখি হর্ষ পাইলোঁ আতি॥"
"কিবা ভৈল মনে মোর।"
"ভ্রমিবোহোঁ একেশ্বর।"
"আক মনে গুণি মই।"
"ব্রহ্মপুত্র পাইলোঁ গৈই।"
"আতিবড় নদ সিতো।"
"যোজন বহল যিতো॥"
"কল কল করে জলে।"
"পবন যেৰে হিল্লোলে।"
"বানি তার অনুপম।"
"ধবল গিরির সম। ইত্যাদি"

আসাম বিলাসিনী।

অরুণোদয় পত্রে লিখিত হইয়াছে "যে যদি আসামী ভাষা এবং বাঙ্গালা ভাষা এক ভাষা হয়, তবে হিন্দি ভাষা এবং বঙ্গ ভাষাকেও একমাত্র ভাষা বলিতে হইবে; কারণ হিন্দু ভাষার সহিত বঙ্গভাষার যত সাদৃশ্য, আসামী ভাষার সহিত তাহার তত ঐক্য নাই।" এই যুক্তি শ্রবণ করিলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। ইহা মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আসামী ভাষার সহিত বঙ্গ ভাষার যত ঐক্য, হিন্দি ভাষার সহিত যে তাহার শতাংশের একাংশও সাদৃশ্য নাই। ইহা চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট অপক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। হিন্দি ভাষার বর্ণমালা দেবনাগর, কিন্তু আসামী ভাষা বাঙ্গালা বর্ণমালাতে লিখিত হয়। হিন্দি ভাষার উচ্চারণ এবং ক্রিয়া কারকাদি সমুদায় প্রণালীই বঙ্গ ভাষা হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন। হিন্দি "হাম জায়েঙ্গে, তুম করোগে, তুম্হারা ঘর কঁহা।" বাঙ্গালা "আমি যাব কিংবা যামু," তুমি করিবা, তোমার ঘর কোথা," এবং আসামী "আমি যাম, তুমি করিবা, ও তোমার ঘর কত" ইহার মধ্যে কোন দুটীর অধিকতর সাদৃশ্য তাহা চক্ষুকর্ণবিহীন মনুষ্য ব্যতীত আর সকলেই অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

উক্ত পত্রে আরো লিখিত হইয়াছে যে শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ বহুকাল পর্য্যন্ত আসামে থাকিলে উত্তমরূপে আসামী ভাষা শিক্ষা করিতে পারেন না এবং কৃতবিদ্য আসামীগণ চেষ্টা করিলেও বাঙ্গালা ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন না। ইহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। যখন অরুণোদয়ের মতে ইউরোপীয় কর্ম্মচারী সমুদায়ে উত্তমরূপে আসামীভাষা শিক্ষা করিতে পারেন, তখন আসামীগণ যে বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালীগণ যে আসামী ভাষায় বুৎপন্ন হইতে পারেন না ইহা কে বিশ্বাস করিবে?

অরুণোদয় বলেন "যে আসামীগণের মুখের গঠন বাঙ্গালিদিগের মৌখিক গঠন হইতে বিভিন্ন, অতএব উভয়ে বিভিন্ন জাতি। আসামীগণ এবং বাঙ্গালীগণ এক মূল হইতে উৎপন্ন নহে।" ইহাও সত্যের বিপরীত। কেবল আহম, কছাড়ি, বহতিয়া প্রভৃতিকে আসামীয় বলিলে অরুণোদয়ের এ সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারিত; কিন্তু ব্রাহ্মণ, গণক, কায়স্থ, কেওট ও কোন কোন কোচবংশ এই কতিপয় কুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহাদের মুখমণ্ডলে বাঙ্গালি জাতির চিহ্ন জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারাই প্রকৃত আসামী। আহমা'দ যে যথার্থ আসামী নহে, ইহা আসামে সর্ব্ববাদি-সম্মত।

আসামিদিগের আচার ব্যবহারের সহিত বাঙ্গালীদিগের আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা আছে বলিয়া উভয়ে যে এক জাতি নহে ইহাও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু বোধ করি বাঙ্গালিদিগের আচার ব্যবহারের সহিত আসামীদিগের ব্যবহারা-

দির অসাদৃশ্যও যে সামান্য তাহা অকণোদয় অবগত নহেন। আসামের আচার ব্যবহার বঙ্গদেশের অনেক স্থানে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

আসাম দেশের সকল বিষয়ে উন্নতি হয় ইহা আমরা প্রার্থনা করি; কিন্তু সত্যের বিলোপ দেখিতে পারি না। আসামীগণ ও গবর্ণমেণ্ট আসামের চলিত ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষারূপে পরিণত করিতে চেষ্টা করুন, কিন্তু আসামী ও বাঙ্গালা উভয়ে বাস্তবিকই যে স্বতন্ত্র সেন এরূপ অসত্য প্রচার করিতে কেহ প্রয়াস না পান ইহাই আমার প্রার্থনা।

আসাম। শ্রী———অ।

আমাদিগের লক্ষ্ণৌস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। আর একটী কলহ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। অযোধ্যা প্রসাদ নামক জনৈক হিন্দু মিউটীনীর সময় এক বাটী ক্রয় করে, ঐ বাটীর মধ্যে একটী মসজিদ আছে! মসজিদটী বাটীর এমত স্থানে নির্ম্মিত যে তাহাতে দাঁড়াইলে ভিতরের সমস্ত দেখা যায়। অযোধ্যা প্রসাদ বাটী ক্রয় করিবার সময় গবর্ণমেণ্ট হইতে এমত অনুমতি লন যে ঐ মসজিদে কোন মুসলমান নেমাজ পাঠ করিতে পাইবে না; সুতরাং বহু কালাবধি উহা অব্যবহৃত ছিল। এক্ষণে কিছুদিন হইল একজন মোল্লা বলপূর্ব্বক ঐ মসজিদে প্রবেশ করিয়া নিয়মিতরূপ চীৎকার পূর্ব্বক স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নেমাজ পাঠ করিতে আহ্বান করে। মোল্লার চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া এক এক করিয়া অনেকগুলি মুসলমান তথায় উপস্থিত হয় এবং নেমাজে প্রবৃত্ত হয়। ক্রমে মুসলমানেরা ঐ মসজিদটীকে আপনাদের দৈনিক উপাসনা স্থল করে। অযোধ্যা প্রসাদ ইহা দেখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচার করিয়া মোকর্দ্দমা ডিসমিস করেন। অযোধ্যা প্রসাদ তৎপরে কমিসনরের কাছারিতে পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করে, কমিসনর সাহেব অনুমতি দিয়াছেন যে যত দিন না মোকর্দ্দমা শেষ হইবে, তত দিন কোন মুসলমান ঐ মসজিদে প্রবেশ করিতে পাইবে না; তিনি কতকগুলি কনষ্টবলকেও ঐ স্থানে নিয়োগ করিয়াছেন যাহাতে কোন সম্প্রদায় দ্বারা কোন প্রকার অত্যাচার না হয়, তাহারা তজ্জন্য সতর্ক থাকিবে।

২। আয়েশবাগের মেলা প্রতি বৎসরে দুই মাস প্রতি শুক্র ও শনিবারে হইয়া থাকে। এই মেলা নবাব আশফদ্দৌলা দ্বারা স্থাপিত। ইহার উদ্দেশ্য অতি উৎকৃষ্ট ছিল, কিন্তু ইহার বর্ত্তমান দশা অতি ঘৃণাকর বলিয়া বোধ হয়। যে স্থানে পূর্ব্বে শত শত উদাসীন আসিয়া বেদাদি পাঠ ও ধর্ম্মের চর্চ্চা করিত, সে স্থানে আজ কাল শত শত বদমায়েস আসিয়া অতি জঘন্য ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকে।

৩। কিছু দিবস হইল নবাবগঞ্জে একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে, বসু কোং কার্য্যাধ্যক্ষ বাবু হরিনাথের বাসায় এই ডাকাইতি হয়। ডাকাইতেরা হরিনাথ বাবুর ধন লুঠ করিতে আইসে নাই, তাহারা তাঁহার প্রাণ নাশের চেষ্টায় ছিল, সৌভাগ্য বশতঃ নিষ্ফল হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে।

৪। ভদ্রবেশধারী মাতালদের জ্বালায় বাঙ্গালি নামে কলঙ্ক হইতেছে। তাহাদের রাস্তায় রাস্তায় মাতলামী, বেশ্যালয়ে মারামারি ইত্যাদি জঘন্য কর্ম্ম দ্বারা বাঙ্গালী সাধারণের অনিষ্ট হইতেছে। আজ কাল এই প্রকৃতির লোক এখানে এত অধিক হইয়াছে যে একটা না একটা ঘটনা প্রায় প্রত্যহই ঘটিতেছে। সে দিবস ৩।৪ জন বাবু এক বারবনিতার বাটীতে দাঙ্গা করিয়া আপনাদের মস্তক ফাটাইয়াছিলেন। কি লজ্জার বিষয়, তাঁহারা কেমন করিয়া মুখ দেখাইতেছেন? তাঁহাদের উচিত যে তাঁহারা এই দণ্ডেই এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যান।

৫। উইলিয়ম সাহেবের নামে রাজা আমীর হোসেন ও ফরজন্দ আলী যে অভিযোগ করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ বিচার ফাইজাবাদের ডেপুটী কমিসনরের কাছারিতে হইয়াছে। ব্যারিষ্টার টমাস ফরবস, ডেভিস, উকীল জ্যাকসন ও হলেবেরি সাহেব, মুন্সি ইম্তাজ আলী ও মামটাজ আলী রাজাদের হইয়া ওকালতি স্বীকার করিয়াছেন এবং সাইক্স সাহেব ও পণ্ডিত শ্রীকৃষণ উইলিয়ম সাহেবের পক্ষে উকীল ছিলেন, এই মোকদ্দমার বিচার শুনিতে সকলেই উৎসুক হইয়া রহিয়াছেন। মকর্দ্দমার সাক্ষী যত বড় বড় লোক আছেন। সার জর্জ কুপার সাহেবের সাক্ষ্য কমিশন দ্বারা লওয়া হইবেক।

৬। যে দেশীয় খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী যুবার নামে সারজেণ্ট মাকার্থী বলাৎকার করার অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহার ১।০ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। ১৬ মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত আর দুই মাস নির্জ্জন। এই যুবার বারিষ্টার ডেবিশ সাহেব অতি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। মেথডিষ্ট—প্রচারক গণ ও সম্প্রদায়—এই যুবার জন্য ন্যূনাধিক ১৫ দিবস গীর্জাতে বিশেষ অধিবেশন করিয়া ঈশ্বরের নিকট উপাসনা করেন, কিন্তু কিছুতেই হতভাগ্য নিষ্কৃতি পাইল না।—এই মোকর্দ্দমা সম্বন্ধীয় ৩ জন সাক্ষীরও কারাবাস হইয়াছে।

৭। শুনিলাম এখানকার কোন একজন বড়সাহেবের স্ত্রীর একটী প্রিয় বিড়াল ছিল। একদা ঐ বিড়াল খানসামার গৃহে মৃত পড়িয়া থাকে। বিড়ালকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া সাহেব ডাক্তার ডাকিয়া পাঠান। ডাক্তার সাহেব বলেন যে বিড়াল কোন পীড়ায় মরে নাই, কেহ উহার প্রাণ নাশ করিয়াছে। ইহাতে সাহেব খানসামাকে মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে পাঠান। মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচার করিয়া খানসামার ১।০ বৎসর কারাদণ্ড দিয়াছেন।

৮। জ্বর ও চক্ষের পীড়া এখানে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। এক প্রকার মক্ষিকা আছে, তাহা চক্ষে বসিলে প্রথম ফোস্কার মত হয় তৎপরে বিলক্ষণ ক্ষত হয়।

৯। সপ্তাহ কাল অতীত হইল দুইজন স্ত্রীলোক এক জুয়াচুরিতে ধরা পড়িয়াছে। কোন এক মুসলমানের কন্যা অদ্য ১০।১২ দিবস হইল সর্পাঘাতে মারা পড়িয়াছে; উপরিলিখিত স্ত্রীলোকদ্বয় ঐ মুসলমানের বাটীতে গিয়া বলে যে তাহারা সর্পদংশনের অতি উত্তম মন্ত্র ও ঔষধি জানে এমন কি ১৬ দিবস কিম্বা মাসাবধি যে লোকের সর্পাঘাতে কাল হইয়াছে, তাহাকে তাহারা জীবিত করিতে পারে। মুসলমান তাঁহাদের কথায় সহসা বিশ্বাস করিয়া ৫ টাকা ও ১০ সের আটা ইত্যাদি দিল। তৎপরে স্ত্রীলোকদ্বয় কবরের নিকট গিয়া একখানি কাপড় ভিজাইয়া গোরের উপর রাখিল এবং বলিল যদ্যপি এই কাপড় না শুকায়, তাহা হইলে তাহারা ঐ কন্যাকে বাঁচাইতে পারিবে। কিন্তু কাপড় শীঘ্র শুষ্ক হইল, তখন অনন্যোপায় হইয়া ঐ স্ত্রীলোকেরা বলিয়া উঠিল যে কন্যাটী সর্পাঘাতে মরে নাই, অন্য কোন বিষাক্ত জন্তুর দংশনে মরিয়াছে। এই ব্যাপার দেখিতে বহুসংখ্যক লোক গাড়ি ঘোড়া করিয়া গিয়াছিলেন; এমন কি সেখানে মিঠাইয়ের দোকান প্রভৃতি বসিয়াছিল।

১০। আউড এণ্ড রোহিলখণ্ড রেলওয়ে কোম্পানির নূতন চিফ্ একাউনটাণ্ট উইলিয়মস্ হে সাহেব কলিকাতার বিখ্যাত সওদাগর গিলাণ্ডর কোং

বাটী হইতে আসিয়াছেন, আমরা ভরসা করি যে সাহেব তাঁহার পূর্ব্বাধিকারী ওয়াকার সাহেবের মত প্রত্যেক কর্ম্মচারীর প্রতি সদয় ব্যবহার করিবেন। ওয়াকার সাহেবের দয়ার ও প্রীতির গুণে সকল লোক তাঁহার বশীভূত ছিল। যে দিবস তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিলাত গমন করিয়াছিলেন এমন কেহ ছিল না যে তাঁহার জন্য একবার অশ্রুপাত করে নাই।

১১। একজন মনুষ্য লক্ষ্ণৌ ষ্টেসনে রেলগাড়ী চাপা পড়িয়া মরিয়াছে, অপর একজন গোমতী নদী তটে বজ্রাঘাতে মারা গিয়াছে।

১২। বৃষ্টি মধ্যে মধ্যে হইতেছে কিন্তু গ্রীষ্ম অত্যন্ত রহিয়াছে।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

গত ৫ই আগষ্ট বুধবার গবর্ণর জেনেরল "সোনামুখী" ষ্টিমারে ঢাকায় উপনীত হইয়াছেন। মিটফোর্ড হাঁসপাতাল ও বাতুলালয় দর্শন করিয়া লালবাগে গমন করেন। রাত্রিতে "রোটাস" ষ্টিমারে লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের সহিত একত্র ভোজন করেন। বৃহস্পতিবার পিলখানা, কালেজ এবং ঢাকার অন্যান্য বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া বেড়ান। অপরাহ্নে স্থানীয় জলের কলের মূল প্রস্তর প্রোথিত করেন এবং তথাকার কমিসনরের সহিত একত্র ভোজন করেন। রাত্রিকালে খাজে আব্দুল গণির বাটীতে এক মজলিসে যান। শুক্রবার প্রাতঃকালে কাছাড়, শ্রীহট্ট এবং আসাম দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।

ফ্রেণ্ড পাঠে অবগত হওয়া গেল পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি চাউলের কল তুলিয়া দিয়াছেন এবং তথায় পাটের কল স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। ক্যানিঙের ভাগ্যে পরে আরো বা কি হয়?

গত জুলাই মাসে একটী বাত্যা সাগর দ্বীপের মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে বহিয়া ছিল। উক্ত দিবস কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানে উহার ঈষৎ প্রকোপ প্রকাশ পাইয়াছিল।

বারিষ্টার ফিলিপস সাহেব ঠাকুর আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। অকারণে শ্যামাচরণ বাবুর অধিকার লোপ করা ভাল হয় নাই।

জুলাই মাসে ভারতবর্ষীয় চিত্রশালিকা দর্শনার্থ ১৮,২৮৪ ব্যক্তি গিয়াছিল। তন্মধ্যে এদেশীয় ১৬, ১৯৬ পুরুষ এবং ১১,৬৮৩ স্ত্রীলোক। ইউরোপীয় দর্শকের মধ্যে পুরুষ ৩১০ এবং স্ত্রীলোক ৯৫ জন।

এবৎসর জুলাই মাসের মধ্যে ২২,৮২,৯০০ পাউণ্ড চারপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসর ঐ জুলাই মাসে ১৭,৩৯,২৩০ পাউণ্ড রপ্তানি হইয়াছিল। জানুয়ারি অবধি এ বৎসর রপ্তানির পরিমাণ ৭৪,৩২,৭৩৮ পাউণ্ড,গত বৎসর এই সময়ে ৬১,৮৩,৬৬৫ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছিল।

অবগত হওয়া গেল কমাণ্ডার ইনচিফ আজ্ঞা দিয়াছেন যে দার্জ্জিলিং প্রথম শ্রেণী স্বাস্থ্যকর স্থান রূপে পরিগণিত হইবে, হিমালয় পর্ব্বতে সর্ব্বশুদ্ধ ৬টী স্বাস্থ্যকর স্থান আছে—কসোলি লাণ্ডোর মরী ডালহাউসী, নয়নীতাল এবং দারজিলিং। যে সকল স্থান ২৮০ শত লোকের বাসোপযোগী নয়, তাহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বাস্থ্যকর স্থানে বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

অবগত হওয়া গেল নেটিব সিবিল সার্ব্বিস শ্রেণী আগামী ১ লা সেপ্টেম্বরে খোলা হইবে। প্রবেশার্থী ছাত্রেরা হুগলী কালেজের অধ্যক্ষ থোয়েট সাহেবের নিকট ১৬ এ আগষ্টের মধ্যে আবেদন করিবেন। যত দিন তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে আছেন, তাহার বিবরণ উক্ত আবেদনের সঙ্গে দিতে হইবে।

১ লা আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২০৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের মৃত্যু সংখ্যা ১৮৫ জন ছিল।

গত রবিবার রাত্রে প্রসন্ন কুমার মল্লিক নামক জনৈক পুরাতন চীনা বাজারের ফোটোগ্রাফের স্ত্রী উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

আগামী ২২ এ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার হইতে ২১ এ নবেম্বর শনিবারে পর্য্যন্ত হাইকোর্টের অরিজিনাল ও আপীল বিভাগ বন্ধ থাকিবে।

টি, জে, সি, গ্রাণ্ট সাহেব পুনরায় রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারি নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার বারাণসী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অদ্যাপিও সম্পূর্ণ সুস্থ হন নাই।

ঢাকার কালেজ এবং বিদ্যালয় সমূহ লর্ড নর্থব্রুকের সম্মানার্থে এক সপ্তাহ বন্ধ হইয়াছে।

সম্প্রতি গঙ্গায় একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। গত মঙ্গলবার বাবু ভূষণ চন্দ্র লাহিড়ী নামক জনৈক আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিজ স্ত্রী ও কন্যার সহিত হাটখোলা হইতে হাবড়াতে পার হইতে ছিলেন। ক্ষণকাল পরে নৌকা খানি স্রোতে চালিত হইয়া নূতন সেতুতে আসিয়া পড়ে এবং জল মগ্ন হইয়া যায়। ভূষণ বাবু তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য জলে পতিত হন এবং স্রোতে ভাসমান হইয়া যান। তাঁহার স্ত্রীর মৃত দেহটী কেবল মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, একজন ধনাঢ্য রাজা প্রেসিডেন্সি কালেজের একটী ঘড়ির জন্য ৪০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

অক্টোবর মাসের মধ্যে গঙ্গার সেতুর পূর্ব্ব ভাগটী সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা।

মিরর পাঠে অবগত হওয়া গেল লার্ড নর্থব্রুকের স্মরণার্থ রাজা কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর ২০,০০০ বিংশতি সহস্র মুদ্রা দিয়াছেন। এ টাকার ফণ্ডটী "কালীনারায়ণ রায় ফণ্ড" নামে অভিহিত হইবে এবং উক্ত টাকা হইতে যে সকল জমীদারের সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের খাজনা না দেওয়াতে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা তাঁহাদিগকে দেওয়া হইবে। রায় কালীনারায়ণের পুত্র যে, স্থানে নর্থব্রুক তীরে উঠিয়াছিলেন সেই স্থানে একটী ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। তাহার নাম "নর্থব্রুক ঘাট" রাখা হইবে।

বেঙ্গল টাইমস বলেন যে সার রিচার্ড টেম্পল বাত রোগে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। জগদীশ্বর শীঘ্র তাঁহাকে আরোগ্য করুন।

উত্তর পশ্চিম।

ফ্রেণ্ড পাঠে অবগত হওয়া গেল যে পশ্চিম ভারতে আজিও কন্যা বিক্রয় প্রথা প্রচলিত আছে। সম্প্রতি দুইজন ভদ্র লোক, যাহাদের বয়স সর্ব্বশুদ্ধ ১২০ বৎসর ১১ একাদশ ও ১৫ পঞ্চদশবর্ষীয়া দুইটী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। একজন বালিকার পিতা ৫০০০ টাকা পণ লইয়াছেন।

চিতোরে এক ব্যক্তি নিজ সন্তানকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়া তাহার ফাঁসি হইয়াছে।

দিল্লী গেজেট বলেন বিহারে টাক্স সংস্থাপক বিশ্বনাথকে গোয়ালিয়রের মহারাজা ১৫০০০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

পঞ্জাব গেজেটে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে যে "একজন উপযুক্ত এদেশীয় সম্পাদক আবশ্যক মাসিক বেতন ২০ কিম্বা ৩০ টাকা।" ইংলিশমান এতদ্দর্শনে বলিয়াছেন "দেশীয় সংবাদ পত্র সকল "রাবিসে' পূর্ণ।" ইংলিশমান যথার্থই বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জানা আবশ্যক যে দেশীয় অনেক সংবাদ পত্রে সময়ে সময়ে ভাল ভাল বিষয় লেখা হয় এবং উহাদ্বারা ইংলিস ম্যান মাত্রেরই চৈতন্য হইয়া থাকে।

কহিনুরের একজন সংবাদ দাতা পেশাবার হইতে লিখিয়াছেন তথাকার নিয়ম এই যে বিবাহ

কাললে বন্দুক ছুড়িতে হইবে। ইহাদ্বারা সময়ে অনেক দুর্ঘটনাও হইয়া থাকে। সম্প্রতি ৮।৯ জনের গাত্রে অগ্নি লাগিয়া এরূপ ভয়ানকরূপে দগ্ধ হইয়াছে যে তাহাদের জীবনাশায় হয় ত বিসর্জ্জন দিতে হইবে। এরূপ বিপদ যাহাতে আর না হইতে পারে তাহা করা নিতান্ত আবশ্যক।

দিল্লির ইউরোপীয় টেলিগ্রাফ মাস্টার কমিস্নর সাহেব আপিসে গৃহের বাহিরে দণ্ডায়মান, এমন সময় তথায় একটী বজ্রাঘাত হয়। উহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

আমরা গত বারে যে উড্ডুক্ষু ফরাসি ব্যক্তির বিষয় লিখিয়াছিলাম, এক্ষণে পত্রান্তরে দেখিয়া দুঃখিত হইলাম, বেলুন হইতে পড়িয়া উহার মৃত্যু হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি ভূমি হইতে ৫০০০ হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিয়া উড়িতে উড়িতে ক্রমে নিম্নে আইসেন, কিন্তু প্রবল বায়ুবেগ বশতঃ স্খলিতগতি হইয়া পক্ষ সহিত, সজোরে ভূমে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন। স,চ।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজে যে নুতন বরফ কারখানা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যহ ৪।।০ সাড়ে চারি টন বরফ পাওয়া যাইবে।

গাঞ্জামের নিকট বহরমপুর নামক স্থানে একটী সূত্রধর রথ চক্রে পড়িয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। পুরোহিতেরা ইহার নানা যুক্তি দেন (১) জগন্নাথ দেব এই বৎসরে নুতন শরীরে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া নিজ মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য সূত্রধরকে গ্রাস করিয়াছেন। (২) সূত্রধর জগন্নাথ দেবকে অত্যন্ত ক্লেশ দিয়াছিল এই হেতু তিনি রাগত হইয়া তাহার প্রাণ হরণ করিয়াছেন। (৩) জগন্নাথদেব তাঁহার নিজ নুতন রথের উপর সন্তুষ্ট হইয়া ইহার প্রস্তুত কারী প্রধান সূত্রধরকে ত্রাণ করিয়াছেন। (৪) তাহার ভগ্নী সুভদ্রার রথ তাঁহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হওয়াতে ভ্রাতৃস্নেহ বশে রাগত হইয়া নির্ম্মাণ কারীকে বধ করিয়াছেন ইত্যাদি। লোকের বিশ্বাস এক আশ্চর্য্য পদার্থ।

অনেক দিন হইতে এচিনপলির টাংগুলাস্ ও বডাগোলাস নামক দুইটী জাতি পরস্পর অত্যন্ত বিবাদ করিতেছে। তাহাদিগের বিবাদের কারণ এই যে কপোল দেশে কিম্বা নাসিকায় একটী জাতীয় চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে। কেহ কেহ বলে, নাসিকা হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত ঐ চিহ্নটী বিস্তৃত থাকিবে, ইহা সংস্কৃত পুস্তকে লেখা আছে।

একজন মান্দ্রাজ সিপাহি কিঞ্চিৎ অলঙ্কারের জন্য একটী জীবিত বালককে মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত করে। পরে শীঘ্রই বৃষ্টি হওয়াতে উপরের মৃত্তিকা ধৌত হয়। বালকর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। কি ভয়ানক!!

বৌদ্ধদেবের একজন সেবক সম্প্রতি কাণ্ডিতে কৃত্রিম টাকা প্রস্তুত করিয়াছিল বলিয়া ধৃত হইয়াছে।

পিনার হইতে এক শত মাইল দূরে একটি টিনের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই খনি হইতে টিন সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত একটী কোম্পানির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের ২০ লক্ষ টাকা মূল ধনের আবশ্যক হইবে।

বোম্বাই।

হল নামক যে সাহেব মহোদয় মত্ত অবস্থায় দুইটী এদেশীয়কে বধ করিয়াছিলেন তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইবে। ইনি এক্ষণে কোলাবা বাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন।

গত সপ্তাহে একটী বালিকা ট্রামওয়ের উপর পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

জুনগরের মহারাজের দাওয়ানের মৃত্যু হইয়াছে।

বোম্বাইর অনরেবল নারায়ণ বাসুদেবের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে, তিনি নিজ উৎসাহ ও পরিশ্রম গুণে ১০ টাকা বেতনের কেরাণী হইতে তত্রত্য গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং প্রভূত ধনশালী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

বোম্বাইর ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার জন্য মিঃ সরাবজি সাপর্জিকে মনোনীত করা হয়, কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে যে শাসন কর্ত্তা পার্সিদিগের উপর অসন্তুষ্ট, তাহার সভায় তিনি সভ্য হইতে পারেন না। ইঁহার জাত্যানুরাগ প্রশংসনীয় বটে।

ইউরোপ।

ডাক্তার ফেরার এডিনবরার ডিউকের গৃহচিকিৎসক হইয়াছেন।

আলডারসটে প্রিন্স অব ওয়েল্স নিজ ঘোটক হইতে ভূমিতলে পতিত হন। কিন্তু কোন গুরুতর আঘাত লাগে নাই।

আগামী মাসে ব্যারিষ্টার এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্গলার বাবু আনন্দমোহন বসু কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

গত ১১ ই জুলাই জর্ম্মণির যুবরাজ তাঁহার স্ত্রী এবং প্রিন্স ও প্রিন্সেস অব ওয়েলস হার্ট ফিল্ড হাউসে মার্কুইস অব স্যালিসবরির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

লণ্ডনের লার্ড মেয়র পুনরায় ২,০০,০০০ লক্ষ টাকা সেণ্ট্রাল রিলিফ ফণ্ডে পাঠাইয়াছেন, এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন আরও টাকা আবশ্যক আছে কি না? কিন্তু কামটী তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন যে যে টাকা তাঁহাদের নিকট আছে তাহাতেই এই বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত চলিয়া যাইবে।

—রুশিয়ার সম্রাট লণ্ডন পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে দরিদ্রদিগের নিমিত্ত দশ হাজার টাকা লণ্ডন দাতব্যালয়ে প্রদান করেন।

ইউরোপে এরূপ প্রচার যে তাস্কান্দের একজন দূতকে শিয়রালী কদ্ধ করিয়াছেন এবং রুসীয়দের সহিত যুদ্ধ আশঙ্কা করিয়া কাবুলের সীমান্ত দেশে দশ হাজার সেনা সসজ্জা করিয়া রাখিয়াছেন। বার্লিণ এবং সেণ্টপিটর্স বর্গে সংবাদ পত্র সমূহে আন্দোলন হইতেছে।

বিবিধ।

যসোরা নগর আজিও জলে পরিপূরিত হইয়া আছে। বহুবিধ সর্প ও অন্যান্য সরীসৃপ এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখানে উত্তর পশ্চিম আকাশে একটী ধূমকেতু দেখা গিয়াছে।

আজি কাল পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানে ক্রমশঃ দুর্ভিক্ষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি এডেনের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে জলের দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাস অবধি সেস্থানে বৃষ্টি হয় নাই।

কিছু দিন হইল টাকা ব্যবসায়ীদিগের একটী বর ঢোলপুরের পুনরাগমন করিতেছিল। পথিমধ্যে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়। দস্যুরা কন্যাটীর সমুদায় অলঙ্কার লইয়া পলাইয়াছে।

শুনা গেল একজন মালয় দেশীয় স্ত্রীলোক দুইটী যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছে। তাহাদের পৃষ্ঠদেশের নিম্নভাগ মাংস দ্বারা সংযুক্ত। মাতা এবং সন্তানদ্বয় সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া আছে। ডাক্তারেরা বলেন তাহারা অনেক দিন বাঁচিতে পারে।

বাণিজ্য সুগম করিবার জন্য উরগঞ্জ হইতে

হবাট ও মেস্‌ড পর্য্যন্ত দুইটী রাস্তা প্রস্তুত করা হইতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন রাম্‌রিতে একটী অত্যন্ত শোচনীয় হত্যা কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। একজন দেশীয় জজ একজন দস্যুকে ৪ মাস মেয়াদ দেন। দস্যু বিচারালয় হইতে পলায়ন করে এবং পরক্ষণেই একখানি ছোরা লইয়া এজলাশে প্রবেশ করে এবং সেই ছোরা দ্বারা জজের পৃষ্ঠদেশে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করে। হন্তা পুনরায় পলায়ন করিয়াছে।

মিরর পাঠে জানা গেল, গল জেলায় এক- মেওয়ানা নামক স্থানে একটী স্ত্রীলোক এক অদ্ভুত জানোয়ার প্রসব করিয়াছে। ইহার অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত একটী লেজ আছে। এই জন্তু আজিও জীবিত আছে। ডারউইন সাহেবের শিষ্যগণ আনন্দিত হউন।

জাপানে একখানি পঞ্চ প্রদর্শিত হইতেছে। ইহার নাম নি পন চি!"

নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে পারস্য দেশে একটী আশ্চর্য্য রীতি প্রচলিত আছে। তথায় যখন কোন শোকোদ্দীপক নাটক অভিনীত হয়, শ্রোতারা ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে। তখন একজন ধর্ম্ম যাজক খানিক তুলা হাতে করিয়া সকলের নিকট গিয়া তাহাদের চক্ষু নিঃসৃত জলে তুলা ভিজাইয়া অশ্রু সংগ্রহ করেন এবং পরে সেই তুলা নিংড়াইয়া এই চক্ষের জল বোতলের মধ্যে পুরিয়া রাখেন। পারস্যবাসীদিগের এইরূপ বিশ্বাস যে যখন কোন রোগী মৃত্যু যাতনায় অধীর ও অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং কোন ঔষধে কোন উপকার করে না, তখন ইহার এক বিন্দু পান করাইলে রোগী সজীব হইয়া উঠে।অ,বা প।

লান্সেট পত্রিকা বলেন যে ডাক্তার ডাক্‌ওয়ার্থ একটী মলম দ্বারা কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য করিতেছেন। বারথলোমিউ হস্পিটালে এক ব্যক্তি এই ভয়ঙ্কর রোগদ্বারা আক্রান্ত হইয়া আগমন করে, ডাক্তার তাহাকে প্রায় আরোগ্য করিয়াছেন। উক্ত মলমের প্রধান উপকরণ আন্দামান দ্বীপ পুঞ্জে পাওয়া যায় এবং উহাকে গুর্জ্জান বলে। ঐ

শুনাগেল ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার ষ্টলিজ্‌কা সাহেবের স্মরণার্থ লে নগরে তাঁহার মৃত দেহের উপর সাধারণ ধনাগারের ব্যয়ে একটী কবর নির্ম্মাণ করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। কলিকাতার মিউজিয়মেও তাঁহার একটী প্রতিমূর্ত্তি রাখা হইবে। আরও আসিয়াটিক সোসাইটির গৃহে উক্ত বিখ্যাত পদার্থবিদ্‌ পণ্ডিতের [illegible] একটী চিহ্ন স্থাপন করিবেন।

প্রেরিত।

উপাসক মণ্ডলীর সভা।

গত রবিবার শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে সঙ্গতের যে অধিবেশন হয় তাহাতে এই স্থিরীকৃত হইল যে (**) বাবু ও কোন কোন প্রচারক মহাশয়ের মধ্যে যে বিবাদ চলিতেছে তাহাতে সেই সেই প্রচারক মন্দিরে আচার্য্যের আসনের উপযুক্ত কি না ইহার মীমাংসার ভার উপাসক মণ্ডলীর উপর ন্যস্ত হয়। এ অতি উত্তম প্রস্তাব। উপাসক মণ্ডলী যে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি শ্রদ্ধা পক্ষপাতিতা কিংবা বিদ্বেষ ভাব দ্বারা চালিত হইবেন না, মীমাংসার জন্য ভক্তিভাজন প্রচারক একজন সামান্য ব্রাহ্মকে সমজ্ঞান করিবেন এবং কাহারো মুখাপেক্ষী না হইয়া কেবল প্রমাণ দৃষ্টে ঈশ্বর ও সত্যের মুখ চাহিয়া কার্য্য করিবেন ইহাতে উভয় পক্ষের ও ব্রাহ্মমাত্রেরই বিশ্বাস আছে, ভরসা করি যে উপাসক মণ্ডলী এই বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য-করিবেন। কিন্তু উপাসক মণ্ডলী সম্বন্ধে বর্ত্তমান বিষয় ভিন্ন আরও বক্তব্য আছে নিবেদন করিতেছি।

ব্রাহ্ম সমাজের উপর ব্রাহ্ম সমাজেরই সর্ব্ব প্রধান কর্তৃত্ব সন্দেহ নাই। উপাসকমণ্ডলী ব্রাহ্ম সমাজের অপর নাম বলিলে হয়; সুতরাং ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য সম্বন্ধে উপাসক মণ্ডলীর সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা। সে দিন আচার্য্য মহাশয়ও বলিয়াছিলেন যে মন্দিরে আচার্য্য নিয়োগ বিনিয়োগ বিষয়ে উপাসক মণ্ডলীর সম্পূর্ণ অধিকার! ইচ্ছা হইলে তাঁহারা পাঁচবার একজনকে আচার্য্য পদে নির্ব্বাচন, ও পাঁচবার তাহাকে পদ-বিচ্যুত করিতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্য্য যাঁহার ক্ষমতা এতদূর, সেই উপাসকমণ্ডলীর অস্তিত্ব আমরা ব্রাহ্মসমাজের কোন কার্য্যে দেখিতে পাই না!। ইহাতে আচার্য্য মহাশয় কিম্বা প্রচারক মহাশয় দিগের কোন দোষ নাই, এ দোষ সর্ব্বসাধারণ ব্রাহ্মের। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি ব্রাহ্মদিগের ক্ষমতা নাই, অর্থাৎ, ব্রাহ্ম সমাজ যে তাঁহাদিগের নিজস্ব, কয়েকটী বিশেষ ব্যক্তির নহে, এই জ্ঞান প্রায় কোন উপাসকের নাই সুতরাং উপাসক মণ্ডলী সভা মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছেন। প্রচারক মহাশয়দিগকে ধন্যবাদ দিতে হয় যে তাঁহারা নিজে নিজে ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় কার্য্য করিতেছেন, তাহা না হইলে ব্রাহ্ম সমাজের দশা কি হইত বলা যায় না। উপাসকেরা ভাবেন "অমুক অমুকের মন্দিরে আসিয়া উপাসনা করা আমাদিগের কার্য্য, ব্রাহ্ম সমাজের কি হইল না হইল তাহাতে আমাদিগের আবশ্যক কি? তাহা অমুক অমুকেই দেখিবেন।"

যেন উপাসক মণ্ডলী অপ্রাপ্তব্যবহার শিশু ভিন্ন কিছুই নন; অপ্রাপ্ত ব্যবহার শিশু যেমন কার্য্যাধ্যক্ষের উপর অন্ধভাবে নির্ভর করিয়া নিয়মিত সময়ে খ ইতে পাইলেই সন্তুষ্ট হয়, আমার বোধে উপাসকেরাও সেইরূপ। তবে কি না, পূর্ব্বকালীন অপ্রাপ্তব্যবহার হিন্দু শিশুদিগের কার্য্যাধ্যক্ষ ব্রাহ্মণেরা, ইদানীন্তন বৈষ্ণব শিশুদিগের কার্য্যাধ্যক্ষ গোস্বামিগণ যেমন তত্তৎ শিশুদিগকে বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্ব্বক সামাজিক স্বাধীনতা ও প্রভুত্বরূপ ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন; ব্রাহ্মদিগের সৌভাগ্য যে তাঁহাদিগের বর্ত্তমান কার্য্যাধ্যক্ষগণ সেরূপ নন। ব্রাহ্মণাধিপত্য লোপ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য, প্রকারান্তরে তাহা স্থাপন উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আমাদিগের কার্য্যাধ্যক্ষ প্রচারকগণের এইরূপ উদার স্বভাবে কি হইবে, আমাদিগের ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মরূপ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগের উপর সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেই বাঁচেন। এরূপ হইলে চলিবে না। প্রচারক ও অন্যান্য ব্রাহ্মগণ সকলেই এই সুযোগে উপাসকমণ্ডলীর প্রাধান্য সংস্থাপনে সাহায্য করুন। আমরা ব্রাহ্ম সমাজে সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই, রাজাও রাজমন্ত্রী যত কেন নিঃস্বার্থ ও উদার হউন না, রাজ্যতন্ত্র দেখিতে চাই না; কেননা রাজ্যতন্ত্র (আকবর শাহের অথবা রামচন্দ্রের রাজ্যতন্ত্র কেন হউক না) উদ্যমশীলতা, সাহস, বিদ্যাবুদ্ধি, চিন্তাশীলতা স্বাধীনভক্তি, ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি বিনষ্ট করে, এবং অন্যায় নির্ভরের ভাব আনিয়া দিয়া, আলস্য শুষ্কতা, স্বার্থপরতা ও আনুসঙ্গিক দোষ গুলির প্রশ্রয় দেয়। ব্রাহ্মেরা চেষ্টা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে সাধারণ তন্ত্র আনয়ন করুন, ব্রাহ্মসমাজ নবজীবন পাইয়া ব্রহ্মনামে দেশজয় করিবে। আর মফঃস্বলে প্রচারকদিগের সাহায্য যে নিরন্তর আবশ্যক বলিয়া বোধ হইত, তাহার অনেক লাঘব হইবে।

তবে কিনা সে দিন যে বলা হইয়াছিল যে সঙ্গত উপাসকমণ্ডলীর প্রতিনিধি, তাহা যুক্তি বিরুদ্ধ। কেননা সমুদায় উপাসকেরা কি ইহাতে সম্মত, কিম্বা অন্ততঃ তাঁহারা কি ইহা জ্ঞাত আছেন যে সঙ্গত তাহাদিগের প্রতিনিধি? উপাসক মণ্ডলীর মহাসভা ভারতবর্ষীয় সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ করিবেন, এবং

ইহার সভ্যের সংখ্যা অধিক হওয়া আবশ্যক, ইহার নিয়মিত অধিবেশন কলিকাতার মাঘোৎসব ও ভাদ্রোৎসব সময়ে হইলেই ভাল হয়। এতদ্ব্যতীত কলিকাতায় ও মফঃস্বলে স্থানীয় উপাসক মণ্ডলী সভা স্থাপন করা কর্তব্য। যখন কেহ প্রচারক হইবেন কিম্বা কেহ প্রচারকের কার্য্য ত্যাগ করিবেন কিম্বা কোন গুরুতর বিষয় স্থির করিতে হইবে, ভারতবর্ষীয় উপাসক মণ্ডলীকে জানাইতে হইবে, স্থানীয় বিষয় সকল স্থানীয় উপাসক মণ্ডলীতে বিবেচিত হইবে।

১২৮১ তারিখ ২০ শ্রাবণ } শ্রীকালী প্রসন্ন বসু।

লাহোরস্থ সংবাদদাতার পত্র।

মাতার স্নেহ যে কেমন স্বাভাবিক ও স্বার্থহীন তাহার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া গিয়াছে তবুও পাষণ্ড সন্তানেরা মাতার যথার্থ মর্য্যাদা বুঝিল না। সম্প্রতি আমাদের প্রবাস আশ্রম গৃহে একটী কূপে ৪।৫ বৎসরের একটী সন্তান হঠাৎ পতিত হয়, তাহার মাতা শ্রবণ মাত্র সন্তানের উদ্ধারার্থ আপনি সেই কূপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্তানের প্রাণ রক্ষা করেন। পরে নিকটস্থ লোক আসিয়া সেই মাতা ও সন্তানকে কূপ হইতে উদ্ধার করে, কূপটী প্রায় ৩০।৪০ হস্ত গভীর।

কতিপয় কৃতবিদ্য বাঙ্গালি ও পঞ্জাবি ভদ্রসন্তান সমবেত হইয়া এখানে দেশীয় সাধারণতন্ত্র অনুসারে একটী বিপণি স্থাপন করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে ব্যবসায়ের মধ্যে সত্যতা রক্ষা করা। দ্রব্যাদি বিক্রয়ের একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্য করা হইবে, ক্রেতাগণ সেই মূল্য দেখিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিবেন। দামের কসামাজার দরুণ যে বৃথা বাক্যব্যয় হয়, তাহা আর করিতে হইবে না। লোকে ইহাকে ব্রাহ্মদের দোকান এই নামে আখ্যাত করিয়াছে।

সম্প্রতি একটী লোক তাহার স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতার ফল স্বরূপ তাহার নাসিকা ও উপরিস্থ ওষ্ঠ ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া দেওয়াতে শুনিলাম ৬ মাসের জন্য কারাবাস দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছে। স্ত্রীলোকটীকে বার বার দুষ্ক্রিয়া হইতে বিরত থাকিতে উহার স্বামী অনুরোধ করিয়াছে, তথাপি সে দুষ্টা স্ত্রী কিছুতেই না মানাতে স্বামী নিতান্ত হতাশ ও অধীর হইয়া শাস্তি স্বরূপ তাহার নাসিকাচ্ছেদন করিয়া দেয় এবং তৎক্ষণাৎ পুলিশে গিয়া স্বয়ং ইহা জ্ঞাপন করে।

পঞ্জাবস্থ কোন জেল খানায় একজন মুসলমান ফকিরকে কয়েদ করা হয় এবং কারাবাসের নিয়ম অনুসারে রুটি খাইতে দেওয়া হয়, কিন্তু সে ব্যক্তি কিছুতেই আহার করে নাই অনেক প্রকার দণ্ড প্রদান করা হইয়াছিল, তথাপি সে ব্যক্তি কিছুতেই আপনার গোঁ ছাড়ে নাই। অবশেষে জেলের কর্তারা অগত্যাই তাহার জিদ্ রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সে ব্যক্তি বলে যে সে ১২ বৎসরের জন্য একটী ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, যত দিন ব্রত উদ্‌যাপন না করিবে, ততদিন শস্যাদি কোন বস্তু আহার করিবে না কেবল দুগ্ধ ও ফল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিবে। লোকটী অন্য কোন বিষয়ে অশান্ত ও অবাধ্য নহে। সাবাস মুসলমানদের মতের দৃঢ়তা।

(ক্রমশঃ)

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি।

রু, না, ঘোষ-বগুড়া ও শ্রীদেশহিতৈষী আসাম—পশ্চাৎ প্রকাশ্য।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক ...	৬ টাকা	৭।০
" ষাণ্মাসিক ...	৩।০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক ...	২ "	২।৵০
মাসিক ...	৸০	৸৵০
প্রতি সংখ্যা ...	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৵০ আনার হিসাবে তাহার পর ১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ হরিনাভিস্থ প্রাচীন ভারত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

২য়, ভাগ ২২ শ সংখ্যা। } বঙ্গাব্দ ১২৮১—২৭শে ভাদ্র শুক্রবার। ১৮৭৪—১১ই সেপ্টেম্বর। { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭৷০ টাকা।

সূচী।

আমাদিগের যন্ত্রালয় কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এক্ষণ অবধি ভারত সংস্কারক সম্বন্ধে যাঁহারা কোন পত্রাদি লিখিবেন, বা মূল্যাদি পাঠাইবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় দিবেন। • কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোনাপুর ষ্টেসন হইয়া হরিনাভি ভারত-সংস্কারক কার্য্যালয়।

কলিকাতার পত্রাদি বিনিময়ের ঠিকানাঃ—

"নং৪২ (দ্বিতীয় দ্বার) সার্পেণ্টাইন লেন নেড়া গির্জ্জা শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দত্তের নিকট।"

সপ্তাহ।

গত শুক্রবার লর্ড নর্থব্রুক স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া মেয়ো হস্‌পিটালের কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ইহা চাঁদনীতে থাকিয়া এদেশীয়দিগের যে রূপ উপকার সাধন করিয়াছে, বাঙ্গালী টোলায় আসিয়া তদপেক্ষা অধিক উপকার করিবে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বাবু কৃষ্ণদাস পাল কলিকাতার হীনাবস্থ গৃহ-স্বামীদিগের গৃহের সহিত ড্রেণ সংযুক্ত করিবার জন্য ঋণ দানার্থ যে ১০০০০ টাকা ন্যস্ত রাখিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, জষ্টিসেরা তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন।

রাজপুর হরিনাভি উন্নতি বিধায়িনী সভা হইতে এপ্রদেশস্থ অন্নকষ্টগ্রস্ত লোকদিগের সাহায্যার্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট যে আবেদন করা হয় তাহার উত্তরে মাজিষ্ট্রেট পিকক সাহেব লেখেন "এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট হইতে অল্প পরিমাণে চাউল বিতরণ হইতেছে। কিন্তু যদি স্থানীয় সভা হইতে দাতব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে অধিক পরিমাণে সাহায্য কার্য্য চলিতে পারে।" তদনুসারে উক্ত সভার বিশেষ অধিবেশনে চাঁদা সংগ্রহার্থ প্রস্তাব হয়। সভ্যগণ সকলেই ইহাতে উৎসাহ প্রকাশ করেন। সভাস্থলে প্রায় ৬০ টাকা স্বাক্ষরিত হয়, পরে আরো হইতেছে। এপ্রদেশের আয়বান্ প্রত্যেক ব্যক্তিরই সভার সহকারিতা করিয়া সহৃদয়তা ও স্বদেশহিতৈষিতার পরিচয় দান করা কর্ত্তব্য।

———

মধ্যস্থ সম্পাদক "নাগাশ্রম" নাম দিয়া যে একটী প্রস্তাব লিখিতেছেন, আমরা তাহার প্রতিবাদ করাতে তিনি আমাদিগের প্রতি এক দীর্ঘ উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে আর কিছু বলিতে চাই না, তিনি অবশ্যই বিজ্ঞ ও সুবিবেচক, নতুবা মধ্যস্থ বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিলেন কেন? এখন ভদ্র মহিলাগণকে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি যেরূপ অভিনয় করিতেছেন, ইহা কতদূর সুরুচি পূর্ণ ও বিজ্ঞোচিত কার্য্য হইতেছে তিনি একটু স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তিনি ব্রাহ্মদিগকে লইয়া পরিহাস করিতে চান করুন, কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রতি যে সম্মান রক্ষা করা হিন্দুজাতির চিরপ্রথা, তাহার উল্লঙ্ঘন করিয়া কি আপনাকে অপদস্থ করিতেছেন না?

বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সাপ্তাহিক রিপোর্ট আর পত্র সম্পাদকগণকে বিতরণ করা হইবে না, এই সংবাদ চন্দ্রিকা ও সাপ্তাহিক সমাচারে যে লিখিত হইয়াছে তাহা কি সত্য? ইহা সত্য হইলে সম্পাদকদিগের প্রতি অত্যন্ত অন্যায়াচরণ করা হইবে। (১) অনুবাদে মধ্যে মধ্যে যে ভুল হয়, তাহা আর তাঁহারা সংশোধন করিতে পারিবেন না। (২) তাহাদিগের কোন কথা গবর্ণমেণ্টের গোচর হইল না হইল জানিতে না পারিয়া অনেক সময় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন না। তাহা হইলে যে উদ্দেশে অনুবাদ কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বিফল হইবে। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট আপনার উদারতার বিরুদ্ধ এরূপ কার্য্য করিবেন না।

———

বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষের পঞ্চবিংশ রিপোর্টে ৩ রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্তের বিবরণ আছেঃ—

বৃষ্টি—দেশের অধিকাংশ স্থানে বিশেষতঃ হুগলী, বর্দ্ধমান ও বীরভূমের কিয়দংশে বৃষ্টির অত্যন্ত অভাব। মধুবণি ও দাক্ষিণ ত্রিহুতে যে পরিমাণ হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট নহে। মুরসিদাবাদ, রাজসাহী ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের অবস্থা অনেকটা আশাকর। গঙ্গার জলপ্লাবনে ফরিদপুরের বড় উপকার হইয়াছে। বেহারের কতকস্থানে এখন অপকার হউক, শীতকালের ফসলের সাহায্য হইবে।

শস্য—আশু ধান্য সর্ব্বত্র কর্ত্তিত হইতেছে, গড়ে যথেষ্ট জন্মিয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার এ ধান্যেরই চাষ অধিক হইয়াছে, ইহাতে খাদ্য শস্যের কতকটা সাহায্য হইবে; কিন্তু আমন ধান্যের চাষ ভাল না হইলে স্থায়ী উপকার হইতেছে না। ছোট নাগপুর, ভাগলপুর, কুচবিহার এবং পাটনা বিভাগের অধিকাংশ স্থানে ফসল অজস্র হইবার সম্ভাব

রাজসাহী, প্রেসিডেন্সী বিভাগ ও ত্রিহুত জেলায় আর কিছুদিন বৃষ্টি না হইলে ক্ষতির সম্ভাবনা। বর্দ্ধমান বিভাগ, বীরভূম ও হাবড়ার কিয়দংশ এবং হুগলীর অধিকাংশ স্থানে অত্যন্ত সুলক্ষণ হইলেও অল্পমাত্র শস্য জন্মিবে। পাট অত্যুত্তম জন্মিয়াছে।

মূল্য—অনেক স্থানে আশু ধান্য যথেষ্ট জন্মিলেও আকাশের গতিকে মূল্য কমে নাই। দিনাজপুরে ॥০৵০ হইতে ।৮ হইয়াছে। পাটনা, গয়া, ত্রিহুত, চম্পারণে কিছু কমিয়াছে, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া এবং সাঁওতাল পরগণায় বাড়িয়াছে। নদিয়া, যশোহর, খুলনা, রাজসাহী, বগুড়া, দারজিলিঙ, জলপাইগুড়ি, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়াতে কমিয়াছে। ২৪ পরগণা, মুরসিদাবাদ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, মেদিনীপুর, হুগলী, হাবড়া ও বীরভূমে বাড়িয়াছে।

রিলিফ—গত পক্ষে রিলিফ কার্য্যে ৪২৬,-৭৭৮ জন লোক নিযুক্ত ছিল, এপক্ষে ৩৯৫,৪০২ জন হইয়াছে।

ভারত সংস্কারক।

বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার ও তাঁহার বিজ্ঞানালয়।

বাঙ্গালী ডাক্তারদিগের মধ্যে বাবু মহেন্দ্রলাল সরকারের ন্যায় গুণবান্ লোক যে অতি অল্প আছেন, ইহা বলা বাহুল্য। বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বাধীনচিন্তা, স্বাধীন কার্য্যকারিতা, স্বদেশহিতৈষিতা ও পরোপকার এই সকল গুণে ইনি সুবিখ্যাত হইয়াছেন। এই সকল গুণে কেবল বাঙ্গালী ডাক্তার কেন? সমগ্র বাঙ্গালী মণ্ডলীর মধ্যে তিনি একটী শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিয়াছেন এবং চিকিৎসা বিষয়ে এখানে এমন ইউরোপীয় ডাক্তারও অল্প আছেন যাহার সমকক্ষ তিনি হইতে পারেন না। তিনি যদিও কলিকাতা মেডিকেল কলেজের একজন সুপ্রশংসিত উত্তীর্ণ ছাত্র এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ডি উপাধিধারী, কিন্তু তিনি হোমিওপাথিক চিকিৎসা প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী এই কারণে একসময় কলেজের সমুদায় ডাক্তার দলবদ্ধ হইয়া খড়্গ হস্ত হন এবং তাঁহাকে ডাক্তার জাতি হইতে ভ্রষ্ট করিবার ভয় প্রদর্শন করেন। মহেন্দ্র বাবু তাঁহাদিগকে সর্ব্বসমক্ষে স্পষ্টাক্ষরে বলেন "যদি সমুদায় পৃথিবী একদিকে হয়, তথাপি আমি স্বাধীন মত পরিত্যাগ করিব না।" ডাক্তারেরা তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট করিয়া তাঁহার ব্যবসায় লোপের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি এই সাহসিক পুরুষ আপনার স্বাধীন মত প্রচারে ও তদনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠানে বিমুখ হন নাই। 'মেডিকাল জর্ণেল' নামক একখানি চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র প্রচার করিয়া তিনি দেশ বিদেশে প্রভূত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার চিকিৎসাধীনে যত রোগী এবং তাঁহার পসার যেরূপ, সেরূপ আর কাহার নাই।

মহেন্দ্র বাবু অনেক বিষয়ে আমাদিগের দেশের গৌরব। কিন্তু তিনি যে একটী কার্য্যের সঙ্কল্প জন্য এদেশের অধিক গৌরব স্থল ও বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহারই উল্লেখ করিব। এইটী তাঁহার প্রস্তাবিত বিজ্ঞানালয়। ভারতবর্ষে যদি কোন শিক্ষার অভাব থাকে, তাহা বিজ্ঞান। ইউরোপ যদি কোন কারণে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক মহত্ত্ব লাভ করিয়া থাকে, এই বিজ্ঞানই তাহার মূল সূত্র। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত ভারতের যাবতীয় কল্যাণাশা অনুস্যূত রহিয়াছে। মহেন্দ্র বাবু এদেশে এই বিজ্ঞান প্রচারের একটী স্থায়ী উপায় নির্দ্ধারণ জন্য উদ্যুক্ত হইয়াছেন। তিনি অনুমান করেন, এ কার্য্য আরম্ভের জন্য লক্ষ টাকার সংস্থান আবশ্যক। সেই টাকা সংগ্রহের জন্য আত্মীয় বন্ধু ও সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কয়েক বৎসর তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রথম উদ্যোগে কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ও ধনী মহাত্মা তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হন, তাহাতে ৪০ সহস্রের অধিক টাকা স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি, তৎপরে ইহার প্রতি অল্প লোক উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। অনেক দিন ৪৯০০০ টাকা হইয়াছিল, বোধ হয় মহেন্দ্র বাবুর নিজের দাতব্য ১০০০ টাকা একত্র করিয়া এক্ষণে ৫০০০০ হাজার দাঁড়াইয়াছে। ফগু শীঘ্র যে আর বৃদ্ধি হইবে, এমত আশা অল্প। জোয়ারের বেগ কমিয়া যখন ভাঁটা পড়িয়াছে, তখন আবার জোয়ার দেখিবার জন্য কত কাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে কে জানে? কিন্তু আশানুরূপ টাকা সংগ্রহ হইল না বলিয়া যদি কার্য্যটী ভবিষ্যতের স্কন্ধেই চাপাইয়া রাখা হয়, ইহা যে কল্পনার রাজ্যে বিলীন হইয়া যাইবে, তাহার সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীদিগের যে কার্য্য হয়, তাহা এক উদ্যোগে না করিলে প্রায় আর সম্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ যে সকল লোক এক সময় ইহার সাহায্য দানে স্বীকৃত, তাহাদিগের অবস্থার বিপর্য্যয় হইলে বা তাঁহাদিগের নিজেরই ভদ্রাভদ্র ঘটিলে দাতব্য প্রাপ্তির অনেক ব্যাঘাত। মহেন্দ্র বাবুর নিজের শরীর ইতিমধ্যে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে, কেবল ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে তিনি যে ইহার জন্য যথোচিত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতে পারিবেন তাহারও আশা করা যায় না। অতএব আমাদিগের অনুরোধ যে মহেন্দ্র বাবু আর কালবিলম্ব না করিয়া ত্বরায় কার্য্যারম্ভ করেন। কালবিলম্ব করিয়া তিনি কেবল কার্য্য করিবার ক্ষমতা ও সুযোগ হারাইতেছেন। যে টাকার সংস্থান হইয়াছে, তাহাতে কতক কার্য্য চলিতে পারিবে। কার্য্যের স্রোত উন্মুক্ত হইলে সাধারণের তৎপ্রতি উৎসাহ ও যত্নও প্রদর্শিত হইবে। বস্তুত সাধারণে একে এ নূতন বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ, তাহাতে তাহার অনুষ্ঠানে এত বিলম্ব দেখিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত ও নিরাশ হইয়া পড়িতেছেন, কার্য্যারম্ভ না হইলে তাঁহাদিগের হইতে আর সাহায্য লাভ করা দুর্লভ। আরো এ গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করা একজনের সাধ্যয়ত্ত নয়, মহেন্দ্র বাবু বিজ্ঞানানুরাগী দেশীয় ও ইউরোপীয়দিগকে লইয়া যদি একটী সভা করেন এবং তাহাদ্বারা রীতিমত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, সঙ্কল্প সিদ্ধির অনেক সুবিধা হইতে পারে। স্বদেশহিতৈষী কৃতবিদ্যগণ এ বিষয়ে মহেন্দ্র বাবুর সহকারিতা করেন, এইটী আমাদিগের একান্ত অনুরোধ।

ইংরাজ কর্ম্মচারীর স্থলে এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীর নিয়োগ।

এতদ্দেশীয়দিগের বুদ্ধি শক্তির নিন্দা এদেশের শত্রুদের মুখেও কখন শুনি নাই। অনেকানেক ইউরোপীয় অধ্যাপক স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে এদেশের লোকদিগের বুদ্ধিশক্তি কোন ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। সুশিক্ষা পাইলে ইহারা সকল ব্যবসায়ে, সকল কার্য্যে, সকল বিদ্যায় যে সফলতা লাভ করিতে পারে ইহা অদ্যাবধি কেহ অস্বীকার করিতে সাহসী হন নাই। সুশিক্ষা পাইলে এতদ্দেশীয়গণ শাসন কার্য্যে, যুদ্ধ কার্য্যে, দৌত্য কার্য্যে, শিল্প কার্য্যে, বিচার কার্য্যে, চিকিৎসা কার্য্যে ও শিক্ষা কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে। যতদূর পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে তাহাতে এ কথার সত্যতাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। অনেকে এদেশের লোকদিগের বুদ্ধিশক্তির দোষ দেন না, কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মনীতির হীনতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে তাহারা উচ্চ উচ্চ কর্ম্মের ভার বহন ও দায়িত্ব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত নহে। আমরা একথা তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিলেও একথা কে অস্বীকার করিবে যে কোন প্রকার সুশিক্ষা দ্বারা আমাদের ধর্ম্মনীতির হীনতা অপসারিত হইতে পারে না? সুশিক্ষা দ্বারা যেমন বুদ্ধি শক্তি মার্জ্জিত ও কার্য্যক্ষমতা পরিস্ফুটিত হয়, তেমনি ধর্ম্মভাব সকলও সেই সুশিক্ষা দ্বারা স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। ইহা যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মনীতির উৎকর্ষ সাধনের উপায়ান্তর কি আছে? ইংলণ্ড যে উন্নত ধর্ম্মনীতির অহঙ্কার করেন, সে অহঙ্কারের মূলে কোন সত্য থাকুক আর নাই থাকুক, তাহা কি সুশিক্ষার ফল বলিয়া তাঁহাদের ধারণা নাই? তাহা কি তাঁহাদের অশিক্ষালব্ধ সহজ ধন? যদি ধর্ম্মনীতির উৎকর্ষ সাধন কোন প্রকার শিক্ষার অধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় লোকে সে শিক্ষার সাহায্য পাইলে যে ইউরোপীয় জাতি সমূহের ন্যায় উন্নত ধর্ম্মনীতির অধিকারী হইতে পারে, তাহাও তৎসঙ্গে সঙ্গে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

লর্ড নর্থব্রুক এতদ্দেশীয়দিগকে রেলওয়ের কার্য্যভার গ্রহণের উপযোগী বলিয়া তাহাদের হস্তে তাহা অর্পণ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমরা এজন্য লর্ড নর্থব্রুক ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা যেন মনে না করেন যে এতদ্দেশীয়গণ উচ্চতর কর্ম্মভার বহন করিবার উপযুক্ত নহে—রেলওয়ে পর্য্যন্ত তাহাদের কার্য্য-ক্ষমতার শেষ সীমা, তাহার ঊর্দ্ধে আর তাহাদের উঠিবার সামর্থ্য নাই। উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে এদেশের লোক সর্ব্বতোভাবে সকল প্রকার উচ্চতর কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। এরূপ শিক্ষার আয়োজন করিতে হইলে আপাততঃ কথঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় স্বীকার করিতে হইবে বটে, কিন্তু পরিণামে এতদ্দ্বারা অনেক অন্যায় ব্যয় নিবারিত হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট সকল বিষয়ে সচ্ছল হইতে পারিবেন। অন্ততঃ এ কথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে যে এতদ্দেশীয়গণের শিক্ষার আয়োজনে যে অর্থ ব্যয়িত হইবে, তাহার জন্য কখনই পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে না। এখন ইংলণ্ড হইতে বিচার কার্য্যের জন্য, শাসন কার্য্যের জন্য, পূর্ত্ত কার্য্যের জন্য, যুদ্ধ কার্য্যের জন্য, চিকিৎসা কার্য্যের জন্য যে বেতন দিয়া লোক আনাইতে হইতেছে, অন্ততঃ তাহার অর্দ্ধেক বেতনে দেশীয় লোক মিলিতে পারিবে। প্রায় পঞ্চত্রিংশ বৎসর হইল গবর্ণমেণ্ট ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য 'অনকবেনাণ্টেড সর্ব্বিস' ব্যবস্থাপিত করেন। ইহার পূর্ব্বে সমস্ত শাসন কার্য্যে ইংরাজ সিবিলিয়নদিগেরই একাধিপত্য ছিল। এই সময় হইতে এতদ্দেশীয়গণ নিম্নতম শ্রেণীর শাসন পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাহার পর অনকবেনাণ্টেড সর্ব্বিসের অতি অল্পই উৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছে। অনকবেনাণ্টেড সর্ব্বিস অদ্যাবধি ডেপুটী পদের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিল না!

অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে সর আরস্কিন পেরি পার্লেমেণ্টের হাউস অব কমন্স সভায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে "ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি প্রকৃত প্রস্তাবে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিতে চান, তাহা হইলে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের বেতন হ্রাস করিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহাদের পরিবর্ত্তে স্বল্পতর বেতন-ভোগী দেশীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ করুন, নতুবা অন্য উপায় দেখি না।" কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এসকল উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাহা না হইলে সিবিলিয়ানদিগের পদ সমূহ ক্রমে ক্রমে অন্‌কবেনাণ্টেড সার্ব্বিস দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হওয়া দূরে থাকুক, চতুর গবর্ণমেণ্ট শ্বেতাঙ্গদিগকেও অনকবেনাণ্টেড সার্ব্বিসে সংযুক্ত করিবার কোন ত্রুটী করিতেছেন না। যাহাহউক এই প্রকারে দেশের ধন নানা প্রকারে বিদেশীদিগের ভোগজাত হইতেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ইংরাজদিগকে উচ্চ বেতন দিয়া এদেশে আনিবার সঙ্গত কারণ বিদ্যমান ছিল। নূতন দেশ শাসনে আনিবার সময় দেশীয় লোকের উপর বিশ্বাস করিয়া শাসন ভার দেওয়া যায় না। অশাসিত দেশে যাঁহাদিগকে আসিয়া শাসন করিতে হয়, তাঁহাদিগকে অনেকটা বিঘ্ন ও কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিতে হয় ও শত্রু-

পরিবেষ্টিত হইয়া সদা সশঙ্কিত ভাবে কার্য্য করিতে হয়। বিশেষতঃ দূর দেশের কার্য্যে উচ্চতর বেতন সর্ব্বত্রই বিহিত আছে। এখন ইংলণ্ড আর দূর দেশ নহে। সপ্তাহে সপ্তাহে মেল যাতায়াত করিতেছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরস্পরের সংবাদ পরস্পরে গ্রহণ করিতেছে। পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে এ দেশে আসিতে যত সময় লাগিত, এখন তত সময় লাগে না, পূর্ব্বে যে পরিমাণে পথ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত, এখন তাহা করিতে হয় না। দেশ শান্তিপূর্ণ, লোকে রাজভক্ত, কোথায়ও পূর্ব্বের ন্যায় ভয় বিভীষিকা নাই। এ অবস্থায় ইংরাজেরা পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চতর বেতন কেন পাইবেন তাহা বুঝিতে পারি না। পূর্ব্বে যে যে কারণে ইংরাজদিগকে উচ্চ বেতন দেওয়া হইত এখন সে সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এখন পূর্ব্বের ন্যায় ইংরাজ কর্ম্মচারী দ্বারা শাসন বিভাগ পূর্ণ থাকা তাদৃশ আবশ্যক নহে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে সকল বিভাগে দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে আহ্বান করিতে পারেন। তাহাতে ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

উপসংহার কালে আমাদের প্রার্থনা এই যে গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয়দিগকে দেশের যাবতীয় বিভাগের কার্য্যে-সুশিক্ষিত করিবার জন্য কোন প্রকার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন্। সুশিক্ষা দ্বারা যতই আমাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত ও ধর্ম্মনীতি প্রস্ফুটিত হইবে, ততই ক্রমে ক্রমে আমাদের হস্তে নানা বিভাগের কার্য্য ভার অর্পণ করিতে থাকুন। লর্ড নর্থব্রুক অনেক সৎকার্য্য করিয়া মহতী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহা দ্বারা এ কার্য্যটীর সূচনা হইলে ভারতে তাঁহার চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপিত হইবে।

শ্রীরামপুরের ইতিবৃত্ত।

শ্রীরামপুর হুগলী জেলার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র নগর হইলেও ইহাকে বঙ্গদেশের সভ্যতা ও উন্নতির পথ প্রদর্শক বলিয়া মানিতে হয়। বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র প্রথমে এই স্থানে স্থাপিত হয়, বাঙ্গালা সীসকাক্ষর প্রথমে এই স্থানে খোদিত হয়, বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক সকল প্রথমে এই স্থান হইতে প্রচারিত হয় এবং কাগজ প্রস্তুত করিবার কল ও ষ্টিম এঞ্জিন প্রথমে এই স্থানে ব্যবহৃত হয়। মহাত্মা মার্সমান, কেরি ও ওয়ার্ড এই প্রাতঃস্মরণীয় খৃষ্টীয় মিসনরীত্রয় এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া ভারতের মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থ-ভাবে অনেক পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, ইহাঁদিগের উপকার এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামপুরের নাম বঙ্গবাসীগণের মনে চিরজাগ্রত থাকিবে।

শ্রীরামপুর এই নামে একটী গ্রাম হুগলী নদীর তটে বহুকালাবধি অবস্থিত ছিল। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে দিনামারেরা ইহার নিকট ৬০। ৭০ বিঘা ভূমি ক্রয় করেন এবং একটী বাণিজ্যের কুঠী সংস্থাপন করেন। এই স্থানটী তাঁহাদিগের রাজার নামানুসারে ফ্রেডরিক্স টাউন বলিয়া অভিহিত হয়। চারি বৎসর পরে ঐস্থানে তাঁহারা সর্ব্বশুদ্ধ ১৬৭৯৷৷০ বিঘা জমি ক্রয় করেন। ইহার মধ্যে ৪৬৩ বিঘা শ্রীরামপুর এবং ১১৪৪ বিঘা আক্না নামে উক্ত হয়। দিনামারেরা ফ্রেডরিক নগরের কিঞ্চিৎ দূরে আরো ২৬৪৩ বিঘা ভূমি ক্রয় করেন, তাহা পিয়ারাপুর নামে উক্ত হয়। ফ্রেডরিক নগর ক্ষুদ্র বলিয়া কালে তাহার নাম বিলুপ্ত হইয়া শ্রীরামপুর বিখ্যাত হইয়া উঠে। এই সকল দিনামার অধিকার রক্ষার জন্য কোপেনহেগেন হইতে একজন গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিতেন। এক সময় শ্রীরামপুরে ৮০০০ হিন্দু, ২০০০ মুসলমান, এবং ৪০০ খৃষ্টান ছিল। অধিবাসীদিগের অধিকাংশ মজুর বা মালী, অথবা তাঁতী। পিয়ারাপুরে ২০০০ হিন্দু ছিল। তাঁতীরা তখন রেশম তৈয়ার করিত, কেবল ২৭ টী তাঁতে গনিক্লথ হইত। দিনামারেরা এখন এই ক্ষুদ্র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষে তাঁহাদের ক্ষমতার চিহ্নমাত্রও নাই। কিন্তু ওলন্দাজেরা চুঁচড়া ও ফরাসীরা চন্দননগর প্রভৃতি অধিকার করিয়া এদেশের যে উপকার করিয়াছেন, তদপেক্ষা ইহাঁদিগের দ্বারা যে অধিকতর উপকার হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

মার্সমান প্রভৃতি মিসনরীগণের শ্রীরামপুরে বাস করিবার কারণ স্বরূপ এই আখ্যায়িকা শুনা যায়। ইহাঁরা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ এদেশে আগমন করেন, কিন্তু পাছে প্রজাদিগের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া বিরাগভাজন হইতে হয়, এই ভয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পনি আপনাদিগের রাজ্য মধ্যে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন না। ভাগ্যে কলিকাতার নিকটে দিনামারদিগের এই অধিকার ছিল, তাহাতেই তাঁহারা বাসস্থান লাভ করিয়া অকুতোভয়ে আপনাদিগের মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে সক্ষম হইলেন। ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য বিস্তৃতরূপে সম্পাদনার্থ ১৮০০ অব্দে তাঁহারা একটী মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপন করিলেন এবং তাহা হইতে ভারতবর্ষের বিবিধ ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। কেবল ভারতবর্ষীয় নয়,চিন ভাষাতেও ধর্ম্মপুস্তক সকল মুদ্রিত হইতে লাগিল। লর্ড ওয়েলেসলীর আদেশে তৎকালে কলিকাতার বাহিরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের নিয়ম ছিল না, কিন্তু ইহাঁরা ইংরাজ রাজ্যে ছিলেন না, সে

নিয়মেও বদ্ধ হইলেন না। ইহাঁরা ক্রমে এদেশের অভাব মোচনার্থ বাঙ্গালা ভাষার সাময়িক পত্র ও পাঠ্য পুস্তকাদি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১৮১৩ অব্দে ইহাঁরা মুদ্রাযন্ত্রের সহিত কাগজ তৈয়ার করিবার যন্ত্রও স্থাপন করেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে ইহার কিছুদিন পরে মুদ্রাযন্ত্রালয়ে আগুণ লাগিয়া ১০০০ রিম ইংরাজী কাগজ পুড়িয়া যায় এবং তাহাতে সমূহ ক্ষতি হয়। বিলাত হইতে তৎকালে কাগজ আনাও অতিশয় ব্যয়সাধ্য ছিল। মিসনরীগণ এই কারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, শ্রীরামপুর হইতে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করিতে হইবে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা কেবল বঙ্গদেশে নয়, ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম বাষ্পীয় যন্ত্র আনয়ন করেন এবং তদ্দ্বারা এই কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। ক্রমে এই যন্ত্রের এতাদৃশ উন্নতি হয়, যে তাহা হইতে প্রতিদিন ৫০ রিম ডিমাই কাগজ প্রস্তুত হইত। মার্সম্যান প্রভৃতি মহোদয়গণ "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" সংবাদ পত্র প্রচার দ্বারা শ্রীরামপুরের নাম আরো বিখ্যাত করেন। তাঁহারা এই স্থানে বসিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিবিধ আলোচনায় সমুদয় দেশকে যেরূপ আন্দোলিত করেন, খৃষ্টীয় কোন মিসনরী-সম্প্রদায় অদ্যাপি সেরূপ করিতে পারেন নাই।

শ্রীরামপুরের কলেজও মিসনরীদিগের একটী কীর্ত্তি। ইহা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮২০ অব্দে ডেন্মার্কের রাজার সম্মতি লাভ করে। ১৮২৭ অব্দে ডেন্মার্কের রাজা এক রাজকীয় সনন্দ দ্বারা এই কলেজের অধ্যক্ষদিগকে এতদূর ক্ষমতা অর্পণ করেন, যে তাঁহারা ছাত্রদিগকে এম এ, ডি ডি উপাধি দানেও সমর্থ। এই কলেজ যদিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা ইচ্ছা করিলে স্বাধীন ভাবে উচ্চ উপাধি সকল দান করিতে পারে।

শ্রীরামপুর এখন ইংরাজদিগের অধিকারস্থ। অন্যান্য স্থানের সঙ্গে সঙ্গে এখন ইহার উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু কেরি মার্সমান প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সময়ে ইহা বঙ্গদেশের মধ্যে যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়া দেশকে উজ্জ্বল করিয়াছিল, সেরূপ যে আর কোন কালে করিবে এমত আশা দেখা যায় না।

শ্রীহট্টের জন্য কি বঙ্গদেশের সহানুভূতি হইবে না?

বঙ্গদেশের একটী সুন্দর অঙ্গ শ্রীহট্ট বঙ্গশরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চলিয়াছে। মহাত্মা সার জর্জ ক্যাম্বেল আসামের শোভা সংবর্দ্ধনার্থ এই অঙ্গ ছেদনের সকল আয়োজন করিয়া রাখিয়া যান, এখন তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইতেছে। শ্রীহট্টবাসীরা অস্থিতে অস্থিতে, শোণিতে শোণিতে বঙ্গবাসীদের সহিত এরূপ একীভূত হইয়া আছেন, যে এই ছেদনের নামে "পরিত্রাহি" বলিয়া চিৎকার করিতেছেন। গত বর্ষে যখন এই প্রস্তাব হয়, তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন করেন। সম্প্রতি শ্রীহট্টে গবর্ণর জেনরেলের শুভাগমনে তাঁহারা পুনরায় এক আবেদন রাজপ্রতিনিধির হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীহট্ট বাসীদিগের ক্রন্দন শুনিলে অত্যন্ত কঠোর হৃদয়ও ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে না। তত্রত্য জমীদার ও রাইয়তগণ সকলে এ পরিবর্ত্তনের বিরোধী এবং সকলে একসাথ হইয়া বঙ্গদেশের মধ্যে একটু স্থান লাভার্থ রাজপ্রতিনিধির চরণ ধরিয়া পড়িবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার 'টুরে' বাহির হইবার দিন পরিবর্ত্তিত হওয়াতে তাহারা মনোগত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারে নাই। তাহারা আবেদনে আপত্তির যে কয়েকটী প্রধান প্রধান কারণের উল্লেখ করিয়াছে, তাহা এই:—

১—শ্রীহট্ট বহুকালাবধি বঙ্গদেশের অন্যান্য বিভাগের সহিত নিয়মাধীন শাসন প্রণালীর সুফল ভোগ করিয়াছে, এখন নিয়ম বহির্ভূত শাসন প্রণালীর অন্তর্গত হইয়া সে সকল হইতে বঞ্চিত হইবে।

২—আসামের উপযোগী নিয়ম সকল শ্রীহট্টে খাটিবে না, কারণ ইহার অবস্থা ও অধিবাসীদিগের ভাব ও শিক্ষা আসাম হইতে বিভিন্ন।

৩—শ্রীহট্ট হইতে আসামের চিফ কমিসনরের রাজধানী সিলঙে গমনাগমনের সুবিধামত পথ নাই এবং তথায় অবস্থিতি করিয়া মোকর্দ্দমাদি চালান দুষ্কর।

৪—বঙ্গদেশের সহিতই আসামের যত কিছু সম্বন্ধ ও যোগ। তাহার আচার ব্যবহার, ভাষা ও ভূমিসম্পত্তির ব্যবস্থা প্রণালী বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলার ন্যায়, সুতরাং বঙ্গদেশের সহিত তাহার যোগ বিচ্ছিন্ন হইলে তাহা একাকী আপনার দুঃখ আপনি ভোগ করিবে, আসামের কোন বিভাগের সহানুভূতি লাভ করিতে পারিবে না।

৫—আসাম একটী প্রাচীন রাজ্য, ঐতিহাসিক ঘটনাতে পরিপূর্ণ। মুসলমান রাজত্ব সময়ে দিল্লীশ্বরের অধীনস্থ একজন স্বতন্ত্র নবাব দ্বারা শাসিত হইত এবং ব্রিটিষ রাজ্য হইয়া বঙ্গদেশ, বেহার ও উড়িষ্যা এই তিন সুবার সহিত চিরকাল সম্বন্ধ রহিয়াছে।

৬—শ্রীহট্টের ভাষা হইতে আসামের ভাষা এত বিভিন্ন যে তত্রত্য সাধারণ লোকে আসামীদিগের সহিত সহজে কথোপকথন করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না।

৬—শ্রীহট্ট বঙ্গদেশের উন্নত বিভাগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে, আসামের সহিত সংযুক্ত হইলে ইহার নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ব্যাঘাত হইবে এবং সভ্যতা অংশে ইহা বঙ্গদেশের অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা হীনতর হইয়া পড়িবে। বিশেষতঃ শ্রীহট্টবাসীরা বাঙ্গালী জাতি হইয়া যদি আসামী বলিয়া উক্ত হয়, ইহা তাহাদিগের পক্ষে অসহ্য অপমানের বিষয় হইবে।

শ্রীহট্টবাসীদিগের এই ক্রন্দন যে অকারণ নহে, তাহা কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন? তাহাদিগের প্রতি এরূপ ব্যবহার গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে

নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত নহে তাহাও বলিতে হইবে। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড যদিও এক রাজার অধীন, ইংলণ্ডের একটী সায়ার স্কটলণ্ডের সহিত ভুক্ত করিলে তাহার অধিবাসীগণ যে সহজে ইহা সহ্য করিতে পারে, আমাদিগের কখনই বোধ হয় না। ফ্রান্সের উত্তর পূর্ব্বাংশ জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইবার কথা হইলেই তত্রত্য নিবাসীরা ফরাসী থাকিবার জন্য পূর্ব্ব বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফ্রান্সে বাস করিবার চেষ্টা পায়। স্বজাতিস্নেহ মনুষ্যের স্বাভাবিক, যাহাদিগের তাহা নাই, তাহাদিগের প্রকৃতি বিকৃত বলিতে হয়। কিন্তু আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, গবর্ণমেণ্ট শ্রীহট্টবাসীদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই। কাম্বেল সাহেব যে বন্দোবস্ত করেন, তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও ষ্টেট সেক্রেটারী দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। লর্ড নর্থব্রুক শ্রীহট্টবাসীদিগের প্রতি প্রত্যুত্তর স্থলে বলিয়াছেন, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনেক বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করা হইয়াছে, ইহাতে ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হইবে না। গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিতে এরূপ বোধ হইতে পারে। তাঁহারা যখন আসামকে এক চিফ কমিসনরের রাজ্য করিলেন, তখন শ্রীহট্টকে তৎসঙ্গে যোগ করিয়া তাহা একটু বৃহদাকৃতি করিতে অবশ্যই চেষ্টিত হইবেন। এদিকে বঙ্গদেশও অত্যন্ত বৃহদাকৃতি হইয়া পড়িয়াছে, তাহার অবয়ব কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করা গবর্ণমেণ্টের অভীষ্ট হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের রাজ্যসংক্রান্ত বিভাগের সকল রহস্য প্রকাশিত হয় না, আমরাও সে বিষয়ের ব্যবস্থা দিতে প্রস্তুত নহি। তবে ইঙ্গিত স্বরূপ বলিতে পারি যে কোন বিভাগীয় লোকে কোন বিভাগে ভুক্ত হইতে যদি বিশেষ অসুবিধা বোধ করে, এবং গবর্ণমেণ্টের যদি ব্যবস্থান্তর করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা করিলে হানি কি? গবর্ণমেণ্ট ডিবিসন, সব ডিবিসন ইত্যাদি করিবার সময় এ বিষয়ে মনোযোগ না করিয়া অধিবাসীদিগের অনর্থক ক্লেশ বৃদ্ধি করেন। আসামের অনুরোধে শ্রীহট্টকে বঙ্গদেশের অঙ্গবিচ্ছিন্ন না করিয়া আসাম ও ব্রিটিষ ব্রহ্ম এক শাসনভুক্ত করিলে কি চলে না? এ উভয় প্রদেশই নিয়ম বহির্ভূত শাসনের অধীনস্থ, ইহাদিগের একত্র হইবার বিশেষ আপত্তি কি? বিশেষতঃ নিয়মবহির্ভূত শাসন ক্রমে নিয়মাধীন হইয়া আসিবে, তখন পূর্ব্বভারতবর্ষ বলিয়া একটী স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সী করিতে হইবে। আসাম ও ব্রহ্ম একত্র করিয়া তাহার সূত্রপাত করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সী যে এখন বৃহদায়তন হইয়াছে, তাহাও বাস্তবিক নহে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ইহার সহিত যুক্ত ছিল, তাহা স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সী হইয়া গিয়া ইহার আকৃতি বরং কমিয়াছে। এখন যাহা আছে, ইহা যদি বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের পক্ষে অশাসনীয় হয়, বেহার হইতে কোন কোন জেলা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সহিত সংযুক্ত করা যাইতে পারে। সেদিকে সকলি হিন্দুস্থানির বাসস্থান, বিশেষতঃ রেলওয়ে ও গঙ্গা থাকাতে গমনাগমনের সম্পূর্ণ সুবিধা আছে। শ্রীহট্টকে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন না করিয়া নিরাপত্তিতে এব্যবস্থা সম্পন্ন হইতে পারিত।

যাহা হউক শ্রীহট্টের ভাগ্য এখন এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। যখন লর্ড নর্থব্রুকের ন্যায় সদাশয় শাসনকর্ত্তা ইহার প্রতি কোন আশ্বাস বাণী প্রদান করিতে পারিলেন না, তখন আর অন্যের উপর কি আশা করা যাইবে? ইতিপূর্ব্বে কোন কোন স্থান হইতে অনুমান করা হইয়াছিল, শ্রীহট্ট যেরূপ উন্নত বিভাগ, ইহা আসামের সহিত ভুক্ত হইলে তাহার রাজধানী হইবে। কিন্তু সে অনুমান বৃথা, সিলং আসামের রাজধানী হইয়াছে। তবে গবর্ণর জেনারল বাহাদুর সৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়াছেন, চিফ কমিশনর কর্ণেল কিটিঙ বৎসরান্তে একবার করিয়া শ্রীহট্টে আসিবেন এবং ইহার প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখিবেন। আসামভুক্ত হওয়াতে শ্রীহট্টের শাসন সম্বন্ধে যে অনিষ্ট ঘটিবে, তাহার জন্য আমরা তত আশঙ্কা করি না, তাহা ক্রমে মন্দীভূত ও তিরোহিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার নৈতিক ও সামাজিক যে অনিষ্ট হইবে তাহাই বিশেষ ভাবনার বিষয়। শ্রীহট্টবাসীরা বাঙ্গালী জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন, অথচ আসামীদিগের সহিতও সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন না, ইহাতে তাঁহাদিগের বল উদ্যম ও কার্য্য করিবার ক্ষমতা অনেক হ্রাস হইবার এবং আচার ব্যবহারাদি অনেক বিকৃত হইবার সম্ভাবনা। আসামের বলাধিক্যে তাঁহারা যে নিস্তেজ না হইয়া অধিকতর তেজস্বী হইয়া উঠিতে পারিবেন, তাহার আশা অতি অল্প।

আমরা এখন বঙ্গবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিতে চাই। শ্রীহট্ট তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে এত অনিচ্ছু, কিন্তু তাহার প্রতি তাঁহাদিগের কি কোন মমতা নাই? শ্রীহট্ট তাঁহাদিগকে যখন সুভোগ্য তণ্ডুল ও সুস্বাদ কমলালেবু আনিয়া দেয়, তখন তাঁহারা তাহা উপভোগ করিয়া সুখী হন, কিন্তু তাহার এই বিপদ সময়ে কি অনুকূল হস্ত প্রসারণ করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন? শ্রীহট্ট আত্ম পক্ষ সমর্থন আপনি করিয়া বাঁচুক মরুক তাহাতে আপনাদিগের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই এই কি বিবেচনা করিবেন? ইহা কেবল নির্ম্মমতা নয়, দারুণ নিষ্ঠুরতা ও অকৃতজ্ঞতা, অন্য

কোন জাতি বোধ হয় এরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারে না। শ্রীহট্টকে অঙ্গীভূত রাখিবার জন্য সমুদায় বঙ্গদেশকে একমত হইয়া গবর্ণমেন্টের প্রতি অনুযোগ করা বিধেয়। যদি শ্রীহট্টবাসীরা যথার্থই আসামের মধ্যে যাইতে অনিচ্ছু হন, এবং গবর্ণমেন্ট বাধ্য করিয়া তাঁহাদিগকে তাড়িত করেন, বঙ্গদেশ মধ্যে তাঁহাদিগের স্থান সমাবেশ জন্য সকলের সচেষ্ট হওয়া বিধেয়। যদি তাহা অসম্ভব হয়, শ্রীহট্টের সহিত যাহাতে জাতীয় যোগ দৃঢ়বদ্ধ থাকে এবং ভবিষ্যতে তাহার উদ্ধারের উপায় করা যায় এমত পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেন্ট শ্রীহট্টবাসীদিগের আবেদনের প্রত্যুত্তর এতদিন প্রদান না করিয়া এককালে তাহার ভাগ্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, এটী নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী শাসনের ন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে। এই জন্য শ্রীহট্টবাসীরা পূর্ব্বাহ্নে কোন চেষ্টা করিতে পারেন নাই, সমুদায় বঙ্গবাসীরাও চেষ্টা করিবার অবকাশ পান নাই। যাহা হউক জগদীশ্বর শ্রীহট্টের সহিত আমাদিগের আন্তরিক যোগ ও সহানুভূতি রক্ষা করুন, কালে তাঁহার প্রসাদে আবার আমরা এক শাসনে মিলিত হইতে পারিব।

প্রাপ্ত।

লক্ষ্ণৌস্থ সংবাদদাতার পত্র।

১। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগ। এই বিভাগের জন্য সেক্রেটারি অব ষ্টেট এক জন স্বতন্ত্র দায়িক কর্ম্মচারী বিলাত হইতে প্রেরণার্থ মনোনীত করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবনায় সংবাদ পত্র সকল যে আপত্তি করিলেন, তাহাতে তিনি কর্ণপাতও করিলেন না। কর্ণপাত না করুন কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহার প্রেরিত সভ্য এখানে আসিয়া পি, ডবলু, ডিপার্টমেণ্টের কি কোন বিশেষ উন্নতি করিতে পারিবেন? যদ্যপি পারেন, তাহা হইলে তাঁহার আগমন আমাদের পক্ষে মঙ্গলদায়ক; নচেৎ এক্ষেত দেশ করের দায়ে জ্বালাতন, তার উপর আবার কর দিয়া তাঁহার খরচ কুলান করিতে হইলে আমাদের মৃত্যু। দেখুন এই লক্ষ্ণৌয়ে ন্যূনাধিক ৫০০ বারিক আছে; এই বারিক সকল এক এক করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। উক্ত বারিক কিছু বহুকাল নির্ম্মিত হয় নাই যে ক্রমাগত ঝড় বৃষ্টি খাইয়া অপটু হইয়াছে। তবে কি কারণে উহা এক্ষণে থাকিবার অনুপযুক্ত হইল? ইহা বলা বাহুল্য যে উহা প্রস্তুত করিবার সময় বিশেষ যত্ন প্রদর্শন করা হয় নাই এবং উত্তম মাল মসলাও দেওয়া হয় নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য আগতপ্রায় সভ্য মহাশয় কি এ দোষের উন্মূলন করিতে পারিবেন? রাস্তা প্রস্তুত করিবার সময় নীচে গাছ পালা বিছাইয়া উপরে যে খোয়া কিম্বা কাঁকর দেওয়া হয় তাহা কি তিনি নিবারণ করিতে পারিবেন? পাকা গৃহ নির্ম্মাণ কিম্বা পুনঃসংস্কার করিবার সময় ভিতরে কাঁচা গাঁথুনি কি তিনি বন্ধ করিতে পারিবেন? বাৎসরিক মেরামত কালে দরজা রং করার বদলে ভিজে কাপড় দিয়া পরিষ্কার করা কি আর চলিবে না? এই সকল যদ্যপি নিবারণ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার আগমন সুখের বিষয়।

২। আবদুল্লা খাঁ নামক জনৈক চাপরাশির স্ত্রী এক আশ্চর্য্য সন্তান প্রসব করিয়াছে। সন্তানটীর মুখের বর্ণ আলকাত্রা অপেক্ষাও কাল, চক্ষু ষাঁড়ের মত এবং কপালে তিন ইঞ্চ পরিমাণে দুই শৃঙ্গ। ইহা ভূমিষ্ঠ হইয়া অতি অল্প কাল জীবিত ছিল, এমত কি দশ মিনিটের অধিক নহে। শুনিলাম তাহার মৃত দেহ স্থানীয় মিউসিয়ামে সাধারণের দর্শনার্থ রাখা হইয়াছে।

৩। কিছু দিন হইল এখানে ঘোড় দৌড়ের বড় ধুম হইয়াছিল। দুই দিবস দৌড় হইবার কথা ছিল, কিন্তু প্রথম নির্দ্ধারিত দিবসে অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় দ্বিতীয় দিবসে দুই দিনের কার্য্য একত্র হয়। অনেক লোক জন, রাজা রাজড়া, নবাব সুবো উপস্থিত ছিলেন এবং ইংরাজদের কৌশল দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এক জন দেশীয় লোকও নিজ ঘোটকারোহণ নৈপুণ্য দেখাইয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে একটী মোকর্দ্দমা এখানে উপস্থিত হইয়াছে। ডফ্ সাহেবের ঘোড়ার পা লাগিয়া ম্যাকবিন সাহেবের এক কুকুর মরিয়াছে। ম্যাকবিন সাহেব কুকুরের ক্ষতি পূরণের জন্য ১০০ টাকা দাবি দিয়া অভিযোগ করিয়াছেন।

৪। চকের সন্নিকটে ৩ দিবস খুব কুস্তি হইয়াছিল। দেশ দেশান্তর হইতে অনেক কুস্তিওয়ালা আইসে, তন্মধ্যে মথুরার চৌবে ও পঞ্জাবি অধিক ছিল। প্রথম দিন কুস্তির বিষয়ে কোন বিশেষ বক্তব্য নাই; দ্বিতীয় দিন কুস্তিতে এক জন পঞ্জাবি ও এখানকার এক জন বুল্ বুল্ নামে প্রসিদ্ধ কুস্তিওয়ালাতে লড়াই হয়। শুনিলাম বুল্ বুল্ এ পর্য্যন্ত কোন কুস্তিতে হারে নাই, কিন্তু এবার পঞ্জাবি তাহাকে উপর্য্যুপরি তিন বার হারাইয়া দিয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা পক্ষপাত করিয়া উভয়কে সমান লিখিয়াছেন। যে মহাজনের নিকট পঞ্জাবি চাকর আছে, তিনি তাহাকে এক যোড়া দামি সাল পুরস্কার স্বরূপ দিয়াছেন। তৃতীয় দিবসে একটী দুর্ঘটনা হইতে হইতে গিয়াছে। এক জন পঞ্জাবি ও মথুরার চৌবেতে কুস্তি আরম্ভ হয় চৌবে ভূমিশায়ী হয়, কিন্তু চিত হয় নাই। পঞ্জাবি তাহাকে চিত করিবার চেষ্টায় কৌশল পূর্ব্বক দুই একটা ঘুঁসি মারে ও কর্ণদ্বয় মোচড়াইয়া দেয়। ইহাতে চৌবে মহারাজ রাগান্ধ হইয়া নিকটস্থ এক কোদালের দ্বারা বিপক্ষকে প্রহার করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ পঞ্জাবি কিম্বা অপর কেহই আহত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট দেশীয় লোককে কুস্তির দ্বারা উৎসাহ দান করেন, বড় সুখের বিষয়।

৫। হতভাগ্য সিন্‌ক্লেয়ার সাহেব শেষ আশায় নিষ্ফল হইয়াছেন। তিনি ৩০০০০ টাকার দাবি দিয়া মান্যবর চিফ কমিসনার সাহেবের নামে অভিযোগ করেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। সিনক্লেয়ার আপাততঃ নিরুপায় হইয়া এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি কমিশনার, চিফ্ কমিশনার, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির আকৃতি ময়দানে অভিনয় করিয়া সাধারণকে দেখাইবেন।

৬। আমি অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে কিছুদিন হইল একটী নির্দ্দোষী বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে একজন ভদ্রনাম ধারী পামর অতি নিষ্ঠুর রূপে প্রহার করিয়াছে। স্ত্রীলোকটীর নালিশ করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া তাহার প্রতি এরূপ অত্যাচার করা কত দূর সঙ্গত, আপনার পাঠক বর্গ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

৭। আমাদের স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টার রায় বিন্দ্রাবন, নশিরউদ্দি হাইদারের অতিথিশালায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সে দিবস যত অন্ধ খঞ্জ ও অন্যান্য অকর্ম্মণ্য লোকদিগকে আহার ও বস্ত্রাদি দান করিয়াছেন। ইঁহার মত ধার্ম্মিক লোক সকলে মিলিত হইয়া যদ্যপি একটী সভা স্থাপন করেন, তাহা হইলে দেশের প্রচুর মঙ্গল হয়।

৮। চোরের শাস্তি গবর্ণমেণ্ট রীতিমত বিচার করিয়া দিবেন, এই মহারাণীর নিয়ম, কিন্তু দুরন্ত পুলিষ কর্ম্মচারিরা আপনারাই দণ্ড বিধান করেন। সপ্তাহ কাল অতীত হয় নাই জন কতক লোক চৌর্য্যবৃত্তিতে ধরা পড়িয়া হোসেন গঞ্জের চৌকিতে আনীত হয়। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ চুরি অস্বীকার করে এবং অস্বীকার করায় নির্দ্দয় হাওলদার নিজ বিনামা দ্বারা এমত প্রহার করিয়াছিল যে বোধ হয় তাহাদের হাড় গোড় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে একজন জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিল, এ কারণ হাওলদার সাহেব তাহাকে বিনামাদ্বারা প্রহার না করিয়া (কারণ গোয়ালা হইয়া ব্রাহ্মণকে জুতা মারা বড় অন্যায়) গোড়ালির শেষ ভাগ দিয়া এমত লাথি মারিয়াছিল যে জুতা খাওয়া তাহার পক্ষে শত গুণে ভাল ছিল। যে কয়েক জন লোক চুরি স্বীকার করে তাহারাও রেয়াত পায় নাই। বড় দুঃখের বিষয় যে কর্ত্তৃপক্ষদের চক্ষের উপর এ রকম অত্যাচার করিয়া ঐ সকল কর্ম্মচারিগণ অনায়াসে অব্যাহতি পায়। বোধ হয় তাঁহারা এ সব বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন না।

৯। গত কল্য সন্ধ্যার সময় এক বড় আশ্চর্য্য ঘটনা এখানে দেখিলাম। সত্য বটে "আউড নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশ" কিন্তু এখানে এত অরাজক কখন দেখি নাই। যখন আমরা কয়েক জনে বেড়াইতে ছিলাম, তখন দেখি যে সমস্ত দোকানদার আপনাদের দোকান ছাড়িয়া ভিতরে পলায়ন করিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম যে কি কারণে তাহারা ওরূপ তাড়াতাড়ি পলাইতেছে? তাহাতে তাহারা অন্য কোন উত্তর না দিয়া কেবল এই মাত্র বলিল যে ঐ দেখ দারোগা সাহেবের গাড়ি আসিতেছে। আমরা আশ্চর্য্য হইলাম যে দারোগা সাহেব আসিতেছেন তাহাতে এত ভয় কেন? কিয়ৎক্ষণ পরেই দারোগা সাহেবের গাড়ি আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল এবং আমরা দেখিলাম যে দোকানদারেরা যে পলাইতেছিল তাহা অকারণ নহে। দারোগা সাহেব আগা গোড়া কি ভদ্র কি ইতর সকলকেই আপনার ঘোড়ার চাবুক দ্বারা প্রহার করিতেছেন ও বিশ্রী গালা গালি দিতেছেন। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, যে দোকানের চাল রাস্তার উপর পড়ায় তিনি এরূপ ব্যবহার করিতেছেন। ভাল, সম্পাদক মহাশয়, যদ্যপি চাল রাস্তায় পড়িয়াছিল, তাহা তিনি কেন কাটাইয়া ফেলিলেন না বা কাটিতে হুকুম দিলেন না? প্রহার ও গালাগালি মিউনিসিপালিটীর কোন আইনে লেখে? আমরা ভরসা করি সেক্রেটারি সাহেব এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেন, এবং যাহাতে এরূপ অত্যাচার পরে না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিবেন।

১০। লক্ষ্ণৌ টাইম্‌স বলেন যে "আউড গেজেটিয়ারের" জন্য ৪০০০০ টাকা ব্যয় হইয়া গেল, তথাচ উহা এ পর্য্যন্ত বাহির হইল না। বাস্তবিক কি কারণে এত দেরি হইতেছে, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। সকল লোকটা যে উহার জন্য আশা পথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছে ইহা বলা বাহুল্য।

১১। মেজর জেনারাল টুথস্‌ সাহেবের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া লক্ষ্ণৌস্থ সমস্ত কর্ম্মচারিগণ দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হন। তাঁহারা তাঁহার স্মরণার্থে একটী সভা অধিবেশন করিয়া স্থির করেন যে তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করা হইবে।

১২। ইতিমধ্যে দেলখোশার নিম্নস্থ রাস্তায় জল দিতে ক্যানটন্‌মেণ্ট মিউনিসিপালিটী অক্ষম প্রকাশ করায়, আমাদের মান্যবর চিফ্‌ সাহেব ইংরাজ মণ্ডলিতে এক বড় রসিকতা পূর্ণ পত্র লেখেন। তিনি লেখেন যে "ঈশ্বর যে মহাশয়দের স্ত্রীরত্ন দিয়াছেন তাঁহাদের নিশ্চয় ইহাতে চাঁদা স্বাক্ষর করা উচিত, কারণ সন্ধ্যার হাওয়া খাইতে গিয়া ধূলা লাগাইয়া কাপড় খারাপ করিয়া প্রতি মাসে নূতন পোষাক প্রস্তুত করান অপেক্ষা জল ছড়াইবার জন্য কিছু চাঁদা দেওয়া ভাল।" একজন ভদ্রলোক ঐ পত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়াছেন যে "ঈশ্বর আজ কাল প্রচুর জল রাস্তায় দিতেছেন, অতএব মনুষ্যের কোন বন্দোবস্ত অনাবশ্যক।" বস্তুতঃ যে প্রকার বৃষ্টি এখানে হইতেছে, যদি তাহার শতাংশের এক অংশ বাঙ্গালাতে হইত তাহা হইলে হাহাকার রব থাকিত না।

১৩। অযোধ্যা ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকীয় ভার শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূর্ব্ব সম্পাদক তাঁহার সহকারী হইয়াছেন। আমরা এ বন্দোবস্তের কারণ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। স্থানীয় সমাজে এত অধিক সভ্য নাই যে দুই জন সম্পাদক আবশ্যক। ভাল দেখা যাউক নূতন সম্পাদক মহাশয় দ্বারা কি উন্নতি হয়। শ্রী ন, মা, ব।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

শুনা গেল শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর সাট্‌ক্লিফ সাহেব আসামস্থ বিদ্যালয় সমূহের পুনঃসংস্কারার্থ তথায় গমন করিয়াছেন। গবর্ণর-জেনেরলের গমন উপলক্ষে আসামের অনেক মঙ্গল সাধিত হইল!

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে এক্ষণ অবধি সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সমূহের বিল এক মাস অন্তর পাশ হইবে। পূর্ব্বে দুই মাস অন্তর হইত। এইরূপ আজ্ঞা দেওয়াতে টেম্পল সাহেব অনেকের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইলেন। 'ক্যাম্বেলি খেয়াল যতই উঠে, ততই ভাল।

ইণ্ডিয়ান পবলিক্ ওপিনিয়ন শুনিয়াছেন যে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধীয় যত পর্য্যবেক্ষিকা আছে কলিকাতায় তাহার বিবরণ এবং হিসাব পত্র রাখিবার জন্য একটী সেণ্ট্রেল আফিস স্থাপনের মানস করিয়াছেন।

গত শুক্রবার লর্ড নর্থব্রুক, গবর্ণমেণ্ট হাউস হইতে মেও হাসপাতাল দর্শনার্থ যেমন বহির্গত হইবেন অমনি তাঁহার শকটের লেদার স্প্রিং ছিন্ন হইয়া যায়। সৌভাগ্য ক্রমে কোন দুর্ঘটনা হয় নাই এবং ইংলিশ সাহেবের ব্রোহাম গাড়ী তখনি সেই পথ দিয়া যাওয়াতে গবর্ণর জেনেরল সমাদরে তদুপরি গৃহীত হন।

শ্রীহট্ট আসামের অন্তর্ভূত হওয়াতে তথাকার অধিবাসীগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অসন্তোষের কারণ তাঁহারা লর্ড নর্থব্রুকের নিকট দরখাস্তে বলেন "শ্রীহট্ট বাসীরা বঙ্গদেশীয়। বঙ্গদেশের অপর ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে আসামী বলিয়া ডাকিবে, এটী অত্যন্ত অপমানের বিষয়।"

বঙ্গদেশের দক্ষিণ মধ্য ভাগে অত্যন্ত বৃষ্টির অভাব লক্ষিত হইতেছে। গত সপ্তাহে যেরূপ বৃষ্টি হয় তাহা যথেষ্ট নহে।

গত শুক্রবার ইলিশ ও হবহাউস সাহেব সিম্‌লা যাত্রা করিয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুক আগামী অক্টোবর মাসের ১৫ই এর মধ্যে দার্জ্জিলিং যাইবেন।

সুইফ্‌ট নামক ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের এক জন ড্রাইভার গঙ্গায় জল মগ্ন হইয়া মরিয়াছে। উক্ত ব্যক্তি তিন জন সঙ্গিসমভিব্যাহারে পার হইতেছিল। গঙ্গার মধ্যস্থলে নৌকাখানি অত্যন্ত প্রবল বেগে এদিক ওদিক করাতে সুইফ্‌ট জলে পতিত হয় এবং মগ্ন হইয়া যায়। উহার মৃত দেহটী পাওয়া গিয়াছে।

২২এ সেপ্টেম্বর হইতে ২১এ নবেম্বর পর্য্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে কলিকাতার হাইকোর্ট বন্ধ হইবে। উক্ত সময়ে মার্কবি সাহেব ভেকেসন জজ থাকিবেন।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম আগামী বৎসরে লর্ড নর্থব্রুক সিমলা যাত্রা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর টেম্পল সাহেব কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। অনেক দিন মফস্বলে কাটাইয়া টেম্পেল মহোদয় একটু স্থির হইয়া বসেন, আমাদিগের ইচ্ছা।

মিয়ার্স সাহেবের উদ্ধারার্থ যে দরখাস্ত লেখা হয় তাহাতে প্রায় ৮।৯ শত ইংরাজ ও দেশীয় ভদ্রলোক স্বাক্ষর করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৬০ বা ততোধিক জন বাঙ্গালি আছেন।

পাওনিয়রের এক জন পত্র প্রেরক বলেন "কলিকাতার প্রধান প্রধান ইংরাজগণ মিয়ার্স সাহেবের দণ্ডে অসন্তুষ্ট নন।" যখন দেখা যাইতেছে ইংরাজ দিগের মধ্যেই এইরূপ মতভেদ হইতেছে, তখন সমুদয় ইউরোপীয় সমাজ এ বিষয়ে অসন্তুষ্ট বোধ হয় না।

গত মাসে ১৬৩০০ জন ভারতবর্ষীয় চিত্রশালিকা দর্শনার্থ গিয়াছিল। তন্মধ্যে দেশীয় পুরুষ ১৩,৬২৯ এবং স্ত্রী ২৪১৪, ইউরোপীয় পুরুষ ২০২ এবং স্ত্রী ৬৩। প্রাত্যহিক দর্শকের সংখ্যা গড়ে ৬২৬ জন মাত্র।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে বিখ্যাত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পৃষ্ঠব্রণ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি এক খানি শকট হইতে পড়িয়া যান। তদবধিই ইঁহারা স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। পরে শরীরে শোণিত অভাবই নাকি এই পৃষ্ঠ ব্রণের কারণ। আশা করি তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবেন।

কলিকাতার ময়দান দিয়া এক জন ফিরিঙ্গি গমন করিতেছিল। ইহার নিকট একটী ঘড়ি ও একটী চেন ছিল। ক্ষণেক পরে দুই জন পশ্চিম ইণ্ডিয়াবাসী দুষ্ট ব্যক্তি উহাকে আক্রমণ করে এবং জিনিষ পত্র সমুদয় কাড়িয়া লয়। গড়ের মাঠে এরূপ ভয় অনেক দিন হইতে আছে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কিছুই মনোযোগ করেন না। কলিকাতার বক্ষঃস্থলে এরূপ হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত ও যুক্তি বিরুদ্ধ।

চাঁদ্‌নী চকে এক জন মুদি দোকানে বসিয়া আছে, এমন সময় গৃহের ছাদটী তাহার উপর পতিত হয়। মুদী এক্ষণে সিয়ালদহ হাঁসপাতালে রহিয়াছে। কলিকাতার ভগ্ন গৃহাদির তত্ত্বাবধান করিবার কি লোক নাই?

সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার উন্নত পাঠশালার শিক্ষকদিগের মধ্যে কোন কোন গুরুমহাশয়কে মফস্বলের পাউণ্ড রক্ষকতা কাজের ভার দেওয়া হইতেছে। ইহাঁরা পাঠশালা ও খোঁয়াড় উভয়েরই কার্য্য করিবেন, এবং তজ্জন্য স্বতন্ত্র বেতন প্রাপ্ত হইবেন। ইঁহাদিগকে কেন গোরু বাছুর চরাইতে দেওয়া হউক না? গোরু চরান ও ছেলে ঠেঙ্গান একত্র দুই কাজই চলিবে!!!

কলিকাতার মিণ্ট মাষ্টার টাঁকশালের কার্য্যশিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটী শিল্পবিদ্যালয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর তাহার অনুমোদন করিয়াছেন, এবং কর্ণেল হাইড, কর্ণেল গ্যাষ্ট্রেল ও কাপ্তেন একফোর্ডকে কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা উক্ত প্রস্তাব আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া তাহার বিশেষ বিবরণ ও তাহাতে কত ব্যয় হইবে, গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবেন।

হিতসাধিনী বলেন যে বরিশাল জেলার প্রজাগণ জমীদারদিগের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কেবলই জমীদারের অত্যাচার শুনিতে পান, প্রজারা যে কত অত্যাচার করে তাহা দেখিয়াও দেখেন না। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে সুবিচার করা কর্ত্তব্য।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে রেলওয়ে বিভাগে দেশীয় গার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। মাতলা রেলওয়ের ম্যানেজার রামগতি বাবু প্রথমে দেশীয় গার্ড নিযুক্ত করেন। সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ম্যানেজার ২৫ টাকা মাসিক বেতনে ৬ জন দেশীয় গার্ড নিযুক্ত করিয়াছেন। দেশীয়গণ কোন কার্য্যেই অপারগ নয়, দুঃখের বিষয় উচিত বেতন দিয়া তাহাদিগকে উৎসাহদান করা হয় না।

মিয়র্স সাহেব নাকি প্রেসিডেন্সি জেলে গণি ব্যাগ বুনিতেছেন! ইনি এক্ষণে হাসপাতালে পীড়িত শুনা যাইতেছে। যাহাহউক অনেকে এবার সাহেবের বোনা গণি ব্যাগ ব্যবহার করিতে পাইবেন!

হুগলী নদীর সেতু এখন যেরূপ নিয়মে প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে বোধ হয় ইহা সম্পন্ন হইতে আরো অনেক দিন লাগিবে। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের গতিকই এইরূপ।

শুনাগেল ৭ জন আর্টিকেল ক্লার্ক আটর্ণি পরীক্ষা দেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কেহই উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। উত্তীর্ণ না করিবার উদ্দেশেত পরীক্ষার অভিনয় হয় নাই?

সহচর বলেন ডফলা দিগের বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার সৈন্য প্রেরণ করা হইবে। শীতকালে এই যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

উত্তর পশ্চিম।

গত ২৭ এ আগষ্ট সিমলায় একটী হিন্দুস্থানী এবং একটী ইউরোপীয় ৫০০ টাকার বাজীতে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। হিন্দুস্থানীটীরই জয় হইয়াছে। অনেকে এই তামাসা দেখিতে উপস্থিত ছিলেন।

লক্ষ্ণৌ টাইম্‌সে লিখিত হইয়াছে ২৪ এ আগষ্ট যখন কানপুর হইতে প্রাতঃকালের একখানি ট্রেণ আসিতেছিল, উক্ত সময়ে হারোনি ও লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনের মধ্যে ড্রাইবার এক ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান দেখিতে পায়। ড্রাইবার অনেক সঙ্কেত করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই উহাকে নড়াইতে পারে নাই। অবশেষে ট্রেণের বেগ থামাইতে অসমর্থ হইয়া ড্রাইবার উক্ত ব্যক্তির উপর ট্রেণটী ফেলিয়া দেয়। তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইয়াছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন দুর্ভিক্ষ জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া এব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

পাটনার মৃত রাজা ভুপ সিংহ বাহাদুরের পদ ও মর্য্যাদানুসারে, গবর্ণর জেনেরল তাঁহার পুত্র কুমার মহীপত সিংহকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

দিল্লীতে ৩১ এ আগষ্ট ভুমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

লাহোর কমিশনরের আদালতে এক কৌতুক জনক ঘটনা হইয়াছে। কিছু দিন হইল একটী মহিষ চুরি অপরাধে ৬ সহোদরের কারাবাস দণ্ড হয়। উক্ত ব্যক্তিরা তাহাদিগের মোকর্দ্দমার আপীল করিবার জন্য এক জন এজেণ্ট স্থির করে। ঐ ব্যক্তি আদালতের সম্মুখে দুইটী মহিষের প্রতিমূর্ত্তি রাখে, তন্মধ্যে একটী শ্বেত মূর্ত্তি এবং অন্যতরটী কৃষ্ণবর্ণ। পরে উক্ত এজেণ্ট বলিল "এই কৃষ্ণবর্ণ মহিষটী অপহৃত বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু এই শ্বেত বর্ণটী আপেলাণ্টদিগের গৃহে পাওয়া গিয়াছে।" সাহেব তৎক্ষণাৎ নথি তলব করিয়া পাঠাইলেন।

ফ্রেণ্ড পাঠে অবগত হওয়া গেল সিম্‌লার অধিবাসীগণের মধ্যে জনরব এই যে এক জন সাহেব নির্জনে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সুযোগ পাইলেই পাহাড়ীদিগকে ধৃত করে এবং তাহাদিগকে জ্বলন্ত আগুণে দগ্ধ করিয়া তাহাদিগের শরীর হইতে তৈল বাহির করে।

আমাদিগের লাহোরস্থ কোন বন্ধু লিখিয়াছেন:—

১। সম্প্রতি রাওল পিণ্ডির কোন ডিসপেন্সরিতে একটী হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। কয়েক জন

বদমায়েস তথাকার কোন স্ত্রীলোকের প্রতি আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, তাহাতে উক্ত ডিস্পেন্সরির জমাদার স্ত্রীলোকটীকে রক্ষা করিতে যায়, কিন্তু বদমায়েসেরা তাহাকে কোন অস্ত্র বিশেষ দ্বারা আঘাত করাতে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। উক্ত জমাদার পুরাতন ভৃত্য, তাহার উক্ত সাহসিকতার পুরস্কারার্থ তাঁহার স্ত্রীকে বৃত্তি দিবার প্রস্তাব হইয়াছে ও যে স্থানে এ ঘটনাটী সংঘটিত হইয়াছে তথায় একটী স্মরণস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার কথা হইয়াছে।

২। কয়েক দিবস হইল উজিরাবাদ পর্য্যন্ত নরদারণ ষ্টেট রেলওয়ের রাস্তা খোলা হইয়াছে। এই উপলক্ষে একটী মধ্যম গোচের ধুমধাম হইয়াছিল; আজও লোক জনের যাইবার কোন সুবিধা হয় নাই।

৩। এখানকার বাঙ্গালিদের মধ্যে সরস্বতী পূজা লইয়া একটী লাইবেলের মোকর্দ্দমা ঘটে, তাহা বোধ হয় আপনার পাঠক বর্গের স্মরণ থাকিতে পারে। অমৃতবাজার পত্রিকার নামে অভিযোগ আনা হয়। শুনা গেল এই মোকর্দ্দমায় ৭০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। মোকর্দ্দমার মূল আর কিছুই নহে, কেবল দলাদলী। দুঃখের বিষয় এই যে বঙ্গবাসীরা কেমন দলাদলীপ্রিয় যে যেখানে যাউক না কেন দলাদলী করিয়া বসে। আমি এ অঞ্চলের অনেক স্থান দেখিয়াছি এবং যেখানে গিয়াছি সেই স্থানে এক প্রকার না এক প্রকারে এই ভাবটী বিরাজমান দেখি, এমন কি এ অঞ্চলের একটী সহরে একবার গিয়াছিলাম সেখানে এক ঘর মাত্র বাঙ্গালী ছিল, সেখানেও দেখিলাম দলাদলীপ্রিয় বাঙ্গালী স্থির নহেন। আপনি ও আপনার পরিবারের সহিত পৃথক্ ভাবে বাস করিয়া দলাদলীর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। বাঙ্গালীর এ দুর্নাম কি যাইবার নহে?

৪। এখানকার কোন একটী প্রধান দপ্তরের সাহেবের মত ছিল যে অল্প বেতনাকাঙ্ক্ষী ইংরাজ ও দেশী ফিরিঙ্গীরা কোন কার্য্যের নহে, সেই জন্য তিনি তাহাদিগকে বড় মনোনীত করিতেন না। পরে তিনি বিলাত গমন করিলে তাঁহার উত্তরাধিকারী সাহেব বাহাদুর কেবল অধিকাংশ উক্ত শ্রেণীর সাহেব ভর্ত্তি করিতে লাগিলেন, কিন্তু দেখিলেন উক্ত সাহেবগণ কর্ম্ম অপেক্ষা চুরুট খাইতে তৎপর ও অনেকেই সুরাপানাসক্ত এমন কি দপ্তরে কেহ কেহ আসিয়া মদের নেসার ঝোঁকে মেজের উপর বমন করে। ইহা দেখিয়া পরে অগত্যা দেশীয় লোক মনোনীত করিতে বাধ্য হয়েন।

মান্দ্রাজ।

ত্রিবাঙ্কুরের যুবরাজ মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন ফেলো এবং সম্প্রতি নীতি বিষয়ে চমৎকার বক্তৃতা করিতেছেন। মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্টের ইঁহার আবেদন গ্রাহ্য করা উচিত।

মিরর পাঠে অবগত হওয়া গেল মান্দ্রাজে গার্হস্থ্য শিক্ষার জন্য একটী মিশন স্থাপিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত ইঁহারা বাতুলালয় দর্শন ও বাতুলদিগের সহিত কথোপকথন করিবেন স্থির করিয়াছেন। তিনটী পতিতা স্ত্রীলোককে বোর্ডিং স্কুলে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। মাননীয়া বিবি রবিন্সন ও অন্যান্য ভদ্র মহিলা উক্ত বিদ্যালয়ে সাহায্য দিবার জন্য স্বীকৃত হইয়াছেন। ভরসা করি মিশনটী উন্নতি লাভ করিবে।

বোম্বাই।

বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার সাহায্যার্থ বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ১৩৩১৭৭৮৶১০ উঠিয়াছে। তন্মধ্যে কতক এলাহাবাদে এবং ১১৭০০০ টাকা কলিকাতায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

বোম্বাই হইতে দুইটী সম্ভ্রান্ত যুবা সিবিল সর্ব্বিস এবং এম ডি পরীক্ষার্থে বিলাত গমন করিতেছেন।

যাকুবাবাদের ১৫টী সেতু ব্যতীত আর সমুদায় সেতু গত জলপ্লাবনে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

২৫এ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে বোম্বাইর মৃত্যু সংখ্যা ২৮২। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ২৬ জন কম।

ইউরোপ।

এক সপ্তাহকাল ধরিয়া লণ্ডনে স্পিরিচুয়ালিষ্টদিগের এক সভা হয়। তাহাতে মৃত মহাপুরুষদিগের আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে অনেক প্রস্তাব পঠিত হয়। অনেকে মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন এ বিষয়েও অনেক বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

ইউরোপ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে বিখ্যাত ভাস্কর ফোলি সাহেব সম্প্রতি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। কলিকাতার লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং আউট রামের প্রতিমূর্ত্তি ইঁহার হস্ত নির্ম্মিত। ইঁহার মৃত্যুতে লর্ড ক্যানিঙ সাহেবের প্রতিকৃতিটী অসম্পূর্ণ রহিল। ইনি ১২ বৎসর এইটী প্রস্তুত করিতেছিলেন।

বোর্দো নগরে ব্রাকোট নামক এক ব্যক্তি বেলুন হইতে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি ৩৩০ বার আকাশ মার্গে উড্‌ডীন হইয়াছিলেন।

কুপারস্ হিল কলেজে পব্‌লিক ওয়ার্ক বিভাগের জন্য যে সকল ইঞ্জিনিয়র শিক্ষিত হইতেছেন, অক্টোবর মাসের মধ্যে তাহারা এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ইঁহাদিগের সংখ্যা ৫০ জন এবং সকলেই ৪৫০ টাকা মাসিক বেতনের আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার হইবেন।

বিবিধ।

নিউ জিলেণ্ডের শাসনকর্ত্তা জেম্‌স ফার্গুসন সাহেবের পদে কুইনসলণ্ডের গবর্ণর মার্কুইস নর্ম্মানবি সাহেব নিযুক্ত হইবেন। ত্রিনিদাদের গবর্ণর এবং লর্ড চ্যানসালারের ভ্রাতা কেয়ার্ণস্ সাহেব কুইনস্‌ল্যাণ্ডের শাসনকর্ত্তা হইবেন। ইনি অসুস্থতা নিবন্ধন ত্রিনিদাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

একজন ভদ্র ইউরোপীয় স্ত্রীলোক স্বামিকর্ত্তৃক গুরুতররূপে প্রহারিত হয়। এমন্ কি তাহার নাসিকা পর্য্যন্ত ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। পরে যখন উক্ত স্বামী ধৃত হয়, তখন স্ত্রীলোকটী বলে যে তাহার স্বামী তাহাকে প্রহার করে নাই, সে স্বয়ংই উক্তরূপে ক্ষত করিয়াছে। ইউরোপীয় স্ত্রীগণের এরূপ পতিভক্তি দৃষ্টান্ত স্থলীয়।

শুনা গেল গোয়াটিমলার গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে কুলি লইয়া যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। পেরু গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত আছেন; কারণ মেকেয়োর কুলিলোক আর আসিতেছে না। উক্ত গবর্ণমেণ্ট নাকি কুলিদিগকে নীচ দাস রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দিবার পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন যেন কুলিলোকদিগের প্রতি উত্তমরূপ ব্যবহার করা হয়, সে কি নাম মাত্র?

দিল্লী গেজেট বলেন কাবুলের আমীর দায়ুদ খাঁকে কান্দাহারে একদল সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের একজন পেন্সন ভোগী গোলাম নক্সবন্দ খাঁকে উহার সহকারিরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। দায়ুদ খাঁ এই বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট নন।

উক্ত পত্রে দৃষ্ট হইল মজাজ্রাম ও মশখেদের রাস্তায় যে সকল তুর্কী ও জামুর্দ দেশের অধিবাসীগণ পথিকদিগকে হত্যা করে এবং ধন সম্পত্তি

কাড়িয়া লয়, কশিয়ানেরা তাঁহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য নূতনবিধ আইন প্রচার করিয়াছেন। কোন ডাকাইত ধৃত হইলে, তাহাকে সংঘটন স্থলে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া বধ করা হয়।

এক টাকা মূল্যের এক প্রকার নূতন ডাক ষ্ট্যাম্প ভারতবর্ষে প্রচলিত হইবার জন্য আসিয়াছে। শীঘ্রই প্রচারিত হইবে।

প্রেরিত।

জয়নগর মজিলপুর নাট্যশালা।

মহাশয়! বিগত ১৯ এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার রাত্রে শ্রীশ্রী৺ রাধাবল্লভ জিউর বাটীতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে জয়নগর ও মজিলপুরস্থ কতিপয় যুবক দ্বারা বিধবা বিবাহ নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের দেশে এই প্রথম থিয়েটর। অভিনয় অত্যুত্তম হইয়াছিল, বিশেষতঃ সুলোচনা, সুখময়ী, পদ্মাবতী ও কীর্ত্তিরাম ঘোষের অভিনয়ে সকলেই চমৎকৃত ও মোহিত হইয়াছিলেন। কন্সার্ট মধ্যে মধ্যে হইয়া সকলকে আমোদিত করিয়া ছিল। দোষের মধ্যে পটক্ষেপণের সময় দুই বার গোলযোগ ঘটিয়াছিল। অভিনয় প্রথমেই যখন এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তখন পশ্চাৎ যে ইহা অত্যুত্তম হইবে তাহা বলা বাহুল্য। ফ্রী টিকিট হওয়াতে বিস্তর ভদ্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। অভিনয় দর্শনে সকলেই আনন্দিত মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। পরিশেষে যে একটী প্রহসন হয়, তাহা বড় মন্দ হয় নাই। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে অভিনেতৃগণের চরিত্র সম্বন্ধে কোন দোষ দেখিতে পাইলাম না।

জয়নগর
২০শে ভাদ্র ১২৮১।

একান্তানুগত
শ্রীগোলোকনাথ মুখোপাধ্যায়।

ব্রাহ্ম প্রচারকদিগের রাজদ্বারে অভিযোগের পক্ষ সমর্থন।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার শ্রাবণ মাসীয় ১৬ ই তারিখের পত্রিকায় সাপ্তাহিক সমাচারের নামে গ্লানির অভিযোগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ হাইকোর্টে বিচার প্রার্থী হইয়াছেন এ সম্বন্ধে আপনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সম্মতি প্রদান করিতে অক্ষম হইয়া দুঃখিত হইতেছি। আপনার যে এরূপ কার্য্য "বিসদৃশ বোধ হইল" তাহার কারণ জন্য, কিন্তু স্থির ভাবে যদি একটু বিবেচনা করিতেন তবে হঠাৎ এপ্রকার মত বোধ হয় আপনার মনে স্থান পাইত না। প্রচারকগণ "নিন্দিত উপহসিত ও তাড়িত" হইলে তাঁহাদের সে সকল "অবাধে সহ্য" করা উচিত, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের হস্তে যে অপর কতকগুলি ভদ্র পরিবারের ভার রহিয়াছে তাঁহাদিগের মান সম্ভ্রম রক্ষা করা কি আবশ্যক নহে? না আশ্রমস্থ ভদ্র মহিলাগণও কতকগুলি অব্যবস্থিতচিত্ত যুবকের দ্বারা অকারণ নিন্দিত, উপহসিত ও তাড়িত হয়েন ইহা শ্রেয়ঃ বোধ করেন? বিশেষতঃ দুষ্টের দমনের জন্য জগতে বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে, অতএব সেই বিচারালয়ে দুষ্ট অভিসন্ধি বিশিষ্ট গ্লানিপরতন্ত্র বিদ্বেষ পূর্ণ কতকগুলি সম্পাদক শাসিত হয়েন ও তদ্দ্বারা ভদ্র ব্যবহার শিক্ষা করেন ইহা কি বাঞ্ছনীয় নহে? প্রচারকগণ কি এতাবৎকাল নানা প্রকার গ্লানি, উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিয়া আসিতেছেন না? তবে এবার যে তজ্জন্য বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইলেন ইহার কি বিশেষ কারণ নাই? দুষ্কর্ম্মশীল লোকে দুষ্কর্ম্ম করিয়া অপরের শান্তি বিনাশ করেন এজন্য তাহারা দণ্ডার্হ। সেইরূপ যে সকল অব্যবস্থিত চিত্ত লোক অভদ্র ব্যবহার প্রভৃতি দ্বারা সমাজের শান্তি সম্ভ্রম বিনাশ করিতে উদ্যত হয় তাহাদিগকে কি কোন মতে শাসন করা গর্হিত কর্ম্ম? সম্পাদক মহাশয়, বিষয়টী যদি ব্যক্তিগত হইত তাহা হইলে আপনি যাহা বলেন তাহা শোভা পাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে যখন পারিবারিক মান সম্ভ্রমের ব্যাপার সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে তখন এ সম্বন্ধে কি উক্ত প্রকার শাসন একেবারে আবশ্যক নহে?

অনেক পাঠকস্য (১)

বারাণসীস্থ সংবাদদাতার পত্র।

১। বিগত ১০ ই ভাদ্র শেষ রাত্রিতে এখানে ভয়ানক বৃষ্টিপাত হয়, ঐ বৃষ্টি ১১ ই তারিখ সমস্ত দিন পর্য্যন্ত ছিল। ইহার জলে কাশীর উচ্চ উচ্চ স্থান ভিন্ন, সমুদয় সহর জলে প্লাবিত হইয়া, শত শত বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়া, শত ২ লোক কালীপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন গো, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি যে কত নষ্ট হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। অধুনা ঐ সকল গৃহতলে শস্য প্রভৃতি দ্রব্যাদি পচিয়া এমনি ভয়াবহ দুর্গন্ধ নির্গত হইয়াছে যে, তথায় লোকের গমনাগমন করা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতে নগরবাসীদিগের যে কি ভয়াবহ রোগ উৎপাদিত হইবে ভাবিয়াও স্থির করা যায় না। কাশীতে ভুট্টা প্রভৃতি শস্য ক্ষেত্র, জলে প্লাবিত হইয়া, সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। এখানকার অধিকাংশ লোকই ভুট্টা দিতে জীবন ধারণ করিয়া থাকে, বিশেষতঃ ভুট্টাই যখন সামান্য ইতর লোকের জীবনের এক মাত্র প্রধান উপজীবিকা, তখন ইহাদের যে কি ক্লেশ তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। সহরের মধ্যে এখন পর্য্যন্তও বৃহৎ ২ ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ ভূমিসাৎ হইতেছে, দেখা যাউক আরও কত হয়।

২। কাশীর প্রধান ধনশালী ও জমীদার বাবু [illegible]শচন্দ্রকে বোধ হয় সকলেই জানেন। ইনি এখানকার এক জন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট, ২। ৩ খানা সংবাদ পত্রের সম্পাদক, প্রধান ২ সভার সম্পাদক, নিজ ব্যয়ে স্কুল সংস্থাপন করিয়া তাহার ব্যয় চালাইতেছেন। কাশীর মধ্যে ইনিই এক জন উন্নতিশীল ও গবর্ণমেণ্টের হিতকারী। এখানকার ভূতপূর্ব্ব লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুরের, সম্বন্ধে প্রশংসিত বাবু তাঁহার "কবি বচন সুধা" পত্রিকার স্তম্ভে যে একটী বিষয় লিখিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট তাহাতেই ইহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং দণ্ড স্বরূপ অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটী পদ হইতে ইঁহাকে রহিত করিয়াছেন। জনরব যে ইনি কোন সভাতে প্রবেশ করিলে ইংরাজগণ ঐ সভাতে পদার্পণ করিবেন না এবং ইংরাজী সভাতে ইঁহার প্রবেশ নিষেধ হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র অপরাধে এক জন প্রধান ও উচ্চপদস্থ দেশহিতৈষীকে এরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করা ও সমাজচ্যুত করা যে কতদূর অসঙ্গত হইয়াছে, তাহা সভ্য ব্যক্তি মাত্রেরই বিবেচ্য। সম্পাদক ও দেশহিতৈষী মহাত্মা মাত্রেই যে এ সংবাদে দুঃখিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এ দেশে কি ইংরাজ কি দেশীয়, যাঁহারা উত্তমরূপে সরল হিন্দি শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যে হরিশ্চন্দ্র বাবুর উপকার ঋণে আবদ্ধ আছেন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? গবর্ণমেণ্টের উচিত, যাহাতে উক্ত বাবুকে দেশের মঙ্গলার্থে উৎসাহ ও সাহস দেওয়া হয় তাহাই করেন, ইনি ভগ্নোদ্যম হইলে দেশের উন্নতি পক্ষে অনেক ব্যাঘাত ঘটিবে।

---

(১) এবিষয়টী অনেকটা ব্যক্তিগত বোধ হওয়াতেই আমরা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম, যদি কেবল আশ্রমের অধ্যক্ষ আশ্রমের সম্ভ্রম রক্ষার্থ অভিযোগ করিতেন, তাহাতে আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক পরামর্শ দিতাম। যাহা হউক রাজদ্বারে অভিযোগ দ্বারা পত্রপ্রেরকের লিখিত মহৎ উদ্দেশ্য সকল যদি সফল হয়, একবার ছাড়িয়া সহস্রবার নালিস করা হউক। ভা, সং স।

৩। অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের মেমোরিয়েল ফণ্ডে এখানে ৩৬৬৷৷৹ চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছে, আরও হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহার মধ্যে বাবু হরিশ্চন্দ্র ৫০ টাকা, বাবু কাশীনাথ বিশ্বাস ৫০ টাকা, মিরজা রহমত উল্লা ২৫ টাকা, প্রমথাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬ টাকা ইত্যাদি লোক এ প্রকার টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকা দ্বারা এখানকার চক্বাজারের নিকট যে নূতন রীডিংরূম হইতেছে, তাহার এক প্রকোষ্ঠে অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের নামে এক (Law Library) আইন গ্রন্থালয় সংস্থাপিত হইবে। ইহাতে সকল প্রকারের আইন পুস্তক থাকিবে। সর্ব্বসাধারণে তথায় আইন অধ্যয়ন করিয়া নিজ২ উন্নতির পথ মুক্ত করিতে পারিবেন। এ কার্য্যটী অতীব প্রশংসনীয় বটে।

গোঁসাই দুর্গাপুরস্থ সংবাদদাতার পত্র।

১। কুমার নদীর জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে অত্রত্য পথ ঘাট গুলি প্রায় তিন ফিট জল নিম্নে ডুবিয়া গিয়াছে। এই হেতু এখানকার বিদ্যালয় ২০ দিবসের জন্য বন্ধ হইয়াছে।

২। এখানকার ডাক ঘরের কার্য্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়াছে। এখান হইতে আলমডাঙ্গা হেড আফিসে যাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হওয়াতে কোন কোন দিন ডাক যাওয়া বন্ধ থাকিতেছে। এই এক মাসের জন্য গবর্ণমেণ্টের এই আফিসে এক খানি নৌকা দেওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা কোন কালে ইহার কার্য্য সুশৃঙ্খলে চলিবে না।

৩। এখানে চাউল ও ধান্যের দর দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। মৎস্যাদিও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, সুলভের মধ্যে কেবল শরিষা ও তৈল।

সম্প্রতি আমি ভ্রমণ পথে যে কয়েকটী বিষয় দেখিয়াছি, লিখিলাম, প্রকাশ করিবেন।

১। পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের চতুর্থ শ্রেণীটি সকল রেলওয়ের অপকৃষ্ট। ইহাতে যাহারা পর্য্যটন করে, তাহাদিগের কষ্টের আর সীমা থাকে না। রৌদ্র ও বৃষ্টিতে তাঁহাদিগের যার পর নাই ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। ১ ম, ২ য়, ও ৩ য়, শ্রেণীর ভাড়ার ইতর বিশেষ থাকাতে তাহাদিগের বসিবার স্থানের ইতর বিশেষ হয়। কিন্তু এই তিন শ্রেণীর আরোহিদিগেরই রৌদ্র ও বৃষ্টি সহ্য করিতে হয় না। এই সকল গাড়িদ্বারে সারসি আছে, সুতরাং বৃষ্টি ও আতপ প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ির দ্বারে কিছুই নাই। রৌদ্রের সময় এই শ্রেণীর আরোহিদিগের অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করিতে হয় এবং যখন বৃষ্টি হইতে থাকে তখন আর এই হতভাগ্যদিগের দুর্গতির সীমা থাকে না। ইহাদিগকে বস্ত্র ও গাঁটরি প্রভৃতির সহিত সম্পূর্ণ ভিজিতে হয়। ইহাদিগেরই "খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবিয়া পার" হইতে হয়। এক দিকে লোকের ঠেলা ঠেলি, অপর দিকে বসিবার যো নাই। তাহার উপর আবার এই দুর্গতি। ভাল, ইহারা যে অল্প পয়সা দেয় তাহা কি দাঁড়াইয়া থাকা ও লোকের ঠেলা ঠেলি সহ্য করায় শোধ যায় না? ইহার উপর আবার এই দুর্গতি করিবার কারণ কি? মানেজার মহাশয়ের এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।

২। মহাশয়! আপনার পাঠকগণ বোধ হয় শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে বৈদ্যনাথ ও তন্নিকটস্থ স্থানে এবার পর্য্যাপ্ত ধান্য চাষ হইয়াছে। এখানকার লোকে বলিতেছে এবার এখানে আঠারো আনা চাষ হইয়াছে, এবার এখানে যেরূপ চাষ হইয়াছে, গত বিশ বৎসরের মধ্যে এরূপ হয় নাই।

৩। এখানে মৎস্য বিক্রয়কারিণীগণ মৎস্যে অপরিমিত বালি মিশাইয়া বিক্রয় করে। তজ্জন্য লোকের পেটের পীড়ায় বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। সে বালি কিছুতেই যায় না। বিক্রয়কারিণীরা বলিয়া থাকে, আমরা পতি পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু মৎস্যে বালি মিশান পরিত্যাগ করিতে পারি না। এখানকার মাজিষ্ট্রেটের এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

৮ ই সেপ্টেম্বর। } অনুগৃহীত
১৮৭৪। } পর্য্যটক।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

কস্যচিৎ পাঠকস্য—'বিদেশীয় ব্রাহ্ম' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন ব্যক্তিগত ও অনাবশ্যক বোধে প্রকাশিত হইল না। ভার্য্যা পরিত্যক্ত স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রীগ্রহণের বিপক্ষে যে যে মত ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আপনার যুক্তিও আছে বলিয়া পুনঃ প্রকাশিত হইল না।

হরিবংশ বসু——পশ্চাৎ প্রকাশ্য।

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ হরিনাভিস্থ প্রাচীন ভারত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

২য়, ভাগ
২৩ শ সংখ্যা। } বঙ্গাব্দ ১২৮১—৩ রা আশ্বিন শুক্রবার। ১৮৭৪—১৮ই সেপ্টেম্বর। { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭॥০ টাকা।

বিষয় সূচী।

আমাদিগের যন্ত্রালয় কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এক্ষণ অবধি ভারত সংস্কারক সম্বন্ধে যাঁহারা কোন পত্রাদি লিখিবেন, বা মূল্যাদি পাঠাইবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় দিবেন।

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোনাপুর ষ্টেসন হইয়া হরিনাভি ভারত-সংস্কারক কার্য্যালয়।

কলিকাতার পত্রাদি বিনিময়ের ঠিকানাঃ—

"নং৪২ (দ্বিতীয় দ্বার) সার্পেণ্টাইন লেন নেড়া গির্জা শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দত্তের নিকট।"

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের ভারতসংস্কারকের অগ্রিম মূল্য শেষ হইয়াছে অথবা যাঁহাদিগের নিকট ইহার মূল্য প্রাপ্য হইয়াছে, তাঁহারা কৃপা করিয়া শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে স্ব স্ব দেয় প্রেরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে একান্ত অনুগৃহীত করিবেন।

ভাং সং, কার্য্যাধ্যক্ষ।

ব্রাদার এণ্ড কোং।

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভদ্র লোকদিগের সুবিধার্থে নির্দ্ধারিত মূল্যে (বিনা দরে) সমস্ত জিনিষ বিক্রয় হয়। বাজারে বিশেষতঃ জুতার দোকানে সাধারণকে যেরূপ ক্লেশিত ও অপমানিত হইতে হয় তাহা নিবারণ করাই এ দোকানের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। স্ত্রী পুরুষ ও ছোট ছেলে মেয়েদের দেশী বিলাতী জুতা, তৈয়ারি পিরাণ, কামিজ ও পোষাক এবং পেণ্টুলান চাপকান ইত্যাদির উৎকৃষ্ট কাপড়, বিবিধ ষ্টেশনারি, পারফিউমারি, বিস্কুট, ঘড়ী, মেজিক লেণ্টার্ন, ইনষ্ট্রুমেণ্ট বাক্স, ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আছে।

ব্রাদার এণ্ড কোম্পানী।

১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আগামী আশ্বিন মাসে পুনরায় অত্র কারমে অংশীদার গৃহীত হইবে। প্রতি অংশের মূল্য ১০ দশ টাকা; যাঁহার যত ইচ্ছা, তিনি তত অংশই গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু অংশ গ্রহণেচ্ছুদিগকে প্রোক্ত মাস মধ্যে টাকা প্রেরণ করিতে হইবে। এবৎসর ব্রাদার এণ্ড কোম্পানীর ফারম্ "লিমিটেড" ("Joint Stock Company Limited") হয় নাই, আগামী বৎসরে হইবে। অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

২৪ এ ভাদ্র। } শ্রীবেণীমাধব মিত্র
১২৮১। } ম্যানেজার।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়।

বামাবোধিনী কার্য্যালয় কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ১১ নং বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। যিনি বামাবোধিনী পত্রিকা সম্বন্ধে কোন পত্র বা মূল্যাদি প্রেরণ করিবেন, তাহা এই নূতন ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যত্র পাঠাইলে পাইবার গোলযোগ হইবে।

পটলডাঙ্গা
১১ নং কলেজ স্কোয়ার
১ আশ্বিন ১২৮১ } শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দেব। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সপ্তাহ।

নীলকর মিয়ার্স সাহেবের উদ্ধারার্থ তাঁহার বন্ধুগণ যে দরখাস্ত করেন, সার রিচার্ড টেম্পল তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন "দলিল দস্তাবেজ সকল পাঠ ও সকল অবস্থা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যথেষ্ট কারণে মিয়র্সের দণ্ড হইয়াছে, তিনি তাহাতে আর হস্তক্ষেপ করিতেপারেন না।" আহা! বন্ধুগণ যদি কেবল ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিতেন টর মিয়র্সের কিছু উপকার হইলে হইতে সন পারিত।

গত ৭ ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার লর্ড নর্থব্রুক স্বয়ং রাজা রমানাথ ঠাকুরের হস্তে 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' চিহ্ন অর্পণ করেন এবং তৎসঙ্গে মহারাণীর হস্তাক্ষরাঙ্কিত একখানি নিয়োগ পত্র প্রদান করেন। মহারাণী রাজার প্রতি যেরূপ সম্মাননা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে বাঙ্গালি জাতি সম্মানিত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর ৩৬ জন সভ্যের প্রার্থনায় মন্দিরের আচার্য্য মহাশয় উপাসক মণ্ডলী সভা বিধিপূর্ব্বক সংগঠন করিবার জন্য একটী সভা আহ্বান করিতেছেন। আগামী শনিবার অপরাহ্ন ৫ টার সময় ইহার অধিবেশন হইবে। আমরা আশা করি, কলিকাতার ব্রাহ্ম সাধারণ পরস্পরের মধ্যে আর বিবাদ ও গোলযোগ না করিয়া এই সভাটী দ্বারা আপনাদিগের অভাব সকল মোচন করিয়া লইবেন।

কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বক্তৃতার বড়ই ধুম পড়িয়া গিয়াছে। বাবু শিবনাথ শাস্ত্রীর পর বাবু রাজনারায়ণ বসু, তৎপরে বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী বক্তৃতা করেন। বিজয় বাবু মন, বাক্য ও কার্য্যদ্বারা ব্রহ্মসাধনের উপদেশ দিয়াছেন। গত মঙ্গলবার বাবু নগেন্দ্রনাথ

চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন।

আমরা আহ্লাদ সহকারে সাপ্তাহিক সমাচারের এই সৌজন্য পূর্ণ লেখাটী পাঠকগণের গোচর করিতেছিঃ—

প্রচারকগণ সাপ্তাহিক সমাচারের নামে যে লাইবেল আনিয়াছেন তাহার ঔচিত্য প্রতিপাদন করিবার জন্য ভারত সংস্কারকের একজন পাঠক লিখিয়াছেন, আশ্রমস্থ ভদ্র মহিলাগণ অকারণে নিন্দিত, উপহসিত ও তাড়িত হন, এবং কোন ব্যক্তির পারিবারিক মান সম্ভ্রমের বিঘ্ন ঘটে, ইহা শ্রেয়ঃ নহে। সাপ্তাহিক সমাচার সম্পাদক অন্য বিষয়ে যেরূপ অপরাধী হউন না কেন, তিনি কখন আশ্রমবাসিনী কোন মহিলার কুৎসা রটনা করিয়া অথবা কোন আশ্রমবাসীর "পারিবারিক শান্তি" ভঙ্গ করিয়া অপরাধী হন নাই। তাঁহার পত্রে যদি কোন ভদ্র গৃহস্থের অবমাননা-সূচক একটি কথা লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি অনুতাপ করিতে প্রস্তুত আছেন। আশ্রমবাসী কোন পরিবার কখন সাপ্তাহিক সমাচারে "নিন্দিত, উপহসিত ও তাড়িত হইয়াছেন" পাঠকগণের কি ইহা মনে পড়ে?

যাহাহউক আমরা শুনিতেছি এবার ভারত আশ্রমের অধ্যক্ষ বাবু উমানাথ গুপ্ত ১০ হাজার টাকার দাবীতে তাঁহার নামে হাইকোর্টে অভিযোগ করিয়াছেন। তিনি এখন আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ প্রস্তুত হউন।

জেলা দিনাজপুরের দুর্গাপুর হইতে এক ব্যক্তি আমাদিগকে লিখিয়াছেনঃ—

১। এপ্রদেশে এক্ষণে সুবৃষ্টি হইতেছে। বর্ষার প্রারম্ভে জল উত্তমরূপে হয়। মধ্যে অনাবৃষ্টি হওয়াতে লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে এখানকার সকল লোকেই আনন্দিত এবং কৃষকেরা উৎসাহের সহিত রোপণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। হৈমন্তিক ধান্য উত্তমরূপ জন্মিবার সম্ভাবনা। আশু ধান্য যথেষ্ট হইয়াছে, বাজারে টাকায় ৬০ শিকার ওজনে ৮৬। ৯৮ সের বিক্রীত হইতেছে।

২। ফুলবাড়িতে একজন নেটিব ডাক্তার আসিয়াছেন, ইঁহাদ্বারা লোকের অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। এখানে জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব, কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশীয়দিগের ডাক্তারি চিকিৎসায় সম্পূর্ণ ঘৃণা।

ভারত সংস্কারক।

ইংলণ্ডের সাধারণ মত সঞ্চালন করিবার একটী নূতন প্রস্তাব।

ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের যত নিকটতর সম্বন্ধ হইতেছে, ইংলণ্ডীয় লোকেরা ভারতবর্ষের বিষয় ক্রমে যত অধিক জানিতে পারিতেছেন, ততই ইংলণ্ডের নিকট ভারতবর্ষ গাঢ়তর সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল ব্যক্তি ভ্রমণ কি অন্য কোন বিশেষ লক্ষ্য লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের আত্মীয়তা বৃদ্ধির পক্ষে অনেক সাহায্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই। এমন কি যে সকল যুবক ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে বিদ্যার্থী হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের হইতেও এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য লাভ হইয়াছে। কুমারী কার্পেণ্টার যিনি ইংলণ্ডে "জাতীয় ভারত সমাজের" স্থাপয়িত্রী, ভারতবর্ষের কল্যাণসাধনার্থ যাঁহার চেষ্টা অপর কোন বিদেশীয় অপেক্ষা বিন্দু পরিমাণে ন্যূন নহে, তিনিও একজন বিদ্যার্থী বাঙ্গালী যুবকের নিকট ভারতবর্ষীয় নারী জাতির দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া এদেশে প্রথম আগমন করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা, ভারতবর্ষীয় লোকদিগের নানা বিষয়ক চিন্তা ও মত ইংলণ্ডীয় লোকেরা যেরূপ পরিষ্কার রূপে জানিতে পারিলে আমাদিগের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা, ভ্রমণকারীদিগের সাময়িক চেষ্টা কিম্বা বিদ্যার্থিগণের অবসর-নিষ্কর্ষিত যত্ন দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইতে পারে না। এ বিষয়ে স্থায়ী যত্ন ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। কিরূপ চেষ্টা করিলে ইংলণ্ডের নিকট ভারতবর্ষ বিশেষ রূপে পরিচিত হইতে পারিবেন, ইংলণ্ডীয় লোকেরা তাহার যাবতীয় অভাব ও তদ্বিমোচনের উপায় অবগত হইতে পারিবেন, স্বদেশানুরক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির তাহা আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। আমরা পাঠকবর্গের সম্মুখে এই বিষয়ের একটী কার্য্যকর প্রস্তাব উপস্থিত করিবার অভিপ্রায়েই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

সংবাদপত্র জাতীয় ভাব, জাতীয় অভাব ও জাতীয় অবস্থা সাধারণের নিকট জ্ঞাপন করিবার পক্ষে একটী বিশেষ উপায়। এ দেশে সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইয়া অবধি অনেক প্রকার অত্যাচারের নিবারণ হইয়াছে, অনেক অজ্ঞাত বিষয় লোকচক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে, প্রবলের আক্রমণ হইতে দুর্ব্বল ব্যক্তিরা অনেক সময় সংবাদ পত্রের সাহায্যে রক্ষা পাইতেছে, প্রদেশীয় রাজ কর্ম্মচারীদিগের নানা প্রকার অন্যায়াচরণ নিবারিত হইয়া আসিতেছে। ক্রমে এদেশীয় লোকদিগের কর্ত্তৃক সম্পাদিত সংবাদপত্র সকলও গবর্ণমেণ্টের নিকট আদরভাজন হইয়া উঠিতেছে। এদেশীয় লোকেরা সদসৎ বিবেচনা করিয়া সংবাদপত্র চালাইতে সমর্থ হইতেছেন এবং এদেশীয় লোকদিগের প্রচারিত সংবাদপত্র পাঠ করিয়া তাঁহাদিগের চিন্তাশীলতার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁহারা আমাদিগের বড় শুভানুধ্যায়ী নহেন, তাঁহাদিগের মুখ হইতেও একথা বিনির্গত হইতে দেখা যাছে। বস্তুতঃ আমাদিগের দেশের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের মত, যে কোন সভ্য দেশেই হউক না কেন, সর্ব্বত্রই কিয়ৎ পরিমাণে গ্রহণীয় হইতে পারে। এদেশীয় সংবাদ পত্রের এইরূপ ক্রমাম্বয়িক উন্নতি দর্শন করিয়া আমাদিগের মনে এই আশার সঞ্চার হইয়াছে যে এদেশীয় লোকেরা সমবেত হইয়া এই সময়ে একখানি সংবাদ পত্র বিলাতে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। এই সংবাদ পত্র কিরূপ ভাবে সম্পাদিত হওয়া উচিত, আমরা এস্থলে তাহাই দেখাইতে চাই। কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সম্পাদক করিয়া কেবল তাঁহার লিখিত প্রস্তাব তাহাতে প্রকাশিত হয়, আমাদিগের অভিপ্রায় নহে। বিলাতের পবলিক ওপিনিয়ন (Public Opinion) পত্রের ন্যায় ভারতবর্ষীয় যাবতীয় প্রধান প্রধান পত্রের হিতকর ও জ্ঞাতব্য প্রস্তাবগুলি সংগ্রহ ও বিবিধ ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া এই পত্রে প্রকাশ করা হয় এই আমাদিগের ইচ্ছা। বিলাতের সকল অবস্থার লোকে যাহাতে এই পত্র অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন, এই নিমিত্ত ইহার মূল্য অতি অল্প করা আবশ্যক। লাভের প্রত্যাশা রাখিয়া এই পত্র প্রচার করা যাইতে পারে না,

যদি ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া উঠে, তবেই যথেষ্ট জ্ঞান করিতে হইবে। এইরূপ একখানি পত্র প্রচার করিতে হইলে কিছু মূল ধন আবশ্যক হইবে, ভারতবর্ষের নানা স্থানের দানশীল স্বদেশহিতৈষী লোকেরা সাহায্য করিলে আবশ্যক পরিমাণ মূলধন অনায়াসে সংগৃহীত হইতে পারে। মূল ধনের সংস্থান হইলে আর একটী গুরুতর বিষয়ের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। যে সকল সংবাদ পত্র স্থানীয় ভাষায় লিখিত, তাহার সুপাঠ্য প্রস্তাব সমুদায় ইংরাজিতে অনুবাদ এবং যাবতীয় সংবাদ পত্রের প্রস্তাব নির্ব্বাচন করিবার নিমিত্ত এক এক প্রেসিডেন্সীতে এক একটী কমিটী নিযুক্ত করিতে হইবে। কমিটী প্রস্তাব নির্ব্বাচন ও অনুবাদের ভার গ্রহণ করিবেন। এইরূপ সদ্বিবেচনার সহিত এদেশীয় সংবাদ পত্র হইতে প্রস্তাব নির্ব্বাচন করিয়া বিলাতে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে পারিলে যে আমাদিগের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে, এ বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় নাই।

ইংলণ্ডের সাধারণ মতকে সঞ্চালন করিয়া আমাদিগের স্বপক্ষে আনিতে না পারিলে আর এদেশের কোন বিশেষ উপকার লাভ হইতেছে না। আমাদিগের সংবাদ পত্র সকল একত্র হইয়া যাহা করিতে না পারিবেন, ইংলণ্ডের সাধারণ মত যৎসামান্যরূপে পরিচালিত করিতে পারিলেও তদপেক্ষা অধিকতর উপকারের প্রত্যাশা করা যায়। এক্ষণে ইংলণ্ডের অনেক লোক ভারতবর্ষের নানা বিষয় অবগত হইবার জন্য ব্যাকুল। ইংলণ্ডের "ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন" এই জন্যই সংস্থাপিত হইয়াছে। পার্লেমেণ্ট মহাসভা পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যেরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন; এখন সৌভাগ্যক্রমে তাহার সে ভাবের পরিবর্ত্ত হইতেছে। মহাসভার সভ্যেরা এক্ষণে ভারতবর্ষের বিষয় জানিবার জন্য ক্রমেই অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। এই সময়ে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের সাধারণ মত পরিজ্ঞাপক কোন সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইলে ভারতহিতৈষী ইংলণ্ডীয় লোকেরা বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ ও আলোচনা করিবেন সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষীয় লোকের কোন যন্ত্রণা ও অভাব বোধ হইলে, এই পত্র দ্বারা তাহা ইংলণ্ডীয় লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিবে। দেশীয় সংবাদ পত্র সকলে অনেক উৎকৃষ্ট বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে, তাহা সমাদরে দেখিবার ও বুঝিবার লোক এদেশে অতি অল্প, ইংলণ্ডের লোকে তাহা জানিতে পারিলে প্রস্তাব লেখকের যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা পায়, এবং এদেশেরও অনেক অসুবিধা দূর হয়। আমাদের গবর্ণমেণ্ট এদেশের সাধারণ মতকে গ্রাহ্য করেন না, কিন্তু যখন এদেশের সাধারণ মত ইংলণ্ডীয় হৃদয়ে বহিতে থাকিবে, তখন গবর্ণমেণ্টকে অবশ্যই অবনতশির হইতে হইবে। আমাদের অনেক গুরুতর কথা গবর্ণমেণ্ট অনেক সময়ে শুনেন না, কিন্তু সে কথা ইংলণ্ডের মুখে প্রতিধ্বনিত হইলে বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইবে। এতদ্দেশীয় সাধারণ মত স্বতন্ত্র একখানি সংবাদ পত্র দ্বারা ইংলণ্ডে বিজ্ঞাপিত হইলে কেবল যে ইংলণ্ডের সহানুভূতি লাভ হইবে তাহা নহে, ক্রমে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকার সহানুভূতি দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের উপর পতিত হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকার নিকট চিরকাল ইংলণ্ড সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে চান। ইংলণ্ড সকল সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু প্রতিবেশী জাতির নিন্দা ও ধিক্কার সহ্য করিতে পারেন না। এখন ভারতবর্ষের উপর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন অন্যায় অত্যাচার করিলে ইংলণ্ড শুনিয়াও না শুনিতে পারেন; কিন্তু যখন জানিবেন যে শরণাগত রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি হইলে প্রতিযোগী জাতির নিকট তিরস্কারভাজন হইতে হইতেছে, তখন ইংলণ্ড কোন মতে স্বকর্ত্তব্য অবহেলন করিতে পারিবেন না। আমাদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের উপর ইংলণ্ডীয় সাধারণ মতের শাসন এবং ইংলণ্ডের উপর সমকক্ষ স্বতন্ত্র জাতি সাধারণের মতের শাসন সংস্থাপিত হইবে। যে সমস্ত জাতি ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের ত্রুটী দেখিলে কখনই তাহা উপেক্ষা করিয়া যাইবেন না। তাঁহারা সপত্নী-চক্ষে ইংলণ্ডের দোষ দর্শন করিবেন এবং বজ্রধ্বনিতে তাহা কীর্ত্তন করিবেন সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দিকের শাসনে উদ্বেজিত হইয়া ভারতবর্ষের স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ক্রমেই ন্যায় পন্থা অবলম্বন ও যথেচ্ছচারিতা পরিবর্জন করিবেন। উপকার এখানে শেষ হইবে না। এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষ দ্রুতপদে জ্ঞান ও সভ্যতার পথে অগ্রসর হইবেন। ইংলণ্ড ও ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের গাঢ়তর সম্বন্ধের ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল। এতদ্দ্বারা দেশের সংবাদ ও সাময়িক পত্র সকল বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে। এখন প্রায় অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকে দেশের অধিকাংশ সংবাদ পত্র সম্পাদন করিয়া থাকেন। সুশিক্ষিত লোকে প্রায় এদিকে নেত্রপাত করেন না। যেখানে অনর্গল গালিবর্ষণ করিতে না পারিলে উৎসাহ পাইবেন না, পাঠক পাইবেন না, প্রশংসা পাইবেন না।

যেখানে গবর্ণমেন্ট সংবাদ পত্রের মত জ্রক্ষেপ করেন না, স্বাধীন মতের তেজ সহ্য করিতে পারেন না, সত্য অপেক্ষা তোষামোদ ভাল বাসেন, সেখানে সুপণ্ডিত লোকে কেন সংবাদ ও সাময়িক পত্রের সম্পাদক হইতে গিয়া রবিন্‌সন সাহেবের অনুগ্রহের প্রতি প্রতীক্ষাপর হইবেন? কিন্তু যখন দেখা যাইবে, এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্রের লিখিত প্রবন্ধ সকল বড় বড় বিলাতী পত্রে উদ্ধৃত হইতেছে, সে সমস্ত অবলম্বন করিয়া পার্লেমেণ্ট সভার সভ্যেরা বাদানুবাদ করিতেছেন, সে সমস্ত পাঠ করিয়া সুসভ্য দেশের লোকে প্রশংসা করিতেছেন, তখন এদেশীয় সম্পাদক সমাজ নূতন বেশ ধারণ করিবে এবং সাময়িক পত্র সকল নূতন শক্তি লাভ করিবে।

উপসংহার কালে আমাদের প্রার্থনা এই যে আমাদের বিজ্ঞ সহযোগিগণ এই বিষয়টী বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখেন এবং অনুগ্রহ করিয়া এবিষয়ে স্বীয় স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করেন। আমরা অদ্য ক্ষান্ত হইলাম, কিন্তু সহযোগিগণ আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আমাদের অবশিষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইব।

ভাড়াটিয়া গাড়ি ও পাল্কি।

যে পরিমাণে কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, সেই পরিমাণে কলিকাতার বিবিধ যান সংস্কৃত বেশ ধারণ করিতেছে। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার ভাড়াটিয়া গাড়ির যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা অনেকের স্মরণ আছে। তখনকার মোটা দড়ি দিয়া ভয়ঙ্কর "ঝোলা" ছক্কড় চড়িলে গাড়ি চড়িবার সাধ দূর হইত। গাড়ির দড়ি ছিঁড়িয়া কত লোকের হস্তপদ ভগ্ন ও অস্থি চূর্ণ হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখনকার ছক্কড় এক দিন চড়িলে তিন দিন গাত্রে বেদনা থাকিত। মফঃস্বলের 'ছক্কড়' গুলি অবশ্যই কলিকাতার আদর্শে নির্ম্মিত হইত এবং সর্ব্বাংশে আদর্শ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। কলিকাতার রাস্তা গুলি ভাল ছিল বলিয়া অনেক রক্ষা, মফঃস্বলে সে সুবিধা ছিল না। সেখানে যেমনি গাড়ির অবস্থা, তেমনি রাস্তার অবস্থা। এ অবস্থায় অধিকাংশ দুর্ঘটনা মফঃস্বলেই সংঘটিত হইত। কিন্তু উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বকার "ছক্কড়" সকল তিরোহিত হইয়াছে এবং ভাড়াটিয়া গাড়ির অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতেছে।

বিগত বৎসরে কলিকাতা ও এ বৎসর উপনগর সমূহে ৩,২২৬ খানি ভাড়াটিয়া গাড়ি এবং ১,১১২ খানি ভাড়াটিয়া পাল্কি রীতিমত সনন্দ লইয়া ভাড়া খাটিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ভাড়াটিয়া গাড়ি ও পাল্কির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। ভাড়াটিয়া গাড়ি ও পাল্কির রেজিষ্ট্রার চিক সাহেব বলেন যে "উড়িষ্যার সৌভাগ্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া এ দেশে উড়িয়া বেহারার সমাগম তৎসঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হইতেছে এবং পূর্ব্বে সঙ্গতি-বিশিষ্ট নগরের লোকে পদব্রজে গমনাগমন করিতেন না, এক্ষণে এ বিষয়ে লোকের অধিকতর অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।" ১৮৬৪।৬৫ সালে কলিকাতায় ১৭৫৬ খানি পাল্কি ভাড়া খাটিত এবং এই পরিমাণে গাড়ির সংখ্যাও তখন অধিক ছিল। এই হ্রাসের আর একটী কারণ স্বরূপ কেহ২ অনুমান করেন যে পূর্ব্বাপেক্ষা নগরের ধন ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে লোকে এত ঘোড়া ঘুড়ি করিত না, এত গাড়ি পাল্কি রাখিত না, ভাড়া করিয়া কার্য্য সাধিত। ধন বৃদ্ধি হওয়াতে অনেকে নিজের গাড়ি পাল্কি করিয়াছেন। আরও একটী কারণ আমাদের মনে হয়। পূর্ব্বে মফঃস্বলে উড়িয়া বেহারা ছিল না। গ্রামের দুলে-বেহারা দ্বারা পাল্কির কার্য্য চলিয়া যাইত। এখন পল্লিগ্রামের যেখানে যাও, সেই খানে উড়িয়া বেহারা। পূর্ব্বে চাষের কার্য্য কৃষকেরা সম্পন্ন করিত। এখন তাহাতে অনেক উড়িয়া লোকের আমদানি হইয়াছে। তাহারা চাষের সময় চাষের কার্য্য করিয়া থাকে, পরে অনেকে দেশে ফিরিয়া যায়, অনেকে গ্রামে থাকিয়া পাল্কি বেহারার কার্য্য সম্পাদন করে। এই জন্য উড়িয়া বেহারার সংখ্যা কলিকাতায় ক্রমে হ্রাস হইতেছে। কলিকাতায় থাকিলে উড়িয়া বেহারারা অধিক পরিশ্রম করিয়া অধিক অর্থ উপার্জ্জন করে বটে, কিন্তু পল্লিগ্রামে তাহারা অল্প খাটিয়া প্রায় সেই পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন করে। উড়িষ্যার সৌভাগ্যোন্নতি সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা এখনও সাধারণের মধ্যে বিশেষ লক্ষিত হয় নাই, সুতরাং সে জন্যই যে কলিকাতায় পাল্কির সংখ্যা অথবা উড়িয়ার আমদানি হ্রাস হইয়াছে এরূপ অনুমান যথার্থ নহে।

গাড়ি পাল্কির রেজিষ্টরি আইন সম্বন্ধীয় একটী নিয়ম চিক সাহেব এইরূপ সংশোধন করিতে বলেনঃ—নিয়ম আছে "ব্যবহারের অযোগ্য হইলে গাড়ি পাল্কির লাইসেন্স রহিত করা হইবে," ইহাতে অনেক অত্যাচার হয় এবং দুঃখী লোক দিগকে পুনঃ পুনঃ রেজিষ্টরি করিয়া লাইসেন্স লইবার ব্যয় ভার বহন করিতে হয়। রহিত হইবার নিয়ম বন্ধ করিয়া যদি স্থগিত থাকিবার নিয়ম হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে এ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। এ প্রস্তাবটী মনোজ্ঞ বটে।

সার রিচার্ড টেম্পল।

সার রিচার্ড টেম্পল ক্যাম্বেল সাহেবের সহোদর হইবেন, এই আশঙ্কায় এদেশের লোকে অত্যন্ত শঙ্কাকুল ছিলেন। এ শঙ্কা উৎপাদনের প্রধান কারণ আমাদিগের কয়েকটী ইংরেজ সহযোগী। তাঁহাদিগের হস্তে টেম্পলের যে চিত্র প্রস্তুত হয়; তাহা দেখিয়া আমাদিগের সংস্কার হইয়াছিল, ইনি ক্যাম্বেলের ন্যায় যথেচ্ছচারী অথচ তাঁহার তেজস্বিতা ও কার্য্য-দক্ষতা বিরহিত। যদি ইহা যথার্থ হইত, তাহা হইলে এদেশের অমঙ্গলের পরিসীমা ছিল না। সৌভাগ্যের বিষয়, প্রথমারম্ভে আমরা নূতন লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের যে পরিচয় পাইয়াছি তাহা অতীব আশাপ্রদ। ইনি অদ্যাপি কোন কার্য্যে স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করেন নাই, প্রত্যুত উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষ, আইন ও শিষ্টাচারের অনুগত হইয়া অতি বিজ্ঞতার সহিত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। এদিকে যে সকল গুণে মহামতি ক্যাম্বেল এত সুবিখ্যাত ছিলেন তদংশেও ইহঁার হীনতা লক্ষিত হয় নাই। ইনি প্রথমাবধি দুর্ভিক্ষক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন এবং অতি নৈপুণ্য, ক্ষিপ্রকারিতা ও অধ্যবসায় সহকারে অর্পিত কার্য্যভার নির্ব্বাহ করিয়াছেন। মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুক যে আশায় ইহঁাকে ক্যাম্বেলের স্থানে বরণ করেন, তাহা ইনি সুসিদ্ধ করিয়াছেন। কয়েক মাস স্বয়ং দুর্ভিক্ষপ্রধান দেশে বাস করিয়া স্বয়ং সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং স্থানস্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছেন। কায়ক্লেশ যতদূর স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে ইনি ত্রুটি করেন নাই। দীর্ঘ প্রস্তাব লেখায় ক্যাম্বেল মহোদয়ের যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইত, তাহাতেও ইহঁাকে বড় কেহ পরাজিত করিতে পারে না। তবে ইহঁার বিরুদ্ধে লোকের যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহা কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যাগ করা বিধেয়।

সামান্য কথায় বলে "উঠন্ত বৃক্ষ পত্তনেই চিনা যায়।" টেম্পল সাহেবের পত্তন ভাল, তিনি যে একজন ভাল শাসনকর্ত্তা হইবেনইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে। বাঙ্গালার শাসন বিভাগে ইতিমধ্যেএমত কোন কার্য্য উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে টেম্পল সাহেবের প্রখর বুদ্ধিমত্তা বা অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার যে কয়েকটী বিশেষ গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তিনি অধীনস্থ দেশের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিতে সমুৎসুক। দুর্ভিক্ষ প্রধান প্রদেশ বিপদাপন্ন বলিয়া তিনি যে তদ্দর্শন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাহা নহে। তিনি পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনেক স্থান পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। এখানে আসিয়াও নিশ্চিন্ত নহেন, হুগলী প্রভৃতি মফঃস্বল স্থান সকল দেখিয়া বেড়াইতেছেন। হঠকারিতা নিবন্ধন ক্যাম্বেল সাহেব যে কয়েকটী দুষণীয় কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করেন, টেম্পলকে তৎসংশোধনে মনোযোগী দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি। শিক্ষা বিভাগের ব্যবস্থা করিতে গিয়াই ক্যাম্বেল সাহেব অধিক ভ্রমে পতিত হন। তিনি ডিরেক্‌টর ও ইনস্পেক্টরদিগের ক্ষমতা সকল লোপ করিয়া মাজিষ্ট্রেটদিগকে শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তা করিয়া দেন। টেম্পল সাহেব ডিরেক্‌টরকে পূর্ব্ব ক্ষমতায় পুনর্স্থাপিত করিয়াছেন। আমরা শুনিতেছি, ইনস্পেক্টরদিগকেও পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপন করিবার চেষ্টা হইতেছে। সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় সকলকে কষ্টগ্রস্ত করিবার জন্য ক্যাম্বেল সাহেব দুই মাস অন্তর বিল পাস করিবার যে আদেশ করেন, টেম্পল সাহেব তাহারও অন্যথা করিয়া পুনরায় মাসান্তে সাহায্য দানের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। ক্যাম্বেল সাহেবের দেশীয় সিবিল সার্ব্বিস প্রভৃতি কতকগুলি বৃথাড়ম্বরেরও ইনি বড় স্বপক্ষ নন। বিবেচনা পূর্ব্বক এসকল বিষয়ের প্রকৃষ্ট কার্য্য-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে টেম্পল যশোভাজন হইতে এবং এদেশের যথার্থ উপকার করিতে সমর্থ হইবেন।

টেম্পল সাহেবের যে ন্যায় বিচারোৎসাহী ও স্বজাতি-পক্ষপাতিতা পরিশূন্য, তাহা তাঁহার [illegible] একটী কার্য্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। [illegible] দণ্ড প্রাপ্ত নীলকর মিয়ার্স সাহেবের মুক্তির জন্য অনেক বড় ২ সাহেব একত্র হইয়া লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করেন, বড় বড় ইংরাজী কাগজের সম্পাদকগণ ইহার প্রধান উদ্যোগী ও পৃষ্ঠ-পোষক। টেম্পল সাহেবকে এ অবস্থায় যে বিষম পরীক্ষস্থলে পতিত হইতে হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি হাইকোর্টের মতানুবর্ত্তী হইয়া দণ্ড অব্যাহত রাখিয়াছেন। এ কার্য্য দ্বারা টেম্পল সাহেবের সারবত্তা দেশীয় লোকদিগের নিকট বিশেষ রূপে উপলব্ধ হইয়াছে। টেম্পল মহোদয়ের ভাবী কার্য্যকলাপ দ্বারা এ দেশের যে সমূহ মঙ্গল হইবে, এখন তদ্দর্শনার্থ আমরা আশাযুক্ত হইয়া রহিলাম। তিনি ক্যাম্বেল সাহেবের পদচিহ্ন ধরিয়া যে চলিবেন না, তাহার প্রমাণ পাইয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। এবিষয়ে ক্যাম্বেল সাহেবেরই দৃষ্টান্ত তাঁহাকে অনেক সতর্ক করিয়াছে সন্দেহ নাই। যাহাহউক মহাত্মা ক্যাম্বেল দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পরিবর্ত্তনপ্রিয়তার অনুরোধে অনেক গুলি পরিবর্ত্তন সাধন করিবার

সাধারণের বিরাগ ভাজন হইয়া গিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু তাঁহার কৃত কতকগুলি পরিবর্ত্তন দেশের মহৎ কল্যাণেরও কারণ হইয়াছে। টেম্পল সাহেব সে গুলি যেন যত্ন পূর্ব্বক দৃঢ়ীকৃত করেন এবং অসার পরিবর্ত্তন গুলির সংশোধন করেন। তাঁহার চরিত্রে ক্যাম্বেলের অসাধারণ তীক্ষ্ণতা ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত যদি ধীরতা ও বিজ্ঞতা সংযুক্ত হয়, তিনি শাসন কর্ত্তার আদর্শ স্থল হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই।

টাইমস্ পত্র ও ভারতবর্ষীয়দিগের কার্য্যশক্তি।

রামগতি বাবু কয়েকটী রেলওয়ের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সুখ্যাতির গৌরব সমুদ্র পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। সম্প্রতি জগৎবিখ্যাত টাইমস্ পত্র তাঁহার প্রশংসা ঘোষণা করিয়াছেন। টাইমস্ বলেন "মুরসিদাবাদ রেলওয়ে লাইন" ২৮ মাইল পথ বিস্তৃত। যদিও সামান্যভাবে ও বিনা আড়ম্বরে এই লাইন প্রস্তুত হইয়াছিল এবং সেই ভাবে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছিল, তথাপিও কোম্পানীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। একজন দেশীয় কর্ম্মচারী মূল ধনের উপর শতকরা ৫ টাকা লাভ দেখাইয়া দিবেন বলিয়া এই লাইনের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে চাহেন। ইহাতে কোম্পানীর ডাইরেক্টরেরা এই ব্যক্তির হস্তে কার্য্য নির্ব্বাহের সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ পূর্ব্বক ইহাঁকে বেতনভোগী করিয়া রাখেন। পরে এই লাইন কোম্পানীর হস্ত হইতে গবর্ণমেণ্টের হস্তে আইসে এবং এক্ষণে মূল ধনের উপর শতকরা ১২ টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে। অতি সহজ উপায়ে এই ফল ফলিয়াছে। কোম্পানী ইংরাজী হিসাবে ও ইংরাজী ধরণে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। দেশীয় কর্ম্মাধ্যক্ষ, মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেশন সমূহ মৃত্তিকার দেয়ালে খড়ের চালা তুলিয়া প্রস্তুত করিলেন, প্রত্যেক ষ্টেশনে সিগ্ন্যালের জন্য একটী করিয়া নিসান রাখিলেন এবং সমুদায় কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য একটী করিয়া কুলি নিয়োজিত করিলেন। আর একটী রেলওয়ে লাইনে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং তাহাতেও পূর্ব্বানুরূপ সুফল উৎপন্ন হইয়াছে।"

ভারতবর্ষীয় পূর্ত্ত বিভাগ বৎসর২ কুবেরের ভাণ্ডার শূন্য করিয়া ফেলিতেছে। আমাদের রাজভাণ্ডার এত শূন্য কেন? আমাদের রাজ সংসারে সর্ব্বদাই অনাটন কেন? পূর্ত্ত বিভাগের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে গিয়া কি এই দুর্ঘটনার উৎপত্তি হয় না? টাইমসের মতে এই বিভাগ দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তৃত্বাধীন না হইলে ধনের অপব্যয় নিবারিত হইবে না। কোন্ কার্য্যে কিরূপ ব্যয় হয়, দেশীয় সামান্য বুদ্ধি যেমন সহজে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে, অপর দেশের জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননেরাও তেমন সহজে তাহা বুঝিতে পারেন না। টাইমস্ বলেন, "৪০ ফিট গভীর একটী কূপ খনন করিতে ৬ টাকা মাত্র ব্যয় হইয়াছে যখন শুনিতেছি, তখন নিশ্চয় প্রতীতি হয় যে ভারতবর্ষীয় পূর্ত্ত বিভাগের অপব্যয়ের হেতু আর কিছুই নহে, কেবল এইরূপ উপযুক্ত বন্দোবস্ত ও দেশীয় কর্ত্তৃত্বের অভাব। মোগল সম্রাটদিগের সময়ের পূর্ত্ত বিভাগের সঙ্গে আমাদের পূর্ত্ত বিভাগের কি কোন তুলনাই সম্ভবিতে পারে? যদি তুলনা অসম্ভব হয়, তাহার কারণ কি? আমাদিগের সদিচ্ছার অভাব নহে, কিন্তু দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের বুদ্ধি বিবেচনার সাহায্য গ্রহণ না করা। আমাদের রাজত্বের মূলে যে নানাবিধ দোষ আছে ইহা তাহার একটী উদাহারণ স্থল মাত্র।"

"কর্ম্মণ্য বাধ্যতে বুদ্ধিঃ" পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক রাজসংসারের বিবিধ কার্য্যে নিয়োজিত হইতেন, সেই জন্য তাঁহাদের কর্ম্মবুদ্ধি ও কার্য্যশক্তির কোন অভাব ছিল না। কিন্তু মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভাবধি তাহার চালনা ক্রমশঃ বন্ধ রহিয়াছে এবং ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হইয়া তাহার নিঃশেষ দশা উপস্থিত হইয়াছে। টাইমস্ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেনঃ—

"আমাদিগের রাজত্বের দোষে দেশীয়দিগের কার্য্যশক্তির উচ্চ অঙ্গ সকল শতাব্দাবধি স্ফূর্ত্তি শূন্য হইয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি দেশীয় ভদ্র শ্রেণীর লোকদিগকে নিম্ন শ্রেণীর কার্য্যে কিয়ৎ পরিমাণে অধিকার দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু যখন ভাবিয়া দেখা যায় কি বিষম পক্ষাঘাত রোগে ভারতবর্ষীয় প্রজাদের কার্য্যশক্তি পুরুষানুক্রমে অসাড় হইয়া পড়িয়াছে, এবং সেই রোগ হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র পথ যে রাজনৈতিক ও যুদ্ধসম্বন্ধীয় ক্ষমতার যথাযোগ্য চালনাও স্ফূর্ত্তি, সে পথ ও অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে তখন মর্ম্মান্তিক কষ্ট উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষের ভদ্র শ্রেণী অতি প্রাচীন ও মহোচ্চ সভ্যতার উত্তরাধিকারী। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অতি উচ্চতর রাজনৈতিক প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সামরিক পরিচয় দান স্থলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, আমরাও সময়ে সময়ে যে শক্তি হইতে বিষম বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছি, সে শক্তির মূর্ত্তিমান প্রতিনিধিগণ অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছেন। এখন তাঁহাদের জন্য কোন কার্য্য ক্ষেত্র বিদ্যমান নাই।"

টাইমস্ পত্র ভারতবর্ষের সপক্ষে যদি এই ভাবে লেখনী সঞ্চালন করেন, এদেশের দুঃখ আর অধিক দিন থাকিবে না। বোধ হয় টাইমসের ভারতবর্ষীয় পত্রপ্রেরক আমাদের পরম বন্ধু রুটলেজ সাহেব এই সকল হিতৈষণাও সদ্ভাবের মূলে বর্ত্তমান। রুটলেজ সাহেবের সাহায্যে আমরা যে মহোপকার লাভের আশা করিয়াছি, তাহা বোধ হয় ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। সতী কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্কভঞ্জন, নাট্যরাসক। শ্রী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। নূতন ভারতযন্ত্রে মুদ্রিত।—আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রেট ন্যাশনেল নাট্যশালা পুনরায় খুলিতেছে। সেই তারিখে অভিনয় জন্য এই পুস্তকখানি প্রণীত হইয়াছে। বিষয় আমাদিগের পুরাতন কৃষ্ণলীলা। আমরা লীলাভক্ত নই, আমাদিগের কৃষ্ণলীলা তত ভাল লাগে না। ভক্তির চক্ষে কৃষ্ণলীলার অভিনয় পরম উপাদেয় হইবে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণভক্তেরা কেহ কেহ গীত গুলি শ্রবণে হয় তো নৃত্য করিতে থাকিবেন। আমরা সচরাচর যে যাত্রা শুনি সেই যাত্রা যে অভিনয় কার্য্যের বিকৃতি অনুমান হয়, সেই আভিনয়িক যাত্রা উক্ত তারিখে প্রদর্শিত হইবে। কলঙ্ক ভঞ্জনের মধ্যে যে সকল স্থল কবিত্বপূর্ণ আছে, প্রকৃত অভিনয়ে সামান্য যাত্রার অপেক্ষা তাহাতে যে দ্বিগুণতর মনোহরণ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শুনিলাম গান সকল স্ত্রীলোক দ্বারা সঙ্গীত হইবে। গীত গুলি উত্তম। কিন্তু দুই একটী গীত এক্ষণকার সাধারণ বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গত হয় নাই। তবে ভক্তির শ্রবণে কেমন লাগে বলিতে পারি না।—পুস্তকের মূল্য অত্যন্ত অধিক হইয়াছে।

২। বাল্য-বিবাহ নাটক। বাবু রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত। বাল্য-বিবাহের দোষ কীর্ত্তন এই নাটকের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার বাল্য-বিবাহের দোষ কীর্ত্তন স্থলে বর্ণন করিয়াছেন বালক কালে বিবাহ হইলে স্বামী স্ত্রী-মর্য্যাদা জানে না, স্ত্রীও স্বামী কি পদার্থ বুঝিতে পারে না। লেখা অনেকটা সরল ও মিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার সকল স্থানে সুবিবেচনা ও সুরুচির পরিচয় দিতে পারেন নাই, এজন্য তাঁহার সৎ উদ্দেশ্য সাধনে সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যাহাহউক গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম, আমরা তাঁহাকে উৎসাহ দান করিতেছি।

৩। কল্প তরু। শ্রী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এই পুস্তক খানি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, শীঘ্র সমালোচিত হইবে।

প্রাপ্ত।

বাবু রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতার সমালোচনা। (১)

বিগত শুক্রবার শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু "ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উচ্চভাব ও বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অভাব" সম্বন্ধে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। রাজনারায়ণ বাবু একজন প্রাচীন ও বিজ্ঞব্যক্তি এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অতি শ্রদ্ধেয় লোক; তাঁহার বক্তৃতা অতিশয় সারবান হইবে এই আশা করিয়া আমরা তথায় উপস্থিত ছিলাম। আমাদিগের আশা সফল হইয়াছে কি না, ক্রমে পাঠকগণ তাহা অবগত হইতে পারিবেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উচ্চভাব সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার সম্ভাবনা অধিক নাই যথার্থ বটে, কিন্তু এই রূপ পুরাতন উপাদান লইয়া বক্তা যখন লোকের হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারেন, যখন তাঁহার প্রত্যেক পুরাতন কথা নূতন বেশে লোকের হৃদয়ে বসিয়া যায়, নিদ্রিতভাব সকলকে পুনরায় জাগ্রত করিয়া দেয়, উৎসাহের স্রোত আবার প্রবাহিত হইতে থাকে, তখনই তাঁহার বক্তৃতা শক্তির অসাধারণত্ব স্বীকার করা যায়। রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতায় কেবল সে অসাধারণত্বের অভাব দেখিলাম এমত নহে; এবিষয়ে তিনি বিলক্ষণ অপটুতারই প্রমাণ দিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় এই অপটু শরীর লইয়া প্রাচীন বয়সে রাজনারায়ণ বাবুর মৌখিক বক্তৃতা করার প্রয়াস পাওয়া সুবিবেচনাসঙ্গত কার্য্য হয় নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা লিখিয়া বলিলে অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। তাঁহার বলিবার শক্তি অপেক্ষা পাঠ করিবার শক্তি যে অনেক ভাল, যাঁহারা সেই দিনের বক্তৃতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তাঁহারাই অনুভব করিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ বক্তৃতাটী লেখা হইলে দ্বিরুক্তি দোষে যে অনেক সময় গিয়াছে তাহার অপব্যয় ও কষ্ট হইতে শ্রোতৃবর্গ রক্ষা পাইতে পারিতেন এবং তিনি মধ্যে মধ্যে যে গুরুতর দোষ ও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন তাহা হইতেও সম্ভবতঃ মুক্ত থাকিতে পারিতেন। আমরা তাঁহার বক্তৃতার যে কয়েকটী প্রধান দোষ দেখিতে পাইয়াছি, তাহা ক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে।

তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উচ্চভাব সম্বন্ধে এই তিনটী বিষয় উপস্থিত করেন—(১) উদারতা, (২) ব্যবধান বিমুখতা ও (৩) সত্যসন্ধায়িতা। কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় বিষয়টীকে যেরূপ বিশদ করিয়া শ্রোতাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত ছিল তাহা না করায় তাঁহার লক্ষ্য সিদ্ধ হয় নাই। তাঁহার প্রায় সমুদয় কথাই ভাসিয়া গিয়াছে; তবে জলস্রোতে ভাসমান পুষ্প গ্রহণ করা শ্রোতাদিগের কাহারও যদি অভ্যাস থাকে, তিনি দুই চারিটী ভাল ফুল লাভ করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু শ্রোতাদিগের অনেকে সে লাভ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় বিষয়টী তিনি অনেক পরিমাণে পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই উপলক্ষে কেশব বাবু ও তাঁহার পক্ষীয় লোকদিগকে অন্যায় আক্রমণ করা হইয়াছিল, আমাদিগের এমত বোধ হইতেছে। কেশব বাবুর ন্যায় একজন ঈশ্বরপরায়ণ লোক ঈশ্বরের পূজা স্বয়ং গ্রহণ করিতে চাহিয়া ছিলেন, এই অপবাদ স্বীকার করিয়া লইতে আমরা প্রস্তুত নহি। বুদ্ধির কিঞ্চিৎ ত্রুটি ভিন্ন এই বিষয়ে হৃদয়ের কোন দোষ ছিল এমত বোধ হয় না। তবে যাঁহারা অধিক শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সকলের সমান সাধু অভিপ্রায় না থাকিতে পারে। এস্থলে বলা আবশ্যক, ব্রাহ্মেরা একে অন্যের চরিত্র সম্বন্ধে কোন কলঙ্কের কথা বলিতে বড়ই মুক্তকণ্ঠ; তাঁহারা এই সময়ে একটুকু ও বিবেচনা করিয়া দেখেন না, নিজের অসাবধানতায় বা অবিবেচনা দোষে এইরূপে ব্রাহ্মসমাজকে কত নীচে লইয়া ফেলিতে পারেন। একটুকু চিন্তা না করিয়া, বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া এক এক জন শ্রদ্ধেয় লোকের চরিত্রের প্রতি এমন কলঙ্ক আরোপ করা হয়, যাহা অনেক সময় তাঁহাদিগের অধম শত্রুরাও পারে না। দেবেন্দ্র বাবু, কেশব বাবু প্রভৃতি লোকের প্রতি যখন এই ভাবে কলঙ্ক ক্ষেপ হইতে পারে, তখন সাধারণ ব্রাহ্মদিগের সম্ভ্রম যে সর্ব্বদাই বিপদস্থ হইবার সম্ভাবনা তাহা না বলিলেও চলে। আমরা এমন বলিতেছি না, ব্রাহ্মেরা সামাজিক সম্ভ্রম বজায় রাখিবার নিমিত্ত পরস্পরের দোষ গোপন করিবেন। আমরা কেবল তাঁহাদিগকে এই মাত্র পরামর্শ দিতেছি, বিশেষরূপে অনুসন্ধান না করিয়া কোন দোষের সত্যতা দৃঢ়নিশ্চয় না হইয়া কেহ যেন কা[illegible] [illegible]ত্রকে কলঙ্কিত করিতে চেষ্টা না [illegible] [illegible]ক্তি এবিষয়ে সাবধান, তাঁহারা [illegible] [illegible]জনা বশতঃ একে অন্যের [illegible] অপবাদ প্রদান করে[illegible]

(১) রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা স্থলে আমরা উপস্থিত ছিলাম। বক্তৃতার দোষাংশ দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি এবং সমালোচক প্রায় সেই সকলই উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার গুণাংশও যে অনেক ছিল, আমরা তাহা অস্বীকার করিতে পারি না, সমালোচক তাহার প্রতি যথোচিত দৃষ্টিপাত করেন নাই দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। যাহাহউক রাজনারায়ণ বাবুর এ বক্তৃতাটী শীঘ্র পুস্তকাকারে প্রকাশ হইবার কথা, প্রকাশ হইলে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে, এই আশায় আমরা অধিক বলিতে নিরস্ত রহিলাম। ভা, স, স।

করিলে তজ্জন্য আপনারাই লজ্জিত হইবেন না? আমরা অনেক সময় দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না, যাঁহারা বলেন চন্দ্র সূর্য্য বরং নিপাত হইবে, তথাপি তাঁহাদিগের বাক্য অসত্য হইবে না, তাঁহাদিগকেও শেষে আপ্তবাক্য সমর্থনার্থ টীকা, টিপ্‌পনী বিশেস বিধি ও সম্ভাবনা ইত্যাদির আশ্রয় লইতে হয়। ব্রাহ্মেরা পরস্পরকে অনর্থক কলঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট আপনাদিগকে অশ্রদ্ধেয় করিয়া ফেলিতেছেন, ইহা কি নিতান্ত দুঃখের বিষয় নহে? রাজনারায়ণ বাবু (Great men) মহৎ লোক সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা যত ঘটিত, যত ঘটিত বিষয়ের সমালোচনা করিতে আমরা এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে প্রস্তুত হইতে পারি না। ইহার স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয় পক্ষই অনেক কথা বলিতে পারেন। একটী বক্তৃতার মধ্যে দুই চারি কথা কহিয়া কোন একটী বদ্ধমূল মতকে খণ্ডন করিলাম, রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় বুদ্ধিমান লোক বোধ হয় একথা ভাবিবেন না। আমাদিগের বিবেচনায় এই মতের আতিশয্যদ্বারা যদি কোন অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শন করিতে পারিলে অধিকতর কৃতকার্য্যতা লাভের সম্ভাবনা ছিল।

বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অভাব সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবু উপাসনার অভাবকে প্রধান রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অভাব বশতঃ ব্রাহ্মসমাজের যে সকল অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া দেখাইতে যত্ন করিলে, উপকার হইত। কিন্তু আক্ষেপ এই তিনি আর কোন বিষয় উপস্থিত করিবার ব্যস্ততা নিবন্ধন এই বিষয়ের অতি শীঘ্রই উপসংহার করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এত ব্যস্ত হইয়া যাহা উপস্থিত করিলেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাহা উপস্থিত না করিলেই ভাল হইত। "ব্রহ্মগোল" ও ব্রাহ্মদিগের ভাষা ব্যবহার দোষ সম্বন্ধে যাহা তাঁহার বলিবার ইচ্ছা ছিল, স্বতন্ত্র সময়ে কিঞ্চিৎ গম্ভীর রূপে তাহা বলিতে পারিলে কতক উপকার হইতে পারিত। কিন্তু তাঁহার ভাবগতি দেখিয়া বোধ হইল তিনি আপনার পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া কেবল লোক হাসাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ...স্বীকার করি, তরলস্বভাব লোকদিগের ...দি উপলক্ষে কখন কখন বস্তুত ব্রহ্ম...'কে। কিন্তু এবিষয়ে কিয়ৎপরি...স্ব লোকই দোষী, কেবল এক ...দি সমাজ, কি ভারতবর্ষীয় ...করা "ব্রহ্মগোল" উপস্থিত করিয়া থাকেন, এ দোষাপবাদ প্রদান আমাদিগের বিবেচনায় অসঙ্গত। নিশান ও সঙ্কীর্ত্তন যদি ব্রহ্মগোলের লক্ষণ হয়, তবে "ঢাক, ঢোল" ও তোরণ দ্বারের সুসজ্জাও সেই লক্ষণান্তর্গত হইবে না কেন? ব্রাহ্মেরা ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে যে সর্ব্বদা সাবধান তাহা বলা যাইতে পারে না। উপমান ও উপমেয় সম্বন্ধে তাঁহারা সময়ে সময়ে অতি হাস্যকর ভ্রম করিয়া থাকেন। এমন কি যদি কেহ বাঙ্গালা অলঙ্কার শাস্ত্রের কোন পুস্তক লিখিতে চান, একমাত্র ব্রাহ্মদিগের প্রচারিত গ্রন্থ হইতেই দোষ পরিচ্ছেদের প্রায় যাবতীয় দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারেন। কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক অভাবের পরিচায়ক নহে। ভাষা ব্যবহারের অপটুতারই নিদর্শন। আমাদিগের বিবেচনায় রাজনারায়ণ বাবু এই ভাষা দোষ প্রদর্শনে উচিত পরিমাণে কৃতকার্য্য হন নাই। তিনি কেবল লোককে হাসাইবেন বোধ হয় এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কতক কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কিন্তু তিনি লোক হাসাইতে যাইয়া অনেক স্থলে কতকগুলি নির্দ্দোষ বাক্যকে সদোষ বলিয়া বধ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় লোকে ঘাতকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন, আমরা এমন আশা করি নাই। লোক হাসাইতেও তিনি সর্ব্বথা কৃতকার্য্য হইয়াছেন একথা বলিতে পারি না। তিনি এক একবার এক একটী নির্দ্দোষ বাক্যের প্রতি খড়্গাঘাত করিয়া ভাবিতেছিলেন, এইবার আর লোকের হাস্য ধরিবে না। কিন্তু কেহই হাসিতেছে না দেখিয়া হয়ত তাঁহার মনে ক্ষোভ হইতেছিল। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার ন্যায় একজন সম্ভ্রান্ত লোককে এইরূপ দুর্গতি ভোগ করিতে দেখিয়া আমরা কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়াছিলাম। তিনি যে সকল কথার দোষ দেখাইয়া লোককে হাসাইয়াছেন, তাহারও অধিকাংশ বস্তুত হাস্যজনক নহে। তবে লোকে হাসিল কেন, সে বিষয়ে আমরা কেবল রাজনারায়ণ বাবুকে এই মাত্র স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, তিনি যেরূপ মুখ ও স্বরভঙ্গিমা করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, লোকের হাস্যোদ্দীপন পক্ষে তাহাও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তিনি "চরণ" "শ্রীচরণ" "রাঙ্গা চরণ" প্রভৃতি যে সকল শব্দ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা ব্যবহার করেন বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন, আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকেও তাহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত এস্থলে দেখাইয়া দেওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মসঙ্গীত চতুর্থ ভাগ (২ পৃষ্ঠা) "চরণারবিন্দ (৫ পৃষ্ঠা) পরমেশ্বর পাদকমল মধু, (৬ পৃষ্ঠা) পদযুগ ইত্যাদি।" রাঙ্গা চরণের ব্যবহার কোথাও আছে, আমরা অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম না। তথাপি যদি "পাদকমলের" ব্যবহার অসঙ্গত না হয়, রাঙ্গা চরণ অসঙ্গত হইবে কেন? ঈশ্বর এ দ্বার দিয়া আসিলেন, তাঁহাকে আসিতে দিলাম না ইত্যাদি যদি অসঙ্গত হয় তবে "তিনি কেবল অবসর চান; তিনি অবকাশ দেখেন; তিনি দেখেন কোন্ সময় আমি প্রকাশ হইলে আমাকে হৃদয়ে স্থান দিবে" ইত্যাদিও (ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ৫৪। ৫৫ পৃষ্ঠা) দোষাবহ হইতে পারে। যেহেতু আমরা এই দুয়ের অর্থগত প্রভেদ বড় দেখিতে পাইতেছি না। আক্ষেপ এই, রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা এইরূপ একদেশদর্শিতাতে পরিপূর্ণ ছিল; তিনি অনেক সময় আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। আদি সমাজের ব্রাহ্মদিগের কোন বিষয়ে কোন দোষ বা ত্রুটি আছে, আমরা তাঁহার মুখ হইতে এমন কথা বাহির হইতে দেখিতে পাইলাম না। তিনি যদি বস্তুতই আদি ব্রাহ্ম সমাজের লোক দিগের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে আমাদিগের আর কিছু বলিবার নাই, কিন্তু সাধারণ শ্রোতৃবর্গ এইরূপ একদেশদর্শিতায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। রাজনারায়ণ বাবু উভয় দলের ব্রাহ্মদিগের দোষ গুলি নির্ব্বিকার চিত্তে প্রদর্শন করিবেন, আমরা এই আশা লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, তিনি আমাদিগের আশা পূর্ণ করেন নাই।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত পুস্তক সকলের স্বত্ব বিক্রয়ার্থ এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাঁর ঋণের জন্য এই সমুদায় পুস্তক এক্সচেঞ্জ হলে উত্তমর্ণগণদ্বারা বিক্রীত হইবে। ইহাঁর অনুরাগী ও বন্ধুদিগের মধ্যে এমন কেহই কি নাই যে তিনি ইহাঁর সন্তানগণের উপকারার্থ এই পুস্তক সকল উদ্ধার করিয়া লন? বারিষ্টার উমেশ বাবু কি করিতেছেন?

সহচর লিখিয়াছেন "ভারত আশ্রমের অধ্যক্ষ বাবু উমানাথ গুপ্ত ১০,০০০ টাকার দাবি দিয়া, সাপ্তাহিক সমাচারের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছেন। এই বিবাদে সাপ্তাহিক সমাচার সম্পাদকের বন্ধুর ও সাহায্যকারীর অভাব থাকিবে না। তিনি যখন সাধারণের মঙ্গলার্থ আশ্রমের অধ্যক্ষ-

দিগকে আক্রমণ করিয়াছেন, তখন সকলেরই তাঁহার সাহায্য করা আবশ্যক। সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ বড় সহজ লোক নন। একজনকে ধর দশ জন আসিয়া পড়িবে। ব্রাহ্মগণ ভীমরুলের চাকে ঘা মারিলেন।” সহচর ব্রাহ্মগণের বিরুদ্ধে একটী ধর্ম্মঘট পাকাইয়া তুলিবেন নাকি?

ডফ্‌লা যুদ্ধের জন্য ৪ দল পদাতিক সৈন্য প্রেরণের অনুমতি হইয়াছে। কিছুদিন হইল ডফ্‌লাগণ ব্রিটিষ রাজ্য হইতে কয়েকজন প্রজাকে ধরিয়া লইয়া যায়। উহাদিগের উদ্ধারার্থ এবং যাহাতে উহারা ব্রিটিষ রাজ্য মধ্যে আর উপদ্রব না করে তন্নিমিত্ত এই যুদ্ধের আয়োজন হইয়াছে।

আমরা হর্ষবিষাদ সহকারে পাঠকগণের গোচর করিতেছি যে মিয়র্স সাহেবের উদ্ধারার্থ টেম্পল সাহেবের নিকট যে আবেদন করা হয় তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। দুষ্টের দমন হওয়া উচিত বটে, কিন্তু আবেদনকারী এত গুলি সাহেবের দুঃখে আমাদিগেরও দুঃখ হইতেছে।

মিয়ার্সের কর্ম্মচারী নজীব বিশ্বাস এক্ষণে আপীলে খালাস পাইয়াছে। ইহাতে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া অত্যন্ত চটিয়াছেন। ইনি বলেন এক প্রকার দোষে ভৃত্য মুক্ত হইল, প্রভু কয়েদ হইল! ফ্রেণ্ড কি প্রভুর দোষে ভৃত্যের গর্দ্দান লইতে বলেন?

ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান সভা সম্প্রতি বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, আগামী ৩০ এ সেপ্টেম্বর দিবসে সিবিল আপীল বিলের বিরুদ্ধে লর্ড নর্থব্রুকের নিকটে এক আবেদন করা হইবে। ইহাতে সমুদায় বঙ্গবাসীর স্বাক্ষর করা আবশ্যক বোধ হওয়াতে উক্ত দিবস সভার দিন ধার্য্য হইল; কারণ, এই সময়ে জমীদারগণ কিস্তি কিস্তি করিয়া ব্যস্ত এবং তাঁহারা সেপ্টেম্বরের মধ্যে উক্ত সভাতে যোগদিতে পারিবেন না; সুতরাং মাসের শেষে হইলেই ভাল হয়। সমুদায় জমীদারের ইহাতে যোগদান করা কর্ত্তব্য।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া লিখিয়াছেন “কাহার ও মৃত্যু” দর্শনাভিলাষী হইয়া যাহারা সার্কস্ দেখিতে যান, তাঁহারা একদিন অর্দ্ধ সম্পূর্ণ গঙ্গার সেতুর উপর দাঁড়াইলেই উহা প্রত্যক্ষীভূত করিতে পারিবেন। গত সপ্তাহে ৬।৭ খানি নৌকা জলমগ্ন হয় এবং প্রায় ২৪।২৫ জন মারা পড়ে। উপরি উক্ত ঘটনাগুলি কেবলই ঐ সেতুতে ধাক্কা লাগিয়া সংঘটিত হয়। আমরা এরূপ দুঃসংবাদ কত আর শুনিব? কর্তৃপক্ষগণ কি এমন উপায় করিতে পারেন না, যাহাতে এরূপ দুর্ঘটনা আর না ঘটে?

এক ব্যক্তি জুয়াচুরি করিয়া কোন একজন অশ্বের বিক্রেতার ৮০০ শত টাকা আত্মসাৎ করে। পরে ধৃত হইয়া আলিপুরের কোর্টে নীত হইয়াছে। শুনা যায় এরূপ জুয়াচুরি করা এ ব্যক্তির পৈতৃক ধর্ম্ম। ইহার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষগণ এই অপরাধে আন্দামানের অধিবাসী হয়। এব্যক্তির বয়স ১৮ বৎসর। এ এই অল্প বয়স হইতেই পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি বজায় রাখিবার জন্য স্বীয় ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে। এ অতি উত্তমই হইয়াছে, সন্তানটী পিতার স্থানে যাইবারই উপযুক্ত!!

সংবাদ পত্র পাঠে জানা গেল একদিন চারিজন ইউরোপীয় সৈনিক জানবাজারের কোন বেশ্যার বাটীতে গমন করে। ক্ষণেক পরে যখন তাহারা বাহিরে আইসে, তখন দেখা যায় যে উহারা রক্তাক্ত শরীর এবং বিবস্ত্র। তিন জনকে এক জন কনষ্টেবল লইয়া যায়। চতুর্থটী একজন সামান্য লোক দ্বারা গুরুতররূপে আহত হয়। এরূপ ঘটনা জানবাজারে কেন, অনেক বাজারে ঘটিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট হাউসের সম্মুখেই সেদিন একজনের ঘড়ি আঙটী ইত্যাদি অপহৃত হয়। এসকল লোফারদের শাসনের কোন উপায় না হইলে রক্ষা নাই।

গত পক্ষে বর্দ্ধমানের মহারাজার সদর রিলিফ বাটীতে প্রত্যহ গড়ে ১,৯৭১ জন প্রতিপালিত হইয়াছে। সমুদয় জেলার মধ্যে প্রত্যহ ৫৮৯৮ জন রিলিফ প্রাপ্ত হয়।

মিররের একজন সংবাদদাতা বলেন টালিগঞ্জে সম্প্রতি ৮ হস্ত পরিমিত একটী সর্প দেখা গিয়াছে। কয়েক বৎসর হইল এতদঞ্চলে রাজপুরের “করদিগের বাটীতে” এক সর্প বাহির হয়, উহা এতদপেক্ষা বড়।

এডুকেশন গেজেটের একজন পত্রপ্রেরক বলেন ৩১ এ আগষ্ট মালদহ জেলার অন্তঃপাতী হেয়াৎপুর স্কুল গৃহের সন্নিকটেই এক প্রকাণ্ড জলস্তম্ভ উৎপন্ন হইয়া সজোরে অজস্র জল আকর্ষণ করিতে থাকে। উহার সহিত ঘূর্ণা বায়ুরও সংস্রব ছিল। উহার সম্মুখে যত গৃহ প্রভৃতি পতিত হইয়াছিল তাহা প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই জলস্তম্ভটী ক্রমে উত্তর দিকে গমন করিয়াছে।

শুনাগেল আমাদিগের মহামান্য গবর্ণর জেনরেল লর্ড নর্থব্রুক শীঘ্রই আরল উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। ইনি দুর্ভিক্ষের নিবারণে যেরূপ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে উচ্চ পদ ও উপাধি পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

লর্ড নর্থব্রুক দার্জ্জিলিঙে কিছু দিন ক্ষেপণ করিয়া সিকিম দর্শনার্থ গমন করিবেন।

ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরল ভারতবর্ষের সেক্রেটারি অব ষ্টেটের অনুমত্যানুসারে শ্রীহট্টকে নিজ কর্তৃত্বাধীনে গ্রহণ করিবেন। শ্রীহট্টের কিছু সান্ত্বনা হইবে।

বঙ্গদেশীয় অশ্বারোহী দলের মেজর খালে খাঁ, খাঁ বাহাদুর নামক এক জন সৈনিককে গবর্ণর জেনেরল “নবাব” উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

কলিকাতা নগরে সর্ব্বশুদ্ধ ৩২২৬ খানি ভাড়াটিয়া গাড়ি আছে, এবং ১,১১২ খানি পাল্‌কি আছে। মিউনিসিপালিটীর হস্তে প্রায় বার্ষিক ২৫,৩২৬ টাকা শকটচালক কিম্বা পাল্‌কি বেহারাদিগের হইতে আদায় হয়।

লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর আজ্ঞা দিয়াছেন ভাড়াটিয়া গাড়ি রাখিবার জন্য ধর্ম্মতলা আর্ম্মাণি ঘাট প্রভৃতির ন্যায় উত্তম গৃহ অন্যত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। জষ্টিস দিগের গত অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে ভাড়াটিয়া গাড়ির রেজিষ্ট্রেশন ভার গবর্ণমেণ্ট যাহাতে তাঁহাদিগের হস্তে দেন এইটী করিতে হইবে।

জষ্টিস দিগের সভাপতি হগ সাহেব এক মাসের ছুটী লইয়াছেন। রবার্টস সাহেব জষ্টিস সভায় এই উপলক্ষে বলেন “হগ সাহেব যদি ‘ঝড়’ না পাঠান, তাহাহইলে তাঁহার বিদায় গ্রহণে আমি সম্মত, নচেৎ, নয়।” হগ সাহেব যে দুইবার ছুটী লইয়া বিলাত যান, সে দুইবারই এখানে ভয়ঙ্কর ঝড় হয়।

হাবড়া হিতকরী বলেন “ইতিপূর্ব্বে আমরা সাতঘরা নিবাসী শিবচন্দ্র কর্ম্মকারের দুহিতা ক্ষীরদার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলাম, গত বৃহস্পতিবার দিন তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে। ক্ষীরদা ইনস্পেক্টর সাহেবের পীড়নে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এজন্য তাহার ৫ টাকা জরিমানা ও ২৪ ঘণ্টা কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। পুলিষের দোষে অপরাধী হইয়াছে জানিয়াও বিচক্ষণ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রিকেট সাহেব এই দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন। পুলিষের কিছুই হইল না।” পুলিষ যে গবর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্র, পুলিষের দণ্ড হইলে গবর্ণমেণ্টের গায় বড় লাগে।

উত্তর পশ্চিম।

রুধীর সিং নামক যে ব্যক্তি লাহোরার রাজা বলিয়া পরিচয় দেয় এবং তাহার রাজ্য লইবার

অভিপ্রায় প্রকাশ করে এক্ষণে সে ব্যক্তি নাকি পুনরায় অদৃশ্য হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

পাওনিয়ার লিখিয়াছেন কড়কির লোকেরা সূর্য্যের সহিত শুক্র গ্রহের টক্র লাগা দেখিবার জন্য উ[illegible] করিতেছে।

কপূর তলার মহারাজা এক্ষণে অনেক আরোগ্য হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, পাতিয়ালার রাজা নিজ রাজ্য মধ্যে গোবীজে টীকা দিবার উপায় করিতেছেন। নাহান এবং বিলাসপুরের রাজগণও এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত আছেন।

শুনাগেল লাহোরে সম্প্রতি প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণ হইয়া গিয়াছে। উত্তর পশ্চিমে সুবৃষ্টি হইতেছে বঙ্গদেশের [illegible]তি পর্জন্য দেব আজিও সুপ্রসন্ন হইতেছেন না কেন?

একখানি রেঙ্গুণ সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, সুকী গোপারের অধ্যক্ষ রাম সিংহ কয়েদ অবস্থায় থাকিয়া সম্প্রতি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রধান কমিশনর, তত্রত্য সিবিল সার্জ্জনের অনুরোধে এই আজ্ঞা দিয়াছেন যে রাম সিংহ অপরাহ্ণ ৫ টা হইতে ৬ টা পর্য্যন্ত একখানি শকটে চড়িয়া হাওয়া খাইতে পারিবেন। ইহাঁর রক্ষক স্বরূপ একজন ইউরোপীয় ইনস্পেকটর এবং দুইজন কনষ্টেবল থাকিবে। ক্যাণ্টনমেণ্টের মধ্যেই শকটখানি চালিত হইবে।

আগামী নবেম্বর মাসে পঞ্জাবের লেফটেনণ্ট গবর্ণর টুরে বহির্গত হইবেন। ইনি ১ লা নবেম্বরে আটকের তাঁবুতে ও পরে দেরাজাতে যাইবেন। নববর্ষ দিনে তাঁহার লাহোরে প্রত্যাগত হইবার সম্ভাবনা।

[illegible]গত ১৩ ই সেপ্টেম্বর জয়পুরে প্রথম এঞ্জিন প্রবেশ করিয়াছে। [illegible]আগামী দশহরার পূর্ব্বে রেলওয়েটী সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। জয়পুরের এবার জয় জয় কার।

মিরর বলেন এবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অত্যন্ত জলপ্লাবন হইয়াছে। সিন্ধু, আকুবাবাদ, কানপুর, প্রভৃতি স্থান সমূহ একবারে জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজ।

এক জন মান্দ্রাজী প্রতিবাসীর গরুকে বিষ প্রদান পূর্ব্বক বধ করিয়াছিল বলিয়া ৯ মাস কারা দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

নিগাপাটামে এক ব্যক্তি এক জনকে হত্যা করে। কয়েক জন দেশীয় যুবক তামাসাচ্ছলে উহার বিচারে প্রবৃত্ত হয়। পরে বাস্তবিকই উহারা তাহার বিচার করিয়া ফাঁসী দিয়াছে। বিচারকগণ এক্ষণে হাজতে আছেন।

পদুকোটা রাজ্যের এক দেবালয় হইতে অলঙ্কার প্রভৃতি চুরি গিয়াছে। আমরা লিখিয়াছিলাম কলিকালে দেবতাদিগের রক্ষক না হইলে আর চলে না। তাহা যথার্থ কথা।

মান্দ্রাজে ইগান নামক এক জন সৈনিক নিজ বন্দুক দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছে।

কয়েম্বাটোর বিভাগে সম্প্রতি ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্পটী ৬।৭ মিনিট কাল ব্যাপিয়া ছিল।

মহীসুরে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার সাহায্যার্থ যে সভা হয়, তাহাতে এক জন দেশীয় বলে "পরমেশ্বর বঙ্গদেশের শাস্তির নিমিত্ত দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করিয়াছেন এবং সেই দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে গেলে পরমেশ্বরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। সুতরাং আমি এরূপ পাপে লিপ্ত হইতে চাহি না।" সরল কথায় বলিলেই হয় কিছুই দিতে পারিব না!

মিরর পাঠে জানা গেল বাঙ্গালোরে একটী "মেয়ো টাউন হল" নির্ম্মিত হইবে।

বোম্বাই।

ধোলকায় দুইটী হত্যা কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। হত্যাকারীরা গম ভাঙ্গিবার কলে আর্শেনিক প্রদান করে। সুতরাং ময়দার সহিত উক্ত পদার্থ মিশ্রিত হয়। ৩ টী ব্যক্তি উহা আহার করিয়াছিল, দুইটী মারা পড়িয়াছে।

বোম্বাই পুলিষ সম্প্রতি আবদুল রসফ নামক ১৮৫৭ অব্দের একজন বিখ্যাত বিদ্রোহীকে ধৃত করিয়াছেন। এই ব্যক্তি বিদ্রোহ কালে স্বহস্তে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় এবং তন্মধ্যে লেপ্টনেণ্ট ফ্রেজার ও কাপ্তেন ডগ্‌লাসকে নৃশংস রূপে হত্যা করে। বরদায় ইহাকে ধরা হয়। এ ব্যক্তি এক্ষণে দিল্লীতে রহিয়াছে। এই স্থানেই ইহার বিচার হইবে।

মান্দালে হইতে যে দূত পারস্য এবং ফ্রান্স ও ইটালি রাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিল, বিগত ১ লা সেপ্টেম্বর বোম্বাই নগরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

স্থানীয় ট্রামওয়ে একটী বধ্য ভূমি হইল বোধ হইতেছে। প্রায়ই দুর্ঘটনার কথা আমাদিগের কর্ণগোচর হইতেছে। সম্প্রতি এক ব্যক্তি উহাতে পতিত হইয়া মরিয়া গিয়াছে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিবিধানের কি কোন উপায় করিতে পারেন না?

টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া পত্রে লিখিত হইয়াছে বেরারে ৪ জনকে হত্যাপরাধে ধৃত করা হয়। তাহারা যে হত্যা করিয়াছে এটী স্বীকার করাইবার জন্য তাহাদিগকে গুরুতর রূপে প্রহার করা হয়। উহাতে এক জনের মৃত্যু হওয়াতে সে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া রিপোর্ট করা হয়। অবশিষ্ট ৩ জন অত্যন্ত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও স্বীকার না করাতে পুলিষ ইনস্পেক্টর এক নূতন বিধ উপায় অবলম্বন করেন। তিনি উহাদিগকে এক গৃহে বদ্ধ করিয়া উহাদিগের স্ত্রীগণকে সম্মুখে আনিয়া কহিলেন "তোমরা যদি স্বীকার না কর এবং আমি যাহা বলিয়া দিই মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহা যদি না বল তোমাদিগের স্ত্রীগণের সতীত্ব নাশ করিব।" উহারা অগত্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব উহাদিগের কথায় দণ্ড দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন এমন সময় প্রকৃত হত্যাকারী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া হত্যার বিষয় স্বীকার করিল। এরূপ না হইলে ঐ হতভাগ্য নির্দ্দোষদিগের প্রাণ বিনাশ হইত। কি অত্যাচার! পুলিষ কি এতই জঘন্য পিশাচ মূর্ত্তি ধারণ করিল? গবর্ণমেণ্ট কি এ সব দেখিতেছেন না?

বোম্বাইর মৃত হরিগোবিন্দ দশমুখের সন্তান চিন্তামন রাওহরি গবর্ণমেণ্ট হইতে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত মহাত্মার আর এক জন পুত্রকে ও ঐ রূপ উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে।

আগামী ১২ই অক্টোবর হইতে ১১ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত বোম্বাইর বড় আদালত বন্ধ থাকিবে।

সুরাপানে বোম্বাই নগরে আর এক জন ইউরোপীয়ের মৃত্যু হইয়াছে। সুরাপানে ইউরোপীয়দিগের মৃত্যু হইতেছে, তবু বাঙ্গালীদের চৈতন্য হয় না।

সংবাদ পত্রে দেখা গেল বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল কর্ম্মচারিব্যতীত আর কাহাকেও কারা গৃহের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবেন না। [illegible]মান বন্দোবস্তে অনেক টাকা বৃথা ব্যয় হইতেছে। এক জন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও এক জন ডাক্তার নিযুক্ত করিতে হইলে ৮।৯ শত টাকারও অধিক মাসিক ব্যয় পড়ে। কিন্তু এক জন ডাক্তারকে কিছু অধিক বেতনে নিযুক্ত করিলে দুই কার্য্যই উত্তম রূপে সম্পন্ন হইতে পারে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট উত্তম সঙ্কল্পই করিয়াছেন।

সংবাদ পাওয়া গেল সেতারায় মহারাজা শ্রীমন্ত আবা সাহেব নিজ শোচনীয় অবস্থার বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন

করিয়াছেন। ইনি বলেন যে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ইঁহার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে মহারাষ্ট্রীয়গণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে সুবিচার করা আবশ্যক।

ইউরোপ।

বিখ্যাত ভাস্কর থর্ণিক্রফ্ট লর্ড মেয়োর প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিতেছেন। আগামী জুন মাসের মধ্যে এটী সম্পূর্ণ হইবে কি না সন্দেহ। একজন ভাস্কর ক্যানিঙের প্রতিকৃতিটী ১২ শ বৎসরেও সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ইনি আবার কত দিন লন!

লিডেন পর্য্যবেক্ষিকার প্রোফেসর ভ্যালেণ্টিন্যার, বিগত ২০ এ জুলাই চীন দেশে যাত্রা করিয়াছেন। ইনি তথায় সূর্য্যের সহিত শুক্র গ্রহের টক্কর যোগ দেখিতে গমন করিয়াছেন। ইঁহার সহিত অনেক জ্যোতির্বিদ আছেন।

অষ্ট্রিয়া এবং জর্ম্মণির রাজমন্ত্রিগণ মাদ্রিদে উপনীত হইয়াছেন।

ফ্রান্সের দক্ষিণে মেজে নামক স্থানে অত্যন্ত দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। জেণ্ডার মেরির মধ্যবর্ত্তিতায় ১ জন হত এবং ১৯ জন আহত হয়। অন্যান্য স্থানেও এই রূপ অনেক গোলোযোগ হইতেছে। ৫ই সেপ্টেম্বরে লায়ন্সে অনেক বিদ্রোহীকে ধৃত করা হইয়াছে।

পারিসের ইউনিবার্স নামক সংবাদ পত্রে মার্শাল সিরানোর নামে গ্লানিসূচক প্রস্তাব লিখিত হয় বলিয়া উক্ত পত্রকে দুই সপ্তাহ কাল সসপেণ্ড করা হইয়াছে। আমাদিগের দেশে এইরূপ নিয়ম থাকিলে অনেক সম্পাদককে এত দিনে শ্রীঘরে যাইতে হইত।

স্পেন হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে কার্লিষ্টদল গিটারিয়া নগরে জর্ম্মণদিগের কামানের জাহাজে গোলাবর্ষণ করে। জর্ম্মণগণও নগর মধ্যে গোলা ছুড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। স্পেনের গোলযোগ সহজে মিটিবে না।

মার্শাল বেজেনের বিষয়ে আর কিছু জানা আবশ্যক। বেজেনের বয়স ৬৫ বৎসর, মাডাম বেজেনের বয়স ২৭ বৎসর মাত্র। বীরাঙ্গনা মেক্সিকো [illegible] জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সাহসিকতায় মার্শাল বেজেন সাণ্ট মার্গারাইট দ্বীপ হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হন। পলায়নের পূর্ব্বে ম্যাকমাহনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বামীর মুক্তির প্রার্থনা করেন, ইহা অগ্রাহ্য হওয়াতে ইনি বলেন যে অন্ততঃ এক এক বার তাঁহাকে স্বামীর নিকট যাইতে দেওয়া হয়। ইহাতেও ম্যাকমাহন সম্মত হন নাই। পরে একদা মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে মাডাম বেজেন এক খানি নৌকায় আরোহণ করিয়া স্বয়ংই দাঁড় ধরিয়া দ্বীপ সম্মুখে গিয়াছিলেন। মার্শাল বেজেন কারাগৃহের গবাক্ষ হইতে রজ্জু অবলম্বন করিয়া নৌকায় উপনীত হইলেন। পরে নিকটস্থ ইটালি জেনোয়া একখানি বাষ্পীয় জাহাজে উঠিয়া উভয়েই ইটালিতে যাত্রা করিয়াছেন। শুনা যায় ইঁহারা নাকি রাণী ইউজিনের নিকট আছেন। রাণী এক্ষণে সুইটজরলণ্ড।

রুশিয়ার রাজ্ঞীর আগামী মাসে ইংলণ্ডে আসিবার কথা হইতেছে।

এক্ষণে নিম্ন লিখিত রাজপরিজন ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন;—অষ্ট্রিয়ার রাজ্ঞী, রাও মেনিয়ার যুবরাজ চার্লস, এবং ডেন্মার্কের রাজা।

আমাদিগের ভারতেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়া রাজপুত্র লিওপল্ড এবং [illegible] সমভিব্যাহারে স্কটলণ্ডে গমন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান বৎসরের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ইংলণ্ড হইতে ৬১,৯,৬৪,৮৪০ টাকার মাল ভারতবর্ষে রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসরে এই সময়ে ৪৫৫,৯০,২২০ টাকার হইয়াছিল।

ষ্টানলি সাহেব ডেলি টেলিগ্রাফ ও নিউইয়র্ক হেরাল্ড দ্বারা আফ্রিকা প্রদেশে দাস ব্যবসার বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। ইনি আরো আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের অপ্রকাশিত স্থান সমূহ আবিষ্কার করিবার চেষ্টায় আছেন।

ইংলণ্ডে উর্ন্নি নামক একটী স্ত্রীলোক তাহার সদ্যোজাত সন্তানের গলায় কাঁচি বিঁধিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিল বলিয়া ১০ বৎসর [illegible] পরিশ্রমের সহিত কারাক্রদ্ধ হইয়াছে। এমন রাক্ষসী মাতাও আছে?

ইংলণ্ডে সম্প্রতি কতকগুলি স্ত্রীলোক ক্রিকেট খেলায় এবং সন্তরণে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। স্ত্রীলোক দিগের উন্নতির আর অবশিষ্ট কি রহিল?

বিবিধ।

আমেরিকায় ৩৮ টী স্ত্রী মিশনরি আছেন।

জনরব এই যে চীন এবং জাপানের সহিত ফরমোসা সম্পর্কীয় বর্ত্তমান যুদ্ধে রুশিয়া লিপ্ত হইতেছেন।

একজন সহযোগী বলেন ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন এবার গৃহপালিত পশুগণের সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইবে। যদিও এই প্রস্তাবটী শুনিতে উপহাসজনক, তত্রাপি যদি উত্তম রূপ কার্য্য চলে হয়, তাহা হইলে, হিন্দু [illegible] বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। বৎসর ৭ [illegible] গোজাতি শাসনকর্ত্তৃগণের আহারার্থ ৭ [illegible] হইতেছে।

ভারতবর্ষ এবং চীনদেশ হইতে যে সকল ষ্টিমার সুয়েজ খাল দিয়া যাতায়াত করে, উহাদিগের মধ্যে গত বৎসর ৭ খানি ডুবিয়া গিয়া [illegible] সুয়েজ একটী ভুবার হইল।

আগামী নবেম্বর মাসে লার্ড উইলিয়ম মিয়র সাহেব ভারতবর্ষে উপনীত হইবেন। শুভ সংবাদ।

কর্ণেল গর্ডন মধ্য মিসর দেশ হইতে দাস ব্যবসায় উঠাইবার উপায় করিতেছেন।

হোয়াইট-নাইল এক্সপিডিশনের প্রধান ইঞ্জিনিয়র উইলিয়মস সাহেব সামুয়েল বেকার সাহেবের [illegible] করিয়াছেন। তিনি বলেন, বেকার সাহেব আফ্রিকাবাসীদিগের ভূমি গৃহ প্রভৃতি সমুদায় অন্যায় পূর্ব্বক লুণ্ঠন করিয়াছেন, গৃহসকল দগ্ধ করিয়াছেন এবং অধিবাসীদিগকে অনাহারে মারিয়া ফেলিয়াছেন। বেকার সাহেব তাঁহার বন্ধুদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছেন তাঁহারা যেন সেই নিষ্ঠুরতার বিষয় স্থানান্তরে না [illegible]খেন। কলম্বসে সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত অজ্ঞান অসভ্য জাতিদিগের উপর ইউরোপীয়দের এরূপ অত্যাচার প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্ম দেশীয় ছয় জন যুবক ৯ দিন হাজতে থাকিয়া রেঙ্গুণ আদালতে পকিট চুরি অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড পাঠে অবগত হওয়া গেল যে [illegible]সিয়া মাইনরে বিশেষতঃ আঙ্গোরা প্রদেশে ১০,০০০ সহস্র লোক অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। বঙ্গদেশের ন্যায় তথায়ও দুর্ভিক্ষ [illegible] দেখা দিয়াছে। বঙ্গদেশে রাক্ষসের অভিলাষ [illegible] রূপ চরিতার্থ না হওয়াতে এসিয়া মাইনর প্রভৃতি তুরুক দেশান্তর্গত প্রদেশে ইহার প্রকোপ দেখা দিয়াছে। স্থানে স্থানে নগর পল্লী প্রভৃতি জন শূন্য হইয়া গিয়াছে। এক এক নগরের দুরবস্থা দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। সমস্ত স্থানে হল স্কুল পড়িয়া গিয়াছে।

কাবুলের আমীর এক প্রকার বন্দুক প্রস্তুত করিয়াছেন, উহা ৪ মাইল পর্য্যন্ত গোলা গুলি সঞ্চালন করিতে পারে।

কলিকাতা হইতে 'ইয়র্ক সায়র' নামক যে জাহাজ যাইতেছিল ইংলণ্ডে যাইতেছিল, এলস্থিয়র্ণ নগরের নিকট উহাতে অগ্নি লাগে। অগ্নি বহু দিন ব্যাপিয়া ছিল, এক্ষণে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে।

..৫ ১৪০০ কুলি-
...মন করে। তন্মধ্যে
এবং ৪১৮ জন নেটালে গিয়াছে।
..এর মধ্যে কতক উত্তর পশ্চিমাঞ্চল
..বিহার প্রদেশ হইতে আসিয়াছিল।

প্রেরিত।

লাহোরস্থ সংবাদদাতার পত্র।

এখানে অক্‌ট্রাই ট্যাক্স নামে একটী বিরক্তি-জনক ট্যাক্স আছে, ইহাতে লোককে অনর্থক কষ্ট দিয়া নানা অন্যায় উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। একদিন কোন বন্ধু একখানি নুতন পশমী বস্ত্র খরিদ করিয়া ভৃত্য দ্বারা গৃহে পাঠান, কিন্তু উক্ত ট্যাক্স ওয়ালারা ভৃত্যের নিকট ট্যাক্স চায়। সে এত করিয়া বলিল যে ইহা বাবুর ব্যবহারার্থ বস্ত্র, করসংগ্রাহকেরা কোন কথা না শুনিয়া ভৃত্যকে আটক করিয়া রাখিল, পরে বাবুকে নিজে গিয়া তাহা আনিতে হই... কত লোক যে কত অনর্থক কষ্ট পায়, তাহা বলা যায় না। এমন কি ইহাদের খানাতল্লাসীর জ্বালায় কত লোকের রেলে যাওয়া সম্বন্ধে বিলম্ব হইয়া পড়ে।

.. কোন বন্ধু মাড়ওয়ালা হইতে এই প্রকার লিখিয়াছেন,—মুলতান ছাড়িয়া ৩ দিনে সক্কুরে পৌঁছি। ফতেপুর নামক স্থানে অবস্থিতি করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সিন্ধু নদের বন্যায় উভয় কূলে তিল রাখিবার স্থান না পাওয়ায় সক্কর পর্য্যন্ত আসিতে বাধ্য হই। সক্করের স্থানটী মন্দ নহে। ছোট সহর বটে, কিন্তু সকল প্রকার দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। সক্করের অপর পারে রোড়ী সহর, সেটীও বেশ স্থান। উভয় সহর (Lime Stone) চূর্ণক প্রস্তরের পাহাড়ের উপরে স্থিত। নদী হইতে সহরের দৃশ্য বেশ দেখায়। সক্করে আমাদের দেশীয় ইলিষ মৎস্য, গল্দাচিংড়ী, কাঁচকলা প্রভৃতি অজস্র পাওয়া যায়। ইণ্ডস্ ভ্যালি ষ্টেট রেলওয়ের নিমিত্ত বৃহৎ এক সেতু সিন্ধুর উপর উক্ত স্থানে নির্ম্মিত হইবে, কিন্তু এপর্য্যন্ত ... স্থির করিতে পারে নাই। নদীর জল ... অন্যান্য ... নদী যে প্রকার প্রশস্ত, এখানে উভয় কূলে পাহাড় থাকায় সে প্রকার নহে, কেবল অর্দ্ধ মাইল মাত্র প্রশস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পরীক্ষার্থ ৪ টী স্তম্ভ তৈয়ার হইয়াছিল, তিনটী আছে একটী পতিত হইয়াছে, ৭০.৭৫ ফীট পর্য্যন্ত বসিয়াছে আরো বসিতেছে।

এখানকার দেশাচার প্রায় মুলতানের মত; কিন্তু মুলতানে হিন্দু মুসলমানে কিছু প্রভেদ আছে, এখানে তাহা নাই বলিলে হয়। এক পাত্রে হিন্দু মুসলমান জল খাইয়া থাকে, উভয়ের স্পৃষ্ট দ্রব্য উভয়ে আহার করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা এখানেও উলঙ্গ ... স্নান করে, কেবল কোমরে একটু গামছা পরিধান করে মাত্র। পুরুষ বিশেষতঃ বিদেশী দেখিয়া ... করে না। এ সম্বন্ধে ইহারা লাহোর প্রভৃতি স্থানের স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা ... বোধ হয় না। সক্কর হইতে অমি অশ্ব পৃষ্ঠে আসি। সিন্ধু নদীর বন্যাতে রেলওয়ে বাঁধ যদিও ... নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে ঢণ্ড অর্থাৎ বিলের ন্যায় জলা স্থান এত প্রশস্ত ও গভীর যে আমাদের ভাগীরথীর ন্যায়, শীত কালে উক্ত স্থান শুখাইলে রেলওয়ের সেতু নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবে। গোথী নামক স্থানে ধন্দ অধিক। যাহাহউক বহু কষ্টে আমি নিরাপদে এস্থানে পৌছিয়াছি। এস্থান জঙ্গলের মধ্যে, আহারীয় দ্রব্যাদি নাই বলিলেই হয়। তবে রেলওয়ের লোকদিগের জন্য ২ খানি দোকানে সামান্য আটা ডাউল লবণ ঘৃত চাউল পাওয়া যায়, তাহাও অতি দুর্ম্মূল্য। জল লবণ-ময়। ... একটী কূপের জল অপেক্ষাকৃত ভাল, তথা হইতে জল আনাইতে হয়। তরকারির নাম মাত্র নাই। কোন ফল বৃক্ষ নাই যে গ্রীষ্মকালে সেই তাহার তলে বসিয়া একটু আরাম করে। দুগ্ধ প্রায় পাওয়া যায় না। অতি কষ্টে এখানে ছাগীদুগ্ধ মিলিতেছে, শীত পড়িলে তাহাও পাওয়া যাইবে না। শুনিতেছি শীতকালে যথেষ্ট মৎস্য পাওয়া যায়। এমন বাড়ী নাই ... যায়। তবে সরকারি ঘর তৈয়ার হইয়াছে তাহাতে বাস করিতেছি। একজনের বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য ধোপাকে মাসে মাসে এক টাকা দিতে হইবে। মেথরও ঐ রূপ লইবে বোধ হয়। একজনের মাসিক আহারীয় খরচ ২৫। ৩০ টাকার কম বোধ হয় না। এই তো এদিকের কষ্ট, আবার দপ্তরের কার্য্য স্তুপাকার হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যহ ১০। ১১ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়াও কাজের শেষ করিতে পারিতেছি না। সাহেবটী ভদ্রলোক তবে আজ কালের লোক তোষামোদ চাহে। যাহাহউক সাহেবের মেজাজটা মন্দ নহে। কাজের এত ভিড়, যে প্রত্যহ ১০ ঘণ্টা কাজ করিতে হইতেছে, রবিবারও বন্ধ নাই।

লাহোরের অন্তর্গত ক্যানটনমেণ্ট অর্থাৎ মিয়ানমিরে বাঙ্গালিদের বার্ষিক দুর্গোৎসবের আয়োজন হইতেছে। এ পূজায় একটী আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত ... পূর্ব্বে ছাগবলী হইত, কিন্তু মাড়ওয়ারী একজন ধনাঢ্য বণিক এই পূজাতে টাকা দেন, তিনি এই অঙ্গীকার করাইয়া লন যে ছাগবলী বন্ধ করিতে হইবে। সেই পর্য্যন্ত পূজা হয় বটে, কিন্তু ছাগ বলী হয় না। এ এক প্রকার মন্দ ব্যাপার নহে। মিয়ানমিরে পূর্ব্বে দুইখানি প্রতিমা হইত, অপর প্রতিমার পূজার সময়ে নাচ ও সাহেবদিগের জন্য মদে অল্প টাকা ব্যয় হইত না। কিন্তু এ পূজাতে তাহা হয় কি না আমরা জানিনা। ... নাচ ইত্যাদি নিয়ম করিয়া পূজার পবিত্রতার হানি না হইলে অনেকটা সুখের বিষয়।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ব্ব সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ হরিনাভিস্থ প্রাচীন ভারত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

২য়, ভাগ
২৪ শ সংখ্যা। } বঙ্গাব্দ ১২৮১—১০ই আশ্বিন শুক্রবার। ১৮৭৪—২৫শে সেপ্টেম্বর। { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭।৹ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

হিন্দু পেট্রিয়ট লিখিয়াছেন, ফসেট সাহেবের মনোনয়নের ব্যয় ব্রাইটনের সভ্যেরা দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার জন্য যে ট্যাকা সংগৃহীত হইতেছে, তাহা অন্য রূপে ব্যয়িত হইবে। মিরর বলেন, তিনি ব্রাইটনের জন্য মনোনীত হইতে গিয়া যে বৃথা ব্যয়গ্রস্ত হন, ব্রাইটন বাসীরা তাহাই দিয়াছে, কিন্তু হক্‌সের প্রতিনিধি হইবার ব্যয়ের জন্য এখনও তিনি ঋণী রহিয়াছেন। ভারতহিতৈষী ফসেটের এ ঋণ পরিশোধার্থ সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন আবশ্যক।

গত শনিবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক সভা সংগঠন জন্য একটী অধিবেশন হয়, তাহাতে সভার [illegible] মণিক কয়েকটী প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এক্ষণে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া আহ্লাদ হয়। পাঠ করিয়া দেখিলে অনেক স্থানে গভীর চিন্তা ও স্বাধীন গবেষণারও পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু একটী বিষয়ে আজ কাল তত্ত্ববোধিনী সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত দেখিতেছি। ইনি এখন পারমার্থিক (Theological) যুগ অতিক্রম করিয়া দার্শনিক (Motaphysical) ও বৈজ্ঞানিক (Positive) যুগে উপনীত হইয়াছেন। অন্ততঃ বর্ত্তমান আশ্বিন মাসের তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিয়া লোকের এই সংস্কার জন্মিতে পারে। তাহাতে যে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর প্রসঙ্গের আত্যন্তিক অভাব।

গত ৭ই আশ্বিন মঙ্গলবার হইতে "প্রতিধ্বনি" নামে একখানি এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক পত্রিকা কলিকাতা ১১ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত হইতেছে কয়েক জন সুলেখক যাঁহারা অনেক দিন হইতে প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সহিত সংসৃষ্ট আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এই পত্রিকা খানি সম্পাদিত হইতেছে।

ভারত-সংস্কারক।

দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট।

সত্য সত্যই দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট আর পত্র সম্পাদকদিগকে প্রদত্ত হইবে না। সার রিচার্ড টেম্পল গত ২৬এ আগষ্ট এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেনঃ—

(১) ১৮৭২ সালে দেশীয় সংবাদপত্রের বিনিময়ে গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা গেজেট ও সাপ্তাহিক রিপোর্ট প্রত্যর্পণে অঙ্গীকার করেন।

(২) ১৮৭২ সালে গবর্ণমেণ্ট অঙ্গীকার করেন যে যে সকল সম্পাদক কলিকাতা গেজেটের গ্রাহক হইবেন, তাঁহাদিগকে সাপ্তাহিক রিপোর্ট ও অন্যান্য আফিস সংক্রান্ত মুদ্রিত কাগজপত্র প্রদত্ত হইবে।

(৩) রিপোর্ট সকল বিতরণের বিষয় সম্যক্ আলোচনা পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্ট নানা কারণে স্থির করিয়াছেন যে দেশীয় পত্রের সাপ্তাহিক রিপোর্ট কেবল কতকগুলি গবর্ণমেণ্ট আফিসে বিতরিত হইবে।

(৪) দেশীয় সংবাদপত্রের বিনিময়ে যেখানে সাপ্তাহিক রিপোর্ট দেওয়া হয়, সেখানে এককালে বন্ধ করা হইবে। কলিকাতা গেজেটের গ্রাহকদিগের প্রাপ্ত মূল্য শেষ হইলে বন্ধ করা হইবে।

(৫) যে সকল সম্পাদক স্ব স্ব সংবাদপত্র দিবেন, তাঁহারা বাঙ্গালা গেজেট এক একখানি পরিবর্ত্তে পাইবেন। কলিকাতা গেজেটের গ্রাহকগণ গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত অন্যান্য আফিস সংক্রান্ত বিবরণ পাইবেন।

গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীদিগকে কেবল সাপ্তাহিক রিপোর্ট বিতরণ করা হইবে এবং তদর্থে ২৫ খণ্ড কাগজ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ নূতন ব্যবস্থা প্রণয়নের কারণ কি, অনেকে অনুসন্ধিৎসু হইতে পারেন। ইহার কারণ অবধারণ করিতে হইলে সাপ্তাহিক রিপোর্টের একটু ইতিহাস সংক্ষেপে বলিতে হয়। বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষার পরম হিতৈষী পুণ্যাত্মা লং সাহেব ইহার জন্মদাতা। মহাত্মা লর্ড কানিং যখন ভারতের শাসনকর্ত্তা, লং সাহেব তখন বাঙ্গালা সংবাদপত্রের অনুবাদিত রিপোর্ট গ্রহণ জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দেন। লর্ড কানিং অবিলম্বে গবর্ণমেণ্ট অনুবাদকের উপর এই কার্য্যের ভার সমর্পণ করেন। ইহা অগ্রে গবর্ণমেণ্টেরই গোচর করা হইত, ক্রমে ইহার উপাদেয়তা দর্শনে ইহা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ও সাধারণকে বিতরিত হইতে লাগিল। এই কার্য্য দ্বারা লং সাহেবের মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল, দেশীয় সংবাদ পত্রের আদর বাড়িল এবং মফস্বলের জমীদার হুজুর প্রভৃতির অত্যাচারের উপর আঘাত পড়িল। মফস্বলে ইংরাজী অপেক্ষা বাঙ্গালা পত্রের পাঠক সংখ্যা অধিক, বড় বড় সাহেবের দোষ ও অত্যাচার বৃত্তান্ত সাধারণে পাঠ করিতে লাগিল, তাহা আবার কর্ত্তৃপক্ষের ও গবর্ণমেণ্টের গোচর হইতে লাগিল। ইহা আত্মাভিমানী হুজুরদিগের পক্ষে অসহ্য হইল। সার জর্জ

সময়ে মফস্বলের সাহেব কাজের বড়ই সুখ্যাতি, বড়ই প্রখরতা। সংবাদ পত্র তাঁহাদিগের পার্শ্বকণ্টক থাকাতে তাহারা অত্যন্ত অসুখ প্রকাশ করিলেন এবং তৎকালীন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকট বারংবার অভিযোগ করিতে লাগিলেন যে "ইহারা শাসন ও সুবিচারের বড়ই কণ্টক, ইহারা সত্য মিথ্যা হউক দোষ লিখিয়া উপরিস্থ কর্ম্মচারীদিগকে অপদস্থ ও গবর্ণমেণ্টের বিচারাধীন করে অথচ আপনারা অদণ্ডিত থাকিয়া লুকাইয়া আমোদ লয়। এই অদম্য শত্রুদের দমন আবশ্যক।" সার জর্জ্জ এই উপলক্ষে দেশীয় সংবাদপত্রের উপর যে কত আঁটা আঁটি করেন এবং তাহাদের ক্ষমতা লোপেরও কত চেষ্টা করেন তাহা পাঠক সমাজের অবিদিত নহে। সাপ্তাহিক রিপোর্ট সাধারণের মধ্যে প্রচার বন্ধ করিবার প্রস্তাব তিনিই ধার্য্য করিয়া যান, সার রিচার্ড টেম্পল তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন মাত্র।

এই কার্য্য দ্বারা রাজকর্ম্মচারীদিগের যে অত্যন্ত লাভ এবং সম্পাদকদিগের যে অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। মফঃস্বলের হুজুরদিগের চরিত্রাদির কথা দেশীয় পত্রে পূর্ব্বে যেমন লিখিত হইত, এখনো তেমনি হইবে। সাধারণে তাহা লইয়া যে আন্দোলন করিবার এখনও করিবে। গবর্ণমেণ্ট ও অনুবাদিত সংবাদ পাঠে অভিযুক্ত ব্যক্তির যেরূপ কৈফিয়ৎ তলব করিতেন এখনও করিবেন। আর দেশীয় ইংরাজী কাগজের মুখত কেহ চাপিয়া রাখে নাই, তাহা দ্বারাও দুষ্ট কর্ম্মচারীদিগের দোষ ঘোষিত হইবে। সম্পাদকদিগের ক্ষতি নাই এই জন্য বলা যায় যে যে প্রণালীতে অনুবাদ হইত, তাহা হওয়া না হওয়া তুল্যানুতুল্য এই বলিয়া তাঁহারা প্রায়ই আক্ষেপ করিতেন, তবে তাহা দেখিতে না পাওয়াতে এখন আর অধিক আক্ষেপের বিষয় কি? যাহাহউক ইহাতে মধ্য হইতে অনুবাদক সাহেবের কিছু লাভ হইতে পারে। তাঁহার অনেক স্থানের অযথা অনুবাদের জন্য তিনি সর্ব্বদা তিরস্কৃত হইতেন, এখন সাপ বেঙ যা লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে ধারণ করুন, তাঁহাকে আর কিছু মাত্র চিন্তিত হইতে হইবে না।

যাহাহউক বর্ত্তমান ব্যবস্থা দ্বারা আমাদিগের যে ক্ষতি হইল, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত নহি। মহাত্মা কানিং যে মহদভিপ্রায়ে ইহার প্রবর্ত্তন করেন, তাহা সফল হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ও সেক্রেটারীগণ এদিকে একটু বিশেষ দৃষ্টিপাত না করিলে সে আশা করা বৃথা। অনুবাদিত অংশ গুলি যথানুবাদিত এবং সারবৎ হয়, ইহা জানিবারজন্য তাঁহারা যেন উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করেন। যে সকল সংবাদপত্রের লিখিত বিষয় লইয়া গোলযোগ করা হইবে, অগ্রে তৎসম্পাদককে যেন তাহা অবগত করা হয়। আমরা এই স্থলে ইংরাজী পত্র সম্পাদকদিগকে একবার বলি, এখন আমরা তাঁহাদিগের স্নেহানুগ্রহের মুখাপেক্ষী হইলাম, আর অনুবাদক সাহেবের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হইবে না, এখন তাঁহারা যেন আমাদিগের প্রতি একটু বিশেষ ভ্রাতৃস্নেহপ্রদর্শন করেন। তাঁহারা এতকাল 'সাপ্তাহিক রিপোর্ট' অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন, এখন কি একটু অধিকতর ক্লেশ স্বীকারে প্রস্তুত হইবেন না? তাঁহাদের এক্লেশ স্বীকার বিফলে যাইবেনা।

উপসংহার কালে আমরা দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র সকলকে একবার সমবেত হইয়া চেষ্টা করিতে বলি, গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নির্দ্ধারণ দ্বারা তাঁহাদিগের যে যে বিষয়ে অসুবিধা ও ক্ষতি হইতেছে, তাহা তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন এবং এত দিনের পর হঠাৎ তাঁহাদিগের যে স্বত্ব লোপ করা হইতেছে তাহার পুনরুদ্ধারের একবার চেষ্টা করেন। বিজাতীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত জাতীয় ভাষার সংবাদপত্র সকলের যোগ স্থাপনের একমাত্র উপায় 'অনুবাদিত রিপোর্ট,' তাহা হস্ত বহিভূ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। আমরা আশা করি ইহাতে যে সকল সম্পাদকের স্বার্থ আছে, তাঁহারা সমবেত হইয়া এবিষয়ে চেষ্টা করিতে বিলম্ব বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবেন না।

শ্রীহট্ট ও ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভা।

শ্রীহট্ট বঙ্গদেশের অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে যে পাণ্ডুলিপি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার বিচারাধীন ছিল, বিগত ২ রা সেপ্টেম্বর দিবসে তাহা বিধিবদ্ধ হইলে পর, আমাদের বর্ত্তমান রাজ প্রতিনিধি, বিগত ১২ ই সেপ্টেম্বর দিবসীয় নির্দ্ধারণ দ্বারা, স্বহস্তে শ্রীহট্টের শাসনভার গ্রহণ পূর্ব্বক আসামের প্রধান কমিসনরের হস্তে অর্পণ করেন। শ্রীহট্টের লোকেরা ব্যবস্থাপক সভায় যে আবেদন করেন, তৎসম্বন্ধে বিগত ২ রা সেপ্টেম্বর দিবসীয় অধিবেশনে অনরেবল হব হাউস সাহেব বলিয়াছেন যে "শ্রীহট্ট ও অন্যান্য স্থানের কতকগুলি লোকের মত এই যে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা দ্বারা শ্রীহট্ট আসামের সহিত সংযুক্ত হইতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ এ ব্যবস্থার সে উদ্দেশ্য নহে। কোন দেশকে বিচ্ছিন্ন বা সংযুক্ত করিবার ভার শাসন বিভাগের উপর। পার্লেমেণ্টের ব্যবস্থা দ্বারা এ ক্ষমতা শাসন বিভাগের উপর অর্পিত হইয়াছে এবং তদনুসারে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরির হস্তে এ ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। এই শাসন বিভাগের দ্বারা শ্রীহট্টের শাসন কার্য্যের ভার আসামের চিফ কমিসনরের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। পার্লেমেণ্টের যে ব্যবস্থা দ্বারা শাসন বিভাগের হস্তে এ ভার অর্পিত হইয়াছে, সেই ব্যবস্থা দ্বারা ইহাও বিহিত হইয়াছে যে কোন প্রদেশের শাসন ভার এরূপে হস্তান্তরিত হইলে, তৎসম্বন্ধে যে কোন ক্ষমতা, ব্যবস্থা বা আইন দ্বারা নির্দ্ধারিত আছে, তাহা ব্যবস্থা বা আইন দ্বারা সেই নূতন হস্তে হস্তান্তরিত করিতে হইবে। পুরাতন রেগুলেসন দ্বারা কতকগুলি ক্ষমতা রেবিনিউ বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত আছে এবং নূতন আইন দ্বারাও কতকগুলি ক্ষমতা বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। সে সমস্ত নির্ব্বাচন করা দুঃসাধ্য। সে সমস্ত নির্ব্বাচন করিতে হইলে অশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়, সমস্ত রেগুলেসন ও

আইন সম্যকরূপে মঞ্জুর না করিলে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে না। প্রস্তাবিত ব্যবস্থা দ্বারা সেই সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবার প্রয়োজন। ব্যবস্থাপক সভা তাহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র।”

আমাদের রাজপ্রতিনিধি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে “আসাম রাজ্য পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় শ্রীহট্টের অধিবাসীরা আবেদন করিয়া বলেন যে বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের হস্ত হইতে আসামের চিফ কমিসনরের হস্তে পতিত হইলে তাহাদের অত্যন্ত অসুবিধা ও কষ্ট হইবে। অনরেবল হব হাউস পরিষ্কাররূপে দেখাইয়াছেন যে এরূপ হস্তান্তর করিবার ভার শাসন বিভাগের হস্তে। ব্যবস্থাপক বিভাগের তাহাতে কোন হাত নাই। কোন প্রদেশ রীতিমত হস্তান্তরিত হইলে পর, তৎসম্বন্ধে কতকগুলি আনুষঙ্গিক উদীচ্য কর্ম্ম ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সভার হস্তে এখন কেবল সেই ভার আলম্বিত রহিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনে শ্রীহট্টের লোকের কিছু অসুবিধা বোধ হইবে। কার্য্যের সাধারণ গতি পরিবর্ত্তিত হইলে এইরূপই হইয়া থাকে।”

“ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা সকলেই অবগত আছেন যে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির কার্য্য বাহুল্য হওয়াতে আসাম স্বতন্ত্র হইল। এ বন্দোবস্ত দ্বারা উত্তর পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনেক মঙ্গল প্রত্যাশা করা যায়। শ্রীহট্টকে যেরূপে আসামভুক্ত করা হইতেছে, তদ্দ্বারা লোকের অত্যল্প অসুবিধা হইবে মাত্র।”

“শ্রীহট্টের বিচার বিভাগের কার্য্যপ্রণালী পূর্ব্বানুরূপ থাকিবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় তথাকার বিচারের শেষ আপীল কলিকাতার হাইকোর্টে গ্রাহ্য হইবে। সকলই পূর্ব্বানুরূপ থাকিতেছে; কেবল পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে যে কতিপয় ক্ষমতা রেবিনিউ বোর্ড ও বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের হস্তে সমর্পিত ছিল, তাহা এক্ষণে আসামের চিফ কমিসনরের হস্তে আসিতেছে মাত্র।”

“শ্রীহট্টের লোকেরা তাঁহাদের অসুবিধার অনেক অতিরিক্ত কল্পনা করিয়াছেন। যাহাহউক চিফ কমিসনর সর্ব্বদাই শ্রীহট্টে আসিবেন এবং তখন সেখানকার লোকেরা তাঁহাকে সাক্ষাতে আপনাদের অবস্থা গোচর করিতে পারিবেন। সার জর্জ ক্যাম্বেল এই পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন এবং প্রস্তাবটী যথোচিতরূপে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারীর দ্বারা বিবেচিত হইয়াছে। শ্রীহট্টের লোকদের আবেদন পত্রও সেইরূপ ঐ উভয় স্থলে সম্যক্‌রূপে বিবেচিত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহারা পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তিত করিবার কোন কারণ দেখিতে পান নাই।”

আমরা শুনিয়া কথঞ্চিৎ আহ্লাদিত হইলাম যে বঙ্গদেশের সহিত শ্রীহট্টের সকল সংস্রব বিচ্ছিন্ন হইতেছে না। অন্ততঃ এ দেশের হাইকোর্টের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ থাকিতেছে। যদিও ইহা আসামভুক্ত হইল, কিন্তু তথায় নিয়ম বহির্ভূত শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছে না। সেখানে মিলিটরি অফিসরদিগের দ্বারা শাসন ও বিচার কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে না, এক্ষণকার সিবিলিয়ান মাজিষ্ট্রেটগণ সেখানকার বিচার ও শাসন বিভাগের ভার বহন করিতে থাকিবেন।

আমরা আশা করি কিছু দিন পরে সকলই পূর্ব্বের ন্যায় হইবে। এ সকল পরিবর্ত্তনের মূল পরিবর্ত্তন-প্রিয় ক্যাম্বেল বাহাদুর। ইনি নবদ্বীপকে নদীয়ার অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বর্দ্ধমানের অঙ্গভুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এ পরিবর্ত্তনে...
সমূহ অপকার...
টেম্পল তাঁহার ম...
এ বিষয়ের অনেক...
এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপ...
নদীয়া ও বর্দ্ধমানের কালে...
দিগেরও এই মত। বৎসরের...
যাইতে না যাইতে সেই নবদ্বীপ নদীয়াভুক্ত হইল! আমরা ক্যা... সাহেবের অধিকাংশ ব্যবস্থার এইরূপ পরিণাম আশা করি। তাঁহার অধিকাংশ কার্য্য তাঁহার চঞ্চলচিত্তের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই সকল কার্য্যের অসারতা সম্যক্‌রূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য কেবল সময় অপেক্ষা করে।

বোম্বাই প্রদেশে বস্ত্রবয়নার্থ যন্ত্র সংস্থাপন ও ম্যাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায় সমাজ।

ইংরাজদিগের প্রকৃতি-তত্ত্ব আলোচনা করিলে একটী আশ্চর্য্য বৈপরীত্য ভাব পরিলক্ষিত হয়। মহত্ত্ব ও নীচত্বের একাধারে অবস্থিতি আর কোথাও এমন স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন উদার ও নিঃস্বার্থভাবে আর কোন জাতি পর দুঃখ মোচনে ও লোকের হিতসাধনে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। যখন আফ্রিকার দাস ব্যবসায় নিবারণ করিবার জন্য ইংলণ্ডের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও প্রবল যত্ন দৃষ্টিগোচর হয়, যখন পৃথিবীর দূরতর প্রান্তনিবাসী বিভিন্ন জাতির দুর্দ্দশার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তন্মোচনার্থ তাঁহার প্রগাঢ় সহৃদয়তা ও অনুরাগ স্মরণ হয়, তখন হৃদয় বাস্তবিকই ভক্তিতে পরিপ্লুত হয়। পক্ষান্তরে এমন নীচতা ও স্বার্থপরতাও আর কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। যখন দুঃখী অস্থি চর্ম্মসার বঙ্গের কৃষকদিগের প্রতি নীলকরদিগের নীচ ও নৃশংস ব্যবহার মনে পড়ে, যখন কুকা হত্যাকারী কোয়ান সাহেবের

বং ব্যবহার যখন দেশীয় ও ইউরোপীয় সিবি- ারো কাহারো অতি হিংসাদ্বেষময় প্রতিম্ব- যায়, তখন অন্তরের ভক্তি া ঘৃণাতে পরিণত হয়। ব্যক্তি ের চরিত্র স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাবে খা যাইতে পারে। এমন লোক আছে যাহাদের চরিত্র স্থূল ভাবেই দেখ আর সূক্ষ্ম ভাবেই দেখ, মহত্ত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরাজ চরিত্র এরূপ পদার্থ নহে। এমন লোক আছে যাহাদের চরিত্র স্থূল ও সূক্ষ্ম যে ভাবেই দেখ, মহত্ত্বের আধার বলিয়া বোধ হয় ইংরাজেরা এরূপ ধাতুরও লোক নহেন। ইংরাজেরা সেই ধাতুর লোক, যাহাদিগকে স্থূলভাবে দেখিলে মহৎ এবং সূক্ষ্মভাবে দেখিলে অনেক বিষয়ে নীচ ও জঘন্য বলিয়া বোধ হয়।

আমরা ম্যাঞ্চেষ্টরের অধিবাসীদিগের ব্যবহার উপলক্ষ করিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। কিছুদিন হইল বোম্বাই প্রদেশে বস্ত্রবয়ন করিবার যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঈশ্বরপ্রসাদে সুচারুরূপে কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রে সকলে এবিষয়ের উন্নতির বার্ত্তা প্রচারিত হয়। ম্যাঞ্চেষ্টরের লোকেরা এই সংবাদে অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। ম্যাঞ্চেষ্টরের সংবাদপত্র সকল এই বিষয় লইয়া ঘোর আন্দোলন করিতেছেন,এবং তথাকার চেম্বর অফ কমার্স সভার প্রত্যেক অধিবেশনে এই বিষয় লইয়া ঘোরতর তর্কবিতর্ক এবং বক্তৃতা দ্বারা ক্রোধ ও বিরাগ প্রকাশিত হইতেছে। বিলাতী বণিকেরা চান যে তাঁহাদের প্রেরিত থানের কাপড় প্রভৃতির উপর গবর্ণমেণ্ট শুল্ক কমাইয়া দেন,তাহা হইলে তাঁহারা বোম্বাইয়ের তন্তুবায়দিগের সঙ্গে অনায়াসে প্রতিযোগিতা রক্ষা করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা গগণ মেদিনী কাঁপাইয়া বাণিজ্য শুল্ক কমাইবার চেষ্টা করিবেন সন্দেহ নাই। ইণ্ডিয়া আফিসে তাঁহাদের একজন প্রতিনিধি কয়েক মাস পূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার দ্বারা এবিষয়ের চেষ্টা হইতে পারিবে, চাই কি বোম্বাইয়ের স্থাপিত যন্ত্রালয় বা তদুৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর নূতন শুল্ক স্থাপনার্থ উদ্যোগ পর্য্যন্তও অবলম্বিত হইতে পারিবে।

যাহাহউক আশ্চর্য্য মানিতে হইবে যে, যে ভারতবর্ষ হইতে ম্যাঞ্চেষ্টরবাসীদিগের জীবিকা অর্জ্জিত হইতেছে, সেই ভারতবর্ষের এক নিভৃত প্রদেশে বস্ত্র বয়নার্থ সামান্য শিল্প যন্ত্রের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা কি জানেন না যে তাঁহাদের স্বার্থের জন্য ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ তন্তুব্যবসায়ী লোক কার্য্যাভাবে দুর্ভিক্ষের করালকবলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে? অন্নপূর্ণা ভারতমাতার ক্রোড়ে বাস করিয়া লোকে অন্নাভাবে মরিতেছে কেন? তাঁহাদের অন্ন যোগাইবার জন্য কি নহে? পরাধীন দেশ বলিয়া আমরা এত ত্যাগ স্বীকার করিলাম,তবু কি তাঁহাদের আশ মিটিল না? বোম্বাইয়ের লোকে সামান্য ভাবে শিল্পযন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া কি তাঁহাদের প্রাণে সহিল না? তাঁহারা যে প্রকার চিৎকার আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে লোকের মনে সন্দেহ হইতে পারে, বুঝি বা বোম্বাইয়ের লোকে তাঁহাদের ভাত ভূতি নষ্ট করিয়া থাকিবে। বাস্তবিক এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ইষ্ট ভিন্ন কোন অংশে অনিষ্ট হয় নাই। তাঁহাদের ভারতবর্ষীয় ব্যবসায় দিন দিন অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। ১৮৭৩ সালের প্রথম সাত মাসে ১,০-২,৫৮,৬৭০ টাকা মূল্যের ১৪৩,৩২,-২৮৬ পাউণ্ড তুলার সূতা তথা হইতে ভারতবর্ষে আমদানি হয়। এ বৎসর সেই সাত মাসের মধ্যে ১,৪৭,৪৭,৩৯০ টাকা মূল্যের ২,০১,৩১,১৯০ পাউণ্ড তুলার সূতা এতদ্দেশে আনীত হইয়াছে। তুলার বস্ত্র সম্বন্ধেও এই বাণিজ্যের উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইবে। ১৮৭৩ সালের প্রথম সাত মাসে ৬,৯৭,৮৮,৯৪০ টাকা মূল্যের ৫৩,১০,৬৭,৪৫৪ গজ থান কাপড় ম্যাঞ্চেষ্টর হইতে এতদ্দেশে রপ্তানি হয়, এ বৎসর সেই সাত মাসের মধ্যে ৭৬,-৬১,০৩,৬০ টাকা মূল্যের ৬২,৪২,৭৪,৭৭০ গজ থান কাপড় এতদ্দেশে প্রেরিত হইয়াছে। লাভের অঙ্ক যখন দিন দিন এরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তখন যদি তাঁহারা এতাদৃশ দ্বেষ হিংসার ভাব দেখাইতে পারেন, তবে ভারতবর্ষের সৌভাগ্যক্রমে সকল স্থানে অসংখ্য শিল্পালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের বাণিজ্যের বাস্তবিক অনিষ্ট সাধন করিলে, না জানি তাঁহারা কিরূপ চপলতা ও নীচতা প্রদর্শন করিবেন!! আমরা আশা করি ভারতবর্ষের এমন শুভদিন আসিবেই আসিবে। ম্যাঞ্চেষ্টর পূর্ব্ব হইতে এই ক্ষতি স্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুত হউন, নচেৎ আপনার মনের উদ্বেগে আপনি উন্মত্ত হইয়া সভ্য সমাজে হাস্যাস্পদ হইবেন। তাঁহারা যদি এ দেশের অর্থের মুখাপেক্ষী হইয়া চিরকাল ব্যবসায় চালাইতে চান, তাহা হইলে বরং একটী কর্ম্ম করুন—এ দেশে বস্ত্রবয়ন যন্ত্র সংস্থাপন করুন। ইহাতে এ দেশের অনেক লোক প্রতিপালিত হইবে, তাঁহারাও লাভবান্ হইবেন, আমাদিগের বিশেষ ক্ষোভের বিষয় থাকিবে না। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ম্যাঞ্চেষ্টর ইতিমধ্যে এই রূপ সঙ্কল্পারূঢ় হইয়াছেন।

ভারতের পূর্ব্বকীর্ত্তি সংরক্ষণ।

বহু প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুজাতি শিল্প কার্য্যে মনোযোগী হইয়াছেন এবং তাহাতে আপনাদিগের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এদেশের প্রাচীন দেবমন্দির, চৈত্য, দুর্গ ও গুহা সকল ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। দুঃখের বিষয় মুসলমানেরা যখন জেতৃ জাতি হইয়া এদেশে প্রবেশ করিল, ইহার অনেক কীর্ত্তি বিলুপ্ত করিয়া ফেলিল। ধর্ম্মান্ধতাবশতঃ হিন্দু বিগ্রহ সকল তাহারা দেখিবামাত্র চূর্ণ করিয়াছে, দেবস্থান সকল সমভূমি বা বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে এবং জাতিবিদ্বেষ বশতঃ যাহা কিছু হিন্দু জাতির গৌরব সূচক ছিল, 'কাফেরের কীর্ত্তি' চক্ষুশূল বিবেচনায় বিনষ্ট করিয়াছে। এইরূপ অপকার্য্য দ্বারা যবনেরা কেবল যে হিন্দু জাতির অপকার সাধন করিয়াছে তাহা নহে, তাহারা মানবজাতির গৌরবের সমূহ হানি করিয়াছে। এক সময়ে সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠান দ্বারা হিন্দুরা যেরূপ কীর্ত্তি সংস্থাপনে উৎসুক ছিল, সেই সকলের বিলোপ সাধন দ্বারা যবনেরা সেইরূপ আপনাদিগের কীর্ত্তি বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছিল। ইহারা এই ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া এদেশের যে কত কীর্ত্তি কলাপ বিলুপ্ত করিয়াছে তাহা সংখ্যা করা যায় না। সৌভাগ্যের বিষয় ধর্ম্মোন্মত্ততা যত প্রবল হউক না কেন, মানবপ্রকৃতি এককালে বিকৃত হইয়া যাইতে পারে না। সেই জন্য মুসলমানেরা অনেক স্থলে হিন্দুকীর্ত্তি সকলের শোভা সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাহা সমূলে ধ্বংস করে নাই, মুসলমান কীর্ত্তিরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। মুসলমানদিগের ধর্ম্মান্ধতার ক্রমশঃ হ্রাস ও সহিষ্ণুতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাহাতেই কতকগুলি হিন্দুকীর্ত্তি অবিকৃত ও অবিনষ্ট রহিয়া গিয়াছে। যাহাহউক ভারত অদ্যাপি কীর্ত্তিহীন হয় নাই, ইহার অনেক স্থানের যে সকল ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে, তাহাতে ইহার পূর্ব্বকীর্ত্তি সপ্রমাণ করিতেছে, ইহার অবশিষ্ট যে সকল কীর্ত্তি আছে, তাহাতে অদ্যাপিও দর্শকগণকে বিমোহিত করে, তদ্ভিন্ন মুসলমানেরাও অনেক অভিনব অক্ষয়কীর্ত্তি দ্বারা ইহাকে বিভূষিত করিয়াছে। প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি সকল বিলোপের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে যে শোকাবেগ উথলিত হয়, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ও আগরার সুরম্য হর্ম্ম্য সকল দর্শন করিয়া তাহার কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ হইতে পারে।

ইংরাজগণ অপেক্ষাকৃত শান্তপ্রকৃতি ও ধর্ম্ম বিদ্বেষশূন্য, তাহারা এদেশের অধীশ্বর হইয়া এদেশের পূর্ব্বকীর্ত্তি সকল লোপ করেন নাই। প্রত্যুত তৎ সংরক্ষণার্থ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। দুই এক স্থলে যে ইহার বৈপরীত্যাচরণ দেখা যায়, তাহা নিপাতন স্থল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সম্প্রতি এবিষয়ে তাঁহারা বিশেষ চিত্তনিবেশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। ইংলণ্ডের অনেকগুলি উচ্চপদস্থ ও ভদ্রলোক গত ১৯ এ মার্চ আমাদিগের ষ্টেট সেক্রেটারী মারকুইস অব সালিসবরীকে অনুরোধ করিয়াছেন, ভারতের পূর্ব্বকীর্ত্তি সকল যাহাতে সুরক্ষিত হয় এবং তাহার শ্রেণীবদ্ধ তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনি সে বিষয়ে সাহায্য করেন। মার্কুইস ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনারলকে এবিষয়ে পত্র লেখেন এবং সংবাদাদি জানিতে চান। সকৌন্সিল লর্ড নর্থব্রুক গত জুনমাসে ইহার যে প্রত্যুত্তর প্রেরণ করেন তাহা প্রকাশিত দেখিয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। ইহা পাঠ করিয়া আমরা অবগত হইলাম, ১০।১১ বৎসর পূর্ব্ব হইতে এবিষয়ে ... বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। ... রাণীর গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে ১৮৭১ অব্দ হইতে 'আর্কিয়লজিকাল সর্ব্বে' ভারতবর্ষীয় স্থপতিকার্য্য পরিদর্শন নামক একটী বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

ডিরেক্টর জেনারল, জেনারল কনিংহাম ১৮৬২ অবধি ৬৫ পর্য্যন্ত বহুস্থান পরিদর্শন পূর্ব্বক যে বিবরণ সংগ্রহ করেন, তাহা ১৮৭১ সালে আর্কিয়লজিকাল সর্ব্বে বিভাগের কার্য্য বিবরণ বলিয়া দুইখণ্ড পুস্তকে প্রচারিত হয়। জেনরেল বাহাদুর ১৮৭১। ৭২ সাল গঙ্গার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকল পরিদর্শন করেন, ইহা কার্য্য-বিবরণের ৩ য় খণ্ড বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বেগলার ও কার্লেল নামক তাঁহার দুইজন সহকারী এই সময়ে দিল্লী, বুন্দেলখণ্ড ও আগ্রা অনুসন্ধান করেন, ইহাঁদিগের রিপোর্ট সকল ৪ র্থ খণ্ড বলিয়া মুদ্রিত হইতেছে। জেনরেল কনিংহাম ১৮৭২। ৭৩ সাল পঞ্জাবের স্থপতি কার্য্য সকলের বিবরণ সংগ্রহ করেন। কার্লেল সাহেব রাজপুতানায় ভ্রমণ করিয়া পশ্চিম ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সময়ে দ্বিতীয় সহকারী বেগলার, বেহার অঞ্চল ও সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্যদিগের রাজ্য মধ্যে পর্য্যটন করিয়াছেন। ১৮৭৩।৭৪ সালের শীতকালের কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কিন্তু এই সময়ে কনিংহাম বেগলার সমভিব্যাহারে মধ্য ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিবেন এবং গঙ্গার দোয়াব, রোহিলখণ্ড, অযোধ্যা ও গোরক্ষপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি সকলের বিবরণ সংগ্রহের জন্য কার্লেল সাহেবকে প্রেরণ করি... এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

.ই গবর্ণমেণ্ট স্বতন্ত্ররূপে এই .ƒ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তত্রত্য শিল্প-এদ্যালয়ের ডিরেক্‌টর বর্জেস সাহেব পশ্চিম ভারতের পর্ব্বত-খোদিত মন্দির সকলের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন এবং গত বর্ষের আগষ্ট মাসে ডিউক অব আর্গাইলের গোচরার্থ তাহা প্রেরণ করেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শনার্থ দিনাজপুরের কলেক্টর রেবেনসাকে নিয়োজিত করেন, তিনি তাহার সমুদায় স্থানের ও প্রধান অট্টালিকা সকলের ফটোগ্রাফ প্রস্তুত করেন। ইহার সহিত গৌড়ের উৎপত্তি ও পতনের বৃত্তান্তও সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমে জেনরেল কনিংহাম আগ্রা দুর্গের অট্টালিকা সকল পুনর্নির্ম্মাণের পরামর্শ দেন এবং গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী প্রধান বাটী পুনর্নির্ম্মাণার্থ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। বেহারের অজন্তগুহা প্রভৃতি সংরক্ষণার্থ গবর্ণমেণ্ট ৫০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং কিছুকাল বৎসর বৎসর এই পরিমাণ অর্থ দানের জন্য বজেটে ধরিয়াছেন।

প্রাচীন কীর্ত্তি সকল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট, জেনারেল কনিংহাম ও বর্জেস সাহেবকে আদেশ করিয়াছেন। মান্দ্রাজে অদ্যাপি রীতিমত অনুসন্ধান প্রবর্ত্তিত হয় নাই, কিন্তু তজ্জন্য তত্রত্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ইংলণ্ডীয় ভদ্রলোকগণের ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাভাব এবং তাঁহাদিগের অভীষ্ট সাধনার্থ গবর্ণমেণ্টের সহৃদয়তা দেখিয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইতেছি। উদার ও সভ্য-জাতি না হইলে অন্য জাতির গুণগ্রাহী ও মহত্ত্বের মর্য্যাদাকারী হইতে পারে কিন্তু স্বদেশীয় বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা ` সুযোগে তাঁহারা কি স্বজাতির গৌরবোদ্ধারে কিঞ্চিন্মাত্রও সাহায্যদান করিতে পারিবেন না? গবর্ণমেণ্ট অনেক ব্যয় ও শ্রমস্বীকার পূর্ব্বক যে কার্য্য করিতে না পারিবেন, তাঁহারা অনায়াসে তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন। ভারত-ভূমি এখনও প্রাচীন কীর্ত্তিতে পূর্ণ রহিয়াছে। সুন্দরবন প্রভৃতি অরণ্য, ভগ্ন-প্রাচীন নগর এবং পূর্ব্বতন নদী-স্রোত সকলের তীরবর্ত্তী স্থানে অনাবিষ্কৃত অনেক কীর্ত্তি রহিয়াছে। দেশীয় তত্ত্বানুসন্ধায়িগণ এবিষয়ে সকল জানিয়া শুনিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করিলে সর্ব্বতোভাবে উপকার হইতে পারে।

বেশ্যা-বৃত্তি নিবারণের উপায় কি?

(১ ম প্রস্তাব)

জন সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা ভূরি ভূরি অন্যায় অত্যাচার ও রাশি রাশি পাপ মূর্ত্তিমান দেখিতে পাই বটে, কিন্তু বেশ্যা-বৃত্তির ন্যায় নীচ ও জঘন্য আচার আমরা কুত্রাপি দেখিতে পাই না। বেশ্যা-বৃত্তি ভয়ঙ্কর রাক্ষসীর ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া কেবল যে সমাজের সুকুমারমতি যুবক বৃন্দকে গলাধঃকরণ করিতেছে তাহা নহে, শত শত কুলকামিনীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সমাজের ক্রোড় হইতে হরণ করিয়া আপনার দল বল বৃদ্ধি করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর পাপ বৃত্তি কিরূপে নিবারিত হইবে এই চিন্তা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তরে উদয় হয়। আমরা অদ্য এই প্রয়োজনীয় প্রস্তাব লইয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। নিবারণের উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইলে উৎপত্তির কারণানুসন্ধান অগ্রে আবশ্যক। বেশ্যা-বৃত্তি কেন মনুষ্য সমাজে প্রবেশ করিল? কোথা হইতে এই পাপ প্রবাহের উৎপত্তি হইল? মনুষ্য সমাজের মধ্যে যে কোন আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সমস্তই কোন না কোন প্রয়োজন অবলম্বন করিয়া উত্থিত হইয়াছে। প্রয়োজন যখন সকল প্রকার ব্যবস্থার স্রষ্টা, বেশ্যা-বৃত্তি যে অন্য কোন হেতু হইতে উৎপন্ন হইবে তাহা কখন সম্ভবপর নহে। জন সমাজের কোন বিশেষ প্রয়োজন কোন বিশেষ অভাব বশতই এই পাপাগ্নি নিশ্চয়ই জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আমাদের মতে এই কয়েকটী কারণ হইতে বেশ্যা-বৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ বৈবাহিক নিয়মের অসম্পূর্ণতা, দ্বিতীয়তঃ সামাজিক শাসনের অত্যাচারিতা এবং তৃতীয়তঃ সামাজিক ব্যবস্থার অনুপযোগিতা।

প্রথমতঃ বৈবাহিক নিয়মের অসম্পূর্ণতা। কি ইউরোপ, কি আমেরিকা কি আমাদের ভারতবর্ষ সর্ব্বত্রই এই অসম্পূর্ণতা অল্লাধিক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে এবং সর্ব্বত্রই এই অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন রাশি রাশি গরল উৎপন্ন হইতেছে। যাহারা দাম্পত্যভাবে একত্র হইল, অনেক সময়ে তাহাদের মধ্যে প্রকৃতির বিভিন্নতা বশতঃ প্রকৃত প্রণয় সঞ্জাত হইতে পারিল না। প্রথমে হয়ত নূতন অনুরাগে পরস্পরের মন পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু অল্প দিন মধ্যে পরস্পরের চিত্তপট পরস্পরের নিকট প্রকাশিত হওয়াতে উভয়ে হৃদয়ঙ্গম করিল যে পরস্পরে কেহ কাহারও হৃদয় রাজ্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিরাগ ও বৈরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল, ক্রমে তাহাদের মধ্যে কলহানল প্রজ্বলিত হইয়া দাম্পত্য শান্তি ভঙ্গ করিতে লাগিল। তাহাদের দাম্পত্য গৃহ ক্রমে যেন বিষাদের আলয় হইয়া উঠিল। ক্রমে তাহারা সেই গৃহের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রাচীরকে কারাগারের

প্রাচীর বলিয়া বোধ করিতে লাগিল এবং তাহা হইতে বহির্গত হইবার পথ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বিবাহ শৃঙ্খল মোচন করিবার কোন বৈধ উপায় নাই। তাহারা দেখে সকল দ্বার তাহাদের প্রতি রুদ্ধ রহিয়াছে। এমন সময়ে হয়ত দাম্পত্য গণ্ডীর বহিঃ প্রদেশস্থ কোন চাকচিক্য পদার্থ লক্ষ্য করিয়া তাহাদের প্রেমার্থী হৃদয় ধাবমান হইল এবং অবশেষে পাপ পঙ্কে লিপ্ত হইয়া পড়িল। পুরুষ ভাগ্যবান্; পাপী হইয়াও জনসমাজের প্রশস্ত বক্ষে স্থান পাইল, হতভাগিনী কুলকলঙ্কিনী জনসমাজের ক্রোড় হইতে নিষ্ঠুররূপে নিষ্কাশিত হইয়া জঘন্য বেশ্যা-বৃত্তি অবলম্বন করিল। কে এই কুলকামিনীকে কুলের বাহির করিল? প্রথমতঃ বৈবাহিক নিয়মের অসম্পূর্ণতা। বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ অথবা বিবাহার্থী অবস্থায় যুবক যুবতীর বহু দিন একত্র সমাগম যে এই নিয়মকে দূষিত করিয়া রাখিয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য। দ্বিতীয়তঃ আর কে? সামাজিক শাসনের নিষ্ঠুরতা। সকল দেশের সামাজিক শাসন এবিষয়ে পক্ষপাত দোষে অল্লাধিক কলঙ্কিত দেখা যায়। যে পুরুষ আপনার জঘন্য সুখাসক্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া অবলা কুলকামিনীকে পাপে লিপ্ত করিল, সকল দেশের জন সমাজ তাহার অপরাধ সামান্য জ্ঞান করিয়া তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, কিন্তু দুর্ভগা অবলার তিল প্রমাণ অপরাধ তাল প্রমাণ করিয়া তাহার প্রতি গুরুতর দণ্ডবিধান জন্য অগ্রবর্ত্তী হয়। যদি সামাজিক শাসন এতাদৃশ অন্যায়পর, পক্ষপাতী নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী না হইত, তাহা হইলে আমরা গ্রাম ও নগর বেশ্যাগণ দ্বারা এতাদৃশ পূর্ণ হইতে দেখিতাম না। বৈবাহিক নিয়মের অসম্পূর্ণতা ব্যভিচার সৃষ্টি করিল। অন্যায় সামাজিক শাসন এই ব্যভিচারকে বেশ্যা-বৃত্তিতে পরিণত করিল। এই দুই কারণ হইতে বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ কুলকামিনী কুলপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া বড় বড় নগর ও রাজধানীর প্রান্ত ও মধ্যভাগে উপনিবেশিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক সমালোচনা।

মৃণ্ময়ী অথবা কপাল কুণ্ডলার উপসংহার ভাগ। শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

এই পুস্তক খানির প্রকৃতি এইরূপ যে ইহা স্বতন্ত্র ভাবে সমালোচিত হইতে পারে না। বঙ্কিম বাবুর কপালকুণ্ডলা নামক উপন্যাসের ইহা উপসংহার ভাগ; সুতরাং সেই গ্রন্থের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কপাল কুণ্ডলায় যাহার সূত্রপাত মাত্র হইয়াছে, মৃণ্ময়ীতে তাহার পরিসমাপ্তি হইবে। কপালকুণ্ডলায় যে সমস্ত ঘটনার উদয় হইয়াছে এবং যে সমস্ত চিত্রের অর্দ্ধালেখ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, মৃণ্ময়ীতে সেই সমস্ত ঘটনার মর্ম্মভেদ, এবং সেই সমস্ত চিত্রের শেষ বর্ণ বিনিয়োগ সংসাধিত হইবে। অতএব মৃণ্ময়ীর সম্যক্ সমালোচনা করিতে হইলে দেখা উচিত, কপালকুণ্ডলায় কি কি উপকরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কপাল কুণ্ডলার পরিশেষ করা আমরা বঙ্কিম বাবু ব্যতীত অপরের নিকট হইতে প্রত্যাশা করি নাই। আজিও এমত সময় আছে, যে উপন্যাসগুক বঙ্কিম বাবু যাহার প্রারম্ভ করিয়াছেন, সেই সুচিত্রকরই তাহার পরিশেষ করিতে পারেন। অতএব প্রতীক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি অপরের তাহাতে হস্তক্ষেপ করা আমাদিগের নিকট ধৃষ্টতার পরিচয় বলিয়া প্রতীত হয়।

বঙ্কিম বাবু যে প্রকারে কপালকুণ্ডলার উপসংহার করিতেন, অন্যের নিকট হইতে তদ্রূপ কখন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। তিনি যে সকল চিত্রের ছায়া মাত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে সেই সকল চিত্রে যেরূপ উজ্জ্বল বর্ণে শোভিত রহিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু অপরে যখন সেই চিত্রফলক সম্পূর্ণ করিতে উদ্যত হয়েন, তাহার বিচার করিয়া দেখা উচিত চিত্রফলকের কবিত্ব ও কল্পনা কি, কি কি চিত্রের ছায়া অঙ্কিত হইয়াছে, এবং সমুদায়ের কত দূর সম্পূর্ণতা সাধন কা[illegible] কল্পনার পরিসিদ্ধি সম্পাদিত হয়। সমালে[illegible] গ্রন্থ যাঁহারা অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহারা যদি এই সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ না করেন, তাহা হইলে আমাদিগের মতে তাঁহারা কপালকুণ্ডলার উপসংহার না পড়িয়া, নিশ্চয় অপর গ্রন্থের আলোচনা করিতেছেন।

কপালকুণ্ডলায় আমরা চারিটি মাত্র প্রধান চিত্রের ছায়া প্রাপ্ত হইয়াছি। ভয়ানক তন্ত্রোপাসক কাপালিক, সম্রাড়ীশ্বরী চতুরা লুৎফউন্নিসা, বনবাসিনী সংসারানভিজ্ঞা কপালকুণ্ডলা, এবং দুর্ব্বলপ্রকৃতি নবকুমার। এই চিত্র কতিপয়ের পারিপার্শ্বিক দৃশ্য সমুদায়ও অতি গভীর ও মনোহর। বনবেষ্টিত সমুদ্র তীরস্থ কাপালিক, নগরাশ্রমী নবকুমারের বিপরীত দিকে সংস্থাপিত রহিয়াছে। ঐশ্বর্য্যপরিবেষ্টিতা লুৎফউন্নিসা, নিরলঙ্কৃতা কপালকুণ্ডলার অপর পার্শ্বে উজ্জ্বলিত রহিয়াছে। দৃশ্যের গাম্ভীর্য্য ও চারুতায় মন স্তম্ভিত ও বিমোহিত হয়। কপালকুণ্ডলা অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহার চিত্রফলক আমাদিগের হৃদয়ে গভীরত[illegible] রহিয়াছে।

ইষ্টসিদ্ধি ভঙ্গে ভয়ঙ্কর কাপালিক রোষ প্রজ্বলিত হইয়াছেন। তিনি রোষ প্রজ্বলিত হওয়াতে আরও ভীষণতর হইয়াছেন। তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি হয় নাই বলিয়া তিনি বনস্থলী পরিত্যাগ করিয়া নবকুমারের সন্নিকট সমুপস্থিত হইয়াছেন। যে ভয়ানক কল্পনা তাঁহার হৃদয়ে আছে, তাহা কপালকুণ্ডলায় সম্যক্ প্রকাশিত হয় নাই। কপালকুণ্ডলায় তাঁহার প্রারম্ভ মাত্রের সূত্রপাত হইয়াছে। সেই ভীষণ কল্পনায় একদা যখন নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার বিনাশ সাধন হইবে এবং তৎসঙ্গে কাপালিকের ইষ্টসিদ্ধি ঘটিয়া তিনি মন্ত্রসিদ্ধ হইবেন, তখনই তাহার যোগস্থান বনস্থলী পরিত্যাগ প্র[illegible] সিদ্ধিকল্পনার সম্ভাবনা হইতে [illegible]। এই কাপালিকের মূর্ত্তি কি বিভীষণ, তা[illegible]ন্ত্রপ্রোক্ত ক্রিয়াকলাপও কি ভয়ঙ্কর, কিন্তু [illegible] হৃদয়ের কঠোরতা ও মন্ত্রণা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। বঙ্কিম বাবু এই চিত্র খানি যে ভাবে রাখিয়া[illegible] আমাদিগের তাহার সম্মুখীন হইতে আ[illegible] আমাদিগের আতঙ্ক হয় কাপালিকের [illegible] পায় এখনও কত অনিষ্ট ঘটিতে [illegible] দর বাবু এ চিত্র ধরিতে সাহস[illegible] জানের এ চিত্র তাঁহার [illegible]

।ও করেন নাই, অথবা স্পর্শ করিয়াই .ত একেবারে কালী ঢালিয়া দিয়াছেন। ...ষ্টীতে আমরা একেবারে কাপালিকের মৃত্যুদৃশ্য দেখিলাম। কাপালিকের মৃত্যুর সহিত বুঝিলাম দামোদর বাবু সে চিত্রের কিছুই করিতে পারিবেন না বলিয়া, তাহাকে হত্যা করিয়া সে দায় হইতে মুক্ত হইলেন।

দামোদর বাবু এইরূপে এক চিত্রের উপসংহার করিলেন। অনেকে বোধ হয় কপালকুণ্ডলার বিষয় জানিতে ইচ্ছুক। কাপালিকের চিত্র রক্ষা করা যতদূর কঠিন, কপালকুণ্ডলার চিত্রসংরক্ষণ তদপেক্ষা কঠিনতর। কপালকুণ্ডলা কখন সংসার আশ্রমিনী হয়েন নাই। চিরকাল বনেই প্রতিপালিতা। ত.হার স্বাধীন ও বন্য প্রকৃতি আজিও সম্যক্ প্রদমিত হয় নাই। তিনি কেবল বনত্যাগ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই প্রকৃতির প্রশান্তির অবস্থা সকল কি প্রকার, বঙ্কিম বাবু তাহার একটি মাত্র চিত্র দেখাইয়া গিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার হৃদয় আজিও সম্যক্ প্রস্ফুরিত হয় নাই, সেই হৃদয় বহুকালে সংসারাশ্রমে কি প্রকার ভাব ধারণ করিবে তাহা আমরা আজিও সম্পূর্ণ রূপে দেখিতে পাই নাই। দামোদর বাবু কি তাহা দেখাইয়াছেন? সেদিক্ দিয়াও যান নাই। যিনি কাপালিকের চিত্র সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন না, তিনি যে কপালকুণ্ডলার চিত্রে বর্ণবিনিয়োগ করিতে পারিবেন আমরা তাহার প্রত্যাশা করি না। দামোদর বাবু তাঁহার পুস্তকের প্রান্তভাগে ২০০ পৃষ্ঠার পর একবার কপালকুণ্ডলার কথা পাড়িলেন। যেই কথা পাড়িলেন, অমনি নবকুমারের সহিত তাহার হঠাৎ মিলন হইয়া পুস্তক শেষ হইয়া গেল। আমরা কহিলাম বেস শেষ হইয়াছে।

এই রূপে দুইটি চিত্রের হাত হইতে দামোদর বাবু মুক্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্যের কঠিনাংশকে বিদায় দিলেন। বাকি লুৎফউন্নিসা অথবা পদ্মাবতী এবং নবকুমার। লুৎফউন্নিসা আগ্রার রাজেশ্বরী। একদা তাঁহার হস্তে সমুদায় রাজকার্য্য ন্যস্ত ছিল, ওম্‌রা এবং অন্যান্য রাজী প্রভৃতি সম্রাটের পারিপার্শ্বিক গণের ষড়যন্ত্রের তিনি মর্ম্মভেদ করিয়া কৌশল পূর্ব্বক জাহাঙ্গীরের ...ন্য রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার ...ন্ধা ও কৌশলের পরিচয় বঙ্কিম বাবু প্রদ...ছেন। লুৎফউন্নিসার হৃদয় তখ হই...াক সুন্দরী কমলিনী প্রস্ফুটিত ...ইতেছে, তা দেখিয়া যামিনী ...ঙ্কই মুদিতা হইলেন। ভ্রমর কুমুদিনীকে ত্যাগ করিল। লুৎফউন্নিসার সেই ভাবে হৃদয়ভঙ্গ হইল। হৃদয়ভঙ্গের সহিত তাহার সমুদায় চিত্তভাবের প্রতিঘাত জন্মিল। নৈরাশ্যের সহিত প্রেমের প্র.তঘাত জন্মিলে, হৃদয়ের ভাব কিরূপ হয় লুৎফউন্নিসায় বঙ্কিমবাবু তাহারই চিত্র প্রক্ষেপণ করিয়াছেন! এই প্রেম প্রতিঘাত যিনি বুঝিতে পারিবেন, তিনি লুৎফউন্নিসার হৃদয় কবাটের চাবি পাইয়াছেন। লুৎফউন্নিসা এক্ষণে অনুকম্পার পাত্রী। তিনি রোমরাজ্যের ভগ্নাবশেষ। রোম রাজ্যের ভগ্নাবস্থাও একখানি সুগভীর চিত্র। সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া লুৎফউন্নিসা এক্ষণে কুটীরে যাইতেছেন। সম্রাটের প্রতি পাদবিক্ষেপ করিয়া তিনি একজন সামান্য ব্যক্তির পদরেণুর প্রত্যাশিনী হইয়াছেন। কিন্তু যাহার অনুগ্রহপ্রার্থিনী, তাহার মন অন্যদিকে। কাপালিকের সহিত লুৎফউন্নিসা সম্মিলিতা হইয়া একই উদ্দেশে যে প্রকার ভয়ঙ্কর ও গভীর কৌশলের সহিত কপালকুণ্ডলার সর্ব্বনাশ চেষ্টার কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কি কাপালিক, কি কপালকুণ্ডলা, কি লুৎফউন্নিসা, কি নবকুমার সকলেরই চরিত্রের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্কিমবাবু এই স্থানে লুৎফউন্নিসাকে রাখিয়া গিয়াছেন। দামোদর বাবু লুৎফউন্নিসার কেবল হৃদয়ের প্রতিঘাত মাত্র বুঝিয়াছেন। তাহার সমুদায় চরিত্র তিনি বুঝিতে পারেন নাই। লুৎফউন্নিসা কৌশলময়ী ও বুদ্ধিমতী। কোন কার্য্য মধ্যে চতুরতা যদি কোন পাত্রের লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে কাব্যকল্পনায় জটিলতা থাকা আবশ্যক। যেহেতু জটিলতা না হইলে চতুরতার সার্থকতা হয় না। দামোদর বাবু এ বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। তিনি লুৎফউন্নিসার হৃদয় বুঝিয়াছিলেন, তাহাই চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রকৃতি বুঝেন নাই, সুতরাং লুৎফউন্নিসার চরিত্রের কেবল আংশিক চিত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

লুৎফউন্নিসা কাপালিক ও কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমবাবুর এই তিনটী বৃহৎ চরিত্র কার্য্যশীল। নবকুমার লক্ষ্য। নবকুমারের মন যদি উগ্রভাবাপন্ন হইত, তাহা হইলে উক্ত চরিত্রত্রয়ের কার্য্য সকলের সহিত সেই চিত্ত বিঘর্ষিত হইত। নবকুমার এই জন্য দুর্ব্বল প্রকৃতি। তিনি প্রতি বায়ু ফুৎকারে বিচলিত হন। তাহার হৃদয় মৃৎপিণ্ডবৎ। সে হৃদয়ে সকল প্রহরণের অঙ্কপাত হয়। বঙ্কিম বাবু নবকুমারকে এই ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। এরূপ না করিলে অপর চরিত্রত্রয় কার্য্য করিতে পারিত না। দামোদর বাবু নবকুমারকে ঠিক রাখিয়াছেন।

আমরা বোধ হয় একপ্রকার প্রদর্শিত করিয়াছি, মৃণ্ময়ী কতদূর কপালকুণ্ডলার উপসংহৃতি। ইহা কপালকুণ্ডলার প্রকৃত উপসংহৃতি না হউক, একখানি উত্তম উপন্যাস বটে। মৃণ্ময়ীর লিপিনৈপুণ্য চমৎকার। দামোদর বাবু চিত্তের সুকুমার ভাব সকল সুন্দররূপে চিত্রিত করিতে পারেন। এজন্য তিনি যে সকল চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন সে সমুদায় সুকুমার ভাব সম্পন্ন। যে চিত্র তিনি অঙ্কিত করিতে পারেন না, তাহা গ্রহণ ও করেন নাই। হৃদয় যে অবস্থায় সুকুমার ভাবে সচঞ্চল হয়, তিনি এমত সকল সংস্থান নির্ব্বাচন করিয়া সেই ভাববেগ সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার গ্রন্থখানি আকর্ষণ বিরহিত। তাহার কারণ এই আখ্যানের ঘটনাবলিতে ঔপন্যাসিক ভাব বিদ্যমান নাই, এবং যে সমস্ত মহৎ ভাব ও হৃদয়ের বৃহৎ কার্য্য চিত্তকে আকৃষ্ট করে তাহা কিছুই প্রদর্শিত হয় নাই। ঘটনা ও সংস্থান সকল যৎসামান্য এবং যৎসামান্যকে কখন কখন এতদূর প্রবর্দ্ধমান করা হইয়াছে যে তাহা বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। পদ্মাবতীর মুমূর্ষাবস্থার পরিচ্ছেদ কয়েকটি আমরা একটি উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি। উমাপতির আখ্যানভাগ অতিবৃহৎ এবং কিয়ৎ পরিমাণে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু লুৎফউন্নিসা যখন আগ্রায় গিয়া জাহাঙ্গিরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন সেই কয়েকটি দৃশ্য অতি সুন্দর। তাহাতে লুৎফউন্নিসার হৃদয়ভাব কি চমৎকার ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু জাহাঙ্গিরকে সপ্তগ্রামে টানিয়া আনা ভাল হয় নাই। দামোদর বাবুর অন্তত: এই বাক্যটি স্মরণ রাখা উচিত ছিল যেঃ—

"অধিক লিখিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়"

আমরা এক্ষণে এই কথা ভাবিয়া নিরস্ত হইলাম।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

গত মঙ্গলবার হইতে দুই মাসের জন্য হাইকোর্ট বন্ধ হইয়াছে। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ও কলিকাতার অন্যান্য আফিস ১৫ ই অক্টোবর হইতে ২৬ এ পর্য্যন্ত দুর্গা পূজার ছুটীতে বন্ধ থাকিবে।

মোক্তারেরা পূর্ব্বের ন্যায় কলিকাতা ছোট আদালতে ওকালতী করিতে পারে, এজন্য কলিকাতার আড়ত ও দোকানদারেরা লেপ্টনেন্ট

গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াছেন। ফল কথা এই অল্প পয়সার মোকর্দ্দমার উকিলী খরচ দিতে গেলে পোষায় না।

আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ফসেট টেষ্টিমোনিয়াল ফণ্ডে ইতিমধ্যে ৩৭৫০।০টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। বোম্বাই মান্দ্রাজ এবং উত্তর পশ্চিমেও এজন্য চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। ফসেটের মনোনয়নের ব্যয় ব্রাইটনের সভ্যেরা দিয়াছেন বলিয়া এ ফণ্ড স্থাপনে শিথিলতা না হয়, ইহাদ্বারা ফসেটকে অন্যরূপে সাহায্য করিয়া ভারতের শুভসাধন করা যাইতে পারে।

গত ১২ ই সেপ্টেম্বরের বৃষ্টির বিবরণ আশাজনক। ইহাদ্বারা প্রায় সর্ব্বত্র রোপণ কার্য্যের বিলক্ষণ সাহায্য হইয়াছে। বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর গত সপ্তাহে বর্দ্ধমান বিভাগেই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। ইহার অন্নকষ্টের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে এবং তন্নিবারণার্থ কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

রায় রাজেন্দ্র মল্লিক নেটিব হস্‌পিটালের সাহায্যার্থে যখন ৫০০০ টাকা দান করেন তখন তাহা হইতে মুমূর্ষু হিন্দুদিগের গঙ্গাযাত্রার জন্য কয়েকটী ঘর নির্ম্মাণের উপদেশ দেন। বাবু মতিলালের অচিরাও এই উদ্দেশে ৪০০০ টাকা দান করিয়াছেন। হস্‌পিটালের সঙ্গে গঙ্গাযাত্রীর ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য মুমূর্ষুগণের আত্মীয়দিগের নিকট স্বতন্ত্র ভাড়া লওয়া হয় শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। দাতার অভিপ্রায় মা ধনেই দানের টাকা নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি ঢাকুরিয়ার রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে ডাকাইতি হইয়াগিয়াছে। আমরা শুনিলাম দস্যুরা প্রায় ৪।৫ শত টাকার দ্রব্যাদি লইয়া যায়। পুলিষ এ পর্য্যন্ত ডাকাইতদিগকে ধরিতে পারেন নাই।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সম্পত্তি আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরলের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। ইহার খাঁটী আয় বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা। আডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরল বার্ষিক ৫০০০ টাকা কমিসন পাইবেন।

ত্রিপুরার এক জন জমীদার চট্টগ্রামস্থ দেশীয় ছাত্র গণের উৎসাহ বিধানার্থ "টেম্পল মেডেল" নামক একটী পারিতোষিক স্থাপন করিয়াছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, আমাদিগের সহযোগী ইণ্ডিয়ান মিরর জানিতে চাহিয়াছেন, ভারতবর্ষে সৈনিকদিগের মধ্যে এত আত্মহত্যার বৃদ্ধি কেন? আমরা দুইটী শব্দদ্বারা বুঝাইয়া দিতে পারি—'টাকার অভাব।' কিন্তু সৈনিকদিগের অপব্যয়শীলতা কি এই অভাবের কারণ নয় এবং কর্ত্তৃপক্ষ কি তন্নিবারণের কোন উপায় করিতে পারেন না?

বঙ্গদেশীয় অশ্বারোহী দলে প্রবেশার্থী দিগকে ন্যূনকল্প ১৭ বৎসর বয়স্ক হওয়া আবশ্যক। এক্ষণে পদাতিক দলে উক্ত রূপ নিয়ম প্রচলিত আছে।

আমরা যারপর নাই দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি স্কুল সমূহের সুযোগ্য ডেঃ ইনস্পেক্টর বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় মানব লীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইহাঁর ন্যায় ভদ্রপ্রকৃতির লোক আমরা অতি অল্প দেখিয়াছি।

দেখা যাইতেছে কেবল বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, এবং বীরভূমে অতি অল্প পরিমাণে আলুর চাষ হইয়া থাকে। মেদিনীপুর এবং হাবড়ায় ইহা অজ্ঞাত। কিন্তু হুগলীতে এক প্রকার বিস্তৃত চাষ হয়। রঙ্গপুরের অধিবাসিগণ এত দিনের পর চিরাগত কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া আলুকে খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে গণ্য করিয়াছে। ভাগলপুরে ইহার চাষ বৃদ্ধি হইয়াছে। সুলতানগঞ্জ এবং কলগাঁর মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহ ইহার চাষে পরিপূর্ণ। এক্ষণে আলু এতদ্দেশীয়দিগের তরকারীর প্রধান অঙ্গ হইয়াছে। বঙ্গদেশে ইহার চাষ আরো বিস্তৃতরূপে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

লর্ড নেপিয়ার এদেশীয়দিগের উপর ব্রিটিষ সৈন্যগণের অত্যাচার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "কমাণ্ডার ইন চিফ্ সম্প্রতি দুইজন ব্রিটিষ সেনানীর বিচারার্থ তাহাদিগকে সিবিল কোর্টে অর্পণ করা আবশ্যক বোধ করিয়াছেন। ইহারা বিনাপরাধে পাখা টানাওয়ালা কোন কোন কুলিকে বধ করিয়াছে। এদেশীয়গণ সচরাচর দুর্ব্বল, তাহাতে প্রভুকে অপমান করিতে সামান্য কুলীদের কখন ভরসা হয় না। ব্রিটিষ সৈন্যেরা এই দুর্ব্বল লোকদিগকে বিনাপরাধে শমন সদনে প্রেরণ করেন। ইহা তাহাদের পক্ষে অযশস্কর। এইরূপ অন্যায় কার্য্যে ব্রিটিষ সেনাদলের দুর্নাম হইবেই হইবে।" লর্ড নেপিয়ারই যখন একথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন বিষয়টী উপেক্ষণীয় নহে।

বরাহনগর বলেন কতিপয় মাস অতীত হইল কেদারেশ্বর নাগ নামক এক ব্যক্তি বরাহনগরের ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার ছিল। মাশুল চুরি ও স্ত্রীলোকের পত্র খুলিয়া পড়া ইত্যাদি অপরাধে পদচ্যুত হইয়াছিল। এক্ষণে শুনিতে পাইতেছি সে ব্যক্তি হাবড়া পুলিসের হেড কনে নিযুক্ত হইয়াছে। এই পত্রে বরাহনগ. সব ইনস্পেক্টর বাবু বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যা. কয়েকটী গুরুতর অত্যাচারের বিষয় লিখিত হ. য়াছে। গবর্ণমেণ্ট এরূপ ব্যক্তি সকলের হস্তে সাধারণের ধন প্রাণ রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকেন, আমরা বুঝিতে পারি না।

সুলভ সমাচার শুনিয়াছেন, "হাজারিবাগ অঞ্চলে একটি বাঘ লাফ দিয়া পাঁচিল টপকাইয়া এক জনের বাটীতে মহিষ ধরিতে আসে। চকিতের ন্যায় প্রকাণ্ড একটি মহিষকে ধরিয়া উপরে ছুড়িলা পাঁচিলের বাহিরে ফেলিয়া দেয় এবং উহাকে লুফিয়া ধরিবার জন্য আপনি সাঁ করিয়া আগে লম্ফ দিয়া পড়ে। সেই স্থানে সার প্রস্তুত করিবার জন্য একটি গর্ত্তের মধ্যে গোবর ও মাটি অনেক জমা করা ছিল এবং বৃষ্টি হওয়াতে উহা দঁকের ন্যায় হইয়াছিল। দঁকের ভিতরে বাঘ পড়িলেন এবং বাঘের উপরে প্রকাণ্ড মহিষটী আসিয়া দমাস করিয়া পড়িল। উহার চাপে বাঘটী ক্রমে দঁকের ভিতর বসিয়া গেল. এবং সেই খানেই তাহার ব্যাঘ্রলীলা সম্বরণ করিতে হইল।"

আমাদিগের বগুড়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গত সপ্তাহে অত্র জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই সুবৃষ্টি বর্ষিত হওয়াতে ধান্যোৎপত্তির বিলক্ষণ প্রত্যাশা করা যাইতেছে। যদি আর কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত না হয়, তবে বোধ হয় এদেশবাসিগণ অচিরাৎ দুর্ভিক্ষ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। এস্থানে এক্ষণে আউসের চাউল ২৪।২৫ সের এবং আমনের চাউল ২০।২১ সের দরে প্রতি টাকায় বিক্রয় হইতেছে।

গঙ্গার সেতুতে ইতিমধ্যে অনেকগুলি নৌকা মারা গিয়াছে। সম্প্রতি লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের ষ্টীমার খানি মারা যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। বজ্‌রা খানি এক প্রকার চূর্ণ হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তৎকালে সে ষ্টীমারে ছিলেন না। গবর্ণমেণ্ট অপঘাত মৃত্যুর এই কল পাতিয়া তন্নিবারণের কি কোন উপায় করিতে পারেন না?

বঙ্গদেশের অহিফেনের ৬ বারের বিক্রয়ে এবং মালওয়ার অহিফেনের ৫ মাসের শুল্কে যেরূপ কৃত করা হইয়াছিল তদপেক্ষা ৩৫৫৪৪৩০ টাকা অধিক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশীয় অহিফেনে ১৪৮০০৬০ টাকা এবং মালওয়ার অহিফেনে ২০০৩৫৭০ টাকা হইয়াছে।

গত এপ্রেল, মে ও জুন এই তিন মাসে বঙ্গ-

এশুদ্ধ ৭৬১ খানি পুস্তক, পুস্তিকা ও ...ক পত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ...বায় পুস্তকই অধিকাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ৭৬১ খানি পুস্তকের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় ১৭২ পুস্তক, ১৫৬ পুস্তিকা এবং ৮১ খানি সাময়িক পত্র প্রচারিত হইয়াছে।

নীলকর মিয়র্সের সপক্ষে ইংরেজ মহলের অনেক স্থানে দাতব্য সংগৃহীত হইতেছে। ইতিমধ্যে ৫৫৮৪ টাকা উঠিয়াছে। আহা! দুর্ভিক্ষের বাজারে নীলকর সাহেবও কি এত গরিব হইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহার ভরণপোষণার্থ সাধারণের নিকট চাঁদা তুলিতে হইতেছে!

আমরা বঙ্গবন্ধু পাঠে অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম, বাবু আনন্দমোহন বসু আর এক সপ্তাহের মধ্যে এখানে প্রত্যাগত হইবেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ইনি প্রথম রাঙ্গলার, ইহার প্রতি যথোচিত সম্মাননা ও সমাদর প্রদর্শন সকলেরই কর্ত্তব্য।

কলিকাতার একজন ধনী ইহুদী লিণ্ডসে ষ্ট্রীট প্রশস্ত করিয়া অপেরা হাউস পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার নিমিত্ত একখণ্ড ভূমি জষ্টিসদিগকে প্রদান করিয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম।

যে ব্যক্তি উর্দ্দু ভাষায় পাটনা প্রদেশের উৎকৃষ্ট ইতিহাস লিখিতে পারিবেন, পাটনা সাহিত্য সভা তাঁহাকে ১৫০ টাকা পুরস্কার দিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে এরূপ উৎসাহ দান অতীব প্রশংসনীয়।

কয়েক দিবস হইল, পারস্যের প্রধান বিচারপতি মিরজা মহম্মদরেজা এলাহাবাদ দর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ সমুদায় পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবেন, এই রূপ সংকল্প করিয়াছেন।

কাশ্মীরের মহারাজা কতকগুলি মূল্যবান শাল বিক্রয়ার্থ আডারজি নৌরোজীকে তাঁহার এজেণ্ট করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেন। একজন সহযোগী বলেন ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রেসিডেণ্ট জেনারল গ্রাণ্ট তাহার একখানি শাল দশহাজার টাকায় ক্রয় করেন, এবং তাঁহার কন্যার বিবাহ কালে তাঁহাকে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন।

কাশ্মীরের মহারাজা একটী নূতন গিরজা ঘর নির্ম্মাণার্থে, লাহোরের ইংরাজ অধিবাসীদিগের হস্তে দশ হাজার টাকা অর্পণ করিয়াছেন; তিনি আরও নিজব্যয়ে শ্রীনগরের রত্নমগিরি পর্ব্বতে একটী হাঁসপাতাল নির্ম্মাণে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। এ সকল কার্য্যে মহারাজের উদার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান বলেন উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গত জুলাই মাসে ৬৮৬ ব্যক্তি বন্য জন্তু অথবা সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; ইহার মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩৯১ টী। গতবর্ষে এই সময়ে ৮৮৪ ব্যক্তির এই রূপে অপঘাত মৃত্যু হয়।

আলমোড়ার নিকট কাপ্তেন কিলিস জর বিকারে গলা কাটিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।

সিমলায় গবর্ণর জেনেরল অনুপস্থিত বটেন, কিন্তু উহা তাঁহার সচিববর্গে পরিপূরিত রহিয়াছে।

মুলতানের যে দুইজন পোষ্ট আপিষের লোক ২০০ চিঠী চুরি করিয়া ধৃত হয়, উহাদিগের ৪ এবং ৫ বৎসর করিয়া মেয়াদ হইয়া গিয়াছে।

শুনা গেল কাবুলের আমীর বাবর সাহের গোরস্থানের সন্নিকটে এক দল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। যাকুব খাঁ যদি রাজধানীতে আসিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে উক্ত সৈন্যদল হিরাটে তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইবে।

সোমপ্রকাশ বলেন, সর জন ষ্ট্রাচি পশ্চিমাঞ্চলে কন্যা হত্যা নিবারণার্থ যে সকল আইন করেন উহা ইটা সেকেট সানহার এবং অন্যান্য পরগণায় প্রচলিত করিয়াছেন। সর জন ষ্ট্রাচির শাসন কালে বোধ হয় এই মহানিষ্টকর প্রথাটী এককালে উন্মূলিত হইবে।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজের পাদরি বর্জেস সাহেব, সে দিন এক যুবককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া মহা গোলযোগে পতিত হন। আমরা শুনিলাম, তিনি আবার চিটুর নিবাসী এক অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবককে ব্যাপ্টাইজ করিবার জন্য অবরুদ্ধ করিয়াছেন, ফৌজদারি হইতে তাঁহার নামে সমন বাহির হইয়াছে।

মিরর বলেন গত ১৪ ই সেপ্টেম্বর উদয় দেবের পূজা নামে হিন্দু উৎসব মান্দ্রাজে হইয়া গিয়াছে।

ত্রিবান্দ্রির নিকট একটী মৃত তিমি মৎস্য পাওয়া গিয়াছে; উহার জিহ্বা ৮ হস্ত পরিমিত।

"সিলোন কোম্পানি লিমিটেড" কতকগুলি বাঙ্গালিকে তাহাদিগের চা ক্ষেত্রে কুলিরূপে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন।

সিলোনে "ভূতের মৃত্যু" নামক এক প্রকার অশ্লীলপ্রথা নিবারণার্থ অধিবাসিগণ মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

টেনিভেলি প্রদেশে গত বৎসর ২৮৭ টী হত্যা হইয়া গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র রাজ্যে যখন এত হত্যা, তখন ইহার শাসন যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে মান্দ্রাজের ছোট আদালতে নিয়ম ছিল দুই শত টাকার অধিক টাকার মকর্দ্দমা করুর ফী দিতে হইত। গত বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য দুই আনা কমাইয়া এক আনা ফী নির্দ্দিষ্ট করা হয়। ইহাতে আদালতের যথেষ্ট কার্য্য বৃদ্ধি এবং ২৩০৪৯ টাকা লাভও হয়। এই ফল দর্শন করিয়া এক্ষণে সেই এক আনাই অবধারিত হইয়াছে। কলিকাতা ছোট আদালতেও যদি ঐরূপ ফী কমাইয়া দেওয়া হয়, মকর্দ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তন্মূলক আয় বৃদ্ধিও হইতে পারে সন্দেহ নাই। সো প্র।

বোম্বাই।

হাইদ্রাবাদে একজন তাস্ত্রকার চুরি অপরাধে গ্রেপ্তার হওয়াতে অপমানে আপনার পাগড়ীদ্বারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ক্রেণ্ড পাঠে অবগত হওয়া গেল যে গোয়ার পর্ত্তুগিস্দিগের জেল হইতে ৪০ জন ডাকাইত পলায়ন করিয়াছে। শুভ সংবাদ!

পুনার সহিত মান্দ্রাজের যে নৌকা দৌড় ক্রীড়া হয়, তাহাতে পুনা জয়ী হইয়াছেন।

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, ভারতবর্ষে ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁত প্রস্তুত জন্য ১০ টী অংশে ৩০ লক্ষ টাকা মূলধনে 'এংলো ইণ্ডিয়ান স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফাক্চারিং কোম্পানি' নামে একটী কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে, অক্টোবরে আর একটী হইবে। বোম্বাইর প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টারের বড় আক্রোশ দেখিতেছি।

ইউরোপ।

ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটী এত দিন ধরিয়া বহু পরিশ্রম ও আড়ম্বরের পর এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইংলণ্ড অন্যায় করিয়া ভারতবর্ষের এক পয়সা গ্রহণ করেন না এবং যদিও কখন কিছু গ্রহণ করেন, তাহা অন্যায় নহে, কারণ ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজ্যের একটী প্রধান অংশ, অতএব ইংলণ্ডের ব্যয়ভার বহন করা অন্যায় নহে। রাজস্ব কমিটীর ধুমধাম না করিয়াও অনায়াসে এ সিদ্ধান্ত করা যাইত।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া লণ্ডন হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে, স্পার্কস সাহেব মান্দ্রাজের যে বন্দর নির্ম্মাণের প্রস্তাব করেন। বর্ত্তমান বৎসর শেষ

হইবার পূর্ব্বে, সেক্রেটরি অব ষ্টেট তাহা মঞ্জুর করিয়া পাঠাইবেন।

স্পেক্‌টেটর পত্রে লিখিত হইয়াছে, চিকাগো নিবাসী ইলাইসা গ্রে নামক এক সাহেব টেলিফোন নামক এক আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন, ইহাদ্বারা বাদ্য যন্ত্রের শব্দ টেলিগ্রাফ যোগে, হাজার হাজার মাইল দূরে প্রেরণ করা যাইতে পারে। গ্রে সাহেব বলিয়াছেন, এক দিন তিনি তার যোগে, মনুষ্যের কণ্ঠস্বরও দূরদেশে বহন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা হইলে আর কিছুই অসম্ভব রহিল না।

নিম্‌স নামে একজন ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যায়ী ছাত্র গত ২রা আগস্ট রবিবার গির্জ্জা ঘরে বিসপ হুইপলকে গুলি করিয়া মারিতে যায়,কারণ ধর্ম্মাধ্যক্ষ তাহাকে ধর্ম্মযাজক পদে অভিষিক্ত করেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে বিসপ বক্তৃতা করিবার পূর্ব্বে তাহাকে ধরিয়া এক চৌকিতে আনিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে নিরস্ত করিলেন। নিম্‌স না কি পাগল! যাহাহউক ধর্ম্মাধ্যক্ষের সতর্কতার সাবাস দিতে হয়।

লিবরপুল লিডার নামক সংবাদপত্রে সিবিল সার্ব্বিস আসোসিয়েসন সভা সম্বন্ধে এক প্রস্তাব লিখিত হয়। এই জন্য তাহার সম্পাদক ভন সাহেবকে সমন করিয়া রেজিষ্টারের নিকট আনা হয়। তিনি কোথা হইতে সংবাদ পাইলেন এই কথা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করা হয়, কিন্তু তিনি আপনার উপর দায়িত্ব লইয়া সংবাদদাতার নাম বলিতে অস্বীকার করেন। বাইস চান্সেলর লিটল ইহাতে মীমাংসা করেন সম্পাদক এপ্রকার রহস্য বলিতে বাধ্য নহেন। এবিষয় সম্পাদকেরা অগ্রে জানিতেন না।

আমাদিগের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ইতিমধ্যে ৬৪ লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছে। মন্ত্রিসভা আগামী সেসনে এই ঋণ পরিশোধার্থ কমন্স সভায় প্রস্তাব করিবেন মানস করিয়াছেন। শুনাযায় ইংলণ্ডের আদর্শ রাজা ৪ র্থ জর্জের ঋণ পরিশোধ জন্য ১৭৮৭ সালে ইহার সিকি টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল। রাজপুত্রের অমিতব্যয়িতা দেখিয়া আমরা ভীত হইয়াছি।

বিবিধ।

খিবার খাঁ তাঁহার বিদ্রোহী প্রজাদিগকে দমন করিতে অক্ষম হইয়া খিবা প্রদেশ রুসীয় সাম্রাজ্যের সহিত সংভুক্ত করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। রুসিয়া কি এ মুখের গ্রাস পরিত্যাগ করিবেন?

জাপানের লোক সংখ্যা চারি কোটি। কিন্তু তথায় দুটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সমুদায় দেশে ৩৬৩০ টী গবর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপিত হইয়াছে; ছাত্র ৪,৮০,০০০ অর্থাৎ ৬৮ জনের মধ্যে এক জন শিক্ষিত হইতেছেন। বালিকা বিদ্যালয়ে ১০৯,৬৩৭ টী বালিকা আছে। উচ্চতর শিক্ষার নিমিত্ত যত বিদ্যালয় আছে তথায় ৩০,০০০ ছাত্র যাইতেছেন। বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার্থ জাপানীয় গবর্ণমেণ্ট একটী পৃথক বিদ্যালয় করিয়াছেন, ইহা ব্যতীত আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মণি ও ইংলণ্ডে সাধারণ ব্যয়ে বিস্তর জাপানীয় যুবককে শিক্ষার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে।

মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড বলেন শ্যাম রাজ্যের পূর্ব্বস্থ কবিল নামক জনপদে স্বর্ণ খনি দৃষ্ট হইয়াছে। শ্যাম গবর্ণমেণ্ট স্বর্ণ উত্তোলনের জন্য উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

প্রেরিত।

ডায়মণ্ড হারবরের অন্নকষ্ট ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দান।

স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ যাহাই বলুন, এই উপবিভাগের সাধারণ লোকের বিলক্ষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর লোকে যারপর নাই কষ্ট পাইতেছে। এবৎসর জ্বর ওলাউঠা প্রভৃতি কয়েকটী পীড়া যেরূপ সাংক্রমিক হইয়াছে তাহাতে এরূপ সময়ে এরূপ কষ্ট নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। এই উপবিভাগের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা খরিশা কামার পোল কলাগাছি প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামে অপেক্ষাকৃত অনেক ভদ্র লোকের বাস। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিগত ৭১ সালের হৃদয়বিদারক ঝটিকার পর বিশেষতঃ হিজলী জেলার লবণ প্রস্তুত স্থগিত হওয়ায় সকল লোকেই প্রায় নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর আবার গত বৎসরের অনাবৃষ্টি নিবন্ধন প্রচুর শস্যোৎপত্তি না হওয়ায় মাঝারি ভদ্রলোক সকলকেই দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া ভীত ও কম্পিত হইতে হইতেছে। বর্ষার প্রারম্ভেই কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে লোক নিরুপায় হইয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময়ে সৌভাগ্যক্রমে গবর্ণমেণ্টের দানশীলতার সমুচ্চরব তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সাহায্য পাইবার জন্য অনেকেই একবাক্যে এখানকার রিলিফ কমিটীর অন্যতর মেম্বর শ্রীযুক্ত বাবু গোপীমোহন বসুর নিকট আবেদন করিল। উক্ত মহাশয় তাহাদিগের আবেদন অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে স্থানীয় কর্ম্মচারীগণের নিকট বিজ্ঞাপন করিলেন। ক্রমে দুর্ভিক্ষ পীড়িতগণের আর্ত্তরব ডেপুটী বাবুর কর্ণে প্রবেশ করিল। রিলিফের নিয়মানুসারে বাছনী আরম্ভ হইল। পুলিস ইনিসপেক্‌টর বহুকষ্টে প্রত্যেক সাহায্যার্থীর বাটীতে তাহার আভ্যন্তরিক অবস্থা পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু তিনি যে কষ্টেতে তাহাদের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া পাত্রাপাত্র স্থির করিলেন; সম্পাদক মহাশয় সে কথা শুনিলে স্পষ্টই বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট এরূপ নির্ম্মম হৃদয় ব্যক্তিগণের উপর এরূপ দানশীলতার কার্য্যের ভার দিয়া কেবল অখ্যাতি ও অধর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতেছেন। * * *

যখন ইনিসপেক্‌টর বাবু এইরূপে পাত্র মনোনীত করিতে লাগিলেন তখন লোকদের প্রভূত কষ্ট। যাহাহউক এইরূপ কয়েকটী মাত্র পরিবারে (কর্ম্মক্ষম পুরুষ বাদে) ৩৫ জন স্থির হইল। কিন্তু [illegible] পরিবারের মধ্য হইতে। প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ৭ ছটাক [illegible] পাইতে লাগিল। সুবিধার মধ্যে উহা [illegible] বাসী গোপী বাবুর বাটী হইতে বিতরিত হইত। ক্রমে চাউলের পরিবর্ত্তে ধান্য। তাহাও উপযুক্ত সময়ে দেওয়া হইত না। হয়ত ২।১ সপ্তাহ কার্য্য গতিকে ধান্য আসিল না। হতভাগ্য ব্যক্তিগণ পথের পানে চাহিয়া হতাশ হইল। এইরূপে কয়েক সপ্তাহ গেল। গত সপ্তাহে (তাহাদের কষ্টের পূর্ণাহুতি হেতু) ডেপুটী বাবু হুকুম দিয়াছেন "সকলকে কাছারীতে হাজির হইয়া খোরাকী ধান্য আনিতে হইবে।" শুনিতে পাই স্ত্রীলোক বালক সকলকেই স্বয়ং উপস্থিত হইতে হইবে। কি যন্ত্রণা প্রকৃতই কাটা ঘায় লবণ স্পর্শ। অবস্থা গতিকে সাহায্য লওয়াই যাহাদের নিতান্ত লজ্জাকর, তাহাদের স্ত্রী বালকেরা কিরূপে পুলিসে, কাছারীতে উপস্থিত হইবে। বোধ হয় অনেকে অগত্যা মরণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবে। ইহাতে আর একটু রহস্য আছে। কাছারীতে যাইতে হইলে একটী খাল পার হইয়া যাইতে হয়। ইহার পারের ভাড়া ২ পয়সা সুতরাং প্রত্যেককে মোটের সহিত ৩ পয়সা ভাড়া দিতে হইবে। যে পরিবারে ৫ জন লোক তাহার ৴১৫ পাই ও যে কর্ত্তা তাহাদিগকে লইয়া যাইবেন তাঁহার ২ পয়সা একুনে ।৫ দিতে হইবে। ইহাও বোধ হয় সপ্তাহের আহারীয়ের জন্য।

অধিক কি মহাশয়! এখানকার কয়েকটী পরিবারের আর নিস্তার নাই। এতদিনে তাহারা গবর্ণমেণ্টের রিলিফ মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছে। ডেপুটী বাবু (যাঁহার সুখ্যাতি প্রায় সকল স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়) কি একবার তাহাদের হৃদয় বিদারক হাহাকার রবে কর্ণপাত করিবেন না? আমরা সাতিশয় অনুনয় সহকারে তাঁহার নিকট মিনতি করি তিনি অনুগ্রহ করিয়া এখানকার পীড়িত ব্যক্তিবর্গের সাহায্যার্থ পূর্ব্বের নিয়ম অবলম্বন করিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করুন। ইহাতে তাঁহার যশোরাশি প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে।

১ লা আশ্বিন। কোন দর্শক।

মজিলপুর হিতৈষিণী সভা।

১৭৮৩ শকের ১ লা চৈত্র কতকগুলি যুবার আন্তরিক যত্নে এই মজিলপুর গ্রামে "হিতৈষিণী নামে" একটী সভা স্থাপিত হয়। তৎকালে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও বাবু হরনাথ বসু এই সভার সম্পাদক ছিলেন। সভার উদ্দেশ্য (১) বালিকা বিদ্যালয়ের রক্ষণ ও উন্নতি সাধন (২) দরিদ্র বালকদিগের শিক্ষা বিধান (৩) সাধারণের উপকারের জন্য একটী পুস্তকালয় প্রস্তুত করণ (৪) অন্তঃপুর মধ্যে শিল্প ও সাহিত্যের উৎসাহদান (৫) নিকটস্থ পল্লি সকলে বিদ্যোৎসাহ প্রদান ও স্বদেশীয় যুবকগণের জ্ঞানোন্নতি সাধন (৬) সর্ব্বপ্রকার শুভকার্য্যে সাধ্যমত যত্ন ও সাহায্য করা। বাবু হরনাথ বসু অনেক [illegible] শ্রম করিয়া দেশ বিদেশীয় [illegible] মহাত্ম [illegible] নিকট হইতে চাঁদ[illegible] উদ্দেশ্যগুলি [illegible]

. দেশের যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বিজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ সম্পাদক মহাশয় স্বয় ও অন্যান্য অনেক সভ্য কার্য্যানুরোধে স্থানান্তর গমন করায় সাধারণের উৎসাহ ও যত্ন ক্রমশ শিথিল হইতে লাগিল সুতরাং সভার নিয়মিত অধিবেশন এক প্রকার বন্ধ হইল। সম্পাদক ও সভ্যগণ যখন দেশে আসিতেন তখন এবং বিশেষ প্রয়োজন হইলে মধ্যে মধ্যে এক একবার অধিবেশন হইত। কালক্রমে তাহাও আর ঘটিয়া উঠিত না এবং অল্প অল্প দানও নিয়মিত সংগ্রহ করা নিতান্ত দুর্ঘট হইয়া পড়িল। সুতরাং আয়ের হ্রাস হওয়ায় কার্য্যেরও অনেক হ্রাস হইল। কিন্তু অদ্যাবধি কয়েকজন মহাত্মা এই সভায় মাসিক কিছু কিছু চাঁদা দিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা কয়েকটী অনাথ বালক অত্রত্য মজিলপুর বঙ্গবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে, এবং অত্রত্য বালিকা বিদ্যালয়ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়া থাকে।

রীতিমত তত্ত্বাবধান অভাবে 'হিতৈষিণী সভার পুস্তকালয়ের অনেক পুস্তক ও সংবাদপত্র একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অদ্য ৫।৬ বৎসর হইল বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী এম এ মহাশয়গণ পুস্তকালয়ের সংরক্ষণ ভার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়া যান। এক্ষণে হিতৈষিণীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উৎসাহে ও অত্রত্য কতিপয় যুবকের যত্নে পুনরায় উক্ত সভার পাক্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য গুলিও সাধ্যমত কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু সাধারণের যত্ন ও উৎসাহ ভিন্ন কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না এবং উক্ত উদ্দেশ্য গুলি সম্পন্ন করা বহু অর্থসাধ্য, অতএব সাধারণ হিতৈষী মহাশয়গণের নিকট প্রার্থনা তাঁহারা উৎসাহদান ও যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়া, এবং গ্রন্থকর্ত্তা ও সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়গণের নিকট বিনীত প্রার্থনা তাঁহারা পুস্তকও সংবাদপত্র প্রদান করিয়া এই সভার চিরস্থায়িত্ব ও এই শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত দেশের উন্নতি সাধন করেন।

পরিশেষে আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে গত ১৫ ই ভাদ্র রবিবার এই সভার পাক্ষিক চতুর্থ অধিবেশনের দিবস অত্রত্য জমিদার বাবু হেমনাথ দত্ত, পণ্ডিত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য ও কালীধন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহাশয়গণ আসিয়া অনেক উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন এবং সাধারণ সভ্যের প্রার্থনানুসারে বাবু হেমনাথ দত্ত উৎসাহের [illegible] সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়া যথাসাধ্য [illegible] সাহায্য করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। বাবু হেমনাথ দত্ত, ও সুরেন্দ্রনাথ দত্ত দেশের সাময়িক কয়েকটী হিতকার্য্য করিয়া সাধারণের প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন। এক্ষণে প্রার্থনা তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের অভাব [illegible]কল মোচন করিতে সাধ্যমত যত্নবান্ হউন।

বাবু [illegible] ভার আসিয়াছিলেন এবং [illegible] দিয়াছেন বলিয়া কেহ [illegible] হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। ধন্য মূর্খতা!!! এক্ষণে আমাদিগের বিনীত অনুরোধ অন্যান্য এতদ্দেশীয় ধনীগণ হেমবাবুর গুণের অনুকরণ করিয়া সভার স্থায়িত্ব বিষয়ে যত্ন করেন।

৩১ ভাদ্র ১২৮১। মজিলপুর } একান্ত বাধ্য কস্যচিৎ গ্রামবাসিনঃ।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের ভারতসংস্কারকের অগ্রিম মূল্য শেষ হইয়াছে অথবা যাঁহাদিগের নিকট ইহার মূল্য প্রাপ্য হইয়াছে, তাঁহারা কৃপা করিয়া শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে স্ব স্ব দেয় প্রেরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে একান্ত অনুগৃহীত করিবেন।

ভাং সং, কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

এই যন্ত্রের প্রকাশিত নিম্ন লিখিত পুস্তকাদি পটলডাঙ্গা বেণেটোলা ২৫ নং বাটীতে বিক্রীত হয়।

কাঞ্চনমালা * ... ... ১৲
ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ... ।০
হিতোপাখ্যান মালা ... ... ।/০
কুমুদিনী চরিত * ... ... ।৶০
গৃহ চিকিৎসা ১ ম ভাগ ও ২ য় ভাগ
ধর্ম্ম ও নীতি ... ...
ধর্ম্ম-সাধন (বাঁধা) ... ১ ম ভাগ ।০
২ য় ভাগ ।০
৩ য় ভাগ ।০
Selections from David 's Psalms ।৶০
Life of the Educated Native ৶০

* অর্দ্ধ মূল্যে, অধিক লইলে আরো স্বল্পতর মূল্যে দেওয়া যাইবে।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়।

বামাবোধিনী কার্য্যালয় কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ১১ নং বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। যিনি বামাবোধিনী পত্রিকা সম্বন্ধে কোন পত্র বা মূল্যাদি প্রেরণ করিবেন, তাহা এই নূতন ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যত্র পাঠাইলে পাইবার গোলযোগ হইবে।

পটলডাঙ্গা ১১ নং কলেজ স্কোয়ার ১ আশ্বিন ১২৮১ } শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দেব। কার্য্যাধ্যক্ষ।

বাল্য-বিবাহ নাটক।

মূল্য ।০ আনা। কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

রায়।

ব্রাদার এণ্ড কোং।

১৩ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভদ্র লোকদিগের সুবিধার্থে নির্দ্ধারিত মূল্যে (বিনা দরে) সমস্ত জিনিষ বিক্রয় হয়। বাজারে বিশেষতঃ জুতার দোকানে সাধারণকে যেরূপ ক্লেশিত ও অপমানিত হইতে হয় তাহা নিবারণ করাই এ দোকানের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। স্ত্রী পুরুষ ও ছোট ছেলে মেয়েদের দেশী বিলাতী জুতা, তৈয়ারি পিরাণ, কামিজ ও পোষাক এবং পেণ্টুলান চাপকান ইত্যাদির উৎকৃষ্ট কাপড়, বিবিধ ষ্টেশনারি, পারফিউমারি, বিস্কুট, ঘড়ী, মেজিক দোয়াত, ইনষ্ট্রুমেণ্ট বাক্স, ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আছে।

ব্রাদার এণ্ড কোম্পানী।

১৩নং মুজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আগামী আশ্বিন মাসে পুনরায় অত্র কারবার অংশীদার গৃহীত হইবে। প্রতি অংশের মূল্য ১০ দশ টাকা। যাঁহার যত ইচ্ছা, তিনি তত অংশই গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু অংশ গ্রহণেচ্ছুদিগকে প্রোক্ত মাস মধ্যে টাকা প্রেরণ করিতে হইবে। এবৎসর ব্রাদার এণ্ড কোম্পানীর ফারম্ "লিমিটেড" ("Joint Stock Company Limited") হয় নাই, আগামী বৎসরে হইবে। অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

২৪ এ ভাদ্র। ১২৮১। } শ্রীবেণীমাধব মিত্র ম্যানেজার।

কলিকাতা এণ্ড মফঃসল এজেন্সী কোম্পানী;

১৩ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাদার এণ্ড কোম্পানীর কার্য্যাধ্যক্ষদিগের দ্বারা উপরি উক্ত এজেন্সী কোম্পানী সংস্থাপিত হইয়াছে। মাদক দ্রব্য ব্যতীত সকল প্রকার দ্রব্য প্রতি টাকায় ১০০, পর্য্যন্ত ৴৫ এক পয়সা। ১০০, টাকার অধিক ৫০০, পর্য্যন্ত ৴১০ দুই পয়সা এবং তদূর্দ্ধ ৴৫ পয়সা হিসাবে কমিসন লইয়া ক্রয় বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। নমুনা ও দর জানিতে ইচ্ছা করিলে খরচ পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

ঘোষ এণ্ড কো।

বুট এণ্ড সু-মেকার্স।

৮২ নম্বর কলেজ ষ্ট্রীট।

ইংরাজী বুট ও জুতা উত্তম মাল মসলায় সুদক্ষ কারীকর দ্বারা প্রস্তুত হইয়া উচিত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য নগদ। যেরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া অর্ডার দেওয়া হইবে, ঠিক্ সেইরূপ সময়ে সুন্দররূপে কার্য্য সম্পন্ন করা হইবে।

REGISTERED. No 84

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

।, ভাগ
। শ সংখ্যা।

বঙ্গাব্দ ১২৮১—১৭ই আশ্বিন শুক্রবার। ১৮৭৪—২ রা অক্টোবর।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা।
মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭৸৹ টাকা।

সূচী।

আমাদিগের যন্ত্রালয় কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এক্ষণ অবধি ভারত সংস্কারক সম্বন্ধে যাঁহারা কোন পত্রাদি লিখিবেন, বা মূল্যাদি পাঠাইবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় দিবেন।

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোনাপুর ষ্টেসন হইয়া হরিনাভি ভারত-সংস্কারক কার্য্যালয়।

কলিকাতার পত্রাদি বিনিময়ের ঠিকানাঃ—

"নং৪২ (দ্বিতীয় দ্বার) সার্পেণ্টাইন লেন নেড়া গির্জ্জা শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দত্তের নিকট।„

সপ্তাহ।

লর্ড নর্থব্রুক মধ্যে পীড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহার আরোগ্য সংবাদ পাইয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম।

"ন দেবঃ সৃষ্টি নাশকঃ" এ অঞ্চলে এবার জলাভাবে প্রথম প্রথম চাষের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল। কিন্তু এখন দেবতা যেরূপ সুবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে অনেক রক্ষা হইবে আশা হইতেছে।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উরুস্তম্ভ রোগ হইয়া অত্যন্ত ভয়ের বিষয় হইয়াছিল। ঈশ্বর প্রসাদে তিনি প্রায় আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

আগামী ৬ ই অক্টোবর জুনিয়ার স্কলর্সিপের সর্ব্বেইং পরীক্ষা হইবে।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ন্যাসনাল পেপারের" সম্পাদককে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট সাধারণের নিকট সাপ্তাহিক রিপোর্ট বিতরণ বন্দ করাতে তিনি বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সারোদ্ধার করিয়া ইংরাজী পাঠকদিগের গোচর করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হিন্দু পেট্রিয়টও এবিষয়ে মনোযোগ করিবেন বলিয়াছেন।

কলিকাতা মেডিকাল কলেজের কৌন্সিল কলেজের ৭ জন শিক্ষকের যোগ্যতার পুরস্কারার্থ তাঁহাদিগকে অনরারী সর্জন উপাধি দিবার প্রস্তাব করেন, আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, সামরিক বিভাগের পরামর্শে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। যাহাহউক গবর্ণমেণ্ট সম্মানের অন্যবিধ প্রস্তাব বিবেচনা স্থলে গ্রহণ করিবার আশ্বাস দিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় কেবল কলেজের শিক্ষক বলিয়া নয়, আসিষ্টাণ্ট সর্জনদিগের মধ্যে যাঁহারা সমধিক উপযুক্ত, তাঁহাদিগের সম্মানার্থ কোন উচ্চতর উপাধি প্রদত্ত হয়। মেডিকাল বিভাগের একচেটিয়া ভাব যত কমে, ততই ভাল।

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার গত ১৯ এ আগষ্ট ইংলণ্ডে "ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্য" বিষয়ে তাঁহার শেষ বক্তৃতা করেন। "বোল্টন ক্রনিকল" বলেন, তিনি বহুসংখ্যক শ্রোতৃগণের সম্মুখে একঘণ্টা কাল এই বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা চমৎকার, সারগর্ভ ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সৌন্দর্য্যে সুসজ্জিত ছিল। প্রতাপবাবু অক্টোবরের শেষে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন।

✓ দেশীয় সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ পরস্পরের প্রতি ব্যবহার স্থলে পূর্ব্বে উপহাস, গালিবর্ষণ ও সাধ্যমত বিপক্ষতাচরণ করিতে ত্রুটী করিতেন না, এক্ষণে ইহাঁদিগের মধ্যে একটী সম্ভাবের ভাবের সঞ্চার দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছি। সাপ্তাহিক সমাচারের নামে ভারত আশ্রমের অধ্যক্ষ অভিযোগ করাতে সহচর, হিন্দু হিতৈষিণী প্রভৃতি পত্র বিলক্ষণ সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাঁদিগের এ প্রকার সদ্ভাব প্রদর্শন অতি প্রশংসনীয়। একজন সহযোগী বিপদে পড়িলে সকলে যদি সাহায্যদানে অগ্রসর হন, দেশীয় পত্রের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এই ভাব যদি কেবল ব্রাহ্ম বা কোন শ্রেণীবিশেষের প্রতি বিদ্বেষের পরিচায়ক হয়, ইহা সাময়িক চিত্ত বিকার মাত্র, ইহার উপর বিশ্বাস হয় না, ইহা দ্বারা শুভ ফলেরও প্রত্যাশা করা যায় না। সাপ্তাহিক সম্পাদক যদি নির্দ্দোষী হন, ব্রাহ্মগণও তাঁহাকে কেন না সাহায্য করিবেন? কিন্তু সহচর সম্পাদক "ব্রাহ্মগণ ভীমরুলের চাকে লাঠি মারিলেন।" "যদি যাবতীয় সম্পাদক সাপ্তাহিকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মগণের কোন আশ্চর্য্যের কারণ থাকিবে না।" এরূপে সাধারণ ব্রাহ্মগণের প্রতি অত্যাচার ও বিরোধী ভাব প্রকাশ করাতে আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছি "তিনি ব্রাহ্মগণের বিরুদ্ধে একটী ধর্ম্মঘট পাকাইতে চান নাকি?" হিন্দু হিতৈষিণী আমাদিগের এক ভাবের কথা অন্য ভাবে লইয়াছেন দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। যাহাহউক কার্য্যকালে সাপ্তাহিকের যথার্থ বন্ধু কয়জন, দেখিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

মোরাদাবাদের পাদরি রেবরেণ্ড মরে গৃহ নির্ম্মাণার্থ ৪৩২০ টাকা উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ঋণ প্রার্থনা করেন। উক্ত গবর্ণমেণ্টের এরূপ ঋণ দিবার ক্ষমতা আছে কি না, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করা যায়। তাহাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিয়াছেন, যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এরূপ ক্ষমতা আছে।

ভারত সংস্কারক।

চীন ও জাপানের বল পরীক্ষা।

চিন আসিয়ার একটী প্রাচীনতম দেশ, ইহা সভ্যতাংশে পৃথিবীর অত্যুৎকৃষ্ট দেশ সকলের সহিত সমকক্ষ হইতে পারে। কম্পাস মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি যখন জগতের নিকট অনাবিষ্কৃত ছিল, তখন চীনেরা এসকলের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। চিনের রাজক্ষমতা এক সময়ে অর্দ্ধ আসিয়ার উপরে বিস্তারিত ছিল। ভারতবর্ষ সভ্যতার শিখরে উঠিয়া অধঃপতিত হইল, কিন্তু চিন বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত স্বীয় তেজস্বিতা অব্যাহত রাখিয়াছেন। ইউরোপীয়দিগের সহিত যোগ হইয়া চিনেরা অসাধারণ অনুচিকীর্ষা বলে তাহাদিগের অনেকানেক কৌশল আয়ত্ত করিযাছেন এবং ইউরোপীয় নৌযুদ্ধ ও অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিতেও শিখিয়াছেন। জাপান নববীর্য্য বলে ক্রমশঃ উন্নতিশীল, আসিয়ার মধ্যে আর কোন দেশ ইউরোপীয় সভ্যতা এতদূর অস্থিমজ্জাগত করিতে পারে নাই। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রায় কোন অঙ্গ এখানে অপ্রবর্ত্তিত নাই—রেলওয়ে, ন্যাসনাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতিও এখানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা ও শিল্পচাতুর্য্য বিষয়ে ইহা সভ্যতম জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। নৌবিদ্যায় ইহা চিন অপেক্ষাও অনেক গুণে শ্রেষ্ঠতর।

এই দুই গজ কচ্ছপ এতদিন আপনাআপনি বাড়িতেছিল। জয়েচ্ছা ইহাদিগের অন্তরে প্রবল। চিন হৃতরাজ্য মাঞ্চুরিয়া ও ক্যাসগারের দিকে কটাক্ষপাত করিতেছিল, জাপান হৃত সাগেলিয়ানের ক্ষতি পূরণার্থ প্রশান্ত মহাসাগরের প্রতি স্থিরদৃষ্টি হইয়া ছিল। এমত সময়ে ফর্ম্মোসা ইহাদিগের বল পরীক্ষাস্থলরূপে উপস্থিত হইয়াছে। এই দ্বীপটী অতি উর্ব্বর ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন, পরিমাণে আয়র্লণ্ডের অর্দ্ধাংশ। ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের বাণিজ্যের মধ্যবর্ত্তী পথ। ফর্ম্মোসাবাসীরা বোম্বাটিয়া ব্যবসায়ে অতি সুনিপুণ। সকল জাতীয় বণিক্ তাহাদিগের দৌরাত্ম্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইহারা নামে চিনের অধীনস্থ, কিন্তু ইহারা চিনদিগকে মানে না, চিন গবর্ণমেণ্টের নিকট ইহাদের শাসনার্থ প্রার্থনা করিলে তাঁহারাও ইহাদের জন্য দায়ী নহেন বলিয়া উড়াইয়া দেন। সম্প্রতি জাপানের একখানি জাহাজ ফর্ম্মোসার তটে ভগ্ন হয় এবং জাহাজস্থ লোকদিগের প্রতি ফর্ম্মোসাবাসীরা যারপর নাই দুর্ব্যবহার করে। যেডো গবর্ণমেণ্ট পিকিনে দূত পাঠাইলে "আমরা দায়ী নই" বলিয়া চিন সম্রাট্ উত্তর দেন। জাপান এই সুযোগ পাইয়া সুসজ্জিত রণতরী দ্বারা ফর্ম্মোসা জয় করিয়া বসিয়াছে। চিন আপনার কথায় আপনি ঠকিয়াছে, কিন্তু এখন গৌরবহানি বোধে তাহার রাজ্যে জাপান অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া যুদ্ধার্থ সসজ্জ হইতেছে। এই দুই রাজ্যে যুদ্ধ করিলে কাহার জয় পরাজয় হয়, এখনো সন্দেহস্থল। কিন্তু রুসিয়া গরুড় পক্ষীর ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। এ সুযোগে তাঁহারই পোয়াবার। যাহাহউক এই যুদ্ধোদ্যোগটী পৃথিবীর সকল অংশের রাজনীতিজ্ঞেরা উৎসুক নেত্রে দর্শন করিতেছেন।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের হত্যা।

প্যারীচরণ দাস নামক যে ব্যক্তি সার্কিস নামক এক আর্ম্মাণি যুবকের হত্যাকারী বলিয়া অভিযুক্ত হয়, তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৩ মাস কারাবাস দণ্ড হইয়াছে। এই সংবাদে বাঙ্গালীগণ সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু ইউরোপীয়দিগের অনেকে ইহার শাস্তি আর কিছুই হইল না, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন, এবং অবিচার হইয়াছে বলিয়াও কেহ কেহ উচ্চরব করিতেছেন। বাঙ্গালী ও ইউরোপীয় সংক্রান্ত বিষয়ে উভয়েরই চক্ষু জাতিপক্ষপাতিতাতে অন্ধ হওয়া সম্ভব, স্বার্থ স্থলে প্রত্যেকেই যে কোন প্রকারে স্বজাতীয়ের পক্ষসমর্থন ও বিজাতীয়ের প্রতি অন্যায়াচরণে সঙ্কুচিত নহেন। এই কারণে আমরা নিজের মত প্রকাশ না করিয়া বিচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি, পাঠকগণ ইহা দ্বারা ন্যায়ান্যায় অবধারণ করিতে পারিবেন।

আসামীর নামে চারিটী সূত্র ধরিয়া অভিযোগ হয়, (১) যদ্দ্বারা সার্কিসের মৃত্যু হওয়া সম্ভব, সে জানিয়া এমত আঘাত করিবার ইচ্ছা করিয়া সার্কিসকে হত্যা করিয়াছে, (২) সে ইচ্ছা পূর্ব্বক এমত আঘাত করিয়াছে, যাহা সচরাচর মৃত্যুর যথেষ্ট কারণ বলিয়া গণ্য; (৩) সে ইচ্ছাপূর্ব্বক এমত আঘাত করিয়াছে, যাহাতে মৃত্যু হওয়া সম্ভব; (৪) সে আফিসের রেজার লইয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক সার্কিসকে গুরুতর আঘাত করিয়াছে।

আডবোকেট জেনারেল অভিযোক্তা, জজ মার্কবী বিচারক এবং লো সাহেব আসামীর পক্ষে বারিষ্টার ছিলেন। জুরীদিগের মধ্যে দেশীয়ের সংখ্যা কিছু অধিক ছিল, কিন্তু তাঁহারা সকলেই সুবিবেচক বলিয়া গণ্য। লো সাহেব বলিলেন যে প্যারীচরণের আঘাতে সার্কিসের মৃত্যু হইয়াছে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু পরিষ্কাররূপে দেদেখাইলেন যে প্যারীচরণের হত্যা করিবার অথবা মারাত্মক আঘাত করিবার কোন ইচ্ছা ছিল না। সে কেবল সার্কিসের কাপড় ময়লা বলিয়াছিল এবং সে কথা যদি দোষের হইয়া থাকে, তজ্জন্য ক্ষমা চায়। সার্কিস প্রথম হইতেই তাহার প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে, সে বিবাদ শান্তির জন্য পলায়নের চেষ্টা করিলেও পালাইতে দেয় নাই, ধরিয়া বারংবার লাঠী প্রহার করিয়াছে; প্যারীচরণ অগত্যা সাধ্যমত কেবল আত্মরক্ষারই চেষ্টা করিয়াছে। তাহার পকেটে আফিস রেজার ছিল, সে কাহাকে মারিবে বলিয়া তাহা আনে নাই, এবং তাহাতে সচরাচর মৃত্যু হওয়াও সম্ভব নয়। উত্তেজিত অবস্থায় অগত্যা তাহা ব্যবহার করিয়াছে, এরূপ কার্য্য আত্ম রক্ষার স্থলে দণ্ডনীতি মতে দণ্ডনীয় নয়; সুতরাং আসামী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

জুরিগণ ২০ মিনিট কাল বিবেচনা

করিয়া প্যারীচরণকে অভিযোগের অন্যান্য বিষয়ে নির্দ্দোষী, কেবল চতুর্থ অর্থাৎ গুরুতর আঘাত করণ বিষয়ে দোষী বলিলেন। সে গুরুতররূপে উত্তেজিত হইয়া এই কার্য্য করিয়াছে বলিয়া তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেও অনুরোধ করিলেন।

জজ আসামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "জুরিগণের সহিত সম্পূর্ণ এক মত হইয়া বলিতেছি যে যে ভয়ঙ্কর ঘটনা হইয়াছে, তাহাতে তোমার ইচ্ছা ছিল না বটে, কিন্তু তুমি যে অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছ ইহা তোমার পক্ষে কখনই ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না। তুমি উত্তেজিত অবস্থায় এরূপ কার্য্য করিয়াছিলে, সেই জন্য জুরিদিগের মতে দয়ার পাত্র, আমিও সে মত গ্রাহ্য করিয়া লঘু দণ্ড দিতেছি। তুমি ইতিপূর্ব্বেই তোমার কার্য্যের অনেক ফলভোগ করিয়াছ। এখন তোমাকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৩ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।"

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে আমাদিগের সুযোগ্য সহযোগী সহচর সম্পাদক এই অসহায় অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি সুবিচার হইবে বলিয়া অনেক কষ্ট ও ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এরূপ না করিলে সামান্য অপরাধে এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইতে পারিত, তদপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই ছিল না।

বেশ্যা-বৃত্তি নিবারণের উপায় কি ?

(প্রথম প্রস্তাবের শেষ।)

তৃতীয়তঃ সামাজিক ব্যবস্থার অনুপযোগিতা। আমরা সামাজিক ব্যবস্থার কথা পৃথকরূপে উল্লেখ করিতাম না, যে সকল সামাজিক ব্যবস্থা বেশ্যাবৃত্তি পরিপোষণ করিতেছে, তৎসমস্তই বৈবাহিক ব্যবস্থার সঙ্গে অল্লাধিক সংশ্লিষ্ট। সংশ্লিষ্ট থাকিলেও তাহারা জন সমাজে স্বতন্ত্র ভাবে স্বতন্ত্র নামে কার্য্য করিতেছে বলিয়া আমরা তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করিলাম। যেমন ইউরোপ ও আমেরিকায় তেমনি আমাদের ভারতবর্ষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সামাজিক ব্যবস্থার দোষে বেশ্যাবৃত্তি প্রশ্রয় লাভ করিতেছে। আমাদের দেশের কৌলীন্য প্রথা ও বহু বিবাহ রীতি এই পাপগরলোৎপত্তির একটী মূলীভূত কারণ। যে সকল কুলকামিনী কুল মানে জলাঞ্জলি দিয়া গ্রাম ও নগরের বেশ্যাপল্লি সকল পূর্ণ করিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশই কুলীন দুহিতা বা কুলীন কামিনী। বৎসর বৎসর শত শত হতভাগিনী কৌলীন্য প্রথার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া অগত্যা বেশ্যাপল্লির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। যাহারা বেশ্যাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে বালবিধবার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। পূর্ব্বে বিধবাদিগের প্রতি সহমরণ ব্যবস্থা ছিল। অধিকাংশ বালবিধবা পতির সঙ্গে জ্বলন্ত চিতারোহণ করিয়া চিরজীবনের ক্লেশের শান্তি করিত। সহমরণ প্রথা যতই নিষ্ঠুর হউক না, ইহা বেশ্যাবৃত্তি ও ব্যভিচার পাপের প্রাদুর্ভাব কথঞ্চিৎ নিবারণ করিত সন্দেহ নাই। এখন রাজাজ্ঞায় সহমরণ প্রথা রহিত হইয়াছে। ইহাতে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। অথচ তাহাদের বিবাহের রীতি প্রচলিত হইতে পারে নাই। এরূপ অবস্থা যে বেশ্যাবৃত্তির প্রশ্রয় দান করিবে তাহা বিচিত্র নহে। বাল্য ও অপরিচিত বিবাহ বেশ্যাবৃত্তির আর একটী প্রশ্রয় দাতা। উপযুক্ত বয়সে ও প্রণয় স্থলে বিবাহই বিহিত বিবাহ। প্রণয় স্থল ভিন্ন যেখানে বিবাহ সম্পাদিত হয়, হৃদয়ের যোগ ভিন্ন যেখানে পাণিগ্রহণ নির্ব্বাহিত হয়, সেখানে বিবাহ নামের অনাদর হইয়া থাকে, এমন বিবাহ হইতে যে মধ্যে মধ্যে অশুভ ফল উৎপন্ন হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ইউরোপ ও আমেরিকায় এরূপ সামাজিক ব্যবস্থা নাই বটে, কিন্তু সেখানকার 'কোর্টসিপ' প্রথা, 'মিস' ও 'ব্যাচিলার' থাকিবার প্রথা হইতে এইরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে।

এই সকল প্রস্রবণ হইতে বেশ্যাবৃত্তিরূপ পাপ প্রবাহ উৎপত্তি লাভ করিয়া জন সমাজকে কলঙ্কিত করিতেছে। এই সকল প্রস্রবণ প্রমুক্ত থাকিতে কাহার সাধ্য অমঙ্গল নিবারণ করে ? কিন্তু সকল প্রস্রবণের অন্তস্তলে পুরুষের দুষ্ট ও প্রশ্রয়প্রাপ্ত পাপ প্রবৃত্তি সুস্পষ্টরূপে বর্ত্তমান। পুরুষ যদি বেশ্যাবৃত্তির পরিপোষক না হয় তাহা হইলে বেশ্যাবৃত্তির অস্তিত্ব অসম্ভব হয়। পুরুষ বেশ্যাদিগকে চায় বলিয়া,স্ত্রীলোকেরা কুলপিঞ্জর ভগ্ন করিতে প্রলুব্ধ হয়! পুরুষ আপন দুষ্প্রবৃত্তির চরিতার্থতা জন্য অন্ন জলে বেশ্যাবৃত্তিকে পোষণ কর বলিয়া বেশ্যাবৃত্তি পুষ্টি লাভ করিতেছে। স্ত্রীলোকেরা সকল প্রকার সামাজিক দুর্নীতি সহ্য করিয়া থাকিত, সকল প্রকার সামাজিক অত্যাচারের ভার বহন করিত,যদি পুরুষের প্রশ্রয় প্রাপ্ত দুষ্ট পাপ প্রবৃত্তির কাছে তাহারা আশ্রয় ও সহানুভূতি পাইবার প্রত্যাশা না পাইত। প্রয়োজন হইতে সর্ব্বত্রই আয়োজনের উৎপত্তি হইয়াছে। এখানেও আমরা সেই প্রয়োজন ও আয়োজনের নিয়ম বিদ্যমান দেখিতে পাই। যখন প্রয়োজনের আধিক্য হয়, তখন বেশ্যাবৃত্তি অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়, অধিক আদরের সহিত গৃহীত হয় এবং উৎপীড়িত ও অত্যাচরিত কুলকামিনীরা সেই প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া আয়োজনের স্বল্পতা নিবারণ করে। বৈবাহিক ও

সামাজিক দুর্ব্যবস্থা উৎপীড়িত ও অত্যাচরিত স্ত্রীলোকদিগকে কুলপিঞ্জর ভগ্ন করিবার জন্য প্রস্তুত করে; বাহিরের প্রয়োজন তাহাদিগকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক কুলের বাহিরে আনিয়া উপস্থিত করে। যে সকল স্ত্রীলোক আসিয়া বেশ্যাপল্লি সকল পূর্ণ করিয়া থাকে, পুরুষের দুষ্ট প্রয়োজনই তাহাদের নেতা এবং জন সমাজের দুর্ব্যবস্থা সকল সেই প্রয়োজনের পুষ্টিসাধক। জন সমাজের দুর্ব্যবস্থা সকল এই পুরুষের দ্বারাই আবার সংসৃষ্ট হইয়াছে। জনসমাজের সমুদায় সাধু ব্যবস্থা যেমন পুরুষের নিঃস্বার্থ ভাব ও জ্ঞানালোক হইতে, সমুদায় দুর্ব্যবস্থা তেমনি তাহার স্বার্থপরতা ও অজ্ঞানতা হইতে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। এই স্বার্থপরতা ও অজ্ঞানতা সেই দুর্ব্যবস্থা সকল পোষণ করিতেছে। যে পুরুষ আপনার স্বার্থপরতা ও অজ্ঞানতা বশতঃ সামাজিক দুর্ব্যবস্থা সকল সৃষ্টি করিয়া পোষণ করিতেছে এবং তদ্দ্বারা বেশ্যাবৃত্তির প্রস্রবণ সকল প্রযুক্ত রাখিয়াছে, যে পুরুষ তাহাদের প্রতি গুরুতর নিষ্ঠুর সামাজিক শাসন সংস্থাপন করিয়া তাহাদিগকে উৎপীড়িত ও সমাজ বহির্ভূত করিতেছে, যে পুরুষ নিজে প্রলোভন স্বরূপ দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাদিগকে কুলের বাহির করিতেছে এবং অর্থ ও আদর, স্নেহ ও সহানুভূতি দ্বারা তাহাদিগকে পরিপোষণ করিতেছে, সেই পুরুষের পাপ প্রবৃত্তির শাস্তির কোন বিধান নাই কোন ব্যবস্থা নাই। জনসমাজ তাহাদের পাপ প্রবৃত্তির ক্রমিকই প্রশ্রয় দান করিতেছে।

যখন সামাজিক দুর্ব্যবস্থা সকল বর্ত্তমান, যখন প্রয়োজন ও আয়োজনের অব্যর্থ নিয়ম কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ; তখন কিরূপে অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারিবে? ইউরোপ ও আমেরিকায় বেশ্যাবৃত্তি নিবারণী সভা সকল সংস্থাপিত হইয়া পতিতা অবলাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। যাঁহাদের দয়ার্দ্রচিত্ত এই সকল হতভাগিনীকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন দেখিয়া, তাহাদিগের উদ্ধার সাধনার্থ আগ্রহ প্রকাশ করে, তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ। কিন্তু তাঁহারা কি করিতে পারেন? যে রোগের মূল জনসমাজের অভ্যন্তরে, বাহিরের প্রলেপে তাহা কিরূপে আরোগ্য হইবে? তাঁহারা চেষ্টা করিলে কতিপয় পতিতা রমণীর আত্মাকে অপমার্গ হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারেন, কিন্তু আনিয়া কোথায় রাখিবেন? সমাজ মধ্যে? সে আশা বৃথা। পৃথিবীর কোন সমাজ তাহাদিগকে বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। সামাজিক শাসন ও সাধারণ মতের গতি পরিবর্ত্তিত না হইলে, এই সকল দুর্ভগা অবলা তাহাদের পাপ পন্থা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াও সমাজের ঘৃণিত হইয়া থাকিবে। সমাজের বায়ু তাহাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর বোধ হইবে না। সমাজের কঠোর শাসন তাহাদের পাপজীর্ণ অন্তর সহ্য করিতে পারিবে না। অন্য দিকে দেখ, এই সকল হতভাগিনী বেশ্যাপল্লির যে স্থান শূন্য করিয়া আসিবে, তাহা কি শূন্য থাকিবে? যেখানে প্রয়োজন ও আয়োজনের অমোঘ নিয়ম অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতেছে, যেখানে সামাজিক ব্যবস্থা সকল সেই নিয়মের সহায় ও অনুকূল থাকিতেছে, সেখানে তাহাদের শূন্য আসন সকল নবাগত সমাজ দুহিতার দ্বারা আপনাআপনি পূর্ণ হইয়া যাইবে। এরূপ চেষ্টা দ্বারা অনিষ্ট নিবারিত হইতেছে না, বরং অনিষ্টের পুষ্টি সাধন হইতেছে। তোমার দক্ষিণ হস্ত যখন কতকগুলি হতভাগিনীকে পাপের আলয় হইতে মুক্ত করিয়া আনিবে, তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার বামহস্ত তখন তাহাদের পরিত্যক্ত আসন পূর্ণ করিবার জন্য আর কতকগুলি সমাজপালিতা দুহিতাকে সমাজ বক্ষ হইতে নিষ্ঠুররূপে ছিন্ন করিয়া কুলের বাহিরে আনিয়া স্থাপিত করিবে। তাহাদিগকে পাপের আলয় হইতে ফিরাইয়া আনিলে, তাহাদিগকেও সমাজের আশ্রয় প্রদান করিতে পারিলে না। তোমার দক্ষিণ হস্ত দয়ার্দ্র হইয়া যে উপায় করিতে না পারিল, তোমার বাম হস্ত তোমার অজ্ঞাতসারে নিষ্ঠুর হইয়া তাহার অধিক অপকার করিতে সমর্থ হইল।

তবে পাপের ঔষধ কোথায়? আমরা জন সমাজের বাহিরে ঔষধের প্রত্যাশা করিতে পারি না। যে সকল প্রস্রবণ হইতে পাপের প্রবাহ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে তাহাদের মুখ বন্দ করিতে হইবে। উৎকৃষ্টতর বৈবাহিক নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়া প্রচলিত করিতে হইবে, সামাজিক শাসনের অত্যাচারিতা ও পক্ষপাতিতা নিবারণ করিতে হইবে এবং অবৈধ সামাজিক ব্যবস্থা সকল পরিহার করিতে হইবে। যতদিন ইহা না হয়, ততদিন কোন ঔষধে কিছু উপকার হইতেছে না। বিশেষতঃ জন সমাজ সর্ব্বত্রেই পুরুষের পাপের প্রশ্রয় দাতা। স্ত্রীলোকের প্রতি যেরূপ কঠোর সমাজ শাসন প্রবর্ত্তিত আছে, পুরুষের প্রতি সেইরূপ শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে তাহার পাপ প্রয়োজন অনেকটা নিবারিত হইয়া আসিবে। রোগের মূল প্রস্রবণ বন্ধ হইলে তখন ঔষধ পড়িলে ঔষধে প্রতীকার করিবে। হিম লাগিয়া যাহার কাশ রোগের উৎপত্তি হইয়াছে, হিম হইতে রক্ষা করিয়া তাহার চিকিৎসার বিধান কর, ঔষধে প্রতীকার দেখিবে।

স্ত্রীশিক্ষা।

এদেশে স্ত্রীশিক্ষার যে অত্যন্ত অব্যবস্থা ও দুরবস্থা রহিয়াছে, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি। না, ইহার প্রতি গবর্ণমেণ্টের অনুরাগ আছে, না ইহার জন্য দেশীয় কৃতবিদ্যগণের রীতিমত যত্ন দেখিতে পাই। বালিকা বিদ্যালয় এবং জেনানা মিসন স্ত্রীশিক্ষার নিয়মিত উপায়ের মধ্যে এই দুইটী লক্ষিত হয়। কয়েক বৎসর হইল এই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের প্রবল উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিদ্যালয় সকলের ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন, তিনি অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। সেগুলির দুর্দ্দশা ঘটিল কেন? গবর্ণমেণ্টের তৎপ্রতি বিরাগবশতঃ। গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক মত সাহায্য দান স্বীকার করিলে আমরা এবিষয়ে উন্নতি ভিন্ন অনুন্নতি দর্শন করিতাম না। এই সময়ে আরো অনেকানেক স্থানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারও অনেক গুলির অস্তিত্ব আর এখন আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহারই বা কারণ কি? সেই গবর্ণমেণ্টের নিরুৎসাহ দানই ইহার অন্যতম কারণরূপে আমরা গণনা করি। গবর্ণমেণ্ট বালিকা বিদ্যালয়ে অর্দ্ধেকের অধিক সহায্য দানে সম্মত [নহেন। বাকী অর্দ্ধেক কোথা হইতে হইবে? স্থানীয় লোকে প্রথমতঃ কিছু কিছু দাতব্যদান স্বীকার করেন বটে, কিন্তু পরে তাহা পুস্তকে স্বাক্ষরেই পর্য্যবসিত হয়। সম্পাদক বা দুই একজন উৎসাহী অধ্যক্ষ বালিকাদিগের পুস্তক ও পারিতোষিকাদি ব্যয় দিবেন, না মাস মাস আপনাদিগের হইতে গবর্ণমেণ্টের সম সাহায্য প্রদান করিবেন? বালিকাদিগের নিকট হইতে বেতন লাভ করা দূরে থাকুক, প্রলোভন স্বরূপ খেলনা পুস্তকাদি মধ্যে ২ না দিলে তাহাদিগকে পাওয়া ভার। আমরা দেখিয়াছি সম্পাদকগণ এইরূপ ব্যয় ভার বহনে অক্ষম হইয়া অনেক স্থানে বিদ্যালয় তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। কোথাও গোলোযোগে অদ্যাপি চালাইতেছেন, কিন্তু কোন সুফল দেখাইতে পারিতেছেননা। বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও পরিদর্শনার্থ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা আবশ্যক, গবর্ণমেণ্ট সে পক্ষেও মনোযোগ করেন নাই। দেশীয় লোকদিগের কি ইহাতে কোন দোষ নাই? আছে। স্থানে স্থানে দুই একজন ধনী লোক গবর্ণমেণ্ট বা তদীয় কর্ম্মচারীদিগের নিকট গৌরবান্বিত হইবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কিন্তু তাহাতে লাভাধিক্য না দেখিয়া ক্রমে হস্ত শিথিল করিলেন। অন্যে দেশ-হিতেচ্ছায় প্রথমোৎসাহে উৎসাহী হইয়া শেষে চপলতার পরিচয় দিলেন। যাহাহউক অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ নূতন ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের যেরূপ মনোযোগী হওয়া উচিত, তাহার অভাব দেখিয়া আমরা তাঁহাদিগকেই প্রথম দোষী বলিতেছি। বৎসর বৎসর ইনস্পেক্টরগণ নিরাশাজনক রিপোর্ট প্রদান করেন, তথাপিও গবর্ণমেণ্টের ঔদাস্য দূর হয় না। সুতরাং বালিকা বিদ্যালয় সকলের যে দুরবস্থা হইবে তাহা বিস্ময়াবহ নহে। আমরা এখন দেখিতেছি পূর্ব্বস্থাপিত বিদ্যালয় সকল ক্রমে ক্রমে উঠিতেছে, কিন্তু নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের আর তেমন উৎসাহ নাই।

২। জেনেনা মিসন—খৃষ্টীয় শিক্ষয়িত্রীগণ দ্বারা এই কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট এতদুপলক্ষে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন, কিন্তু তদুপযুক্ত ফল হয় কি না, সে পক্ষে আমাদিগের সন্দেহ আছে। আমরা অনেক স্থানে ইহাঁদিগের কার্য্য প্রাণালী দর্শন করিয়া এই সংস্কারারূঢ় হইয়াছি যে ইহাঁদিগের দ্বারা শিক্ষা কার্য্যের উন্নতির আশা করা বৃথা। ইহাঁরা নিজে বাঙ্গালা ভাষায় নিতান্ত অপটু, বাইবেল পড়িতে জানেন এবং ছাত্রীগণকে তাহাই একটু একটু পড়াইতে পারেন। কিন্তু তাহা ধর্ম্মের উদ্দেশে যত, বিদ্যার উদ্দেশে তত নয়। এই জন্য ইহাঁরা অনেক স্থানে ভয়াবহ বলিয়া পরিত্যক্ত হন। ইহাঁদিগের যাহা কিছু আদর, পশমবুনা শিখাইবার জন্য; কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরে তাহা কোন উপকারে আইসে না, তদপেক্ষা সূচী কার্য্য ভালরূপ শিখিলে অনেক মঙ্গল। জেনানা মিসনের কার্য্যের কোন পরীক্ষা হইবার উপায় নাই, শিক্ষয়িত্রীগণ যাহা রিপোর্ট করেন তাহারই উপর নির্ভর করিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি মিসনের উপর একজন ইনস্পেকট্রেস নিয়োগ করিতে পারেন, ইহা দ্বারা কতদূর যথার্থ ফলোদয় হইতেছে, বুঝা যাইতে পারে।

স্ত্রীশিক্ষার অন্য উপায়ের মধ্যে যুবতী বিদ্যালয়, স্ত্রীহিতৈষিণী সভা ও পত্রিকা আমাদিগের দৃষ্টিতে পতিত হয়। যুবতী বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা এত অল্প, যে তাহার স্থায়িত্ব সংশয়ের গর্ভে। আমরা এক কলিকাতায় দেখিতে পাই, যেখানে বিদ্যালয় হউক স্থায়ী ছাত্রীর মধ্যে ৮।১০ টী সর্ব্ব স্থানেই যাতায়াত করেন। বেথুন বিদ্যালয়ের বয়স্কা ছাত্রীর শ্রেণী খুলিলে যাঁহারা গিয়াছিলেন, প্রায় তাঁহারাই ভারত সংস্কারক সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে, তাঁহারাই মিস এক্রয়েডের স্কুলে ছাত্রীত্ব স্বীকার করেন। বস্তুতঃ শ্রেণী বিশেষের অঙ্গনাগণ ভিন্ন, হিন্দু সাধারণ হইতে অদ্যিও এ প্রকার ছাত্রী সংগৃহীত হইতেছে না। সভা দ্বারা যে উপকার তাহা স্থানীয় মাত্র, কিন্তু সেরূপ স্থায়ী কার্য্যকর সভার সংখ্যাই বা

কয়টী? স্ত্রীহিতৈষিণী পত্রিকার মধ্যে বামাবোধিনী ও অবলাবান্ধব এই দুই খানি দেখিতেছি, তদ্দারা কতক পরিমাণে উপকার হইতেছে বটে, কিন্তু তৎপ্রতি গবর্ণমেন্টের কোন সাহায্য দান নাই, দেশীয় সাধারণেরও উৎসাহ দেখা যায় না, এজন্য তাহাদিগের দ্বারা যেরূপ উপকারের সম্ভাবনা তাহা সিদ্ধ হইতেছে না।

আমরা গবর্ণমেণ্টকে পুনর্ব্বার বলি, তাঁহাদিগের প্রজাগণের অর্দ্ধাধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক, তাহাদিগের উন্নতির জন্য কি চিন্তা, কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন? সাধারণ শিক্ষার সমুদ্রে ফেলিয়া রাখিলে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হইবে না। ইহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত চাই। বালিকা বিদ্যালয়ের সংরক্ষণ ও তাহার উৎকর্ষ সাধন সকলের মূল। এখন অধিকাংশ বালিকা বিদ্যালয়ের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহাদিগের স্থায়িত্বের আশা নাই। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট যদি অধিক না পারেন, জেলায় জেলায় সরকারী ব্যয়ে এক একটী আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করুন। যে সকল স্থানে মিউনিসিপ্যালিটী হইয়াছে, তত্রত্য বালিকা বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্দ্ধেক এবং মিউনিসিপ্যালিটী হইতে অর্দ্ধেক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করুন। ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্‌ট এডুকেশনাল কমিটী উপনগরে যেরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, জেলার সকল স্থানে তাহা বিস্তারিত করুন এবং প্রত্যেক জেলা কমিটী এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন। বালিকারা রীতিমত শিক্ষিত হইলে তাহাদিগের মধ্য হইতে ক্রমে ২।৪ জন শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত হইতে পারেন। শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত না হইলে একটু অধিক বয়স পর্য্যন্ত বালিকাদের বিদ্যা শিক্ষার উপায় হইতে পারে না। বালিকা বিদ্যালয় সকলের একটু অধিক আয় না হইলে শিক্ষয়িত্রী নিয়োগেরও সুবিধা হইতে পারে না। স্ত্রীশিক্ষার তত্ত্বাবধান জন্য স্বতন্ত্র ইনস্পেক্টর বা ইনস্পেক্‌ট্রেস সকল নিয়োগ করাও আবশ্যক। স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী পুস্তকেরও নিতান্ত অসদ্ভাব আছে। উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্রীদিগকে অসঙ্কোচে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, এমন পুস্তক দুর্লভ। আমরা এই গুরুতর বিষয়ের সকল বক্তব্য এস্থলে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আশা করি হিতৈষী গবর্ণমেণ্ট এবং বিদ্যোৎসাহী দেশীয় মহোদয়গণ অবিলম্বে এ বিষয়টী বিবেচনা স্থলে গ্রহণ করিবেন এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির উপযোগী উপায় সকল কার্য্যতঃ অবলম্বন করিবেন।

গোবধ নিবারণ।

ভারতবর্ষে গো জাতির প্রতি যেরূপ সমাদর ছিল, এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অধিক কি এদেশীয়েরা গোরুকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া পূজা করিবার বিধি প্রচলিত করিয়াছেন। গো জাতি হইতে যে অশেষ উপকার লাভ হয়, এরূপ ব্যবহার তদভিজ্ঞাপক কৃতজ্ঞতার নিদর্শন। যাহাহউক এদেশে গো জাতির অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছে। আমাদিগের স্মরণ হয়, কিছুদিন পূর্ব্বে ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেব খিদিরপুরের এক গো-বাজারে ক্ষীণাঙ্গ গোরু সকল দেখিয়া আসিয়া এক প্রকাশ্য সভাস্থলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি জন্য গোরুদিগের সবলতা ও পুষ্টিসাধন যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা প্রদর্শন করেন। আমরা এবিষয়ে কি বলিব, বলিতে গেলে অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিতে হয়। ভারতবর্ষে গোখাদকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া প্রতিদিন যে কত গোহত্যা হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এক এক স্থানে এই কার্য্যের জন্য গোরুর আমদানি দেখিয়া গোবংশ যে নির্ব্বংশ হয় নাই, ইহাতেই আমাদিগের আশ্চর্য্য বোধ হয়। যাহাহউক এব্যাপারটী এখন অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এতদ্ভিন্ন গোরুদিগের প্রতি আরো একটী ভয়ঙ্কর অত্যাচার হয়, তাহা নিবারণ গবর্ণমেণ্টের সাধ্যায়ত্ত। মুচীগণ আপনাদিগের ব্যবসায়ের উন্নতি জন্য অনেক স্থানে গোমড়ক উৎপন্ন করিয়া থাকে, এবিষয়ে যে একটী প্রস্তাব আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে গবাদি পশু অতি মারাত্মক নানা রোগে ও বিষপ্রদান কারক মুচিদিগের নিষ্ঠুর হস্তে অকালে নিধন প্রাপ্ত হইতেছে ও তন্নিবন্ধন কৃষিজীবিদিগের জীবনোপায়ের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ গবাদির সংখ্যা যে ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে তদ্বিষয়ে কেহ এইক্ষণে সংশয় করেন না। বিগত ২।৩ বৎসর হইল উহা মহামান্য গবর্ণর জেনরেল বাহাদুরেরও বিলক্ষণরূপে জ্ঞান গোচর হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মহিমবর রাজপ্রতিনিধি মহোদয়ের আজ্ঞানুসারে গবাদির মারাত্মক পীড়া নিবারণোদ্দেশে বহুসংখ্যক পুস্তিকা রাজব্যয়ে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। উক্ত পুস্তকে অনুসন্ধানকারী বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান চিকিৎসকের মত সঙ্কলিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধানে যত দূর জানা গিয়াছে, বোধ হয় অন্যোতর লোকের অনুসন্ধানে ততদূর জানিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে গবর্ণমেণ্টের এতদূর চেষ্টা, এত মনোযোগ বিধানের পরও নিষ্ঠুর মুচিদিগের হস্ত হইতে নিরাশ্রয় গোসকল রক্ষা পাইতেছে না। ধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য একান্ত স্বার্থপর লুব্ধস্বভাব বিষ বিক্রেতাগণ এখনও গোপনে গোপনে তাহাদিগকে বিষ যোগাইতেছে।

এই ময়মন সিংহ জেলায় বিশেষতঃ নসীরাবাদ সহরেই এখনও বাক্‌শক্তি হীন গো জাতির পরম শত্রু বহুসংখ্যক মুচী ও বণিক্‌ বেশধারী বহুসংখ্যক জঘন্য স্বার্থপর বিষবিক্রেতা অবস্থিতি করিতেছে। ইহারা লুব্ধস্বভাব চামড়া বিক্রেতাদিগের সহায়তাবলে গোপনে এই সকল বিপৰ্হিক্ষ

কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। যদি পুলিসের লোককে জিজ্ঞাসা করা যায়, তাঁহারা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইবেন যে এই সকল মুচি অনেকবারই ধৃত হইয়া মধ্যে মধ্যে শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে নির্দ্দোষ কর্ত্তব্য-পরায়ণ পুলিস না হইলে প্রায়ই বিষবিক্রেতা ও মুচিগণ দণ্ডের হাত হইতে এড়াইয়া যায়। সুতরাং প্রকৃত ঘটনা গুলি যথার্থরূপে অবধারিত বা প্রকাশিত হয় না। বিগত ছয় মাস মধ্যে এক সহরের উপরই বিষ খাইয়া ন্যূনাধিক ২৫। ৩০ টী গরু অসময়ে পঞ্চত্ব পাইয়াছে। বিষ দান কালে প্রায়ই মুচিদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না সুতরাং অনেকে বুঝিতে পারে না যে উহা বিষ খাইয়া মরিয়াছে। গবাদির প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিতে অনেকেই অসমর্থ ও অনভিজ্ঞ। সুতরাং অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া উহা পীড়াতেই মরিয়া থাকিবে এই বলিয়া মনকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ দেন।

বণিকগণ দারমোজ সাঁকো ইত্যাদি বিষ বিক্রয় করে এবং মুচিগণ গোপনে উহা লইয়া কদলিপাতে করিয়া কি ঘাসের উপর ছড়াইয়া দিয়া গরুকে খাওয়ায়। তাহাতে বলদ বা গাভীগণের হঠাৎ তলপেটে অত্যন্ত বেদনা হয়, তজ্জন্য পিছনের পা ও শিং দিয়া তলপেটে গুঁতা মারে। মুখ দিয়া ফেণা পড়ে, কখন কখন নাদে ও ধেড়ানী হয় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কমবেশী রক্ত নির্গত হয়। এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত হইয়া সচরাচর সেই চারি ঘণ্টার মধ্যেই মরিয়া যায়। বিষের প্রকার বিশেষে শীঘ্র বা বিলম্বে মরে। এই সহরের অনেক গোস্বামীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে এই কথার সত্যতা নিঃসংশয়িত রূপে সপ্রমাণ হইবে।

এতৎসম্বন্ধে জিলার শান্তিরক্ষক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি বিহিতাদেশ প্রদান পূর্ব্বক আইনানুসারে অপরাধীদিগের কঠিন শাস্তির বিধান করিলেই উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে। যদি মাজিষ্ট্রেট মহোদয় সমুদয় মুচিদিগকে তলব দিয়া মুচলিকা গ্রহণ করেন, ও মুচিগণ যাহার এলাকায় বাস করিতেছে সেই ভূম্যধিকারীকে অপরাধীগণকে ধৃত করিয়া দিতে ও অপরাধ নিবারণ করিতে আইন সঙ্গতরূপে আবদ্ধ করেন তবে সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

অতএব প্রার্থনা যে মান্যবর গবর্ণমেণ্ট গবাদির পীড়ানাশক ঔষধের ব্যবস্থাপূর্ণ বহুসংখ্যক পুস্তক বিতরণ করিয়া যেরূপ নিরাশ্রয় দীন প্রজাদিগের ভূয়িষ্ঠ উপকার সাধন করিতেছেন, তদ্রূপ গোজাতির ও সাধারণ মানবজাতির পরম শত্রু জঘন্য অন্ত্যজদিগের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে বাক্‌শক্তিহীন জীবদিগকে রক্ষা করুন।

নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে সবিনয়ে গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক মহাশয়ের সমীপে প্রার্থনা করা যাইতেছে যে উহার সারাংশ অনুবাদ পূর্ব্বক যেন গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করেন।

২৮ এ ভাদ্র ১২৮১ সাল } গবর্ণমেণ্ট হার্ডিঞ্জ স্কুল ময়মনসিংহ।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কল্পতরু। শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ক্যানিঙ্ লাইব্রেরী শ্রীযোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। কলেজ ষ্ট্রীট।

দ্বিবিধ প্রকরণে আমরা সৌন্দর্য্যের দিকে আকৃষ্ট হই। কখন সৌন্দর্য্যের প্রতিরূপ দেখিয়া তাহার প্রতি মন ধাবিত হয়, কখন কুৎসিতের বীভৎস মূর্ত্তি দেখিয়া তদ্বিপরীত সৌন্দর্য্যের মনোহারিত্ব দর্শনে মন উৎসুক হয়। সংসারে এ দ্বিবিধ প্রকরণই আবশ্যক। সকলেই যে স্বর্গীয় সুখের দিকে চাহিয়া সকল সময় কার্য্য করে এমত নহে, কখন নরকের বীভৎস মূর্ত্তি ভাবিয়াও কুকার্য্য হইতে অবসৃত হয়। আধুনিক ঔপন্যাসিক সাহিত্যে আমরা এই দ্বিবিধ পথই প্রদর্শিত দেখি। এক শ্রেণীর লেখক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি অথবা চিত্র প্রদর্শন করিতেছেন, অপর শ্রেণীস্থ লেখক কুৎসিতকে এপ্রকার ভাবে দেখাইতেছেন যাহাতে তৎপ্রতি মানবের বিরাগ জন্মিতে পারে।

সৌন্দর্য্য চিত্রকারগণের বিষয় এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য নহে। কুৎসিত সচরাচর ত্রিবিধ মূর্ত্তিতে প্রদর্শিত হয় হাস্যজনক (The Laughable), উপহাস বা রহস্যজনক, (The Ludicrous), এবং পরিহাস বা বিদ্রূপজনক (The Ridiculous). প্রত্যাশার সহিত যখন ঘটনার সহসা বৈপরীত্য ঘটে, তখনই হাস্যোৎপাদন হয়, ত্রাসিত বালকেরা মুখস খুলিলেই হাসিয়া ফেলে। যখন সেই বৈপরীত্যে কুৎসিতের আবির্ভাব অনুভব করি, অথবা যখন তাহা ব্যবহার এবং রুচি বহির্ভূত হয়, তখনই রহস্য অথবা কৌতুকের উদয় হয়; বালকেরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদিগের নিকট মুখস লইয়া ভয় দেখাইতে গেলে, তাহারা সেই মুখস ভাঙ্গিয়া দিতে আইসে, যাত্রার কেলুয়া ভুলুয়া দেখিলে কৌতুক জন্মে, বিদেশীর পরিচ্ছদ দেখিয়া আমরা হাসিয়া থাকি। কিন্তু যখন এমত প্রতীতি হয় যে সেই বৈপরীত্য বুদ্ধি অথবা বিবেচনার দোষে উৎপন্ন হইয়াছে, যখন তাহা লোকে জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া সংঘটন করে তখনই আমরা পরিহাস করি; কেহ যদি এদেশে চৈত্র মাসের রৌদ্রে মোটা চাদর গায় দিয়া 'ফিলসফার' সাজিয়া বেড়ান তাঁহাকে আমরা ব্যঙ্গ করি। কুৎসিত এই ত্রিবিধ মূর্ত্তিতে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হয়। সৌন্দর্য্যের আদর্শের সহিত সহসা তুলনা করিয়া আমরা অচিরাৎ হাঁসিয়া ফেলি। হাঁসিলেই ইচ্ছা হয়, ওরূপ না ঘটাই ভাল ছিল। তখন আমাদিগের মনে আবার সৌন্দর্য্যের লালসা উদ্রিক্ত হয়।

মানবের দোষ ভাগকে এই ত্রিবিধ অবস্থায় প্রদর্শন করাই হাস্যরসের লেখকগণের কার্য্য। মানবের ধর্ম্ম ভাবের গৌরব প্রদর্শন করা যেমন এক শ্রেণীর কার্য্য, তাহার অধর্ম্মভাবের হীনতা প্রদর্শন করা অপর শ্রেণীর ব্যবসায়। বঙ্গভাষায় দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাস অতি বিরল। "হুতম প্যাঁচার নক্সা" এবং "হক্ কথা" ঠিক উপন্যাস নহে। "আলালের ঘরের দুলাল" অতি সামান্য। বলিতে গেলে ইন্দ্রনারায়ণ বাবু এই পথের প্রথম পথিক হইলেন। তাঁহার রচনা কৌশল পরম উৎকৃষ্ট না হউক, অপকৃষ্ট নহে। সময়ে এই রচনার পারিপাট্য সাধিত হইতে পারে। কল্পতরু ইন্দ্র বাবুর প্রথম উদ্যম, এ উদ্যমের সম্যক্ সমালোচনা করা আমরা সৎপরামর্শ বিবেচনা করি না। তিনি এই উদ্যমে আমাদিগের নিকট অযোগ্য পাত্র বলিয়া প্রতীত হয়েন নাই, অতএব সাধারণে তিনি আদৃত ও উৎসাহিত হন এই আমাদিগের ইচ্ছা।

২। কাপিল সূত্রং—মহর্ষি কপিলের দর্শন শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলি, তাহার টীকা এবং বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। এই পুস্তক দর্শন শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে উপকারক হইবে। ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ সুপাঠ্য হইয়াছে।

৩। গ্রেট ন্যাসানাল থিয়েটার! সতী কি কলঙ্কিনীর দ্বিতীয় অভিনয় রাত্রি। ১১ই আশ্বিন।

বেঙ্গল থিয়েটরের ন্যায় গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটর স্ত্রীলোক দ্বারা অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। সকল সভ্য সমাজেই নাট্যোল্লিখিত স্ত্রীগণের অভিনয় একণে স্ত্রীজাতি দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। আমরা সেই সভ্য সমাজের অনুরোধেই এ প্রকার অভিনয়কে উত্তম বলিতে পারি না। কিন্তু অভিনয়ে স্ত্রীলোকের অংশ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পন্ন হওয়া স্বাভাবিক এবং অনেক

স্থলে তদ্দ্বারা ধর্ম্মনীতি রক্ষার অধিকতর সহায়তা হইয়া থাকে। আমরা দেখিয়াছি ইংরাজরমণী-দিগের দ্বারা অভিনীত নাটক অংশ সকল দেখিয়া কাহারও মনে কোন নিকৃষ্ট ভাবের সঞ্চার হয় না, বরং ভদ্র স্ত্রীগণ ইহাতে নিবিষ্ট আছেন জানিয়া মনে আরও শ্রদ্ধা ও বিশুদ্ধ ভাবের উদয় হয়। নাটক গুলি ভদ্র রুচি সহকারে সংরচিত হইলে এবং স্ত্রীলোকের অংশ ভদ্রাঙ্গনাগণ দ্বারা অভিনীত হইতে আরম্ভ হইলে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এ দেশে এখনো আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি।

সতী কি কলঙ্কিনীর বিষয়ের প্রতি আমা-দিগের অভিপ্রায় পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছি। কিন্তু অভিনয়ে আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। সঙ্গীত গুলি অতি মধুর। বৃন্দা কিছু নবীন বয়স্কা এবং তত চতুরাও নহে; তদপেক্ষা কমলেকামিনীর বৃন্দা ভাল লাগিয়াছিল। স্ত্রীগণ তত অভিনয়-চতুরা হয় নাই। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া তাহাদিগের প্রথমে কোন আহ্লাদের চিহ্নই প্রকাশ হয় নাই। সখীগণ নৃত্যগীতে অধিকতর মনোহরা হইয়াছিল। স্ত্রীগণের কথাবর্ত্তা তত স্বাভাবিক নহে বলিয়া সুশ্রাব্য হয় নাই, অত্যন্ত অভ্যস্ত বোধ হইল। আয়ানের নিকট প্রতিবেশীর অভিনয় অত্যন্ত হাস্যকর ও নিন্দ-নীয়। অন্যান্য পুরুষের অভিনয় মন্দ হয় নাই।

প্রাপ্ত।

লক্ষ্ণৌ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪।

(১) কিছু কাল হইল "ন্যেসন্যাল ইনষ্টিটিউট" নামক একটী সভা কতকগুলি উৎসাহশীল বঙ্গীয় যুবা দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। ন্যূন্যাধিক ৫০ জন উহার সভ্য ছিলেন। সভ্য মহাশয়দিগের প্রথম কয়েক মাসের কার্য্য দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলাম এবং ভরসা করিয়া-ছিলাম যে এই সভা দ্বারা দেশের বিলক্ষণ উন্নতি হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে উহা অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে সভায় অধিবেশন প্রতি শনিবারে হইত এবং যে সভা হইতে প্রত্যেক মাসে একবার সাধারণ বক্তৃতা হইত, অদ্য ৭।৮ মাস তাহার আর কোন সমাচার নাই। যাহাহউক উহার সম্পাদকদ্বয় উহাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের উচ্চ আশা সকল হয় এই আমাদের প্রার্থনা।

(২) মান্যবর প্রধান কমিসনর সাহেব একটী "এডিটরস্ রুম" স্থাপন করিয়াছেন। এই গৃহে দেশীয় ও ইংরাজি সংবাদ পত্র সমুদায় ও সাধারণের আবশ্যক চিঠি পত্রাদি রাখা হইয়া থাকে। নির্দ্ধারিত দিবসে স্থানীয় সম্পাদকগণ ঐ সকল পাঠ করিতে পারেন। দুঃখের বিষয় আপনার এখানকার সহযোগিদের এত সুবিধা থাকিতেও কোন উন্নতি নাই।

(৩) কলিকাতা হইতে একজন বাঙ্গালি কবিরাজ এখানে আসিয়াছেন। তিনি নানা প্রকার ঔষধি ও তৈলদ্বারা পুরাতন পীড়াক্রান্ত অনেক ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল এখানে অবস্থিতি করেন ইহা সকলেরই বাঞ্ছা।

(৪) সুরাপান—এই বিষয়ে লিখিতে আর আমার মন সরে না, তবে যে লিখিতেছি তাহার কারণ যে যদ্যপি এই সুরাপায়ীদের দুর্দ্দশা দেখিয়া অপর মহাশয়েরা সুরাপানে ক্ষান্ত হন কিম্বা কিয়ৎপরিমাণে সাবধান হন, তাহা হই-লেও যথেষ্ট মঙ্গল। ৫ই সেপ্টেম্বর শনিবার রাত্রে তিনটী মারামারি হইয়া গিয়াছে। প্রথম দুইজন বাবুর ইচ্ছানুযায়ী কোন এক মুসলমান বালক কোন এক দুষ্ক্রিয়া করিতে অস্বীকার করায় তাঁহারা তাহাকে এক চপেটাঘাত করেন। বালক চীৎকার করে এবং সেই কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া তাহার আত্মীয় কুটুম্ব ১০।১৫ জন মুসলমান আসিয়া বাবুদিগকে বিলক্ষণ প্রহার করে। দ্বিতীয়—দুইজন বন্ধু একত্রে মদ খাইতে খাইতে একজন অপর জনের বাটীর পরিবারদের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং গৃহস্বামী ঐ প্রবেশার্থী বন্ধুকে শয্যাশায়ী করিয়াছেন। তৃতীয় এক ব্যক্তি মাতাল হইয়া প্রতিবাসী কোন ভদ্র লোকের উপর অত্যাচার করায় থানায় এক রাত্রি বাস করিয়াছিলেন। এক্ষণে সম্পাদক মহাশয় এই সকল দুষ্কর্ম্মের জন্য সাধারণ বাঙ্গালিকে এদেশীয় লোকেরা অবজ্ঞা ও ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঘৃণা ব্যতীত কি করিবে? তাহারা প্রত্য-হই দেখিতেছে যে বাবুরা রাস্তায় রাস্তায় মাত-লামি করিয়া দাঙ্গা ফেশাদ করিতেছে। কিন্তু সত্যই কি সকল বাঙ্গালি ঐ রকম করিয়া থাকে? কখনই নহে। ইহা কেবল কতকগুলি ষ্টেশনের মহাত্মাদের কার্য্য। এই মহাত্মাদের শাসন করি-বার কোন উপায় নাই, তবে যদ্যপি সমাজ মনোযোগ করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই করিতে পারেন। সমাজচ্যুত হইবার ভয় মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে আছে।

(৫) অযোধ্যা ব্রাহ্মসমাজ গৃহের গাঁথনি গত ১০ ই তারিখে আরম্ভ হইয়াছে, আমি আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনি-য়ার বাবু রামগোপাল সিদ্ধান্ত ঐ গৃহ নির্ম্মাণার্থে এককালীন দান ব্যতীত আরও অনেক সাহায্য করিতেছেন। তিনি ঐ বাটীর নক্সা করিয়া দিয়াছিলেন এবং এক্ষণে স্বয়ং সমস্ত কার্যের তত্ত্বা-বধান করিতেছেন। তাঁহার যে প্রকার অল্প সময় তাহাতে যে তিনি এই মহৎ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বাস্ত-বিক রামগোপাল বাবু লক্ষ্ণৌএর একটী রত্নস্বরূপ, তাঁহার দয়া, ধৈর্য্য, দান দেখিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। ঈশ্বর করুন এই মহাত্মা দীর্ঘায়ু হউন।

(৬) এখানে কোন এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান জালকরার মোকর্দ্দমায় পড়িয়াছিলেন এবং শুনি-লাম তাঁহার ঐ দোষ প্রমাণ হওয়ায় ৬ বৎসর কারাদণ্ড বিধান হইয়াছে।

(৭) বৃষ্টি এত অধিক হইয়াছে ও হইতেছে যে ক্রমে অমঙ্গল ঘটিতেছে। শস্যের যদিচ বিশেষ হানি হয় নাই, বহুসংখ্যক বাটী পতিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে অনেক প্রাণীও নষ্ট হইয়াছে। এমন মহলা নাই যে স্থান হইতে ৪।৫ টা মৃত্যু সমাচার না পাওয়া গিয়াছে। সে দিবস এক কলুর দুই বর্ষীয় বালক আমাদের চক্ষের সম্মুখে মারা পড়িল। বালকটীর মাতা তাহাকে গৃহের এক পার্শ্বে শয়ন করাইয়া অপর পার্শ্বে কাজ কর্ম্ম করিতেছিল এমত সময়ে ছাদের এক কোণ ভাঙ্গিয়া যেমত বালকটীর মস্তকে পতিত হইল অমনি তাহার মৃত্যু হইল। গোমতী নদীর জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার স্রোতে ইতিমধ্যে এক খানি নৌকা বালুচড় হইয়াছে। কানপুরেও গঙ্গা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। পলটুন ব্রিজে যাইতে হইলে একগলা জল ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়।

(৮) আউড এবং রোহিল খণ্ড রেলওয়ের শাজহানপুর হইতে লক্ষ্ণৌয়ে যে গাড়ি প্রাতঃকালে আইসে, তাহা গত ১২ই সেপ্টেম্বর শনিবার তারিখে আসিতে পারে নাই তাহার কারণ যে তিলহর ও খজির মধ্যবর্ত্তী স্থানের অর্থাৎ ৩০ মাইলের রেল ১৮ ইঞ্চ পরিমাণ জলে মগ্ন ছিল। ঐ জল এ পর্য্যন্ত শুষ্ক হয় নাই এজন্য গাড়ি আসিবার বন্দোবস্ত জন্য প্রকার হইয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানির এই ঘটনায় শিক্ষা পাওয়া উচিত এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এ প্রকার না হয় তাহার

উপায় করাও উচিত। একেত বেরিলি হইতে বেনারস পর্য্যন্ত যাইতে হইলে দুই রাত্রি ২ দিবস লাগে বলিয়া লোকে অল্প যাতায়াত করে, তাহাতে আবার মধ্যে মধ্যে এমন ঘটনা ঘটিলে লোকে একেবারে যাইবে না। কোম্পানি সাধারণের সুখ ও সচ্ছন্দতা পরিবর্দ্ধন করিতে যত সক্ষম হইবেন ততই তাঁহাদের আয় হইবে। যাহাহউক এজেণ্ট সাহেবের যে এ বিষয়ে কোন ত্রুটি নাই তাহা দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত আছি।

(৯) এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার এ, এস, ওয়েরিং সাহেব নবাবগঞ্জে বদলি হইয়াছেন। তাঁহার জন্য তাঁহার আফিসের সমস্ত লোক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। আমি শুনিলাম যে এই ব্যক্তির মত দয়ালু সাহেব খুব কম আছে। তাঁহার সাধারণ কর্ম্ম সম্বন্ধীয় চরিত্র নিষ্কলঙ্ক।

(১০) সাহেব মণ্ডলীর আমোদ প্রমোদ প্রায় প্রত্যহই হইয়া থাকে। কিছুদিন হইল ঘোড় দৌড় হইয়া গিয়াছে, মধ্যে গোমতীতে বাচ্ খেলা হইয়াছিল এবং আপাততঃ সেণ্ট লেজের সুইপ, দশ জনের টাকা ফাঁকি দিয়া একজনকে রাতারাতি বড়মানুষ করিবার উপায় ইহা অপেক্ষা সুখের আর কিছুই নাই। গবর্ণমেণ্ট কেন যে এই সভ্য জুয়া খেলায় বাধা দেন না আমরা বুঝিতে পারি না।

(১১) দুর্গোৎসবের বড় ধুম লাগিয়া গিয়াছে। সকল বাঙ্গালি বাবু একত্রিত হইয়া একটী চাঁদা তুলিয়া বারয়ারি পূজা করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের এক দিনের মধ্যে ৩০০ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, এবং বোধ হয় অল্প কাল মধ্যেই ৬০০। ৭০০ টাকা হইবে। হিন্দুদিগের মধ্যে আজ কাল ধর্ম্মের যে রকম গতিক তাহাতে যে এতদূর উৎসাহ হইয়াছে বড় সুখের বিষয়। কথায় বলে 'নেই মামার চাইতে কাণা মামা ভাল' তেমনি না হিন্দু না খৃষ্টান না ব্রাহ্ম না মুসলমান অপেক্ষা যুবক দলের একটা ধর্ম্মের উপর যে বিশ্বাস হয় সে ভাল। কিন্তু এই উপলক্ষে একটী কথা বলিতে চাই। এত কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া চাঁদা উঠাইয়া শেষে যেন ভাঁড়ের দল, ইন্দ্র সভা ও নর্ত্তকীদের পেটভরাণ না হয়।

(১২) কতকগুলি বঙ্গীয় যুবা একটী যাত্রার দল করিবেন স্থির সংকল্প হইয়াছেন। আমাদের দেশের সঙ্গীতের যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে এ বিষয়ের যত টুকু উন্নতি চেষ্টা হয় তত টুকুই ভাল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, যে পালা (বিদ্যাসুন্দর) ইঁহারা মনস্থ করিয়াছেন, তাহা সাধারণের রুচিজনক নহে।

সংবাদাবলী

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রের সাপ্তাহিক রিপোর্ট, সংবাদপত্র সম্পাদকদিগকে আর দিবেন না, এই বিজ্ঞাপন প্রচারকরাতে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলিয়াছেন "এই নিয়ম দ্বারা সাধারণ লোকে আর বাঙ্গলা সংবাদপত্রে এদেশীয়দিগের মত জানিতে পারিবে না। এমন অনেক বিষয় বাঙ্গলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, যাহা ইউরোপীয় ভদ্রলোক মাত্রেরই জানা নিতান্ত কর্ত্তব্য এবং তাহা জানিলে এদেশীয়পত্রের সহিত ইংরাজী সংবাদপত্রের যোগ স্থাপনের এক মাত্র উপায় এই রিপোর্ট। গবর্ণমেণ্ট এতাবৎ কাল এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছিলেন, এবং কি জন্যই বা এখন ইহা হইতে সকলকে বঞ্চিত করিলেন বলিতে পারি না। এ নিয়ম দ্বারা এই হইল যে আলোক এবং নিশ্চয়তার স্থলে অন্ধকার এবং সন্দেহ বিদ্যমান থাকিবে। সার রিচার্ড টেম্পল মনে করিলেন আমি উত্তমই করিয়াছি, কিন্তু সাধারণ লোকের যে সমূহ কষ্ট হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।" ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এদেশবাসীদিগের বন্ধুর ন্যায় কথা বলিয়াছেন। আমরা আশা করি অন্যান্য ইংরাজী পত্র সম্পাদকগণ এইরূপ অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন।

বঙ্গদেশে ইউরোপীয় মহলে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। এই সে দিন মিয়ার্স সাহেবের মুক্তির জন্য তাঁহারা একত্র হইলেন। আবার দেখিতে দেখিতে আর একজন চা-কর নৃশংস হত্যাপরাধে হাইকোর্টে আনীত হয়। ইঁহার নাম ষ্টিবেন্স সাহেব। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারে নাকি এই মহাত্মা নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন।

গত দুর্ভিক্ষ রিপোর্ট পাঠে জানা যায় ক্রমশঃ দাতব্য রিলিফ কার্য্যে লোক কমিতেছে। ১৭ ই সেপ্টেম্বরে যে পক্ষের শেষ হয় সেই পক্ষে ৬২৫,২৫২ ব্যক্তি রিলিফ প্রাপ্ত হয়, ইহার পূর্ব্ব পক্ষে ৬৪৭,৫৫০ ব্যক্তি ছিল। রাজসাহী, ছোটনাগপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে কমিয়াছে; কিন্তু পাটনা ও ভাগলপুরে অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। সারণ, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমে ক্রমশঃই কষ্টের বৃদ্ধি দেখা যায়। বঙ্গদেশ এবং বিহারে শস্যের অবস্থা আশাপ্রদ। বর্দ্ধমান বিভাগে কতক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এখানে শস্যের অবস্থা ভাল নহে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া একটী প্রস্তাবে লিখিয়াছেন আসামে এত সুবর্ণ পাওয়া যাইত, এক্ষণে সেই সুবর্ণ কোথায় লোপ পাইল? আমরা বলি, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের উপর কর স্থাপনে যত অনুরক্ত, মূল্যবান্ পদার্থ অনুসন্ধানে তত নহেন।

গত সপ্তাহের পূর্ব্ব সপ্তাহে শুক্রবার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর টেম্পল সাহেব হুগলী প্রদেশ পরিদর্শন করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে গমন করিয়াছেন। রাজ্যের নানা স্থান এরূপে পরিদর্শন করা শাসনকর্ত্তার পক্ষে অতীব প্রশংসনীয়।

গত বৎসর বঙ্গদেশে সাধারণ উপকারার্থে ১ টী কার্য্য ১৫০ ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়। ইহাদিগের মধ্যে ময়মনসিংহের জমীদার বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য প্রায় ৬০,০০০ সহস্র টাকা ব্যয় করেন। বর্দ্ধমান প্রদেশের বাবু বিশ্বেশ্বর মালিয়া এবং নদীয়ার বাবু নফরচন্দ্র পাল ৭৫০০ টাকা এবং ১০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। বঙ্গদেশের অন্যান্য জমীদার ইঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন।

কিছুদিন হইল বরাহনগরে একটী নৃশংস ব্যাপার সংঘটিত হইয়া যায়। স্থানীয় একটী কল হইতে প্রায় প্রত্যহই উষ্ণ জল বহির্গত হইয়া নর্দ্দমায় পতিত হইত। অনেকেই ইহাতে পতিত হইতে হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সম্প্রতি অনভিজ্ঞ একটী বালক খেলাইতে খেলাইতে উহার নিকট যায় এবং উষ্ণ জল লাগিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কর্ত্তৃপক্ষদিগের এবিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখা উচিত।

গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে সিকিমে ২০০০ একর ভূমিতে সিনকোনার চাষ করিয়াছেন। প্রায় ২৪৭,০০০ বৃক্ষ সক্সিরুব্রা জাতীয় এবং ১২২,০০০ কালিশয়া জাতীয় গত বৎসর রোপিত হয়। অতি শীঘ্রই বৃক্ষির শেষ হওয়াতে এইরূপ কৃতার্থতা লাভ হইয়াছে। এই সকল বৃক্ষ হইতে অধিক পরিমাণে সিনকোনা বার্ক হইবার সম্ভাবনা এবং ইহা হইতেই অতি উৎকৃষ্টতর কুইনাইন প্রস্তুত হইবে।

প্যারীচরণ দাস নামক যে ব্যক্তি সার্কাসের হত্যাপরাধে হাইকোর্টে নীত হয়, তাহার তিন মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। উক্ত ব্যক্তি ৪ টী অপরাধে অভিযুক্ত হয়। তন্মধ্যে গুরুতর আঘাতের নিমিত্ত উহার দণ্ড হইয়াছে। প্যারীর পক্ষে অনেকেই দয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সার রিচার্ড টেম্পল আর একটী কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়া সকলের যশোভাজন হইয়াছেন। বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের অনু-

যোধে সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল বাবু প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারীকে এডুকেশন্যাল সার্ব্বিসের ৪র্থ শ্রেণীতে উন্নত করিয়া দিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বেতন ৩০০ হইতে ৫০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রসন্ন বাবু অতি যোগ্য ব্যক্তি, ইঁহার এরূপ উন্নতি সকলের আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম লেপ্টনণ্ট গবর্ণর অনুমতি করিয়াছেন, যে রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরকে দেওয়ানি আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে না।

নেপালের সেনাপতি সার সালার জঙ্গ আগামী শীত কালে কলিকাতায় আসিবেন।

নেপাল হইতে কতকগুলি দস্যু আসিয়া নেপাল সীমান্বিত দেশ সকলের চা ক্ষেত্রে পতিত হইয়া অত্যন্ত উপদ্রব করিতেছে। উহাদিগের মধ্যে অনেকগুলিকে দার্জ্জিলিঙে প্রেরণ করা হইয়াছে। দস্যুদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলে যে সে নেপাল সেনাদলের একজন কর্ণেল ছিল। কর্ণেলেরই এই কাজ বটে !!

নীলকর মিয়র্স একজন ধনী লোক, তাঁহার জন্য চাঁদা তোলা হইতেছে কেন, আমরা ভাবিয়া পাই নাই। শুনা গেল তাঁহার কারা মুক্তি হইলে তাঁহার বন্ধুগণ এই টাকায় তাঁহাকে একটী খানা দিবেন। রাজদ্বারে তাঁহার যে পরিমাণে অবমাননা হইয়াছে, যে কোন প্রকারে তাহার পূরণ করা অবশ্য বন্ধুগণের কর্ত্তব্য।

সাপ্তাহিক সমাচার বলেন যে, নড়ালের বাবুরা তাঁহাদের রথের পুনর্নির্ম্মাণ কালে অশ্লীল মূর্ত্তি সকলের পরিবর্ত্তে নানাবিধ দেব মূর্ত্তি খোদিত করাইয়াছেন। অন্যান্য রথাধ্যক্ষগণ এই সাধু দৃষ্টান্তের অনুকরণ করুন। আমরা সাপ্তাহিকের সহিত একমত হইয়া বলিতেছি দেশীয় লোকদের এরূপ রুচি পরিবর্ত্তনই প্রকৃত সংস্কারের মূল।

ইংলিশমান সম্প্রতি শুনিয়াছেন কোন নীলকর একজন চৌকীদারকে পদাঘাতে বধ করিয়াছেন। মিয়র্সের বিচারে কত মহা পুরুষ বাহির হইয়া পড়িতেছেন।

উত্তর পশ্চিম।

কানপুরের নিকট গঙ্গার যে পণ্টুন সেতু আছে তাহা পুনরায় বাণিজ্যার্থ খোলা হইয়াছে।

শুনা গেল টুইস্ মেমোরিয়াল ফণ্ডে ১০ টাকা উঠিয়াছে।

গণনা করা হইয়াছে যে কামায়ুন এবং গাড়োয়ালের চা ক্ষেত্রে এবার ৪০০,০০০ পাউণ্ড চা জন্মিবার সম্ভাবনা।

কোন দুষ্ট ব্যক্তি হজরথগঞ্জের একটী বাটী হইতে "ভাড়া দেওয়া যাইবে" এইরূপ লিখিত একটী ফলক তুলিয়া তত্রত্য রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জার সম্মুখে বসাইয়া দিয়াছিল। কি উৎপাত!

গত বৎসর মিরটে দুইটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটীতে ১৫। ১৬ জন একত্র হইয়া গ্রাম লুণ্ঠন করে, একটী ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং ৫৮৯৮ টাকার জিনিষ পত্র লইয়া পলাইয়া যায়। সৌভাগ্য ক্রমে ইহাদিগের অধ্যক্ষ বিখ্যাত ডাকাইত বন্দধৃত হইয়াছে। বুলান্দ সহরে ৪ টী ডাকাইতি হইয়াছে। মথুরাতেও ৪ টী এবং ফতেগড়ে একটী হইয়া গিয়াছে। উত্তর পশ্চিমে এত ডাকাইতির প্রাদুর্ভাবের কারণ কি? ষ্ট্রাচি সাহেবের পুলিসের নূতন ব্যবস্থা নাকি?

ইনল্যাণ্ড কষ্টম্‌স ডিপার্টমেণ্টের কারামত আলি নামক একজন কর্ম্মচারী '৫৭ অব্দের বিদ্রোহে ফতেগড়ে অনেক ইউরোপীয়কে বিনাশ করিয়াছিল বলিয়া উহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ টাইম্‌সে লিখিত হইয়াছে এক দিন খাজিপুরের একটী জলাশয়ে দুইটী বালিকা স্নান করিতে গিয়া হঠাৎ উভয়েই গভীর জলমধ্যে মগ্ন হইয়া যায়। ইহাদিগের ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া রেঃ ফ্রিমান্‌সের বাগানের এক জন দেশীয় খৃষ্টান বালক দৌড়িয়া গিয়া উহাদিগকে উত্তোলন করে। দুঃখের বিষয় উহাদিগের মধ্যে একটীর মৃত্যু হইয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত বালককে ২০০ টাকা পুরস্কার এবং পুলিষের কনষ্টেবল করিয়া দিয়াছেন।

দিল্লী নগরে জনরব এই যে দিল্লীর রাজপুত্র মির্জ্জা কোয়াবাস এবং তাহার ভ্রাতস্পুত্র মির্জ্জা আবদুল্লা এক্ষণে উদয়পুরে বিচারাধীনে আছেন। মির্জ্জা কোয়াবাস গত বিদ্রোহের এক রেজিমেণ্টের কর্ণেল এবং মির্জ্জা আবদুল্লা মিরাটে যে বিদ্রোহ হয়, তাহার কর্ণেল রূপে নিযুক্ত হন। উভয়ে ইংরাজদিগের বিপক্ষে নাফাজ গড়ে যুদ্ধ করেন এবং উভয়েই নিকলসনের দ্বারা পরাভূত হন।

মান্দ্রাজ।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি মছলিপটামে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং বালিকাগণ উত্তম রূপ শিক্ষা লাভ করিতেছে।

কয়েম্বাটোরে পুনর্ব্বার ১৫ টী হস্তী ধৃত করা হইয়াছে।

তিনজন ইংরাজ যুবা নেলোরে শিকার করিতে বহির্গত হয়। তন্মধ্যে ফ্রিয়ার নামক একজন ওয়েষ্ট নামে আর একজনকে হঠাৎ গুলি করে। গুলি তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়াছে।

শুনাগেল সম্প্রতি মান্দ্রাজ সেনাদলের একজন সৈনিক আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল বলিয়া ধৃত হইয়াছে।

আমাদিগের শ্রীরামপুরস্থ সহযোগী লিখিয়াছেন আর্কটে এক জুয়াচোর অধিবাসীদিগের অনেক ধন আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। একদিন সেই ব্যক্তি হঠাৎ উপস্থিত হইয়া আপনাকে রেবেনিউ সর্ব্বে ডিপার্টমেণ্টের একজন ডেপুটী ইনস্পেক্টর বলিয়া পরিচয় দেয়। তত্রত্য একজন তহশীলদার সত্য বিবেচনা করিয়া তাহার হিসাব পত্র আনয়ন করিয়া তাহার হস্তে অর্পণ করে। পরে সেই জুয়াচোর একটী আপিষ খুলিয়া চাকর পেয়াদা কেরাণী নিযুক্ত করিল এবং নিকটস্থ অনেক মহাজনের নিকট হইতে টাকা ঋণ করিতে লাগিল। কিছু দিন এইরূপ করিয়া পরে চম্পট দিয়াছে।

কান্দির মাজিষ্ট্রেট একজনকে ৩ মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ্ দেন। ইতিমধ্যে সেই ব্যক্তি একখানি চেয়ার ছুড়িয়া মাজিষ্ট্রেটকে আঘাত করে, কিন্তু তাঁহার কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

বোম্বাই।

বোম্বাই নগরের নাম মোম্বা দেবীর মন্দির হইতে উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে ইহাকে মোম্বাইন্ বলা হইত। ১৬৬৮ খৃঃঅব্দে পোর্টুগালের রাজা ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ এই দ্বীপ প্রদান করেন। ১৬৬১ অব্দের জুন মাসে যে সন্ধি স্থাপিত হয় তাহাতে এই দ্বীপকে বোম্বাইম নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। অনেকে বলেন ৫০০ বৎসর গত হইল মঙ্গা নামক এখানকার আদিম নিবাসী এক জন কুলি মোম্বাদেবীর মন্দির স্থাপন করে, তাহাতেই ইহার নাম মোম্বাই কিম্বা ইহার পরিবর্ত্তে বোম্বাই নাম হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা বোম্বাইর একটী পরিষ্কার ইতিবৃত্ত মোম্বাদেবী মাহাত্ম্য নামক প্রাকৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ খানিতে লেখা আছে পূর্ব্বে বোম্বাই দ্বীপে মোম্বারাক নামে একজন নৃশংস রাক্ষস বাস করিত। মোম্বারাক নিজ তপোবলে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া অমর এবং যুদ্ধে বিজয়ী হইবার বর প্রাপ্ত হয়। উক্ত রূপ বর প্রাপ্ত হইয়া সগর্ব্বে বেড়াইতে লাগিল, সকলকে পরাজয় করিতে আরম্ভ করিল এবং আপামর সর্ব্ব সাধা-

রগকে অত্যন্ত অত্যাচারে পীড়িত করিতে লাগিল। উহাতে সমুদায় দেবগণ একত্র হইয়া তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য একটী দেবীকে প্রেরণ করিলেন। দেবী কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া উক্ত দুরাত্মা তাঁহার শরণ লইল। দেবী উহাকে বর লইতে বলিলেন। মোম্বারক এই বর চাহিল যে দুই জনের নামে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক। তাহাতেই মন্দিরের নাম মোম্বাদেবী হইল। মোম্বারক এবং দেবী এই দুইটীর মিশ্রিত মোম্বাদেবী নামে মন্দির হইতে এই নগরটীকে মোম্বাই কিম্বা বোম্বাই বলা হয়। অনেকে অনুমান করেন, এই মোম্বারক দিল্লীশ্বর প্রথম মবারক ইনি হিন্দুধর্ম্মের উপর বিশেষ অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে রাক্ষস মোম্বারক বলা হইত।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সামুদ্রিক বিভাগের কন্‌সল্টিং ইঞ্জিনিয়ার কাপ্তেন বায়থেসি সাহেব বোম্বাইর বন্দর এবং দুর্গ উত্তমরূপ পরীক্ষা করিতেছেন।

স্থানীয় আর্ট স্কুলে এক্ষণে প্রায় ৯০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে।

উপর সিন্ধু প্রদেশে ১০।১২ জন দস্যু একত্র হইয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিজ্ঞা করে যে তাহারা ভারত সীমাস্থিত প্রদেশ সমূহের উপদ্রব থামাইবে। কিন্তু নিজেরাই আবার উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। শুনাগেল ইহাদিগকে ধৃত করা হইয়াছে।

ইউরোপ।

মার্শাল বেজেনের পলায়নের যাহারা সহকারী বলিয়া ধৃত হয় তাহাদিগের বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। কর্ণেল ভিলেট এবং এম, প্লান্টিনকে ৬ মাস কারাবাস দণ্ড দেওয়া হইয়াছে এবং আর দুইজনকে অল্প পরিমাণে শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে।

সংবাদ আসিয়াছে জর্ম্মণেরা শ্লেশউইগ হইতে অনেক দিনামারকে তাড়াইয়া দিয়াছে। ডেন্মার্কে ও জর্ম্মণিতে বুঝি গোলযোগ বাঁধে।

আগষ্ট মাসের ফ্রেজর মেগেজিনে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে সকল নাটক সেক্সপিয়ার প্রণীত বলিয়া গ্রহণ করা হয়, বাস্তবিক সে সমুদায় লর্ড বেকনের কৃত। ইনি নাকি ইহা বিশেষ রূপ প্রমাণ করিয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয়, ইংরাজী ইতিহাস সকলি মিথ্যা।

মার্শাল ম্যাকমাহন ব্রিটনির মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তত্রত্য অধিবাসিগণ তাঁহাকে তত সমাদরে গ্রহণ করিতেছে না, কারণ তাহারা ম্যাকমাহনকে, তৃতীয় নেপোলিয়ান মনে করে। উহারা বলে যে তৃতীয় নেপোলিয়ানের মৃত্যু সংবাদ তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য প্রচার করা হইয়াছে। ফরাসীদিগের মধ্যে এমন বর্ব্বর আছে!!

মার্শাল বেজেন এক্ষণে স্পা নগরে সুস্থ হইতে গিয়াছেন?

এট্‌না পর্ব্বতের অগ্নুৎপাত প্রায় ৩।৪ মাস কাল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। নিকটস্থ দেশসকলের অধিবাসিগণ দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন-পর হইয়াছে।

আগামী ৮ই অক্টোবরে পিও কোম্পানির জাহাজে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষে আগমন করিবেন:—অনরেবল এফ জি, বেরিং, মিস বেরিং এবং মিস্ ফোক্স।

ক্ষিপ্ত শৃগাল কুক্কুরে দংশন করিলে প্রায়ই লোকে আরাম হয় না। কিন্তু এক জন বৃদ্ধ জর্ম্মণ তাহার উত্তম ঔষধ জানিতেন। তিনি মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছেন, এই মহোপকারী ঔষধটী এত দিন আমার মনে মনে ছিল, ইহা আমার সহিত কবরস্থ হয়, তাহা আমার আর ইচ্ছা নহে, সকলের ইহা জানিয়া রাখা উচিত। দংশনের পর যত শীঘ্র সম্ভব হয়, উষ্ণ বিনিগার ও উষ্ণ জলে ক্ষত স্থান প্রক্ষালন করিবে, তাহা শুষ্ক হইলে কয়েক বিন্দু মিউরিয়াটিক এসিড ক্ষত মুখে নিক্ষেপ করিবে, তাহা হইলেই নিঃসন্দেহ আরাম। ভবিষ্যতের জন্যও কোনো ভয় থাকিবে না। প্র।

আমাদিগের নব সহযোগী প্রতিধ্বনি এডিনবরাস্থ এক বন্ধুর পত্রে তত্রত্য ভদ্র লোকদিগের বঙ্গদেশের প্রতি আশ্চর্য্য সহানুভূতির কথা অবগত হইয়াছেন। এক ভদ্র পরিবারের শিশুরা বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের কথা শুনিয়া এক দিন গৃহিণীকে এই কথা বলে যে, যত দিন বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ থাকিবে আমরা চার সঙ্গে চিনি খাইব না; এই চিনির পয়সা দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ দান করিব। তদবধি ইহাদিগের চিনি খাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ চিনির পয়সা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোকদিগের সাহায্যার্থ দেওয়া হইতেছে।

বিবিধ।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন গত বৎসর ভারতবর্ষ চীন এবং ব্রিটিষ ওয়েষ্ট ইণ্ডিসের মধ্যে প্রায় ৬০ খানি জাহাজ গতায়াত করিয়াছে। প্রায় ২৭০৮৬ কুলি লোক ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়াতে গমন করিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ১৭৬ টীর জন্ম এবং ১১৬২ টীর মৃত্যু হইয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যে অধিকাংশই ব্রিটিষ গায়েনাতে, ৭২০৯ জন ত্রিনিদাদে, এবং ৩৯১০ জন জামেকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। চীনদেশ হইতে একখানি জাহাজ ৩৮৮ জন কুলি সমেত গায়েনাতে গমন করিয়াছে।

দুইজন ইয়ারখন্দ দেশীয় বণিক এক্ষণে লে নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে এক্ষণে পূর্ব্ব তুর্কি স্থানে কোন গোলযোগ নাই। চীনদিগের কোন উৎপাতের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। দুইজন রুসীয় বণিক যাকুব বেগের রাজধানীতে বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছেন।

গণ্ডল রাজ্যে একজন মুসলমান পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নির্দ্দোষী ব্যক্তিদিগকে যন্ত্রণা দিয়াছিল বলিয়া তাহার ১৮ মাস কারাবাস এবং ৫০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

বিঙ্গাহাম নামক একজন আমেরিকান পুরোহিত জাপানে অবস্থিতি করিতেছেন। ফিলাডেলফিয়া নগরে ১৮৭৬ অব্দে যে মেলা হইবে, তথায় জাপানজাত দ্রব্য সমূহ যাহাতে অধিক পরিমাণে যায়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে ইনি মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন। জাপানদেশীয় অনেক পরিবার তথায় গমন করিবেন এবং এই সুযোগে তাঁহারা ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ দর্শন করিতে পারিবেন।

প্রেরিত।

চট্টগ্রামের সৌভাগ্য।

১। শুভক্ষণে মাননীয় ভূতপূর্ব্ব ডেঃ ইঃ শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন এদেশে নর্ম্মাল স্কুল সংস্থাপনে মনোযোগী হন, এবং তাঁহারই যত্ন বাহুল্যে মহেন্দ্র ক্ষণেই শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেশ্বর গুপ্ত এদেশে পদার্পণ করেন। নর্ম্মাল স্কুলের সহিত এদেশটী উক্ত সদাশয় মহোদয় দ্বয়েরও নিকট বহুল পরিমাণে উপকৃত হইয়াছে। একদিকে রাজেশ্বর বাবুর শিক্ষা কৌশলে ও যত্ন প্রাচুর্য্যে বৎসর বৎসর কয়েক জন করিয়া দেশীয় ছাত্র নর্ম্মাল স্কুল হইতে যথানিয়মে বাহির হইতে লাগিল, অপর দিকে আবার সেই সকল ছাত্রই ভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান ডেঃ ইঃ বাবুর ন্যায়বিচারে স্বদেশীয় শিক্ষা বিভাগে (সর্ব্বত্র নহে) কার্য্য পাইতে লাগিলেন, যতই দেশীয় শিক্ষকগণ শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, ততই দেশের সৌভাগ্যোদয় হইতে লাগিল।

২। ইতিপূর্ব্বে যে সকল স্থানে বালিকা বিদ্যালয়ের নাম মাত্র ছিল না, যে চট্টগ্রামবাসিগণ স্ত্রী শিক্ষার নাম শুনিলেই "অগ্নিশর্ম্মা" হইয়া উঠিতেন, কিছুদিনের মধ্যে কয়েক জন দেশহিতৈষী দেশীয় ভ্রাতার যত্নে সেই সকল ভ্রম প্রমাদসঙ্কুল স্থানেই কয়েকটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ন্যূন কল্পে ১৪।১৫ হইতে ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ১৯।২০। তিন টী বিদ্যালয় ডেঃ ইঃ বাবুর যত্নে আমাদের সদাশয় প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভ করিয়াছে। আমরা ভরসা করি ডেঃ ইঃ বাবু এইরূপ আরো কয়েকটী বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য আনাইয়া দিয়া চট্টগ্রামের স্ত্রী শিক্ষা বিভাগে চিরস্মরণীয় হইবেন।

অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় এই সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় ত্রয়ের অন্যতমটীর শিক্ষাকার্য্য সম্পাদনার্থ একজন দেশীয় শিক্ষায়িত্রীও পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য সমুদায় বালিকা বিদ্যালয় অপেক্ষা এইটীতে শিক্ষাও অধিক দূর সম্পন্ন হইয়াছে। এদেশীয় ভদ্র পরিবারে গৃহশিক্ষাও বহুল পরিমাণে আরম্ভ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখন ঈশ্বর প্রসাদে এই আদর্শ বিদ্যালয় গুলি চিরস্থায়ী হউক, এবং শুভফলপ্রসব করিয়া জন সাধারণের হৃদয়কে জাগ্রত করুক এই আমাদের প্রার্থনা।

৩। মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদ পত্রিকা প্রভৃতি দেশ হিতসাধক বিষয়ের জন্য বহুদিবসাবধি বিদেশীয় বন্ধু বিশেষতঃ মহাত্

গুপ্ত যেরূপ যত্ন করিতেছেন, দেশীয় অনেকানেক মহোদয়গণ যদি তাহার শতাংশের একাংশ করিতেন, তাহা হইলে এতদিনে সেই সুমহৎ কার্য্য গুলি সম্পন্ন হইয়া জন সাধারণের হিতসাধন করিতে থাকিত সন্দেহ নাই। রাজেশ্বর বাবুর যত্ন প্রাচুর্য্যে ছাপাযন্ত্রের জন্য কতকগুলি টাকাও সংগৃহীত হইয়াছে। দেশীয় প্রধান প্রধান ধনী ভদ্রলোকদিগের মনোযোগ হইলে অবশিষ্ট টাকাও সংগৃহীত হইতে পারে। দুঃখের বিষয়—প্রাচীন ধনিগণের বিশেষতঃ, নব্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সমুন্নত মহোদয়গণের (যাঁহাদের নিকট হইতে দেশের উপকারের প্রত্যাশা করা হয়) তাদৃশ মনোযোগ নাই। সুতরাং মুদ্রাযন্ত্রের চেষ্টাও এক প্রকার স্থগিত আছে।

৪। একখানি সংবাদ পত্রের জন্য বহুদিবস হইতে প্রস্তাব চলিতেছে, কিন্তু, দুর্ভাগ্য বশতঃ যাঁহারা সুলেখক বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত, তাঁহারা দেশ হিতের জন্য কথঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিতে আপনাদিগকে পরিশ্রান্ত মনে করিতেছেন, এইরূপ স্থলে দেশীয় মহোদয়গণের পরাঙ্মুখ হওয়া দেশের দুর্ভাগ্য ও অনুন্নতির কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

৫। প্রধানতম ডাক্তার মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি মহাশয়ের এদেশে আগমন এদেশীয়দের সৌভাগ্যের কারণ বলিতে হইবে। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে ইহাঁহইতে দেশীয়গণ আশানুরূপ ফল পাইতে পারিবেন।

৬। চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজ, গৃহটী এবার অনেক দিনের পর প্রস্তুত হইয়াছে। স্থান ও গৃহ দুইই পূর্ব্বাপেক্ষা অতি মনোরম হইয়াছে। ১৬ ই আগষ্ট রবিবার এ গৃহে প্রথম উপাসনা হয়। ১০ জন মাত্র উপাসক উপস্থিত ছিলেন। উপাসনা অতি মধুর ভাবে হইয়াছিল। উক্ত ১০ জনের মধ্যে চট্টগ্রাম নিবাসী একজন। এ দেশে ব্রাহ্ম সংখ্যা যে এত কম তাহা নহে, দুর্ভাগ্য বশতঃ সমাজ এ দেশীয় ব্রাহ্মমণ্ডলীর, মুখ দেখিতে পারে না। যাঁহারা রক্ষক তাঁহারা ভক্ষক হইলে কে রক্ষা করিবে? যাঁহারা দয়াময় ঈশ্বরের নিকট হইতে এই গুরুতর ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের একটু মনোযোগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৭। বিগত কয়েক দিন এ স্থানে, যথোপযুক্ত বৃষ্টি হইয়াছে। আউস ধান্য আশানুরূপ হইয়াছে। শালি ধান্যও যথোপযুক্ত হওয়া সম্ভব। বর্ত্তমান সময়ে তাহার গতিক বড় মন্দ নহে। কিন্তু ধান, চাউলের দর পূর্ব্বাপেক্ষা শস্তা হয় নাই। এবার বর্ষাজাত ফল মূল (তরকারি) বহুল পরিমাণে জন্মিয়াছে। সুতরাং মূল্যও অনেক কমিয়াছে। মৎস্য পূর্ব্ব পূর্ব্ববৎসর হইতে ও এবার বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। মৎস্যজীবিদের এখন ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ না করিলে বোধ হয় আর চলিবে না।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

গ্রাহক মহাশয়ের ভারত সংস্কারকের অগ্রিম মূল্য শেষ হইয়াছে অথবা যাঁহাদিগের নিকট ইহার মূল্য প্রাপ্য হইয়াছে, তাঁহারা কৃপা করিয়া শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে স্ব স্ব দেয় প্রেরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে একান্ত অনুগৃহীত করিবেন।

ভা, সং, কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

এই যন্ত্রের প্রকাশিত নিম্ন লিখিত পুস্তকাদি পটলডাঙ্গা বেনেটোলা ২৫নং বাটীতে বিক্রীত হয়।

কাঞ্চনমালা		১৲
ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...		।০
হিতোপাখ্যান মালা		।৵০
কুমুদিনী চরিত		।৶০
গৃহ চিকিৎসা	১ ম ভাগ ও ২ য় ভাগ	
ধর্ম্ম ও নীতি		
ধর্ম্ম-সাধন (বাঁধা) ...	১ ম ভাগ	।০
	২ য় ভাগ	।০
	৩ য় ভাগ	।০
Selections from David's Psalms		।৶০
Life of the Educated Native		৶০

অর্দ্ধ মূল্যে, অধিক লইলে আরো স্বল্পতর মূল্যে দেওয়া যাইবে।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়।

বামাবোধিনী কার্য্যালয় কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ১১ নং বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। যিনি বামাবোধিনী পত্রিকা সম্বন্ধে কোন পত্র বা মূল্যাদি প্রেরণ করিবেন, তাহা এই নূতন ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যত্র পাঠাইলে পাইবার গোলযোগ হইবে।

পটলডাঙ্গা
১১ নং কলেজ স্কোয়ার
১ আশ্বিন ১২৮১

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দেব।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ব্রাদার এণ্ড কোং।

১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আগামী আশ্বিন মাসে পুনরায় অত্র ফারমে অংশীদার গৃহীত হইবে। প্রতি অংশের মূল্য ১০ দশ টাকা। যাঁহার যত ইচ্ছা, তিনি তত অংশই গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু অংশ গ্রহণেচ্ছুদিগকে প্রোক্ত মাস মধ্যে টাকা প্রেরণ করিতে হইবে। এবৎসর ব্রাদার এণ্ড কোম্পানীর ফারম্ "লিমিটেড" ("Joint Stock Company Limited") হয় নাই, আগামী বৎসরে হইবে। অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

২৪ এ ভাদ্র। ১২৮১।

শ্রীবেণীমাধব মিত্র
ম্যানেজার।

ব্রাদার এণ্ড কোম্পানী।

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভদ্র লোকদিগের সুবিধার্থে নির্দ্ধারিত মূল্যে (বিনা দরে) সমস্ত জিনিষ বিক্রয় হয়। বাজারে বিশেষতঃ জুতার দোকানে সাধারণকে যেরূপ ক্লেশিত ও অপমানিত হইতে হয় তাহা নিবারণ করাই এ দোকানের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। স্ত্রী পুরুষ ও ছোট ছেলে মেয়েদের দেশী বিলাতী জুতা, তৈয়ারি পিরাণ, কামিজ ও পোষাক এবং পেণ্টলান চাপকান ইত্যাদির উৎকৃষ্ট কাপড়, বিবিধ ষ্টেশনারি, পারফিউমারি, বিস্কুট, ঘড়ী, মেজিক দোয়াত, ইনষ্ট্রুমেণ্ট বাক্স, ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আছে।

কলিকাতা এণ্ড মফঃসল এজেন্সী কোম্পানী।

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাদার এণ্ড কোম্পানীর কার্য্যাধ্যক্ষদিগের দ্বারা উপরি উক্ত এজেন্সী কোম্পানী সংস্থাপিত হইয়াছে। মাদক দ্রব্য ব্যতীত সকল প্রকার দ্রব্য প্রতি টাকায় ১০০, পর্য্যন্ত ৫ এক পয়সা। ১০০, টাকার অধিক ৫০০, পর্য্যন্ত ১০ দুই পয়সা এবং তদূর্দ্ধে ৫ পয়সা হিসাবে কমিসন লইয়া ক্রয় বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। নমুনা ও দর জানিতে ইচ্ছা করিলে খরচ পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

ঘোষ এণ্ড কো।

বুট এণ্ড সু-মেকার্স।

৮২ নম্বর কলেজ ষ্ট্রীট।

ইংরাজী বুট ও জুতা উত্তম মাল মসলায় সুদক্ষ কারীকর দ্বারা প্রস্তুত হইয়া উচিত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য নগদ। যেরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া অর্ডার দেওয়া হইবে, ঠিক্ সেইরূপ সময়ে সুন্দররূপে কার্য্য সম্পন্ন করা হইবে।

বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজ।

প্রথম পারিতোষিক	২৫ টাকা
দ্বিতীয় পারিতোষিক	১৫ ঐ
তৃতীয় পারিতোষিক	১০ ঐ

"আয়ুর্ব্বেদ বিহিত উপায় দ্বারা আর্য্যগণ ব্যাধিমন্দির শরীরকে ব্যাধিহীন করিয়া পূর্ব্বে কিরূপে সুস্থ ও সবল রাখিতেন" এতদ্বিষয়ে যাঁহারা বিশুদ্ধ বঙ্গ ভাষায় উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে নিম্ন স্বাক্ষরকারী উপরোক্ত পুরস্কার প্রদান করিবেন। প্রতিযোগিগণ কলিকাতার বড়বাজারের অন্তর্গত ক্রাস ষ্ট্রীটস্থ ৮০ নম্বর ভবনে ইংরাজী ১৮৭৫ সালের ১০ ই জানুয়ারির মধ্যে তাঁহাদিগের প্রবন্ধ সকল ডাক মাসুল দিয়া প্রেরণ করিবেন।

শ্রীপ্রসাদদাস মল্লিক।
বড়বাজার ফেমিলি লিটারারি ক্লবের
অবৈতনিক সম্পাদক।
সন ১৮৭৪ সাল। ১৯ সপ্টেম্বর।

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ হরিনাভিস্থ প্রাচীন ভারত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

কেরা একমাস কাল রক্ত দিয়া যে কড়ী পান, তাহা তাঁহাদিগের জীবিকা ও আবশ্যক নির্ব্বাহেই নিঃশেষিত হয়, অপব্যয় করিবার তাঁহাদিগের সুযোগ অল্প, অতিরিক্ত ব্যয় যদি কিছু থাকে তবে সে সৎকার্য্যে। এরূপ স্থলে বেতনের সিকি বাদ পড়িলে তাঁহাদিগের যে সমূহ কষ্ট হইবে বলা বাহুল্য। যে ব্যক্তি ১০০ টাকা পান,তাঁহাকে ৭৫ টাকা এবং যে ব্যক্তি ২০ টাকা পান তাঁহাকে ১৫টী টাকা লইয়া বাটী যাইতে হইলে সকল দিকের সুপ্রতুল!! আর একটী বিষয়ও জানিবার আছে, পেন্সনের নিয়মানুসারে পেন্সনগ্রাহী কার্য্যত্যাগ করিয়া যত দিন জীবিত থাকিবে তত দিন বৃত্তি পাইবে,তৎপরে পাইবে না; এস্থলে সেরূপ ব্যবস্থা হইলে সুবিধারত সীমানাই! বোধ কর এক ব্যক্তি ৩০।৪০ বৎসর বেতনের সিকি জমা দিয়া আসিলেন আর পেন্সন গ্রহণ না করিতে করিতেই মরিয়া গেলেন, এরূপ স্থলে তাঁহার বহু কষ্টসঞ্চিত অর্থ কি সাধারণ ধনাগারে জমা হইয়া যাইবে আর তাঁহার পরিবারেরা অন্নাভাবে হাহাকার করিবে?

গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম করিতেছেন, তাহার মধ্যে শুভ উদ্দেশ্য নাই, আমরা বলিতে পারি না। শিক্ষকদিগের অর্থে শিক্ষকদিগের ভবিষ্যৎ কষ্ট দূর হয়, অথচ গবর্ণমেণ্টের একটী ব্যয় বাঁচিয়া যায় এইটী উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যয় লাঘব করিবার অন্য অনেক পথ আছে, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন? ইহাতে বিদ্যা বিষয়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুদারতা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। তাঁহারা যদি এ অনুদারতা প্রচারে সঙ্কুচিত না হন, তবে বরং একটী কার্য্য করুন্ ভদ্রতা রক্ষা হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষকদিগের আয় হ্রাস হওয়া আর বিধেয় নহে। যে টাকা এখন তাঁহাদিগের বেতন হইতে কাটিবার সঙ্কল্প করিতেছেন, বেতন হিসাবে সেইটী বৃদ্ধি করিয়া দিয়া পেন্সন ফণ্ডে জমা রাখুন। উত্তরকালে শিক্ষক নিয়োগের সময় বেতন কমাইতে থাকুন, তাহাদিগের তত ক্লেশ বোধ হইবে না। আমরা আশা করি উদারচরিত লর্ড নর্থব্রুক এ গুরুতর বিষয়টীর প্রতি বিশেষ বিবেচনা করিবেন। নতুবা নূতন ব্যবস্থার ফল এই হইবে আজিও যে দুই একজন উপযুক্ত লোক শিক্ষা-বিভাগে আছেন, তাঁহারা আর থাকিবেন না এবং ভবিষ্যতেও আর কেহ এদিকে আসিবেন না। দিন দিন সুশিক্ষার যেরূপ অবনতি হইতেছে তাহাই হইতে চলিল।

পুস্তক সমালোচনা।

কদ্রপাল নাটক। ইংরাজী ম্যাক্‌বেথ নাটক অবলম্বন করিয়া শ্রীহরলাল রায় প্রণীত। কলিকাতা রায় যন্ত্রে মুদ্রিত।

ম্যাক্‌বেথ বিখ্যাত নামা সেক্সপিয়ারের এক খানি প্রধান নাটক। কদ্রপাল তাহার যথাযথ অনুবাদ নহে। এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণের সমাবেশে একটী উপন্যাসকে ম্যাক্‌বেথের উপযোগী করিয়া কদ্রপাল নাটক বিরচিত হইয়াছে। এজন্য স্থলে স্থলে ম্যাক্‌বেথের উপন্যাসের সহিত ইহার রূপান্তর ঘটিয়াছে। কিন্তু তদ্রূপ ঘটিলেও অনুবাদক মূল মর্ম্ম সুরক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। মূল মর্ম্ম রক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাষার ত্রুটিতে অনুবাদের বহু স্থলে মূলের অনেক হৃদ্যভাব তিরোহিত হইয়াছে। বাঙ্গালাভাষার যতদূর শক্তি জন্মিয়াছে, তাহাতে আমরা ম্যাকবেথের ভাব সমূহের যথাযথ বিকাশ প্রাপ্তির প্রত্যাশা করি নাই। এজন্য অনুবাদকের দোষ কিয়ৎ পরিমাণে মার্জ্জনীয় বলিতে হইবে। বিশেষতঃ সেক্সপিয়ার ম্যাকবেথ নাটকে আশ্চর্য্য লিপিনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই লিপিনৈপুণ্য জন্য তাঁহার ভাব সমূহ এরূপ সুগভীর, প্রশস্ত এবং স্ফূরিত হইয়াছে যে তাহা অনুবাদে কখন রক্ষিত হইতে পারে না। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ভাষান্তরে অনুবাদ করিতে গেলে তাহার মধুরতা কখনই রক্ষিত হইতে পারিবে না। কিন্তু তা বলিয়া যাঁহারা কখন চীনদেশে ভ্রমণ করেন নাই, তাঁহারা কি ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত পাঠে তদ্দেশের কথঞ্চিৎ জ্ঞানলাভে পরাঙ্মুখ হইবেন? এই জন্য কদ্রপাল নাটকের আবশ্যকতা, এই জন্য ইহার মূল্য।

ম্যাকবেথ নাটকে ম্যাকবেথ এবং তাহার কলত্র এই দুইটি সুপ্রধান চরিত্র। ম্যাকবেথের হৃদয় প্রশস্ত এবং মহৎ। সে হৃদয়ে মহদাশয় অনায়াসে স্থান লাভ করে। সকল মহদাশয় পরস্পর সমঞ্জসভাবে থাকিতে পারে না। তন্মধ্যে অবস্থা এবং সময় গতিকে অন্যতরের প্রাবল্য হয়। একের প্রাবল্য হইলে অপরাপর আশয় ও ভাব সমূহ তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া পড়ে। হৃদয়ের সামঞ্জস্য বিনষ্ট হয়। সামঞ্জস্য বিনষ্ট হইলে ভাব বিশেষের এতদূর প্রাবল্য ঘটে, যে তাহার আতিশয্যজনিত অনেক অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা। এই রূপে মহাশয় ব্যক্তিগণ পাপে পরিলিপ্ত হইয়া পড়েন। কদ্রপাল ইহার দৃষ্টান্ত। একেবারে রাজা হইবে, কদ্রপাল এতদূর উচ্চাশা কখন করে নাই, করিবার সম্ভাবনাও ছিল না। তাহার মনে এই লোভ উদ্রেক করিবার জন্য, কবি কেমন আশ্চর্য্য কৌশল করিয়াছেন! প্রথমতঃ অভৌতিক ঘটনা দ্বারা তাহার সেই লোভকে অঙ্কুরিত করিয়া দিলেন। অঙ্কুরিত করিয়া তৎপরে তাহাকে স্বাভাবিক ভাবে প্রবর্দ্ধমান করিতে লাগিলেন। এই লোভের অঙ্কুরোৎপত্তির সময় আমরা দেখিতে পাই, কবি অভৌতিক সাধনের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রবর্দ্ধমান করিবার জন্য সেই অভৌতিক সাধন পরিত্যাগ করিয়া মানুষিক সাধন বিনিয়োগ করিলেন। ম্যাকবেথের উইচ্‌-গণ (ডাকিনীগণ) অভৌতিক সাধন, তাহার পত্নী ভৌতিক সাধন। ভৈরবীদিগের কথায় চতুরিকা উৎসাহিতা হইয়া তাহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধিমানসে অতিশয় উদ্যোগিনী হইয়া উঠিলেন। উদ্যম এতদূর প্রবল হইল, যে ভৈরবীগণ তদপেক্ষা অনেক নীচ হইয়া পড়িলেন। তাহার স্বামীর কোমল প্রকৃতির উপর তাহার উগ্রপ্রকৃতি সম্পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করিল। এই প্রভুত্ব হেতুই কদ্রপালের লোভ প্রবর্দ্ধমান হইল। তাহা না হইলে সে লোভ কখন উচ্চ হইতে পারিত না। এজন্য যখন আমরা দেখি ভৌতিক সাধন, অভৌতিক সাধনের প্রাবল্য হেতু একেবারে

তিরোহিত হইল, তখন আমরা সেক্‌সপিয়ারের মানবপ্রকৃতি বোধকে সম্যক্‌ প্রশংসা করিয়া উঠিতে পারি না। এরূপ না ঘটিয়া যদি সেই অভৌতিক সাধনকেই প্রবল করা হইত, তাহা হইলে ম্যাকবেথের চরিত্র স্বাভাবিক হইত না। সেই ম্যাকবেথ কেবল নিয়তিতে পর্য্যবসিত হইত, তাহাতে মানবের স্বাধীন প্রকৃতি, ও ধর্ম্মের লেশ মাত্র থাকিত না। তাহা হইলে এই কার্য্য প্রকৃত সাধু উপদেশ বিরহিত হইয়া পড়িত। কিন্তু সেক্‌সপিয়ার তাহা করেন নাই। ম্যাকবেথের পত্নী যখন তাহার পতিকে প্রলোভিত এবং প্রোৎসাহিত করিতেছেন, তখন তিনি ডাকিনীগণের একটি কথারও উল্লেখ করেন নাই। ম্যাকবেথ পত্নী কর্ত্তৃক সমুত্তেজিত হইয়া তাঁহারই দৃঢ় প্রকৃতি ধারণ করিলেন। কিন্তু তাহার সেই দৃঢ়তা যে পরকীয়, তাহা সেকস্‌পিয়ার কেমন সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন দেখুন :—

> " I am settled, and bend up
> Each corporeal agent to this terrific feat. "

অনুবাদে ইহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। ম্যাকবেথ যখন তাঁহার পত্নীর ভীষণতা ও দৃঢ়তায় প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছে, সেস্থলে ডাকিনীগণের কোন কথা তাহার মনে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। তখনকার ভাবপ্রাবল্যে তাঁহার হৃদয় স্বাভাবিক ভাবে উত্তেজিত হইয়াছে। ম্যাকবেথ এখানে ডাকিনীগণের একটি কথাও উল্লেখ করেন নাই। রিচার্ড কম্বারলণ্ড কহেন, সামান্য কোন নাটককার এস্থলে ম্যাক্‌বেথের মনে একদা অভৌতিক সাধনের প্রভুত্ব প্রকাশ করিতেন। আমাদিগের অনুবাদকও তাহাই করিয়াছেনঃ—

> " এই কি [illegible]?
> " তারা বলেছে আমি রাজা [illegible]—"

এই জন্য আমরা বলি আমরা সেক্‌সপিয়ারের যথাযথ অনুবাদ চাই। যথাযথ অনু[illegible] না হইলে তাহার সৌন্দর্য্য সকল মলিন হয়। যিনি সেক্‌সপিয়ারের অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃ[illegible]হইবেন তিনি তৎসম্বন্ধীয় সমগ্র ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করুন, তাহার উপর চিন্তা করুন, তাহার সমুদায় বাক্যের প্রকৃত ভাব উপলব্ধি করুন, নিজের কল্পনা বিস্তৃত করিয়া তাঁহার মহাকল্পনা সমুদায়ের কবিত্ব হৃদয়ঙ্গম করুন এবং লিপিনৈপুণ্যে অদ্বিতীয় হউন তাহা হইলে একদা সেক্‌সপিয়ারের নাটক অনুবাদে সাহসী হইতে পারিবেন। সেক্‌সপিয়ারকে বিকৃত দেখিলে আমাদিগের [illegible]ক্ষুব্ধ হয়।

সেক্সপিয়ার যে সমস্ত অভৌতিক কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছেন, ম্যাকবেথের ডাকিনীগণ তাহার অন্যতর। এস্‌কাইলসের ফিউরী, লিউক্যানের এরিক্‌থো, বেন জনসনের হ্যাগ অথবা মিডল্‌টনের অদ্ভুত রমণী ইহাদিগের কাহারও সহিত ম্যাকবেথের অভৌতিক কুহকিনীগণের তুলনা হয় না, বিচক্ষণ ল্যাম্ব এবং কদরলেও প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাহা বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ম্যাক্‌বেথের কুহকিনীগণ নূতন কল্পনা; চমৎকার ও ভয়ানক সৃষ্টি। সে সৃষ্টি রাখিতে পারিবেন না বলিয়া অনুবাদক একটী কল্পনা করিয়াছেন যাহা ম্যাকবেথের কুহকিনীও নয়, আমাদিগের তান্ত্রিক ভৈরবীও নয়। আমাদিগের তান্ত্রিক ভৈরবীগণের প্রতি তিনি কিয়ৎ পরিমাণে উক্ত কুহকিনীগণের ভাব প্রদান করিতে গিয়াছেন। এজন্য তাহারা কি, ঠিক্ করা যায় না। উক্ত কুহকিনীগণের যথাযথ অনুবাদ করাই তাঁহার উচিত ছিল। কোন জর্ম্মণ কবি এই ডাকিনীগণকে কথঞ্চিৎ শ্বেতধর্ম্মিণী করিতে গিয়া সম ত্রুটির দোষাই হইয়াছেন। আমাদিগের ভাষা মন্ত্রপূর্ণ। আমাদিগের শাস্ত্র সমুদায়ে অভৌতিক কল্পনার অভাব নাই। বাস্তবিক ভারতবর্ষীয় অভৌতিক কল্পনাই অপর দেশীয় সাহিত্যে অনেক প্রবিষ্ট হইয়াছে। এরূপ স্থলে বাঙ্গালা ভাষায় যদি সেক্সপিয়ারের অদ্ভুত রমণীগণের প্রকৃত অনুবাদ না হয়, সে দোষ কখন মার্জ্জনীয় নহে।

কিন্তু অনুবাদকের উপন্যাসে আমরা একটি কল্পনার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। ম্যাকবেথ, ম্যাকডকের স্ত্রীপুত্রগণের যথার্থ হত্যাকারী নিয়োজিত করিলেন। পুত্র আহত [illegible]। এই ঘটনার সংযোজন দ্বারা যে উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, তৎস্থলে অনুবাদক কর্ত্তৃক আর একটী কল্পনা সংযোজিত হইয়া সেই উদ্দেশ্যের অধিক [illegible]ক্রম ঘটে নাই। কদ্রপাল শিশুসন্তান যথার্থ হত্যাকা[illegible] নিযুক্ত করাতে ম্যাকবেথের মত আমাদিগের মনে সমভাবেরই আবেশ হয়, এবং তৎপরে আমাদিগের মন কেমন একটী সুন্দরভাবে পরিপ্লুত হইয়া পড়ে। অথচ এতদ্দ্বারা মূল মন্ত্রণার কিছুই ব্যাঘাত হয় নাই। পুত্রটী নিহত হইলে যেরূপ হইত, না হইয়াও কদ্রপাল এবং র[illegible] সম্বন্ধে ঠিক্ সেইরূপই ঘটিল। কাব্যকল্পনায় কবিত্বের অল্পই ব্যাঘাত হইল। পাঠকের হৃদয় ভাবের যে [illegible] পরিমাণে ব্যত্যয় জন্মে[illegible] তাহা অতি সামান্য, তজ্জন্য এমন কল্পনাকে আমরা পরিবর্জ্জন করিতে চাহি না।

এ কল্পনাটি যদিও পুরাতন বটে, কিন্তু যথাস্থানে সংযোজিত হওয়াতে অতি মনোহর হইয়াছে।

যাহা হউক কদ্রপাল নাটক দোষে গুণে মিশ্রিত। মূল সেক্সপিয়ার যাঁহারা পাঠ করিতে অসমর্থ, তাঁহারা যে কদ্রপাল নাটক পড়িয়া তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাইবেন তাহার সন্দেহ নাই। যাঁহারা সেক্সপিয়ার সম্যক্‌ রূপে বুঝিতে অসমর্থ, কদ্রপাল তাহাদিগেরও অনেক উপকারে আসিবে। ইহার সহায়তায় ম্যাকবেথের অনেকাংশ তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। কেবল ইংরাজী উন্নত শ্রেণীর পাঠক বর্গের পক্ষে ইহা তত উপকারে লাগিবে না। সেক্সপিয়ারের জটিল অংশ সকল ইহাতে হয় পরিত্যক্ত হইয়াছে, নচেৎ সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, স্থানে স্থানে বিকৃত করাও হইয়াছে। কিন্তু অপর অনুবাদক যে এই অনুবাদ লইয়া মূলের প্রকৃত অনুবাদে অনেক সহায়তা লাভ করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

সম্প্রতি গঙ্গার সেতু খুলিয়াছে। প্রত্যহ অসংখ্য দর্শক উপস্থিত হইয়া ইহার আশ্চর্য্য কৌশল অবলোকন করিতে[illegible] কত শত শকট ইহার উপর দিয়া প্রত্যহ গমন করিতেছে। এমন কি কুল-নারীগণও এই সেতু দর্শনার্থ আগমন করিতেছে। আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে গবর্ণমেণ্ট এখনও পর্য্যন্ত কাহারও নিকট হইতে টেক্স লন [illegible]

কলিকাতায় আর একজন মহাস্তের মকর্দ্দমা হইয়া ইহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন মাস মেয়াদ হইয়[illegible]। এই ব্যক্তি চাঁপাতলার চক্রা নাম্নী স্ত্রীলোককে প্রলোভন দেখাইয়া বাহির করে।

কলিকাতায় লাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন গবর্ণমেণ্টকে [illegible]নাইবার অভিপ্রায় করিয়াছেন যে ষ্টিবেন্স সাহেবের হত্যার জন্য যে যে কর্ম্মচারী তাহার বিচার করিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্র বিষয়ে বিশেষ তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। এটী নিতান্ত আবশ্যক।

বিগত সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট রিলিফ কার্য্যের জন্য ৩১৪,৭১৬ টন চাউল বিতরণ করিয়াছেন। গত ১১ মাসের মধ্যে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী হইতে ২৬৭,২২৯ টন রপ্তানি এবং কলিকাতা বন্দরে ৪৪৮,১৩০ টন আউ

নানা সাহেব।

মহারাষ্ট্রীয় পাসা বংশধর যে ধুন্দু-পন্থ নানা সাহেব ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের অধ্যক্ষতা করিয়া ভারতবর্ষে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করেন, বিদ্রোহ দমনের সূত্রপাতেই তিনি যে কোথায় অন্তর্দ্ধান হইলেন, আজি ১৭ বৎসর তাহার আর কোন সংবাদ নাই। অনেক বিদ্রোহী ও বিদ্রোহী সর্দ্দার ধৃত ও দণ্ডিত হইল, কিন্তু এ ব্যক্তি যে কোথায় গেল, গবর্ণমেণ্ট যতদূর সাধ্য অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কোন তথ্য লাভ করিতে পারিলেন না। অনেক সময় "নানা ধরা পড়িয়াছে বা পড় পড় হইয়াছে" সংবাদ পাওয়া গেল, কিন্তু পরে তাহা ভ্রান্তি বলিয়া প্রমাণিত হইল। নানা সাহেব কোথায় গেল, ইহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতুহল রহিয়াছে। এখন এ কথা শুনিলে কে না আশ্চ[illegible]ত ও আনন্দিত হইবেন যে "নানা সাহেব ধৃত হইয়া বন্দী অবস্থায় রহিয়াছে[illegible]" বাস্তবিক এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হইয়া দেশব্যাপী ঘোর আন্দোলন উ[illegible]। ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত পায়নিয়ার হইতে প্রকাশ করা যাইতেছেঃ—

"২১ এ অক্টোবর বু[illegible] স[illegible] ম[illegible]জ সিন্ধিয়া একখানি পত্র প্রাপ্ত হন। বিটুরের নানার একজন মুন্সী এই পত্র লিখেন। ইহাতে নানা সাহেব সিন্ধিয়ারাজকে ভ্রাতৃভাবে লিখেন যে, বহুকাল জঙ্গলে জঙ্গ[illegible] ভ্রমণ [illegible]। এক্ষণে তিনি মৃত্যু কামনায় হিন্দুস্থানে আসিয়াছেন। সিন্ধিয়ারাজ এই পত্র পাইবামাত্র যে স্থানে নানা অবস্থিতি করিতেছিল, ২০০ শত সৈন্য সমভিব্যাহারে তথায় গমন পূর্ব্বক স্বয়ং তাঁহাকে ধরিয়া বন্দীভাবে আনিয়ন করেন। নানা সিন্ধিয়ার অপেক্ষায় ১০। ১১ বৎসর অধিক বয়স্ক। কিন্তু তাহাদিগে[illegible] বাল্যকালে প[illegible]রে সাহচর্য্য ছিল, সিন্ধিয়া তাহাকে ধরিবামাত্র চিনিতে পারিলেন [illegible] বাল্যকালের কয়েকটী সামান্য ঘটনার বর্ণন করাতে তাহাকে প্রকৃত নানা সাহেব বলিয়া সিন্ধিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। সে সকল ঘটনা অন্য কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই। সিন্ধিয়া রাজবাটীতে উপনীত হইয়া ৩ হাজার সৈন্যকে রাজবাটী রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া পোলিটিকাল এজেণ্ট কর্ণেল অসবরণকে সংবাদ দিলেন। অসবরণ আসিয়া বন্দীর জবানবন্দী গ্রহণ করিলেন। নানা সাহেব এইরূপ জবানবন্দী দিলেনঃ—'তিনি বাজীরাও পেশোয়ার পুত্র, তিনিই বিটুরের নানা সাহেব বলিয়া খ্যাত। তিনি বাধ্য হইয়া বিদ্রোহী সিপাহীদিগের অধিনায়কতা করেন। ঘাটে যে সকল হত্যাকাণ্ড হয় এবং পরে স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট বালক বালিকাগণকে যে হত্যা করা হয়, তিনি তাহার মধ্যে ছিলেন না। হাবলক সাহেব সসৈন্যে আসিয়া কানপুর পুনরায় অধিকার করিলে পর তিন মাস কাল তিনি কানপুরের ৫ ক্রোশের মধ্যে ছিলেন। পরে নেপালে যাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া ভূটান প্রস্থান করেন। সেখানে ৭ বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। প্রায় ৫ বৎসর গত হইল, তিনি আসামে গমন করেন, তথায় গোহাটির একজন ইউরোপীয় অফিসরের আশ্রয়ে ফকীরের বেশে কালযাপন করিয়াছিলেন। তথা হইতে বেরিলি তৎপরে গোয়ালিয়ারে আইসেন। ইহার পূর্ব্ব দিবসেই তিনি গোয়ালিয়রে উপস্থিত হন।' পলিটিকাল এজেণ্টের নিকট নানা সাহেব স্বয়ং এই জবানবন্দী দেন। মুন্সীকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। মুন্সী বলেন ১০ মাস পূর্ব্বে তিনি নানা সাহেবকে ফকির বেশে বেরিলিতে দেখেন। তৎকালে তাঁহার কোন কর্ম্মকাজ না থাকাতে তিনি তাঁহার অধী[illegible] স্বীকা[illegible]রেন। সিন্ধিয়াকে যে পত্র [illegible] হয়, তাহা নানা তাহাকে বলিয়া দেন, তিনি লিখিয়াছিলেন মাত্র। এই চিঠি লিখিবা[illegible]র্ব্বে ঐ ফকীরবেশধারী ব্যক্তিকে তিনি [illegible]তেন না।"

ধৃত ব্যক্তি যদি যথার্থ নানা হয়, বড় সুখের [illegible]য়। কিন্তু কয়েকটী কারণ তৎপ্রতি ঘোর সন্দেহ উৎপাদন করিয়াছে। (১) এ ব্যক্তি বলিতেছে, আপনাকে নানা বলিয়া যে পরিচয় [illegible] কেবল ভাঙ খাইয়া, নতুবা সে প্রকৃত নানা নয়। (২) নান[illegible]বয়স পঞ্চাশে[illegible]ন নয়, [illegible]ব্যক্তির বয়স ৪০র অধিক হইবে বোধ হয় না। (৩) নানর শরীরে অস্ত্র চিকিৎসা হয় তাহার উজ্জ্বল চিহ্ন ছিল, কিন্তু ইহার শরীরে তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই। (৪) দিল্লীগেজেট বলেন সিন্ধিয়া সহচরগণ সমভিব্যাহারে নানাকে দেখিয়াই জয়সূচক ৩টী তোপধ্বনি করেন, সেই অবসরে সঙ্গিগণ শ্রেণী ভঙ্গ হইয়া কে কোথায় গমন করিল! যদি নানা যথার্থ আশ্রয় লইতে আসিয়াছিল, অনুমান করা যায়, তাহাহইলেও সিন্ধিয়ার শত্রুভাব দেখিয়া প্রলোভন স্বরূপ মিথ্যা নানা সাজাইয়া রাখিয়া স্বয়ং প্রস্থান করিতে পারে। (৫) নানা অজ্ঞাত বাসে এত কাল কাটাইল, এখন কি সুখের আশায় সিন্ধিয়ার চরণে শরণাপন্ন হইতে আসিবে? (৬) সিন্ধিয়া মহারাজ ইংরাজদিগের প্রিয় হইবার জন্য যে কোন কৌশল খাটাইতে পারেন অসম্ভব নয়।

যে ব্যক্তিকে নানা বলিয়া ধৃত করা হইয়াছে এখনও তাহাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতি এক্ষণে কিরূপ ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক, তাহা আমরা জানিতে চাই। পরম শত্রু নানার প্রতি বৈরনির্যাতনার্থ গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রাণদণ্ড করিতে পারেন, অথবা জাতীয় মহত্ত্ব প্রদর্শনার্থ য[illegible] স[illegible] দান করিতে পারেন। আমাদিগে[illegible] মতে যতদিন এ ব্যক্তি নিঃসংশয়ে নানা বলিয়া সপ্রমাণ না হয়, ত[illegible]দিন ইহার প্রতি অসাধারণ কোন প্র[illegible] ব্যবহার করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ তাহাতে হয় পাতকী [illegible] নয় হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। ইহাকে সামান্য কয়েদী রূপে রাখা হউক, কোন প্রকারে পলায়ন করিতে না পারে, সতর্কতার সহিত সেইটী দেখিতে হইবে। নানা বলিয়া নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হইলে এ ব্যক্তি দণ্ডার্হ সন্দেহ নাই, কিন্তু তা[illegible] প্রতি যতদূর সাধ্য সদয় ব্যবহার করাই ভদ্র গব[illegible]

মেণ্টের কর্ত্তব্য। এ ব্যক্তি অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া অনন্যগতি হইয়া শরণ লইতে আসিয়াছে। সিন্দিয়ার রাজা তাহাকে ধরিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার অনুরাগিতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে যেন বিশ্বাস ঘাতকতার পাপে কলঙ্কিত না করেন। নানা প্রসিদ্ধ পাসা বংশের উত্তরাধিকারী বলিয়া এখনও মহারাষ্ট্রীয়দিগের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র। পুনার এক বৃদ্ধ বলিয়াছেন, সিন্ধিয়া যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে পুনাতে আসিলে তিনি কাহার নিকটে মুখ দেখাইতে পারিবেন না। যথার্থ নানাকে যদি পাওয়া যায়, এখন তাহা হইতে আর অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, তাহাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ষ্টেট প্রিসনার' করিয়া রাখাই যুক্তিসিদ্ধ।

শিক্ষকদিগের দুরবস্থা।

বর্ত্তমান সময়ের স্কুলসমূহ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি হইতে যাহারা উত্তীর্ণ হয়, তাহাদের আশানুরূপ বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি লক্ষিত হয় না কেন? এই প্রশ্নের বিচার অনেক দিন চলিতেছে। অনে- [illegible] নিরন্তর বালকদিগের স্মৃতি শক্তি ও মনোবৃত্তি প্রভৃতি ভারাক্রান্ত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ইহা কথঞ্চিৎ সত্য বটে, কিন্তু এই শিক্ষা সম্বন্ধীয় অবনতির একটী গূঢ় কারণ আছে, সে দিকে অতি অল্প লোকের দৃষ্টি পতিত হয়। বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ শিক্ষকের অভাবই সেই কারণ। আমাদের সংস্কার যে ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহে যে সকল বিষয় পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে তদপেক্ষা দশ গুণ অধিক সংখ্যক বিষয় অনায়াসে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, কেবল মাত্র সুপ্রণালী ও সুশিক্ষক আবশ্যক। প্রণালীর উৎকর্ষ আবার শিক্ষকের উৎকর্ষ ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে। শিক্ষক যদি বুদ্ধিমান্, সুশিক্ষিত ও প্রতিভাসম্পন্ন হন তাহা হইলে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেও অতি সুন্দররূপে বহু সংখ্যক বিষয়ের শিক্ষা বিধান করিতে পারেন। নতুবা অনুপযুক্ত শিক্ষকের পক্ষে দুইটী বিষয়ও সুন্দররূপে শিক্ষা দেওয়া দুষ্কর।

দুর্ভাগ্যক্রমে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার ত্রুটীতে শিক্ষা বিভাগে সুদক্ষ লোক থাকাই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এ দিকে বলা হয় যে পঠদ্দশাই মনুষ্যের চরিত্র ও প্রকৃতি গঠনের প্রকৃত সময়। এই সময়ে শিক্ষকের মুখে বালকেরা যে উপদেশ পায়, শিক্ষকের চরিত্রে যে দৃষ্টান্ত দর্শন করে, তাহা প্রায় চিরদিনের জন্য তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া থাকে। অথচ শিক্ষা বিভাগকে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ ব্যক্তিদের চক্ষে হেয় করিয়া ফেলা হইতেছে।

প্রথমতঃ এ বিভাগের ন্যায় বোধ হয় কোন বিভাগের বেতন অল্প নয়। একটী প্রধান স্কুলের হেড মাষ্টারের অপেক্ষা অনেক কেরাণীর বেতন অধিক। এরূপ অবস্থায় শিক্ষক হইতে কাহার প্রবৃত্তি হইবে? আপাততঃ অর্থের অনুরোধে যদি কোন সুদক্ষ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ দিকে আগমন করেন, কিঞ্চিৎ সুবিধা হইলেই তিনি এ বিভাগ পরিত্যাগ করেন। কর্ত্তব্যানুরোধে অর্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে শিক্ষা কার্য্যে জীবনপাত করেন এরূপ ব্যক্তি কয়জন? অবশেষে দেখা যায় কতকগুলি গত্যন্তর বিহীন বিরক্ত ও বিষণ্ণ লোক শিক্ষা কার্য্যের ভার লইয়া পড়িয়া থাকেন। তাঁহাদের অল্প আয়ে সচ্ছন্দে দিন পাত হয় না, স্ত্রী পুত্রের অশন বসন স্বচ্ছন্দে জুটে না, সুতরাং অন্ন ও বস্ত্রের চিন্তায় তাঁহাদের শিক্ষা বিধানের চিন্তা পরাস্ত হইয়া যায়। শিক্ষকতা কার্য্য ভার বোধ হয়, সুতরাং শিক্ষা কার্য্যও ছাত্রদের পক্ষে ভার বোধ হয়। এরূপ অবস্থায় অবনতি অপরিহার্য্য।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস শিক্ষকদিগের দুরবস্থা না ঘুচিলে শিক্ষা কার্য্যের উন্নতি হইবে না। প্রথম প্রথম ইংরাজী শিক্ষা যখন প্রচলিত হয়, তখন গবর্ণমেণ্টের এ দিকে দৃষ্টি ছিল, সমধিক বুদ্ধিমান ও বিদ্বান্ লোকেরাও এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেন, সেই জন্যই প্রথম প্রথম যথেষ্ট উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে শিক্ষা বিভাগ কর্ম্মবাড়ীর সন্ধ্যার আকার ধারণ করিতেছে, কতকগুলি নিরন্ন ভিক্ষুক ও অন্ধ খঞ্জাদি ভিন্ন সকলেই ইহাকে পরিত্যাগ করিতেছে।

আমরা যে উপলক্ষে এত কথা বলিতেছি, তাহা এখনও বলা হয় নাই। এত দিন গবর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষকদিগের ভাবী পেন্সনের আশা একটী বিনোদনের উপায় ছিল; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাও অপহরণ করিতেছেন। সম্প্রতি গবর্ণর জেনেরল এই নিয়ম করিয়াছেন যে উচ্চ শ্রেণীর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষকেরা মাসে ২ তাঁহাদের বেতন হইতে শতকরা [illegible] টাকা করিয়া জমা না দিলে উত্তরকালে পেন্সন [illegible] হইতে পারিবেন না। একমাত্র পেন্সনের লোভ ছিল, তাহাও দূর করা হইল। পেন্সন প্রথা গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহের একটী প্রধান চিহ্ন। বহু কালের ভৃত্যকে বিস্মৃত হওয়া প্রভুর পক্ষে কর্ত্তব্য নয় এই কথার প্রমাণ। যদি মাসে মাসে টাকা জমা দিয়া পরে পেন্সন লইতে হয়, তাহাতে আর বিশেষ অনুগ্রহ কি? ব্যাঙ্কে জমা দিলে সুদ সমেত অধিক টাকাও পাওয়া যাইতে পারে।

বিশেষতঃ এরূপ নিয়মে সম্মত হওয়া অনেকের পক্ষে অসাধ্য হইবে। শিক্ষ-

বিন্দুমাত্র বৃষ্টিপাত হইল না; বর্ষার শেষে ২। ৪ পসলা জল হইল; আশ্বিন কার্ত্তিকে যখন কৃষিকার্য্যের শেষ হইল, আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কেবল বর্ষা নয়, শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতিও অনেক রূপান্তর ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে চৈত্র সংক্রান্তি বিষুব সংক্রান্তি বলিয়া আখ্যাত অর্থাৎ এই দিবস সূর্য্য পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী বিষুব রেখার উপর সমাগত হইলে দিন রাত্রি সমান হয়। ইহার পর গ্রীষ্মারম্ভ। কিন্তু এখন চৈত্র সংক্রান্তির অনেক পূর্ব্বে সূর্য্য বিষুব রেখায় উপস্থিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম অগ্র হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু পরেও নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া বিস্তারিত হইয়া থাকে। ফলতঃ আমরা দেখিতেছি, শরৎ বসন্ত এখন নাম মাত্র, বর্ষা ও শীতের প্রভাব অনেক কমিয়াছে, এবং গ্রীষ্ম ঋতুর প্রাদুর্ভাবই ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এ পরিবর্ত্তনটী অত্যন্ত গুরুতর। ইহার সীমা, কারণ ও কার্য্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক [illegible] বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের [illegible] দেশহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ [illegible] বিষয়ে মনোনিবেশ করেন, আমাদিগের একান্ত অনুরোধ।

[illegible] ঘটিতেছে তাহাই [illegible] আমাদিগের আলোচ্য। গত বৎসর এবং এ বৎসর বর্ষাভাবে ধান্যের বীজ [illegible] নষ্ট হইয়াছে, ধান্য [illegible] না [illegible] তে গত বর্ষে দারুণ দুর্ভিক্ষ গিয়াছে, এ বৎসর কি হয় এখনও আশঙ্কার বিষয় রহিয়াছে। আমাদিগের ধান্যোৎপত্তির আশা ভরসা বৃষ্টির উপরে, তাহার [illegible] অস্থিরতা ঘটিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত [illegible]। এখন কালের গতি বিবেচনা করিয়া যদি এই ধান্যের চাষ করা না হয় এবং অন্য উপায়ে [illegible] অভাব পূরণের চেষ্টা করা না হয়, বারবার দুর্ভিক্ষ পীড়া হইয়া এ দেশ উৎসন্ন যাইবার সম্ভাবনা। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, গত বৎসরের পরীক্ষায় শিক্ষা লাভ করিয়া লোকে আশু ধান্যের চাষ বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহার আরো উন্নতি হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট এ নিমিত্ত সর্ব্বস্থানের জমীদারদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম। গবর্ণমেণ্টের আর একটী কার্য্যও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে হইবে। ধান্য ভিন্ন অন্য কি কি শস্য, কন্দ বা মূলের চাষ দ্বারা ধান্যের অভাব পূরণ হইতে পারে, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত জমীদারদিগের নিকট অবগত হইতে চাহিয়াছেন। আবশ্যক বীজ স্থল বিবেচনায় বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে গবর্ণমেণ্ট নিজ হইতে যোগাইবেন এরূপ আশ্বাসও দিয়াছেন এবং নূতনবিধ কৃষি কার্য্যের পরীক্ষা জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। জমীদার এবং কৃষক মাত্রেই গবর্ণমেণ্টের এই সদাশয়তা অনুভব করেন এবং এতদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করেন আমাদিগেরও প্রার্থনা। কিন্তু এস্থলে আমরা গবর্ণমেণ্টের প্রতি একটী বিশেষ অনুরোধ করিতে চাই। [illegible] নূতন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে গেলে তাহার উপযোগী প্রয়োজনবোধ, রুচি ও ক্ষমতা থাকা আবশ্যক, [illegible] [illegible]। এ সকল বিষয়ে দেশীয় লোকেরা এখনও অপ্রস্তুত। গবর্ণমেণ্ট নিজে যদি আদর্শস্থানীয় হন, তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধির আশা করা যায়। তাঁহারা অন্ততঃ ২। ৪ স্থানে আদর্শ ক্ষেত্র করিয়া কৃষি বিজ্ঞানবিৎ [illegible] সাহায্যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন, অন্যে সহজে তাহার অনুসরণ করিতে [illegible]। গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে উদ্যোগ করিয়াছেন, অনেক দিন হইতে শুনা যাইতেছে, কিন্তু "শুভস্য শীঘ্রং" শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান সত্বর হওয়া বিধেয়।

বাবু আনন্দমোহন বসু।

এই যুবা পুরুষ ইংলণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন তাহার সংবাদ আমরা আহ্লাদসহকারে পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। আমাদিগের আহ্লাদের অনেকগুলি বিশেষ কারণ আছে। প্রথমতঃ আনন্দমোহন বাবু ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে প্রথম (Wranglar) রাঙ্গলার। বিদ্যা অগাধ না হইলে এই গৌরব কেহ লাভ করিতে পারেন না। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে অর্থপ্রার্থী হইলে একটী অধিক বেতনের পদ বা ব্যবসায় অনায়াসেই সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল বিদ্যার জন্য যে সপ্ত সমুদ্র পার হইয়া সুদূরস্থ রাজদেশে গমন করিলেন, অধ্যবসায় সহকারে [illegible] বৎসর গাঢ়তর অধ্যয়ন করিলেন এবং ইংরেজ কৃতবিদ্যগণের সঙ্গে বিদ্যাবত্তার প্রতিযোগিতায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন ইহাতে ভারতের মুখ সমুজ্জ্বল হইয়াছে। একজন সিবিলিয়ান বা ব্যারিষ্টার হওয়া অপেক্ষা [illegible] র গৌরব অনেক অধিক [illegible] ইহার দৃষ্টান্ত দেশের অধিক [illegible] ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের বুদ্ধি [illegible] ক্ষমতা প্রসিদ্ধ, ইঁহার দৃষ্টান্তে তৎপ্রতি ইউরোপীয়দিগের শ্রদ্ধা [illegible] সংবর্দ্ধিত হইবে। তিনি বিলাত গমনের পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন, এখন অনেক ইউরোপীয় অধ্যাপক অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইলেন। আমাদিগের আনন্দের দ্বিতীয় কারণ এই আনন্দমোহন বাবু বি[illegible] রাজি[illegible] ইন, [illegible] বিলাত [illegible] অধিকাং

বাঙ্গালী যুবক সাহেব হইয়া আসেন এবং আপনাদিগকে এদেশীয় বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জা বোধ করেন,ইহা দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হই। কিন্তু আনন্দমোহন যে বাঙ্গালী বেশে গিয়াছিলেন,সেই বেশেই ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং সামান্য বিদ্যার্থীর ন্যায় সামান্যরূপ ভবনেই সন্তুষ্টচিত্তে বাস করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা বাড়িল। তৃতীয়তঃ তাঁহার চরিত্র। তিনি অতি শান্ত, কোমলস্বভাব, বিনয়ী ও সুশীল বলিয়া পরিচিত ছিলেন, আমরা তাঁহার বর্ত্তমান স্বভাবে তাহারই উজ্জ্বলতা ও মাধুর্য্য দর্শন করিলাম। তিনি নির্দ্দোষ চরিত্র। ইংরেজদিগের সংসর্গে থাকিয়া তাহাদিগের দোষ পরিহার পূর্ব্বক গুণ দ্বারা যে আপনাকে ভূষিত করিয়া আনিয়াছেন ইহা অতি সুদৃশ্য। এইরূপ বিলাতগামী যুবকের দৃষ্টান্ত যত বাড়িবে, ততই দেশের মঙ্গল।

এক্ষণে এদেশে আনন্দ বাবুর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শিত হয়, ইহা দেখিতে আমরা অভিলাষী। কিন্তু কে তাঁহার সম্মাননা করিবে? দেশের বিদ্বান্ ব্যক্তির সমাদর রাজা করিয়া থাকেন, কিন্তু [illegible] অধীনস্থ থাকাতে সে সৌভাগ্য বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছে। সাধারণ লোকে পদের ও ধনের যত সম্মান করে [illegible] না। এমন ব্যক্তিও অনেকে আছেন, যাঁহারা বলিবেন যে, যে বিদ্যা দ্বারা অন্নবস্ত্রের সুবিধা হয় না, সে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন নাই। কিন্তু অন্যে করুন না করুন, বিদ্বান্ ও বিদ্যার্থী ব্যক্তিগণ বিদ্যার সমাদর করিবেন, ইহা আমরা আশা করিতেপারি। আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ কৃতবিদ্যগণ কোথায়? তাঁহাদিগের অস্তিত্ব আমরা দর্শন করিতে পাই না। মধ্যে "Graduates' Association" নামে একটী সভা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাও বোধ হয় বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহাহউক কলিকাতাস্থ কৃতবিদ্যগণ সম্মিলিত হইয়া আনন্দমোহন বাবুর যথোচিত সম্মাননা ও অভ্যর্থনা করেন আমরা ইহা দেখিলে তৃপ্তি লাভ করি।

গঙ্গায় সেতু হওয়াতে কি কি ইষ্টানিষ্ট হইয়াছে?

গঙ্গার সেতু দ্বারা যে সাধারণের অশেষ মঙ্গল হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। লোকে কথায় বলে "এক নদী বিশ ক্রোশ।" ইহার কারণ এই একটী নদী পার হইতে সময় সময় এমনি বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয়, যে ২০ ক্রোশ পথ চলার সহিত তাহা সমান। বিশেষতঃ জলপথে গমন যত সুবিধাজনক হউক না কেন, তাহাতে প্রাণের আশঙ্কা হইতে এককালে পরিত্রাণ লাভ করা যায় না। রেলওয়ে হওয়াতে হাবড়া একটী অতি প্রয়োজনীয় স্থান হইয়া উঠিয়াছে, কলিকাতার সহিত ইহার নিত্যযোগ অত্যাবশ্যক। রেলওয়েতে যাত্রী গমনাগমন ও বাণিজ্য দ্রব্য পরিচালনারও সমূহ ব্যাঘাত। ষ্টিমার চলিয়া গেলে বিশেষতঃ রাত্রিকালে গঙ্গাপার হইবার জন্য যাঁহারা ডিঙ্গীওয়ালাদিগের শরণাপন্ন হইরাছেন, [illegible] বিশেষ রূপে অনুভব করিয়াছেন। ভদ্র কুলাঙ্গনাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাঁহাদিগকে গঙ্গা পার [illegible] হইয়াছে, তাঁহারাও ইহার ভুক্তভোগী। এই সকল যন্ত্রণার অবসান হইল, ইহা সামান্য সুখের বিষয় নহে। এখন লোকে স্বাধীন ভাবে পদব্রজে বা শকটে চড়িয়া অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারিবেন। ব্যয়, বিরক্তি ও কালহরণ এ তিন আপদ হইতেই সহস্র সহস্র লোক নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।

সেতু দ্বারা আপাততঃ কিন্তু কতকগুলি অনিষ্ট ঘটনা হইয়াছে। সাধারণের হিতের সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষের অনিষ্ট অপরিহার্য্য। কলিকাতা হইতে হাবড়ার দিকে যাইবার জন্য বহুসংখ্যক পান্‌সী আছে, তাহা দ্বারা অনেক দুঃখী জীবের জীবিকা লাভ হইয়া থাকে। সেতু যে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিবে তাহার সন্দেহ নাই। ইহারা সচ্ছন্দে দুটাকা উপার্জ্জন করিতেছিল, এখন কোথায় গিয়া প্রাণধারণের উপায় করিবে? অনেকগুলি ভদ্র লোকেরও অন্ন মারা যাইবার আশঙ্কা হইতেছে। আমরা শুনিলাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কলিকাতা ষ্টেসন উঠিয়া যাইবে স্থির হইয়াছে। ইহা রেলওয়ের পক্ষে লাভজনক বটে, কিন্তু কর্ম্মচারীগণ কোথায় যান? সেতু মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে জাহাজের চলিবারও ব্যাঘাত হইয়াছে। যদিও সেতুর মধ্যপথ খুলিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে কালবিলম্ব হইয়া পড়ে এবং জাহাজের অধিক সুবিধা করিতে গেলেই পথিকদিগের পদে পদে কষ্ট উপস্থিত হয়। [illegible] সেতুর মধ্য দিয়া জাহাজের নিত্য গমনাগমন পথ যতদিন থাকিবে, তত দিন ইহা লোকের অসুবিধার [illegible] হইবে, এবং নৌকার সাহায্য [illegible] লইতে [illegible] লাভের মধ্যে এই হইবে, নৌকার সংখ্যা কমিয়া [illegible] বেশী ভাড়া দিয়া পার হইতে হইবে। আর একটী ভয়ের বিষয় আছে। সেতু যদিও এখন নিরাপদ ও সুদৃঢ় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু এখনও ইহার পরীক্ষার শেষ হয় নাই। ইহাকে চিরকাল বিপদের সহিত সংগ্রাম করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে। দৈব ঘটনায় যদি ইহার কোন ভালমন্দ হয়, অসংখ্য অসংখ্য লোককে অকূল পাথারে পড়িতে হইবে। এইরূপ

ভাবী আশঙ্কা নিবারণার্থ ষ্টিমার রক্ষা করা আবশ্যক।

গঙ্গার সেতুটীতে লোক সকল যেরূপ আগ্রহসহকারে গমনাগমন করিতেছে, তাহাতে ইহা বিলক্ষণ লাভজনক হইবে বুঝা যাইতেছে। এখন সেতুটী যাহাতে সুরক্ষিত থাকে এবং ইহার আনুষঙ্গিক কষ্ট ও আশঙ্কা সকল নিরাকরণের উপায় হয়, তাহারই প্রতি আমরা গবর্ণ মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহার সহিত রেলওয়ে কোম্পানিরও লাভালাভ সম্পর্ক বিলক্ষণ রহিয়াছে। তাঁহারাও এবিষয়ে সাধ্যমতে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য দান করুন্। গবর্ণমেণ্ট ও কোম্পানি মিলিত হইয়া যত্নবান্ হইলে কোন আশঙ্কা [illegible]নিরাকৃত থাকিবে না। আপাততঃ এ[illegible]টি প্রধান চিন্তার বিষয় রহিয়াছে, ড[illegible]র্ড সেতুর উত্তর দিক্ হইতে [illegible] কিরূপে লইয়া যাওয়া যায়। ই[illegible] ব্যয়সাধ্য ব্যাপার সন্দেহ নাই, [illegible] সে ব্যয় স্বীকার করিয়াও ইহার [illegible] হইবে। নতুবা প্রতিদিন ২।[illegible] ঘণ্টা সেতুর মধ্যস্থল খুলি[illegible] রাখিতে হইলে ইহা দ্বারা আশানুরূপ ফল লাভ হইতে পারিবে না।

সংস্কৃত [illegible]।

পাঠকগণের অনেকেই বিদিত আছেন যে এক্ষণে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন [illegible] বহুল পরিমাণে সংস্কৃত সাহিত্যের [illegible]লোচনা হইতেছে। জর্ম্মণি ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতির পণ্ডিতগণ অতুল উৎসাহের সহিত সংস্কৃত চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে গ[illegible] তত্ত্ব সকল আলোচনা করিতেছেন। স্থূলদর্শী লোকের নিকট তাঁহাদের এই পরিশ্রম পণ্ডশ্রম মাত্র বোধ হইতে পারে, [illegible] চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন যে সংস্কৃত ও অপরাপর প্রাচ্য ভাষার পুনরুজ্জীবনের মধ্যে মনুষ্য জাতির ভাবী মঙ্গলের অনেক বীজ নিহিত রহিয়াছে। আমরা ক্রমে ক্রমে তাহার দুই একটীর উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ এই সংস্কৃত চর্চ্চা সূত্র অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতেরা এক সুন্দর ও আনন্দজনক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা এই যে ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্ম্মণি ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীরা সকলে এক বংশোৎপন্ন। কালক্রমে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন প্রকার জল বায়ুতে বাস ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা নিবন্ধন তাঁহাদের মধ্যে এত বিভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছে। এই কথা গুলি শুনিতে আপাততঃ বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় না, কিন্তু তাঁহারা ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই আবিষ্কৃত তত্ত্ব যদি প্রকৃত সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদিগের পক্ষে কি অল্প আনন্দ ও উৎসাহের বিষয়? সম্প্রতি (Congress of Orientalists,) প্রাচ্য ভাষাবিদদিগের যে একটী সভা হইয়াছে, তাহাতে পণ্ডিতবর মোক্ষ মূলর এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "তাঁহারা (ভারতবর্ষী[illegible]) এক সময় পাশ্চাত্য জাতিদের উ[illegible] দেখিয়া আপনাদিগকে [illegible] হীন বিবেচনা করিয়া মুহ্যমান হইয়াছিলেন[illegible] এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন যে তাঁ[illegible] [illegible]র্য্য বিষয়ে অন্ততঃ মানসিক উন্নতি বিষয়ে পুনর্ব্বার গ্রীক্ রোমান ও স্যাক্সনদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন, এই চিন্তা তাঁহাদের আত্ম গৌরব ও সন্তোষকে পুনরুদ্দীপ্ত করি[illegible]। বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা সন্তোষজনক চিন্তা আর কি হইতে পারে? ভা[illegible]বাসীদের ম[illegible] শিক্ষিত শ্রেণীগণ্য [illegible] কোন্ ব্যক্তি আছেন [illegible]র হৃদয় ভারতের সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক দুর্গতি দেখিয়া বিষাদে পূর্ণ হয় না, যাঁহার মুখ সেই সমুদায় দুর্গতি দূর করা দুষ্কর ভাবিয়া নিরাশায় ম্লান হয় না? কিন্তু সেই বিষণ্ণ ও নিরাশ ব্যক্তির কর্ণে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের প্রচারিত এই সংবাদ কেমন মধুর! কেমন উৎসাহপ্রদ! এই কথা শুনিয়া হৃদয় সহজেই বলিয়া উঠে যে ভারতবর্ষ এক সময় বিদ্যা ও সভ্যতা বিষয়ে অগ্রগণ্য ছিল; কালক্রমে ইহার সুখ সৌভাগ্যের দিন পুনরভ্যুদিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সকল সত্য তৎতৎ জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ সকলে কুসংস্কার জালে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। এই সকল সত্য মনুষ্য জাতির সাধারণ সম্পত্তি—যেখানে যাহা নিহিত আছে সমুদা[illegible] সংগৃহীত হইবে; তর্ক ও বিচার দ্বারা তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কাররূপ তুষ দূর করিয়া [illegible]রিষ্কৃত করিয়া লইতে হইবে এবং অবশেষে তদ্দ্বারা সমুদায় মনুষ্য জাতি মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতি[illegible]ন স্থাপিত হইবে। কিন্তু এতদিন ভিন্ন ভিন্ন ধ[illegible]দায়ের স্বার্থপরতা, [illegible]হঙ্কার, বিজাতিবিদ্বেষ ও স[illegible]র্ণতা [illegible] সেই সকল সত্য প[illegible]পরের [illegible]রিজ্ঞাত ছিল, এত কাল এক এক সম্প্রদায় এক একখানি গ্রন্থকে অভ্রান্ত দেবদত্ত পুস্তক ও অপর গুলিকে [illegible] ও হেয় বলিয়া মানিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি ইউরোপের পণ্ডিতগণ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন যে সকল দেশেরই প্রাচীন গ্রন্থ সকলে অমূল্য সত্য রত্ন নিহিত আছে। যতই এই সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে, ততই ভিন্ন২ দেশীয় লোকের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে। পর

স্পরের শাস্ত্র অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবে, লোকে আদরের সহিত পরস্পরের বহু আয়াসোপার্জ্জিত সত্য গ্রহণ করিতে থাকিবে এবং ততই জগতের সকল জাতির মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতিবন্ধন স্থাপিত হইবে। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের সংস্কৃত চর্চ্চার এই ফলটীর বিষয় চিন্তা করিলে আমাদের মনে আনন্দ হয় এবং এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় বলিয়া তাঁহাদের কার্য্যের প্রশংসা করিতে হয়।

অবশেষে দেশবাসি শিক্ষিত পাঠক দিগকে দুই একটী কথা বলিয়া উপসংহার করিতে ইচ্ছা হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ক্রমেই দেশের সুসময়ের চিহ্ন সকল দেখা যাইতেছে। ইংরাজদিগের সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময় ভারতবর্ষীয়েরা তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও সভ্যতা দেখিয়া মোহিত হইয়া ছিলেন এবং দিগ্বিদিগ্ জ্ঞান শূন্য হইয়া ইংরাজদিগের রীতি নীতি সাহিত্য প্রভৃতি সমুদায় [illegible]রণ ও অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। "যাহা কিছু পাশ্চাত্য তাহা[illegible] উত্তম" এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। এখনও [illegible] নেসা [illegible]রূপ যায় নাই, কিন্তু ক্রমেই সেই প্রবৃত্তি স্রোত অল্পে অল্পে ফিরিতেছে। ক্রমেই [illegible]শীয় শাস্ত্র [illegible]শীয় রীতি নীতি ও [illegible]য়ে অনুরাগ বাড়িতেছে। ইহাতে বিশেষ মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা। জাতীয় প্রকৃতিকে ভিত্তিভূমি করিয়া যে উন্ন[illegible]াধিত হয়, তাহাই স্থায়ী হইয়া থাকে। বহির্দ্দেশ হইতে সংগৃহীত সভ্যতা যত সুদৃশ্য হউক না কেন তাহা অসার ও ক্ষণস্থায়ী। ভারতবর্ষ এক সময়ে সভ্যতার উচ্চ সোপানে উত্থিত হইয়াছিল, যে সকল প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইহার পূর্ব্ব উন্নতি সম্পাদিত হয়, অধুনা সে সকল কার্য্যকর হইতে পারে কি না, বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান কাল অতীতের নিকটে সকল বিষয়ে ঋণী, অতীতকে অবলম্বন করিয়া সকল বিষয়ে অগ্রসর হইতে হয়। প্রাচ্য ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ এই হিতকর বিষয়ে আমাদিগের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন, এজন্য তাঁহারা আমাদিগের অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল ইহা বলিয়াই যেন আমরা নিশ্চিন্ত না হই। এই পথে আমাদিগের নিজ চেষ্টার উপরে আমাদিগের জাতীয় কল্যাণ ও মহোন্নতি নির্ভর করিতেছে জানিয়া আমরা যেন ইহার পুরোভাগে দণ্ডায়মান হই এবং পূর্ব্ব পুরুষদিগের গৌরব স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাহা সংরক্ষিতও অধিকতর সংবর্দ্ধিত করিতে যেন কোন চেষ্টার ক্রটি না করি।

সার জর্জ ক্যাম্বেল।

সার জর্জ ক্যাম্বেল যত দিন এদেশের শাসন-কর্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বুদ্ধির প্রাখর্য্য, কল্পনার বেগবত্তা এবং ক্ষিপ্রকারিতার অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা দেশকে চমৎকৃত ও আন্দোলিত করিতে এক দিনের জন্য ক্ষান্ত হন নাই। তিনি অকালে [illegible] দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে [illegible]ন করিলেন, এখন লোকে নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার কার্য্যচিন্তা করি[illegible]বসর পাইয়াছে। তাঁহার [illegible]য় [illegible] একটী অনুষ্ঠান তাঁহার উত্তরাধিকারীদ্বারা পরিবর্ত্তিত বা অন্যথাকৃত হইতেছে দেখিয়া বারংবার তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে এবং এই বঙ্গহিতৈষী স্বদেশে গিয়া কি করিতেছেন জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। সার জর্জ আমাদিগের নিকট বিদায় লইবার [illegible]ময় বলিয়া [illegible] তিনি [illegible]শে গিয়া আমাদিগের হিতচিন্তা করিতে বিস্মৃত হইবেন না। তিনি ভারতবর্ষীয় কৌন্সিলে যখন স্থান লাভ করিয়াছেন, তখন এ অঙ্গীকার যে প্রতিপালন করিতেছেন তাহার সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সেখানকার পদ তাদৃশ উন্নত না হওয়াতে আমরা তাঁহার কার্য্য বিবরণ অবগত হইতে পারিতেছি না। কিন্তু তিনি অন্য প্রকারে আমাদিগের নিকট আত্ম পরিচয় দান করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। সংবাদপত্রের স্তম্ভে তাঁহার লেখনী এবং প্রকাশ্য সভাস্থলে তাঁহার কণ্ঠ আমাদিগের জন্য পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইতেছে। গত ৬ ই অক্টোবর গ্লাসগোর (Social Science Congress) সামাজিক বিজ্ঞান সভায় তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ ও যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনা করাই আমাদিগের অদ্যকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। আমাদিগের পাঠকগণের স্মরণ আছে সামাজিক বিজ্ঞানের প্রতি সার. জর্জ ক্যাম্বেলের ঐকান্তিক অনুরাগ, এইজন্য এদেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স আসোসিয়েসনের সভাপতি পদ গ্রহণ করেন এবং তাহাতে এদেশের কল্যাণ[illegible]ক একটী আকাশস্পর্শী বক্তৃতা করেন। এ[illegible]াসগোর সামাজিক বিজ্ঞান সভার বাণিজ্য বিভাগের সভাপতি হইয়াছেন এবং এখানে তাঁহার [illegible]র্য্যের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, [illegible]খানে গিয়া সুসম্পন্ন করিতেছেন।

বিলাতে লোকদিগের স্বাধীনতা বৃদ্ধি হেতু ভৃত্য পাওয়া দুর্লভ হওয়াতে তিনি এ দেশীয়দিগকে আদরের সহিত [illegible] পদে বরণ করিয়াছেন। তিনি বলেন:—

"ভারতবাসীরা আমাদিগের সহিত এক বংশোদ্ভব বটে, কি[illegible] তাহারা শারীরিক বল বিক্রমে হীনতর, [illegible]হাহউক তাহাদিগের

বেশ বুদ্ধি আছে এবং পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে তাহারা এদেশে আসিয়া সুস্থশরীর ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে। ইউরোপের অপেক্ষা ভারতের শ্রমজীবীদিগের মূল্য অল্প, অতএব এখানে তাহাদিগকে অনায়াসে আনয়ন করা যাইতে পারে।"

ভারতবর্ষের শিল্প কার্য্যের উপযোগিতা বিষয়ে তাঁহার মত এইঃ—

"বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি, ভারতবাসীরা এদেশীয়দিগের অপেক্ষা কলের কার্য্যে নিকৃষ্ট নহে। ডণ্ডী এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের শ্রমজীবীদিগের ন্যায় তাহাদিগের হস্ত সুনিপুণ। তাহাদিগের এ কার্য্যে বিশেষ অনুরাগ, পুরুষ স্ত্রীলোক বালক সকলে আনন্দচিত্তে কার্য্য করে। ভারতবর্ষের শিল্পকার্য্যের পরিশ্রম এদেশের পরিশ্রমের সহিত ভয়ঙ্কর প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উপলক্ষে তিনি বলেনঃ—

"কানাডা এবং অন্যান্য ব্রিটিষ উপনিবেশের ন্যায় ভারতবর্ষের হস্তে আমরা আত্মশাসনতার সমর্পণ করিতে পারি না। আমরা হয়ত কোন কালে সে দেশকে স্বাধীনতা লাভের যোগ্য করিতে পারি, কিন্তু সে সময় এখন বহুদূরস্থ। এক্ষণে দেশীয়দিগের হস্তে ক্ষুদ্র ২ স্থানীয় মিউনিসিপালিটী ব্যতীত অন্যবিধ রাজ[illegible] ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে না। আমরা যদি স্বদেশের এবং ভারতবর্ষের কল্যাণার্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিতে চাই তবে তাহা এই যে বিজ্ঞতা ও ন্যায়পরতার সহিত ভারতবর্ষ একাধিপত্য [illegible] শাসন করিতে [illegible]।"

তিনি এক স্ব[illegible] সূত্রে স্বদেশ এবং ভারতবর্ষকে মিলিত করিতে চান, তাহার উপায় এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেনঃ—

"যে দেশে যাহার আধিক্য, তাহা অবাধে অন্য দেশে প্রবাহিত হইতে পারে, অর্থাৎ যাহাতে স্বাধীন বাণিজ্য চলে, তিনি তাহার সপক্ষ। ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান এবং নিয়মিত অধিবাসীর প্রাচুর্য্য এবং উষ্ণদেশের সূর্য্যোত্তাপ ও বৃষ্টিপাতে তাহার ভূমি অতি উর্ব্বরা, কিন্তু তথায় মূলধন, বিজ্ঞান এবং উপযুক্ত অধ্যক্ষের অভাব। শেষোক্ত তিনটী বিষয়ে অন্য কোন দেশ গ্রেট ব্রিটেনের ন্যায় প্রাধান্য প্রদর্শন করিতে পারে না। [illegible]তবর্ষীয় উৎপন্ন দ্রব্য ও মনুষ্যের কায়িক শ্রম, যদি ব্রিটনীয় মূলধন, বিজ্ঞান কৌশল ও অধ্যক্ষতার সহিত সংমিলিত হয়, তাহা হইলে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন করিতে পারে। ভারতবর্ষে এদেশীয় মূলধন সঞ্চারিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা প্রচুর রূপে হইতেছে না বলিয়া আক্ষেপ শুনা যায়। সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য দেশে ব্রিটিষ মূলধন যেরূপ যায়, ভারতবর্ষে সেরূপ যায় না। এবিষয়ের সুবিধা বিধানার্থ যাহা আবশ্যক তাহা এইঃ—ভূমি সম্বন্ধীয় স্বত্বের উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা, বিচারের উৎকৃষ্টতর নিয়ম, কার্য্যাধ্যক্ষেরা অধিকতর সাধু হয়, এজন্য ইংলণ্ডীয় বাণিজ্য নিয়মের সংশোধন, ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যকর পার্ব্বত্য দেশে ইউরোপীয় অধিবাসের সুযোগ প্রদান, তাহা সুসাধ্য করিবার উপায়, উপনিবেশীদিগের সন্তানগণের শিক্ষার সুব্যবস্থা করা এবং ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে উৎকৃষ্টতর সামাজিক যোগ সংস্থাপন।

বক্তৃতাটী অতি সুদীর্ঘ, আমরা আবশ্যক বিবেচনায় তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাব মাত্র প্রকাশ করিলাম। সার জর্জ এই বক্তৃতা দ্বারা একটী অনল্প আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ইংলিসমানের একজন লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—"সার জর্জ ক্যাম্বেলের মতে নিম্ন শ্রেণীর লোকে বিদ্যা শিক্ষা করাতে নীচ পরিশ্রমের কার্য্যে বিরক্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, হিন্দুস্থানে অসংখ্য লোক আছে, তাহাদিগকে বাটীর চাকর রূপে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহার গ্লাস[illegible] বক্তৃতা পাঠের পর মোটে এই সংস্কার জন্মিল যে তাঁহার বিদ্যা ও ক্ষমতা [illegible] আছে, দুঃখের বিষয় বিচারশক্তি, [illegible]তা এবং সামান্য বুদ্ধি অংশে তিনি নিতান্ত হীন।" টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন "সার জর্জের রাজনীতি বিষয়ক বিদ্যা ও ক্ষমতা অতি উচ্চ বলিয়া যাহাদের ভ্রম[illegible]ল, এই বক্তৃতা দ্বারা তাহাদের সে ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয় [illegible]র্ণমেণ্টকে [illegible]ক অতিরিক্ত ব্যয়ে ডুবাইয়া আপনার অক্ষমতা বুঝিয়াছেন, এখন লোকরঞ্জনার্থ নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের প্রিয় হইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে স্কটলণ্ডে তাঁহার লাভ হইতে পারে; কমন্‌স হাউসে পদশূন্য হইলে তিনি সভ্য মনোনীত হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার ভাল করিবার যদি কিছু ক্ষমতা থাকে, তদপেক্ষা মন্দ করিবার ক্ষমতা অধিক আছে। তাহার পক্ষে কৌন্‌সিলে থাকাই উপযুক্ত। কিন্তু অভীষ্ট সাধনের সুযোগ হইলে তাঁহার তিলার্দ্ধ তথায় থাকিবার ইচ্ছা নাই। লর্ড সালিসবরীর দুরদৃষ্ট, এরূপ লোককে অধীনস্থ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।"

সার জর্জ ক্যাম্বেলের বক্তৃতার আর অধিক সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহাকে এ দেশের লোকে অনেক দিন চিনিয়াছেন। তিনি এ দেশের বন্ধু বটেন, কিন্তু জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে হয় "এরূপ বন্ধু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।" ভারতবর্ষ ই[illegible]ণ্ডের জন্য, এ দেশীয়েরা অজ্ঞান, হীনাব[illegible] পশুর মত থাকিবে এবং ইংরেজেরা সকল বিষয়ে প্রধান থাকিয়া ইহাদিগকে শাসন করিবেন, এই শাসন আবার সম্পূর্ণ একাধিপত্যরূপ ধারণ করিবে[illegible]াই তাঁহার মনোগত বাসনা। তিনি চান এ দেশীয়দিগকে কুলী, [illegible]র, বাটীর ভৃত্য, ও কলের শ্রমজী[illegible] করি[illegible] ইংরেজ প্রভুদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন, ইংলণ্ডের মূল ধন আনিয়া এ দেশের উৎপন্ন দ্রব্য সকল স্বদে[illegible] লইয়া যাইবেন এবং ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর উর্ব্বর স্থান সকলে ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপন করাইবেন, [illegible] হইলে ভারতবাসীদিগের সুখ সৌভাগ্যের অবধি থাকিবে না! আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, যে তাঁহার স্বজাতীয়েরাই তাঁহার অযুক্ত উক্তির প্রতিবাদ করিতেছেন এবং ভদ্র ইংরাজ-

গণের মধ্যে তাঁহার ধাতুর লোক বড় অধিক নাই।

প্রাপ্ত।

পর্য্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত

উড়িষ্যা—গড়জাত।

উড়িষ্যা অতি বিস্তীর্ণ প্রদেশ। ইহা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, মোগলবন্দী ও গড়জাত। মোগলবন্দী ইংরেজদিগের শাসনের সম্পূর্ণ অধীন, কিন্তু গড়জাত তাহা নহে; কতিপয় ক্ষুদ্র করপ্রদ রাজার অধিকারভুক্ত। এই রাজাদিগের রাজ্যের অবস্থা ও শাসন প্রণালী অতি শোচনীয়। উড়িষ্যাতে প্রায় ১৮ টী রাজা আছেন; ইঁহারা যে স্থানে বাস করেন তাহাকে গড় এবং ইঁহাদের অধিকার ভুক্ত স্থানসমূহকে গড়জাত কহে। পাঠক! ইঁহাদিগকে অপরাপর করপ্রদ রাজাদিগের ন্যায় স্বাধীন মনে করিবেন না। ইঁহাদিগের স্বাধীনতার সীমা অতি অল্প। জিলার মাজিষ্ট্রেটগণ যে ক্ষমতাতে স্বীয় স্বীয় অধিকারভুক্ত স্থানসমূহ শাসন করেন, গড়জাতস্থ রাজগণও তদনুরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব রাজ্য শাসন করিতেছেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটেরা শিক্ষিত ও নিয়মিত শাসন প্রণালীর অধীন; ইঁহারা অশিক্ষিত এবং ইঁহাদের রাজ্যে শাসনপ্রণালীর কোন শৃঙ্খলা নাই। গড়জাতে প্রবেশ মাত্রেই ব্রিটিষ রাজ্যের মনোহর শাসন প্রণালীর কোন চিহ্ন মাত্র লক্ষিত হয় না। উক্ত রাজারা প্রায় কোন রাজকীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। দেও[illegible], পুলিশ ও আদালত প্রভৃতি অপরাপর রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। যদি দেওয়ানটী সুশিক্ষিত ও সুবিচারক হয়েন, তবেই শাসন [illegible] সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা না হইলেই প্রতুল! কিন্তু রাজাদিগের অধিকাংশ দেওয়ান প্রভুর ন্যায় সুপণ্ডিত। ইহাতে উক্ত রাজ্য সকলের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। উল্লিখিত রাজাদিগের মধ্যে অধিকাংশই আলস্য পরতন্ত্র ও বিলাসপ্রিয়; স্বীয় হস্তে আহার করা পরিশ্রম সাপেক্ষ বোধে কোন এক রাজা অপরের হস্তসাহায্যে আহার ক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম বিষয়েও সেইরূপ; উপবাস, পূজা, ব্রত প্রভৃতি প্রতিনিধি ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হয়। জগন্নাথ দেবের দর্শন করিলে পবিত্র হওয়া যায়, এইটি হিন্দু মাত্রেরই বিশ্বাস। অত্রত্য কোন কোন রাজা পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ এক একজন ব্রাহ্মণনিযুক্ত করিয়া প্রত্যহ জগন্নাথ দেবের দর্শন করতঃ দিনকৃত পাপক্ষয় করেন। ধর্ম্ম বিষয়ে রাজাদিগের মতিত এই। বিদ্যা বিষয়ে আরও কিছু চমৎকার। গড়জাতস্থ প্রজাদিগের রাজভক্তি অচলা। তাহারা রাজাকে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা মনে করিয়া থাকে। পাছে রাজভক্তি কমিয়া যায়, এই ভয়ে অধিকাংশ রাজা স্বীয় স্বীয় রাজ্যে বিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থাপন করিতে কুণ্ঠিত। শুনা যায় কোন কোন রাজা এমনও আছেন যে তাঁহার রাজ্যে কোন ব্যক্তি কিছু লেখাপড়া জানিলে তাহার লেখাপড়া কিরূপে লোপ পায়, তজ্জন্য তিনি তান্ত্রিক মতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। সরস্বতী ত কোন মতেই তিরোহিত হইবার নহেন, রাজার প্রয়াস মাত্র সার হইয়া থাকে।

প্রজাদিগের মধ্যে যদি কেহ কলহ উপস্থিত করে, অন্য পক্ষ রাজার দোহাই বলিলেই কলহকারীকে ক্ষান্ত হইতে হয়, নতুবা তাহাকে রাজার দণ্ডবিধির অধীন হইতে হয়।

রাজারা অভাবতঃ দুই তিনটী বিবাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু যত ইচ্ছা দাসী রাখিতে পারেন। দাসীরাও ভার্য্যার স্থানীয়। দাসীদিগকে এদেশে ফুলবাই বলিয়া থাকে। বিবাহিত স্ত্রীর পুত্র অথবা কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয়ের অবর্ত্তমানে দাসী পুত্রেরা রাজা হইয়া থাকে, নচেৎ দাসীপুত্রেরা রাজকুমারের ন্যায় সম্মান পায় ও চিরদিন রাজসংসারে বাস করিতে পারে। দাসীপুত্রেরা অন্য রাজার দাসীদিগের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু রাজার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন না।

কোন কোন গড়জাতে এক ভয়ানক কুপ্রথা প্রচলিত আছে, স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাহার নাম রাজমাতা দর্শন। পাঠক এখানে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন রাজমাতা দর্শন কি? বঙ্গদেশের কোন২ স্থানে গুরু প্রসাদাদি প্রথা প্রচলিত ছিল, শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। রাজমাতা দর্শন তাহারই অনুরূপ। আরও অনেক কুপ্রথা প্রচলিত আছে, উহা লিখিয়া এই পত্রিকা কলঙ্কিত করিতে পারি না।

উড়িষ্যাদেশের অধিকাংশই গড়জাত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে গড়জাতের উন্নতির কিছুমাত্র চিহ্ন লক্ষিত হয় না। রাজাদিগের অমনোযোগিতা ও অজ্ঞতাই ইহার প্রধান কারণ ব্রিটিষদিগের উদার শাসন প্রণালীর অনুকরণে অনেক অসভ্য রাজ্য সুসভ্য হইল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অদ্যাপি এই দুর্ভাগ্য প্রদেশের কিছুমাত্র উন্নতি হইল না ইংরেজেরা ভারতবর্ষে আগমন করিয়া উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করত ভারতের অনেক অভাব দূর করিয়াছেন। বস্তুতঃ স্বীকার করিতে হইবে শিক্ষাই ভারতের একমাত্র সৌভাগ্য প্রসূতি ও উন্নতির সোপান। কিন্তু এই মহোপকারী শিক্ষার অভাবে অত্রত্য প্রজাবর্গ স্বীয় দুরবস্থার অপনোদন করিতে পারিতেছে না। গড়জাতস্থ কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ যদি স্বীয় স্বীয় রাজ্যের সৌভাগ্য দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে উন্নত শিক্ষাপ্রণালীর আশ্রয় অবলম্বন করুন।

এইরূপ কুসংস্কারাচ্ছাদিত গড়জাতেও একটি মাত্র স্থান অত্রত্য রাজাদিগের আদর্শস্বরূপ হইয়া উৎকলের ভাবী উন্নতির শুক্রতারক হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। এই স্থানের নাম ঢেঁকানাল। ইহার অধিপতি মহারাজ ভাগীরথী মহেন্দ্র বাহাদুর। ইনি অপরাপর উৎকলস্থ রাজাদিগের ন্যায় প্রজাশোষক নহেন। কিসে প্রজাদিগের মঙ্গল হইবে, কি প্রকার শিক্ষাপ্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে অধিকারস্থ দীন প্রজাবর্গ শিক্ষিত হইতে পারিবে এইটী তাঁহার প্রধান ব্রত। বিদ্যাচর্চ্চা মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া যে দেশের রাজাদিগের জ্ঞান নাই, সেই দেশস্থ একজন রাজা শিক্ষার জন্য এতদূর অধ্যবসায়শীল, এইটী যখন মনে হয় তখন অত্রত্য অধিপতিকে ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। এই রাজার স্বীয় রাজধানীতে একটী বিদ্যালয় আছে। তাহাতে উড়িয়া ও ইংরাজী শিক্ষা হইতেছে। রাজা বহুল অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া বিদ্যালয়ের নিমিত্ত একটী ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অনেক বিদ্যার্থী দরিদ্র ছাত্রদিগকে অন্ন বস্ত্র দ্বারা বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। ইনি নিজ ব্যয়ে রাজ্য মধ্যে অনেক পাঠশালা সংস্থাপিত করিয়া দুঃখী প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। গড়জাতস্থ অধিবাসীরা নিজ সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত; কিন্তু এই রাজ্যের এই একটী আশ্চর্য্য নিয়ম আছে যে যে ব্যক্তি নিজ সন্তানদিগকে স্বেচ্ছায়ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ না করিবে রাজা জোর করিয়া তাহার সন্তানগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে বাধ্য করিবেন। এখানে সংস্কৃত আলোচনার বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। রাজা নিজে সংস্কৃতজ্ঞ ও সুশিক্ষিত; ইঁহার ধর্ম্ম-

বিষয়ক মত অতিশয় বিশুদ্ধ। প্রায় অধিকাংশ লোক বিবেককে বিসর্জ্জন দিয়া শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবধারণ করেন, কিন্তু ইনি সে প্রকৃতির লোক নহেন। শাস্ত্র ও বিবেক একত্রিত হইয়া যাহা বলিবে, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করেন।

এই রাজার একটী সুবিজ্ঞ সভাপণ্ডিত আছেন, ইনি অপরাপর পণ্ডিতদিগের মত স্বীয় মতের অস্তিত্ব বিনাশ করিয়া গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসমান হয়েন না। স্বাধীনভাবে তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন। উক্ত পণ্ডিতের আর একটী মহৎ গুণ দর্শন করিলাম। প্রায় উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদিগের সদস্যবর্গ আপনার প্রভুর ইচ্ছার অনুসরণ করেন। কিন্তু ইনি সেই ধাতুর লোক নহেন। নিজ মতের দৃঢ়তা সংস্থাপন জন্য কখন কখন রাজার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন। ইহা একজন ভারতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে।

উৎকলের উন্নতির নিমিত্ত রাজার এতদূর পর্য্যন্ত যত্ন যে তিনি উড়িষ্যার ইংরেজী প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র দিগকে কটক হাইস্কুলে অধ্যয়ন জন্য মাসিক ১০ টাকা করিয়া দুইটি বৃত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। গড়জাতস্থ ছাত্র দিগেরও উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কটক হাইস্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষার শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠের নিমিত্ত মাসিক ৫ পাঁচ টাকা করিয়া দুইটি বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

ঢেঁকানালে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এখানে প্রত্যহ বহুসংখ্যক দরিদ্র প্রজা উপনীত হইয়া রোগের প্রতীকার বাসনায় ঔষধ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ঔষধালয়ের ত[illegible] সব আসিস্টাণ্ট সার্জ্জন [illegible]যুক্ত বাবু নবীন চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। ইনি অতিশয় অধ্যবসায়ের সহিত নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতেছেন। উক্ত ডাক্তর মহাশয় বিশেষ পরিশ্রমের সহিত পূর্ব্বাহ্ণ ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ও অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত যত্নের সহিত রোগীদিগকে চিকিৎসা করিয়া থাকেন এবং অপরাপর বিষয়ের উন্নতির প্রতিও ইহাঁর বিশেষ দৃষ্টি আছে। আমি আশা করি নবীন বাবু যদ্যপি কিছু এই স্থানে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে ইঁহা দ্বারা ঢেঁকানালের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। উক্ত ঔষধালয়ে একটী রোগিনিবাস আছে। ইহাতে নিয়মিত রোগীর সংখ্যাও কম নহে।

এখানে একটি নূতন কাণ্ড দর্শন করিলাম। এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে ভিক্ষাজীবী নাই। যাহারা অতিশয় দুঃস্থ, রাজা তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিয়া থাকেন। এই রাজা উৎকলের ভূষণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উৎকলবাসী প্রত্যেক রাজা যদ্যপি এই মহারাজার অনুকরণে প্রবৃত্ত হন, তাহাহইলে অচিরাৎ উৎকলের দুরবস্থা অপসারিত হইবে।

আমি গড়জাত ভ্রমণ করিয়া যে সকল চিত্র দর্শন করিয়াছি তাহার কিয়দংশ পাঠকবর্গকে অবগত করিলাম। অন্য সময়ে আর আর বিষয় সকল লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। ভারতে যবন। শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা নূতন ভারতযন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৮১ সাল। গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটরে অভিনয়ার্থ প্রকাশিত।

গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিকে নাট্যরূপক অথবা "মাস্ক" কহিয়াছেন। কিন্তু আমরা সে নামে ইহাকে অভিহিত করিতে পারিলাম না। সে যাহাহউক, গ্রন্থের বিষয়টি উত্তম, কিন্তু ইহার কল্পনা অতি সামান্য। যবনদিগের শেষকালীন অত্যাচার প্রকাশক দৃশ্য গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করাতে সুরুচির পরিচয় হয় নাই। গত শনিবাসরীয় অভিনয়ে এই দৃশ্য পরিত্যক্ত হইয়াছিল দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। পদ্যগুলি কেমন সুন্দর দেখুনঃ—

"স্বাধীনতা সম কি আছে আর,
বীরের জীবন, বীর অলঙ্কার,
বীরপ্রসূ হায়, ভারত জননী!
[illegible]জলে তাঁর ভাসিছে ধরণী,
হারায়ে উজ্জ্বল স্বাধীনতা মণি।"
"মলিন বসন আলুলিত কেশ,
উহু মরি মরি পাগলিনী বেশ,
মুখে পুনঃ পুনঃ বলিছে হায়,
যবন পীড়নে মরি প্রাণ যায়।
ওরে কুলাঙ্গার আর্য্যসুতগণ,
জননীর দশা দেখ্‌রে এখন,
পুত্র হয়ে হায় বল্‌ কি করে,
মাতারে সঁপিলি যবন-করে?
অধীনতা ভার না পারি বহিতে,
যবন গঞ্জনা না পারি সহিতে,
[illegible], নরাধম যবনে দেখিতে,
চাহেনা, চাহেনা, চাহেনা প্রাণ,
এই ভিক্ষা, কর স্বাধীনতা দান।"

২। আনন্দকানন অথবা মদনের দিগ্বিজয়। গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটর কোম্পানির নিমিত্ত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। সাহিত্য সংগ্রহ যন্ত্রে মুদ্রিত।

আনন্দকানন একখানি সুন্দর ক্ষুদ্রায়তন নাট্যরূপক। জিতেন্দ্রিয় ও শান্তচিত্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত সকলেই যে কাম রিপুর পরতন্ত্র এই ভাবের বিকাশ সাধন করা এই কাব্যের উদ্দেশ্য। কবিকেশরী শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র তাঁহার প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকে যে অর্থে কাম ও রতি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এ গ্রন্থে সে অর্থে ঐ শব্দদ্বয় প্রয়োজিত হয় নাই। কবিবর বেন জনসন তাঁহার এক খানি নাট্যরূপকে যে অর্থে কিউপিড শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আনন্দ কাননে মদন শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত বোধ হয়। বাস্তবিক বেন জনসন যে প্রকার কিউপিডের বর্ণন করিয়াছেন, মদনের বর্ণন তাহারই এক প্রকার অনুবাদ, কিন্তু তাহা হইলে রতি তাহার কে, তাহা শীঘ্র স্থির করা যায় না। আনন্দ কাননে রতি শব্দে যদি প্রেমেরই সঞ্চারী ভাব অর্থাৎ প্রেম বিষয়ে চিত্তের আর্দ্রতা বুঝায়, তাহা হইলে ইহা উক্ত মিশ্র কবিবরেরই রতি। যাহাহউক, রতির প্রকৃতি লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু একটু বিশদরূপে প্রকাশ করিলে ঐ দম্পতীদ্বয়কে সুন্দরতর দেখাইত। আলস্য যদি শ্রমকাতর সুখপ্রিয়তা (ease) বুঝায়, তাহা হইলে মদনের [illegible]হচরগণের চিত্রনিচয় অতি সুন্দর। রতিদেবীর সহচরীগণের চিত্রনিচয় সুন্দরতর। এই সহচরীগণের মধ্যে কেবল হিংসাকে না আনাই উচিত ছিল। হিংসা, এস্থলে মৃণালে কণ্টকবৎ [illegible]য়মান হয়। যাহাহউক, এই সহচর এবং [illegible]রীগণের বর্ণনাগুলি অতি সুমধুর ভাষায় রচিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা [illegible]টী বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম।

[illegible]লার গীত।

"আয় লো আলি, রূপের ডালি, কুসুম তুলি সবাই মিলে।
গাঁথ্‌ব মালা, রাজার বালা, প্রাণ যুড়াবে গলায় দিলে॥
ফুটিয়াছে বনফুল, মাতিয়াছে অলিকুল।
বকুল মুকুল কুল, আকুল করে কোকিলে॥"

লীলার উক্তি।

"কুসুম ভূষণে কাজ কিলো ধনি?
দেহেরি রতনে, সাজাবো যতনে, আমাদের সখী ভুবনমোহিনী;
ছাঁটিয়া কাটিয়া, সুঠাম করিয়া, তকবরে যথা সাজাও স্বজনি।

কাজ কি লো আলি কুসুম মালায় ?

সুচারু চাঁচর, চিক্কণ চিকুর, আঁচরি কবরী রচিব মাথায়;

বিনা হার পাশ, চুলে দিব ফাঁস, ভাল সাজে রতি শিথিল খোঁপায়।

কাজ কি মোহিনি, প্রসূন রাশি ?

রক্তির অধর, অতি মনোহর,

বিমল বাঁধুনি না হয় বাসি,

করি পরিহাস, করিব বিকাশ,

তাহেরে সুধার ঈষদ হাসি।

কাজ কি লো সখি রাগ রঞ্জনে ?

অধর ধরিয়া, আদর করিয়া,

সরম অঞ্জন পরাব নয়নে।

খঞ্জন নয়ন, রমণী গঞ্জন,

...খী আঁখি থাক ভারত রঞ্জনে।"

...লঙ্কৃতা সুন্দরী কামিনীর কি চমৎকার চিত্র ...ার উক্তিতে চিত্রিত হইয়াছে!

"...র ধরিয়া, আদর করিয়া,

সর... অঞ্জন পরাব নয়নে।"

এই ...টি কি চমৎকার, প্রকৃত কবি সমুচিত বটে! প...ড়বা মাত্র যেন ইহার সুন্দর চিত্রটি আমাদিগে... মনে অচিরাৎ সমুদিত হইল।

আনন্দ কাননের পরিসমাপ্তিটি আমাদিগের মনে ভাল লাগে নাই। তাহার কারণ এই কাব্য কল্পনার পরিমাণ রক্ষা হয় নাই। ধরিতে গেলে এই কাব্যে দুইটি কল্পনা আছে। এক দিকে প্রেম প্রবৃত্তির বিক্রম, অপর দিকে ধৃতি অথবা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির জয়। এই কাব্য পাঠে যে পরিমাণে প্রেম প্রবৃত্তির বিক্রম অনুভূত হয়, সে পরিমাণে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির আধিপত্য অনুভূত হয় না। কাব্যের দ্বিতীয় কল্পনাটী সমুচিতভাবে বিস্তারিত করিতে পারিলে, কল্পনা সঞ্জাত ভাব পরিমাণ রক্ষিত হইত, কাব্যের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইত। যম, আধি ব্যাধির কল্প[illegible] নিতান্ত অসম্বদ্ধ। ইহারা কাহার পক্ষ ?

যাহাহউক, এই নাট্যরূপক একখানি সুন্দর কাব্য। এই কাব্য পাঠে আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি।

৩। দি ষ্টুডেণ্ট—অর্থাৎ ছাত্র নামক এক খানি সাপ্তাহিক পত্র বাঁকীপুর বিহারবন্ধু যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহা ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত। বাঁকীপুরে—বোধ হয় বিহার প্রদেশে এই প্রথম যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে, তাহাহইতে এরূপ সুন্দর পত্রিকা বাহির হইয়াছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

বিগত সপ্তাহে আমাদিগের মহামান্য গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারি কাপ্তেন বেরিংয়ের সমভিব্যাহারে হাজারিবাগ হইতে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। ইহাঁর শীঘ্রই ইউরোপ যাত্রার বিষয় যে জনরব উঠে, আমরা ফ্রেণ্ড পাঠে আহ্লাদিত হইলাম যে তাহা নিতান্ত অমূলক।

গত পক্ষে বঙ্গদেশে ১১৪,৬৪৭ ব্যক্তি রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, এবং ২১৩,২৩২ ব্যক্তি দাতব্য রিলিফ হইতে সাহায্য পায়।

উন্মত্তাবস্থায় একজন খালাসি লালবাজারের স্কচ কার্কে প্রবেশ করিতেছিল বলিয়া উহার ১০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। কলিকাতার খালাসিদিগের দৌরাত্ম্যে অনেকে লাল বাজারের রাস্তা চলা ত্যাগ করিয়াছেন।

এক ব্যক্তি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট হইতে অপহৃত কতকগুলি অক্ষর ক্রয় করিয়াছিল বলিয়া উক্ত ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৪ মাস কারাবাস দণ্ড হইয়াছে। চোরের কি হইল ?

দুর্গাপূজার সময়ে কলিকাতার বিখ্যাত বাবু তারক নাথ পরামাণিক ২০, সহস্র দরিদ্র ব্যক্তিকে অন্ন দান করিয়াছেন। প্রত্যেক দরিদ্র মিষ্টান্ন এবং পয়সাতে তিন চারি আনা লইয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি কটকে আর একটী মহান্তের বিচার হইয়া গিয়াছে। এ মকর্দ্দমাটী তত গুরুতর নয় বলিয়া মহান্ত নিষ্কৃতি পাইয়াছে। এবার মহান্তদিগের শনির দশা।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন যে সম্প্রতি শ্রীরামপুরের সিবিল সার্জ্জন গ্রিণ সাহেব তথাকার একটী সর্পদষ্ট স্ত্রীলোককে আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়াছেন। দংশনের ২০ মিনিট পরে গ্রিণ সাহেব আসিয়া দষ্ট স্থান ক্ষত করিলেন এবং কার্বলিক আসিড প্রয়োগ করিতে বলিলেন। পরে ১০ মিনিট অন্তর অর্দ্ধ গ্লাস ব্রাণ্ডির সহিত ১৫ ফোঁটা হার্টসহরণ সেবন করান। এই স্ত্রীলোকটী দুই দিবস অচেতন হইয়াছিল। সর্পটীকে দেখা যায় নাই। গোক্ষুরা হইলে গ্রিণ সাহেব বোধ হয় আরোগ্য করিতে পারিতেন না, অন্য কোন সর্প হইবে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে এক জন বাঙ্গালি পুলিসম্যান একটী স্ত্রীলোককে বল পূর্ব্বক থানায় আনয়ন করিয়া তাহাকে অপমান করিয়াছিল বলিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত উহার ২বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। মফঃস্বলের পুলিস প্রায় এইরূ পজঘন্য।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে সার্জ্জন মেজর রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর পদে মেডিকাল কালেজের মেটিরিয়া মেডিকার অধ্যাপক রূপে নিয়োজিত হইয়াছেন।

কলিকাতায় আর এক খানি দৈনিক পত্র শীঘ্রই প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইবে। এ কাগজ খানি নূতন নহে, ইহার নাম "ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্সম্যান।" বোম্বাই হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। এক্ষণে ইহা কলিকাতায় আসিতেছে।

ছোট আদালতের দ্বিতীয় জজ লইয়া যে গোলযোগ চলিতেছিল তাহা ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট দ্বারা এক রূপ নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় জজ রহিলেন। টমসন সাহেবের বেতন সমভাবে বিভক্ত হইয়া কতক কুঞ্জ বাবু এবং কতক তৃতীয় জজ ম্যাকহওয়েন সাহেব পাইবেন। ম্যাকহওয়ান সাহেবের বেতন ১১৫০ টাকা ছিল এক্ষণে ১৩৫০ টাকা হইল। কুঞ্জ বাবুর বেতন ১২৫০ টাকা ছিল, এক্ষণে তিনি ১৩৫০ টাকা পাইবেন।

সংবাদ পত্র পাঠে জানা গেল যে সম্প্রতি মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেট ঝড় প্রপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ "ফ্যামিন রিলিফ কমিটীর" নিকট ২ লক্ষ টাকা চাহিয়াছেন, এবং রিলিফ কমিটীর সভ্যেরা উক্ত টাকা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু সভ্যগণ লণ্ডন কমিটীর বিনানুমতিতে কিছুই করিতে পারিবেন না বলিয়া লর্ড মেয়রের নিকট টেলিগ্রাফ করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। লর্ড মেয়র নিশ্চয়ই ইহা গ্রাহ্য করিবেন। বর্দ্ধমানেও অনেক ক্ষতি হইয়াছে, তজ্জন্য সেখানেও সাহায্য দেওয়া আবশ্যক। আমরা আশা করি এবৎসর গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং হুগলীর রথ্যাকর আদায় স্থগিত রাখিবেন।

আমাদিগের বগুড়ার সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ গত ১৬ই অকটোবর অত্র স্থানে ভয়ানক ঝড় হইয়া সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ রোপা ধান্যের অতিশয় অনিষ্ট ঘটিয়াছে। এবৎসর অতি সন্তোষকর শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু ঝড় হওয়াতে শস্যের অনেক হানি হইয়াছে। যদি আর কোন দুর্ঘটনা না হয় তবে বারো আনা শস্য জন্মিবার বিলক্ষণ প্রত্যাশা করা যাইতেছে।

ঝড় হওয়াতে বর্দ্ধমান এবং মেদিনীপুরের স্থানে স্থানে ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। পশুপক্ষী সমুদায় মরিয়া এরূনি ভয়ানক দুর্গন্ধ

উপস্থিত হইতেছে, যে তথায় বাস করা সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে। শীঘ্রই ইহার উদ্ধারের চেষ্টা না করিলে মরক উপস্থিত হইবে। এই সমুদায় অবলোকন করিয়া রিলিফ কমিটী কি সাহায্য দিতে অস্বীকৃত হইবেন?

ডেলিনিউস শুনিয়াছেন যে ডায়মণ্ড হারবারের কষ্টম হাউস ষ্টেসন শীঘ্রই উঠিয়া যাইবে এবং বজ বজ কিম্বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটি ষ্টেসন হইবে।

অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষীয় চিত্রশালিকা দর্শনার্থ ১৫১৪১ ব্যক্তি গমন করে। তন্মধ্যে দেশীয় পুরুষ ১২৪১৬ এবং স্ত্রী ২১১৮, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে পুরুষ ৩৭০ ও স্ত্রী ১৬৭, প্রাত্যহিক গড় উপস্থিত দর্শক সংখ্যা ৬৫৮ জন।

বিগত ২৪ এ অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহ কলিকাতার মৃত্যুসংখ্যা ২৩৫, তন্মধ্যে ১০ জন খৃষ্টান, ১৬০ জন হিন্দু এবং ৬৫ জন মুসলমান।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, আগামী বৎসরের জন্য বাবু দিগম্বর মিত্র কলিকাতার সেরিফের পদে মনোনীত হইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম।

কাবুলের আমীরের ভ্রাতা সর্দ্দার মহম্মদ জামেন খাঁ সম্প্রতি লাহোরে আসিয়াছেন।

আলাহাবাদে কমিশনর সাহেবের আপিসে পুনরায় ষ্ট্যাম্প চুরি হইয়াগিয়াছে। চতুর্দ্দিকে ষ্ট্যাম্প চুরির কথা শুনিয়া কর্ণ বধির হইল, তথাপিও গবর্ণমেণ্ট ইহার কোন উপায় করিতেছেন না।

গত বৎসর অযোধ্যায় ৭৩,০০০টী চৌর্য্যবৃত্তি হইয়া গিয়াছে।

ভারেবে একটী ব্যাঘ্র একটী বালককে লইয়া প্রস্থান করে। বালকের মাতা উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় এবং পুত্রটীকে ব্যাঘ্রের মুখ হইতে ছাড়াইয়া আনে। ধন্য সাহস!

কহাট হইতে পেশোয়ারে কতকগুলি লোক গমন করিতেছিল, পথিমধ্যে কয়েকজন পার্ব্বতীয় আসিয়া উহাদিগের উপর আক্রমণ করে। উহারা এক ব্যক্তিকে বধ করে এবং ২য় শিক পদাতিকের দুইজন সৈন্যকে বন্দী করিয়া প্রস্থান করে।

লাহোরের নিকট কোন স্থানের পেন্সন ভোগী ৫০ বৎসর বয়স্ক একজন ইউরোপীয় স্বীয় পত্নীকে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন। অপরাধ এই মৃত স্ত্রীলোকটী উক্ত দুরাত্মাকে ব্রাণ্ডি খাইবার টাকা দেয় নাই।

গাজিপুরে একটী ভয়ানক লোমহর্ষণ ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। সূর্য্য গ্রহণোপলক্ষে রসেড়া হইতে কতকগুলি ব্যক্তি 'তন্মধ্যে স্ত্রীলোক ছিল' ধুলিয়া গ্রামে আসিতেছিল। পথি মধ্যে একটী ক্ষুদ্র নালা পার হইবার আবশ্যকতা হয়। উহারা সকলে নৌকায় উঠিলে নৌকা খানি ক্ষণেক দূর আসিয়া জলমগ্ন হইয়া যায়। যে সকল ব্যক্তি ঘাট রক্ষা করে তাহারা বলে যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় নাই, সকলেই পলায়ন করিয়াছে। পরে অনুসন্ধান করিয়া ১০টী স্ত্রীলোক এবং একটী বালকের মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে, হয়ত আর ও অনেক পাওয়া যাইবে। ঘাট রক্ষক দিগের তাচ্ছিল্যই এই মহা অনিষ্টের মূল।

সিমলা গেজেট বলেন ৯।১০ বৎসর হইল মান্দ্রাজে রিটায়ার্ড লিষ্টের কাপ্তেন ডবলিউ, বি, ম্যাক্নন সাহেব গবর্ণর জেনরেল সার জন লরেন্সের নিকট সিমলার কোন রেসিডেণ্ট দ্বারা এই বলিয়া পাঠান যে নানা সাহেব আজি ও রাজপুতনায় জীবিত আছে এবং তিনি ইহার বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত আছেন; কতকগুলি পুলিষের লোক এবং সাহায্যকারী দিগকে কতকগুলি টাকা দিবার প্রয়োজন। সারজন লরেন্স যদি তাহাকে এই সমুদায় প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি নিজ জীবন দিয়াও নানা সাহেবকে ধৃত করিতে পারেন। লরেন্স সাহেব প্রত্যুত্তরে এই বলেন যে গবর্ণমেণ্ট নানা সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া জানেন, অতএব তাঁহার এই কল্পনাটী মিথ্যা হইবার সম্ভাবনা এবং গবর্ণমেণ্ট তাহাকে সাহায্য দিতে পারেন না। যাহা হউক গোয়ালিয়ারের রাজা নানাকে বাঁচাইয়া এখন গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

বিখ্যাত ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেবকে এক্ষণে কানপুরে আনয়ন করা হইয়াছে। এখানে উহার বিচার হইবে।

মান্দ্রাজ।

ভিজাগাপাটামের দুইটী স্ত্রীলোক ধাত্রী বিদ্যাশিক্ষার্থ মান্দ্রাজে গমন করিয়াছেন। শুভ সংবাদ।

সম্প্রতি জলপ্লাবন হেতু ৫ টী সেতু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই নিমিত্ত এক সপ্তাহ কাল মান্দ্রাজ হইতে চিঠীপত্র সকল পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে পুনরায় চিঠিপত্র আসিতে আরম্ভ হইয়াছে।

মাদুরায় টিকবরণ মকর্দ্দমার ন্যায় একটী মকর্দ্দমা হইতেছে। বাদী বলে যে সে প্রতিবাদীর পুত্র এবং তাহার অংশ স্বরূপ ৬৫ সহস্র টাকা চায়। এই ব্যক্তির মাতা ভগ্নী এবং অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ বলিতেছে যে উক্ত ব্যক্তি তাহার পুত্র। কিন্তু প্রতিবাদী তদ্বিপরীতে কতকগুলি সাক্ষী আনয়ন করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে যে উক্ত ব্যক্তি আর এক জনের পুত্র।

কুমতা হইতে এক ব্যক্তি ইন্দুপ্রকাশে লিখিয়াছেন তথাকার অরণ্যের কলেক্টর এবং কন্সারবেটর নিয়ম করিয়াছেন যে সহরে কেহ জ্বালান কাষ্ঠ বিক্রয় করিতে পারিবে না, যে বিক্রয় করিবে তাহার সমুদায় কাষ্ঠ কাড়িয়া লওয়া হইবে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তাঁহাকে সহর হইতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের কানাগলের গোলা হইতে কাষ্ঠ আনিতে হইবে। যদি অত্যন্ত আবশ্যক হয়, ৩ মাইল দূরবর্ত্তী মানকি নামক স্থান হইতে আনিতে হইবে। সে দিন কতকগুলি স্ত্রীলোক কাষ্ঠ বিক্রয় করিতে যাইতেছিল, তাহাদিগের নিকট হইতে বাস্তবিক উহা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট শেষে গরিবদিগের অন্ন মারিয়া কাষ্ঠের ব্যবসা ধরিলেন!!

বোম্বাই।

সক্কর নিবাসী একজন ইউরোপীয় কোন জেল চাপ্রাসির সম্মুখস্থ দন্ত পাটি ঘুঁসি দ্বারা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল বলিয়া উহার ৩/২ শত টাকা জরিমানা হইয়াছে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ইংলণ্ড হইতে ৩২ সহস্র টাকা মূল্যের একটী ঘড়ি আনিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

সম্প্রতি আমেদাবাদে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তত্রত্য জৈন সম্প্রদায় ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বর কন্যাকে দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে এবং অত্যন্ত গুরুতর রূপে তাহাদিগের উপর অত্যাচার করিতেছে।

ভাশাওয়াল নিবাসী ৪ জন বদ্মায়েস এক ব্যক্তিকে খুন করিয়া রেলওয়ে কোম্পানির উপর দোষ দিবার অভিপ্রায়ে রেলের নিকট মৃত দেহ স্থাপিত করিতে যায় এবং সেই স্থানেই ধৃত হয়। উহাদিগের মধ্যে একজন বদ্মায়েস মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর সহিত এই পরামর্শ স্থির করে যে তাহার

স্বামীর মৃত্যুর পর তাহাকে বিবাহ করিবে। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি প্রলোভনে পড়িয়া স্ত্রীর পরামর্শানুসারে তাহাকে বধ করিয়া ধৃত হইয়াছে। এক্ষণে বিবাহ জেলেই সম্পন্ন হইবে।

মৃত বিদ্রোহী সাদত খাঁর একজন আত্মীয় ৫৭ অব্দের বিপ্লবে সংশ্লিষ্ট ছিল বলিয়া উহাকে হোলকারের রাজ্যে ধৃত করা হইয়াছে। হোলকারের রাজ্যে কি বিদ্রোহীদিগের বাসস্থান?

জনরব এই যে বরদার দাওয়ান বাদাভাই নাউরাজি শীঘ্রই বিরক্তি হেতু কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন।

একটী পারসী স্ত্রীলোক লর্ড চেষ্টারফিল্ডের বিখ্যাত লিপি সকল গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন।

ইউরোপ।

জনরব এই যে ব্যাবেরিয়ার রাজা আগামী বৎসর ভারতবর্ষ পরিদর্শনার্থ আগমন করিবেন।

গত বৎসরের শেষে ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে ১১,৩৬৯ মাইল রেলওয়ে খোলা থাকে। মোট মূলধন ৪৯ কোটি পাউণ্ড। মোট যাত্রী সংখ্যা ৪০ কোটীরও অধিক। মোট প্রাপ্ত টাকা ৪ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড। মোট খরচ ২ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড এবং মোট লাভ ২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড।

প্রিন্স বিস্মার্কের অভিপ্রায়ানুসারে ফরাশি গবর্ণমেণ্ট যে কাউণ্ট আর্ণিমকে ধৃত করেন, তাঁহাকে ১৫ সহস্র পাউণ্ড জামীন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

আশাণ্টি যুদ্ধ জয়ের জন্য মেজর সারটোরিয়সকে মহারাণী "বিক্টোরিয়া ক্রস" প্রদান করিয়াছেন।

এডওয়ার্ড কুলম্যান নামক যে ব্যক্তি বিস্মার্ককে হত্যা করিবার জন্য গুলি করে, তাহার বিচারের শেষ হইয়া গিয়াছে। উক্ত ব্যক্তি নিজ দোষ স্বীকার কালে বলে যে বিস্মার্ক তাহাদিগের রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জার উপর অত্যাচার করিতেন বলিয়া সে ঐ রূপ করিয়াছে। এই ব্যক্তির ১৪ বৎসর কারাবাস দণ্ড হইয়াছে।

বিবিধ।

মিসর দেশে নীল নদের জলপ্লাবন হইবার সম্ভাবনা আছে। গবর্ণমেণ্ট প্রাণপণে ইহার নিবারণে চেষ্টিত আছেন। ১৮২৬ অব্দের পর এরূপ জল বৃদ্ধি আর দেখা যায় নাই।

কাবুলের এবার অত্যন্ত শনির দশা উপস্থিত। একে পিতা পুত্রের বিবাদে কাবুল শঙ্কিত,তাহাতে পুনরায় দৈব বিপদ উপস্থিত। গত মাসে কাবুলে একটী ভূমিকম্প হইয়া সহস্র সহস্র গৃহ বিনষ্ট হইয়াছে, শত শত ব্যক্তির প্রাণ বাহির হইয়াছে এবং কত শত লোকের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে বলা যায় না।

পেট্রোভিক্স নামক রুসীয় জাহাজ আমু দারিয়া নদীর ভিতর দিয়া ২১ এ আগষ্ট বোখারার নিকট পেট্রোভ এলেক্‌জান্দ্রোবস্ক নামক স্থানের দুর্গে উপনীত হইয়াছে। নদীর উপরে যাইবার পথ অতি সুগম, তথায় কোন গুপ্ত পর্ব্বত কিম্বা বালিচড়া নাই। বোখারার নিকট নদীর গভীরতা ২০ ফিট পরিমিত হইয়াছে। সহজে এই সকল নদীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজাদি গমনাগমন করিতে পারে।

পারস্যের সাহা ইউরোপ যাত্রার বিষয়ে এক খানি সুদীর্ঘ পুস্তক লিখিয়াছেন।

প্রেরিত।

ভ্রমণকারীর সংগৃহীত সংবাদ।

১। আমাদিগের দেশে কতকগুলি লোক (যাহারা বেদে বলিয়া পরিচিত) কোন কোন ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকে—যথা মৃগনাভি, শিলাজু ও অপরাপর কতকগুলি তৈল। আরও কতকগুলি পূর্ব্বদেশীয় লোক বাঙ্গালা ঔষধি বলিয়া কেবল পোড়া মাটি ও ছাই ভস্ম বিক্রয় করে। বেদেরা যে ঔষধি গুলি বিক্রয় করে তাহাতে অনেক অনিষ্টকর পদার্থ মিশ্রিত থাকে, লোকের জীবনস্বরূপ ঔষধি গুলি যদি কেবল ছাই ভস্ম ও অপকারক পদার্থ হয় তাহা হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। সকলেই বিচক্ষণ লোক হয় না; ইহাদিগের দ্বারা যে অনেকে প্রতারিত হয় ও কষ্ট ভোগ করে তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব এই ঔষধি বিক্রেতা রূপ কপট শমনকিঙ্করগণের হস্ত হইতে আমাদিগের দেশের সরলচিত্ত লোকদিগকে রক্ষা করা রাজপুরুষদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য। যাহাতে জীবন সংশয় তাহা বড় সামান্য বিষয় নহে।

২। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম বারুইপুর মহকুমার অধীনস্থ কোন কোন জমিদারে প্রজাদিগের নিকট হইতে টাকা প্রতি ৫ স্থানে দেড় পয়সা ও দুই পয়সা রোড শেষ কর আদায় করিয়া লইয়া থাকেন। ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে সুযোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মহিম বাবুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইঁহারা পতিত হন না।

৩। সম্প্রতি নদীয়া জেলার দহকুলা নামক স্থানে একটি ঘূর্ণায়মান বায়ু আসিয়া এক ব্যক্তির গোলাবাটীর ৫। ৬ খানি গোলঘর শূন্যে উড়াইয়া প্রায় এক ক্রোশ অন্তরে লইয়া ফেলে। যখন এই ঘরগুলি উড়াইয়া লইয়া যায়, তখন ইহার পার্শ্বস্থ লোকেরা এই বাতাসের কিছুই জানিতে পারে নাই।

৪। পূর্ব্বে বাঙ্গালা রেলওয়ের কর্ম্মচারিদিগের কার্য্যদক্ষতার কথা বলিলে শেষ হয় না। একদিন একটী ভদ্রলোক শিয়ালদহ ষ্টেসনের দক্ষিণ দ্বারটী দিয়া প্রবেশ করিলেন। তাহার হস্তে একটী ব্যাগ ছিল। যখন দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন, তখন প্রহরিগণ তাঁহাকে কিছুই বলিল না। পরে খানিক দূর যাইতে না যাইতে একজন প্রহরীয় বলিল কোথা যাও যাইবার হুকুম নেই। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? সে উত্তর করিল যাও ঐ যে দ্বার দিয়া আসিয়াছ ঐ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাও, তখন ভদ্রলোক ফিরিয়া দ্বারে আসিলেন। আসিতেই দ্বারবান্ বলিল ব্যাগ লইয়া বাহিরে যাইতে পারিবে না, পাশ চাই। ভদ্রলোক অবাক্। কি করেন বলিতে লাগিলেন তোমরা যাইবার সময় আমাকে বল নাই কেন? তাহাতে ভদ্রলোকটিকে যথা ইচ্ছা ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। ভদ্রলোক কি করেন ফিরিয়া আবার ষ্টেসনের আপিসে গিয়া পাশ লইলেন। যখন পাশ লইয়া অপর দ্বার দিয়া বাহির হইলেন তখন, আর কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না। কিন্তু পাশ খানি তাঁহার পকেটে ছিল। যে দ্বার দিয়া তিনি বাহির হইলেন সে দ্বারে পাশের কথাও কেহ জিজ্ঞাসা করিল না। সকলেই সাবধান। রক্ষকগুলি বোধ হয় এক আধটি পয়সা পাইলে আর উচ্চ বাচ্য করে না। দ্বিতীয়তঃ সে দিন দেখিলাম চতুর্থ শ্রেণীর একখানি গাড়ীতে প্রায় শতাধিক লোক উঠিয়াছে। গাড়ির একস্থানে লেখা আছে,"আশীজন মাত্র আরোহী উঠিবে"। কিন্তু গার্ড সাহেব তথনও তাহাতে ঠাসিয়া ঠাসিয়া লোক প্যাক করিতেছেন। চতুর্থশ্রেণীর আরোহীদিগের এরূপ দুর্দ্দশা কেন? ইহারাই কি কোম্পানির লক্ষ্মী নয়?

বিজ্ঞাপন।

১০০ টাকা পুরস্কার।

ঈশ্বর সেন নামক আমার চাকর গত মঙ্গলবার রাত্রে নিম্নলিখিত জিনিষ সকল অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহার চেহারা করসা শ্যামবর্ণ, লম্বে আন্দাজ ৫।০ সাড়ে পাঁচ ফুট, একহারা, মুখ লম্বা; পৃষ্ঠে, বুকে, দাপনায়, হস্তে এবং কর্ণে লম্বা লম্বা লোম আছে। বয়স আন্দাজ ৩২ কি ৩৩ বৎসর হইবে, কথা পূর্ব্ব দেশের মত আড় আছে। তাহার বাটী যশোহর জেলায় বলিয়াছিল। যে ব্যক্তি ইহাকে মাল সমেত ধৃত করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে ১০০ একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

হরিনাভি } শ্রীনবীনচাঁদ ঘোষ।
২৩ এ আশ্বিন ১২৮১ }

কোম্পানির কাগজ।

সন ১৮৬৫ সালের ১ মেং তারিখে ৪ টাকা স্থদের ০০৭৮৫৭ অপ ৪৮০ নং—১ কেতা—	২১০০
সন ১৮৪৩। ১ লা ফেব্রুয়ারি ঐ স্থদের ০২৪৭৮৩ অপ ৭৮৩৬ নং ১ কেতা —	১০০০
ঐ সন তারিখের ঐ স্থদের ০১২৫৩৬ অপ ১৫৯০৯ নং—১ কেতা—	৫০০
ঐ সন তারিখের ঐ স্থদের ০১১৭৯২ অপ ১০৩০৪ নং—১ কেতা—	৫০০
ঐ সন তারিখের ঐ স্থদের ০১৩৩৬৯ অপ ২৫৬৮৭ নং—১ কেতা—	২১০০
সন ১৮৩৬। ৩১ এ মার্চ ঐ স্থদের ০০৫৬৪৫ অপ ২৮৩৬ নং—১ কেতা —	১৪০০
১৮৫৪। ৩০ জুন তারিখের ঐ স্থদের ০১২৮৮৫ অপ ৪২৯৬৭ নং—১ কেতা—	১০০০
ঐ সন তারিখের ঐ স্থদের ০১২৮৮৪ অপ ৩৮৬১২ নং—১ কেতা—	১৫০০
	১০১০০

এই কাগজ সমেত ছোট কাষ্ঠের বাক্স ১ টা।

গবর্ণমেণ্টের নোট।

গবর্ণমেণ্ট নোট এল ৫০ নং ৩৯৭০৯। ৩৯৭১০। ৩৯৭১১। ৩ কেতা ১০০ হিসাব	৩০০
এল ১৯ নং ০৫৩৮৮ নং ১ কেতা—	৫০
	৩৫০
ইহা শেওয়ায় খুজরা নোট ও নগদ।	৪০৪
	৭৫৪
কোং কাগজের স্থদের চেক ৩ কেতা	১৬০

ও দলীল ৫। ৭ খানা এক তাড়া। লোহার সিন্দুকের চাবি ও ছাতা, পুরাতন কার্পেটের ব্যাগ।

গ্রাহকগণের প্রতি।

যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের ভারত-সংস্কারকের অগ্রিম মূল্য শেষ হইয়াছে অথবা যাঁহাদিগের নিকট ইহার মূল্য প্রাপ্য হইয়াছে, তাঁহারা কৃপা করিয়া অচিরাৎ স্ব স্ব দেয় প্রেরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে একান্ত অনুগৃহীত করিবেন।

ভা, সং, কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

এই যন্ত্রের প্রকাশিত নিম্ন-লিখিত পুস্তকাদি পটলডাঙ্গা বেণেটোলা ২৫নং বাটীতে বিক্রীত হয়।

কাঞ্চনমালা		১
ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...		।০
হিতোপাখ্যান মালা		।/০
কুমুদিনী চরিত		।৶০
গৃহ চিকিৎসা ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ		
ধর্ম্ম ও নীতি		
ধর্ম্ম-সাধন (বাঁধা) ...	১ম ভাগ	।০
	২য় ভাগ	।০
	৩য় ভাগ	।০
Selections from David 's Psalms		।৶০
Life of the Educated Native		৶০

অর্দ্ধ মূল্যে, অধিক লইলে আরো স্বল্পতর মূল্যে দেওয়া যাইবে।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়।

বামাবোধিনী কার্য্যালয় কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ১১ নং বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। যিনি বামাবোধিনী পত্রিকা সম্বন্ধে কোন পত্র বা মূল্যাদি প্রেরণ করিবেন, তাহা এই নূতন ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যত্র পাঠাইলে পাইবার গোলযোগ হইবে।

পটলডাঙ্গা } শ্রীত্রৈলোক্য-
১১ নং কলেজ স্কোয়ার } নাথ দেব।
১ আশ্বিন ১২৮১ } কার্য্যাধ্যক্ষ।

অত্যুত্তম পরিষ্কৃত বালাম চাউল গত জানুয়ারি মাসে খরিদ করা হইয়াছিল, এক্ষণে হোলসেল বা খুজরা হিসাবে প্রতি মণ নগদ মূল্য ৩৸/০ দরে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। চাউল এদেশীয় ভদ্র পরিবারদিগের বিশেষ ব্যবহার্য্য। কেহ ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে নমুনা দেখিতে পাইবেন। ঠিকানা—ফিন্‌লে মিয়র কোম্পানীর গুদাম পাথরিয়াঘাটা নেটিব হস্পিটালের সম্মুখে।

বঙ্গবন্ধু।

এই নামের ইংরাজী ও বাঙ্গালা এতদুভয় ভাষায় লিখিত ডিমাই ভাল দুই ফর্ম্মায় আয়োজন এক খানা পত্রিকা প্রতি শুক্রবার ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। ইহাতে যাবতীয় হিতকর বিষয়ের আলোচনা হয় ইহার বার্ষিক মূল্য ৫ টাকা মাত্র। ডাক মাশুল ১৷০ টাকা। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি মাত্রেই এতৎ প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন এই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ঢাকা } প্রপ্রাইটারের জন্য
২৯ এ অক্টোবর } শ্রীনবীনচন্দ্র দে।

ব্রাদার এণ্ড কোম্পানী।

১৩ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভদ্র লোকদিগের সুবিধার্থে নির্দ্ধারিত মূল্যে (বিনা দরে) সমস্ত জিনিষ বিক্রয় হয়। বাজারে বিশেষতঃ জুতার দোকানে সাধারণকে যেরূপ ক্লেশিত ও অপমানিত হইতে হয় তাহা নিবারণ করাই এ দোকানের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। স্ত্রী পুরুষ ও ছোট ছেলে মেয়েদের দেশী বিলাতী জুতা, তৈয়ারি পিরাণ, কামিজ ও পোষাক এবং পেণ্টলান চাপকান ইত্যাদির উৎকৃষ্ট কাপড়, বিবিধ ষ্টেশনারি, পারফিউমারি, বিস্কুট, ঘড়ী, মেজিক দোয়াত, ইনষ্ট্রুমেণ্ট বাক্স, ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আছে।

ঘোষ এণ্ড কো

বুট এণ্ড সু-মেকার্স।

৮২ নম্বর কলেজ ষ্ট্রীট।

ইংরাজী বুট ও জুতা উত্তম মাল মসলায় সুদক্ষ কারীকর দ্বারা প্রস্তত হইয়া উচিত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য নগদ। যেরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া অর্ডার দেওয়া হইবে, ঠিক্ সেইরূপ সময়ে সুন্দররূপে কার্য্য সম্পন্ন করা হইবে।

CALCUTTA HOMEOPATHIC DISPENSARY, CEONOTHUS AMERICANUS.

OR

THE NEW AMERICAN SPECIFIC FOR SPLEEN.

IT has been used in worst cases ever seen, "from under infancy to old age." "It is yet "to be seen or heard of its failure in a single case "however inveterate." *Atlanta Medical Journal.*

Sold in one ounce bottle PRICE Rs. 3-8 and Annas 4 for packing charges when sent into the Muffusil.

PEOPLE'S HOMEOPATHIC CHOLERA BOX.

PRICE Rs. 8.

BOUGHT FOR CHARITABLE PURPOSES Rs. 5. and ANNAS 8. for packing charges when sent into the Moffusil.

Remittances to accompany Moffusil order

R. K. MITTER & Co.,
Homeopathic Practitioners.
No. 349, Chitpore Road,

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ হরিনাভিস্থ প্রাচীন ভারত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

ক্ষমতা থাকিলে কত অবিচার হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয় চিন্তা এই যে অভিযোক্তা একজন সাহেব না হইয়া যদি এদেশীয় হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় মাজিষ্ট্রেট সাহেব খানসামাটীকে দণ্ড দিবার জন্য এত ব্যস্ত হইতেন না এবং মকদ্দমাটী আপনার ক্ষমতাধীন করিবার জন্য ॥১০ ছাড়িয়া দিয়া কোনক্রমে বিচারযোগ্য করিয়া লইতেন না।

মিয়র্স সাহেবের মকদ্দমার ত কথাই নাই। এই এক উপলক্ষ করিয়া এখানকার ইংরাজেরা কি জাতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন, দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। একদিকে যেমন তাহাদের অধ্যবসায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া প্রশংসা করিতে হয়, অন্য দিকে তাহাদের দেশীয় দিগের প্রতি বিদ্বেষ দেখিয়া দুঃখিত হইতে হয় এবং অবশেষে এই চিন্তা হৃদয়ে উপস্থিত হয় ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থাতে রাজা ও প্রজার মধ্যে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হওয়া সম্ভব কি না?

আমরা এই সখ্য স্থাপনে অনেকগুলি প্রতিবন্ধক দেখিতে পাই। প্রথমতঃ দুই জাতির সম্বন্ধ বড় বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষীয়দিগের ধন ধান্য লইয়াই ইংরাজদিগের শ্রীবৃদ্ধি, সুতরাং একের যে পরিমাণে ক্ষতি অপরের সেই পরিমাণে লাভ। এরূপ অবস্থায় পরস্পর হিংসা ও বিদ্বেষ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ভাবের উদয় হওয়াই দুষ্কর। দ্বিতীয়তঃ দুই জাতির ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম নীতি বিভিন্ন, এই বিভিন্নতা নিবন্ধন ইংরাজেরা আমাদিগকে নীচ ও নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন, এ ভাব দূর হওয়া সম্ভব বোধ হয় না। তৃতীয়তঃ ইংরাজদিগের রাজ জাতি বলিয়া অভিমান আছে, এই অভিমান সত্ত্বে এদেশীয়দিগকে সমকক্ষ ভাবে ব্যবহার করার আশা করা যায় না। রাজা প্রজা সম্বন্ধ যত কাল থাকিবে, তত কাল এই বিদ্বেষ প্রবল থাকিবার সম্ভাবনা। যাঁহারা আশা করেন যে অবশেষে দুই জাতি প্রাণে প্রাণে মিলিয়া হরিহর আত্মা হইবে তাঁহাদিগকে স্থূলদর্শী বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান সম্বন্ধ থাকিতে সে আশা দুরাশা মাত্র।

আবার আর এক দিকে ইহাও সত্য যে যদি ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব বদ্ধমূল থাকিবার কোন উপায় থাকে, তাহা কেবল এইরূপ সখ্য স্থাপন দ্বারাই। প্রজাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া ও আপনারা সশস্ত্র থাকিয়া যে রাজ্য রক্ষা করিতে হয় সে রাজ্য অধিক কাল থাকে না। অবিচার ও অত্যাচারে প্রজাদিগের মনে যে বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত হইতে থাকে, তাহা [illegible] ভাবে দুই চারি শতাব্দী নিস্তব্ধ [illegible] পারে, কিন্তু অবশেষে কোন [illegible] সময়ে অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় [illegible] হয়। বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞেরা ইহা বুঝিয়া পূর্ব্ব হইতে সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা পান। আমাদের গবর্ণমেণ্টে ও যে বিষয়ে দৃষ্টি [illegible] যায় না। কিন্তু ভারতবর্ষীয় [illegible] সমাজের মধ্যে অনেক প্রবল [illegible] আছে, সে সকল স্তম্ভকে ধরিয়া রাখিবার সাধ্য গবর্ণমেণ্টের নাই, সুতরাং লর্ড নর্থব্রুকের দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টাতে প্রজাদিগের যে কিছু ভক্তির উদয় হয়—মিয়ার্সের পক্ষীয় সাহেবদিগের ন্যায় দুই চারি জন ইংরাজের অবিবেচনায় তাহা নিমেষে নষ্ট হইয়া যায়। তবে উভয় জাতির সখ্য সংস্থাপনের আশা কোথায়?

সিবিল পেন্সন ফণ্ড।

সিবিলিয়ানদিগের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিজ দায়িত্বাধীনে একটী ফণ্ড আছে, সিবিলিয়ানেরা তাহাতে নিয়মিত রূপে কিছু ২ টাকা জমা দেন এবং তাঁহাদিগের লোকান্তর হইলে তাঁহাদিগের বিধবা অথবা অনাথ পুত্র কন্যাগণ তাহা হইতে বৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন। যত দিন সিবিল সর্ব্বিসে কেবল ইউরোপীয়গণ ছিলেন, তত দিন ইহার কোন গোলযোগ হয় নাই, কিন্তু এ দেশীয়েরা সিবিলিয়ান হইলে স্বার্থ হানির ভয়ে ইউরোপীয়েরা প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়ান এবং তাঁহারা ইহাতে কোন অধিকার না পান এজন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন। তাঁহাদিগের ভয়ের কতকটা কারণ ছিল, অযথার্থ নয়। এ দেশীয়েরা বহু বিবাহ করিতে পারেন, তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর যদি দুই তিন স্ত্রীকে ভরণপোষণ করিতে হয়, অধিক ব্যয় [illegible] এবং [illegible] ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এরূপ দুর্ঘটনা [illegible] অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই, [illegible] ভয়ের বৃহৎ চিত্র [illegible] ইউরোপীয়গণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা এখন [illegible] লর্ড নর্থব্রুক [illegible] সিবিল পেন্সন নিমিত্তে এই ধারাটী যোগ করিয়াছেনঃ—

ইউরোপীয় সিবিল সর্ব্বিসে [illegible] যে নিয়মে এবং যে হিসাবে [illegible], তাঁহারাও সেই হারে সেই নিয়মে [illegible] গবর্ণমেণ্টে জমা দিতে পারিবেন। [illegible] বেঙ্গল সিবিল ফণ্ডে টাকা জমা [illegible], তাঁহারা ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ তাহা হইতে যে উপকার প্রাপ্ত হন, উক্ত ব্যক্তিরা ও তাঁহাদিগের পরিবারবর্গও গবর্ণমেণ্ট হইতে সেই উপকার [illegible] করিবেন। কিন্তু এক স্ত্রী জীবিত [illegible] যদি আবার বিবাহ করা হয়, সেই দ্বি[illegible] স্ত্রী ও তাহার গর্ভজাত সন্তানের নিমিত্ত [illegible] জমা দিলে গ্রহণ করা যাইবে না। [illegible] স্ত্রী ও

সন্তান গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন পেন্সন পাইবে না।

আমরা এই উপলক্ষে আনুসঙ্গিক একটী প্রস্তাব করি, গবর্ণমেণ্ট যদি অনুগ্রহ করিয়াছেন, তবে অনুগ্রহ আর একটু কেন বিস্তার করুন্ না। অচিহ্নিত কর্ম্মচারীদিগকেও এই ফণ্ডের সভ্য হইব্যর অধিকার দিউন্। অনকবেনাণ্টেড সার্ব্বিসের লোকে এখন সিবিল সার্ব্বিসের তুল্য কার্য্য করেন এবং তাহা হইতে সিবিলিয়ান মনোনীত করিবার ক্ষমতাও গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ এ ফণ্ড ভৃত্যদিগের উপকারার্থ সৃজিত। অনকবেনাণ্টেড সর্বাণ্টেরা যখন কার্য্যতঃ সিবিলিয়ানদের ন্যায় ভৃত্যের কার্য্য করেন, তখন এ বিষয়ে অধিকার না পাইবেন কেন? ইহাতে গবর্ণমেণ্টকে নিজ হইতে কিছু দিবার কথা নয়। তাঁহারা পেন্সন প্রার্থীদিগের নিকট হইতে টাকা লইয়া তদ্দ্বারা তাহাদিগের অবর্ত্তমানে তাহাদিগের পরিবার দিগের উপকার করিবেন। 'সিবিল পেন্সন' নাম থাকিয়া অন্য কর্ম্মচারীদিগকে গ্রহণ করা কিরূপে হইতে পারে এ বলিয়া যদি আপত্তি হয় নাম পরিবর্ত্তন করা কতক্ষণের কার্য্য? ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট সাধারণ ভৃত্যবর্গের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদিগের পরিবারগণের জন্য হয় এই বৃত্তির সীমা বিস্তৃত নয় অন্য কোন [illegible] ব্যবস্থা করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

পূর্ত্ত কার্য্য বিভাগ ও লর্ড নর্থব্রুক।

গবর্ণর জেনারেল কৌন্সিলে পূর্ত্ত কার্য্য বিভাগের একজন স্বতন্ত্র মন্ত্রি-নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু আবশ্যক বিবেচনায় এরূপ মন্ত্রি নিয়োগ করা না করা রাজ প্রতিনিধির ইচ্ছাধীন করিয়া রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি বরাবর এ ব্যবস্থার বিরোধী। অপব্যয় নিবারণ করিতে গিয়া ইহাতে অধিকতর অপব্যয়ের দ্বার উম্মুক্ত করা হইবে বোধ হয় এইটীই তাঁহার আশঙ্কার প্রধান কারণ। লর্ড নর্থব্রুক ভারতের প্রকৃত হিতৈষী, তাঁহার চেষ্টাকে শুভচেষ্টা ভিন্ন আমরা অন্য কোন দৃষ্টিতে গ্রহণ করিতে পারি না। তবে হিতৈষণা সত্ত্বেও অভিজ্ঞতা অভাবে অভীষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু আমরা দেখিয়া যার পর নাই সুখী হইলাম লর্ড নর্থব্রুক স্বয়ং এবিষয় বুঝিতে বিলক্ষণ পটু এবং তাঁহাকে এবিষয়ে উপদেশ দিবার অন্য লোকের প্রয়োজনাভাব। ১৮৭৩ সালে দুর্ভিক্ষাশঙ্কা উপস্থিত হইলে ইরিগেসন বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারল কর্ণেল রণ্ডল কয়েকটী খাল খননের প্রস্তাব করেন এবং তাহাতে নিম্ন লিখিত রূপ আনুমানিক ব্যয় নির্দ্দেশ করেনঃ—

		টাকা
১	বুন্দেলখণ্ড খাল	৭৫ লক্ষ
২	গণ্ডক "	৫ কোটী
৩	অপার সিন্ধু সাগর দোয়াব	২ কোটী
৪	দামোদর "	১ কোটী
৫	রেচনা দোয়াব	২ কোটী
৬	সঙ্গম "	
৭	পূর্ব্ব গঙ্গার খাল	১ কোটী, ৮০ লক্ষ ৮০ হাজার।
৮	সোয়াট "	
৯	মধ্য ভা[illegible] নির্দ্দি[illegible]	
১০	ডেরাজাট খাল	৫০ লক্ষ
১১	অপার তুঙ্গ ভদ্রা "	১ কোটী,৫০ লক্ষ
১২	নদিয়া খাল	২০ লক্ষ
		১৪,৫৮,৮০,০০০

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যয়ের যে আনুমানিক এষ্টিমেট দেন, লর্ড নর্থব্রুক তাহা অপরিমিত বিবেচনায় গ্রাহ্য করেন নাই এবং যথার্থ তত্ব জানিবার জন্য স্বয়ং অনেক স্থানে উপস্থিত হইয়া পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি উপরিলিখিত প্রস্তাব সকল এক এক করিয়া যেরূপ সমালোচন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার তীক্ষ্নতা ও সুবিবেচনা বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যে ধীরতা সহকারে সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পব্লিক ওয়ার্কের অপব্যয়িতা নিবারণ করিতে পারিবেন, সে বিষয় আমাদিগের বিশ্বাস হইতেছে। যাহাহউক একটী চিন্তা আমাদিগের মনে উদয় হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের টাকার সচ্ছলতা রক্ষা করিতে এবং নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় ব্যয় করিতে লর্ড নর্থব্রুক সক্ষম হইবেন, কিন্তু পব্লিক ওয়ার্কের আশানুরূপ উন্নতি তাঁহাদ্বারা সম্পাদিত হইবে কি না? তিনি সাধারণ রাজকার্য্যে যেরূপ ব্যপৃত তাহাতে একটী বিশেষ বিভাগের (যাহার কার্য্যক্ষেত্র দিন দিন বিস্তারিত হইতে চলিয়াছে) প্রতি যে সকল সময় যথোচিত মনোযোগ অর্পণ করিতে পারিবেন তাহা সম্ভবপর বোধ হয় না। বিশেষতঃ উত্তরকালের রাজপ্রতিনিধি সকল তাঁহার তুল্য দক্ষতা প্রকাশ করিয়া যে ইহাতে মনোযোগী হইতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায় না। এই জন্য পূর্ত্তবিভাগে তাঁহার একজন বিচক্ষণ সহকারী থাকিলে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হয়। যে কারণে ইহার আবশ্যকতা হইয়াছে তাহা সামান্য বলিয়া এককালে অগ্রাহ্য করা যায় না। তবে পার্লেমেণ্ট পূর্ত্ত বিভাগের রাজমন্ত্রী নিয়োগ করা যে গবর্ণর জেনারলের ইচ্ছাধীন করিয়াছেন এটী সুব্যবস্থা হইয়াছে। কেন না যে সময় ইহার অধিক প্রয়োজন পড়ে এবং বন্দোবস্ত প্রভৃতি করিবার জন্য অধিক পরিশ্রম ও পর্য্যটন স্বীকার করিতে হয় সে সময়ে সেইরূপ সহকারী নিযুক্ত হইতে পারেন, অন্য সময়ে তাঁহাকে লইয়া বিশেষ আবশ্যকতা নাই।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্যাশিক্ষা।

ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলই হিন্দু জাতির শৌর্য্য বীর্য্য বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি কলাপের আকর স্থান বলিয়া বিখ্যাত। মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে যদিও হিন্দু জাতির তেজঃ প্রভাব মন্দী- ভূত হইয়াছিল, কিন্তু উত্তর পশ্চিমা- ঞ্চলের গৌরবের হ্রাস হয় নাই। ইং- রাজ শাসনে বঙ্গদেশ রাজধানীর আধার হইয়া ভারতের অন্য সকল প্রদেশকে পরাভব করিয়াছে, সেই সঙ্গে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলকেও পশ্চাদ্দেশে ফেলি- য়াছে। কিছুকাল হইল বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিমে বিস্তর প্রভেদ লক্ষিত হইয়াছিল। এমন কি উত্তর পশ্চিমা- ঞ্চল ভারতের সকল প্রদেশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট দশাপন্ন হইয়াছিল। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইর রাজকীয় কার্য্য সকল স্ব স্ব অধিবাসীদিগের দ্বারাই সম্পন্ন হইত, কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলকে অনেক কার্য্যে বাঙ্গালীদিগের সাহায্য না লইলে চলিত না। হিন্দুস্থানীরা ইংরাজী শিক্ষার বিরাগী ছিল, ইহাই তাহাদিগের হীন- তার প্রকৃত কারণ। কিন্তু অনেকে ভ্রান্তি প্রযুক্ত মনে করিতেন, তাহারা অল্প- বুদ্ধি বলিয়া উচ্চ পদ সকল লাভের অযোগ্য। আমরা কয়েক বৎসরের মধ্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাহ পরি- বর্ত্তন দর্শন করিতেছি। তত্রত্য ছাত্র- গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম হইয়াছে এবং বাঙ্গালী ছাত্র- দিগকে পশ্চাতে ফেলিয়াছে। তত্রত্য অনেক উচ্চপদ হিন্দুস্থানীগণ দ্বারা অধিকৃত হইতেছে, বাঙ্গালীরা তথায় আর সেরূপ গৌরব লাভ করিতে পারিতে- ছেন না। সার উইলিয়ম মুইরের শাসনগুণেই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যে নব সৌভাগ্যের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এস্থলে উক্ত প্রদেশের বিদ্যোন্নতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রকাশ করিলাম।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গত বর্ষে ৪৩৬৩ টী গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও কলেজ ছিল, ১৮- ৭৩।৭৪ সালে ৪৫৮৮ হইয়াছে; ছাত্র সংখ্যা ১,২২,৭৭০ ছিল, ১,৩৫, ৬৬৩ হইয়াছে। গত বর্ষে প্রত্যেক বালকের শিক্ষার্থ ব্যয় ৬৷৴১০ পড়িত, এবৎসর ৬৴১৫ পড়িয়াছে। সাহায্যকৃত বিদ্যা- লয়েও উন্নতি মন্দ হয় নাই। সাহায্য- কৃত স্কুল ও কলেজ ৩৭৩ টী ছিল, ৩৮৭ হইয়াছে, তাহার ছাত্র সংখ্যা ১৬,১০৪ ছিল, ১৭,৭৭১ হইয়াছে। ব্যয় প্রত্যেক বালকে ১১৷৷০ পড়িত, ১০ ৸০ পড়িয়াছে। নিম্ন শ্রেণীস্থ পাঠশালা ৪৭৫৪ ছিল, ৫১৩১ হইয়াছে। মিউ- নিসিপালিটী হইতে শিক্ষাকার্য্যে যত সাহায্য দান করা হইত, এ বৎসর তাহার দেড়গুণ দেওয়া হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাফলের উৎ- কর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষকর। ১৮৭২ সালে এম এ, পরীক্ষায় একজন পরী- ক্ষার্থী উপস্থিত হন, কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ১৮৭৩ সালে ৫ জনের ৩ জন উত্তীর্ণ হন। ঐ সালে বিএ পরীক্ষায় ১৬জন পরীক্ষার্থীর ৭ জন উত্তীর্ণ হন, ১৮৭৪ সালে ২২ জন পরীক্ষার্থীর ১৩ জন উত্তীর্ণ হন। ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় ১৮৭৩ সালে ৪০ জন পরীক্ষার্থীর ১৭ জন এবং ১৮৭৪ সালে ৭০ জনের ৪৫ জন উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৮৭৩ সালে ১৯৬ জন পরীক্ষার্থীর ১০০ জন এবং ১৮৭৪ সালের ২২০ জন পরীক্ষার্থীর ১১২ জন উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় একটী বিশেষ আনন্দের লক্ষণ এই যে ইংরাজী সাহিত্যে ভারত- বর্ষের অন্যান্য স্থানে অনুত্তীর্ণের সংখ্যা শতকরা ৪৫ জন, এখানে ৩৩৷৷ জন মাত্র।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৪৫ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৮৫৫১ জন এই সকল বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান জন্য একজন ইনস্পেক্‌ট্রেস নিযুক্ত হইয়া- ছেন। বঙ্গদেশ এত উন্নতির গর্ব্ব করেন, কিন্তু আজিও সে প্রকার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হন নাই।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ১২৪৩১ জন ইউরোপীয় এবং ২৭০০ জন ইউরে- সীয় বাস করেন, ইহাদিগের ১৩০০ ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়া থাকে।

আমরা আশা করি, আমাদিগের হিন্দুস্থানী ভ্রাতৃগণ ইংরাজী শিক্ষার মর্য্যাদা বুঝিয়া ত্বরায় বিদ্যাবত্তায় বঙ্গদেশীয় দিগের সমকক্ষ হইবেন এবং যে সকল বাঙ্গালী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা সকল বিষয়ে সম্প্রসারিত সংরক্ষণ করিতে পারিবেন। ভারতের পূর্ব্বগৌরব উদ্ধা- রার্থ উভয়ে সমবেত হইয়া চেষ্টা করিলে আশাতীত ফল লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

[illegible] ডফ ভারত ভ্রমণ।

যে মহাত্মা [illegible] ডফ কয়েক বৎসর ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের অণ্ডার সেক্রেটারী ছিলেন এবং ষ্টেট সেক্রেটারী ডিউক অব [illegible]ইলের সময়ে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া [illegible] করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিতেছেন। এটী আমাদিগের অত্যন্ত সুখের বিষয় বলি- তে হইবে। তিনি ভারতবর্ষ নয়নগোচর করিবার পূর্ব্বে ইহার বিষয়ে আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতেন, বহুদর্শী অভিজ্ঞ লোকদিগের মত খণ্ডন করি- তেন এবং তাহাতে ভারতের অনেক অনিষ্ট করিয়াছেন। তিনি স্বচক্ষে এ দেশ দেখিলে আপনার অনেক পূর্ব্ব

সংস্কার পরিবর্ত্তন করিবেন সন্দেহ নাই এবং গত কালে তাঁহা দ্বারা যে ক্ষতি হইয়াছে, উত্তর কালে তাহা পূরণ করিবেন আশা করা যায়। কিন্তু অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন, গ্রাণ্ট ডফের আগমন সর্ব্বতোভাবে শুভাগমন বলা যায় না। তিনি অত্যন্ত ব্যস্তস্বভাব, কল্পনাপ্রিয় ও এক দেশদর্শী এবং আপনার পাণ্ডিত্য প্রকাশ তাঁহার যত লক্ষ্য, লোকের হিত সাধন তত নহে। ইহা হইলে তিনি এ দেশ দর্শন করিয়া অধিকতর পল্লবগ্রাহী ও কুসংস্কারাপন্ন হইবেন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে তিনি ভারতবর্ষ না দেখিয়া তাহার বিষয়ে 'ভ্রমে পড়িতেছেন' এই বলিয়া লোকে মনকে সান্ত্বনা দিত এবং বলপূর্ব্বক তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে পারিত। এখন তিনি দেখিয়াছেন এই অভিমান-পর হইয়া সকলকে নিস্তব্ধ করিবেন ও এ দেশের প্রতি অনেক অবিচার করিবেন এরূপ সংশয় হয়। লর্ড মেকলে বঙ্গদেশে অনেক দিন ছিলেন, তথাপি তিনি পক্ষপাতনেত্রে দেখিয়া বঙ্গবাসীদিগের চরিত্রে যে বিষাক্ত বাণ বিদ্ধ করিয়াছে অদ্যাপি তাহার জ্বালা নিবৃত্তি হইতেছে না। ভারতের ভাগ্যে গ্রাণ্ট ডফ দর্শনের কি ফল প্রকাশ করে, তাহা চিন্তা করিয়াও আমাদিগের মন শঙ্কিত হইতেছে।

ইলাষ্ট্রেটেড লণ্ডন পত্র বলেন, গ্রাণ্ট ডফ এত দিন নিম্ন পদস্থ থাকিয়া নিম্নস্থ আসন হইতে বাগ্‌বিন্যাস করিতেন, এখন তিনি ইংলণ্ডের ফরেণ সেক্রেটারী হইবার জন্য উচ্চাভিলাষী হইয়াছেন। তিনি এখন নানা প্রকারে আপনাকে এক জন বড় লোক করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইংলণ্ডের প্রাচ্য ভাষার যে সভা হয়, তিনি তাহার এক বিভাগের সভাপতি হইয়া একটী প্রশংসনীয় বক্তৃতা করিয়াছেন। তৎপরে এডিনবর্গ ফিলজফিকাল ইনষ্টিটিউসনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অদ্ভুত বাগ্মিতার পরিচয় দিয়াছেন। গ্রেগ নামক এক সুবিখ্যাত বার্ত্তাশস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, তিনি বীরত্ব সহকারে তাহার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন গ্লাডষ্টোন সাহেব যদি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন এবং তাঁহার সঙ্গে এক জন সুবিচক্ষণ ফরেণ সেক্রেটারী থাকেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের সকল অমঙ্গল নিবারিত হয়। গ্রাণ্ট ডফ আপনাকে সেই সেক্রেটারী পদের উপযুক্ত বলিয়া ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাতে তাঁহার অপরিপক্ক কল্পনার আতিশয্যই প্রকাশ পায়।

আমরা বোধ করি গ্রাণ্ট ডফ উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া এ সময়ে ভারত পরিদর্শন করিতে আসেন নাই। ভারতবর্ষ বিষয়ে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া তিনি ইংলণ্ডের একটী মহোচ্চ পদ অধিকার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তাঁহার এরূপ ইচ্ছা প্রশংসনীয় বলিতে হইবে। কিন্তু তিনি স্থিরচিত্ত হইয়া কিছু সময় দিয়া সকল বিষয় সন্দর্শন ও বিচার করেন এবং যথার্থ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যান ইহা আমাদিগের বাঞ্ছনীয়। আমরা বোধ করি গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে তাঁহাকে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিবেন। দেশীয় কৃতবিদ্যগণ এ সময় তাঁহাকে নিকটে পাইতেছেন, যথাসাধ্য তাঁহার পরিদর্শনের সাহায্য করা তাঁহাদিগেরও কর্ত্তব্য। গ্রাণ্ট ডফ বোম্বাই সুরাট অঞ্চল দর্শন করিয়া এলাহাবাদে আসিয়াছেন। তিনি কবে কলিকাতায় আসিবেন আমরা সেই প্রতীক্ষায় রহিলাম।

উর্দ্দু না হিন্দী?

ভারতবর্ষের পশ্চিমে উর্দ্দু অথবা হিন্দী আদালতের ভাষা রূপে গৃহীত হইবে ইহা লইয়া অনেক দিনাবধি বিতণ্ডা চলিতেছে। হিন্দী ভাষা এবং সাধারণ লোক তাহাতেই কথাবার্ত্তা কয়, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। কিন্তু উর্দ্দুর সহিত তুলনা করিলে কোন কোন বিষয়ে ইহার নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন হয়। নগর সকলে এবং উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে উর্দ্দু ভাষাতেই কথোপকথন চলিয়া থাকে। উত্তর পশ্চিমে ৩৬ খানি সংবাদপত্র আছে, তাহার ২০ খানি উর্দ্দুতে, ৯ খানি মাত্র হিন্দিতে সম্পাদিত হয়। ১৮৭৩ সালের প্রকাশিত দেশীয় পুস্তকাবলীর বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়, হিন্দীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠ্য পুস্তক বহুসংখ্যক হইয়াছে, কিন্তু অন্য প্রকার গ্রন্থ উর্দ্দুতে ৫৪ খানি এবং হিন্দীতে ৩৫ খানি মুদ্রিত হইয়াছে। সাহিত্য, রাজকার্য্য এবং সংবাদাদি প্রচারার্থ উর্দ্দু ভাষাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি যদি বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য লোক একত্র করিয়া একটী বক্তৃতা করিতে চান, তাঁহাকে উর্দ্দু ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। উর্দ্দু ভাষার এই সকল উপযোগিতা দেখিয়া অনেকে তাহারই পক্ষপাতী। গবর্ণমেণ্ট এখন কোন্ পক্ষে স্থির সিদ্ধান্ত করেন, আমরা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু শুনিতেছি সার জন ষ্ট্রাচী উর্দ্দু ভাষারই প্রাধান্য স্বীকার করিতেছেন।

উর্দ্দু ও হিন্দীর যে প্রকার বিবরণ প্রকাশিত হইল, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যায় উভয়ের পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিয়াছে। এ দুই ভাষার কাহার অধিকার ন্যায়বিচার মতে অধিক গ্রাহ্য বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। হিন্দী ভাষাই হিন্দুস্থানের মূল ভাষা, বহুকালাবধি তাহাতেই কি কথোপকথন কি বিষয় কার্য্য সকলি চলিয়াছিল। মুসলমান দিগের

আগমনে পারস্য ভাষার চর্চ্চা অধিক হয়, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষাকে আদালতী বাঙ্গালা করিয়া যেমন, হিন্দীকেও তেমনি বিকৃত করিয়াছিল। হিন্দীর সহিত পারস্য ভাষার যোগ অধিক হওয়াতে উর্দ্দু উৎপন্ন হয় এবং পারসী অক্ষরে লিখিত হওয়াতে তাহা একটী স্বতন্ত্র ভাষারূপ ধারণ করিয়াছে।

আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার জর্জ কাম্বেল এই উর্দ্দু ভাষাকে 'জারজ ভাষা' বলিয়া আখ্যাত করেন এবং বেহার অঞ্চলের বিদ্যালয় সকল হইতে এ ভাষা নিষ্কাশিত করিয়া হিন্দীর পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। সার জর্জের যদিও সকল কার্য্যের আতিশয্য আছে, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে যে যুক্তি অবলম্বন করেন; তাহা অসঙ্গত নয়। আদালতী বাঙ্গালা যদি পারসী অক্ষরে লিখিত হইত, তাহা উর্দ্দুর ন্যায় একটী স্বতন্ত্র ভাষা হইতে পারিত। কিন্তু বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে তাহা কি ব্যবহার করা সঙ্গত? আমরা দেখিতেছি বাঙ্গালা ভাষা সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে আদালতী বাঙ্গালাও সংশোধিত হইতেছে এবং ক্রমে আদালতী ভাষায় উৎকৃষ্টতর বাঙ্গালা প্রবেশ করিতেছে। উর্দ্দু ভাষাও সেইরূপ যদি হিন্দী অক্ষরে লিখিত হয় এবং ক্রমশঃ অধিক সংস্কার সাধন হয়, তাহা হিন্দীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অন্য ভাষার যোগ হইয়াছে বলিয়া মূল ভাষা বিনষ্ট হইতে পারে না। নর্ম্মাণেরা যখন ইংলণ্ড জয় করেন, ফরাসী ভাষা উচ্চশ্রেণী ও আদালতের ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহা আংলো স্যাক্সন ভাষার সহিত এমন মিশ্রিত হইয়াছে যে তাহার বৈজাত্য সহজে প্রকাশিত হয় না। হিন্দীর মধ্যে উর্দ্দুও কি সেইরূপে সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না? বিশেষতঃ উর্দ্দু ভাষার আবশ্যকতা ক্রমে কমিতেছে। ভারতবর্ষে যদি মুসলমানদিগের রাজত্ব থাকিত এবং পারসী প্রধান ভাষারূপে পরিগৃহীত হইত, তাহা হইলে উর্দ্দু অধিকতর বলবৎ হইতে পারিত। এখন ইংরাজী প্রধান ভাষা, ইহার সহিত ভারতবর্ষীয় সকল ভাষাই সংমিশ্রিত হইতেছে, হিন্দী ও উর্দ্দুর সহিতও ইহার কতকটা যোগ হইবে সন্দেহ নাই। এস্থলে বিকৃত হিন্দী ও বিকৃত উর্দ্দু হওয়া অপেক্ষা এক মাতৃ ভাষা হিন্দীর মধ্যে পারস্য ও ইংরাজী উভয় ভাষারই শব্দ নিবিষ্ট হইতে পারে। হিন্দী ভাষার নিকৃষ্টতা প্রতিপাদনার্থ মুসলমান অধিবাসিগণ অনেক বাগ্‌যুদ্ধ করিতে পারেন এবং আদালতের শিক্ষিত লোকেরাও সে পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন, কিন্তু ইহা যখন লোক সাধারণের কথোপকথনের ভাষা হইয়া আছে, তখন ইহার অধিকার সামান্য নয়। যে ভাষা কেবল কথোপকথনে বদ্ধ, যাহার সাহিত্য নাই, তাহা উৎকৃষ্টতর ভাষা দ্বারা পর্য্যুদস্ত হওয়া বিধেয় বলিয়া অনেকে তর্ক করেন। কিন্তু হিন্দী ভাষা সাহিত্যশূন্য, ইহা কি যথার্থ? হিন্দী ভাষায় অনেক পুস্তক সংরচিত হইয়াছে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুগণ সে সকল পুস্তক প্রচুররূপে ব্যবহার করেন। মুসলমান রাজপ্রসাদে উর্দ্দু ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে সত্য এবং সে সকল আমরা কখন বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু আমরা বলি হিন্দী ভাষার প্রাধান্য স্বীকৃত হইলে সে সকল পুস্তক হিন্দীতে রূপান্তরিত এবং হিন্দী সাহিত্যের অন্তর্ভূত হইতে পারিবে। শাসন দ্বারা কোন জাতিকে পরাস্ত করা অপেক্ষা ভাষা দ্বারা তদীয় ভাষাকে পরাস্ত করা অধিক ঘৃণা ও কঠোরতা প্রদর্শক। আমরা আশা করি হিন্দী ভাষা সহজে পরাস্ত হইবে না এবং হিন্দী ভাষার পক্ষাবলম্বীদিগকে বলি তাঁহাদিগের স্বমত সমর্থনের যুক্তি ও অধিকার যথেষ্ট আছে, তাঁহারা অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করুন্ অবশ্যই জয় লাভ করিবেন। বঙ্গ সন্তানেরা যেমন বাঙ্গালা ভাষা বিশোধিত করিতে যত্নশীল হইয়াছেন, আমরা আশা করি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃতবিদ্য দেশহিতৈষিগণ হিন্দীর সংস্কার কার্য্যে সেইরূপ মনোযোগী হইবেন।

প্রাপ্ত।

আমাদিগের ভ্রমণকারী বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

মালদহ।

মালদহ কলিকাতা হইতে প্রায় ১১৬ ক্রোশ পশ্চিমোত্তর। ইহা মহানদী ও কালিন্দীর তীরবর্ত্তী—রাজমহল এস্থান হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। মালদহ এক সময়ে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল—ইহাই প্রাচীন গৌড় নগর। বর্ত্তমান মালদহ হইতে গৌড় নগর ন্যূনাধিক ৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী—ভগ্নাবশিষ্ট প্রাকারচিহ্ন এবং ইতস্ততঃ ইষ্টক স্তূপই এখন গৌড়ের নিদর্শন মাত্র আছে। কিন্তু মালদহে পুরাতন চিহ্ন অনেক দৃষ্ট হয়। নগরের প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত বহিস্তোরণ দ্বয়, উর্দ্ধোন্নত ইষ্টকনির্ম্মিত শিখরের ভগ্নাবশেষ, রাজপথের বিশিষ্ট পারিপাট্য, প্রাচীন রাজধানীর গৌরবের সাক্ষী স্বরূপ। নগরের প্রধান রাজপথটী নিতান্ত অপ্রশস্ত, কিন্তু ইষ্টক ও প্রস্তর মিশ্রিত হইয়া এরূপ বিচিত্ররূপে সংগঠিত যে অতি প্রাচীন হইলেও স্থানে স্থানে নূতনবৎ প্রতীয়মান হয়।

নিজ মালদহ নগরটী বহু জনাকীর্ণ; সুতরাং ইষ্টক নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর একতল ও দ্বিতল গৃহ সকল এরূপ সংবদ্ধ ভাবে বিরচিত যে এক গৃহের ছাদোপরি উঠিয়া প্রায় সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করা যাইতে পারে। মহানদী ব্যতীত নগরীর অব্যবহিত নিম্নে একটী গভীর পরিখা বর্ত্তমান আছে। ইহা মহানদীর একটী বাহু। ইহার উপরিভাগে প্রায় প্রত্যেক গৃহে

রই এক একটী অপ্রশস্ত সুদীর্ঘ সোপানশ্রেণী থাকাতে ইহা এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। মহানদী ও কালিন্দীর সঙ্গম স্থল হইতে এই বাহুটী বিনির্গত হইয়াছে। ইহার নির্গমনের অনতিদূরেই একটী সেতু আছে। সেতুর উপর হইতে মালদহের শোভা দেখিতে অতি সুন্দর। রাজপথ মহানদী ও ঐ বাহুটীর মধ্য দিয়া গিয়াছে,

পরিখা স্থিত সুন্দর নগর।

প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে মহানদীর উপরে একটী সুদৃঢ় মসীদ আছে। উহা মুসলমানদিগের গৌড়াধিকারের সমকালীন কীর্ত্তি সুতরাং সাত শত বৎসরেরও অধিক হইবে—কিন্তু নিয়মিত সংস্কারের জন্য কালে ইহা অত্যল্পই ক্ষতি সহ্য করিয়াছে। মালদহ মধ্যে মুসলমানদিগের নির্ম্মিত আর কোন বিশেষ কীর্ত্তি দৃষ্ট হয় না—সুতরাং মুসল-

অবস্থিতি করে নাই ইহাই তাহার প্রমাণ। তাহারা ইহার তিন ক্রোশ দূরে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী সংস্থাপন করে। পাণ্ডুয়ায় তাহাদিগের

এক্ষণে পাণ্ডুয়া জঙ্গলে পরিণত, ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদের ভয়ে ভ্রমণকারী অনেক দ্রষ্টব্য পদার্থ দর্শন করিতে পারেন না—যে সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মুসলমান .... র সমৃদ্ধির বিশেষ

... আমাটী ও নবাবগঞ্জ—নবাবগঞ্জ হ ... নিবিড় বনে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ বনের পরিসর প্রায় ৬ ক্রোশ হইবে, ইহার মধ্যস্থলেই পাণ্ডুয়া। যে পাণ্ডুয়া এক সময়ে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল—বঙ্গীয় নরপতিকুল যাহার শোভা সন্দর্শনে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন, আজি সেই পাণ্ডুয়া নিবিড় জঙ্গলে সমাকীর্ণ—আজি তাহা ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর চিরনিলয়! সুদীর্ঘ শাল্মলী বৃক্ষ, প্রাচীন আম্র কানন, নিবিড় কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল ক্রমেই এখন, রাজধানীর ধ্বংসাচ্ছাদন করিয়াছে। তথাপি তাহার সত্তা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। নিবিড় গহন মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ সরোবর, কণ্টকাকীর্ণ ঘন লতামণ্ডপ, নিম্নে ইষ্টকের স্তূপ সকল—এবং ইতস্ততঃ ভগ্নাবশিষ্ট বহু প্রাচীন গৃহের চিহ্ন নিচয় এখনও শত শত বৎসর রাজধানীর সমৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

পাণ্ডুয়াতে কুতুবুদ্দিনের প্রাসাদ, জালালুদ্দিনের মসীদ—কুতব ও সের সাহের কবর—উপাসনালয় প্রভৃতি কয়েকটী সুবৃহৎ কীর্ত্তি অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে জালালুদ্দিনের মসীদটী নিয়মিত সংস্কার জন্য অদ্যাপি নূতনবৎ

... য়াছে—কেবল সম্মুখস্থ সরোবরটী পূর্ব্বে প্রস্তরের গঙ্কগিরী করা ছিল, সংস্কার বিরহে কদর্য্য বেশ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু জল এখনও নিতান্ত মন্দ হয় নাই। এই মসিদটীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থে একটী স্থায়ী বিষয় আছে, তাহার উপস্বত্ব হইতে ইহার সংস্কার ক্রিয়া এবং অতিথি সেবা প্রভৃতি কার্য্য কলাপ অদ্যাপিও নির্ব্বাহিত হয়। অতিথিশালার কয়ে-

তেছে। কিন্তু ঐ মসিদের সংলগ্ন যে ... কটী বৃহৎ

কাল গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। কবর স্থানটীর একটী স্থায়ী বিষয় থাকাতে এখনও সংস্কারাদি সম্পন্ন হইতেছে। এখানে কুতুবুদ্দিন, সের সাহ প্রভৃতি অনেকগুলি রাজপুরুষের কবর আছে।

বৃহৎ চম্পক বৃক্ষ আছে। ইহার সমীপবর্ত্তী সরোবরটীও গঙ্কগিরী করা, কিন্তু সংস্কারাভাবে অতি কদর্য্য হইয়া গিয়াছে, ইহার সংযুক্ত একটী

পারে। দ্বারের উপর উঠিবার সোপানও এক দিকে আছে, তদুপরি অধিরোহণ করিয়া অনেক ... পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার সংযুক্ত ভাণ্ডারী মহলটী ক্রমে পতিত হইতেছে, কিন্তু অদ্যাপি ব্যবহারে আসিতেছে। ভাণ্ডারী মহলের পশ্চিমে একটী বৃহৎ দ্বারের ভগ্নাবশেষ

পুস্তক সমালোচনা।

১। মৃদঙ্গমঞ্জরী। শ্রীশৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রণীত, কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৮০ সাল।

শৌরীন্দ্র বাবু আমাদিগের জাতীয় সঙ্গীত বিদ্যার পুনরুদ্ধার সাধনোদ্দেশে যে সমস্ত অনুষ্ঠান অবলম্বন করিতেছেন, তদ্দ্বারা তিনি সমস্ত হিন্দুজাতির মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। তিনি এক্ষণকার সভ্য সমাজে দেখাইতেছেন, হিন্দু জাতির সঙ্গীত বিদ্যা কত দূর উৎকৃষ্ট ও আদরণীয়। আর্য্যজাতি এক কালে সাহিত্য, কলা, প্রভৃতি সকল বিদ্যাই উন্নতির অতি উচ্চসীমায় আনয়ন করিয়াছেন। শৌরীন্দ্র বাবু শুদ্ধ এই মাত্র করিতেছেন এমন নহে, তিনি আবার আমাদিগের সঙ্গীত শাস্ত্র যাহাতে চিরস্থায়ীভাবে প্রবর্ত্তিত থাকে, এমত উপায় সকলও অবলম্বন করিতেছেন। মৃদঙ্গমঞ্জরী ইহার একটী মাত্র দৃষ্টান্ত স্থল। ইহাতে মৃদঙ্গ বাজাইবার অসংখ্যবিধ তালের প্রক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রক্রমণিকাগুলি সকল শিক্ষার্থিদিগেরই উপকারে

। সেকাল আর একাল। শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত ১৭৯৬।

সর্ব্ব সমাজের সর্ব্ব কালেই দুই বংশ পরম্পরা বর্ত্তমান ও প্রবল থাকে। এই দুই পুরুষের রুচি ও মতামত প্রায় বিসদৃশ হয়। বৃদ্ধেরা যে সময়ে যৌবন সুখে সুখী ছিলেন, সেই কালের

জীবনের সারভাগ অতিবাহিত করিয়াছেন, যে কালে তাঁহারা নানাবিধ আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত ছিলেন, যে কালের সামাজিক অবস্থা তাহাদিগের প্রবৃত্তি চরিত্র এবং জীবন স্রোতকে প্রচালিত

তাঁহারা থাকিতে পারেন না। তদ্দ্বারা জ্ঞান করেন আমরা একালে জীবিত আছি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা সে কালেরও লোক। এজন্য তাঁহারা সে কালকে সুবর্ণ চক্ষে দেখেন। তাঁহারা বৃদ্ধ হইয়াছেন এজন্য আ। দ্বারা যত দূর না হউক, স্মৃতি দ্বারা প্রচালিত হইতে চাহেন। স্মৃতি তাহাদিগের মানস চক্ষে যে সমস্ত সুবর্ণময় চিত্র সমুদিত করে, আশা সেরূপ মনোজ্ঞ চিত্র প্রদর্শন করিতে পারে না। এজন্য সে কালের স্মৃতিতে তাহারা একেবারে বিমোহিত থাকেন। তাহাদিগের নিকট সে কালের সকলই ভাল, তাঁহারা সে কালের নিকষে এ কালকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং এ কালের অবস্থা তাঁহাদিগের রুচি ও প্রবৃত্তির সহিত সমঞ্জসীভূত হয় না।

আমাদিগের মান্য গ্রন্থকার এই শ্রেণীর লোক। তিনি এ কালের নিম্নক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া সে কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। এজন্য সে কালের দৃশ্য তাঁহার নিকট মনোহর দেখাইতেছে। দৃশ্য, উচ্চ এবং দূর দেশে স্থাপিত থাকাতে দর্শক, পুরোভাগে কেমন সুন্দর শোভা অবলোকন করিতেছেন, এবং ভাবিতেছেন তাঁহার নিকটবর্ত্তী বন্ধুর শোভা বিহীন সমভূমির সহিত কখনই সে দূর দৃশ্যের তুলনা হয় না।

আমরা এ কালের লোক, আমরা সে কালের

অনুর্ব্বর বন্ধুর এবং মৃত ভূমিকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়া এ কালের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। এজন্য আমাদিগের দৃষ্টি কখন রাজনারায়ণ বাবুর দৃষ্টির সহিত সম্পূর্ণ সমান হইতে পারে না, প্রত্যুত অনেক বিষয়ে বিভিন্ন। তথাপি রাজ নারায়ণ বাবুর পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা আমোদ লাভ করিয়াছি এবং চিন্তার অনেক বিষয় পাইয়াছি। এ কালের যাহা উন্নতির স্রোতে পড়িয়া যুবকেরা সে কালের অনেক গুণ, ক্ষমতা ও সদাচার হারাইতেছেন, সে গুলির সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধার জন্য তাঁহাদিগের যত্নশীল হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। সেকালে যেরূপ রীতি প্রণালী ছিল, একালে তাহার অনুকরণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, কিন্তু তাহার ভাব এ কালের উপযোগী আকারে গঠন করিয়া লওয়া আবশ্যক। ইউরোপীয় সভ্যতায় আমাদিগকে যেন অন্ধ করিয়া না ফেলে, সেই সভ্যতার সার-গ্রাহী হইয়া যাহাতে জাতীয় মহত্ব সাধন হয় তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

৩। চিকিৎসা তত্ব ৩য় সংখ্যা—আমরা ইহার পূর্ব্ব সংখ্যা আলোচনায় ইহার সম্বন্ধে যেরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছি, এবারেও সেইরূপ করিতেছি। এইপত্রে একটী প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনা যোগ্য। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগের নাম আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন হইয়াছে, এখন নেটিব ডাক্তারদিগকে ' সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন ' উপাধি দেওয়া হয়। এই উপাধির জন্য [illegible] একটী বিশেষ পরীক্ষার [illegible] হইতে পারে।

৪। বাঙ্গালী—আমরা এই অভিনব পত্রের প্রথমতিন সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা মাসিক পত্র ও সমালোচন। ইহা ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। পত্রের লেখা মন্দ হইতেছে না। আমরা ইহার উন্নতির আশা করি।

৫। কুমুদ বান্ধব—মাসিক পত্রিকা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ১৲ টাকা মাত্র। পত্রখানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহাতে গল্প, কাব্য, নাটক ও নীতি বিষয় সকলি লিখিত হইতেছে। লেখা মিষ্ট ও সরল হইয়াছে।

৬। শরৎ সরোজিনী—আগামী বারে সমালোচ্য।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

আসিষ্টাণ্ট সারজন্ বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত বৃশ্চিক দংশনের লাইকারলিটি নামক এক অমোঘ ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন ইহা দ্বারা সর্প দংশনেরও প্রতীকার হইতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

গত শুক্রবার রাত্রিতে বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বন্ধুগণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য হাবড়া ষ্টেষণে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেনও তাঁহার সঙ্গে এক গাড়ীতে আসিয়াছেন।

রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের ক্রমশই জয় হইতেছে। বঙ্গদেশের অফিসিয়েটিং পোষ্ট মাষ্টার জেনেরেল মেঃ জে টুইডি সি, এস্, সম্প্রতি ইহাদিগের দলভুক্ত হইয়াছেন। উডরফ ও টুইডি উভয়েই ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান কালে প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু কাথলিক হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার বেথুন সোসাইটিতে রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্ব কালের আর্য্যদিগের সম্প্রদায় বিভাগ সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট ও নীতিগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছেন।

নিম্ন লিখিত দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ভিয়েনা প্রদর্শনে নিম্নলিখিত দ্রব্য পাঠাইয়াছিলেনঃ—

রাজা রমানাথ ঠাকুর বাহাদুর—বাঙ্গালা অক্ষর।
রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর—বাদ্যযন্ত্র
রাজা চন্দ্র নাথ রায় বাহাদুর ঐ
বাবু কানাইলাল দে রায় বাহাদুর—ঔষধের [illegible] ও নানা প্রকার তৈল।

[illegible] অব ইণ্ডিয়া বলেন বেহারের একজন [illegible] কণ্ট্রাকটর ও এক [illegible] গত দুর্ভিক্ষে [illegible] লক্ষ টাকা জমাইয়াছে। লোমরকে এরূপ দুর্ভিক্ষ পার্ব্বণ অনেক হইয়াছে।

কলিকাতায় ভিন্ন ভিন্ন জাতি এই পরিমাণে বাস করেঃ—খৃষ্টান ৪৯, মুসলমান ২৯, হিন্দু ৬৩১ এবং অন্যান্য জাতি ৪ মাত্র।

দার্জ্জিলিঙে চায় বেশ উন্নতি হইয়াছে। এ বৎসর ৪৫০০০ মণ অর্থাৎ গত বৎসরের দ্বিগুণ জন্মিয়াছে।

হাজারিবাগ পেনিটেনসিয়ারির গীসন নামক এক কয়েদীর মেয়াদ প্রায় ফুরাইয়াছিল, কিন্তু এমত সময় একজন রক্ষককে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া ১০ বৎসর নূতন খাটুনি দণ্ড পাইয়াছে। কি দুর্ভাগ্য!

ঢাকার সেখ মুঠা গাড়ী নামে একটী জলাকে একটী উদ্যানে পরিণত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ৪৯,৮২৮ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

১৮৭২ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, ইষ্টারণ বেঙ্গল পঞ্জাব এবং দিল্লী রেলওয়ে দিয়া ২৫৪, ২৩১ টন শস্য রপ্তানি হয়, ১৮৭৩ সালে ৪৭৭,৫২৮ টন হয় এবং বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ৫ মাসে ৫৪৪, ২৩৩ টন হইয়াছিল। রেলওয়ে ভিন্ন আর কোন উপায়ে এত প্রচুর দ্রব্য রপ্তানি হইতে পারিত না।

নাটিন নামক জাহাজের প্রধানতম আফিসরকে হত্যা করা অপরাধে পণ্টিফেক্স সাহেব যে তিন জনের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন, ১৯ এ ডিসেম্বর শনিবারে উহাদের ফাঁসী হইবে।

শুনা যাইতেছে আগামী জানুয়ারি মাসে সার রিচার্ড টেম্পল চট্টগ্রামে গমন করিবেন।

২৮ এ নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ৩২৬ জনের মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা ১২ টী অধিক। ইহার মধ্যে ১৭ জন ওলাউঠায়, ১৩৪ জন জ্বরে, এবং ১৭৫ জন অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিম।

যোধপুরের মহারাজ কাশী তীর্থ দর্শনার্থ বহির্গত হইয়া এলাহাবাদে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার পিতা মহারাজা তক্ত সিংহের মৃতাবশেষ পবিত্র গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবার জন্য সমভিব্যাহারে আনিয়াছেন।

কাশ্মীরের রাজার উজীর জনসন সাহেব সে হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। লাডকের লোকেরা তাঁহার গুণে এত বশীভূত হইয়াছেন, যে তাহার গমন কালে অনেকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করেন। অনেকে তাঁহাকে ছুটী দেওয়া না হয়, এজন্য রাজাকে পর্য্যন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। যে সকল ইংরাজ এ দেশীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, তাহারা এইরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাজন হইয়া থাকেন।

দিল্লি গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন কাবুলের আমীর যাকুব খাঁকে সন্নিকটে আনিয়া বলেন "যাকুব খাঁ! যদি তুমি হিরাটে যাইতে ইচ্ছা কর, যাইতে পার, কিন্তু আমি অতি বিলম্বেই তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব। তুমি যদি বিদ্রোহী হও এবং আমার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ কর, আমি তৎক্ষণাৎ তোমাকে কয়েদ করিয়া তোপের মুখে উড়াইয়া দিব। আর যদি কাবুলে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা কর, যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ড ভোগ করিতে হইবে এবং কোন রূপেই তুমি মুক্ত হইতে পারিবে না।" যাকুব খাঁ তদুত্তরে বলেন "যদি আপনার এরূপ ব্যবহারের সন্দেহ হইত, আমি কখনই হিরাট,

পরিত্যাগ করিতাম না, কিন্তু তাহা হয় নাই। এক্ষণে আমি আপনার দাস এবং আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছি। অদ্য পর্য্যন্ত আমীর পুত্র বলিয়া আমার দাওয়া ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে আমি স্বয়ং দাস বলিয়া বিবেচনা করিব।" ইহাতে আমীর কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। পরে যাকুব খাঁ পিতাকে অপমান করিয়াছেন এইটী সপ্রমাণ করিবার জন্য কয়েকখানি হস্তলিখিত পত্র প্রদর্শন করা হইল। তদ্দর্শনে যাকুব খাঁ পত্রগুলি জালপত্র বলিয়া তর্ক করিতে লাগিলেন। আমীর ইহাতে অত্যন্ত রাগত হইয়া যাকুব খাঁকে সম্মুখ হইতে দূর হইতে বলিলেন।

গত বৎসর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ৪৪৩ বালিকা বিদ্যালয় এবং ৮৫৫১ ছাত্রী সংখ্যা ছিল। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম সারজন ষ্ট্রাচি সাহেব বালিকা বিদ্যালয় সকল কোন কর্ম্মের নয় বলিয়া তাহার সংখ্যা হ্রাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। স্ত্রী শিক্ষার এই প্রথমোদ্যমে উৎসাহ ভঙ্গ করা কখনই উচিত নয়।

কাপ্তেন হপকিন্স [illegible] নিকটস্থ এক আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের পত্নীকে বাহির করিয়া লইয়া যাওয়াতে ১০০০ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন!

লক্ষ্ণৌয়ে ৫০ টী মেহগিনি বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল, শীতে তাহার অন্যূন ১১ টী বিনষ্ট হইয়াছে।

লর্ড কানিং আউডের তালুকদারদিগের মধ্য হইতে যে অবৈতনিক আসিষ্টাণ্ট কমিসনর নিযুক্ত করেন, তাঁহারা প্রশংসিত রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ৪২ জন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ২০৮৩ দেওয়ানী ও ৩০৬১ ফৌজদারী বিচার করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজের এক রেলওয়ের এঞ্জিন ড্রাইবরের সহিত তাহার অধীনস্থ একজন সামান্য মুসলমান কর্ম্মচারীর বিবাদ ছিল। সে বৈরনির্য্যাতনের অন্য কোন উপায় না পাইয়া ড্রাইবরের এঞ্জিনের এক্সেল বাক্সে কতকগুলি পিতল ও লৌহ চূর্ণ দিয়া রাখিয়াছিল। যথা সময়ে জানিতে পারাতে কোন দুর্ঘটনা হয় নাই।

বিজয় নগরমে একটী রেলওয়ে হইবার উপক্রম হইতেছে। বিগত ২৭এ নবেম্বর অত্রত্য মহারাজ, জেলার কলেক্টর এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একত্র হইয়া এক সভা করেন, তাহাতে স্থির হয়, রেলওয়েটী সম্পন্ন হইতে ২ কোটী টাকা লাগিবে। বিজয় নগরমের মহারাজ স্বয়ং ১৪ লক্ষ টাকা এবং বোবিলির রাণী ৪ লক্ষ টাকা প্রদান করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই বোবিলীর হিতৈষিণী রাণী গত দুর্ভিক্ষে ৪০ হাজার মণ চাউল প্রেরণ করেন।

বোম্বাই।

ইংলিসম্যান বলেন, সার এল পেলি বরদার রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া গুইকুমার এত আনন্দিত হন যে তিনি তিন সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করান এবং প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন বিতরণ করেন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেনের তৃতীয় বক্তৃতাকালে ইন্দোরের মহারাজা হোলকার উপস্থিত ছিলেন। হোলকার বক্তৃতা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। মহারাজ উক্ত বাবু এবং তাঁহার দুইটী সহচরকে খেলত প্রদান করেন এবং তাহার রাজ্যে শীঘ্রই পুনরাগমন করিতে অনুরোধ করেন।

দুই সপ্তাহের মধ্যে গ্রাণ্ট ডফ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সমুদায় প্রধান প্রধান স্থান দর্শন করিয়াছেন। সম্প্রতি আমেদ নগর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে তিনি বোম্বাই নগর হইতে দুই মাইল দূরে সাহাজবাগ নামক প্রকাণ্ড বাটী দর্শন করিয়াছেন। আগামী জানুয়ারি মাসে তিনি কলিকাতায় আসিবেন, এখানেও তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করা উচিত।

ইউরোপ।

রাজপুত্র লিওপোল্ড টেইলোরিয়ান ছাত্রবৃত্তির একজন পরীক্ষার্থী হইবার মানস করিয়াছেন। এবৎসর ফরাশী ভাষায় এই পরীক্ষা গৃহীত হইবে। মহারাণীর পুত্রগণ এক এক বিষয়ে কৃতী হইবার জন্য বিশেষ যত্নশীল, এটী দৃষ্টান্তস্থল বটে।

ফ্রান্স দেশস্থ প্রাচীন ভাষাভিজ্ঞ এম গারর্জেন ডি টাসি ১৮৫০ হইতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৎসর বৎসর যে সকল সাধারণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার প্রথম গুলি লইয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

পর্টুগালের রাজা ডন ১ম লুই ভারতবর্ষে আসিবেন শুনা যাইতেছে। পর্টুগলে রাজসভার ব্রিটিষ রেসিডেণ্ট সার চার্লস মরে তাঁহার সহচর হইবেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক জর্জ স্মিথ ১০ ই নবেম্বর এডিনবরায় এক সাধারণ ভোজে আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্মানার্থ এক শতের অধিক ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইনি তথাকার ডেলি রিবিউ পত্রের প্রধান সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মিরর লিখিয়াছেন একজন লেখক লণ্ডন সহর বর্ণন কালে বলিয়াছেন উক্ত সহরে ইহুদিদিগের জন্মভূমি প্যালেষ্টিন অপেক্ষা ইহুদি সংখ্যা অধিক, এডিনবরা অপেক্ষা স্কচ অধিবাসী অধিক, ডবলিন অপেক্ষা আইরিশদিগের সংখ্যা অধিক, এবং রোম অপেক্ষা রোমান ক্যাথলিকদিগের সংখ্যা অধিক। বোধ হয় তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সমুদায় ইউরোপীয় সহর অপেক্ষা অধিক সদ্গুণ এবং অধিক পাপ এস্থানে বিরাজ করিতেছে।

বিবিধ।

নেপালীরা বাঁশ হইতে এক প্রকার পাতলা কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

রোমান কাথলিকদিগেরমধ্যে বিজ্ঞানোৎসাহী অনেক লোক আছেন। ইটালী হইতে মদনপুরে কয়েকজন জ্যোতির্বিদ শুক্রের সংক্রমণ দর্শন করিতে আসেন, ফাদার [illegible] তাঁহাদের সহকারিতা করিতে গিয়াছিলেন। দক্ষিণ মহাসাগরে এই উপলক্ষে [illegible] জ্যোতির্বিদ- [illegible] রোমান কাথলিক [illegible]

শুনা গেল [illegible] আক্রমণার্থ এক দল [illegible] সুযোগ প্রতীক্ষা করিয়া উহাদিগের সীমায় অবস্থিতি করিতেছে এবং তুর্কমানেরাও যুদ্ধার্থ উত্তমরূপ প্রস্তুত হইতেছে।

লাহোরের এক খানি সংবাদপত্রের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন যে কাবুলের আমীর সিয়ার আলী খাঁ সা গাজি সের ডিল ও অক্ষুর আহাম্মদ খাঁকে লিখিয়াছেন যে হিরাট নগর অধিকার করিবার পর তাঁহারা যেন এযুব খাঁ তাঁহার পরিবার ও সর্দ্দার যাকুব খাঁর পরিবার সকলকে কান্দাহার দিয়া বিশেষ সাবধানে কাবুলে পাঠাইয়া দেন। তিন মহম্মদ আমীরের ধনাগারের প্রধান একাউণ্টাণ্ট নিয়োজিত হইয়াছেন। উক্ত সংবাদদাতা যাকুব খাঁর ভৃত্যদিগের নিকট শুনিয়াছেন যে যাকুব খাঁ কাবুলে যাত্রা করিবার সময় তাঁহার ভাইকে বলিয়া গিয়াছেন "ভ্রাতঃ আমার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইলে জানিবে আমার কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে। কোন অপরিচিত ব্যক্তি তোমার নিকট আসিলে তাহাকে বিশ্বাস করিও না, আমি কারারুদ্ধ হইয়াছি ইহা সন্দেহ

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

২য়, ভাগ ৩৬ শ সংখ্যা। } বঙ্গাব্দ ১২৮১—১৮ই পৌষ শুক্রবার। ১৮[illegible]—১ লা জানুয়ারি। { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ ্‌ টাকা মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭।৷০ টাকা।

সূচী।

ভারত সংস্কারকের কার্য্যালয় বামা বোধিনীর কার্য্যালয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে এবং বামাবোধিনীর কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রী যুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ দেব ভারত সংস্কারকেরও কার্য্যাধ্যক্ষ হইয়াছেন। এক্ষণ হইতে ভারত সংস্কারকের (ম্যানেজমেণ্ট) কার্য্য সম্বন্ধীয় সমুদায় চিঠী পত্র ও মূল্যাদি কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ১১নং বাটীতে উক্ত বাবুর নিকট প্রেরিত হইবে। সম্পাদকীয় পত্রাদি পূর্ব্বের ন্যায় হরিনাভিতে আসিবে। শ্রীযুক্ত বাবু গোপালকৃষ্ণ মিত্র ভারত সংস্কারক সম্বন্ধীয় অধ্যক্ষতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত ভারত সংস্কারকের কার্য্যের আর কোন সংস্রব রহিল না।

হরিনাভি ৩১ ডিসেম্বর ৭৪। } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত ভা, সং, অধ্যক্ষ।

সপ্তাহ।

অদ্য ইংরাজী নব বর্ষের প্রথম দিন। ১৮৭৪ সাল বিদায় লইল, ১৮৭৫ আরম্ভ হইল। অদ্য লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের বেলবিডিয়ার উদ্যানে একটী শকের বাজার হইবে, ইহাতে যে লাভ হইবে, তাহা জাতি নির্ব্বিশেষে মগ্নবস্থ দরিদ্রদিগের সাহায্যে নিয়োজিত হইবে। কর্ণেল উইণ্ডহাম ইহার উদ্যোগ কর্ত্তা।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, গত ২০ এ ডিসেম্বর আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পলের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। ইনি মহাকবি সেক্‌সপিয়ারের জন্মভূমি ষ্ট্রাটফোর্ড অন আবনের অধিবাসী এবং জষ্টিস অব দি পিস ছিলেন। সার রিচার্ড জ্যেষ্ঠ সন্তান বলিয়া বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা উপস্বত্বের ভূম্যধিকারী হইয়াছেন।

এ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় মেট্রাপলিটান ইনষ্টিটিউসন দ্বিতীয় অর্থাৎ কেবল প্রেসিডেন্সী কলেজের নিম্ন পদস্থ হইয়াছে, এ সংবাদে দেশীয় মাত্রেই মহোল্লাস প্রকাশ করিবেন। ধন্য দেশহিতৈষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে সম্পূর্ণ দেশীয় শিক্ষকতা ও দেশীয় অধ্যক্ষতার অধীনে এতদূর সুফল প্রদর্শন পূর্ব্বক দেশীয়দিগের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় ১ ম শ্রেণীতে [illegible] ২ য় শ্রেণীতে ৭৭ এবং ৩ য় শ্রেণীতে ৯৭ সর্ব্বশুদ্ধ ১৯[illegible] জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১ ম শ্রেণীতে ১৬৮, ২ য় শ্রেণীতে ৪৮৪ এবং ৩ য় শ্রেণীতে ৩০৩ সর্ব্বশুদ্ধ ৯৫৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আমরা পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের বিবরণ যথাস্থানে প্রকাশ করিলাম।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুদিন হিমালয় অঞ্চলে যোগ সাধন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। এ বৎসর ১১ ই মাঘের উৎসব এখানে করিবেন। এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার জ্বলন্ত ঈশ্বরানুরাগ ও দৃঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিলে পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিগণের কথা হৃদয়ে জাগরূক হইয়া উঠে।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি, আগামী জানুয়ারি হইতে নিউ কলিকাতা স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাস খোলা হইবে এবং তাহাতে ৪ টী বালককে ফ্রি স্কলর্সিপ দেওয়া হইবে। ৫ মাস মাত্র এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, ইতি মধ্যে ইহাতে প্রায় ২০০ ছাত্র প্রবিষ্ট হইয়াছে। বিদ্যালয়ের কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তদুপযুক্ত ব্যবস্থা সকল স্থিরীকৃত হইতেছে। বিদ্যালয়টী এক্ষণে বহুবাজার ষ্ট্রীট ২১১ নং বাটীতে আছে।

ভারত সংস্কারক।

ওয়ারল্ড সংবাদ পত্র ও ইংরাজ সমাজের ধর্ম্মনীতি।

ইংরাজ বাহাদুরেরা সর্ব্ব বিষয়ে আমাদিগের অনুকরণস্থল হইতেছেন এবং দেশীয় কৃতবিদ্যগণ হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ইংরাজ সমাজের অনুরাগী হইতেছেন। এ দেশীয় যুবকগণ ক্রমশঃ দলে দলে ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন এবং যাঁহারা সে দেশ দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন, তাঁহারা তথাকার সমাজ ও গৃহকে স্বর্গতুল্য জ্ঞান করিয়া শত মুখে তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিকতর সভ্য, এজন্য তথাকার ব্যবস্থা সকল যে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সভ্য হইলেই নীতি অংশে যে সর্ব্বতঃ প্রধান হইবে ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। সভ্যতা পুষ্পের অভ্যন্তরে অনেক দুর্নীতি কীট বাস করে এবং ত[illegible] স্থুল-

স্বামীদিগের চক্ষুর অগোচর থাকিয়া অনিষ্টোৎপাদন করিয়া থাকে। যদিও অন্য জাতির কদাচার ও কুব্যবহার লইয়া আমাদিগের আলোচনা করা তত আবশ্যক নয়, কিন্তু ইংরাজ জাতির দৃষ্টান্তে আমাদিগের প্রকৃতি ও চরিত্র অনেক পরিমাণে গঠিত হইতে চলিয়াছে, এই জন্য আত্ম সাবধানতা উদ্দেশে এ বিষয়ে চিত্ত নিবেশ করা আমাদিগের পক্ষে কখনই উপেক্ষণীয় নহে।

ওয়ারল্ড নামক একখানি বিলাতীয় ইংরাজী সংবাদ পত্র ইংরাজ সমাজের নীতিভ্রংশতা বিষয়ে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই পত্র বলেন, ইংরাজ সমাজে এখন এমন নিরঙ্কুশ কথাবার্ত্তা ও আচার ব্যবহার চলিতেছে, যে ১৮৪০ সালে তদ্দর্শনে লোকের হৃৎকম্প হইত, এবং এখন পাপকে লুক্কায়িতভাবে পোষণ করা কপটতা বলিয়া তাহা প্রকাশ্য ভাবে প্রচলিত হইতেছে। বিবাহ বন্ধনচ্ছেদ এখন উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও লজ্জার বিষয় নয় এবং অনেক অসতী স্ত্রীলোক সম্ভ্রান্ত ও ধার্ম্মিক রমণীগণের সঙ্গে অবাধে মিশিতেছে। পূর্ব্বে কোন স্ত্রীলোক স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে যত দিন তাহার দুর্নাম রটনা নিস্তব্ধ না হইত, ততদিন সে ইউরোপের কোন দূর দেশে অথবা ইংলণ্ডের নিভৃত স্থানে অজ্ঞাত বাস করিত, এখন এরূপ ঘটনা স্বাভাবিক বলিয়া সহ...ই ক্ষমাস্থলে গৃহীত হইয়া থাকে এবং দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোককে কেবল বল নাচ প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে যাইবার অনুমতি দেওয়া হয় না।

ওয়ারল্ডের মতে ইংলণ্ডের (Fashionable) ভব্য রমণীগণের স্বামীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ১—যে সকল স্বামীকে পার্লেমেণ্ট বা ব্যবসায় সম্বন্ধীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়; ২—যাঁহারা মৃগয়া ও অন্যবিধ বহির্ব্বার ক্রীড়াতে কালযাপন করেন; ৩—যাঁহারা আলস্যে দিন কাটান এবং আপনাদিগকে কেবল কোন মতে গৃহের বহির্গত করিতে পারেন। এই কয়েক শ্রেণীভুক্ত স্বামীরা প্রায় তাঁহাদিগের স্ত্রীগণের সংসর্গে থাকেন না। বল, ডিনার প্রভৃতি স্থলে স্ত্রীগণকে কোন বন্ধুর হস্তে গছাইয়া দিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হন; স্ত্রীও স্বামীদিগকে অন্য স্ত্রী বন্ধুর হস্তে সমর্পণ করেন। গৃহে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গ না পাইয়া ইতস্ততঃ লাইব্রেরী প্রভৃতিতে কিছু সময় কাটান, পরে তাহাতে বিরক্ত হইয়া বাহিরে গিয়া অন্য পুরুষের সহিত বন্ধুত্ব করিতে অভ্যাস করেন। ভব্য রমণীগণের গৃহকার্য্য কিছুই করিতে হয় না, সন্তান থাকিলে দিনের মধ্যে দু একবার সক করিয়া দেখেন মাত্র। ভদ্র সমাজে পরস্পরে পরস্পরের অনুরক্ত এ প্রকার দম্পতির সংখ্যা বিরল। যদি কোন স্থানে একটী পুরুষ একটী স্ত্রীলোককে লইয়া সাদর ও সস্নেহ ব্যবহার করিতেছে দেখ, নিশ্চয় জানিও সে ব্যক্তি তাহার স্বামী নয়, প্রণয়ী। কোন পুরুষ অন্যের স্ত্রীর প্রতি স্নেহপূর্ণ কটাক্ষপাত করিতে পারেন, কিন্তু আপনার স্ত্রীর প্রতি সেরূপ করিলে সমাজে নিন্দনীয় হন। বস্তুতঃ বিবাহের প্রাক্কালে বা তৎসমকালে স্বামী স্ত্রীর যে কিছু অনুরাগ থাকে, পরে তাহা বিলীন হইয়া বিরাগে পরিণত হয়।

ওয়ারল্ড আরো বলেন, পূর্ব্বে প্রণয়াকাঙ্ক্ষী পুরুষেরা অবিবাহিত স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গ খুঁজিতেন এবং পাছে কোন গোলযোগে জড়িত হইতে হয় বলিয়া বিবাহিত স্ত্রীলোকদিগের ছায়া স্পর্শ করিতেন না। এখন বিবাহিত স্ত্রীলোকেরাই অধিক মনোনীত। অবিবাহিতারা 'মা কি বলিবেন' বলিয়া ভয় করেন, বিবাহিতাদিগের সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই। পাঁচ জনের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে করিতে বিবাহিতা নারীর এক জন (Cavalier) প্রণয়ী হইয়া দাঁড়ান। তিনি বাটীতে সর্ব্বদা যাতায়াত করেন। স্থল বিশেষে স্বামী ইহা ভাল বাসেন, স্থল বিশেষে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া স্ত্রীকে এরূপ সংসর্গ করিতে নিষেধ করেন। প্রথম স্থলে স্ত্রী স্বর্গ হাতে পান, দ্বিতীয় স্থলে অভিমানিনী হইয়া স্বামীকে উপযুক্ত শিক্ষা দেন। যাহাহউক বহুদিন পর্য্যন্ত প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর সংসর্গ দোষাবহ হয় না। কিন্তু ক্রমে নানা কারণে তাহা এত ঘনিষ্ঠ হয় যে তাঁহারা দেবাবতার না হইলে আর চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারেন না।

ওয়ারল্ডের ইংরাজ সমাজের ধর্ম্মনীতি বর্ণনার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম আমরা প্রকাশ করিলাম। ইহা হইতে বিবেচক ব্যক্তিগণ চিন্তা ও কার্য্য করিবার অনেক উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন। (১) ইংরাজ সমাজকে আমরা পবিত্র চরিত্রের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। (২) আমাদিগের সমাজে চরিত্র সম্বন্ধে এখনও এমন অনেক গুণ আছে, যাহা লইয়া আমরা সভ্যতম জাতির নিকট গৌরব করিতে পারি। (৩) ইংরাজ সমাজে প্রবিষ্ট এবং তাঁহাদিগের সভ্যতালোকে মোহিত হইয়া তাঁহাদিগের দোষ সকল যেন আমরা অধিকার না করি। সে দিন লাহোরে এক পাদরী সাহেব দেশীয়দিগকে সুরাপান হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলেন,

আমি তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে আমাদের সদ্গুণ সকল যত কেন অল্পই হউক না তাহার অনুকরণ করিবে, কিন্তু কোন মতেই আমাদের দোষ সকলের অনুকরণ করিও না।

ইংরাজদিগের সহিত ব্যবহার করিবার সময় এই সার উপদেশটী যত্নপূর্ব্বক আমাদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

দেশীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা ইংলণ্ড গমন করিতেছেন এবং যাঁহারা সভ্যজাতির আদর্শানুসারে সমাজ সংস্করণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এটী হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক লইয়া যে সকল সংস্কার আরব্ধ হয়, অতি সাবধানে তাহার সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বহু কালাবধি স্ত্রীজাতির সতীত্ব ভারতবর্ষের একটী অমূল্য সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত আছে, সভ্যতার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা তাহা যেন হারাইয়া না ফেলি।

ভারতবর্ষের কঠিন সমস্যা।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাহাদের জীবিকার পর্য্যাপ্ত উপায়াভাব এই দুইটী বিষয় লইয়া যে আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি ভারতহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের চিত্ত বিলোড়িত করিতেছে। বস্তুতঃ যে প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে, একটী মীমাংসা না করিয়া তাহা পরিত্যাগ করা কখনও বাঞ্ছনীয় নয়। সম্প্রতি লণ্ডনস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া আসোসিয়েসন সভার ইলিয়ট সাহেব এ বিষয়ে একটী প্রস্তাব পাঠ করেন এবং তাহা লইয়া ঘোরতর তর্ক বিতর্ক হয়। ইলিয়ট সাহেব ভারতবর্ষের দুরবস্থার এই কয়েকটী কারণ উল্লেখ করিয়াছেনঃ—

১—ভারতবর্ষকে যেরূপ অসংখ্য লোকের আহার যোগাইতে হয়, তাহাতে দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, ইহার ঠিক্ সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে এবং এখন আমেরিকা আইরিস উপনিবেশিগণকে স্বদেশে প্রতিপ্রেরণ করিলে আয়র্লণ্ডের যে দুর্দ্দশা হয়, ভারতবর্ষেরও ঠিক্ সেইরূপ দুর্দ্দশা।

২—ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশ, কারণ ইহার আয়তন রুসিয়াবিহীন সমুদায় ইউরোপ খণ্ডের তুল্য। কিন্তু একা ইংলণ্ড হইতে অনায়াসে যত রাজস্ব সংগৃহীত হয়, ইহা হইতে কষ্টসৃষ্টে তদপেক্ষা ২০ কোটী টাকা কম আদায় হইয়া থাকে।

৩—আসিয়ার টাকা ইউরোপীয় মতানুসারে ব্যয় করিতে গিয়া রাজকোষের অসচ্ছলতা হয়, অপব্যয়াদিদ্বারা ইহার বৃদ্ধি হয়।

৪—রুসিয়া ভারতের উত্তর সীমার নিকটবর্ত্তী হওয়াতে ইউরোপে তাহার সহিত কোন অকৌশল ঘটিলে ভারতবর্ষে বিপদাশঙ্কা।

৫—ভারতবর্ষে সৈন্য যোগাইবার জন্য বহু ব্যয়ে ইংলণ্ডে সৈন্য রক্ষা।

৬—লোক সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইতেছে, ভূমি ততই খণ্ড বিখণ্ড ও নিস্তেজ হইয়া অধিবাসীদিগকে দরিদ্র করিতেছে।

৭—এই দরিদ্র লোক দিগের প্রধানেরা রাজ্যসম্বন্ধে ক্ষমতাহীন হইয়া ইংরাজদিগের ভারতবর্ষ শাসনের বর্ত্তমান প্রণালী কতদূর ন্যায় সঙ্গত, তাহার অনুসন্ধিৎসু হইয়াছে।

৮—ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ২৩০ কোটী টাকা ঋণ করিয়াছেন, তাহার অতি অল্পাংশ মাত্র ইংরেজদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হইবে, চিন রাজ্যকে অহিফেণ ক্রয়ে বাধ্য করিয়া অবশিষ্ট টাকা সংগ্রহের পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

৯—ভারতবর্ষের অল্প পরিমিত ভূমি মলিন নদী জলদ্বারা সিক্ত হয়, তদ্ভিন্ন আর সকল ভূমি উর্ব্বরা করিবার উপায় নাই, ইহাতে মূলধনের সুদে কৃষিকর্ম্ম হয় না, তজ্জন্য মূল ধন ব্যয় করিতে হয়। লোক সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি হইতেছে, পশুচর ভূমি সকল কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হওয়াতে গোজাতির সংখ্যা কমিতেছে। এ বিপদ ক্রমাগত বাড়িতে থাকিবে।

১০—গত কালের পরীক্ষাতে বুঝা যাইতেছে, ভারতবর্ষকে ৩ বৎসর অন্তর দুর্ভিক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণানুসারে লোকে ক্রমে অধিক দরিদ্র হইতেছে, সুতরাং দুর্ভিক্ষ নিবারণ ক্রমে অধিকতর ব্যয়সাধ্য হইবে।

ইলিয়ট সাহেবের যুক্তি গুলি অবশ্য বিশেষ বিবেচ্য। আমরা এ স্থলে তাহার দুই একটীর সমালোচনা করিতেছি। ইলিয়ট বলেন ভারতবর্ষে লোক সংখ্যার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যুদ্ধাদি মানবীয় উপদ্রবে ভূভার যেরূপ লঘু হইত, ইংরাজদিগের শান্তিময় শাসনে তাহার ব্যাঘাত হইয়াছে বটে, কিন্তু দেব অনুগ্রহ যে কমিয়াছে বলা যায় না। দুর্ভিক্ষ, মারীভয় মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হইয়া এককালে না হউক ক্রমশঃ ভারতের ভার হরণ করিতেছে। সে যাহাহউক ভারত যে খাদ্য উৎপাদন করে, তাহাতে তাহার নিবাসিগণের আহার বৃত্তি সচ্ছন্দে চলে না, এই বলিয়া অনুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই জন্য এ দেশের লোকদিগকে দেশান্তরিত করিবার উপায়ও অবলম্বিত হইতেছে। ভারতবাসীরা স্থানে স্থানে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, ইহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই, কিন্তু ভারতবর্ষ যে তাহার অধিবাসী দিগের উপযুক্ত আহার উৎপন্ন করিতে পারে না, একথা আমরা বিশ্বাস করি না। ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্য যদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এবং খাদ্য শস্য অধিক পরিমাণে দেশান্তরিত না হয়, ইহার অভাব থাকে না। কিন্তু কৃষিকার্য্যের প্রতি ক্রমশঃ অধিকতর নিরুৎসাহ লক্ষিত হইতেছে। অনেক ভূমি পূর্ব্বে যাহা খাদ্য শস্য

প্রসব করিত, এখন নীল পাট প্রভৃতি বিদেশের ব্যবহার্য্য বাণিজ্য দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া থাকে। রপ্তানির উপযোগী দ্রব্য সকল আয়োজন করিতে কৃষকদিগের অধিক প্রবৃত্তি হওয়াতে এই অনিষ্ট ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে যেরূপ পরিশ্রমী কৃষকশ্রেণী ও সবল বলীবর্দ্ধ প্রভৃতি ছিল, এখন তাহারও হ্রাস হওয়াতে কৃষিকার্য্যের দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই কৃষিকার্য্যের প্রতি যদি বিশেষ মনোযোগী হইতে না পারেন যে কোনরূপে হউক, লোক সংখ্যা হ্রাস করিতে হইবে। দ্বিতীয় কথা এই ভারতবর্ষ হইতে খাদ্য শস্যের রপ্তানি যদি কমাইতে পারা না যায়, ভারতবর্ষীয়দিগকে অন্য দেশজাত খাদ্যাদি গ্রহণ করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ এ দেশের সম্পত্তি বৃদ্ধি করা নিতান্ত আবশ্যক, শিল্পাদি ব্যবসায়ের উন্নতি না হইলে সে আশা পূর্ণ হইবে না। এবিষয়ের অসীম ক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কে সহায়তা করিবে? আমরা সময়ান্তরে এ প্রস্তাব সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিব।

আদি গঙ্গায় খাল খননের প্রস্তাব।

অনেকে অবগত আছেন, কলিকাতা হইতে যে গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে পূর্ব্ববাহিনী হইয়া কালীঘাটের দিকে প্রবাহিত ছিল। ইহা এখন মজিয়া গিয়াছে, ইহাই ভগীরথের 'পতিত পাবনী পুরাতনী' গঙ্গা। হিন্দুদিগের নিকট আদি গঙ্গা বলিয়া ইহাঁর ধর্ম্ম মাহাত্ম্য অব্যাহত রহিয়াছে। মহাত্মা টলি এই মজা নদীর কিয়দংশ কাটিয়া দেওয়াতে ইহা "টলিস্ নালা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। মজা নদীর স্থান স্থান মনুষ্যের আবাস হইয়াছে, স্থান স্থান উদ্যান ও শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, স্থান স্থান কাটাইয়া বৃহৎ পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা খনিত হইয়াছে। নদী যে যে স্থান দিয়া প্রবাহিত ছিল, অদ্যাপি সে সকল স্থানে তাহার নিদর্শন বিলুপ্ত হয় নাই এবং তাহা ধরিয়া ইহার পথ সহজে আবিষ্কার করাযায়। নদী গর্ভ গভীর করিয়া কাটান যায় না, অল্প কাটিলেই জল উঠিয়া পড়ে, কিন্তু ইহা কাটাইয়া স্থানে স্থানে জাহাজাদিরও ভগ্নাংশ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই নদীটীর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পাওয়া এখন বিফল। একত গঙ্গা আর অল্পকাল পৃথিবীতে আছেন, তাহার পর ইহাঁর বক্ষের উপরে সেতু করিয়া ইহার মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হইয়াছে। যদি ভগীরথের বংশ বা হিন্দুরাজগণ দেশাধিপতি থাকিতেন, বোধ হয় ভাগীরথীর পুনরুদ্ধারার্থ বহু ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। যাহাহউক আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের ধর্ম্মবর্দ্ধক না হউন, সাংসারিক কল্যাণ সাধনে মনোযোগী। তাঁহারা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভাগীরথীর গর্ভে একটী খাল কাটাইয়া দেন, প্রজাদিগের অশেষ উপকার হয়, সেই জন্য আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

প্রস্তাবিত খাল খনন হইলে তৎসমীপবর্ত্তী স্থান সকলের যে মহোপকার হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহাদ্বারা গমনাগমন, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য ও জলনির্গমের বহুল সহায়তা হইতে পারে।

১। গমনাগমন—এতদঞ্চলে রেলওয়ে নির্ম্মাণার্থ অনেক বার আন্দোলন হয়, কিন্তু তাহা কল্পনাতেই শেষ হইল। গমনাগমনের জন্য সকল সময়ে সুবিধা হয়, অনেক স্থলে এমন উপায় কিছুই নাই। খাল হইলে অল্প ব্যয়ে সকল সময় যাতায়াত চলিতে পারে।

২। কৃষিকার্য্য—দেবমাতৃক বঙ্গদেশে বৃষ্টির অভাবে কৃষি কার্য্যের যেরূপ ব্যাঘাত হয়, তাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। ইহার মধ্যে যে সকল স্থানে জলসেচনের সুবিধা আছে, সেখানে অনাবৃষ্টি বিশেষ হানিকর হইতে পারে না, অতিবৃষ্টি হইলেও জল সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে। গঙ্গার খাল ও উড়িষ্যা কেনাল হইয়া কত শত গ্রামের মহোপকার হইয়াছে। এই দৃষ্টান্তে গবর্ণমেণ্ট জলসেচনের সুবিধা করিয়া সর্ব্ব স্থানের কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিবেন মধ্যে মধ্যে এরূপ প্রস্তাব করিয়া থাকেন। গত বৎসর হুগলী জেলার কানা প্রভৃতি নদী খুলিয়া দেওয়াতে তৎপ্রদেশস্থ লোকেরা কত উপকৃত হইয়াছে! এ প্রদেশে এই মৃত নদীস্রোত পুনঃ প্রবাহিত করিলে লোকে মহানন্দে পূর্ণ হইবে।

৩। বাণিজ্য—দক্ষিণদেশ হইতে ধান্য, খড়, তণ্ডুল, পাট প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যের বহুল পরিমাণে রপ্তানি হয়। জল পথে প্রভূত পরিমাণ দ্রব্য প্রেরণ করা যেমন সুগম, এমন আর কিছুতেই হইতে পারে না। বলদ ও গরুর গাড়ীদ্বারা এতদ্দেশের অধিকাংশ বাণিজ্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, তাহাতে ব্যয় ও কষ্টের আধিক্য হয়। কলিকাতা হইতে যে সকল দ্রব্য এখন আমদানী হয়, খাল হইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক হইতে পারে।

৪। জল নির্গম—কৃষিকার্য্যের সহিত ইহার যোগ থাকিলেও আমরা স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় বলিয়া এস্থলে ইহার উল্লেখ করিতেছি। নিম্ন বঙ্গদেশের যে স্থান যত ভিজা, তাহা তত পীড়ার

আকর। বর্ষার জল বাহির হইয়া যাইবার ভাল উপায় না থাকা অনেক স্থানের সাংক্রমিক জ্বরের একটী মূল কারণ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। আদি গঙ্গার তীরবর্ত্তী অনেক স্থান এই কারণে সাংক্রমিক জ্বর ভোগ করিতেছে। খাল দ্বারা জলনির্গমের সুযোগ হইলে দেশের যে স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে পারে, তাহা অসম্ভব বলা যায় না।

আমরা যে সকল উপকারের কথা উল্লেখ করিলাম, তৎপ্রণোদিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট এ কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারেন। কিন্তু ব্যয়ের আশঙ্কা অনেক শুভ কার্য্যের অন্তরায় হইয়া থাকে। এ কার্য্যে যে অনেক টাকা ব্যয় হইবে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু খালটী গঙ্গার গর্ভ দিয়া যাইবে, এজন্য ব্যয়ের অনেক লাঘব হইতে পারে। কানা নদী প্রভৃতি খননে এই কারণেই অধিক ব্যয় হয় নাই। আর একটী ফণ্ড হইতে ব্যয়াংশ কতক পূরণ হইতে পারে। এ অঞ্চলে ফেরি ফণ্ড ও রথ্যাকরে যে টাকা সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা হইতে অধিক ব্যয় কিছু দেখা যায় না। সে টাকায় খাল খনন করিলে কেবল অর্থের সার্থকতা হয়, এমত নয়, ইহা দ্বারা রাস্তা নির্ম্মাণ অপেক্ষাও অধিকতর উপকার হইতে পারে। স্থানে স্থানে কুতঘাট করিয়া মাসুল আদায়ও হইতে পারে, তাহাও ব্যয় পূরণের সাহায্য করিবে। যাহা-হউক আমাদিগের প্রার্থনা গবর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাবটী বিবেচনা স্থলে গ্রহণ করেন এবং বারংবার অনেক শুভ প্রস্তাব যেরূপ বৃথা কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, ইহা যেন সেরূপ না হয়।

দুঃখী শ্বেতাঙ্গগণের সুখী হইবার উপায় কি?

ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা এদেশকে বাসভূমি করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক বিষয়ে দুর্ভাগ্য। একত বিলাতকে তাঁহাদের বিলাত বলিতে পারেন না, তাহাতে তাঁহাদের সংখ্যা অল্প, একটী বৃহৎ দল বাঁধিতে পারেন না; আবার তাঁহারা বড় অধিক বিদ্যা বা সম্ভ্রান্ত পদ লাভ করিয়া দেশীয়দিগের উপরে প্রাধান্য লাভ করিতেও সক্ষম নহেন। এই সকল কারণে তাঁহাদিগের উপর ইউরোপীয় সাধারণের সহানুভূতি প্রকাশিত হইতেছে এবং সংবাদপত্র সকলে "সুখী শ্বেতাঙ্গ" "দুঃখী শ্বেতাঙ্গ" বলিয়া প্রস্তাব সকল লিখিত হইতেছে। এখন দুঃখী শ্বেতাঙ্গ সকলের অবস্থা কিসে উৎকৃষ্টতর হয়, তজ্জন্য সকল রাজপুরুষের মনোযোগ বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে। বিদ্যা ও লাভকর ব্যবসায় সকল শিক্ষা করা যে হীনাবস্থা মোচনের প্রধান উপায়, তাহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইতেছে। কিন্তু দুঃখী শ্বেতাঙ্গদিগকে কি প্রকারে সে উপায় লাভের সহায়তা করা যায়? সাহেবদিগের অনেকের ইচ্ছা, যাহাতে দেশীয়দিগের অপেক্ষা উহাদিগের শিক্ষোন্নতির অধিক সুযোগ হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার আয়োজন করেন। স্থানে স্থানে কেবল ইহাঁদিগেরই জন্য বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা ও সারবত্তা অধিক করা অনেকের অভিপ্রেত। রাজবংশীয় দিগের উন্নতির জন্য যে কোন প্রস্তাব হয়, তাহা অবশ্য বিশেষ বিবেচনা যোগ্য এবং শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক, কার্য্যে যে পরিণত হইবে তৎপক্ষে বড় সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু যেখানে তদর্থে গবর্ণমেণ্টের প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইতে পারে এবং সাধারণ প্রজাদিগের রক্ত দোহন করিয়া সেই অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, সেখানে এরূপ কার্য্য কতদূর আবশ্যক ও ন্যায়সঙ্গত অবশ্য বিবেচ্য হইতে পারে।

প্রথমতঃ দুঃখী শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য স্বতন্ত্র উচ্চতর বিদ্যালয় স্থাপনের আবশ্যকতা কি? এ দেশে উচ্চ শিক্ষার কি কোন বিদ্যালয় নাই? দেশীয় দিগের যে উচ্চ শিক্ষার আধিক্য দেখিয়া সার জর্জ কাম্বেল তাহার কিছু খর্ব্বতা সাধনে মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাহা কি কেবল দুঃখী দেশীয়দিগের পক্ষে যথেষ্ট, আর দুঃখী শ্বেতাঙ্গদিগের পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা জিজ্ঞাসা করি গবর্ণমেণ্ট বহু ব্যয় স্বীকার করিয়া সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলার্থে যে সকল বিদ্যালয় রক্ষা করিতেছেন, তাহাতে শেষোক্ত শ্রেণী কেন প্রবিষ্ট হন না? তাহাতে রীতিমত শিক্ষা লাভ করিলে তাঁহারাও দেশীয়দিগের ন্যায় শিক্ষিত ও উচ্চ পদাধিষ্ঠিত হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা সে সকল বিদ্যালয়ের ত্রিসীমায় যাইবেন না। টাইমসের এক অপক্ষপাতী সংবাদদাতা এ সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ—

দেশীয়দিগের সহিত একত্র কার্য্য করা ও এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা ইহাদিগের পক্ষে অসাধ্য। দুঃখী শ্বেতাঙ্গদিগের জীবনের ভাবটী অতি ঘৃণাজনক।

স্বদেশে একজন ইংরাজ সম্ভ্রান্ত ও পরিচ্ছন্ন বে[শ]ধারী হিন্দু সন্তানের সহিত আপন সন্তানদিগ[কে] একত্র বসিতে দিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবেন [না] কেনই বা করিবেন? কিন্তু দুঃখী শ্বেতাঙ্গ ইহা[তে] কোন মতে সম্মত হইবেন না। ইহা দেশীয় ই[উ]রোপীয় জাতির অধঃপাতে যাইবার একটী কা[রণ] এবং যত দিন তাহারা ইহার দূরীকরণ করিতে [না] পারেন, ততদিন তাহাদিগের উন্নতির আশা না[ই]। সাম্প্রদায়িক কোন বিদ্যালয়ের আমি পক্ষপা[তী] নহি। এই দুই জাতি পরস্পরের সহিত স্বা[ধীন] যোগে মিলিত হউক এবং পরস্পরকে এ[ক] জাতির অন্তর্গত বলিয়া অনুভব ক[রিতে] শিক্ষা করুক। ফিরিঙ্গী জাতীয়দিগকে [এরূপ] শিক্ষা প্রদান করিতে পারিলে তাহাদিগের ম[হা উ]পকার সাধন করা হয়।"

এই উদার উক্তি দ্বারা বিলক্ষণ স[প্র]মাণ হইতেছে যে শ্বেতকায় দিগের জ[ন্য] স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আবশ্যক, [ন]য়, কে[বল]

তাহাদিগের অভিমান ভগ্ন করাই আবশ্যক। দুঃখী শ্বেতাঙ্গেরা জাত্যাভিমান প্রযুক্ত দেশীয়দিগের সহিত একত্র পড়িতে সম্মত হইতেছেন না, এই কারণে কি গবর্ণমেণ্ট স্বতন্ত্র ব্যয় ভাণ্ডার খুলিতে পারেন? লামার্টিনিয়ার কলেজের পারিতোষিক বিতরণস্থলে এতদুপলক্ষে আমাদিগের গবর্ণর জেনারল অতি সদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেনঃ—

"গবর্ণমেণ্ট যখন মহারাণীর ভারতবর্ষীয় সকল প্রজার প্রতি সম ব্যবহার করিবার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তখন কোন বিশেষ শ্রেণীস্থ প্রজার জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পারেন, ইহা সম্ভব বোধ হয় না। সমুদায় ভারতবর্ষে যত গবর্ণমেণ্ট কলেজ ও সাহায্যকৃত বিদ্যালয় আছে, তাহাতে যে কেহ প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যয়ন করিতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাদানের উপযুক্ত হইতে পারে।"

শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা যে অসঙ্গত, তাহা প্রধান গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন এবং এই জন্য তিনি তাহাদিগকে বরং শিল্প শিক্ষার পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদিগের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ডবটন কলেজে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতেও অপক্ষপাতিতার পরিচয় দিয়াছেন।

"ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়দিগের অপেক্ষা দেশীয়দিগের শিক্ষার সুবিধা অধিক, তুলনা দ্বারা ইহা অনেকে অনেকবার প্রদর্শন করিয়াছেন। দেশীয়দিগের উপকারসাধন গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্বের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। দেশীয়দিগের অপেক্ষা শাসনকর্তাদিগের স্বজাতির প্রতিও অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু দেশবাসী বলিয়া তাহারা গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত শিক্ষার পরিমাণানুসারে তুল্যাধিকার প্রার্থনা করিতে পারেন। আমি সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া বলিতে পারি না, তাঁহাদিগের প্রতি সে তুল্যাধিকারের অন্যতা প্রদর্শিত হইতেছে। তবে আমি এই বলিতে পারি যে যাহাদিগের শরীরে আমাদিগের জাতীয় ও বংশীয় রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদিগের প্রতি আমার কম সহানুভূতি নাই।

এই সকল উক্তি এবং অপক্ষপাত যুক্তি অবলম্বন করিয়া আমরা বলিতে পারি যে শ্বেতাঙ্গদিগের স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যকও নয়, ন্যায় সঙ্গতও নয়। বিশেষতঃ তাহা করিতে গেলে স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রণালী, পরিদর্শন প্রণালী ও পরীক্ষা প্রণালী অবলম্বন করাও আবশ্যক হইবে। দেশীয়দিগের তুলনায় শ্বেতাঙ্গ সংখ্যা কত হইবে যে তাঁহাদিগের জন্য গবর্ণমেণ্ট এত ব্যয় স্বীকারে অগ্রসর হইবেন? মধ্যে মধ্যে মুসলমান জাতির উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু মুসলমানদিগের সংখ্যা অনেক অধিক এবং তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিজস্ব ফণ্ড আছে, গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থলে তাহারই সুব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য যদি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হয়, গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে তাহার সমুদায় ভার নিক্ষেপ না করিয়া শ্বেতাঙ্গ ভ্রাতারা নিজে উদ্যোগপরায়ণ হউন। তাঁহাদিগের মধ্যে ধনবানের সংখ্যা কম নহে এবং তাঁহারা চেষ্টা করিলে সাত দেশ হইতে অনেক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, "দুঃখী শ্বেতাঙ্গদিগের" তদ্দ্বারা সমূহ উপকার দর্শিতে পারে।

উপসংহার কালে আমাদিগের বক্তব্য, দেশীয় শ্বেতাঙ্গেরা দুঃখীই হউন আর না হউন, তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি দর্শন আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়। আগন্তুক ইংরাজদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের সহিত দেশের ঘনিষ্ঠ যোগ এবং তাঁহাদিগের মঙ্গলামঙ্গলে আমাদিগের অনেক মঙ্গলামঙ্গল। তাঁহারা যাহাতে কৃতবিদ্য, কৃতী ও সচ্চরিত্র হইতে পারেন, তৎপ্রতি চেষ্টা করা গবর্ণমেণ্টের ন্যায় দেশীয়দিগেরও অবশ্য কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় সকলে ইহাঁদিগকে প্রবেশিত করা একান্ত আবশ্যক এবং সে পক্ষে সকলেরই যত্নবান্ হওয়া বিধেয়।

প্রাপ্ত।

লক্ষ্ণৌর সংবাদদাতার পত্র।

ভগ্নাবশেষ—এই নামটী শ্রুতিগোচর হইবা মাত্র মনুষ্য মাত্রেরই মনে কেমন একটী অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়! বস্তুতঃ কোন পুরাতন সহর কিম্বা অট্টালিকার ভগ্নাবস্থা দর্শন করিলে নানা প্রকার চিন্তা উপস্থিত হয়। বিগত রবিবারে আমরা বন্ধু চতুষ্টয় কাকুরি সহরের নিকট মাড়োলি গ্রামে ভ্রমণ করিতে যাই। গ্রামটী লক্ষ্ণৌয়ের ৫ ক্রোশ পশ্চিম বেত্রবতী নদীর উপরে স্থাপিত, উহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু রমণীয়। যে সমস্ত লোক উহাতে বাস করে, প্রত্যেকেই কৃষিকার্য্য দ্বারা দিন যাপন করে। কি ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ কি শূদ্র সকলেরই ঐ এক মাত্র উপজীবিকা। তাহারা প্রাতঃকালে উঠিয়া স্ব স্ব লাঙ্গল কোদাল স্কন্ধে করিয়া ময়দানে যায় এবং সন্ধ্যা কালে প্রত্যাগমন করে। আহার এক সন্ধ্যা মাত্র করিয়া থাকে, চাকরি কি রূপ তাহা জানে না। গ্রামটীর অনতিদূরে একটী পুরাতন মসিদ, একটী হনুমানজীর মন্দির, একটী বৃহৎ সেতু ও তদুপরে একটী শিব মন্দির আছে। চতুঃপার্শ্বে নিবিড় বন এবং মধ্যে বেত্রবতী নদী বড় সুপ্রশস্ত নহে, কিন্তু উহার গতি বড় আশ্চর্য্য। আমরা শুনিলাম যে যেস্থানে স্থল পথে এক দিবসে যাওয়া যায়, তথায় নৌকারোহণে ন্যূনাধিক ১৫ দিবস লাগিয়া থাকে। সত্য আমরা দেখিলাম যে যেদিকে যাই সেই দিকেই বেত্রবতী। পূর্ব্বোল্লেখিত মসিদ ও মন্দিরাদি বহুকাল নির্ম্মিত। টীকায়েত রায় নামক জনৈক নবাবের বক্সি উহা প্রস্তুত করান। টীকায়েত রায় হিন্দু ছিলেন, কিন্তু হিন্দু হইয়া কি কারণে মসিদ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। মসিদটীর অবস্থা বড় উত্তম নহে, কারণ বহুকাল হইতে উহা কেহ ব্যবহার করে না। একজন বৃদ্ধা মাত্র তথায় রাত্রিযোগে শয়ন করিয়া থাকে। এই বৃদ্ধাকে তথাকার লোকে "বুড় কপ" বলিয়া জ্ঞান করে এবং তদ্রূপ মান্যও করে। লোকের আপদ বিপদে ঐ বৃদ্ধা তাহাদের পরামর্শদাতা। হনুমানজীর মন্দিরটী ঐ রূপ অব্যবহৃত রহিয়াছে। তাহাতে এক বিগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নাই। তবে কালে ভদ্রে

লোকের সমাগম হইয়া থাকে, এমত জানিতে পারা গেল। কিন্তু সেতুটী অতি চমৎকার। ইহা লম্বে ৫০ হাত এবং প্রস্থে ১৪।১৫ হাত, গাঁথুনি অতিশয় কঠিন। ইহা ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত হঠাৎ কেহ জানিতে পারে না, প্রস্তরময় বলিয়া বোধ হয়। সেতুটীর মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট কুটির আছে, উহা ক্লান্ত পথিকদের শ্রান্তি দূর করিবার স্থান। শিব মন্দিরটীর সম্পূর্ণ ভগ্নাবস্থা, চতুর্দ্দিকের প্রাচীর সমূহ পতিত হইয়াছে। প্রথমে আমাদের উহাতে প্রবেশ করিতে আশঙ্কা হইয়াছিল, কিন্তু যখন ভিতরে যাইলাম, তখন মন যে কেমন হইল তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম। স্বভাবের অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন মোহিত হইল। আমরা ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া একবার মন্দিরের চারিদিক ভ্রমণ করিলাম, দেখিলাম উহা নানাবিধ তরু গুল্মে পরিপূর্ণ; তন্মধ্যে একটী অশ্বত্থ গাছ আছে। লোকে বলে যে ঐ গাছটী তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদেরও কেহ জন্মাইতে দেখে নাই এবং এ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে কেহ উহার বৃদ্ধি কিম্বা হ্রাস দেখিতে পায় নাই। এখানকার বিগ্রহটীও হনুমানজীর মত পতিত আছে, কেহ কখন পূজা করে না। শিবটীর মস্তক হইতে বুক পর্য্যন্ত ফাটা, কথিত আছে যে কোন সময় একজন মুসলমান ঐ শিবের মস্তকে হস্ত প্রদান করে এবং যেমত স্পর্শ করিল অমনি শিবের মস্তক ফাটিয়া গেল।

জুয়াখেলা—আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি যে তেতাশ জুয়াখেলার বিষয় আপনি বারম্বার গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা কর্ণপাত করিতেছেন না। কোন্নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকুমার পণ্ডিত মহাশয় উক্ত গ্রামে জুয়ার অত্যাচার বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রকৃত সত্য। আমি বিগত বৎসর উক্ত গ্রামে যাইয়া যে সকল অত্যাচার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার দুই একটীর বর্ণনা করিতেছি। পক্ দত্তর বাঁধা ঘাটের উপর দক্ষিণ পাড়া লেনের ধারে জুয়ারিরা আপন তাসের পুঁটুলি ও কিছু টাকা আছুলি সিকি দুয়ানি লইয়া বসে। তাহাদের মধ্যে যে প্রধান সে কখন হস্তে ব্যাগ কখন স্কন্ধে ছাতি ইত্যাদি পথিক বেশ ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং যখন দেখে যে একটী বিদেশী পথিক আসিতেছে, অমনি "দুরিতে এক টাকা" বলিয়া ধরে এবং চীৎকার করিয়া উঠে। তাহার সুশিক্ষিত চেলা ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া "পেলে মহাশয় ৪ টাকা লও" বলিয়া প্রত্যুত্তর দেয়। গুরু শিষ্য উভয়েই এমত কথা বার্ত্তা কহে, যাহাতে চিত্ত চাঞ্চল্য হয় এবং দেখিতে মন হয়। যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন হতভাগা পথিক তাহাদের কুহকে পড়ে, তবেই সর্ব্বনাশ; পরিধের বস্ত্র খানি অবধি দিয়া যাইতে হয়। একদা এক গরিব বৃদ্ধা একটী লাউ ও কিঞ্চিৎ পাথের খরচ লইয়া আপন কন্যাকে দেখিতে যাইতেছিল, ইতি মধ্যে ভয়ানক দস্যু দলের হস্তে পতিত হইল। প্রথমে দুই পয়সা ধরিল, তাহা হারিল; তৎপরে চারি পয়সা ধরিল, হারিল—এমত করিয়া তাহার ছয় আনা মাত্র সম্বল ও লাউটী হারিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে উঠিয়া গেল। তখন তাহার নিকট এমন একটী পয়সা রহিল না যে খেয়া নৌকায় পার হইয়া কন্যাটীকে দেখিয়া আইসে। অপর এক দিন এক ব্যক্তি ৪টী ছাগল লইয়া বিক্রয় করিতে যাইতেছিল তাহার নিকট নগদ কিছুই ছিল না। জুয়ারিদের পাঁটার ঝোল খাইবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল সুতরাং উপর লিখিত কুহক দ্বারা তাহার মন আকর্ষণ করিল। বলিল "ভাই খেল, একটা পাঁঠায় দু টাকা ধর ধর, জিতিতে পার ৮ টাকা পাবে।" এইরূপ প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে খেলাতে প্রবৃত্ত করিয়া তাহার ছাগলটীই অপহরণ করিল। তৃতীয় এক ব্যক্তি আপন ভ্রাতার নিকট হইতে দুইটী টাকা লইয়া দেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের কোন কর্ম্ম হইল না দেখিয়া দুইটী টাকা দিল, কনিষ্ঠ টাকা দুটী লইয়া গঙ্গা স্নানে গেল এবং পথি মধ্যে ঐ জুয়ারিদের হস্তে পতিত হইল। কিয়ৎকাল পরে ঐ টাকা দুটী হারিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার জ্যেষ্ঠ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিল যে টাকা দুটী জলে নিপতিত হইয়াছে, ইহা শুনিয়া তাহার ভ্রাতা সমস্ত গঙ্গা তোলপাড় করিল, কিন্তু সকলই বিফল হইল। এক্ষণে বিবেচনা করুন কোন্নগর গ্রাম পথিকদিগের পক্ষে কি ভয়ানক স্থান!! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এমন দিনে ডাকাইতি হইতেছে, তথাপি পুলিস কিছু করিতেছেন না। সত্য কি পুলিস অন্ধ হইয়া আছেন? শ্রীরামপুর, কোন্নগরের অধিক দূর নহে, পাড়ার ভদ্রলোকেরা কি একখানি দরখাস্ত লিখিয়া তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দিতে পারেন না? যাহাহউক ভরসা করি কলিকাতার ছোট লাট সাহেব এ বিষয়ে আর অমনোযোগী থাকিবেন না। কেননা উৎসন্ন যাইবার যোগাড় হইয়াছে!!!

এই লক্ষ্ণৌয়ে জুয়াখেলার বড় ধুম, তবে প্রকাশ্যে নহে। প্রকাশ্য জুয়াখেলা কেবল দেওয়ালি অর্থাৎ কালীপূজার সময় হইয়া থাকে। আমি শুনিলাম, সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না, যে উক্ত পূজায় দুই দিবস প্রকাশ্য জুয়া খেলিতে লাইসেন্স দেওয়া হয় এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কিছু আয় হইয়া থাকে। গত দেওয়ালির সময় এক হোসেনগঞ্জের ভিতর ৫০০০ টাকা হার জিত হয় এবং সমস্ত সহরের মধ্যে কত শত মহাজন দেউলে হইয়া গিয়াছে।

এখানে আর একটী নাটকের দল উপস্থিত হইতেছে। শুনিলাম তাহাতে কলেজের ছাত্র বর্গই অধিক। নাট্যাভিনয় করিয়া সমাজের অনেক সংস্কার হইতে পারে বটে, কিন্তু বালকদিগের সে কর্ম্ম নহে। তাহাদের মধ্যে যদ্যপি এ প্রকার আমোদ প্রবেশ করে, তাহা হইলে লেখা পড়ার অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা। প্রণয়পরীক্ষা নাটক অভিনয় হউক আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইব, কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে অনুরোধ করি যেন ছেলে পুলে গুলিকে বাদ দেন। তাহাদের কোমল মনে আঘাত করিবেন না। এই সময়ে রাজকুমার বাবু যেন একটু মনোযোগ করেন কারণ তিনি মনে করিলে বালকদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন।

গত বুধবার দ্বিতীয়বার সৈন্যদলকে দুই পক্ষে বিভক্ত করা হইয়াছিল; এক পক্ষ দুর্গ আক্রমণ এবং অপর পক্ষ রক্ষা করিয়াছিল। প্রথম ক্রীড়া যুদ্ধের দিবস হজরত গঞ্জ বাজারের দোকানিরা সত্য যুদ্ধ উপস্থিত মনে করিয়া প্রাতঃকালে দোকান বন্ধ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তৎপরে বেলা ৮ ঘটিকার সময় প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিয়া দোকান খুলিয়াছিল। ঐ দিবস একজন অশিক্ষিত লোক অত্যন্ত ভীত হইয়া পথের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতেছিল এবং যদিও অপর সাধারণে তাহাকে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিল সে কোন মতেই বিশ্বাস করিল না, তৎপরে আমি বলাতে সে আপন বাটি প্রত্যাগমন করিল।

পুস্তক সমালোচনা।

শরৎ-সরোজিনী নাটক। ৺ দুর্গাদাস দাস প্রণীত। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস্ দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা ১২৮১। যে রূপ ঘটনাক্রমে এই নাটকখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ইহার প্রতি আমাদিগের প্রত্যাশা অত্যন্ত উচ্চ হইয়া-

ছিল। কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব সে প্রত্যাশা সম্পূর্ণ হয় নাই। এজন্য উপেন্দ্র বাবুর বিজ্ঞাপনটী অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল। তবে উপেন্দ্র বাবু এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া যদি গ্রন্থপ্রণেতার কোন ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যের ঔচিত্য সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিতে চাহি না।

গ্রন্থখানি নাটকাকারে না লিখিলেই ভাল হইত। বাস্তবিক নাটকের কতকগুলি প্রধান ধর্ম্ম হইতে ইহা বিচ্যুত হইয়াছে। নাটক এক প্রকার কাব্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, এজন্য আলঙ্কারিকেরা ইহাকে দৃশ্য কাব্য বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। উক্ত শ্রেণীর দৃশ্য কাব্যে আমরা মানব প্রকৃতির নিত্য এবং অপরিবর্ত্তনীয় ভাব সকল চিত্রিত দেখি, নিম্ন শ্রেণীর দৃশ্য কাব্যে মানবের অনিত্য এবং পরিবর্ত্তনীয় ভাব সকলের চিত্র অঙ্কিত হয়। বঙ্গদেশের অধুনাতন সামাজিক অবস্থা, এবং শিক্ষা প্রণালী দ্বারা শরচ্চন্দ্রের চরিত্র সংগঠিত হইয়াছে। বঙ্গীয় যুবকের এরূপ চরিত্র তাহার নিত্যভাব নহে; ইহা সময়ের ফল, সময়ে ইহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিবে। সেই চরিত্রের উৎকর্ষ প্রদর্শন করা যদি শরৎ সরোজিনীর প্রধান উদ্দেশ্য হয় তবে তৎসঙ্গে কেন একটী প্রণয় কল্পনা উদ্ভাবিত হইয়াছে? এই প্রণয় কল্পনার বিষয় স্বতন্ত্র, ইহা মানব প্রকৃতির নিত্য ভাবের কল্পনা; এজন্য এরূপ কল্পনা নিশ্চয় গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্যের সহিত সমঙ্গীভূত নহে। বাস্তবিক, গ্রন্থের অনেক দূর পর্য্যন্ত পড়িয়াও আমরা প্রত্যাশা করি নাই যে এরূপ একটী কল্পনা গ্রন্থ মধ্যে উদ্ভাবিত হইবে। এজন্য প্রথমে আমরা অনেক দূর পর্য্যন্ত কৌতুক ও হাস্যরসেই বিচলিত ছিলাম, অকস্মাৎ আমাদিগের মানব প্রকৃতির গভীর তত্ত্ব সকলে প্রতিঘাত হইল। দুঃখের বিষয় এই যে, এই প্রতিঘাত অধিক কাল স্থায়ী ও হইল না, এবং ইহা হইতে কোন গভীর নিনাদও উত্থিত হইল না। তখন আমরা বরং আপনাদিগকে ব্যথিত মনে করিলাম। এবম্প্রকার বিসদৃশ ভাবের সহসা পরিবর্ত্তন, সুকবি-কল্পনার অনুমত নহে।

দ্বিতীয়তঃ। বর্ণনা, নাটকে সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় হয় না। যে সমস্ত নাটকীয় দৃশ্য চক্ষে দেখা যায় না, নাটকীয় ঘটনাবলীর জটিলতা ভাঙ্গিবার জন্য যে দুই চারি কথার প্রয়োজন হয়, তাহাই সচরাচর বিবরণে বর্ণিত হয়। কবির জানা উচিত, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ অভিনয়ার্থই নাট্য মন্দিরে অবতরণ করেন। সেই ব্যক্তিগণের মধ্যে যখন কেহ কোন বিষয় বর্ণনা করে, সেই বর্ণিত বিষয় এরূপ হওয়া আবশ্যক, যেন তাহাতে শ্রোতার হৃদয় ভাবের এ প্রকার বিকাশ প্রাপ্ত হয় যে একটি নাটকীয় অভিনয় ঘটে। কোন্ ব্যক্তি কিরূপ চরিত্রের লোক, বিবরণ দ্বারা নাটকে তাহা বর্ণিত হওয়া উচিত নহে। কার্য্য এবং অভিনয় দ্বারা সেই চরিত্রের ভাব হৃদয়ে উদ্বোধিত করা উচিত। দৃষ্টান্ত দ্বারা যাহা দেখা যায়, সে ভাব মনে অধিক কাল স্থায়ী হয়। নাটকীয় দৃশ্য আর কিছুই নয়, কেবল কল্পিত সুকার্য্য ও কুকার্য্যের সাধু ও অসাধু দৃষ্টান্ত নিচয়। আমাদিগের নাটককার বোধ হয় এই বিষয়টী বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন।

তৃতীয়তঃ। এ নাটকের ঘটনা যোজনা নাটকোচিত নহে, উপন্যাসোচিত। তিন অঙ্কের শেষে এ গ্রন্থে প্রকৃত প্রস্তাবে নাটক কল্পনা আরব্ধ হয়। তৎপরে নাটকের দৃশ্য গুলিতে অনেক উপন্যাসের ভাব লক্ষিত হয়।

চতুর্থতঃ। কাব্যের প্রধান অঙ্গ রস। রসাভাব এ নাটকের একটি প্রধান দোষ। কবি নাটকীয় ব্যক্তিগণের চরিত্রের দিকে যত দৃষ্টি রাখিয়াছেন, রস বর্ণনার প্রতি তত দৃষ্টি রাখেন নাই।

এ নাটকের এই চারিটি প্রধান দোষের কথা আমরা উল্লেখ করিলাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ গুলি আমাদিগের বর্ত্তব্য নহে। তবে একটী দৃশ্যের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পুস্তকের অনেক প্রান্তভাগে, যখন আখ্যায়িকা ক্রমশঃ গভীরতর হইয়া আসিতেছে, তখন পঞ্চমাঙ্কের শেষ দৃশ্য মাতালের অবতারণা করা সুরুচিকর হয় নাই। মাতালের দৃশ্য স্বভাবতঃ ঘৃণাজনক। এ প্রকার দৃশ্যে কোন কুলকামিনীর সতীত্ব পরীক্ষা করাতে সে সতীত্বের গৌরব বিনষ্ট করা যায়। সরোজিনী আত্মঘাতিনী হইবার উদ্যোগে অচেতন হইলে পর পুনরায় মাতালেরা আসিয়া কথাবার্ত্তা দ্বারা দৃশ্যের গাম্ভীর্য্য বিনষ্ট করিয়াছে। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি অভিনয় কালে এই দৃশ্যটি অত্যন্ত মন্দ রুচির পরিচয় দিবে। দ্বিপ্রহর রাত্রির সময় আসরে মাতালদিগের অবতারণা হইলে সর্ব্বাঙ্গে যেন বৃশ্চিক দংশন করিতে থাকিবে। যাত্রাওয়ালারা যেমন সং দেখায়, লেখক কি তদ্রূপ সং দেখাইবার জন্য এই দৃশ্যটির রচনা করিয়াছেন?

এ পুস্তকের গুণাংশ সকলেরও উল্লেখ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। শরৎ ও মতিলালের চরিত্র উত্তমরূপে চিত্রিত হইয়াছে। শরতের চরিত্র যদি কেহ আতিশয্য দোষে কলঙ্কিত জ্ঞান করেন, তাঁহার স্মরণ করা উচিত ইনি কাব্যের নায়ক। সরোজিনীর হৃদয় অতি সুকুমার। আক্ষেপের বিষয় নাটককার তাহার হৃদয়ভাব ভাল করিয়া বিকাশিত করিতে পারেন নাই। সরোজিনীর প্রেমভাব বিকাশ প্রাপ্ত না হইতে হইতেই তাহা মুদিত হইল। সরোজিনীর চরিত্রের অর্দ্ধাংক মাত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। শরতের হৃদয় প্রথমে প্রেমবিরাগী ছিল, গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, ইচ্ছার বিপরীত হইলেও প্রেম মানব হৃদয়কে অজ্ঞাত ভাবে বিগলিত করে। গ্রন্থকার যদি দেখাইতে পারিতেন, এই প্রেমভাব ক্রমশঃ কেমন ধীরে ধীরে শরতের হৃদয়কে বিনয়ন করিল, তাহা হইলে তিনি একখানি সুন্দর প্রকৃতি চিত্র রাখিয়া যাইতেন। ক্ষোভের বিষয় এই যে তিনি প্রেমের ক্রমোন্নতির পদ সকল কিছুই প্রদর্শিত করিতে পারেন নাই। হরিদাস কর্ত্তৃক যখন শরতের উদ্ধার সাধিত হইল, শরৎ কূপ হইতে উত্থিত হইতেছে; এবং হরিদাস সেই দৃশ্যে যে প্রকার ভাব ব্যক্ত করিতেছে, তাহা একটী চমৎকার দৃশ্য। এ প্রকার দৃশ্য হাস্য রস প্রধান নাটকের গৌরব স্বরূপ। ইহাতে হরিদাসের চিত্তপ্রকৃতি অতি উত্তমরূপে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা এ প্রকার দৃশ্য সচরাচর প্রাপ্ত হই না। বিজ্ঞানালোক বিস্তারিণী সভাপতি অনুচরবর্গ সহ উচ্চমুখ হইয়া গমন করিতে করিতে এক ভিত্তির আঘাতে নিপতিত হইয়াই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যে ভাবের কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন তাহাও অতি হাস্যকর।

সমুদায়ত ধরিতে গেলে, শরৎ সরোজিনী একখানি উৎকৃষ্ট নাটক না হইলেও নিন্দনীয় নহে। গ্রন্থ হইতে কতিপয় পংক্তি ও একটী সমুদায় দৃশ্য পরিত্যাগ করিয়া নাটক খানি প্রকটন করিলে প্রকাশক বিজ্ঞতার কার্য্য করিতেন। গ্রন্থকারের স্বদেশহিতৈষিতা ও স্বাধীনতা প্রিয়তার জন্য আমরা অবশ্য প্রশংসা করি, কিন্তু তাহা বিজ্ঞতার সহিত সম্মিলিত হয় নাই দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। আমরা বলি দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই উচিত। মঙ্গলোদ্দেশে অবিজ্ঞতার সহিত কার্য্য করিতে গেলে বিস্তর অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

বেঙ্গলির জনৈক যশোহরের পত্র প্রেরক বলেন যশোহরের শস্যের অবস্থা সাধারণতঃ আশাপ্রদ, কিন্তু কৃষ্ণনগর জেলার সন্নিকটবর্ত্তী মেহেরপুর উপবিভাগের তত সন্তোষকর নয়। রবি খন্দ সর্ব্বত্র উত্তম রূপ জন্মিয়াছে।

শুনা যাইতেছে গবর্ণর জেনেরলের অনুরোধে ইলিশ সাহেবের অনুপস্থিতি কালে সেক্রেটারি অব ষ্টেট ইংলিশ সাহেবকে পূর্ত্ত বিভাগের মন্ত্রিত্ব পদ প্রদান করিবেন। এই নূতন নিয়োগ দ্বারা কৌন্সিলের সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে না, বোধ হইতেছে।

ব্রিটীষ ব্রহ্মের প্রধান কমিশনর ইডেন সাহেব ত্বরায় কলিকাতায় আগমন করিবেন। ব্যবস্থাপক সভার সমক্ষে যে ব্রহ্মদেশীয় ভূমি সংক্রান্ত বিলের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত রহিয়াছে, তাহার গত্যন্তর করিবার অভিপ্রায়ে ইহাঁর শুভাগমন হইবে।

আমরা আহ্লাদ সহকারে পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি যে হাইকোর্টের উকীল বাবু মোহিনীমোহন রায় উত্তর পাড়া হিতকরী সভায় এককালীন এক শত টাকা প্রদান করিয়াছেন।

২৪ এ ডিসেম্বর যোধপুরের মহারাজ কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। হাবড়া ষ্টেষণে গবর্ণর জেনেরলের জনৈক এডিকঙ ইহাঁর অভ্যর্থনা করেন, এবং আরমাণি ঘাটে বিদেশীয় বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটারি ইহাঁকে সমাদরে গ্রহণ করেন। ইহাঁর আগমনে ১৭ টী তোপধ্বনি হইয়াছিল।

শ্রীহট্ট আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইল। সেক্রেটারি অব ষ্টেট ইহা মঞ্জুর করিয়াছেন। একজন অতিরিক্ত ডেপুটী কমিশনর মাসিক ১৮৩৩ টাকা বেতনে এবং আর একজন সহকারী কমিশনর মাসিক ৭ শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হইবেন। উক্ত পদে কবেনাণ্টেড সিবিলিয়ানগণ নিযুক্ত হইবেন। শ্রীহট্ট বাসীদিগের ক্রন্দনে গবর্ণমেণ্টের দয়ার লেশ মাত্র হইল না? শ্রীহট্টকে বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন হইতে বঞ্চিত করিয়া গবর্ণমেণ্টের কি রূপ ইষ্ট সাধন হইল, বলিতে পারি না।

সমাচার চন্দ্রিকা বলেন গত মঙ্গলবার প্রাতঃকালে তালতলার এক স্ত্রীলোক দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র প্রসব করিয়াছে। অদ্যাপি তিনটী সন্তান জীবিত আছে। কিন্তু তাহারা বড় খর্ব্ব।

বাবু দিগম্বর মিত্র গত ১৯ এ ডিসেম্বর কলিকাতার সেরিফের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এক, জে, কার্গুসন ডেপুটী সেরিফ হইলেন।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের বিখ্যাত প্রোফেসর ডাক্তার ফেয়ার সি, এস, আই, সার রনাল্ড মার্টিনের পদে মাসিক ৫ শত টাকা বেতনে হোম মেডিক্যাল বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন।

বিবাহের ব্যয় স্বল্প করিবার নিমিত্ত মুন্সী প্যারীলাল পুনরায় কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। যাহাতে কায়স্থগণের কন্যার বিবাহে ঘর দরজা ইত্যাদি বিক্রয় না হয়, এই উদ্দেশে ইনি কলিকাতার অনেক সম্রান্ত ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা করেন।

যে দুইটী বালক এণ্ট্রান্স পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি অপরাধে ধৃত হইয়া প্রেসিডেন্সি জেলে প্রেরিত হয়, এক্ষণে তাহাদিগকে আলিপুর সংশোধক কারাগারের জুবিনাইল ওয়ার্ডে প্রেরণ করা হইয়াছে। এটী অতি উত্তম কার্য্য হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্ব্বিশ পরীক্ষা আগামী ১৬ ই মার্চ্চ মঙ্গলবার বসিবে। পরীক্ষার্থীদিগকে ফেব্রুয়ারি মাসের ১ লা তারিখের পূর্ব্বে স্ব স্ব আবেদন পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গ রঙ্গ ভূমির অভিনেতৃগণ গত শনিবার দুর্গেশ নন্দিনী আখ্যায়িকার অভিনয় করণার্থে শেওড়াপুলির জমিদার বাবুদিগের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। শুনা গেল, ইহারা তথায় ৬০০ শত টাকা পাইয়াছেন।

হাবড়া হিতকরী লিখিয়াছেন, গত পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার ৭॥০ টার সময়ে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হাবড়া দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি সে দিন অনেকগুলি কাজ করিয়া আসিয়াছেন। জেলখানা দেখিবার সময় কয়েদিদিগের কোন প্রকার কষ্ট আছে কি না বিশেষরূপে তাহা অনুসন্ধান করেন। কনষ্টেবলদিগের পাকশালা ও গোয়েন্দাদিগের বাসগৃহ, খোলার ঘর দেখিয়া তাহা পাকা করিবার আদেশ দেন। কনষ্টেবলদিগের গৃহের নিকটে মৃত দেহ রক্ষার গৃহ ছিল। তত নিকটে তাদৃশ গৃহ থাকাতে স্বাস্থ্য হানির সম্ভাবনা বুঝিয়া ঐ গৃহ তথা হইতে দূরে নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দেন। সর রিচার্ড টেম্পল যথেষ্ট সদাশয়তা প্রকাশ করিতেছেন।

পাদরি জে, ওয়েলাণ্ড সাহেব সাপ্তাহিক সংবাদে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন বঙ্গবাসিনী নারীগণের যে কেহ যীশু খৃষ্টের বিষয়ে একটী অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা বঙ্গভাষায় রচনা করিতে পারিবেন, বিখ্যাত এ, এল, ও, ই, বিদ্যাবতী কুমারী তাঁহাকে দুই শত টাকা অথবা তত্তুল্য অন্য কোন দ্রব্য পুরস্কার দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।" সোম প্রকাশ বলেন, এ বিজ্ঞাপন প্রচারের উদ্দেশ্য কি? বঙ্গমহিলাগণকে বিদ্যা বিষয়ে উৎসাহ দান করা, না, জানানা মিশনের নিগূঢ় অভিসন্ধি কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে তাহা জানা? যীশু খৃষ্টের বিষয়ে রচনা করিতে বলিবার কিছু গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

উত্তর পশ্চিম।

পঞ্জাবে চিফ্ কোর্টের পরিবর্ত্তে একটী হাইকোর্ট স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। তত্রত্য বিচারপতিগণ বলেন, হাইকোর্টের উকীলগণ তথায় গমন করিলে তাঁহাদিগের উপর উপযুক্ত ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন না, এবং তথাকার আবশ্যকতা বিবেচনায় একটী হাইকোর্ট স্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। তাঁহারা আরও বলেন তিন জন বিচারপতি দ্বারা এক্ষণকার কার্য্য সুচারুরূপ সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর, অতএব আর একজন চতুর্থ বিচারপতি নিয়োগ করা আবশ্যক। উক্ত প্রস্তাবটী এক্ষণে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

মৃত উদয়পুরের মহারাণার সৎকার উপলক্ষে আসিষ্টাণ্ট পলিটিকাল এজেণ্ট লেফ্টনণ্ট ইয়েট বলেন "এখানকার নিয়ম এই, যে কোন স্ত্রীলোক গৃহাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইবে তাহাকে হয়, 'সতী' হইয়া জ্বলন্ত অনলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইবে, নয় আত্মহত্যা করিতে হইবে। অবশেষে মহারাণার মাতা কর্ণেল রাইটকে বলিয়া পাঠান যে যখন রাণীদিগের কাহাকেও 'সতী' হইতে অনুমতি দেওয়া হইল না, তখন তাঁহার প্রতি সে অনুমতি হইতে পারে, কারণ উদয়পুরের কোন মহারাণা একাকী চিতানলে ভস্মীভূত হন নাই। তাহা হইলে রাজবংশের কলঙ্ক হইবে।"

মান্দ্রাজ।

রাঙ্গালোরে কোন স্ত্রীলোক একটী সন্তান প্রসব করিয়াছে, উহার তিনটি হস্ত। সন্তানটী জীবিত আছে।

মেইল বলেন, মান্দ্রাজের কোন মফঃস্বল আদালতে এক জন ব্রাহ্মণ সাক্ষীর জবানবন্দি

লইবার সময়ে উকীলের জেরায় প্রকাশ পায়, উহার বয়ঃক্রম ৯০ বৎসর। কিন্তু অল্প দিন হইল সে ১০০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটী ৯ বৎসর বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে। বাবাজী কর্ণে শুনিতে কম পান, দর্শন শক্তিরও অনেক হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু কি করেন, প্রাচীন হইয়াছেন, সেবা করিবার ত লোক চাই। আমাদের দেশেরও অনেক চলিষ্ণু ব্যক্তি সংসার বিয়োগ হইলে মধ্যে মধ্যে ক্ষেপিয়া বসেন, বলেন একটী ডাগরডোগর কন্যা দেখিয়া বিবাহ না করিলে চলে কই, আমার এই অবস্থা, এ অবস্থায় আবার পীড়া হইলে কে বা সেবা শুশ্রূষা করে। অনেক সময়ে ইহা-দিগকে থামান ভার হয়। স চ।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজের ব্যাঘ্র হন্তা-দিগকে একোনাইট ব্যবহার করিতে আদেশ দিয়াছেন। উহা ব্যাঘ্র সংহারের একটী মহৎ উপায়।

বোম্বাই।

বোম্বাইর চিফ জষ্টিস ওয়েষ্ট্রপ সাহেব অব-কাশাবসানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

বোম্বাই হইতে ব্রিণ্ডিসিতে মেল পৌঁছিতে ৪২২ ঘণ্টা অর্থাৎ ১৭ দিন ১৪ ঘণ্টা লাগে এবং লণ্ডন হইতে ব্রিণ্ডিসি—২ দিন, ও কলিকাতা হইতে বোম্বাই ২॥০ দিন। অতএব ২২ দিনে কলিকাতা হইতে লণ্ডনে মেইল পৌঁছিতে পারে। কিন্তু পি, এণ্ড ও কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের অনব-ধানতা বা কোন রূপ বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন গত মাসে একটী মেইল কলিকাতায় পৌঁছিতে ২৭ দিন লাগিয়াছিল। এই জন্য অনেকে বিরক্ত হইয়া-ছেন।

বরদার গুইকুমারের নূতন মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা যে সকল কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন, তাঁহারা ও চলিয়া যাইতেছেন। রাজস্ব লইয়া রাজার সহিত মন্ত্রিদিগের কিছুতেই মতের একতা হইতেছে না। পুনর্ব্বার অন্ধকার। এক্ষণে উপায়? ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে আমরা প্রত্যুত্তর দিতে অনুরোধ করিতেছি। স চ।

ইউরোপ।

সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল সম্প্রতি এডিনবর্গে সামা-জিক নীতি সম্বন্ধে এক সুন্দর বক্তৃতা করিয়া-ছেন। স্কটলণ্ডের দরিদ্রেরা মাংস ভোজনে তাহাদের অল্প আয় নিঃশেষিত করিয়া ফেলে দিয়া তিনি তাহাদের প্রতি দোষারোপ করিয়া-ছেন। তিনি বলেন, আফগান ও পঞ্জাবীরা অতিশয় বলবান ও তাহাদের অবয়ব সম্পূর্ণ; কিন্তু তাহারা নিরামিষভোজী, পূর্ব্বকার স্কচ হাইলাণ্ডরেরা বীরত্ব জন্য বিখ্যাত, কিন্তু ছোলা ও দুগ্ধই তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। কাম্বেল সাহেবকে নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী দেখিয়া আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম।

আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারি পার্লিয়ামেণ্ট সভা বসিবে।

জর্ম্মণিয়া নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকের যন্ত্র সম্বন্ধীয় আইনানুসারে এক বৎসর কারাবাস আজ্ঞা হইয়াছে।

বিবিধ।

আমরা শ্যামের রাজার এক উদার কার্য্যের জন্য তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি বলিয়াছেন যে সকল জ্যোতির্ব্বিৎ ও বিদ্বান লোক তাঁহার রাজ্যে আগামী এপ্রেল মাসে গ্রহণ দেখিতে যাইবেন, তিনি তাহাদিগকে নিজ হইতে সমুদায় পাথেয় দিবেন। জ্যোতি-র্বিদগণ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশের রাজা সর্ব্ব প্রকারে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইতেছেন। কি অভিপ্রায়ে জানা যায় নাই।

আসিয়া মাইনরের দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সাহায্য পাইবার আশায় ইংলণ্ডের মুখ পানে চাহিয়া আছে। তথায় দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে শীতের এমনি প্রকোপ হইয়াছে যে রাস্তা এবং টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষা।

শ্রেণী	১ম	২য়	৩য়	মোট
প্রেসিডেন্সি কলেজ	৮	১৪	১৯	৪১
বহরমপুর কলেজ	৩	০	১	৪
হুগলি কলেজ	২	৬	৭	১৫
সংস্কৃত কলেজ	,,	,,	২	২
মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন	২	৪	২	৮
ক্যানিং কলেজ লক্ষ্ণৌ	১	২	৩	৬
কটক হাই স্কুল	,,	২	,,	২
ফ্রি চর্চ্চ, কলিকাতা	,,	৫	৪	৯
শিক্ষক	,,	২	৩	৫
লামার্টিনিয়ার কলিকাতা		১	১	২
পাটনা কলেজ	১	৮	৬	১৫
বেনারস কলেজ	,,	২	৩	৫
জয়পুর রাজার	,,		১	১
লাহোর কলেজ	১	১	১	৩
ঢাকা কলেজ	,,	৪	৮	১২
আগরা কলেজ	,,	১	৩	৪
সেণ্ট জেমস কলেজ আগরা	,,	১	,,	১
সাগর হাই স্কুল		১	৫	৬
মেদিনীপুর হাই স্কুল	১	১	১	৩
বেরিলি কলেজ	,,	৪	৪	৮
কৃষ্ণ নগর কলেজ	,,	১	৫	৬
মেডিক্যাল কলেজ	,,	,,	১	১
দিল্লী কলেজ	২	৩	২	৭
এল, এম, এস ,, মির্জাপুর	,,	,,	১	১
মুয়ার সেণ্ট্রেল কলেজ এলাহাবাদ	০	৩	২	৫
ক্যাথিড্রাল মিসন কলেজ	০	২	১	৩
সেণ্ট জেবিয়র	০	০	২	২
জেনারল এসেম্ব্লি	০	৩	৫	৮
এল, এম, এস ইনষ্টিটিউসন ভবানীপুর	০	২	২	৪

এণ্ট্রান্স।

১৮৭৪ সাল।

	১ম	২য়	৩য়	মোট
হিন্দু স্কুল	২১	১৩	৩	৩৭
হেয়ার "	২০	২৬	২	৪৮
ফ্রিচার্চ কলিকাতা	৩	৮	৬	১৭
অরিএণ্টাল সেমিনারি	২	৪	৩	৯
জেনারল এসেম্বিস	৬	১৬	০	২২
এল, এম, এস ইনষ্টিটিউসন ভবানীপুর	৯	১০	৩	২৫
বারাসত স্কুল	,,	১	১	২
বারাকপুর ,,	২	১	,,	৩
হাবড়া ,,	৪	৬	২	১২
সেণ্ট জেবিয়ার	৫	৪	,,	৯
সংস্কৃত কলেজ	২	৪	,,	৬
কলিকাতা মাদ্রাস	৩	৩	,,	৬
ডবটন কলেজ	৫	১	১	৭
লামার্টিনিয়ার	৪	১	০	৫
সিলস ফ্রি কলেজ	১	৩	১	৫
কলিকাতা স্কুল	,,	৩	১	৪
তমলুক হামিণ্টন স্কুল	,,	১	,,	১
দমদমা স্কুল	০	৬	১	১
প্রাইবেট ছাত্র	১	৩	০	৪
কলিকাতা বয়েস্ ,,	[illegible]	৩	১	৪
ঢাকা কলেজিয়েট	৩	৮	৫	যোগো

	১ম	২য়	৩য়	মোট
পোগোস স্কুল	১	১	১	৩
ফরিদপুর "	১	৮	২	১১
মৈমন সিংহ "	৬	৪	১	১১
কোমিল্লা "	২	৫	৩	দশ
মোগল টুলি "	১	১	১	৩
জগন্নাথ ঢাকা "	১	৪	৫	১০
কৃষ্ণ নগর কলেজিয়েট "	এক	৭	২	দশ
কৃষ্ণ নগর এ, ভি "	০	৬	২	৮
বরিশাল "	০	৫	৫	দশ
গোনিমিয়ার ঢাকা "	০	২	৫	৭
চৈঘরিয়া ঢাকা "	২	০	০	২
হুগলী কলেজ	এক	৮	বারো	২১
হুগলী ব্রাঞ্চ "	২	এক	০	৩
চুচড়া ফ্রি চর্চ	০	১	৫	৬
যশোহর "	এক	২	২	৫
নড়াইল "	৩	৫	২	দশ
শ্রীরামপুর কলেজ	০	৩	৫	৮
কাঁদি "		এক	২	৩
পাকুড় "			এক	এক
পাটনা কলেজ "	এক	দশ	৬	সতেরো
কলিকাতা ইনষ্টিটিউসন	এক	০	০	এক
গোবর ডাঙ্গা "	০	২	এক	৩
মেট্রোপলিটান সেমিনারি	০	২	০	২
রড়িবা "	০	২	০	২
মির্জাপুর মিসন "	এক	৪	০	৫
জনাই ট্রেনিং "	এক	০	০	এক
ইনটালি ইন সটি	০	১	০	১
কাশিপুর কাশিনাথ স্কুল	২	৪	০	৬
গার্ডনরিচ "	১	৩	০	৪
সাউথ স্থবরবন "	০	২	০	২
মেট্রপলিটান "	০	০	১	১
কটক হাইস্কুল	০	১	৮	৯
মুড়াগাছা "	০	০	১	১
কাঁচড়াপাড়া "	০	০	১	১
কুমার খালী "	০	১	০	১
শান্তিপুর মিউনিসিপাল "	০	১	৩	৪
শিক্ষক			এক	এক
জব্বল পুর হাইস্কুল	৫	১১	২	১৮
গয়া জেলা "	০	০	১	১
সারণ "	০	১	১	২
মজঃফরপুর "	০	০	৩	৩
আরা "	০	২	৩	৫
চক্ দিঘি "	২	০	০	২
শ্রীধরপুর "	০	১	১	২
কালনা মহারাজার "	০	১	০	এক

	১ম	২য়	৩য়	মোট
হরিনাভি	০	২	১	৩
নবদ্বীপ "		১	২	৩
কাটোয়া "	০	২	এক	৩
রংপুর "	০	১	৬	৭
শিল ঙং "	০	০	১	১
কুষ্টিয়া "	০	০	১	১
সিরাজগঞ্জ "	০	এক	৩	৪
নয়াখালি "	২	১	০	৩
সন্তোষ জাহ্নবী "	০	১	১	২
উত্তরপাড়া "	৬	৩	১	১০
মিট্রোপলিটন ইনষ্টি	১১	৯	৩	২৩
ঐ শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চ	২	৮	২	১২
আমতা স্কুল	০	১	১	২
ভবানীপুর ইউনিয়ান একাডেমি	০	১	২	৩
দক্ষিণ বহড়ু স্কুল	০	৩	০	৩
কোন্নগর ঐ	১	৮	০	৯
কলিঃ ট্রেনিং একা	এক	০	২	৩
টাকী	০	২	০	২
সেঃ জোসেফ	০	৩	০	৩
বড় বাঁকি হাইস্কুল	০	এক		এক
আরমেনিয়ান ফিলান একাডেমি	এক	এক	০	২
সেঃ ক্রষ্টমাস স্কুল		এক		এক
বেঙ্গল একাডেমি	এক	০		ঐ
আগর পাড়া সি. এম. এস ইনঃ	এক	এক	০	২
সিলেট	৪	এক		৫
ভাগলপুর স্কুল	এক	৮		৯
দিওঘর ঐ		এক		এক
গণ্ডা হাই ঐ	এক	২		৩
বোয়ালিয়া ঐ	৩	৭	৯	উনিশ
বলাগড় ঐ	এক	এক		২
বাঁকুড়া ঐ	ঐ	ঐ	এক	৩
কুচিয়াকোল রাজগ্রাম ঐ	ঐ			এক
বেরিলি কলেজিট ঐ	৭		৩	এগার
বীরভূম ঐ	ঐ	৬	২	৯
মেদিনীপুর ঐ	ঐ	৪	এক	৬
সেন্ট জিভেন্স মিসন নৈহাটী ঐ	এক			এক
জয়নারায়ণ কলেজ ঐ	৪	এক		৬
লা মার্টিনিয়ার লক্ষ্ণৌ ঐ	২	২		৪
আগ্রা কলেজ	এক	৬	৩	দশ
এলাহাবাদ গবর্ণমেণ্ট				

	১ম	২য়	৩য়	মোট
জেলা	এক	৬	৭	চৌদ্দ
হরিদাই জেলা	৪			৪
সুলতান পুর স্কুল	৩	৩		৬
গোরক্ষপুর মিশন ঐ	৩	৩		৬
জয়পুর মহারাজার কলেজ	২	৩		৫
হিউম হাই ঐ	৪	এক		৫
উনেয়ো "	এক	ঐ		২
ফতেগড় "	ঐ			এক
দেরাডুন মিসন	২	এক		৩
এল, এম, হাই বেনারস	৪	২		৬
শিবপুর ইনিষ্টিটিউসন		এক		এক
পাবনা গবর্ণমেণ্ট	এক			এক
কালনা ফ্রি চর্চ	২			২
নাগপুর সিটী	৩	৫		৮
জব্বলপুর	৩			৪
মোরাদাবাদ জেলা	৩			৩
বেনারস কলেজ	৮		৯	সতের
গুজরাট	২			৪
লাহোর মেডিক্যাল	এক			এক
নিজমত ঐ মুরসিদাবাদ	৫	২		৭
সেলকোট মিসন ঐ	২	এক		৩
চন্দন নগর ঐ	৩	০		৩
রাণাঘাট ঐ	এক	০		এক
বালেশ্বর ঐ	এক	০		এক
লাহোর গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুল	২	এক		৩
উডস একাডেমি ঐ	এক			এক
সিয়শোল ঐ	এক			ঐ
চট্টগ্রাম হাই ঐ	তিন	১		৪
দিগাপতিয়া ঐ	এক	এক		২
সেণ্টজিভেন্স কলেজ দিল্লী ঐ	৩	২		৫
এক, সি, ইনষ্টিটিউসন নাগপুর	৫	৩		৮
শিলচর স্কুল	২	এক		৩
হাজারিবাগ স্কুল	১			এক
দিল্লী গবর্ণমেণ্ট স্কুল	১			এক
কানপুর জেলা ঐ	২	এক		৩
রাওলপিণ্ড মিসন ঐ	এক			এক
গাজিপুর মিশন ঐ	২	এক		৩
সি এম স্কুল মিরট	এক	এক		২
ফিরোজাবাদ হাই ঐ	২	এক		৩
বিশপ কটন স্কুল, সিমলা,	৬			৬
রায় বেরিলি হাই "	২			ঐ

	১ম	২য়	৩য়	মোট
বর্দ্ধমান ইং ,,	এক			এক
ইলছোবা মণ্ডলাই ,,	এক			এক
মহারাণী স্বর্ণময়ী ,,	এক	এক		২
পাতিয়ালা ,,	এক	এক		২
আলিগড় জেলা ঐ	এক			এক
মশুরি ,,	এক	এক		২
ক্রাইষ্ট চর্চ ,, কানপুর	এক			এক
এল, এম, স্কুল খাগড়া	এক		৪	৫
মুঙ্গের	এক		৩	৪
আজমির কলেজ	এক		২	৩
অমৃত সহর জেলা ,,	৪		০	৪
ক্যানিং কলেজ লক্ষ্ণৌ	৭		৪	এগারো

বিজ্ঞাপন।

HARINAVI A. S. SCHOOL.

Founded by Pandit Dwarka Nath Vidyabhushan.

This Higher Class School is in existence for a period of nearly 9 years and has its boys every year successfully passed in the University Entrance Examination. It has on the roll about 200 pupils and receives from Govt. a monthly aid of Rs. 80. The School, however, labors under great difficulty for want of a commodious house of its own. An attempt is on foot to remove this pressing want. The help of all philanthropic friends of education is earnestly solicited in furthering this object. Any contribution towards this work of charity will be thankfully received, if sent to the address of the undersigned or the Editor of the SOMPRAKAS.

Harinavi A. S. School. 24th. Dec. 1874. — Umes Chandra Datta, Secretary.

সমদর্শী।

ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ।

গত অগ্রহায়ণের সমদর্শী প্রকাশিত হইয়াছে এবং নিয়মিতরূপে মাসে মাসে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে একেশ্বর বাদী মাত্রেরই লিখিবার অধিকার। এমন কি সম্পাদকেরও মত সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রাধান্য থাকিবে না। লেখকদিগকে স্বনাম স্বাক্ষর করিয়া লিখিতে হইবে। পত্রিকাখানির আকার যেরূপ করিবার অভিপ্রায় ছিল তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূল আকার (অর্থাৎ ছয় ফরমা করিয়া) প্রকাশ করা হইতেছে। সুতরাং সেই পরিমাণে মূল্যও কিঞ্চিৎ অধিক করা হইয়াছে।

মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক	২৷৶০
,, ষাণ্মাসিক	১৷০
ডাক মাশুল সমেত বার্ষিক	৩৲
ঐ ষাণ্মাসিক	৶
পশ্চাদ্দেয় মাশুল সমেত	৪০

অগ্রিম মূল্য না দিলে মফস্বলে সমদর্শী প্রেরিত হইবে না। সমদর্শী সংক্রান্ত সমুদায় পত্রাদি কলেজ স্কোয়ার ১১ নং বাটীতে আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রী কেদারনাথ রায়
সমদর্শীর কার্য্যাধ্যক্ষ।

পি, সি, গুহস্ মিসেলেনিয়াস ডিপো।

শ্রীহট্ট। কাজির বাজার।

আমাদের দোকানে, পেন্টেলুন চাপকান ইত্যাদির নানা প্রকার উৎকৃষ্ট পশমি কাপড় ইংরাজী ঔষধ, বিবিধ ষ্টেশনারি পারফিউমারি এবং নানাবিধ নাটক প্রহসন, স্কুলের ইংরাজী বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্য, নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

প্রাচীন ভারত যন্ত্রের সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু গোপালকৃষ্ণ মিত্র এতৎ সংক্রান্ত অধ্যক্ষতা পরিত্যাগ করাতে তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন ঘোষ নিযুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণ হইতে প্রেস সংক্রান্ত কোন চিটি পত্র বাবু গোপালকৃষ্ণ মিত্রের সহিত চলিবে না।

হরিনাভি, ৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৪ — শ্রী উমেশচন্দ্র দত্ত, প্রাচীন ভারত যন্ত্রের অধ্যক্ষ

এই যন্ত্রের প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তকাদি পটলডাঙ্গা বেনেটোলা ২৫নং বাটীতে বিক্রীত হয়,

কাঞ্চনমালা	১৲
ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০
চিত্তোপাখ্যান মালা	।/০
কুমুদিনী চরিত	।৶০
গৃহ চিকিৎসা ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ	
ধর্ম্ম ও নীতি	
ধর্ম্ম-সাধন (বাঁধা) ... ১ম ভাগ	।০
২য় ভাগ	।০
৩য় ভাগ	।৵
Selections from David's Psalms	।৶০
Life of the Educated Native	৶০

অর্দ্ধ মূল্যে, অধিক লইলে আরো স্বল্পতর মূল্যে দেওয়া যাইবে।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়।

বামাবোধিনী কার্য্যালয় কলিকাতা কলেজস্কোয়ার ১১ নং বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। যিনি বামাবোধিনী পত্রিকা সম্বন্ধে কোন পত্র বা মূল্যাদি প্রেরণ করিবেন, তাহা এই নূতন ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যত্র পাঠাইলে পাইবার গোলযোগ হইবে।

পটলডাঙ্গা ১১ নং কলেজ স্কোয়ার ১ আশ্বিন ১২৮১ — শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দেব। কার্য্যাধ্যক্ষ।

ব্রাদার এণ্ড কোম্পানী।

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভদ্র লোকদিগের সুবিধার্থে নির্দ্ধারিত মূল্যে বিনা দরে) সমস্ত জিনিষ বিক্রয় হয়। বাজারে বিশেষতঃ জুতার দোকানে সাধারণকে যেরূপ ক্লেশিত ও অপমানিত হইতে হয় তাহা নিবারণ করাই এ দোকানের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। স্ত্রী পুরুষ ও ছোট ছেলে মেয়েদের দেশী বিলাতী জুতা, তৈয়ারি পিরাণ, কামিজ ও পোষাক এবং পেন্টুলান চাপকান ইত্যাদির উৎকৃষ্ট কাপড়, বিবিধ ষ্টেশনারি, পারফিউমারি, বিস্কুট, ঘড়ী, মেজিক দোয়াত, ইনষ্ট্রুমেণ্ট বাক্স, ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আছে।

মফস্বল এজেন্সি॥

১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্থাপিত।

মফস্বলের ব্যবসায়ী ও সকল প্রকার ভদ্র লোকের সুবিধার জন্য এই এজেন্সি স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে সকল প্রকার দেশীয় ও বিলাতি দ্রব্য ন্যায্য মূল্যে খরিদ করিয়া পাঠান যায়। কমিশনের নিয়ম সাধারণতঃ (শতকরা ৩৶০) টাকায় ৫০ পয়সা। অপরাপর সম্বাদ ও বিশেষ নিয়ম প্রণালী জানিবার নিমিত্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিতে হয়।

১৩নং ওল্ড বৈটকখানা ও বাজার রোড কলিকাতা। ২১ কার্ত্তিক ১২৮২। — শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, কমিশন এজেণ্ট

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

		কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	... ...	৬৲ টাকা	৭৷০
" ষাণ্মাসিক	... ...	৩৷০ "	৪৷০
" ত্রৈমাসিক	... ...	২৲ "	২৷৶০
মাসিক	... ...	৷০	৸৵০
প্রতি সংখ্যা	...	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পঙক্তি প্রথম তিনবার ৶০ আনার হিসাবে তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ হরিনাভিস্থ প্রাচীন ভারত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

REGISTERED No 65.

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

৩য় ভাগ, [illegible]ম সংখ্যা। | বঙ্গাব্দ ১২৮২—১৫ ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। ১৮৭৫—২৮ এ মে। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭॥৹ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

আমরা অত্যন্ত উল্লাসের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে অত্রত্য জমীদার বাবু নবীন চাঁদ ঘোষের যে বিশ্বাস ঘাতক ভৃত্য লোহার সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া ১০,০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ ও নোট ইত্যাদি সহ গত ২১এ কার্ত্তিক রাত্রে পলায়ন করে, অনেক পর্য্যটন ও কষ্টের পর অতি আশ্চর্য্য কৌশলে সে গঙ্গাপার সালিখায় ধৃত হইয়াছে এবং কোম্পানির কাগজ সমস্ত পাওয়া গিয়াছে। ইহার বিশেষ বিবরণ এইঃ—

পলায়িত ভৃত্য আপনাকে যশোহর নিবাসী এক কায়স্থ সন্তান বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছিল, কিন্তু তাহার বাটী ময়মনসিংহ, জাতিতে শাঁখারি। তাহার নাম ঈশ্বর সেন বলিত, কিন্তু যথার্থ নাম রামদয়াল। সে এখানে ঘটা করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার পিতা বর্ত্তমান। [illegible] প্রবঞ্চক প্রভুর সম্পত্তি অপহরণ করিয়াই [illegible]তে চলিয়া যায় এবং নগদ টাকা যাহা হস্তে ছিল, সেখানে প্রেমারা প্রভৃতিতে ফুঁকিয়া দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। কালীঘাটে কেশব লাল পণ্ডিত নামে এক হিন্দুস্থানীর সহিত ইহার আলাপ ছিল, সে ইহার সহিত অর্দ্ধেক ভাগের বন্দোবস্ত করিয়া কাগজ পত্র নিজ হস্তে লয় এবং ইহাকে কিছু টাকা দিয়া সালিখাতে একটা ব্যবসা করিতে বলে। ঈশ্বর (পরিচিত নাম) সালিখায় এক বেশ্যা লইয়া এক আঁবের দোকান ফাঁদে, দিনের বেলা স্ত্রীলোকটী বেচিত, রাত্রে সে নিজে দোকানে বসিত। কেশবলাল এক খোলার ঘরে থাকিত, কোম্পানির কাগজ পাইয়া জাল নাম স্বাক্ষর করিতে অভ্যাস করে এবং ৫০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ রাখিয়া কলিকাতার এক হিন্দুস্থানী কুটিওয়ালার নিকট ৪৯০০ টাকা লয়। সে খোলার ঘর ভাড়া করিয়া থাকিত, টাকা পাইয়াই কালীঘাটের হালদার পাড়ার নিকট এক দোতালা বাড়ী ভাড়া করে এবং এক সাহেবের মুচ্ছুদ্দী হয়। ঈশ্বরের অনুসন্ধানে সোণাপুরের, কলিকাতার পুলিস এবং ডিটেক্টিব পুলিস হারি মানে। দৈবযোগে উমাচরণ চক্রবর্ত্তী নামে হরিনাভির এক ব্রাহ্মণ গত সোমবার সালিখায় তাঁহার এক শিষ্যের বাটীতে যান। তিনি দোকানে ঈশ্বরকে দেখিয়া কিছু না বলিয়া চলিয়া আসেন। নবীন বাবু তাঁহার নিকট সংবাদ পাইয়া লোক জন ও সোনাপুর পুলিসের সব ইনস্পেক্টর সহ ঈশ্বরের উদ্দেশে যান। সালিখায় যাইতে রাত্রি হইয়া পড়ে। রাত্রিতে কিছু না বলিয়া সকলে সতর্ক ভাবে দোকান চৌকী দেয়, উমাচরণের কয়েকটী শিষ্য এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র পুলিষ আঁবের দোকানে ঈশ্বরকে গ্রেপ্তার করেন। ঈশ্বর বলিল "আমাকে যমে ধরিয়াছে, সকল কথা এখন খুলিয়া বলিব।" পরে সে সকলকে সঙ্গে করিয়া বেলা ১ টার সময় পণ্ডিতের বাটীতে যায়। পণ্ডিতের বাটীর দ্বারে এক দ্বারবান ছিল, নবীন বাবু আর সকলকে পশ্চাতে রাখিয়া আপনি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করেন এবং দ্বারবান নিবারণ করিতে না করিতে একেবারে দোতালার উপর উঠিয়া পড়েন। পণ্ডিতজী ইহাঁকে দেখিবামাত্র 'জেনানা, জেনানা' বলিয়া একবার চিৎকার করে, পরে ঘরের দরজা আঁটিয়া দিয়া তাহার স্ত্রীর দ্বারা একটী দপ্তর সরাইবার চেষ্টা করে। নবীন বাবু স্ত্রীর পলাইবার পথ আটক করেন এবং ডাক হাঁক করিবা মাত্র পুলিস প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়। দপ্তর খুলিয়া খুঁজিতে ২ নবীন বাবুর নামের কতকগুলি জাল সই এবং কোম্পানির একখানি কাগজ বাহির হয়। পণ্ডিত তখন নম্রভাবে বলে সব দিব। সেদিন ৫০০০ টাকার কাগজ লইয়া নবীন বাবু ঈশ্বর ও পণ্ডিতজী সমভিব্যাহারে হরিনাভিতে আসেন। বুধবার পণ্ডিতজী কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া কুটীওয়ালার নিকট হইতে ৫০০০ টাকার কাগজ বাহির করেন।

ঈশ্বরেচ্ছায় নবীন বাবুর হৃত কোম্পানির কাগজ সমস্ত পাওয়া গিয়াছে, এখন কয় শত টাকার নোট পাওয়া গেলে হয়। উমাচরণ চক্রবর্ত্তী পুরস্কার পাইবার যোগ্য। সোনাপুরের সব ইনস্পেক্টর বাবু বিনোদ লাল মুখোপাধ্যায় এই উপলক্ষে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া আপনার যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন।

——

অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল একটী বিজ্ঞোচিত কার্য্য করিয়াছেন। মৃত্যুর রেজিষ্টরী করে নাই বলিয়া কয়েকটী দুঃখী লোক ধৃত হইয়া বিচারার্থ তাঁহার নিকট সমর্পিত হয়, তিনি তাহাদিগের প্রত্যেকের ৵৹ আনা করিয়া জরিমানা করিয়াছেন। তিনি বলেন শবদাহ ঘাটে ইহারা একবার যখন সংবাদ দিয়াছে, তখন সংবাদ গোপনকারী বলিয়া দণ্ডার্হ নহে। হিন্দু পেট্রিয়ট প্রস্তাব করিয়াছেন শবদাহ ঘাটের কেরাণী দিগকে আইনানুসারী রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করা হউক,

আমরা ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। মৃত্যু ঘটনায় আত্মীয়েরা শোকাকুল থাকে, ইহাতে তাহাদিগের অতিরিক্ত কষ্টের অনেক লাঘব হইবে।

আমরা বেঙ্গলি পাঠে দুঃখিত হইলাম, যে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপালের প্রতিনিধিত্বে বাবু উমেশচন্দ্র দত্তকে না রাখিয়া একটী সাহেবকে নিযুক্ত করিবেন। এরূপ অবিচারের কারণ কি ?

শিক্ষাবিভাগের আর একটী অশুভ সংবাদ শুনা যাইতেছে। উত্তর পশ্চিমের যে কর্ত্তারী সাহেবের নামে ব্যভিচার দোষের অভিযোগ করিয়া হগ সাহেব আপনার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন, তিন প্রেসিডেন্সীর ডিরেক্টরের উপরে তিনি একটী উচ্চ পদে নিযুক্ত হইবেন। এই উচ্চ পদটী নূতন সৃজিত হইতেছে, প্রথমেই যেন ইহাকে কলঙ্কিত করা না হয়।

আমরা শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম, ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু দীননাথ সেন বস্ত্রের কল আনাইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ইহাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হউক, এবং অন্যান্য বঙ্গবাসী ইহাঁর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন্।

বারাণসীর সংবাদদাতার পত্রে অবগত হওয়া গেল:—

বিগত ৫ ই জ্যৈষ্ঠ ৫॥০ ঘটিকার সময়, বারাণসীতে ভয়ানক ঝড় ও সামান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঝড়ে অধিক অনিষ্ট কিছুই হয় নাই। কেবল গঙ্গার সেতু ভাসাইয়া স্থানান্তরে নিয়া গিয়াছিল। কোন প্রাণি হানি হয় নাই। ৩।৪ দিবস মধ্যেই পুনঃ সংস্কার হইয়া গিয়াছে।

ইতি পূর্ব্বে ভারত সংস্কারকে প্রকাশিত হইয়াছিল যে মহরমের দিবস, বিখ্যাত "জহরি বাবা" নামক জনৈক গোসাঞী, এক তেলির বালককে হত্যা করিয়াছিল। বারাণসীর জজ সাহেবের বিচারে ৬ ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার জহরি বাবার ফাঁসিতে প্রাণ দণ্ড হইয়া গিয়াছে। ফাঁসি কাষ্ঠে বসিয়া নির্ভয়ে গোঁফে তা দিয়াছিল।

আমরা জয়নগর হইতে এই সংবাদটী পাইয়াছিঃ—আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি যে জয়নগর থানার সব ইনস্পেক্টর একজন মুসলমান বলিয়া এলাকার কয়েকটী দুষ্ট মুসলমানের সঙ্গে তাঁহার সাতিশয় সম্প্রীতি জন্মে। ইহাতে প্রশ্রয় পাইয়া তাহারা মধ্যে মধ্যে লোকের উপর অকুতোভয়ে নানাবিধ অত্যাচার করিয়া অনায়াসে হজম করিয়া থাকে। সব ইনস্পেক্টর মুসলমান হইলে আমাদের তাহাতে কোন আপত্তি বা কুসংস্কার নাই। এ থানায় ইতিপূর্ব্বে অন্য মুসলমান দারগা আসিয়াছিলেন, তাহাতে কাহার ও কোন অসন্তুষ্টির কারণ উপস্থিত হয় নাই। আমরা ইতি পূর্ব্বে বর্ত্তমান সব ইনস্পেক্টরকে স্থানান্তরে বদলি করিবার জন্য জেলার কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে অনুরোধ করি। তিনি অনেক দিন এ থানাতে অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহার এই অবস্থান হেতু দেশের অনিষ্ট হইতেছে দেখিয়া আমরা এই অনুরোধ করিয়াছিলাম। তখন এ কথা গ্রাহ্য হয় নাই; এখন তাহার ফল ফলিতেছে। সম্প্রতি মিত্রগঞ্জের হাটে, কয়েক জন মুসলমানের সঙ্গে জমীদার বাবু হেমনাথ দত্তের সম্বন্ধীয় কয়েকজন লোকের মারপিট ও দাঙ্গা উপস্থিত হয়। সব ইনস্পেক্টরের প্রশ্রয় প্রাপ্ত মুসলমানেরা এই ঘটনার প্রধান প্রবর্ত্তক।

ভারত সংস্কারক।

রথ্যাকর।

১৮৭১ সালের ১০ আইন অনুসারে রথ্যাকর সংস্থাপিত হয়। আয়কর অপেক্ষা এই কর যে গবর্ণমেণ্ট ও প্রজা উভয়ের পক্ষেই সুবিধাজনক হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। এই কর আদায়ের জন্য গবর্ণমেণ্টকে স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া ব্যয়গ্রস্ত হইতে হয় নাই, প্রজাদিগকে ও অর্থগৃধ্নু টাক্স সংগ্রাহকদিগের অসংখ্য পীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করিতে হয় নাই। ১৮৭৩-৭৪ সালে রথ্যাকর প্রথম সংগ্রহ করিবার অনুমতি প্রদান করা হয়। বঙ্গদেশের ১৯ টী জেলায় কর আদায়ের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তন্মধ্যে মুঙ্গের, ভাগলপুর, এবং পূর্ণিয়ার বিপন্ন স্থান সকলে কর সংগ্রহ স্থগিত থাকে, বর্দ্ধমানে ১৮৭৫ সালের ১ লা অক্টোবর পর্য্যন্ত কর গ্রহণ না করিবার অনুমতি হয় এবং হুগলী জেলায় এক কিস্তী লইয়া অবশিষ্ট কিস্তী মাপ করা হয়, তত্রত্য গৃহ-কর এক কালে মাপ হয়। উক্ত বৎসর ভূমি ও খনির উপর ৬,৮৭,৮১২ টাকা কর ধার্য্য হয়, তন্মধ্যে ৫,৫৮,২৮৭ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। গৃহ-কর ৫৩,৮০০ প্রাপ্য, তন্মধ্যে ৩৫৮৭৩ টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যদিও কর ১,২৯,৭৩৭ টাকা অপ্রাপ্ত আছে, কিন্তু দুর্ভিক্ষের বৎসরে এরূপ টাকা সংগ্রহও সন্তোষজনক বলিতে হইবে। এইজন্য কমিসনরেরা বর্ত্তমান সংগ্রহ প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

রথ্যাকর শত করা ৮৮·১৬ টাকা হিসাবে আদায় হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সকল জেলায় সমান পরিমাণে আদায় হয় নাই। উড়িষ্যা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তদন্তর্গত পুরীতে শতকরা ১০০, কটকে ৯৫·৭৮ এবং বালেশ্বরে ৮৫·০৪ টাকা সংগৃহীত হয়। ঢাকা জেলার নিজ ঢাকায় ৯১·৮২ এবং ফরিদপুরে ৯৭·১১ টাকা হিসাবে সংগৃহীত হয়। মুরসিদাবাদে ৮৭.৯২ এবং রাজসাহীতে ৭৩·৫৫ হয়। প্রেসিডেন্সি বিভাগের ২৪ পরগণায় ৮৪·৬৪, নদিয়াতে ৮৪.৬৩ এবং যশোহরে ৯০.০৩ আদায় হয়। ইহা দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে

যেখানে অন্নাভাবজনিত কষ্ট যত অধিক উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে আদায়ের তত ব্যাঘাত হইয়াছে।

রথ্যাকর ১২। ১৪ জেলা হইতে সংগৃহীত হইয়া গবর্ণমেণ্টের ৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে, ইহা সমুদায় জেলাব্যাপী হইলে আয়ের অনেক উন্নতি হইবে। কিন্তু এই আয় হইতে কিরূপ ব্যয় সম্পন্ন হয়, তাহাই দেখিবার কথা। স্থানীয় অনেক অভাব আছে, স্থানীয় আয় হইতে সে গুলি পূর্ণ করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে আজিও গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কোন প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, কিন্তু শীঘ্র করা আবশ্যক। তাহা হইলে প্রজারা যেমন কর দিতেছে, সেইরূপ উপকার পাইতেছে বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইবে এবং গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ প্রদান করিবে। রথ্যাকর স্থাপন প্রযুক্ত প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হয় নাই, গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়াছেন। বড় লোকে অসন্তুষ্ট না হইলে ক্ষুদ্র লোকেরা বড় অসন্তোষ প্রকাশ করে না। আয়কর হইতে অব্যাহতি পাইয়া ধনী লোকেরা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল বোধ করিয়াছেন, সুতরাং ইহা তাঁহাদিগের তত কষ্টের কারণ হয় নাই। কিন্তু দরিদ্র প্রজাদিগের উপর এতদুপলক্ষে কোন জমীদার কিছু অন্যায়াচরণ করিতেছেন কি না, গবর্ণমেণ্টকে তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সামান্য প্রজাদের অনেকে জানে না, তাহাদিগের খাজানার উপর টাকা প্রতি কিরূপ কর দিতে হইবে। যেখানে জমীদার ও তাঁহার নিম্নে ২।৩ শ্রেণী পত্তনীদার ও তাহার নিম্নে রাইয়ত জমী ভোগ দখল করিয়া থাকে, সেখানে এই গোলযোগের অধিকতর সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের সূক্ষ্মানুসন্ধান করিয়া অজ্ঞ ও দরিদ্র প্রজাদিগের কর্ত্তব্য ও অধিকার যেন তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। এ বিষয়ে যে পরিমাণ মনোযোগ অর্পিত হইবে, তাহা নিষ্ফল হইবে না।

গবর্ণমেণ্টের ঋণ গ্রহণ।

এ বৎসরের বজেটে উল্লেখ ছিল, ১৮৭৫। ৭৬ সালে অতিরিক্ত পূর্ত্তকার্য্যে গবর্ণমেণ্টকে ৪ কোটী টাকার অধিক ব্যয় করিতে হইবে এবং ২॥ কোটী টাকা ঋণ লইতে হইবে। আমরা দেখিতেছি ইতিমধ্যেই গবর্ণমেণ্ট সেই ঋণ গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন। গত ১৩ই মের অতিরিক্ত ইণ্ডিয়া গেজেটে এ বিষয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে এবং যাঁহারা ঋণ প্রদানে প্রস্তুত, আগামী ১লা জুলাইয়ের পূর্ব্বে প্রস্তাব পত্র লিখিয়া পাঠাইবার জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে। প্রস্তাবকগণকে স্বীকার করিতে হইবে যে নিম্ন লিখিত পাঁচ কিস্তীতে ঋণের টাকা দিবেনঃ—

(১) ১৮৭৫ সালের	১লা জুলাই	টাকার	পঞ্চমাংশ।
(২) ঐ	" ২রা আগষ্ট	"	ঐ
(৩) ঐ	" ১লা সেপ্টেম্বর	"	ঐ
(৪) ঐ	" ১লা অক্টোবর	"	ঐ
(৫) ঐ	" ১লা নবেম্বর	"	ঐ

গবর্ণমেণ্ট ঋণদাতা দিগকে 'প্রমিসরি নোট' দিবেন, তাহার উপরে শতকরা ৪ টাকার হিসাবে সুদ চলিবে। সুদের টাকা প্রতি বৎসর ১লা মে ও ১লা নবেম্বরে প্রদত্ত হইবে। ১৮৬৫ সালের ১লা মের ট্রান্সফার ঋণের নোট যেরূপ আকারে লিখিত ও যেরূপ নিয়মে প্রদত্ত হইয়াছিল, প্রস্তাবিত ঋণের নোটও সেইরূপে হইবে। ৫০০ টাকার ন্যূন মূল্য নোট থাকিবে না। এই ঋণ সংক্রান্ত অন্যান্য নিয়ম ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের ঋণ গ্রহণানুরাগ দেখিয়া আমরা কিছু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক হইলে ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু এখন এত ব্যস্ত হইয়া এ কার্য্যে কেন প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বজেট হইয়া এখনও মাসত্রয় গত হয় নাই, ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্টের কি অনাটন পড়িল? কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন, ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধ ঘটনার সম্ভাবনা, তাহা হইলে হঠাৎ ব্যয়ের আবশ্যকতা হইবে, সুতরাং অর্থের আয়োজন করিতেছেন। কিন্তু এ কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। সংবাদ যতদূর পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ব্রহ্মরাজ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রভাব রক্ষার প্রয়াসী, গবর্ণমেণ্টও যুদ্ধপ্রিয় নহেন। বিশেষতঃ রাজদূত ফরসিথ সাহেব এই মাত্র ব্রহ্মদেশে যাত্রা করিতেছেন, তিনি ফিরিয়া না আসিলে ঘটনাস্রোত কোনদিকে অবনত হয় বুঝা যাইবে না। তবে এখন গবর্ণমেণ্ট ঋণ করিতে বসিলেন কেন? ইহাতে বোধ হয় যে এ বৎসর ঋণ করিতে হইবে গবর্ণমেণ্ট যখন স্থির করিয়াছেন, তখন পূর্ব্বে অর্থ হস্তগত হওয়া ভাল এই বিবেচনায় পূর্ব্ব হইতে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ কার্য্য আমাদিগের নিকট যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কোন বিজ্ঞ গৃহস্থ যদি জানেন যে এক বৎসর তাঁহার কিছু টাকা কর্জ্জ হইবার সম্ভাবনা। তিনি আগে কখন ঋণভার স্কন্ধে করেন না। যতদূর সাধ্য টানাটানি করিয়া আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। পরে যখন দেখেন অতিরিক্ত ব্যয় অপরিহার্য্য, তখনি ঋণ গ্রহণ করেন। টাকা হস্তে অধিক হইলেই অতিরিক্ত ব্যয় করিবার প্রবৃত্তি স্বতঃ প্রবল হয়। এরূপ স্থলে ঋণ করিয়া অধিক টাকা হস্তে রাখিতে বিজ্ঞ ব্যক্তি কখন ইচ্ছুক হন না। বিশেষতঃ বজেটের গণনা প্রকৃত গণনা হইতে অনেক

ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা। আনুমানিক গণনার উপর নির্ভর করিয়া কে অগ্রে ঋণগ্রস্ত হইতে যায়? আর একটী কথা এই, এ বৎসর যেরূপ বজেট ধরা হইয়াছে, তাহাতে আয়াঙ্ক হইতে নিয়মিত ব্যয় বাদে ১ কোটীর অধিক টাকা উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। অনিয়মিত পূর্ত্ত কার্য্যের জন্যই অতিরিক্ত ব্যয়ের সম্ভাবনা। কিন্তু সে পূর্ত্ত কার্য্য অবধারণ করিবার পূর্ব্বে ঋণ গ্রহণ করা কি সঙ্গত? আমরা সেই জন্য বলিতেছি সচ্ছল অবস্থায় ঋণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট অমিতব্যয়িতার দ্বার খুলিবেন না। গবর্ণমেণ্ট সে দিন দুর্ভিক্ষ দমনোপলক্ষে মিতব্যয়িতার সুখ্যাতি লইয়াছেন, ইতিমধ্যে কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়া যদি অমিতব্যয়ী হইয়া পড়েন, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে। বস্তুতঃ গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান ঋণ গ্রহণের ব্যস্ততা অনেকের চিত্তকে সন্দেহাকুল করিয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, ইহাও অনেকে অনুমান করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অঋণী হইয়া সচ্ছলে চলে, ইহাই দেখিতে আমরা অভিলাষী।

গবর্ণমেণ্টের শিল্প শিক্ষার্থী বিদ্যালয়।

ভারতবর্ষে শিল্পের অত্যন্ত হীনাবস্থা। সুসভ্য ইংরাজ জাতি এ দেশের অধীশ্বর হইয়া এ বিষয়ের উন্নতি সাধন করিবেন কে না আশা করিয়া থাকেন? কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্ট আজিও এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ অর্পণ করেন নাই। এ দেশে শিল্পের উন্নতি দর্শনের অভিলাষ করিলে তদ্বিষয়ে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সাধারণ বিদ্যালয়ে সে শিক্ষা লাভ হয় না, যে সকল কল ও কারখানা আছে, তথায় তাহার সুবিধা করা চাই। আজি কালি এ দেশে চাকরীর বাজার যেরূপ দুর্মূল্য, তাহাতে শিল্প শিক্ষার উপায় হইলে শত শত ব্যক্তি যে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। কেরাণীগিরি, শিক্ষকতা, ডাক্তরী, উকীলী প্রভৃতি কার্য্যের শিক্ষানবিস ও উমেদারের ছড়াছড়ি, অনেক কৃতবিদ্য লোক উপার্জ্জনের পথ পাইলে নীচ ব্যবসায়ও অবলম্বন করিতে প্রস্তুত। শিল্প শিক্ষার দ্বার খুলিলে বহুসংখ্যক উপযুক্ত ব্যক্তি যে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন তাহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত তিনটী শিল্পালয়ে শিক্ষানবিস গ্রহণ করিতেছেন। মান্দ্রাজে কামানের গাড়ী তৈয়ারের কারখানা আছে, তাহাতে শিক্ষার্থী ২২ জন, ডেরিতে যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয় আছে তাহাতে ২০ জন এবং কলিকাতার টেঁকশালে ১১ জন গৃহীত হইয়া থাকে। এই ৫৩ টী শিক্ষানবিসী কার্য্য ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় বালকদিগকেই প্রদত্ত হইয়া থাকে।

পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, গত বৎসর লর্ড নর্থব্রুক ও সার রিচার্ড টেম্পল কোন কোন বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ স্থলে গমন করিয়া ছাত্রদিগকে শিল্প শিক্ষার্থ উত্তেজিত করেন। লর্ড নর্থব্রুক এ বিষয়ে বিশেষ সহৃদয়তা প্রদর্শন করেন এবং এ দেশীয় বালকেরাও যাহাতে রেলওয়ের প্লেট লেইং প্রভৃতি কার্য্যে শিক্ষিত হয়, তজ্জন্য রেলওয়ের অধ্যক্ষদিগকে অনুরোধ করেন। তিনি কেবল ইহা করিয়াই নিরস্ত হন নাই, কলিকাতায় শিল্প শিক্ষার্থীদিগের জন্য একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উপায় স্থিরীকরণার্থ এক কমিটী নিযুক্ত করেন। গত বৎসর জুলাই মাসে এই কমিটী নিযুক্ত হয় এবং জে ই গাষ্ট্রেল তাহার সভাপতি হন। ইহাঁরা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গবর্ণমেণ্ট কারখানা ও রেলওয়ে কার্য্যালয় সকলের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় একটী শিক্ষার্থি বিদ্যালয় স্থাপনের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে ৫৫ জন শিক্ষানবিস গৃহীত হইবে এবং তাহাদিগকে কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট শিল্পালয়ে প্রবেশোপযোগী শিক্ষা প্রদান করা হইবে। এক কালে এত সংখ্যক গৃহীত হইবে না ক্রমে ক্রমে হইবে। কমিসনের মতে শিক্ষার্থিগণের এই কয়েকটী গুণ থাকা আবশ্যক—(১) তাঁহারা সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় বা ইউরেশীয় বংশজাত (২) তাঁহারা উৎকৃষ্ট রূপ সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন; (৩) তাঁহারা বয়সে ১৬ বৎসরের অধিক নন, অনাথ বালক বা গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের সন্তানগণকে অগ্রে মনোনীত করা হইবে। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের গৃহ কলিকাতার মধ্যস্থল এরূপ কোন স্থানে স্থাপিত হইবে এবং একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীন থাকিবে। শিক্ষানবিসেরা এই গৃহে বাস করিবে; যদি কলিকাতার কোন স্থানে তাহাদিগের পরিবার থাকে, তথায় থাকিবে। শিক্ষানবিসদিগকে বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। যাহারা বিদ্যালয়ে থাকিবে, তাহাদিগের স্বোপার্জ্জিত অর্থ হইতে আহার ও বাসার নির্দ্দিষ্ট ভাগ কাটিয়া তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইবে। শিক্ষানবিসী করিবার সময় ৫ বৎসর থাকিবে।

কমিটীর বিবেচনায় ৫৫টি শিক্ষার্থীর জন্য মাসিক ২২২২৷৷০ টাকা ব্যয় পড়িবে অর্থাৎ জন প্রতি মাসে ৪০৷৶০ আনা পড়িবে প্রত্যেক শিক্ষানবিস ৫ বৎসরে মাসিক গড়ে ৩৩ টাকা করিয়া উপার্জ্জন করিতে পারিবে। ইহা হইলে প্রত্যেক

শিক্ষানবিশের জন্য গবর্ণমেণ্টের মাসিক ব্যয় ৭ টাকার অধিক হইবে না।

কমিটী যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা এবং তাহা হইলে যে অনেক উপকার দর্শিবে বলা বাহুল্য। কিন্তু এ স্থলে আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট একটী দুঃখের কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না, কমিটী প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের যে জাতিভেদের নিয়ম করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট কি তাহা অনুমোদন করিবেন? কেবল ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় জন কয়েকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেই কি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সাধন হইবে, আর দেশীয়েরা চিরকাল শিল্প শিক্ষায় অনধিকারী হইয়া থাকিবে? তাহা হইলে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টী দেশের উপকারার্থ নয়, কয়েকটী আশ্রিতের বা আত্মীয়ের প্রতিপালনার্থ সৃজিত হইল! আমরা দেখিতে পাই, গবর্ণমেণ্ট উদার উদ্দেশ্যে অনেক সঙ্কল্প করেন, গৌরাঙ্গ শ্যামাঙ্গ নিরপেক্ষ হইয়া অনেক শুভ ব্যবস্থা করিতে যান, কিন্তু তাঁহাদিগের মন্ত্রীদিগের দোষে সে সঙ্কল্প ও অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়া যায়। শেষোক্ত মহোদয়গণ সকল কার্য্যের শেষ ফল সঙ্কীর্ণহৃদয়তা ও পক্ষপাতিতা প্রতিপন্ন করিয়া দেন। অধিকারী অনধিকারী নির্বাচনের সময় বয়সের নিয়ম হউক, বিদ্যা ও চরিত্রের উচ্চতর নিয়ম হউক, তাহাতে আমরা কোন আপত্তি করি না, কিন্তু এক জাতিকে চিহ্ন দিয়া গ্রহণ ও অপর জাতিকে ইতর বলিয়া পরিত্যাগ করা কখন বিধেয় নহে। বিশেষতঃ ইহা কোন শাসন সংক্রান্ত কার্য্য নহে, যে দেশীয়কে নিযুক্ত করিলে কি জানি কি গোলযোগ ঘটে! বিদ্যা ও জীবিকা অর্জন স্থলে শ্বেত কৃষ্ণ উভয় বর্ণের প্রতি সমান অনুগ্রহ প্রদর্শন করা সঙ্গত। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট জাতি ভেদের নিয়মটী রহিত করিবেন।

দেশীয়দিগের শিল্প কার্য্য শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন বিস্তৃত উপায় অবলম্বন করেন, এইটী আমাদিগের অভীষ্ট। লর্ড নর্থব্রুক রেলওয়ের অধ্যক্ষদিগকে এদেশীয় শিক্ষানবিস লইবার যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহার ফল কি হইয়াছে আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। আমরা যতদূর জানি, সেটী তাঁহার মুখে শুনিতে ভাল, এই পর্য্যন্ত হইয়াই যে শেষ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। রেলওয়ের কার্য্য শিক্ষার্থ কয়েক ব্যক্তি অভিলাষী হইয়া আমাদিগের নিকট মধ্যে মধ্যে নিয়মাদি জানিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে কোন সদুত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হই নাই। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এক আশা না দেওয়া উচিত ছিল, আশা দিয়া নিরাশ করা অত্যন্ত ক্লেশকর। গবর্ণমেণ্ট এই বিষয় বিশেষ বিবেচনা-স্থলে গ্রহণ করিয়া এ দেশীয়দিগের প্রতি ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করিবেন, এই আমাদিগের অনুরোধ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন ও বেঙ্গল সিবিলিয়ন।

আমাদের ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড স্যালিসবরি বড় সঙ্কটে পড়িয়াছেন। দুই দিক হইতে ভিন্নস্বার্থ দুই দল লোক তাঁহার দুই হাত ধরিয়া পরস্পর বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক দিকে লণ্ডন নগরের ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ভারতবর্ষীয় প্রজাপুঞ্জের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন যে ভারতবর্ষীয় অধিবাসীদিগকে অবিলম্বে দেশের উচ্চ কর্ম্মে নিয়োজিত করা বিধেয়; ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্ব্বিসে তাহাদিগেরই ন্যায্য অধিকার। ইংলণ্ডীয় পরীক্ষার দায় হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সিবিল সর্ব্বিসে প্রবিষ্ট হইতে দেওয়া আবশ্যক। অন্য দিকে বেঙ্গল সিবিলিয়ানেরা তাহাদের বহুকালের ভোগ্য পদ ও স্বার্থ সংরক্ষণার্থ তাঁহার নিকট প্রার্থী হইয়া বলিতেছেন, "আমাদিগের চিরাধিকৃত পদ আমাদিগকে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে না দেওয়া নিতান্ত অনুচিত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের অঙ্গীকার ভঙ্গ হইবে; আমাদের অবিভাজ্য স্বত্বকে বিভক্ত করিলে আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে।" এই দুই দল আবেদনকারীর কি বিপরীত ভাব! এক দল হেঁট মাথায় আপনাদের অযথা স্বার্থ রক্ষার্থ, আর এক দল উন্নতমস্তকে এবং সরল ও স্বর্গীয় ভাবে একটী অবহেলিত ও অত্যাচরিত জাতির প্রতি ন্যায় ব্যবহার অবলম্বন করিবার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন!!

পার্লেমেণ্ট মহাসভার ১৮৩৩ সালের চার্টের রিনিউয়াল আক্টে ভারতবর্ষের উচ্চ কর্ম্মে অধিবাসীদিগের অধিকার স্বীকার করা হয়। তাহাতে ধর্ম্ম, জাতি বংশ ও বর্ণ ভেদাভেদ নাই। কিন্তু পরীক্ষার স্থান ইংলণ্ডে ধার্য্য করিয়া এই উদার নিয়মকে বহুকাল অবধি 'নির্জ্জীব অক্ষরে' পর্য্যবসিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে গিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই নিয়মের নির্জ্জীবতা ভঙ্গ করেন, তার পর ৩।৪ জন মাত্র ভারতবাসী সত্যেন্দ্র বাবুর সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছেন। আজও সেই নিয়ম অসাড় হইয়া রহিয়াছে। তৎপরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ৩৩ আক্ট, ৩ অধ্যায় ৬ ধারা দ্বারা গবর্ণর জেনারলকে ক্ষমতা দেওয়া হয়, যে তিনি বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতি লইয়া ভারতবর্ষের অধি-

বাসীদিগকে যাবতীয় উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। এ নিয়মটীও অদ্যাবধি জড়ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। দেশে অনেক উপযুক্ত লোক রহিয়াছেন, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট মনে করিলে ইহাদিগকে সিবিল সার্ব্বিসে স্থান দান পূর্ব্বক উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, কিন্তু ক্ষমতা স্বত্বেও কেন গবর্ণর জেনারল এ সকল সদনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতেছেন না? হাইকোর্টের একটী মাত্র বিচারাসনে এতদ্দেশীয় একজন লোককে অধিকার দিয়া হস্ত সঙ্কোচ করিয়া বসিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন এই হতভাগ্য দেশের জন্য স্বতঃ অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। এসোসিয়েসন যথার্থই বলিয়াছেন যে এরূপ হস্ত সঙ্কোচে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের বিপ্রিয় ও বিরাগভাজন হইয়া উঠিবেন। এইজন্য ইংলণ্ড, ইউনাইটেট ষ্টেট্‌সের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, এইজন্য কানাডার প্রজারা ইংরাজদের উপর অসন্তুষ্ট হন। অপর দেশীয় লোকেরা কোন দেশের প্রধান প্রধান পদ অধিকার করিলে, সেই দেশের অধিবাসীদিগের কখনই তাহা সহ্য হয় না। এরূপ স্থলে বিদেশীয় রাজত্ব কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। লর্ড স্যালিসবরি যদি ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব দীর্ঘজীবী করিতে চান, তাহা হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিএসনের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিবেন না।

বেঙ্গল সিবিলিয়নগণ আপনাদের মন্তব্য স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহারা ক্রন্দন করিয়াছেন সত্য, ক্রন্দনের অর্থ কাহারো বোধগম্য হইবার নহে। তবে ইহার গূঢ় অর্থ এই যে সিবিল সার্ব্বিসে তাঁহাদের একাধিকার দেওয়া হউক। তাঁহাদের ক্রন্দনের এই অস্পষ্টতাই তাঁহাদের ভীরুতা ও অনধিকার চর্চ্চার পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমরা বলি তাঁহারা যদি ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী হইতে চান, তাহা হইলে এই অনুচিত দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিবেন এবং অকারণ ক্রন্দন সম্বরণ করিবেন।

প্রাপ্ত।

ডায়মণ্ড হারর্বার হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ——

সম্প্রতি এখানে একটী অতি কৌতুকাবহ মোকর্দ্দমা চলিতেছে। এখানকার মুসলমানেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, একদল "মোহল্লী" ও অপর দল "গরমোহল্লী।" মোহল্লীরা পিতা মাতার শ্রাদ্ধ করে না—আমোদ স্থানে গমন করে না—বাজনা আদি কিছুই শ্রবণ করে না—কাছা দেয় না। ইহাদের আচার ব্যবহার সব নূতন ও গরমোহল্লীদের নিকট একান্ত ঘৃণ্য। সুলতানপুর থানার এলাকাধীন দোলতাবাদ গ্রামে গোরিবুল্লা নামে একজন সঙ্গতিপন্ন মুসলমান বসতি করে; এই ব্যক্তি অল্প কাল হইল মোহল্লী সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছে। মধ্যম পুত্র মোমতাজ ব্যতীত ইহার সকল পুত্রই পিতৃ মতাবলম্বী হইয়াছে। মোমতাজ পিতার বিরাগভাজন হইয়া একবারে তাহার বিষনয়নে পড়িয়াছে। চৈত্র মাসের এক দিন মোমতাজ নিতান্ত উত্ত্যক্ত হইয়া উলুবদাঁড়ি গ্রামের মেথর সাহার বাটীতে গিয়াছিল। গোরিবুল্লা সেখানে লোক পাঠাইয়া সন্তানকে বাড়ীতে আনিয়া তাহার গলদেশে লৌহ শৃঙ্খল দিয়া তাহাকে একটী ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। শৃঙ্খলটী প্রায় ১২ হাত লম্বা; ওজনে চারি সেরের কিছু অধিক হইবেক। শৃঙ্খলের এক প্রান্তভাগ মোমতাজের গলদেশে; অপর ভাগ একটী খুঁটীতে বদ্ধ ছিল। গোরিবুল্লার বাড়ী তিন মহল। মধ্যম মহলে তাহাকে একটী কুঠুরির মধ্যে রাখা হইয়াছিল। দিনান্তে সে এক বার আহার করিতে পাইত; ঘরের মধ্যে একটী গাম্‌লা ছিল; সেই গাম্‌লা মল মূত্র পরিত্যাগ করিবার জন্য রাখা হইয়াছিল। হতভাগ্য মোমতাজ এইরূপ কষ্টকর বন্ধনদশায় কারাগৃহে দেড় মাস কাল অতিবাহিত করিয়াছিল। তাহার ক্রন্দনে কেহই কর্ণপাত করিত না, তাহার দুঃখে কেহই কাতর হইত না। এক দিন গ্রামের চৌকিদার গোরিবুল্লার বাড়ীতে বেতন চাহিতে যায়। তখন বাড়ীর কেহ সেখানে ছিল না। চৌকিদারের শব্দ শুনিতে পাইয়া কৃপাপাত্র মোমতাজ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল; চৌকিদার গিয়া দেখে যে সে শৃঙ্খলবদ্ধ কারাগারে নিক্ষিপ্ত। পরে মোমতাজের কথামত চৌকিদার থানায় সংবাদ দিতে যায়। পথিমধ্যে দারোগা বাবু শিবশঙ্কর বিশ্বাসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। দারোগা সম্বাদ পাইয়াই—গোরিবুল্লার বাড়ীতে উপস্থিত। মোমতাজকে কারামুক্ত করিলেন—কিন্তু শৃঙ্খল বন্ধন মোচন করিতে পারিলেন না। পরে মোমতাজকে সঙ্গে করিয়া একবারে এখানকার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে উপস্থিত হয়েন। এখানে অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমের পর শৃঙ্খল মোচন সমাধা হয়। ফরিয়াদির পক্ষে সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়া গিয়ছে। আসামী গোরিবুল্লা বলে যে মোমতাজ উন্মত্ত—সর্ব্বদা অপকারে প্রবৃত্ত—এই জন্য সে তাহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়াছিল। আসামী জামিনে আছে। বিচার কি হয় জানাইতে বাসনা থাকিল।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। পলাশির যুদ্ধ। কাব্য, শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। কলিকাতা নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮২।

আমাদিগের নবীন বাবু অনেক ক্ষুদ্র ২ উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু কখন একখানি সমগ্র কাব্য লেখেন নাই। এ বিষয়ে এই তাঁহার প্রথম উদ্যম। এ উদ্যমে যে সম্পূর্ণ কৃতার্থতা লাভ করিবেন, তাহা কখন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। এজন্য আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার কাব্য মধ্যে অনেক গুণের সহিত বিস্তর দোষও ঘটিয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাতে তিনি এই দোষাংশ পরিবর্জ্জন করিতে পারেন তজ্জন্য আমরা প্রথমে দোষ গুলি একে একে উল্লেখ করিব! গুণের পরিচয় দিব।

১। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করা এক কথা, সমগ্র কাব্য রচনা করা আর এক কথা। এক একটী কুসুম রচনা করা এক কথা, একটী তোড়া প্রস্তুত করা আর এক কথা। কেবল কুসুম মালায় তোড়া বান্ধা হয় না। কুসুমের বৈচিত্র আবশ্যক করে। কুসুমের সহিত পঞ্চবিধ সুদৃশ্য পত্রের আবশ্যক করে। কুসুম গুলি পত্রের সহিত সুরুচিমত বিন্যাস করিবার ক্ষমতা চাই।

যত গুলি পুষ্প আহরণ করি, সকল পুষ্পই যে আবশ্যক হইবে এমত কথা নয়। বাস্তবিক তোড়াতে আমরা কেবল সুগন্ধের প্রয়াসী নই, তাহার সুন্দর গ্রন্থন ও শোভা দেখিয়া নয়নেরও তৃপ্তি সাধন করিতে চাই।

কাব্য রচনায়ও এই প্রকার। তাহাতে ভাব, কল্পনা, সুরুচি, বিবেচনা, প্রভৃতি অনেক উপকরণ ন্যূনাধিকরূপে আবশ্যক করে। সুরুচি ও বিবেচনার সহিত ভাব ও কল্পনার সমাবেশ না করিতে পারিলে কাব্য রচনায় অনেকগুলি দোষস্পর্শ হয়। যে কাব্যে ভাব ও কল্পনার সুন্দর সমাবেশ হয় তাহাই চিত্ত হরণ করে। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া যদি পলাশির যুদ্ধের সমালোচনা করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, পলাশির যুদ্ধ কাব্য নহে, ইহা কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাবলির সমাবেশ মাত্র। নবীন বাবু ইহাকে নিয়মিত কাব্য করিতে পারেন নাই। তিনি ভাবের সহিত কল্পনা শক্তি মিশাইতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যে ঘটনা নাই, স্ফূর্তি নাই। হৃদয়ের ভাব বেগের প্রাবল্য নাই। হৃদয় উঠিতে গিয়াই যেন দাবিত হইয়াছে। কোন একটী কল্পনা ধরিয়া কাব্য বিরচিত হয় নাই। সকল রচনা গুলিই পরস্পর বিচ্ছিন্ন। ইহাদিগের মধ্যে কোন সম্বন্ধনী সূত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন যাহা মনে আসিয়াছে তাহাই লিখিত হইয়াছে। কারণ অনুসন্ধান কর, কিছুরই কারণ নাই। কিসের কি পরিণাম, তাহাও প্রকাশিত নাই। আশা, ভরসা, বড় বড় বক্তৃতা প্রভৃতি আমরা অনেক বিষয় পড়িলাম, কিন্তু হৃদয়ে কিছুরই অশ্রুপাত হইল না।

২। বর্ণনার প্রতি কবির সমধিক অনুরাগ দৃষ্ট হয়। তিনি সকল বিষয়েরই আড়ম্বর করিয়া আনেন।—মনে প্রত্যাশা হয় যেন কি একটী ঘটিবে। কিন্তু সেই পর্য্যন্তই শেষ। কোথায় কিছু দেখিতে পাই না। শেষে দেখি এক একটী সর্গ এক একটী বক্তৃতা পাঠ করিয়া সমাপ্ত করিয়াছি। বক্তৃতা গুলি এত দীর্ঘ, যে নিতান্ত বিরক্তি ধরে। ভাবের যতদূর সাধ্য প্রসারণ করা যায়, কবি নিজে করিতে ভাল বাসেন। পাঠকের জন্য কিছুই রাখিয়া দেন না। এই বিস্তৃতির জন্য ভাবের প্রাবল্য কমিয়া যায়। যদ্দারা স্বতঃ মনে মনে অন্য পাঁচটা ভাবের উদ্রেক না হয়, তাহাতে কবিত্ব নাই স্বীকার করিতে হইবে। উত্তম কবিতার লক্ষণ এই যাহা পাঠ করিলাম তাহাই শেষ নহে। এজন্য ভাবের সহিত কল্পনা চাই, এবং বর্ণনার ওজস্বিতা জন্য সংক্ষিপ্ততা আবশ্যক। কবির বর্ণনা মধ্যে এই গুণ গুলির সমধিক অভাব অনুভূত হয়। এক একটী সর্গ খুলিয়া দেখ, তন্মধ্যে কেবল সুদীর্ঘ বক্তৃতা যুক্ত বর্ণনাও একটী বক্তৃতায় শেষ। কোথায় পলাশির যুদ্ধ পড়িতে যাইব, না দেখি খৃষ্টান পাদ্রির বক্তৃতা। সে পলাশির যুদ্ধ, ঘটনায় পরিপূর্ণ (যখন ক্লাইব, মিরজাফার ও নবাবের চিত্ত নানা ভাবে আন্দোলিত হইতেছিল,) যে পলাশির যুদ্ধ কবিত্বে পরিপূর্ণ, সে পলাশির যুদ্ধে কি না পাদ্রির বক্তৃতা! এক একজন স্বগত চিন্তা করিতেছেন, না এক একটী বক্তৃতা উদ্গীরণ করিতেছেন। ক্লাইব এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এক স্থানে ডনকুইকসটের ভাব ধারণ করিয়াছিলেন। নবাব সেরাজ যে বক্তৃতা করিয়াছেন,তাহা নিশ্চয় নবাবের শক্তির অতীত। তদ্রূপ রাণী ভবানীর বক্তৃতা। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ব্রিটন লক্ষ্মীর বক্তৃতা বড় চমৎকার!

স্থানে স্থানে প্রবন্ধও লিখিত হইয়াছে, আশার প্রবন্ধটী মন্দ হয় নাই। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এরূপ আশার প্রবন্ধ লিখিয়া থাকে। কবি যদি এই প্রবন্ধকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহার সর্গ বিভাগের এক সংখ্যার মধ্যে, কতিপয় সুন্দর ভাবসম্পন্ন পদাবলী দ্বারা পর্য্যবসিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে কিয়ৎপরিমাণে তাহা কাব্যোচিত হইত। ভাল ভাল কাব্যে আমরা এইরূপই দেখিতে পাই।

কাব্যের সর্ব্বাংশেই প্রকাশ পায়, যে কবি লর্ড বাইরণের অনুকরণ করিতে গিয়াছেন। বর্ণনা বিষয়ে লর্ড বাইরণ অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের বিস্তর দোষ থাকিলেও তিনি এই বর্ণনা দ্বারা সকল দোষের পরিশোধ করিয়াছেন। লর্ড বাইরণের বর্ণনার একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে। তাহা অন্তঃপ্রকৃতি-মূলক, বাহ্য প্রকৃতি-মূলক নহে; লর্ড বাইরণের বর্ণনায় তিনি আপনিই প্রধান। সে সমস্ত বর্ণনায় আমরা বর্ণনীয় বিষয়ের যতদূর না হউক, তাঁহার নিজ প্রকৃতিরই সমগ্রভাব উপলব্ধি করি। কাব্য মধ্যে তিনি যে সকল ব্যক্তির সমাবেশ করিয়াছেন, সে সমুদায়ই বিভিন্ন আকারধারী লর্ড বাইরণ। লর্ড বাইরণের বিষণ্ণ মন একাকী ভাবিতে ভাল বাসিত। এজন্য তাঁহার কাব্য নিবিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বগত চিন্তায় মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে বিবেচ্য এই, লর্ড বাইরণের এই প্রকার বিশেষ ধর্ম্মী, একবিধ, স্বগত চিন্তাপূর্ণ বর্ণনা অনুকরণীয় কি না? অনুকরণ করিতে গেলে তাহাতে সফলতা লাভ করা যায় কি না? বাইরণের সমগ্র অনুকারিগণই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে তাহা দুঃসাধ্য। তাহা আর একজন বাইরণ ভিন্ন সুসাধ্য নহে। কিন্তু সহস্র বর্ষেও একজন বাইরণের বিশেষ প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তির অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা নাই। বাইরণের বর্ণনা যে প্রকার একদেশগত, এবং আত্মচিন্তাশীল, আমাদিগের কবি, সেইরূপ বর্ণনার অনুকরণ করিতে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কবিতায় বাইরণের গুণাংশ বিদ্যমান দেখা যায় না। বাইরণের কবিতায় যে ভাববেগ যে বর্ণনার ওজস্বিতা, যে গভীরতা, এবং যে সংক্ষেপে ভাবপ্রকাশক্ষমতা তাহা সমালোচ্য কাব্যে পরিদৃষ্ট হয় না। বাইরণের এক একটী গুণবাচক শব্দ এক একটী অধ্যায়। আমাদিগের কবির এক একটী অধ্যায় এক একটী পদের তুল্য।

৩। কাব্যনিবিষ্ট পাত্র ও পাত্রীগণের চরিত্র সমালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে তাহা সর্ব্বত্র সুরক্ষিত হয় নাই। নবাবকে কবি যে প্রকার নরাধমরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার স্বগত বাক্য ও অনুতাপ তৎসমুচিত হয় নাই। ব্রিটনলক্ষ্মী একটী বৃহৎ বক্তৃতা করাতে তাঁহার গাম্ভীর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি যদি দুই একটী বাক্য গম্ভীরভাবে আকাশবাণীতে ধ্বনিত করিয়াই অন্তর্দ্ধান হইতেন, তাঁহার গাম্ভীর্য্য সুরক্ষিত হইত এবং কবিরও উদ্দেশ্য সাধিত হইত। রাণী-ভবানীর বক্তৃতায় এত বিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে,যে চতুর জগৎসেট ও সুবিজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তুলনায় হীনতর হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার কথা গুলিতে যেন ভবিষ্যদ্বাণী হইতেছে। এ রাণী ভবানী ঐতিহাসিক রাণীভবানী নহে। তখনকার কালে কোন রাজ্ঞীর কথা দূরে থাক, কোন নৃপতি যদি ততদূর তীক্ষ্ণদর্শী হইতেন, তাহা হইলে এদেশের এত দুর্দ্দশা ঘটিত না। কিন্তু রাণী ভবানীর বক্তৃতার ফল কি? সেই নৈশিক সভায় কি সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইল? অনুসন্ধান করিয়া দেখ কিছুই নহে। তবে কেন এত বাগাড়ম্বর, কেন এত জল্পনা?

৪। ইংরাজীর অনুকরণে এক্ষণকার কবিতায় অনেক দুরান্বয় দৃষ্ট হয়। অমিত্রচ্ছন্দে এপ্রকার দুরান্বয় তত দোষার্হ দেখায় না। কিন্তু পয়ারে যদি পদভঙ্গ হয়, তাহা ঠিক যেন অমিত্রচ্ছন্দের ন্যায় শুনাইতে থাকে। ভাবের প্রবেগের জন্য এবং অর্থের গৌরবের জন্য, এরূপ পদভঙ্গ দোষ স্থানে স্থানে মার্জ্জনীয় বটে, কিন্তু সর্ব্বদা এরূপ ঘটিলে মিত্রাক্ষরচ্ছন্দ নিতান্ত দোষার্হ হইয়া পড়ে। আমরা দেখিতে পাই, আমাদিগের কবি এপ্রকার পদভঙ্গ দোষ বড় ভাল বাসেন। এতদূর ভাল বাসেন যে

স্থানে স্থানে,স্বকৃত সর্গ বিভাগের নিয়মও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। এক বিভাগের বাক্য অন্য বিভাগে আসিয়া শেষ হইতেছে। এপ্রকার বিপর্য্যয় এক স্থলে নয়, বহু স্থলে ঘটিয়াছে। আমরা বলি এতদূর ভাল দেখায় না। আমাদিগের বাক্য বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল:—

২ সর্গের ৩৭ বিভাগ দেখ।

*   *   *   *   *

সঞ্জীবনী সুধারাশি সমস্ত শরীরে
প্রবেশিল ক্লাইবের; বহিল সে ধ্বনি
আনন্দে ধমনী স্রোতে; বাজিল অমনি

৩৮

শ্লথ হৃদয়ের যন্ত্রে,—'কি ভয় বাছনি!' এপ্রকার ছন্দে মিল বাক্য না থাকিলেও হয়। একে পদান্তরে মিল বাক্য স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে পদভঙ্গ দোষের জন্য অনেক স্থল অমিত্রচ্ছন্দের ন্যায় শুনাইতে থাকে। কথা প্রসঙ্গে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। কাব্য মধ্যে 'নীরব' শব্দের বিস্তর ছড়াছড়ি হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা কাব্যের গুণাংশের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এ কাব্যের স্থানে স্থানে অতি সুন্দর বর্ণনা আছে। ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীর রূপ বর্ণনা অতি চমৎকার। কিন্তু দেবীর রূপ কথঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন রাখিলে তাঁহার গৌরব সুরক্ষিত হইত। পলাশি যুদ্ধের পর্য্যবসান হইলে সন্ধ্যা বর্ণন ছলে কবি যে প্রকার চিত্ত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া সহৃদয় পাঠকগণ অবশ্যই ব্যথিত হইবেন, স্বদেশের দুঃখে একদা অবশ্য অশ্রু বিমোচন করিবেন। পাঠকের গোচরার্থ আমরা সেই স্থল হইতে কতিপয় চরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

৬

"নিতান্ত কি দিনমণি, ডুবিলে এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোক সিন্ধু জলে?
যাও তবে, যাও দেব, কি বলিব আর?
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ-উদয় অচলে;
কি জন্যে বলনা আহা ফিরিবে আবার!
ভারতে আলোকে কিছু নাহি প্রয়োজন;
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ;
যদবধি হইবে না দাসত্ব মোচন,
এস না ভারতে পুনঃ এস না তপন।"

৮

"এস সন্ধ্যে! ফুটিয়া কি ললাট তোমার
নক্ষত্র রতন রাজি করে ঝলমল?
কিম্বা শুনে ভারতের দুঃখ সমাচার,
কপালে আঘাত বুঝি করেছ কেবল,
তাহে এই রক্তবিন্দু হয়েছে নির্গত?
এস শীঘ্র প্রসারিয়া ধূসর অঞ্চল,
লুকাও ভারত মুখ দুঃখে অবনত,
আবরিত কর শীঘ্র এই রণস্থল,
রাশি রাশি অন্ধকার করি বরিষণ,
লুকাও অভাগাদের বিকৃত বদন।"

স্থানাভাবে আর আমরা অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। কবি পলাশি যুদ্ধের আর একটী ভাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও অতি সুন্দর।

"ভারতের নয় আজি অসুখের দিন,
আজি হতে যবনেরা হলো হতবল,
কিবা ধনী মধ্যবিত্ত কিবা দীনহীন,
আজি হতে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে সকল।"

ইত্যাদি।

পলাশির যুদ্ধের দিন যখন প্রভাত হইল, সেই প্রভাত কেমন চমৎকারভাবে বর্ণিত হইয়াছে:—

"পোহাইল বিভাবরী পলাশি প্রাঙ্গণে,
পোহাইল ভারতের সুখের রজনী,
চিত্রিয়া ভারত ভাগ্য আরক্ত গগণে,
উঠিলেন দুঃখ ভারে ধীরে দিনমণি।"

ইত্যাদি।

শেষোক্ত চরণদ্বয়ে যে চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা কি গভীর, উদাত্ত ও ভাবপূর্ণ!

২। আমাদিগের কবি, বাইরণের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণবদ্ধ হইয়াছেন। তিনি বাইরণীয় কবিত্বের অনুকরণ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, অনেক স্থলে বাইরণের পদাবলি অনুবাদ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল অনুবাদ চমৎকার সংলগ্ন হইয়াছে। ইদানীন্তন অনেক কবি প্রাচীন কবিদিগের ধন সম্পত্তি লইয়া সম্পন্ন। বাস্তবিক যদি যথাস্থলে সংযুক্ত করা যায়, আর সুন্দরভাবে বিরচিত হয়, তবে অপর কবির সুভাব সকল গ্রহণে তত দোষ নাই। প্রত্যুতঃ এ প্রকার ভাবের প্রয়োগ দেখিলে বরং মনে মনে কেমন এক প্রকার আনন্দের উদয় হয়। পলাশির যুদ্ধে আমরাও এই প্রকার স্বসম্বেদ্য আনন্দ অনেক স্থলে অনুভব করিয়াছি।

৩। নবীন বাবু কতিপয় গীত সংযোজন করিয়া কাব্যের চমৎকার বৈচিত্র সাধন করিয়াছেন। এই গীতগুলি না থাকিলে তাঁহার কাব্য খানি বড় একভাবাপন্ন হইত। সঙ্গীতের মধ্যে কেরোলাইনার গীতটী অতি হৃদয়গ্রাহী। সার ওয়াল্টার স্কটের কাব্যাবলিতে তাঁহার গীতগুলি যেমন মধুর লাগে, সমালোচ্য কাব্যের গীতও প্রায় তদ্রূপ। বাস্তবিক নবীন বাবু যদি পলাশির যুদ্ধ কাব্যখানি, মেকলের "লেস অব এনসেন্ট রোমের" প্রণালী ক্রমে রচনা করিতে পারিতেন, আমাদের অনুমান হয়, তাঁহার কাব্যখানি অধিকতর উপাদেয় হইত।

৪। পলাশি বাগ্‌বিন্যাস অতি মনোহর, বর্ণনার উপযোগী বটে। নবীন বাবুর রচনা প্রাঞ্জল অথচ ওজস্বী, শ্রবণমধুর অথচ গম্ভীর। পদগুলি সমান ওজনে বহিয়া যায়, কোথাও বাধে না। আমরা উপরে যে কতিপয় চরণ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে আমাদিগের কথা সপ্রমাণ করিয়া দিবে।

৫। পলাশির যুদ্ধ একখানি উৎকৃষ্ট সুপাঠ্য কাব্য। ইহার ভাবগুলি সকল সহৃদয় জনের অন্তর মধ্যে প্রবেশ করিবে। এ কাব্য পাঠে পাঠক যদিও অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাবে খিদ্যমান হয়েন, কিন্তু কবি তাঁহাকে অপর দিকে আবার আশা রাজ্যে উত্তোলিত করিয়া দেন। এইটি কাব্যের একটি চমৎকার ভাব। যেন আমরা বুঝিতে পারি, কবি, বাইরণ হইতে তাঁহার বিষণ্ণ ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণকার সময়ে তিনি যে আশা রাজ্যে অবস্থান করিতেছেন, তজ্জনিত তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক আনন্দ যেন উষারশ্মির ন্যায় স্থানে স্থানে বিভাসিত হইতেছে। কবি যেন কোথা হইতে ঘোর তমিস্রা রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রাচ্যদেশে অরুণ বিভার উজ্জ্বলতা অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইতেছেন। এইটি কাব্যের চমৎকার ভাব। এই ভাবে পাঠকের হৃদয়ও আকৃষ্ট ও পুলকিত হয়। আমরাও কবির সহিত বলিয়া উঠি।

"—জানে ভবিষ্যত।"

এই অবনতি কোথা হবে পরিণত।"

২৭

"সেই দিন যেই রবি গেলা অস্তাচলে;
ভারতে উদয় নাহি হইল আবার;
পঞ্চশত বর্ষ পরে দূর নীলাচলে,
ঈষদে হাসিতে ছিল কটাক্ষ তাহার;
কিন্তু পলাশিতে যেই নিবিড় নীরদ,
করিল তিমিরাবৃত ভারত গগণ
অতিক্রমি পুনঃ এই অনন্ত জলদ,
হইবে কি সেই রবি উদিত কখন?
জগতে উদয় অস্ত প্রকৃতি নিয়ম;
কিম্বা জলধর ছায়া থাকে কতক্ষণ।"

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

আমরা অবগত হইলাম বিলাতে গিয়া বারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী খৃষ্টধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন। আবার শুনা গেল অক্ষয় কুমার রুদ্র নামক একজন লণ্ডনবাসী বাঙ্গালী খৃস্টান হইয়াছেন।

সার্জন মেজর আর সি চন্দ্র সার্জন এ ক্রম্বী সাহেবের পরিবর্ত্তে কলিকাতা পব্লিক সর্ব্বিস পরীক্ষার্থীদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষক হইয়াছেন।

গত সেন্সসের গণনা অবলম্বন করিয়া কলিকাতা রিবিউয়ের এক প্রস্তাব লেখক বলিয়াছেন, কলিকাতায় ব্রাহ্ম সংখ্যা ৯০ জন মাত্র। উক্ত গণনার পরেই মিরর ইহার ভয়ানক ভ্রম দেখাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ব্রাহ্মদিগের এক ভারত আশ্রমে ও ব্রাহ্ম নিকেতনে অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় উক্ত সংখ্যক হইবে। এই দুইটী বাটী ছাড়া কলিকাতার আর কোথাও কি ব্রাহ্ম নাই? যাহাহউক, এই অসম্ভব ও অলিক সংবাদ লইয়া খৃষ্টান হেরালড ও বেঙ্গলি ব্রাহ্মদিগকে উপহাস করিতে বসিয়াছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত ও বিস্ময়াপন্ন হইলাম।

সার বার্টল ফ্রিয়ারের পরিবর্ত্তে সার এডওয়ার্ড কোলব্রুক রয়াল আসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি হইয়াছেন।

ইংলিসমান অবগত হইয়াছেন যে ঢাকার খাজে আবদুল গণি 'নবাব' এবং তাঁহার পুত্র খাজে আসানুল্লা 'খাঁ বাহাদুর উপাধি' প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজার ~~ন্যায়~~ নবাবের সংখ্যা কিছু অধিক করিতে পারিলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মহিমা বৃদ্ধি হয়।

আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম, 'প্রভাত সমীর' প্রভাত মেঘ ডম্বর ন্যায় ইতিমধ্যে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছেন। দৈনিক এরূপ একখানি বাঙ্গালা পত্র বঙ্গসমাজের উন্নতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার অকাল মৃত্যুতে আমরা বুঝিতেছি বঙ্গসমাজের এখনও তাদৃশ উন্নত অবস্থা হয় নাই।

গত ১৫ ই মে ঢাকা কলেজের বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ গারেট সাহেবের সম্মানার্থ একটী সভা করেন। কলেজে তাঁহার একখানি অয়েল পেইন্টিং ছবি সংরক্ষিত হইবে, স্থির হইয়াছে।

জনৈক সহযোগী লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে এক্ষণে যে কয়েকজন গবর্ণর আছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই সহধর্ম্মিণী নাই। লর্ড নর্থব্রুক, বোম্বাই গবর্ণর সার পি উডহাউস, সিংহলের গবর্ণর গ্রেগরি এবং মান্দ্রাজের ভাবি গবর্ণর ডিউক অব বকিংহাম দয়িতাবিহীন।

বিগত রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় হরিনাভি ইংরাজি সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের প্রথম পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ১৮৬৬ সালে এই বিদ্যালয় পণ্ডিতবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়। ইহার ছাত্র সংখ্যা ২০০, ইহা হইতে কয়েক বৎসরে ২৪ টী বালক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিদ্যালয়ে ৭ জন ইংরাজী শিক্ষক ও ২ জন পণ্ডিত আছেন। গত বৎসর ইহার আয় ৩৩৮৮৶১০ এবং ব্যয় ৩৩৭৮/১০ হইয়া ১০।৶০ উদ্বৃত্ত হয়। ৯। ১০ বৎসর মধ্যে বিদ্যালয়ের এরূপ সুলক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই। পারিতোষিক উপলক্ষে জগদ্দলবাসী বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ইংরাজী রচনার জন্য একটী বালককে এক রৌপ্য মেডাল প্রদান করেন। কলিকাতা স্কুলের হেড পণ্ডিত বাবু কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্বর্গীয় পিতার স্মরণার্থ এই বিদ্যালয়ের কোন উত্তীর্ণ ছাত্রকে এক বৎসরের জন্য ২৫, টাকা ছাত্রবৃত্তি দানে স্বীকার করেন। পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইলে বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব করা হয়, তাহাতে সভাস্থলেই ২০০ টাকার অধিক চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। আরো চাঁদা তুলিবার উদ্যোগ হইতেছে।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্‌সমানে লিখিত হইয়াছে, কলিকাতা ছোট আদালতের প্রথম জজ ফেগান সাহেব স্বদেশ গমন কালে সুয়েজের নিকট মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইহার সত্যতা পক্ষে এখনও সন্দেহ আছে।

নেশন্যাল পেপার বলেন গবর্ণমেণ্ট বাবু হেমচন্দ্র করকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিবেন। ইনি একজন উপযুক্ত লোক বটেন।

গত পূর্ব্ব শুক্রবার হুগলি নদীতে একটী হাঙ্গর ধৃত হইয়াছে। হাঙ্গরটী দীর্ঘে একখানি গো-শকটের ন্যায়।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম গবর্ণমেণ্ট কুমার নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ইনি সভাবাজারস্থ মৃত রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি সরলতা এবং অমায়িকতা গুণে সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ২৪ পরগণার মধ্যে ইহাঁর যথেষ্ট ভূসম্পত্তি আছে। এমন উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাজা উপাধি প্রদান করাতে সর্ব্ব সাধারণে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর কেন উপেক্ষিত হইতেছেন?

আসাম এবং কাছাড়স্থ চা-ক্ষেত্রের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। আসামে পোকায় এবং কাছাড়ে বৃষ্টিতে চা ক্ষেত্রের অনেক ক্ষতি করিতেছে। দার্জিলিং প্রদেশে চার অবস্থা আশাপ্রদ।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি কলিকাতা আর্ট স্কুলের অন্যতম শিক্ষক বাবু শ্যামচরণ শ্রীমাণী গত ২১এ মে রাত্রে ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি 'আর্য্যজাতির শিল্প চাতুরী' পুস্তক লিখিয়া এ দেশের মহোপকার করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর ন্যায় ভদ্রলোক সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইত না।

আমাদিগের বগুড়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

(১) এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতীব যত্নের সহিত শিববাটী নামক স্থানে একটী প্রাইবেট মাইনর স্কুল স্থাপিত করিয়াছেন। স্কুলে সম্প্রতি প্রায় ৮০।৯০ টী ছাত্র প্রতিদিন উপস্থিত হইতেছে। আমরা প্যারী বাবুর ঈদৃশ উৎসাহকে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না, স্কুলটি চিরস্থায়ী হয়, এই আমাদের প্রার্থনা।

(২) সম্প্রতি পুনরায় অত্র স্থানে জুয়াখেলার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। কয়েক দিবস হইল ১ জন লোক স্বীয় ভূমি বিক্রয় করিয়া ২০০ শত টাকা প্রাপ্ত হয়, এবং জুয়ারিগণের প্রলোভনে জ্ঞানশূন্য হইয়া খেলিতে আরম্ভ করে। যখন হতভাগ্য তাহার ২০০ শত টাকার মধ্যে ১২৬ টাকা উড়াইয়াছে জানিতে পারিল, তখন তাহার জ্ঞান দীপ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে চতুর্দ্দিকে বিপদ দর্শন করিয়া জুয়ারির সহিত গোলযোগ বাধাইল। শেষ ঘটনা বলিতে পারি না! আমরা এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি যে, কোন সাধারণ নিয়ম প্রচার করিয়া দুর্দ্দান্ত জুয়ারিগণের দৌরাত্ম্য নিবারণ পূর্ব্বক দেশের আপদ শান্তি করুন্।

উত্তর পশ্চিম।

গবর্ণমেণ্ট টেম্পল চিকিৎসা বিদ্যালয়ের জন্য বাঁকীপুরের পুরাতন মিসন বাড়ী ২০,০০০ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন।

ঝটিকা নিম্ন বঙ্গ হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হইতেছে। গত বৎসর বর্দ্ধমান অঞ্চল ঝড়ে বিপন্ন হয়। গত পূর্ব্ব রবিবার বাঁকীপুরে বৃষ্টি ও শিলাপাতের সহিত এমন ভয়ঙ্কর ঝটিকা হই-

য়াছে, যে তত্রত্য বৃদ্ধেরাও কোনকালে এমন ঘটনা দেখেন নাই। উত্তর হইতে বায়ু বহিয়া এক ঘণ্টা কাল প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিয়াছিল, ইহাতে অনেক বৃক্ষ উৎপাটিত ও মৃণ্ময় গৃহ সকল ভূমিসাৎ হয়। বাঁকীপুরের যে প্রসিদ্ধ গোলবাটী শতাব্দ কাল অক্ষত ছিল, তাহার এক অংশ এই ঝড়ে পড়িয়াছে। জীবন নাশ অধিক হয় নাই, এই আহ্লাদের বিষয়।

ওকালতী পরীক্ষায় ৬০ হাজার টাকা লাভ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তদ্দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জেলার উকীলদিগের জন্য কয়েকটী পুস্তকালয় স্থাপন করিতেছেন। বেহার হেরাল্ড বলেন, পাটনাতে পরীক্ষা স্বরূপ প্রথম লাইব্রেরী হইবে।

দিল্লী গেজেট বলেন বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসের বিখ্যাত মেলবিল সাহেব, যিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আবদুল রহমন্ নাম ধারণ করেন, সম্প্রতি ডেরাতে ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি মৃত্যুর পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পুনরায় খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

গত ১৪ ই মে পেশোয়ারে যে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হয়, তাহাতে ৫০০০ গৃহ ভস্মসাৎ এবং ১৫০০০ লোক গৃহশূন্য হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ড ২ দিবস প্রবল ছিল। উষ্ণ বায়ু বহিয়া নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের শস্য নষ্ট করিয়াছে।

সম্প্রতি নয়নিতালে ১৮ ঘণ্টা ধরিয়া ক্রমাগত ভয়ানক বৃষ্টিপাত হইয়া গিয়াছে।

রণধীর সিং নামক যে ব্যক্তি লাক্ষোয়ার রাজা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, সাহরণপুরস্থ মারথান সাহেব উহার ৪ বৎসর কারাবাস দণ্ড এবং ১ সহস্র টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজের আকাউণ্টাণ্ট জেনারল মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কে মহ্লার রাওর ব্যয়ার্থ ১০,০০০ টাকা রাখিবার জন্য ভারতবর্ষ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছেন। মহ্লার রাওর মাসিক বৃত্তির পরিমাণ ১০,০০০ টাকা হইল!!

ওয়েষ্টারণ ষ্টার বলেন, ত্রিবন্দ্রামে কোন বিখ্যাত মিসনরীর পত্নী এক ইউরোপীয় মহিলা একজন গাড়োয়ান ও তাহার অবোলা গোকদিগের উপর বিলক্ষণ বীর ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। স্বামী রাজপথে দাঁড়াইয়া নম্রতা ও বিনয়ের উপদেশ দেন, আর তাঁহার স্ত্রী দেশীয়দিগকে ছুচখো চাবুক মারিতে ২ যান, এ বড় সুন্দর দৃশ্য! মোকদ্দমাটী মাজিষ্ট্রেটের কোর্টে গিয়াছে।

বোম্বাই।

দামুদর পন্থকে পুনাতে আনা হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজ বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়াছেন, এ দিকে গবর্ণমেণ্টও তাহাকে সহজে ছাড়িতেছেন না।

পুনাতে এক সপ্তাহে ৪০০ বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

সার মাধব রাও বরদায় একটী হাইকোর্ট স্থাপন করিতেছেন। তাঁহার অনুরোধে ইন্দোরের ২য় জজ বিনায়ক রাও বরদাতে গমন করিয়াছেন। ইন্দোর রেসিডেন্সীর বিটুল উকীলও বরদার রাজ সরকারে নিযুক্ত হইতেছেন। ক্রমে ইন্দোরের মহারাজাকেও বরদাতে যাইলেই হয়।

রত্নগিরি হইতে ষ্টেট্সমানে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন রত্নগিরির অধিবাসিগণ দামুদর পন্থ এবং তাহার পরিবারবর্গকে রত্নগিরির মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না। রত্নগিরি দামুদারের জন্মভূমি।

১৮ই মে যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বোম্বাই দ্বীপের মৃত্যু সংখ্যা ৪০২, গত সপ্তাহ অপেক্ষা ২৬টী অধিক।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন প্রেসিডেন্সী নগর সমূহের বিচার প্রণালী অত্যন্ত অসন্তোষকর। বোম্বাই আপীল আদালতে একটী মোকর্দ্দমা আজ দুই বৎসর হইল নিষ্পত্তি হইবার জন্য রহিয়াছে। বাদী ও প্রতিবাদীকে এরূপ কষ্ট দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে। ইহাতে ব্যয়ের আধিক্য হেতু বাদী ও প্রতিবাদীকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হয়।

জনৈক সহযোগী লিখিয়াছেন সার সালারজঙ্গ হত্যাপরাধে এক ব্যক্তিকে এক লোমহর্ষণ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া বলিয়াছেন, উক্ত ব্যক্তিকে একটী প্রেক গাঁথা পিপার মধ্যে পুরিয়া যে পর্য্যন্ত না তাহার মৃত্যু হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ পিপা রাস্তায় রাস্তায় গড়ান হইবে!। আজি কালি দেশীয় রাজাদিগের উপর ইংরেজ সম্পাদকদিগের বড় আক্রোশ। এটী তাঁহাদিগের স্ব কপোলকল্পিত কি না, জানিতে চাই?

ইউরোপ।

শীত প্রধান ইউরোপে গ্রীষ্মাধিক্যে লোক মারা যায়, এ বড় আশ্চর্য্য, কিন্তু বৎসরে বৎসরে আমরা ইহারই প্রচুর সংবাদ পাইতেছি। এবৎসর স্কটলণ্ডে দুইটী লোক এইরূপে মরিয়াছে। ডণ্ডীর বিবী কিলার রৌদ্রোত্তপ্ত হইয়া এক ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যান। জন স্মিথ নামক ২২ বৎসরের এক যুবা মাঠে বসিয়া মারা পড়েন।

পারিসের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে তৌর্য্যত্রিক বিদ্যার ৩০০ শ্রেণী ও ১৫,০০০ ছাত্র আছে। ৬০ জন সঙ্গীতাধ্যাপক ইহাদিগকে শিক্ষা দান করেন এবং একজন ডিরেক্টর ও দুই জন সব ডিরেক্টর শিক্ষার তত্ত্বাবধান করেন।

সংবাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল গত ১৫ ই এপ্রেল তিন জন ফরাশি পণ্ডিত বেলুনে উঠিয়া আকাশ পথে বিচরণ করিতে গমন করেন। ইহাঁরা ১১॥ টার সময় ৮ সহস্র মিটর উর্দ্ধে আরোহণ করেন। ক্ষণেক পরে উহাঁরা অজ্ঞানাবস্থায় পতিত হন। মুসিয়ার টিশাণ্ডি কেবলমাত্র পৃথিবীতে জীবিত অবস্থায় আগমন করেন। ইনি বলেন দুই ঘণ্টাকাল ইহাঁর চৈতন্য ছিল না। ইনি এক এক বার চেতনা প্রাপ্ত হইতেন, আবার পুনরায় হতচেতন হইয়া পড়িতেন। প্রায় এক ঘণ্টা কাল পরে ক্রমে ক্রমে ইহাঁর চেতনা সঞ্চার হয়, তখন বেলুনটী অত্যন্ত বেগে নিম্নে নামিতেছিল। ইনি অনেক বার সঙ্গীদিগকে ডাকিলেন, উত্তর পাইলেন না। ইনি তাহাদিগকে তুলিতে চেষ্টা করিলেন, তুলিতে পারিলেন না, তাহাদিগের প্রাণবায়ু তখন বহির্গত হইয়া গিয়াছে।

বিবিধ।

বাঁকীপুরের বাবু আনন্দগোপাল সেন ভারতবর্ষীয় পোষ্ট আফিস সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এই প্রয়োজনীয় বিবরণগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ১৮৭৪ সালের ৩১এ মার্চ্চ ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৫৪ খানি সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়, তন্মধ্যে ২৯৮ খানি দেশীয়, ৮৩ খানি ইংরাজী ও দেশীয় এবং অবশিষ্ট ১৭৩ খানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। ১৮৬২ হইতে ৭৪ সালের মধ্যে সংবাদপত্রের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। ১৮৬২-৬৩ সালে ৪৫,৫৮,৫৮১ এবং ১৮৭৩-৭৪ সালে ৮৭,৬২,২০০ ডাকে প্রেরিত হয়। এতদ্ভিন্ন ডাকে যায় না, এমন পত্র সংখ্যা ডাকের অর্দ্ধেক হইবে। ইহাতে স্থির করা যায়, ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা যদি ২৪ কোটী হয়, ২০ ব্যক্তি একখানি সংবাদপত্র পড়িয়া থাকে। ১৮৬২ ৬৩ সালে পত্র ৪৪,১২,৪৬,০৭৩ এবং ১৮৭৩-৭৪ সালে ৭৮,০৫,৩১,৬২৮ ডাকে যায়। বৎসরে ৫ জন লোক ২ খানি চিটী পাইয়াছে।

মধ্য আসিয়াস্থ রুশিয়গণ সিয়ার আলির উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছে। খিবাতে সমুদায় রুশিয়গণকে হত্যা করিবার যে ষড়যন্ত্র হইতেছিল তাহা প্রকাশ হইয়াছে। উরগঞ্জের সর্দ্দারকে কয়েদ করা হইয়াছে। রুশিয়গণ যতদিন না রেলওয়ে প্রস্তুত

করিতেছেন, ততদিন কাবুলের প্রতি হস্ত প্রসারণ করিতেছেন না।

সম্প্রতি ফরমোশাবাসিগণের সহিত চীন সৈন্যের আর একটী যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে চীন সৈন্য পূর্ব্বের ন্যায় পরাভূত হইয়াছে। ফরমোশা এবং চীনের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

প্রেরিত।

লক্ষ্ণৌস্থ সংবাদদাতার পত্র।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমরা সামান্য সামান্য মনান্তরও গৃহে মিটাইতে পারি না, আদালতে যাইতে হয়। অল্প দিন হইল বাবু তারিণী চরণ মুখোপাধ্যায় ও বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু ঠাট্টা করিতে করিতে একটী কলহ উপস্থিত করেন, কিন্তু সেই কলহটী কোন মতেই গৃহে মিটিল না। সমস্ত ভদ্রলোক মিলিয়া দেবেন্দ্র বাবুকে ক্ষমা পত্র লিখিতে ও তারিণী বাবুকে তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু উভয়ের কেহই আপনার গোঁ ছাড়িলেন না। অনেক অনুরোধের পরে যদি বা উভয়ে ক্ষমাপত্রে স্বীকৃত হইলেন, তখন কি প্রকারে উহা লিখিত হইবেক তাহা আর স্থিরীকৃত হইল না। তারিণী বাবু যেরূপ চাহেন, দেবেন্দ্র বাবু সেরূপ দিবেন না, এবং দেবেন্দ্র বাবু যেরূপ দিবেন, তারিণী বাবু তাহা লইবেন না, এই মত গোলযোগ হইয়া ১৯ তারিখে নিউবেরি সাহেবের কাছারিতে বিচার হইয়া গিয়াছে। দেবেন্দ্র বাবুর ৫০্ টাকা জরিমানা ও ৫০০্ টাকার মোচ্‌লকা হইয়াছে। জরিমানার টাকা তারিণী বাবুকে অর্পণ করা হইয়াছে। শুনিলাম দেবেন্দ্র বাবু তারিণী বাবুকে লাতি লাগেনী বলিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দুঃখ প্রকাশ করায় এইরূপ দণ্ডবিধান হইয়াছে, নচেৎ তাঁহার যৎসামান্য জরিমানা হইত। যাহাহউক, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে তারিণী ও দেবেন্দ্র বাবু এই মোকর্দ্দমা গৃহে মিটাইলে কি সুবিজ্ঞের কাজ করিতেন না? কাছারির মধ্যে সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ হওয়া অপেক্ষা উহা যে সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর ছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

মোহন্তদের চরিত্র সম্বন্ধে লোকের পূর্ব্বে যেমত ভক্তি ছিল, আজ কাল তেমনি ঘৃণা জন্মিয়াছে! সে দিবস এখানে কোন একজন ডাক্তার একজন মোহন্তের নামে এই বলিয়া অভিযোগ করেন, যে তিনি তাহার এক উৎকট পীড়া আরোগ্য করায় মাসিক ৪০্ টাকা পেন্সন পাইবার কথা, কিন্তু এক্ষণে মোহন্ত উহা দিতে অস্বীকার করেন, কারণ তিনি উক্ত পীড়া দ্বারা পুনরাক্রান্ত হইয়াছেন; ডাক্তার বলেন যে তিনি পুনঃ কুকার্য্য না করিলে কখনই পীড়িত হইতেন না। এই মোকর্দ্দমা বড় মন্দ রহস্যের নয়। যে মোহন্তদের চরিত্রে তিল মাত্র কলঙ্ক স্পর্শ হইলে তাঁহারা কত দুঃখিত হইতেন, কালসহকারে তাঁহারা প্রকাশ্যরূপে তাঁহাদের জঘন্য চরিত্রের পরিচয় দিতে কিঞ্চিৎ মাত্র কুণ্ঠিত নহেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে এখানে এই ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল, যে রাস্তার উপর মারপিট করিলে পুলিষ হস্তক্ষেপ করিবেক। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতেছি যে মারপিট চুকিয়া না যাইলে পুলিষ কোন মতেই বাহির হন না। সপ্তাহ কাল অতীত হইল কতকগুলি লোক রাস্তার উপর তিন জন লোকের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল, পুলিষ উঁকিও মারিলেন না। মারামারি কালে লোকে কত পুলিষ পুলিষ করিয়া ডাকিতে লাগিল, কে বা উত্তর দেয়? "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনি।" তৎপরে মস্তক চূর্ণ হইয়া শোণিত ধারা বহিতে লাগিল এবং প্রহারকারিরা সকলে স্ব স্ব স্থানে পলায়ন করিল, তখন পুলিষ আসিয়া মহা ধুম ধাম আরম্ভ করিলেন। এরূপ অকর্ম্মণ্য পুলিষ থাকা অপেক্ষা না থাকা শত গুণে ভাল।

আর একটী থিয়েটারের দল এখানে হইতেছে, ইহাঁরা স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিয়া অভিনয় করাইবেন, এমত প্রস্তাবনা হইয়াছে। "গ্রেট ন্যাসন্যাল" থিয়েটর আসিয়া অন্য কোন উপকার করিয়া না গিয়া থাকুন, লক্ষ্ণৌবাসীদের অভিনয় দর্শন সুখের পথ খুলিয়া দিয়াছেন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে অতঃপর দর্শক পাওয়া দুষ্কর হইবেক। ২৫০ কিম্বা ৩০০ জন বাঙ্গালির মধ্যে ১০০ জন (বাছা লোক) দল ভুক্ত থাকিলে কেই বা অভিনয় দিবেন আর কেই বা অভিনয় করিবেন।

কেশরবাগ বারদ্বারিতে ক্যানিং কলেজের ছাত্রদের পারিতোষিক বিতরণ করা হইয়াছে। মান্যবর ইংলিশ সাহেব সভাপতির ভার গ্রহণ করেন ও স্বহস্তে সকল বালককে পারিতোষিক দান করেন। কলেজের অধ্যক্ষ বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করিলে প্রধান কমিশনর ইংলিশ সাহেব একটী বক্তৃতা করেন।

পাত্র কিম্বা পাত্রীর অমতে বিবাহ দেওয়া পিতা মাতার পক্ষে যে কতদূর গর্হিত তাহার বিশেষ বর্ণনা আবশ্যক নাই। সে দিবস কোন এক সম্ভ্রান্ত লোক আপন পুত্রের বিবাহ দেন কিন্তু পাত্র পাত্রীকে দেখিয়া সন্তুষ্ট না হওয়ায় বিবাহটী বড় সুখের হয় নাই।

[প্রণয়]

প্রণয় প্রসূনচয়, যথা কম কুবলয়,
যুবজন চিত্ত সর, অতি শোভা করে রে;
সুখদ সরোজ সার, কুলাঙ্গনা কণ্ঠহার,
কে না তার সমবায়ে সমাদর করে রে?
সজল সরোজ হায়! সমাচ্ছন্ন কালিমায়,
প্রণয় প্রসূনে শোভা সমাকার ধরে রে;
মরি কি বিধির বিধি, পবিত্র প্রণয় নিধি,
প্রিয়জন প্রবাসেতে শতগুণ বাড়ে রে।
কোহিনূর কিরণ সম, প্রণয়াভা নিরুপম,
চিরকাল চাক্‌চিক্য অবিকৃত থাকে রে;
আহা কি উজ্জ্বলতর, হোত প্রেম প্রভাকর,
যদি না বিরহ রাহু গ্রাসিত তাহারে রে!
কেন রে ত্রিদিব বাসী, সদা সুধা অভিলাষী,
থাকিতে প্রণয় সুধা ভুবন ভিতরে রে?
ললিত প্রণয় তার, কে তুলে তুলনা তার,
বিশ্ব বিমোহন গুণে ভব মন হরে রে।
প্রীতি প্রমোদিনী শোভা, জগ জন মনোলোভা,
ক্ষণ স্পর্শে তোষে চিত্ত সন্তোষ সঞ্চারে রে;
কি সরেস সুখ ধাম, ধন্য সে মনুজ গ্রাম,
শোভিছে প্রণয় পদ্ম যার চিত্ত সরে রে।
অনুরাগ গন্ধবহ, সদা শৈত্য গুণ সহ,
মনুজ হৃদয়াকাশে মরি কিবা বহে রে!
সংসার সংহার মূল, বিদ্বেষী বারিদ কুল,
কলহ কুলিশ পাতে দেহ নাহি দহে রে।
গজ মুক্তাকার প্রায় মধুর মৃদুল বায়,
পদ্ম পত্রে বারি বিন্দু যথা মন হরে রে,
সারল্য সমৃদ্ধকর, তথা প্রেম প্রভাকর,
মোহয় মনুজ মন সুধা বরিষণে রে।
শূর বীর পরিকর, কি কিন্নর কিবা নর।
অচল অরণ্য রাজী অনশ্বর নহেরে;
বিনয়-বধির কাল, বিস্তারিয়া ইন্দ্রজাল,
শৌর্য্য বীর্য্য সুষমাদি প্রাণ বায়ু হরে রে।
সংসার সরসী শত, সুখ পদ্ম অবিরত,
হতেছে বিলীন হায় রবিসুত করে রে!
রে কৃতান্ত ক্রূরমতি! নিরখিয়া তোর গতি,
নৈরাশ সরস নীরে কেবা না সন্তরে রে?
রে কৃতান্ত দুরাচার, নিখিল নিধনাধার!
গ্রাসিস্ বান্ধবে কেন করাল কবলে রে?
সদা যেই নিশাকর, বিতরে আনন্দ কর,
ঢাকিস্ কেন রে তায় মেঘ আবরণে রে!
মনুজ মানসাকাশে, আশা বিদ্যুল্লতা হাঁসে,
নিরখিলে নয়নেতে বান্ধব রতনে রে;
সন্তাপ তমস চয়, সদা তিরোহিত হয়,
প্রিয়জন মনোহর মূরতি তপনে রে।
বিলাপ বাড়বানল, শোক সমীরণ দল,
সংসার সাগর নীরে কভু নাই উঠে রে;
সে প্রশান্ত মূর্ত্তি রবি, ধরি মনোহর ছবি,
প্রোৎসাহে জীবন তরি ভাসাতে জীবনেরে।
সুহৃদয় সরলতা, শেমুষী নম্রতা লতা,
প্রেমিক হৃদয় বৃক্ষে বলয়িত থাকেরে!
কেনরে তপন সুত, বিকট নৃশংস দূত,
সহসা হরিস্ সেই লাবণ্য নিচয়েরে?
যে জন্মেছে ভবতলে, সেই তোর কর তলে,
মানস কুসুম তাহে ম্লানাকার নহেরে;
বান্ধব বিয়োগ হায়! কভু নাহি সহা যায়,
নিয়ত হৃদয় বৃত্ত দহে শোকানলেরে।
রাহু রূপে রে কৃতান্ত, গ্রাসিয়া সে দিনকান্ত,
ডুবাস্ জগৎ যবে শোক অন্ধকারে রে;
মনোজ্ঞ ভূষণে সাজি, সে প্রশান্ত মূর্ত্তি রাজী,
বিভাতে অজস্র মন মেরুর কন্দরে রে।
নৈদাঘীয় ঝটিকায়, প্লাবন পীড়নে হায়!
কাণ্ডারী বিহীনে তরি যথা সিন্ধু জলেরে;
সংসার সাগর'পর, তথা মন তরি বর,
প্রণয় কাণ্ডারী বিনা নানা ক্লেশ সহেরে।

১৬ই মে ১৮৭৫।

শ্রীহরিবংশ বসু।
সাং বালিয়ারি।

বিজ্ঞাপন।

AN INVALUABLE SPECIFIC FOR DYSENTERY.

WITHOUT CHARGE.

Enquire of

Babu Kali Nath Bhattacharyya,
Sambhu Chandra Chatterjee's Street,
(Opposite Hari Sabha)
Konnagar.

FOR SALE.

SOLUTIONS
OF
GEOMETRICAL PROBLEMS.
PART I.
Containing 192 diagrams.
Price 14 Annas.
To be had at the Bamabodhini Office.
No. 11, College Square.
OR
Canning Library No. 55 College Street.

'ধর্ম্ম সাধন' প্রতি সপ্তাহে আধ ফরমা করিয়া ছাপিয়া নগদ বিক্রয় করা সুবিধাজনক বোধ না হওয়াতে ইহা মাসে মাসে ২ ফরমা ও পুস্তকাকারে বাহির হইবে স্থির করা যাইতেছে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ৸০, মাসিক /০ আনা, মফস্বলে ডাক মাসুল অতিরিক্ত ১০ পয়সা করিয়া লাগিবে। গ্রাহক সংখ্যা অন্যূন ৩০০ হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা এই পত্রের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব নাম ও ঠিকানা প্রচার কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।

আমার নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রিকার প্রয়োজন আছে। যাঁহার বিক্রয় করিবার ইচ্ছা আছে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া সংবাদ ও মূল্য বিষয় লিখিলে গ্রহণ করিতে পারি।

বঙ্গদর্শন তৃতীয় খণ্ড।
বিবিধার্থ সংগ্রহ (সমস্ত)
তত্ত্ববোধিনী (সমস্ত)

মজীলপুর
৫ ই বৈশাখ। ১২৮২ } শ্রীহেমনাথ দত্ত।

টাকের মহৌষধ।

আমাদের নিকট টাকপড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে ইহার দ্বারা অনেক লোকের টাক সারিয়াছে। অল্পদিনের টাক ১৫।২০ দিনে ভাল হইয়াছে। অধিক দিনের হইলে কিছু অধিক কাল ব্যবহার করিতে হয়। মূল্য ২ আউন্স শিশি ১ টাকা। চিনাবাজার আরমানি গিরজার সম্মুখে শ্রীযুক্ত নরসিংহ প্রসাদ দত্তের দোকানে এবং আমাদের নিজ ডিস্‌পেন্সারিতে বিক্রয় হয়।

১৪ নং সংস্কৃত কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হিন্দু স্কুলের ঠিক সম্মুখে } মহলানবীশ। এবং কোং

প্রকাশিত হইয়াছে।

অজয়েন্দু নাটক।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

শীঘ্র বঙ্গ রঙ্গ ভূমে অভিনীত হইবে।

৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে ৩০ নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও ৩২ নং দূত আপিসে প্রাপ্তব্য।

পি, সি, গুহস্ মিসেলেনিয়াস ডিপো।
শ্রীহট্ট। কাজির বাজার।

আমাদের দোকানে, পেন্টেলুন চাপকান ইত্যাদির নানা প্রকার উৎকৃষ্ট পশমি কাপড় ইংরাজী ঔষধ, বিবিধ ষ্টেশনারি পারফিউমারি এবং নানাবিধ নাটক প্রহসন, স্কুলের ইংরাজী বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্য, নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরি প্রতিষ্ঠিত বারুইপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃৎ, পুরাতন জ্বর, জীর্ণ ও বিষম জ্বর, নূতন পালাজ্বর, সর্ব্বপ্রকার প্রদর, প্রমেহ, কষ্ট রজ, বিসূচিকা, সর্ব্ব প্রকার উদর পীড়া, উদরী, শোথ, উন্মাদ, শিরঃরোগ, চক্ষুরোগ, সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, চর্ম্মরোগ গরমির পীড়া ও বিকৃতির জন্য নানা প্রকার রোগ নাশক দেশীয় ও ইংরাজী বিবিধ প্রকার উত্তম ঔষধ প্রস্তুত আছে। যাঁহারা এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসাধীন হইবেন তাঁহারা বিনামূল্যে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন ও অন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থা অনুসারে ঔষধ লইতে ইচ্ছা করিলে অন্যান্য চিকিৎসালয় অপেক্ষা স্বল্পমূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশীয় রোগী চিকিৎসালয়াধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিলে মূল্যাদির বিষয় জানিতে পারিবেন।

বারুইপুর
১২।১।৭৫ } শ্রীপ্রাণনাথ চক্রবর্ত্তী।

মফস্বল এজেন্সি॥

১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্থাপিত।

মফস্বলের ব্যবসায়ী ও সকল প্রকার ভদ্র লোকের সুবিধার জন্য এই এজেন্সি স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে সকল প্রকার দেশীয় ও বিলাতি দ্রব্য ন্যায্য মূল্যে খরিদ করিয়া পাঠান যায়। কমিশনের নিয়ম সাধারণত শতকরা ৩৷৵০ (টাকায় ১০ পয়সা।) অপরাপর সম্বাদ ও বিশেষ নিয়ম প্রণালী জানিবার নিমিত্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিতে হয়।

১৩৮নং ওল্ডবৈটকখানা ও বাজার রোড কলিকাতা।
২১ কার্ত্তিক ১২৮১ } শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী কমিশন এজেণ্ট

ভারতসংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

		কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	… …	৬ টাকা	৭॥
" ষাণ্মাসিক	… …	৩।০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক	… …	২ "	২।৵০
মাসিক	… …	৸০	৸/০
প্রতি সংখ্যা	…	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতিপঙক্তি প্রথম তিন বার ৵০ আনার হিসাবে তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে পারে।

Printed and published by B. M. GHOSE, *at the* EAST INDIA PRESS, HARINABHI.

REGISTERED No 65.

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

৩য় ভাগ, ১২ শ সংখ্যা। | বঙ্গাব্দ ১২৮২—১৯ এ আষাঢ় শুক্রবার। ২ রা জুলাই ১৮৭৫—। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬্ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭৷৹ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

কলিকাতা গেজেটে দেখা গেল, বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ১ লা জুলাই দার্জিলিং হইতে বহির্গত হইয়া কুচবেহার, ধুবড়ী, গৌহাটী ও ঢাকা ভ্রমণ করিবেন। তিনি ১২ ই জুলাই কলিকাতায় উপনীত হইবেন।

রাজপুর হরিনাভি অঞ্চলে আজি কালি ক্রমাগত চুরির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আমরা শুনিলাম গত ২৮ এ জুন সোমবার রাত্রে রাজপুরের মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর বাটীতে চোর আসিয়া ৩০।৪০ টাকার জিনিষ পত্র লইয়া গিয়াছে। পুলিসের বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

একজন পত্রপ্রেরক নিম্নলিখিত বিষয়টী স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আমাদিগকে লিখিয়াছেন :—

বারুইপুর হইতে জয়নগরের মধ্য দিয়া কুলপীরোড নামক যে ফেরীফণ্ডের রাস্তা আছে কয়েক বৎসরের পর এবার তাহার সংস্কার হইবার উদ্যোগ হইতেছে। রাস্তার পার্শ্বে খোয়া ভাঙ্গিয়া কাঁড়ী দেওয়া হইতেছে; আশ্চর্য্য বিষয় এই যে ধূর্ত্ত কনট্রাক্টদারেরা প্রত্যেক কাঁড়ীর ভিতরে অতি জঘন্য ঝামা ইট ভাঙ্গিয়া দিয়া কেবল উপরে ভাল খোয়ার চাপান দিতেছে। দুর্গাপুরের পোলের দক্ষিণে প্রত্যেক কাঁড়ীতে ঐরূপ চাতুরী করিয়াছে এবং বোধ হয় অপরাপর স্থানেও ঐরূপ হইয়াছে। ৫।৬ ইঞ্চি পরিমাণ উপরকার খোয়া অন্তর করিলে দিব্য ঝামা ইট দৃষ্ট হয়। পূর্ত্ত বিভাগের নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা দেখিয়াও দেখেন না। আমরা আশা করি ২৪ পরগণার সুযোগ্য এক্জিকিউটিভ ইনজিনিয়র রাধিকাপ্রসন্ন বাবু এবার কুলপী রোডের মেটিরিয়াল পরীক্ষার সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ঐ ঐ স্থানের কাঁড়ী ভাঙ্গিয়া ভিতরের অবস্থা দৃষ্টি করেন। এ প্রদেশের রাস্তা একে ৪।৫ বৎসর অন্তর সংস্কার হইবার নিয়ম আছে, তাহাতে তাহার ঐরূপ জঘন্য মসলা দ্বারা সংস্কার হইলে পথিকের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। আমরা অনুরোধ করি গবর্ণমেণ্ট ধূর্ত্ত কন্‌টাক্টদারদিগের এরূপ প্রবঞ্চনা ও অযথা অর্থাগমের পথ বন্ধ করিয়া দিউন।

---

২৪ পরগণার মুলটি গ্রামস্থ আমাদিগের কোন আত্মীয় মগরা পোষ্ট আফিস হইতে চিটী পত্রাদি পাইবার গোলযোগের কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, তথাকার অনেক চিটী মারা যায়। এক শুক্রবারের ভারত সংস্কারক তথায় পর শুক্রবারেও পৌঁছে না, ইহা শুনিয়া আমরা যার পর নাই আশ্চর্য্য হইলাম। তত্রত্য ডাক মুন্সী না কি বলেন, একজন পিয়ন দ্বারা কার্য্য চলে না বলিয়া গোলযোগ হয়। উপরিস্থ কর্ম্মচারীদিগকে আমরা এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি।

পব্লিক ওয়ার্ক বিভাগে নিয়োগ ও পদোন্নতির যাণ্মাসিক পরীক্ষা প্রেসিডেন্সী কলেজ গৃহে আগামী ২ রা ও ৩ রা আগষ্ট হইবে। ১৫ ই জুলাইয়ের পূর্ব্বে কলেজের অধ্যক্ষের নিকট পরীক্ষার্থিগণ আবেদন পত্র ও ফি পাঠাইবেন।

ভারত সংস্কারক।

বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি।

এই দুই পরীক্ষার ১৮৭৬ সালের জন্য যেরূপ পুস্তকাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইলঃ—

বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি।

১। ১৮৭৬ অব্দের নিমিত্ত নিম্নলিখিত পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইলঃ—

১। বাঙ্গালা ভাষা ও রচনা (এক প্রশ্নপত্র)—সংখ্যা ৮০

২। ইতিহাস এবং ভূগোলঃ—

লেথব্রিজ সাহেবের কৃত পৃথিবীর ইতিহাস এবং তৎকৃত বাঙ্গালার ইতিহাস ও ভূবৃত্তান্ত (১ প্রশ্নপত্র) ৭৫

ভারতবর্ষের বিশেষ ভৌগোলিক বিবরণ সহ পৃথিবীর চারিখণ্ডের স্থূল স্থূল বিবরণ, মানচিত্র অঙ্কন, এচ্ এফ্ ব্লান্‌ফোর্ড সাহেবের কৃত প্রাকৃতিক ভূগোল *। (ইংরাজী হইতে অনুবাদিত সংগ্রহ) (১ প্রশ্নপত্র) ৭৫

৩। পাটীগণিতঃ—

দুই খানি প্রশ্নপত্র—এক খানিতে সহজ সহজ বিষয়—প্রত্যেক খানিতে ৫০ করিয়া ১০০

৪। ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং পরিমিতিঃ—

ইউক্লিড ১ অধ্যায়; স্কেলে ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্বন্ধীয় চিত্রাঙ্কন এবং ভূমি জরিপের নিমিত্ত আয়তন স্থির করা (এক খানি প্রশ্ন পত্র) ৭৫

৫। পদার্থতত্ত্ব ও পদার্থ বিজ্ঞানঃ—

নিম্নলিখিত তিন বিষয়ের মধ্যে পরীক্ষার্থিগণ দুইটী লইবেনঃ—

(ক) রসায়ন † রস্কোর প্রথম শিক্ষা পুস্তকের অনুবাদ
(খ) উদ্ভিজ্জ বিদ্যা, (যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত)
(গ) অক্ষয়কুমার দত্তের পদার্থ বিদ্যা এবং মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের পদার্থ দর্শন ১০০

---

* থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানি কর্ত্তৃক সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হইবে।

† থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানি কর্ত্তৃক জুলাই মাসে প্রকাশিত হইবে।

(চতুষ্কয়ের উৎকর্ষ হইলে প্রতি বিষয়ে শতকরা দশ সংখ্যা অধিক দেওয়া হইবে)

২। উত্তীর্ণ ছাত্রেরা নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেঃ—

যাহারা পূর্ণসংখ্যার অর্দ্ধেক বা ততোধিক পাইবে—তাহারা ১ম শ্রেণী।

যাহারা অর্দ্ধেকের ন্যূন এবং ৩/৮ সংখ্যা পাইবে—তাহারা ২য় শ্রেণী।

যাহারা ৩/৮ এর ন্যূন এবং সিকি সংখ্যা পাইবে—তাহারা ৩য় শ্রেণী।

প্রত্যেক জেলার ছাত্রবৃত্তি সকল সেই জেলার উৎকৃষ্ট ছাত্রদিগকে প্রদত্ত হইবে, তাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া চাই; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর এবং ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীরা দূরবর্ত্তী স্কুলের বালকদিগকে অধিকতর অনুগ্রহ করিবেন।

প্রতি স্কুলের দুইটীর অধিক ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইবে না।

এক জেলার নির্দ্দিষ্ট সমস্ত বৃত্তিগুলি সেই জেলার বৃত্তি পাইবার যোগ্য ছাত্রদিগকে দিয়া উদ্বৃত্ত হইলে, তাহা ইন্‌স্পেক্টরের বিবেচনানুসারে প্রয়োজিত হইবে।

মাইনর ছাত্রবৃত্তি।

১৮৭৬ সালের মাইনর ছাত্রবৃত্তির যাহা যাহা পাঠ্য তাহাই হইবে, কেবল নিম্নলিখিত বিষয়ে ভিন্ন—

বাঙ্গালাভাষা ও রচনা পূর্ব্বে ইংরাজি হইবে সংখ্যা ৭৫

বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির ন্যায় মাইনরেও উত্তীর্ণ ছাত্রগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে।

এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি যে নিয়মে প্রদত্ত হইবে, মাইনর বৃত্তিও সেই নিয়মানুসারে প্রদত্ত হইবে।

কে, সট্‌ক্লিফ্‌।
শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি ডিরেক্টর।

আমরা অদ্য স্থানাভাবে এ বিষয়ে আমাদিগের অভিপ্রায় বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইতেছি। যাহাহউক যে স্কুলবুক কমিটী দ্বারা উল্লিখিত পরীক্ষার পুস্তকাদি স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহার কার্য্য প্রণালী দেখিয়া আমরা যার পর নাই আশ্চর্য্য হইয়াছি। প্রায় ২।৩ বৎসর হইল, বঙ্গদেশের নানা বিদ্যালয়ে নানাবিধ পাঠ্য পুস্তকের প্রচলন দেখিয়া লর্ড নর্থব্রুক একটী 'বুক কমিটী' স্থাপনের আজ্ঞা দেন এবং তাহা দ্বারা, সকল বিদ্যালয়ে চলিত হইবার জন্য এক প্রস্থ উৎকৃষ্ট ইংরাজী পুস্তক নির্ব্বাচন করিতে বলেন। কমিটী নিযুক্ত হয়, লেথব্রিজ সাহেব তাহার সম্পাদক। এই কমিটী নিয়োগ দেখিয়া বৃটিষ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন প্রার্থনা করেন, বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তকও ইহাঁদিগের দ্বারা মনোনীত হয়। কমিটী সে ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই কমিটীর অধিবেশন ২ বৎসর কালের মধ্যে হয় নাই, হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন কেবল গত ১১ই মে একবার হইয়াছিল। ইহাঁদিগের প্রথম উদ্দেশ্য যে ইংরাজী পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন, অদ্যাপি তাহার কোন উচ্চ বাচ্য শুনা যায় না। কেবল লেথব্রিজ সাহেব আজি একখানি সাহিত্য সংগ্রহ, কালি দুখানি ইতিহাস প্রকাশ করিলেন দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালা পুস্তক সম্বন্ধেও কমিটীর কোন রিপোর্ট অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। মধ্যে টেম্পল সাহেব তাঁহার এক নির্দ্ধারণে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির কয়েকখানি পরীক্ষণীয় পুস্তকের নামোল্লেখ করেন এবং তাহা লইয়া ঘোর আন্দোলন হয়। 'বুক কমিটীর' ভিতরের অনেক গোলযোগের কথা হিন্দুপেট্রিয়ট প্রকাশ করিয়া দেন। আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, তৎপরেই তাড়াতাড়ি ১৮৭৬ সালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪ খানি পুস্তকবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। যে মহাত্মা লেথব্রিজ ইংরাজী পাঠ্য গ্রন্থ এক চেটিয়া করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহার পৃথিবীর ও বাঙ্গালার ইংরাজী ইতিহাস অনুবাদিত হইয়া বাঙ্গালার পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। থাকার কোম্পানী ব্লাণ্ডফোর্ডের প্রাকৃত ভূগোল ও রস্কোর রসায়ন বিদ্যা ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবেন ইতিমধ্যে তাহা পাঠ্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগে বাণিজ্য ব্যবসায় ও আত্মীয় প্রতিপালনের উদ্দেশ্য যখন প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর ইহার ভদ্রস্থতা নাই। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর টেম্পল ও ডিরেক্টর সটক্লিফ সাহেব এজন্য দোষভাগী সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মদেশ।

ব্রহ্ম রাজের সঙ্গে যে যুদ্ধ সূচনা হইতেছিল, তাহা আপাততঃ স্থগিত হইল। ফরসিথ সাহেবের ব্রহ্মদেশ যাত্রার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মরাজ কারেণ প্রদেশের মায়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। মার্গেরি সাহেবের হত্যা সম্বন্ধেও ব্রহ্মরাজ সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিয়া থাকিবেন। চিন রাজ্যের সীমার মধ্যে মার্গেরি সাহেবের হত্যা হয়। গবর্ণমেণ্ট সন্দেহ করিয়াছিলেন যে এই নৃশংস কার্য্যটী ব্রহ্মরাজের পরামর্শানুসারে সংঘটিত হইয়াছে। তাহাতেই ব্রহ্মরাজের উপর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রকোপ পতিত হয়। মার্গেরি সাহেব গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত হইয়া পশ্চিম চিনের সহিত ইংরাজ বণিকদিগের বাণিজ্য কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। পথে চিন দেশীয় লোকের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। ব্রহ্মরাজের উপর সন্দেহ পতিত হইবার কারণ স্থলে এইরূপ উক্ত হইয়াছেঃ—প্রথমতঃ ব্রহ্মরাজ স্বয়ং বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং পশ্চিম চিনের বাণিজ্য ব্যাপারে তাঁহার একাধিপত্য থাকে এবং ইংরাজ বণিকদের প্রশ্রয় লাভ না হয় ইহা তাঁহার অভীষ্ট হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজ জাতির উপর তাঁহার তাদৃশ সদ্ভাব না থাকিবার সম্ভাবনা। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রণক্ষেত্রে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তখন লর্ড এমহার্ষ্ট ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সে যুদ্ধ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্ত অনায়াসসাধ্য হয় নাই। লর্ড ডালহৌসির পাকচক্রে ব্রহ্মরাজের সহিত আমাদের গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটনা হয়। বিষম রাজ্যলোভী ডালহৌসির হস্ত হইতে ব্রহ্মরাজ সহজে নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহার রাজ্যের

একটী প্রধান প্রদেশ তিনি ডালহৌসির চরণে উৎসর্গ করিয়া তবে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি স্থাপনে সমর্থ হন। সেই অবধি পেগু বৃটিষ ভারতবর্ষের অন্তবর্ত্তী হয়। রাজ্যের একটী প্রধান অংশ হারা হইয়া ব্রহ্মরাজ যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি সদ্ভাব রক্ষা করিতে পারিবেন ইহা সম্ভবপর নহে। আল্‌সেস ও লোরেণ হারাইয়া ফ্রান্সের যত না কষ্ট হইয়াছে, পেগু হারা হইয়া ব্রহ্মরাজের ততোধিক কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উচ্চ ক্ষমতা স্মরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মরাজ সাক্ষাৎভাবে কোন প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম না হইয়া গোপনে আপনার শত্রুতা সাধন করিতে পারেন। এই সকল সম্ভাবনা সূত্র ধরিয়া কতিপয় দুষ্টমতি সংবাদপত্র ব্রহ্মদেশের সহিত তৃতীয় যুদ্ধের সূচনা করিয়াছিল। কিন্তু ইহা পরম আহ্লাদের বিষয় যে তাহাদের দুষ্ট অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না।

আমরা স্বীকার করি বৃটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত ব্রহ্মরাজের তাদৃশ অন্তরের সদ্ভাব নাই এবং থাকাও স্বাভাবিক নহে। আমরা স্বীকার করি ইংরাজ বণিকদিগের বাণিজ্যের সুবিধা হয় ব্রহ্মরাজের তাহা অন্তরের কামনা না হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে মার্গেরি সাহেবের প্রাণবধ করিবেন, তাহা কখন সম্ভব পর নহে। ব্রহ্মরাজের সীমার মধ্যে যদি এই হত্যা ঘটনাটী হইত, তাহাহইলেও এক দিন ব্রহ্মরাজের উপর সন্দেহ স্পর্শিতে পারিত। কিন্তু ঘটনাটী চিন রাজ্যের সীমার মধ্যেই ঘটিয়াছে। যদি কোথাও সন্দেহ পতিত হওয়া স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ চিন সম্রাট্ বা তাঁহার অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারীর প্রতি তাহা হওয়া বিধেয়। চিন সম্রাট্ বলিয়াছেন যে তিনি এ বিষয়ের কিছুই জানেন না। এই কথা বলিয়াই তিনি নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। চিন সম্রাট যদি ব্রহ্মরাজের ন্যায় দুর্ব্বল রাজা হইতেন, তাহা হইলে তিনি এত সহজে নিষ্কৃতি পাইতেন না। তাঁহাকেও ব্রহ্মরাজের ন্যায় যুদ্ধের আশঙ্কায় কম্পান্বিত হইতে হইত। কিন্তু চিনের ভাগ্য তাদৃশ অপ্রসন্ন নহে যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টর হস্তে এরূপ অবমানিত হইবেন। সম্রাটের নিজ অধীনে ৮ লক্ষ সৈন্য ইউরোপীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত। এতদ্ভিন্ন আর ৮। ১০ লক্ষ সৈন্য রাজ্যের বিবিধ প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। বোধ হয় আসিয়া খণ্ডে চিন প্রথম ক্ষমতা। এই ক্ষমতাই চিনের রক্ষাকবচ স্বরূপ।

কিন্তু চিন রাজ্যের সীমার মধ্যে যখন একজন ইংরাজ রাজ প্রতিনিধির হত্যা ঘটনা হইয়াছে তখন চিনের ক্ষমতা দেখিয়া ভয় পাওয়া উচিত নহে। চিন সম্রাটের নিকট হইতে হত্যার সন্তোষজনক হেতুবাদ গ্রহণ করা আবশ্যক। চিনের সম্রাটের কর্ত্তব্য এই হত্যাবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করেন এবং যাহারা হত্যাব্যাপারে লিপ্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহাদিগকে যথোচিত শাসন করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহার সংবাদ দেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ন্যায়ানুসারে চিন গবর্ণমেণ্টের নিকট এরূপ প্রস্তাব করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী।

রাজভক্তি ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা।

প্রজা মাত্রেরই অন্যান্য কর্ত্তব্যের ন্যায় রাজভক্তি প্রদর্শনও যে একটী অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য তৎপক্ষে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। যে প্রজা রাজার সুশাসনে ধন মান ও জীবন রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাবান্ না হয়, সে অকৃতজ্ঞতা অপরাধে অপরাধী এবং ন্যায়ানুসারে দণ্ডনীয়। কিন্তু রাজভক্তির অর্থ তোষামোদ দ্বারা রাজার মনোরঞ্জন করা নহে, তাঁহার দোষকে গুণ বলা নহে এবং তাঁহার অনুরোধে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করা নহে। যে ব্যক্তি এরূপ করিয়া রাজভক্তি প্রকাশ করিতে যায়, সে অতি নীচাশয় এবং রাজার ও রাজ্যের পরম শত্রু। যথার্থ প্রজাহিতৈষী ও বুদ্ধিমান রাজা এরূপ তোষামোদকারীকে ঘৃণা করেন। রাজাকে সন্তুষ্ট রাখা সকল প্রজার পক্ষেই লাভজনক, এই জন্য সাধারণে মিথ্যা ভাষণ দ্বারা তাঁহার কর্ণকে সতত বিনোদন করিতে চায়। যে রাজা এই তোষামোদে ভুলিয়া যান, তাঁহাদ্বারা রাজ্যের সর্ব্বনাশ হয়। ইংলণ্ডের টিউডর ও ষ্টিওয়ার্ট বংশীয় কতিপয় রাজা লোকের উপর অত্যাচার করিয়াও আপনাদিগের কেবল স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে ভাল বাসিতেন। ইহারই ফলে শেষে ইংলণ্ডে ঘোর প্রজাবিদ্রোহ, একটী রাজার শিরশ্ছেদ এবং রাজ্যতন্ত্রের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। বুদ্ধিমান্ নৃপতিগণ আপনাদের শাসন দোষ এবং আপনাদিগের প্রতি প্রজাগণের প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। 'রামরাজ্য' যে এত সুশাসনের আদর্শ বলিয়া এ দেশে চিরপ্রসিদ্ধ আছে, তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় রামচন্দ্র আপনার দোষ শ্রবণে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। 'দুর্ম্মুখ' নামে তাঁহার এক গুপ্তচর ছিল, সে নির্ভয়ে তাঁহার অন্যায় কার্য্য ও অপবাদের কথা তাঁহাকে শ্রবণ করাইত, তাহারই কথায় তিনি প্রজাবিরাগ নিবারণার্থ প্রাণপ্রিয়া সীতাকেও পরিত্যাগ করেন। বস্তুতঃ সাধারণের হিতের জন্য স্বার্থ ও আত্মসুখ ত্যাগে প্রস্তুত

না হইলে কোন রাজা সুশাসনের পরিচয় দিতে পারেন না। বর্ত্তমান সভ্য সময়ের রাজগণ আপনাদিগের দোষের কথা শুনিতে অধিকতর সমুৎসুক, এই জন্য তাঁহারা সংবাদ পত্র সকলকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহারা নির্ভয়ে ও স্পষ্টাক্ষরে শাসনের দোষ গুণ ব্যক্ত করিতে পারে। ইহাদ্বারা যে রাজা প্রজা উভয়েরই অশেষ মঙ্গল হইতেছে ইহা বলা বাহুল্য।/

যাহাহউক এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা স্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য। ভারতবর্ষে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা লইয়া বারংবার হুলস্থূল আন্দোলন হইতেছে। এই সকলের উদ্দেশ্য দেশীয় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা দমন বা বিলোপ করা। আন্দোলনের প্রধান উদ্যোগী ইংরাজী পত্র সম্পাদকগণ। ইহাঁদিগের ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয়, গবর্ণমেণ্টকে যাহা কিছু নিন্দা, তিরস্কার ও অবমাননা করিতে হয়, তাহা তাঁহারা করিতেছেন ও করিবেন, এ দেশীয়েরা পরাজিত জাতি হইয়া কেন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উচ্চ বাচ্য করিবে? যদি করে সে বিদ্রোহিতা। আমাদিগের শাসনকর্ত্তারাও এরূপ ক্ষীণকর্ণ, যে অনেক সময় ইংরাজ সম্পাদকদিগের প্ররোচনায় ভুলিয়া কঠিন আইন প্রণয়নে ক্ষান্ত হন না। যাহা হউক আমরা এ কথা বলিতে পারি, বাঙ্গালা সংবাদপত্র সকলের যে কিছু সাহস তাহা ইংরাজী সংবাদপত্র সকল দেখিয়া। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগে কখন ইংরাজ সম্পাদকগণকে অতিক্রম করেন না। বরদার গোলযোগে অনেক ইংরাজীপত্র গবর্ণমেণ্টকে কি না বলিয়াছেন? কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে কেহ কিছু উচ্চবাচ্য করেন নাই; দেশীয় পত্র দুই একখানি কিছু কঠিন বাক্য প্রয়োগ করাতে তাহাদিগকে সাধারণের লক্ষ্য স্থলে ধৃত করা হইতেছে এবং সমুদায় দেশীয় পত্রকে শাসন করিবার আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট 'সিডিসন' আইন করিয়া বিদ্রোহোত্তেজকদিগকে দণ্ড দিবার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। যদি কেহ সে অপরাধে অপরাধী হয়, বিচারাধীন হইয়া দণ্ড পাইবে। যদি আরো কিছু কঠোর নিয়ম ব্যবস্থাপন আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা সমভাবে ইংরাজী ও দেশীয় পত্রের উপর প্রযুক্ত হউক, কাহার দুঃখের কারণ হইবে না। কিন্তু এ প্রকার কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন না করিয়া কেবল দেশীয় পত্র সকলের স্বাধীনতা লোপের যদি ষড়্‌যন্ত্র করা হয়, অত্যন্ত অবিচার হইবে এবং তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের ইষ্ট সাধন হইবে না। গবর্ণমেণ্ট কি আশা করেন, ইংরাজ সম্পাদকদিগের সাহায্যেই এদেশের লোকদিগের ভাব গতি অভাব ও কষ্ট সকলি বুঝিতে পারিবেন এবং দেশীয় সম্পাদকদিগের মুখ বন্দ করিয়া আপনাদিগের সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন ও সুযশবিস্তার করিতে পারিবেন? তাঁহারা যে ২০ কোটী লোককে শাসন করিতেছেন, তাহাদিগের মনের প্রকৃত ভাব দেশীয় পত্রেই চিত্রিত হয়, দেশীয় পত্র সকল ভয়ে যদি তাহা প্রকাশ করিতে না পরে, সে ভাব বিনষ্ট হইবে না, ভিতরে ভিতরে অনিষ্ট সাধন করিবে। কোন রাজা বল প্রয়োগ দ্বারা প্রজাদিগের নিকট হইতে রাজভক্তি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, রাজার ঔদার্য্য সৌজন্য প্রজাবৎসলতা আপনা হইতেই প্রজার হৃদয়কে বশীভূত করে ও রাজভক্তি পরায়ণ করিয়া দেয়। আমাদিগের শাসনকর্ত্তৃগণ যদি কোথাও রাজভক্তির কিছু ত্রুটি দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কোন অন্যায়াচরণ হইতে ইহা উদ্ভূত হইয়াছে জানিয়া সতর্ক হউন এবং সেই কারণ নিরাকরণ করুন, প্রজাদিগের পূর্ণানুরাগ লাভ করিবেন।

দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের বিরুদ্ধে বারংবার আন্দোলনে আমাদিগকে একটী শিক্ষা লাভ করিতে হইতেছে। আমরা যে মহদ্ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, রাজপীড়ন ভয়ে তাহা পালন করিতে যেন ক্ষান্ত না হই। শাসনকর্ত্তৃগণ অন্যায় করিতেছেন, ইহা যদি স্পষ্ট দেখিতে পাই, সত্যের অনুরোধে, দেশের অনুরোধে এবং রাজার কল্যাণানুরোধে স্পষ্টাক্ষরে আমরা তাহা ব্যক্ত করিব, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট যদি অন্যায় পূর্ব্বক দণ্ড বিধান করেন, তাহা অকাতরে সহ্য করিব, করিলে মঙ্গল হইবে। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটী বাক্য ও আমাদিগকে স্মরণ করিয়া রাখিতে হইতেছে, আমরা যেন গবর্ণমেণ্টের দোষভাষী হইতে গিয়া কখন রাজভক্তিহীন না হই। গুরুলোকের দোষোল্লেখ সময়ে যেরূপ বিনীত ভাবে তাহা করা কর্ত্তব্য, শাসনকর্ত্তাদিগের দোষোল্লেখ সময়েও সে ভাব যেন আমাদিগের অন্তরে থাকে। আমাদিগের রাজা বিদেশীয় বলিয়া আমাদিগকে এবিষয়ে আরো সতর্ক হওয়া আবশ্যক, কেন না তাঁহারা আমাদিগের আন্তরিক ভাব সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে সক্ষম নহেন এবং অল্প কারণে আমাদিগের প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হইতে পারেন। যে সকল সহযোগী গবর্ণমেণ্টকে কেবল কটূক্তি ও বিদ্রূপ করাতেই আপনাদিগের গৌরব মনে করেন, তাঁহারা যেন আপনাদিগের ভ্রম বুঝিয়া নম্র ভাব অবলম্বন করেন। আমরা মনে করিতে পারি আমরা 'আবদার' করিতেছি, কিন্তু যাঁহাদিগের নিকটে করিতেছি তাঁহারা না বুঝিলে তদ্দ্বারা হিত না হইয়া বিপরীত ফলই লাভ হইবে।

ভারতবর্ষের গৌরবোদ্ধার চেষ্টা।

লোকে কথায় বলে 'মরা হাতী লাক টাকা।' ভারতবর্ষ যত দরিদ্র, পরাধীন ও হীনবস্থ হউক না কেন, এখনও ইহার যাহা গৌরব করিবার আছে তাহা অন্যের পক্ষে পর্ব্বত। দুঃখের বিষয়, দরিদ্রের কণ্ঠে যদি রত্নহার থাকে, তাহা মূল্যবান্ বলিয়া লোকে শীঘ্র আদর করিতে চাহে না। ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে জয় করিয়া মনে করিলেন, তিনি একটী অপদার্থ অসভ্য দেশের ভার কৃপা করিয়া স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, ইহা হইতে তাঁহার কোন লাভ নাই, ইহার মধ্যে সুনিয়ম, সদাচার ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহার উপকার সাধনই তাঁহার লক্ষ্য। ইংলণ্ড যে ভাবে ভারতবর্ষকে শাসন করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে ইহার প্রতি তাঁহার যথোচিত শ্রদ্ধা ও সমাদর লক্ষিত হয় না, কেবল অনুগ্রহসূচক ব্যবহারই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের মহারাণী তাঁহার বাৎসরিক বক্তৃতাতে ভারতবর্ষের নাম প্রায় এককালে ভুলিয়া যান, কোন কোন বার ইহার অতি সামান্য উল্লেখ করেন মাত্র। ইংলণ্ডের মহাসভা পার্লেমেণ্ট ইহার বিষয়ে অতি অল্প মাত্র মনোযোগ করেন, শুনা যায় সভাস্থলে ইহার কথা উত্থাপিত হইলে সভ্যগণ নিদ্রাগত হইয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে ভারতবর্ষের অধিপতি হইয়া ইংলণ্ডের গৌরব বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় নাই। ভারতবর্ষ যে ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুটের সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল রত্ন, তাহা এখন না হউক একদিন সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ইংলণ্ড ভারতবর্ষের উপকার করিতে আসিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে প্রত্যুপকার কিছু পাইতেছেন না এরূপ বলা যায় না। ইংলণ্ড ইহাকে শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে ইহার নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করিতে পারেন না এটী ঠিক্ নহে। ইংলণ্ড ভারতের মহত্ত্ব দর্শনে যদি অনিচ্ছুক ও উদাসীন না হন, তাহা হইলে ইহা হইতে অনেক রত্ন সংগ্রহ করিতে পারেন। ইউরোপের প্রধানতম ক্ষমতাপন্ন ও সুসভ্য জাতি—জর্ম্মণগণ সংস্কৃত ভাষার প্রগাঢ় অনুরাগী হইয়া ভারতের মহিমা মুক্তকণ্ঠে গান করেন। ফরাসীরাও অনেক বিষয়ে ইহাকে গৌরবাস্পদ বলিয়া স্বীকার করেন। ইহাঁদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ড ভারতবর্ষের গুণগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমরা প্রচুর আনন্দ লাভ করিলাম। ইংলণ্ডের প্রায় সমুদায় উচ্চ অঙ্গের বিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠনা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। গত দুই এক বৎসর ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডীয় লোকদিগের ও তত্রত্য রাজ্ঞীর যেরূপ অনুগ্রহ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, এরূপ আর কখন দেখা যায় না। সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভ্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব বাইস চেয়ারম্যান মেইন সাহেব কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট গৃহে একটী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাটীর বিষয় "ভারতবর্ষ দর্শন করিয়া বর্ত্তমান ইউরোপীয় চিন্তার কিরূপ রূপান্তর হইয়াছে।" মেইন সাহেবের মতে ভারতবর্ষ ক্রমশঃ ইউরোপীয় দিগের চক্ষে অধিকতর গৌরবাস্পদ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি বলেন,

"ভারতবর্ষ ঔপমিক ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology) ও ঔপমিক পুরাণ" (Comparative Mythology) পৃথিবীকে দান করিয়াছেন। ইহা হইতে আর একটী বিজ্ঞান শাস্ত্র লাভের সম্ভাবনা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ভাষা ও পৌরাণিক তত্ত্বের ন্যায় সুফল প্রসূত হইবে। আমি এই বিজ্ঞানকে ঔপমিক বিচার তত্ত্ব (Comparative Jurisprudence) নামে আখ্যাত করিয়াছি। আমি একথা সঙ্কুচিত হইয়া বলিতেছি কেন না যদি এ শাস্ত্র থাকে, ইহা আইনের সীমা অনেকদূর অতিক্রম করিয়াছে। ভারতবর্ষের ভাষা অতি প্রাচীন, এই আর্য্য ভাষার সহিত আর যত ভাষা এক জাতীয় তাহার কোনটীই ইহার ন্যায় প্রাচীন নহে। * * আর্য্য ব্যবস্থা, আর্য্য রীতি নীতি, আর্য্য আইন, আর্য্যভাব ও আর্য্য বিশ্বাস যেপ্রকার সম্পূর্ণরূপে অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বিকশিত হইয়াছে, আর কোন দেশে সেরূপ দেখা যায় না।"

মেইন সাহেবের ন্যায় একজন অগাধ বিদ্যাশালী ও সুবিজ্ঞ ইংরাজের মুখে ভারতবর্ষের এইরূপ সুখ্যাতিবাদ শুনিয়া কোন্ ভারতবাসীর হৃদয় আনন্দে পুলকিত না হয়? কিন্তু একথা অহঙ্কার পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে যে কোন ইউরোপীয় সুপণ্ডিত অভিনিবেশ পূর্ব্বক ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত বা প্রাচীন কীর্ত্তি অধ্যয়ন করিবেন, ইহার নিকটে তাঁহার মস্তক অবনত করিতে হইবে এবং সভ্যতাসমুজ্জ্বল ইউরোপের উপরেও অনেক বিষয়ে ভারতের প্রাধান্য আছে স্বীকার করিতে হইবে। সার উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক, মাক্ষ্ মূলার প্রভৃতি মহাত্মাগণ ভারতবর্ষের সহিত যত গাঢ় রূপে পরিচিত হইয়াছেন, ততই ইহার মাহাত্ম্য মুক্তকণ্ঠে বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কোন ইতিবৃত্ত নাই, কিন্তু এক সংস্কৃত ভাষার মধ্যে শত২ যুগযুগান্তরের ইতিহাস সংবদ্ধ রহিয়াছে। যিনি এই ভাষার মধ্যে যত প্রবিষ্ট হইবেন, তিনি যে কেবল ভাষা সংগঠনে হিন্দুদিগের অসাধারণ ক্ষমতা স্বীকার করিবেন এমত নহে, তাঁহাদিগের দ্বারা সভ্যতা, সদাচার, রাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান এবং নীতি ও ধর্ম্মেরও কতদুর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, দেখিয়া অবাক্ হইবেন। ইউরোপীয় ভাষা সকলকে সংস্কৃতের সহিত তুলনা করিতে আসিয়া পৃথিবীর জাতিবিভাগ প্রণালীর নূতন মূল সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, মানবজাতির চিন্তাশক্তির

উদ্ভাবন ও ভাবপ্রকাশের রীতি বিষয়েও অনেক অজ্ঞানতা দূর হইয়াছে। ইউরোপে সংস্কৃত ভাষা প্রচারিত হইয়া ঔপমিক ভাষাতত্ত্বের অনুশীলন বিষয়ে যেরূপ ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইতে সমূহ বিজ্ঞানোন্নতির আশা করা যায়। ইউরোপীয় পুরাণ সকলও ভারতবর্ষীয় পুরাণের সহিত তুলনা স্থলে আসিয়া ইহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং ঔপমিক পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি মাক্ষমূলার প্রধানতঃ ভারতবর্ষের ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত ইউরোপীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের তুলনা করিয়া (Comparative Theology) ঔপমিক ধর্ম্মশাস্ত্র নির্ম্মাণের সূত্রপাত করিয়াছেন। যাহা এতকাল পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ ছিল ভারতবর্ষের যোগে তাহা সম্ভব হইতেছে। এইরূপে রাজনীতি বিষয়েও সাহায্যলাভের আশা পাইয়া মেইন সাহেব (Comparative Jurisprudence) ঔপমিক ব্যবস্থা প্রণালীর সম্ভাবনা স্থির করিয়াছেন। ভারতবর্ষ অমূল্য রত্ন খনি। অনুসন্ধান করিলে ইহা হইতে আরো অনেক রত্ন উদ্ধৃত হইতে পারে। ভারতবর্ষের আচার, নীতি ও ধর্ম্ম এখনও ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের বিশেষ অনুশীলনের বিষয় হয় নাই; যখন হইবে, তখন এ সকলের মধ্যেও তাঁহারা অনেক উন্নতির নিদর্শন অবলোকন করিবেন এবং ইহা হইতে অনেক আদর্শ লাভ করিতে পারিবেন। 'আমাদিগের শাসনকর্ত্তা' ইংরাজ রাজপুরুষেরা অন্যান্য আসিয়াস্থ দেশের ন্যায় ভারতবর্ষকেও 'হিদেন' বা অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করেন এবং সভ্য দেশ সকলের ন্যায় ইহার প্রতি ব্যবহার করা আবশ্যক বোধ করেন না। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজ এই মহাদেশের পূর্ব্ব গৌরবোদ্ধারের যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সম্পন্ন হইলে সমুদায় ইউরোপ ভারতবর্ষকে আর্য্যপ্রধান দেশ বলিয়া জ্যেষ্ঠের ন্যায় সম্মাননা করিবে এবং তখন অন্ততঃ ইউরোপীয় সমাজে গৌরব রক্ষার জন্য ইংলণ্ড এই হীনিত ও অবমানিত দেশকে একটী প্রধান সাধন বলিয়া অবলম্বন করিবেন সন্দেহ নাই। ভারত সন্তানেরা এ সময় কি নিদ্রাগত থাকিবেন? তাঁহাদিগের মাতৃভূমির গৌরবোদ্ধারে তাঁহাদিগেরই অধিক মুখোজ্জ্বল এবং তাঁহাদিগেরই অধিক কল্যাণ। তাঁহারা কি বিদেশীয়দিগের কৃপার উপরেই এ কার্য্য সম্পাদনের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন, আপনারা স্বদেশপ্রেম দ্বারা উত্তেজিত হইয়া কোন যত্ন চেষ্টা অবলম্বন করিবেন না?

প্রাপ্ত।

আশ্চর্য্য স্বপ্ন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই বলিয়া জলাধিপতি নন্দিনী কাদম্বরী ঈষৎ হাস্য করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম দেবি আপনি হাস্য করিলেন কেন, কিন্তু সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া তিনি পুনর্ব্বার বর্ণনা আরম্ভ করিলেন।

"এইরূপে অম্বরাজ দ্বিতীয় অমাত্য বর্ণনান্তে আমাকে সম্বোধন করিলেন, সুন্দরি উঁহার পূর্ব্ব পার্শ্বে নেত্রপাত কর এবং ঐ দেখ রমণীয় বেশধারী, কুঞ্চিত কেশকলাপ, সুগন্ধ বিলেপিত কলেবর নব্য ভব্য সভ্য বাবুটী সভা উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছেন। উনি আমার তৃতীয় সচিব। উনি লম্পট নামে চতুর্দ্দশ ভুবনে বিখ্যাত। উঁহার তুল্য মহাশয় ব্যক্তি চরাচর জগতে দুর্লভ। এমন কি উঁহার গুণগ্রাম বাসকীও সহস্র রসনা দ্বারা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারি যুগে বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। উনি বিধি বিধান কিছুই মানেন না, পুরোহিত দেখিলেই দুস্তর বিপদর্ণব সলিলে নিমগ্ন হয়েন, এবংপিতৃ শ্রাদ্ধের নাম শুনিলেই অন্তরনলে দগ্ধ হইতে থাকেন। সর্ব্বদাই বারবিলাসিনী ভবনে বাস করেন। আহারের সময় একবার সাতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া বাটীতে আগমন করেন এবং কিঞ্চিৎ দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিয়া প্রস্থান করেন। বেশ্যাই উঁহার পক্ষে বারাণসী তীর্থ। উনি বেশ্যাকে এবং বারাণসীকে সমভাবে দেখেন। কারণ উভয়ই ধর্ম্মার্থ মোক্ষপ্রদ, * উভয়ই সুরামোদের দিব্য স্থান, † উভয়ই বয়োরূপের কিম্বা জাতি কুলের কোন বিচার করে না এবং উভয়ই দত্তস্ব ‡ ব্যক্তিকে আপনার পতিত্বে বরণ করে। বেশ্যার পাদার্চ্চনা উঁহার দেবার্চনা, বেশ্যার পাদামৃতই উঁহার হরিচরণামৃত, বেশ্যার সন্তোষই উঁহার সন্তোষ এবং বেশ্যার ভ্রূকুটীই উঁহার পক্ষে প্রলয়ঙ্করী বিভীষিকা। পতিপ্রেমাকাঙ্ক্ষিণী স্বামিসোহাগিনী বনিতা গৃহে ক্রন্দন করিতেছেন, "হা স্বামিন্, হা নাথ, প্রাণবল্লভ" বলিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতেছেন, সে দিগে দৃক্‌পাতও করেন না, সে বিলাপধ্বনি শুনিয়াও শুনেন না এবং কান্তার অশ্রুধারা প্লাবিত গৃহতল দেখিয়াও দেখেন না। স্বীয় জননী যে আহারাভাবে শীর্ণা, এবং বস্ত্রাভাবে চীরধারিণী হইয়াছেন তাহা একবার মনেও করেন না। সে কথা দূরে থাকুক বেশ্যাবিলাসিনীর কি প্রকারে মনস্তুষ্টি হইবে, তাহার কিরূপে অলঙ্কার হইবে সেই চিন্তাতেই সতত ব্যাকুল। উপায়াভাবে অবশেষে অপহরণ বৃত্তি পর্য্যন্তও অবলম্বন করেন। তদ্দ্বারাও হয়ত বারবিলাসিনীর সন্তোষ জন্মে না, এবং যে প্রীতিকে অচঞ্চলা এবং নিত্যা ভাবিতেন, তাহার রূপান্তর হয় এবং উনি বেশ্যাভবন হইতে অর্দ্ধচন্দ্রের সহিত বহিষ্কৃত হয়েন। এইরূপে প্রায় উঁহার জীবন অবসান হয়। উঁহার আর যে কত গুণ তাহা বলিতে রসনা অবসন্না হয়, এই বলিয়া কলিরাজ নিস্তব্ধ হইলেন।"

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হৃদয়বল্লভ! ঐ যে বাতুলের ন্যায় বসিয়া আছেন এবং কখন

---

* বারাণসী পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ এবং মোক্ষ প্রদান করেন যিনি। বেশ্যাপক্ষে ধর্ম্ম এবং অর্থ মোক্ষ অর্থাৎ বিনাশ প্রদান করেন যিনি।

† কাশী পক্ষে সুরগণের আমোদের দিব্যস্থান। বেশ্যাপক্ষে সুরা দ্বারা যে আমোদ তাহার দিব্যস্থান।

‡ কাশীপক্ষে যে ব্যক্তি স্ব অর্থাৎ আপনার শরীর প্রদান করে। যে ব্যক্তি কাশীতে দেহত্যাগ করে সে শিব হয়। বেশ্যাপক্ষে যে ব্যক্তি স্ব অর্থাৎ ধন প্রদান করে সেই বেশ্যার পতি হয়।

হাস্য কখন ক্রন্দন কখন ক্রোধ এবং কখন নৃত্য করিতেছেন উনি কে? জলাধিপতি জামাতা উত্তর করিলেন, অগ্নি বরাননে, উনি আমার চতুর্থ সচিব, সভার মণিস্বরূপ, উঁহার নাম মাতাল। উনি দয়াময় এবং অনন্তমহিমাশালী। উনি যে কোন্ সময় কিভাব ধারণ করেন তাহা আমার স্থূল বুদ্ধির অবাধ্য। কখন ক্ষিপ্তের ন্যায় প্রলাপ বাক্য এবং অশ্লীল ভাষা বারম্বার উচ্চারণ করিতে থাকেন। কখন বা হিংস্র পশুর ন্যায় গর্জ্জন করিতে থাকেন। কখন বা নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকেন। আর কখন বা ভাবে গদ্‌গদ্ হইয়া অবিরত অশ্রুপাত করিতে থাকেন। প্রেয়সি! দেখ, উঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, নাসাগ্র কিঞ্চিৎ স্ফীত এবং অল্প লালবর্ণ হইয়াছে, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ বিস্তৃত হইতেছে এবং চক্ষুর চতুষ্পার্শ্ব কৃষ্ণাঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছে। উনি যে কি চমৎকার নীতিজ্ঞ তাহা সহজে বোধগম্য হওয়া দুষ্কর। কিছু পরিচয় দিলেই বুঝিতে পারিবে। সচিব মহাশয় বলেন যে সুরা যখন সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি, তখন উহা অবশ্য ব্যবহার যোগ্য। যদি অন্য কোন ব্যক্তি বলিলেন যে উহা সুস্থ অবস্থায় সেবন করিলে প্রাণিবর্গের প্রাণ হানি হইয়া থাকে এবং কেবল পীড়া বিশেষে ঔষধের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। অমনি আরক্তলোচনে কহেন যে বায়ু পুরাণের "চতুর্ব্বর্ণৈরপেয়াস্যাৎ সুরা স্ত্রীভিশ্চ নারদ" এই বচনটী অমূলক এবং যখন স্মৃতিকর্ত্তা 'মদ্যমপেয়মগ্রাহ্যমদেয়মিতি' এই বচনটী লিখিয়াছিলেন তখন তাঁহার হিতাহিত বিস্মৃতি জন্মিয়াছিল। আর কহেন যে যদি বল মনু একাধ্যায় পুঁথি সুরাপানের দোষ লিখিয়া পরিপূর্ণ করিয়াছেন, যথা—

অমেধ্যে বা পতেন্মত্তো বৈদিকং বাপ্যুদাহরেৎ।
অকার্য্যমন্যৎ কুর্য্যাদ্বা ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ॥

অস্যার্থঃ। ব্রাহ্মণ মদ্যপান করিয়া অপবিত্র স্থানে পতিত হয়েন, কিম্বা বেদবাক্য উচ্চারণ করেন কিম্বা অন্যান্য অসৎ কার্য্য করেন এইজন্য ব্রাহ্মণের মদ্যপান নিষিদ্ধ। আবার যদিও মনু মোহ বশতঃ সুরাপান করিলে মৃত্যুরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধি দিয়াছেন; যথা—

সুরাং পীত্বা দ্বিজঃ মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ো নির্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ॥

মনুঃ।

অস্যার্থঃ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য মোহ বশতঃ সুরাপান করিলে সেই সুরা অগ্নি সমান তপ্ত করিয়া পান করিবেন, তাহা হইলে দেহ দগ্ধ হইবে এবং সেই পাপ দূর হইবে। কিন্তু দেখ তন্ত্রসারে লেখা আছে:—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পতিত ভূতলে।
উত্থায় তু পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

পান কর পান কর যতক্ষণ না ভূমিতে পড়, ভূমিতে লুণ্ঠন করিয়া উঠিয়া আবার পান কর, তাহা হইলে আর পুনর্ব্বার জন্ম লাভ করিতে হয় না।

অতএব তন্ত্রসারের মত বলবত্তর মানিতে হইবে, কারণ ইহা তন্ত্রের সার এবং কলিতে তন্ত্রই শাস্ত্রের সার। তন্ত্রই শাস্ত্রের সার তাহার প্রমাণ, "আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।" অর্থাৎ কলিতে তন্ত্রোক্ত মতে দেবতার পূজা করিবে। সুতরাং কলিতে সুরা দেবীর পূজা তন্ত্রমতেই শ্রেয়সী।

উনি আমার পঞ্চসচিবের অগ্রগণ্য। যখন পাঁচজন মিলিয়া পান করেন তখন বর্ণাবর্ণভেদ বিচার থাকে না, এবং সুরেশ্বরীর প্রবর্ত্ত যোগিনী চক্রের প্রসাদাৎ জাতি কষ্টকল্পনামাত্র হইয়া উঠে। পান করিবার পর তত্ত্বজ্ঞান ক্রমে ক্রমে উঁহার শরীরে প্রবেশ করিতে থাকে। তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে মন আলোকিত এবং শরীর পুলকিত হয়। তখন উনি কি কর্দ্দম, কি ধূলা, কি মূত্র পুরীষময় স্থান সকলই সমভাবে জ্ঞান করেন। ধরাতল হইতে উঠিয়া যখন চলিতে থাকেন তখন কি মনোহর দৃশ্য; কি সুচারু বিভ্রম, কি মধুর সুললিত সঙ্গীত এবং কি ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম রূপ; সঙ্গীতের এমনি মোহিনী শক্তি যে পুলিষের লোকেরা মোহিত হইয়া উঁহাকে বিনোদ স্থানে লইয়া যায় এবং পরম সমাদরে সেবা করে। সে স্থানের শয্যা অতি রমণীয়া, নবনীত কোমল কুসুমশয্যা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মধ্যে মধ্যে সুমধুর বেত্রাঘাত সন্তোষ পূর্ব্বক ভোজন করিতে হয় এবং অবশেষে বিচারালয়ে নীত হইয়া যথাবিধি দণ্ড গ্রহণ পুরঃসর তথা হইতে বহিষ্কৃত হয়েন। উনি যখন শিষ্যগণকে উপদেশ দেন তাহা শুনিলে শ্রবণেন্দ্রিয় কথামৃতরসে পরিতৃপ্ত হয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের মালিন্য দূর হয়। উনি বলেন সুরার যে কত গুণ তাহা এক মুখে কি বলিব? সুরা সর্ব্বগুণের আকর। ক্ষয়, যক্ষ্মা, পাণ্ডু এবং যকৃৎ প্রভৃতি সুখের নিদান। সুরাপান করিলে ধৃতি, ক্ষমা, ঘৃণা, লজ্জা নিকটে আসিতে পারে না এবং কাম ক্রোধাদি রিপুগণ জগতের মঙ্গলসাধনে প্রবল হইয়া উঠে। পরদারে আসক্তি এবং জীবহিংসাতে প্রবৃত্তি জন্মায়। কপটতা দোষ উৎসন্ন হয় এবং সরলতা অক্ষুণ্নভাবে প্রকাশ পায়। সুরার এমনি মহীয়সী শক্তি যে যাঁহারা রাজদ্বারে এবং মনুষ্যসমাজে সম্মাননীয় হইবেন, যাঁহারা দেশের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন বলিয়া দেশের লোকে চাতকের ন্যায় আশাবারির প্রতীক্ষা করে, তাঁহাদিগকে সুরা অল্প কাল মধ্যে উৎকট পীড়ায় প্রপীড়িত এবং কৃতান্ত ভবনে সমুপস্থিত করে। পশ্চাত্ত্য বিদ্যাপারদর্শী অনেক কৃতবিদ্য এই নগরীস্থ যুবক এক্ষণে উঁহার শিষ্য হইতেছেন। তাঁহারা এই বলিয়া শ্লাঘা করেন যে সুরাতে তাঁহাদের প্রেজুডিস অর্থাৎ কুসংস্কার নাই। সুন্দরি! মাতাল মহোদয়ের যে আর কত মহিমা আছে তাহা বর্ণনে জিহ্বা অবসন্না এবং মুখবর্ণ বিবর্ণ হইতেছে। অতএ যাহা বলিয়াছি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। অঘরাজ এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে আমি উত্তর করিলাম হৃদয়েশ্বর! এই অধীনী আপনার সমদুঃখসুখিনী। তবে যখন আপনি বলিতে অক্ষম হইতেছেন তখন আর আমার শুনিবার ইচ্ছা নাই। আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কলিরাজ ঈষৎ হাস্য করিলেন বোধ হইল যেন কিঞ্চিৎ প্রীত হইয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন প্রিয়ম্বদে ঐ দেখ পূর্ব্বোক্ত সচিবচতুষ্টয় ব্যতীত সভার মধ্যস্থলে যে স্মিতমুখ সভ্যটী বসিয়া আছেন উনি আমার সভার পঞ্চম রত্ন। উঁহার নাম প্রবঞ্চক। সামান্য লোকে উঁহাকে জুয়াচোর কহে। উনি সর্ব্বদাই স্মিতবদন, সর্ব্বকালেই প্রিয়ভাষী এবং সর্ব্বক্ষণেই সদালাপী। দয়া, মায়া, মমতা উঁহার শরীর হইতে দেশান্তরিত হইয়াছে। উনি নিষ্করুণ, নির্ম্মম এবং স্নেহশূন্য। সদাই মুখে ঈশ্বরের নাম জপিতেছেন এবং মনে কাহার সর্ব্বনাশ করিবেন এই চিন্তা করিতেছেন। উনি বিষম কুহকজাল বিস্তার করিয়া স্নেহময়ী জননীর ক্রোড় হইতে শিশুকে হরণ করেন এবং অত্যন্ত সতর্ক পুরোহিতেরও সম্মুখ হইতে লুচির থালা লইয়া প্রস্থান করেন। কখন বা ফোরজারি করিয়া জ্ঞাতিকে সর্ব্বস্ব বঞ্চনা করেন এবং কখন বা গৃহ মধ্যে ব্যাঙ্কনোট প্রস্তুত করিতে থাকেন। কারাবাসই উঁহার শ্বশুরভবনে বাস এবং দ্বীপান্তরই উঁহার বায়ু সেবনার্থ বিদেশ গমন। প্রবঞ্চক মহাশয় এরূপ দৃঢ়ব্রত যে বিষম সঙ্কটেও সত্যের পথে পদার্পণ করেন না এবং অসত্যের পথ ত্যাগ করেন না।"

কাদম্বরী এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন এমন

সময়ে গুড়ুম করিয়া তোপ পড়িয়া গেল এবং সেই শব্দে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। দেখিলাম যে প্রদীপ মৃদুভাবে জ্বলিতেছে এবং গৃহে দ্বিতীয় ভিন্ন তৃতীয় ব্যক্তি নাই। কোথায় বা কাদম্বরী এবং কোথায় বা কলিরাজের কথা। কোথায় বা রাজসভা আর কোথায় বা সভাসদগণ। সকলই স্বপ্নদেবীর মায়া বোধ হইল। আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে বর্ণনার মধ্যভাগে ব্যাঘাত হইয়াছে; কিন্তু কি করিব, 'বিধি বিধি লঙ্ঘিতে কে পারে।' এমন সময় কাক কোকিল ডাকিতে লাগিল এবং আমি এই আশ্চর্য্য স্বপ্নটী পত্রস্থ করিবার সঙ্কল্প সহ তল্পতল পরিত্যাগ করিলাম। ইতি।

শ্রীর—

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। হিন্দু বিবাহ সমালোচন—শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র প্রণীত, বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৸৹ আনা।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বাল্য বিবাহ, অসম বয়সে বিবাহ, বহু বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ এই কয়েকটী সামাজিক বিষয়ের অলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ১ম খণ্ডে প্রথমোক্ত দুইটী বিষয় সমালোচিত হইয়াছে, শেষোক্ত বিষয় দ্বয় ২য় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমান পুস্তক খানির মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য অতি সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার ভাষা রচনাও অতি প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে। ভুবন বাবু আপনাকে চিকিৎসক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, আমরা অনুমান করি তিনি একজন ইংরাজী শিক্ষিত ডাক্তার। প্রস্তাবিত বিষয় সকল আলোচনা করা চিকিৎসকদিগের উপযোগী বটে। কিন্তু আমরা দেখিলাম ভুবন বাবু চিকিৎসা শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া যত না হউক, হিন্দু ব্যবস্থা শাস্ত্রের বিধি প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন। সেই বিধি সকলের মর্ম্ম নিষ্কর্ষণেও বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

বাল্যবিবাহের সমালোচনাতেই পুস্তকের অধিকাংশ পর্য্যবসিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বাল্যবিবাহের কুফল বর্ণনা স্থলে লিখিয়াছেনঃ—"(১) ইহাতে সুখকর দাম্পত্য প্রেম জন্মে না; (২) দম্পতির শারীরিক সমুচিত উন্নতি হয় না; (৩) বিদ্যাশিক্ষা ও মানসিক উন্নতির বিঘ্ন হয়; (৪) সুনীতি শিক্ষার ব্যাঘাত হয়; (৫) দম্পতির সন্তান সন্ততি অসম্পুষ্ট, খর্ব্বদেহ, দুর্ব্বল এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে; (৬) দম্পতির সন্তান সন্ততির মানসিক সৎবৃত্তি সমূহ আজন্মতঃ নিস্তেজ হয় এবং তন্নিমিত্ত ঐ সকল বৃত্তির ভাবী উন্নতির সম্ভাবনাও অল্প হইয়া থাকে; (৭) পুরুষদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক অকাল মৃত্যু সংঘটন হয়, একারণ সমাজ মধ্যে বিধবা সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, বিশেষতঃ নারীদিগের বাল্য বা যৌবনাবস্থায় বৈধব্য দশা উপস্থিত হয় বলিয়া নানাবিধ দুঃসহ ক্লেশ ও অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে।" গ্রন্থকার এই কুফল গুলি অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ইউরোপীয় চিকিৎসকদিগের মত দ্বারাও আপনার উক্তি সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি যুক্তি ও প্রমাণ অপেক্ষা শাস্ত্রের অধিক অনুসরণ করিতে গিয়া স্ত্রী পুরুষের বিবাহযোগ্য বয়স নিরূপণে কিছু ভ্রমে পড়িয়াছেন। ভগবান্ মনুর "ত্র্যষ্ট বর্ষোঽষ্ট বর্ষাম্বা" মত রক্ষা করিতে গিয়া ২৪ বৎসরের পুরুষের অষ্টবর্ষীয়া কন্যা যোগ্যা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শাস্ত্র বিধি সকল আলোচনা ও তদুপরি যুক্তি প্রয়োগ করিয়া গ্রন্থকার স্থির করিয়াছেন "অষ্টম বর্ষ হইতে দ্বাদশ বর্ষ" কন্যার এবং ২৪ হইতে ৪৮ বৎসর পুরুষের বিবাহের প্রশস্ত কাল। ইহা দ্বারা আমরা দেখিতেছি, তিনি বাল্যবিবাহের প্রতিবাদ করিতে গিয়া এক দিকে বাল্যবিবাহের ঘোর পক্ষপাতিত্ব ও অসমবিবাহ নিবারণ করিতে গিয়া অন্য দিকে অসম বিবাহের সপক্ষতা করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের ৮। ১০ বা ১২ বৎসরে বিবাহও কি বাল্যবিবাহ নহে এবং তাহা হইতে সমূহ অনিষ্ট হইতেছে দেখিয়াও কি তাহার কিছু প্রতিবিধান করা সমাজ সংস্কারকদিগের কর্ত্তব্য নয়? গ্রন্থকার শাস্ত্র ও পুরাণ প্রমাণে অধিক বয়সে স্ত্রীলোকের বিবাহের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, কিন্তু তাহা ব্যতিরেক স্থল বলিয়া অগ্রাহ্য তলে ফেলিয়াছেন। পুরুষদের যেরূপ স্ত্রীলোকদিগের অল্প বয়সে বিবাহেরও তিনি সেইরূপ প্রতিবাদ করিবেন ইহা আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু পুরুষদের বিষয়েও তিনি অতি কঠোরতা প্রকাশ করিয়াছেন। ২৪ বৎসরের ন্যূনে তাহাদিগের বিবাহ হইবে না, এটীও সর্ব্বত্র সঙ্গত নহে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন স্বামী স্ত্রীর বয়সের ন্যূনাতিরেক ১৫। ১৬ বৎসর হইলে ক্ষতি নাই, ২০ বৎসরও হইতে পারে, এটী আমাদিগের নিকট যুক্তিসিদ্ধ ও বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের উপযোগী বোধ হইল না। স্ত্রী পুরুষের বয়সে ১০ বৎসরের অধিক প্রভেদ করিলে অত্যধিক বলিতে হইবে। এরূপ স্থলে বিবাহ অসম বিবাহ, তদ্দ্বারা দম্পতির প্রকৃত সখ্যভাব হওয়া সম্ভাবিত নয় এবং বহু অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। বৃদ্ধ বয়সে বালিকা কন্যা বিবাহ করাকেই গ্রন্থকার অসম বিবাহ বলিয়াছেন। ইহা যে অধিকতর অনিষ্টের আকর সন্দেহ নাই। ইহার এই কয়েকটী অনিষ্টকারিতার উল্লেখ করা হইয়াছেঃ—

(১) দম্পতির মধ্যে প্রায় দাম্পত্য সৌহার্দ্দ জন্মে না, (২) সন্তানোৎপাদনের ব্যাঘাত হয় জাত অপত্যেরা দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বল হইয়া থাকে, (৩) অন্যায় ও অতিরিক্ত রতিসেবা বশতঃ নানাবিধ দুর্ঘটনা হয়; (৪) স্বামীর বহু অগ্রে মৃত্যু বশতঃ স্ত্রীর বহু দিন বৈধব্য ক্লেশ ভোগ হয়; (৪) স্ত্রীপুরুষের ব্যভিচার দোষ; (৬) অনেক স্থলে জারজ পুত্রকে ঔরসজ বলিয়া গণনা।

এ সকল গুরুতর বিষয় সমাজস্থ লোকদিগের অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য এবং বাল্যবিবাহ ও বার্দ্ধক্য বিবাহ উভয় প্রথাই যাহাতে বিলুপ্ত হয় তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থকারের সাধু চেষ্টার প্রশংসা করিয়া তাঁহার প্রতি একটী বক্তব্য এই, এখন শাস্ত্র ধরিয়া বিচারে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। শাস্ত্র অপেক্ষা লোকে দেশাচারই অধিক বুঝিয়া থাকে ও মানিয়া থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহ প্রচলন জন্য ঘোরতর শাস্ত্রীয় বিচার করিয়া শেষে দেশাচারের নিকট পরাজয় মানিয়াছেন, তখন শাস্ত্রের দোহাই দিয়া হিন্দুসমাজকে আর কে সংস্কৃত করিতে পারে? শাস্ত্রালোচনা দ্বারা পুরাবৃত্ত সংগ্রহ হইতে পারে, আনুষঙ্গিক অন্যান্য উপকার দর্শিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা সামাজিক কুপ্রথার উন্মূলন বা সংস্করণ করিতে চান, তাঁহারা প্রকৃত যুক্তি পথ অবলম্বন করিয়া অসঙ্কোচে কুপ্রথার প্রতিবাদ করুন এবং স্বতঃ পরতঃ দৃষ্টান্ত ও চেষ্টা দ্বারা যথাসাধ্য সংস্কারের পথ প্রসারিত করুন।

২। শ্রীমদত্ত কৌস্তুভং—বাবু কেদার নাথ দত্ত বিরচিত। এখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ইহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মধ্যে ভক্তি বিষয়ক সুন্দর কবিতা আছে। কেদার বাবু অব্যবসায়ী হইয়াও যে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়।

৩-৪। বাঙ্গালীর মুখে ছাই—প্রহসন ও ডাক্তার বাবু নাটক। পশ্চাৎ সমালোচ্য।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

শুনা গেল আগামী বৎসর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিগণকে লেথ্ব্রিজ সাহেবের ইংলণ্ডের ইতিহাস এবং ভারতবর্ষের একখানি নূতন ইতিহাস (Easy introduction to the History of India) অবলম্বন করিয়া প্রশ্ন দেওয়া হইবে। লেথব্রিজ সাহেব গ্রন্থকার সমাজে এখন একাধিপতি।

কলিকাতা হাইকোর্টের নূতন চিফ্ জষ্টিস্ রিচার্ড গার্থ সাহেব কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

মিরর শুনিয়াছেন বাবু দুর্গানারায়ণ বন্দোপাধ্যায় কলিকাতার পোষ্ট মাষ্টারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

আজি কালি কলিকাতার মধ্যে হোমিওপ্যাথিক এবং কবিরাজি ঔষধের প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। ইংরাজি এলোপ্যাথিক ঔষধে অনেকের তাদৃশ আস্থা নাই। যেখানে শেষোক্ত ঔষধে কোন ফল দৃষ্ট হয় না, সেখানে হোমিওপ্যাথিক এবং কবিরাজি ঔষধে বিশেষ উপকার অনুভূত হয়। তন্নিমিত্তই এলোপ্যাথিক ঔষধের এরূপ অনাদর হইয়াছে। আমরা প্রস্তাব করি যাহাতে হিন্দুদিগের চিকিৎসা প্রণালীর সহিত ইংরাজি চিকিৎসা প্রণালীর সংযোগ হয়, এরূপ একটী ব্যবস্থা করা হউক। আমাদিগের চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্রমশঃ বিলোপ প্রাপ্তি হইতেছে দেখিয়া কাহার মনে না বিষাদ উপস্থিত হয়? সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি কৃতবিদ্যগণ এবিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। অন্যান্য কৃতবিদ্য ডাক্তারগণও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন।

শুনা গেল প্রায় ৩৫০ জন ছাত্র ঢাকা মেডিকাল স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছেন।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর টেম্পল সাহেবের ঢাকা পরিদর্শন করিয়া ২২ এ জুলাইয়ে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার কথা আছে।

গত শনিবার হিন্দু স্কুল গৃহে ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েসনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এ, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। বাবু আনন্দমোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শুনা গেল কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ দরভাঙ্গার মহারাজার জন্য তথায় এক প্রকাণ্ড বাটী নির্ম্মাণ করিবার অভিলাষ করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম আলিপুরের সব রেজিষ্ট্রার বাবু প্রেমচাঁদ বোড়াল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। প্রেমচাঁদ বাবু এতাবৎ কাল অতি যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। ইহাঁর পদত্যাগে এ বিভাগস্থ অনেকেই দুঃখিত হইবেন।

এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী সেক্রেটারি বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ কলিকাতার এস্যুরেন্সের রেজিষ্ট্রার হইয়াছেন।

জনৈক ইংরাজি সহযোগী বলেন লর্ড নর্থব্রুক তাঁহার সামরিক মন্ত্রীদিগের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রহ্মদেশের সহিত এরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যদি ব্রহ্মরাজকে ভারতবর্ষ হইতে যুদ্ধের উপকরণাদি ক্রয় করিতে অনুমতি না দেওয়া হইত, তাহা হইলে এরূপ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

গত পূর্ব্ব বুধবার দার্জিলিং এবং করসিয়ঙের মধ্যে টেলিগ্রাম যোগে সংবাদ আদান প্রদানের পথ বন্দ করা হইয়াছে।

পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ইউনেন সাহেব ক্রমশঃই আরোগ্য লাভ করিতেছেন। ইনি সে দিন একজন বদ্‌মায়েসকে ধৃত করিতে গিয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন।

উত্তর পশ্চিম।

আমাদিগের বারাণসীর সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। বারাণসী নিবাসী মথুর মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক পাষণ্ডের উপপত্নী এক বৃদ্ধার বাটীতে বাস করিত। মুখোপাধ্যায়, উপপত্নীর পরামর্শে ঐ বৃদ্ধার নগদ টাকা এবং মোহর ইত্যাদি ১৫০০ টাকার জিনিষ অপহরণ করে। পরে বৃদ্ধা চোর কে জানিতে পারিয়া ধুম ধাম করাতে চোর বাবু ৪০০ টাকা বৃদ্ধাকে দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে মনস্থ করেন। বৃদ্ধা টাকা গুলি হাত করিয়া বাবুকে পুলিসে ধরাইয়া দেয়। দায়রার বিচারে মথুর বাবুর ১০ বৎসরের নিমিত্ত কারাগার ও দ্বীপান্তর বাসের অনুমতি হইয়াছে।

২। বিগত ১৫ ই জুন মঙ্গলবার হইতে, বারাণসীতে "কাশী পত্রিকা" নামে এক খানি হিন্দি ভাষার পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে অনেকানেক বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবিদ্য লেখকশ্রেণী ভুক্ত আছেন। গবর্ণমেণ্ট ইহার সাহায্যার্থ বার্ষিক ১২০০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের ঈদৃশ উৎসাহ দানে পাঠকবর্গ অবশ্যই আহ্লাদিত হইবেন সন্দেহ নাই। এই সাহায্য বলে পত্রিকা খানিও দীর্ঘজীবিনী হইবে।

৩। গত কল্য, ২১ জুন হইতে এস্থানে প্রবল বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইয়াছে। গ্রীষ্ম অল্পপরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। শস্যও আশা প্রদ হইয়াছে।

৪। বিগত ২১ জুন হইতে বারাণসী ব্রাঞ্চ ষ্টেশনে ইউরোপীয়ের পরিবর্ত্তে দেশীয় এঞ্জিন চালক নিযুক্ত হইয়াছে। দেশীয়েরা কোন কর্ম্মে অপটু নন। তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে দেশীয়েরা হীনাবস্থাতেই থাকে। এই দেশীয় চালকদের বেতন ৩০ টাকা পর্য্যন্ত হইবে। ভূতপূর্ব্ব ইউরোপীয় চালকেরা ২০০ টাকা করিয়া মাসিক বেতন প্রাপ্ত হইতেন। এখন দেশীয়েরা নিযুক্ত হওয়াতে কোম্পানীর বিশেষ লাভ হইতেছে।

বিগত ২৩ এ জুন রাত্রি এক ঘটিকার সময় সিমলার উপর ভালার বাজারে ভয়ানক অগ্নি লাগিয়া দেশীয় বণিক হোসনি বক্স, হামিণ্টন এবং ওয়েষ্ট প্রভৃতি ব্যবসায়ীর গৃহ ভস্মাবশেষ হইয়া গিয়াছে। বিশেষ চেষ্টা হেতু নিম্নতলস্থ এবং প্রধান বাজারে অনল শিখা গমন করিতে পারে নাই। তৎকালে জলাভাবে অগ্নি নির্ব্বাণের কোন উপায় হয় নাই। অনেক দেশীয় ব্যবসায়ীর গৃহ রক্ষা পাইয়াছে। শুনা গেল প্রায় দেড় লক্ষ টাকার সামগ্রী নষ্ট হইয়াছে। অগ্নি লাগিবার কারণ আজিও প্রকাশিত হয় নাই।

সংবাদ আসিয়াছে ১৯ এ জুন পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হেনিসি সাহেব ইনস্পেক্টর আরাটুন সমভিব্যাহারে ইটোয়ার নিকট বিখ্যাত দস্যু জাহর সিংকে ধৃত করিয়াছেন। এই দস্যুকে ধৃত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এক সহস্র টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন।

জনরব উঠিয়াছে কাশ্মীরের মহারাজা যুবরাজের অভ্যর্থনার জন্য কলিকাতায় দুইখানি যান প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। সিম্লায় অবস্থিতি কালে ইহাঁকে যেরূপ সমাদর করা হইয়াছিল তাহাতে ইনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মহারাজা আগামী শীতকাল কলিকাতায় যাপন করিবেন, বোধ হইতেছে।

সদর এবং হাইকোর্টের জনৈক বিখ্যাত উকীল মৌলবি ককদিদ্দিনকে সার জন ষ্ট্রাচি আলাহাবাদের সুবর্ডিনেট জজের পদে নিয়োজিত করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজ টাইম্‌সে লিখিত হইয়াছে কর্ণেল মাকডোনাল্ড শীঘ্রই তিন মাসের অবসর গ্রহণ করিবেন। ইঁহার অবসর কালে টমসন সাহেব শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর এবং পোর্টার সাহেব প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপালের কার্য্য করিবেন।

সাউথ ইণ্ডিয়ান অবজারবার বলেন লেডি হোবার্ট তাঁহার স্বামী লর্ড হোবার্টের জীবনচরিত সঙ্কলন করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন বলিয়া যে জনরব উঠে তাহা সমূলক নহে। লর্ড হোবার্ট ১৮৭৩ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে উতকামুণ্ড লরেন্স এসাইলমে, ১৮৭৪ অব্দের এপ্রেল মাসে মান্দ্রাজ পাচিপা শৈলে এবং ১৮৭৫ অব্দের ১৯ এ এপ্রেল প্রেসিডেন্সি কলেজে যে যে বক্তৃতা করেন, তৎসমুদায় একত্র করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এই পুস্তক প্রচারই উক্তরূপ জনরবের কারণ বলিয়া অনুভূত হয়।

তিনিবেলি, ত্রিচিনাপলি এবং তাঞ্জোরের দক্ষিণাংশে আজিও ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে।

গত ২১ এ জুন কুনুর নগরে মেজর জেনরেল ডব্‌লিউ এন পেস্‌ সাহেব মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি ১৮৪২ অব্দে মান্দ্রাজ সেনাদলে প্রবিষ্ট হন। ইঁহার মৃত্যুতে মান্দ্রাজস্থ সেনাদলের অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন।

বোম্বাই।

চারি বৎসর হইল এলেন লোরেন নাম্নী একটী স্ত্রীলোক সহরস্থ জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বালক বালিকাগণকে ইংরাজি শিক্ষা দিতেন। সেই সময়ে উক্ত ভদ্রলোকের বাটী হইতে বহু মূল্য কতকগুলি মণি মুক্তাদি অপহৃত হওয়াতে এই চৌর্য্য কার্য্যে লিপ্ত বলিয়া তাঁহাকে ধৃত করা হয়। সম্প্রতি সিয়ার আলি নামক জনৈক জমাদার পুত্র কন্যাগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য উক্ত স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করে। স্ত্রীলোকটী সুযোগ পাইয়া প্রায় আড়াই সহস্র টাকার সামগ্রী লইয়া অদৃশ্য হইয়াছেন। ইহার বিষয়ে কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

নূতন গুইকুমারকে ভূতপূর্ব্ব রাজাদিগের ন্যায় বরদা সিংহাসনের উপযুক্ত করিবার জন্য তথাকার রেসিডেন্ট বহু যত্ন করিতেছেন। রেসিডেন্টের তত্ত্বাবধানে ইঁহার বিদ্যাশিক্ষা সম্পন্ন হইবে।

২২ এ জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে বোম্বাই দ্বীপের মৃত্যু সংখ্যা ৩৬৬, পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ২৭ জন অধিক।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম মিমোদ রাও বলবন্ত নাজির পুত্র এবং মৃত অনরেবল জগন্নাথ শঙ্কর সেটের পৌত্র আপা সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে।

গোয়ালিয়র দরবারের আইনানুসারে মহারাজ সিন্ধিয়া "নানা" নামধারী যমুনা দাসকে চারি বৎসর কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

সার মাধব রাও সর্ব্বশুদ্ধ বেতন এবং বার্ষিক বৃত্তি স্বরূপ ১৩৫০০০ টাকা প্রাপ্ত হইবেন।

ইউরোপ।

২১ এ জুন উইণ্ডসর রাজবাটীতে রাজ্ঞী জান্‌জিবারের সুলতানকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

শুনা গেল ডেকান কলেজের অন্যতর অধ্যাপক ডাক্তার কিলহরণ সাহেব কোন জর্ম্মণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভেনিটী ফেয়ার বলেন যদি পার্লেমেণ্ট মহাসভায় ভারতবর্ষ হইতে সভ্য মনোনীত করা হয়, তাহা হইলে অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব রাজা, সিন্ধিয়া এবং হোলকার এক একজন সভ্য হইবেন। ইহাঁরা সমুদায় ভারতবাসীর প্রতিনিধি না হউন, কতকগুলি স্বার্থপরায়ণ বিদ্রোহকারী রাজা এবং নবাবদিগের প্রতিনিধি হইবেন। ভেনিটী ফেয়ার কি সূত্রে এরূপ অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। দেশীয় রাজগণ তাঁহার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে?

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন সম্প্রতি সংস্কৃত অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়ম্‌স্ সাহেব অক্সফোর্ড কলেজে এক বক্তৃতা করেন। যাহাতে ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থীগণের শিক্ষা লাভ হয়, তজ্জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে অক্সফোর্ডে এবং কাম্বিজে এক একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, এই তাঁহার ইচ্ছা।

বোহেমিয়া প্রদেশে রুশিয়ার জারের সহিত অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের সাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছে।

হঙ্গারি প্রভৃতি প্রদেশ সমূহে নদীর তীর ছাপাইয়া সমুদায় স্থানে জল উঠিয়াছে।

বিবিধ।

সংবাদপত্র দৃষ্টে অবগত হইলাম মুয়াটো নদী মুখে তিনটী দুর্গ নির্ম্মিত হইতেছে। এই সকল দুর্গ ক্রপ কামান দ্বারা সজ্জিত থাকিবে। কাণ্টন নগরে যুদ্ধ উপকরণাদি প্রস্তুত করিবার জন্য তিন শত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। সম্প্রতি আময়নগরে ফরমোশা বাসীদিগের সহিত চীনদিগের এক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহাতে চীনেরা সম্পূর্ণরূপ জয়লাভ করিয়াছে। ফরমোশা দ্বীপের সমুদায় অংশ সম্পূর্ণ জয় করিবার অভিপ্রায়ে ১০ সহস্র চীন সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।

রুশিয়া এবং জাপানের মধ্যে যে সন্ধি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে জাপান অধিকারভুক্ত সাগেলিয়ন দ্বীপের দক্ষিণাংশ রুশিয়দিগকে প্রদান করা হইয়াছে। বহু দিবস হইল রুশিয়গণ ইহার উত্তরাংশ অধিকার করিয়াছিল। এই দ্বীপ দ্বারা রুশিয়গণের বিশেষ উপকার হইবে।

কারেণ বাসিদিগের মধ্যে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আজিও শান্ত হয় নাই। এ সময় ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধারম্ভ হইলে ইহারা অগ্রে বিনষ্ট হইত।

প্রেরিত।

আমাদিগের লক্ষ্ণৌস্থ সংবাদদাতার পত্র।

কমিসারিয়েট আফিষের দুইজন বাবু ও একজন ঠিকাদার দায়রায় সমর্পিত হইয়াছেন। ইহাঁরা "টেণ্ডর" মঞ্জুর হওয়ার পর দ্রব্যের দর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এমত কথিত হইতেছে। মোকর্দ্দমা ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে বিচার হইয়াছিল। উকিল জ্যাক্সন ও বারিষ্টার টমাস বাবুদের পক্ষ সমর্থন করেন। জ্যাক্সন সাহেব এই মোকর্দ্দমার এক কৌশল অবলম্বন করিয়া বাবুদের হাজতবাস রক্ষা করেন অর্থাৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারির বিচার শেষ হইতে না হইতে তিনি কাহাকেও না বলিয়া কমিশনর সাহেবের নিকট গমন করিয়া "পূর্ব্বে যে জামিন ছিল পরেও তাহা থাকিবে" এমত অনুমতিপত্র বাহির করিয়া আনেন। উকিল এমত যত্ন করিলে মক্কেলের অনেক ভরসা হয়।

একজন চাপরাসি একজন বঙ্গবাসী ভদ্রলোকের নামে সিটি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে মারপিটের অভিযোগ করিয়াছে। যে বঙ্গবাসীরা হিন্দুস্থানে অতি সমাদরে বাস করিতেন

তাহারা আজ কাল নিজ কর্ম্ম দোষে সকলের নিকট ঘৃণাস্পদ হইতেছেন। কাল সহকারে আরও কত হইবেক!! এইটী লিখিবার পর শুনিলাম যে এই মোকর্দ্দমা ৮ টাকায় রফা হইয়াছে।

মধু বাবু নামক জনৈক রায় কোং কর্ম্মচারী রাত্রিতে পাঠোপযোগী একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রকার বিদ্যালয়ের এখানে নিতান্ত অভাব ছিল এবং এত দিনে সেই অভাবটী পূর্ণ হইল। ইহার প্রথম শ্রেণীতে আপাততঃ নিম্নলিখিত পুস্তক সকল পঠিত হইতেছে।

Lethbridge's Selection.
Hume's (student's) England
Hiley's Grammar & &

অতঃপর উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্র হইলে Law, Literature, Logic and Philosophy. ইত্যাদি পঠিত হইবেক। বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল ল লেক্‌চারার হইয়াছেন। আমরা আশা করি বিদ্যালয়টী চিরস্থায়ী হয় এবং পূর্ব্বের মত যত্নের ত্রুটিতে অকালে কালগ্রাসে পতিত না হয়। মধু বাবু যে উপায়ে বিজ্ঞাপন পত্র ঘোষিত করিয়াছেন তাহা আমাদের মতে যুক্তিসিদ্ধ নহে। আফিসের সাহেবদের দ্বারা এরূপ বিজ্ঞাপন পত্র ঘোষণা করায় বিশেষ ফল লাভ হইবেক এমত বোধ হয় না।

নবাবগঞ্জ ষ্টেশন মাষ্টার মহেন্দ্র বাবু মসন সাহেবের নামে যে অভিযোগ করিয়াছিলেন তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে। মসন সাহেব মহেন্দ্র বাবুর মস্তক চূর্ণ করিয়া দিলেন, কিন্তু ৫০ টাকা মাত্র জরিমানা দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। আশ্চর্য্য রঙের গুণ! একজন বাঙ্গালি কোন সাহেবের মাথা ফাটাইলে নিঃসন্দেহ তাহার সাত বৎসর শ্রীঘরের বন্দোবস্ত হইত।

আগামী ১ লা জুলাই তারিখে কানপুর গঙ্গার পুলের উপর দিয়া আউড এবং রোহিলখণ্ড রেলওয়ের গাড়ি চলিবেক। এই পুলের কর্ম্ম নিউটন সাহেব ৮ ই মার্চ ১৮৬৯ সালে আরম্ভ করিয়া এক্ষণে শেষ করিয়াছেন ন্যূনাধিক ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় দ্বারা এই বৃহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে। এই পুল ২৮৯২ ফুট লম্বা।

এখানকার এক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের একটী সিকি হারায়। স্ত্রীলোকটী তাহার বালিকা চাকরাণীর উপর সন্দেহ করে। চাকরাণী সম্পূর্ণরূপে চুরি অস্বীকার করে, কিন্তু স্ত্রীলোকটা কোন মতে শুনে না এবং কাজির বিচারের মতন তাহাকে বলে যে "তুই যদ্যপি চুরি না করিয়া থাকিস তাহা হইলে আমি এই যে কড়াতে তৈল গরম করিতেছি ইহাতে হাত দিলে তোর হাত জ্বলিবে না, নচেৎ জ্বলিবে।" বালিকা আপন চরিত্রের কলঙ্ক দূর করিবার আশায় গরম তৈলে হস্ত দান করিল এবং তৎক্ষণাৎ হস্ত জ্বলিয়া ফোস্কা হইল। তৎপরে সে জ্বালার চোটে একটা কূপে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। পুলিষ ও প্রতিবাসী লোক জন আসিয়া বালিকাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করে। স্ত্রীলোকটার ৬ মাস কারাবাস হইয়াছে।

যৎসামান্য মূল্যের অলঙ্কারের লোভে দস্যুরা বালক বালিকাদের জীবন নষ্ট করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সে দিবস একটী বালকের মৃত দেহ আয়েসবাগে পড়িয়া রহিয়াছে; শুনিলাম তাহার গাত্রে ৫।৭ টাকা দামের গহনা মাত্র ছিল।

মেঘ।

কে তুমি অম্বরে পবনে চড়িয়া,
গুরু গুরু গুরু গভীর গর্জ্জিয়া,
নদ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র লঙ্ঘিয়া,
ফিরিছ নিয়ত উদাসী প্রায়?
দোলায়ে হৃদয়ে বিজলীর হা'র,
ছায়া দানে তাপ ঘুচায়ে ধরার,
নিয়ত বহিয়া সলিলের ভার,
কেন ভ্রম তুমি কিসের দায়? ১

জলরাশি হ'তে জীবন আহরি,
সযতনে তাহা ধরি শির'পরি,
এদেশ ওদেশ ভ্রম ত্বরা ত্বরি,
শ্যামল বরণে বরষিয়া আঁখি;
যথায় জ্বলিয়া পতঙ্গ-কিরণে,
নীরবে কাঁদিয়া সলিল বিহনে,
শাখামাত্র সার ত্যজি পত্রগণে
উলঙ্গ দাঁড়ায়ে যতেক শাখী; ২

তৃষিত চাতকী চাহিয়া আসার
উর্দ্ধমুখে সদা করে হাহাকার;
মহিষ, বারণ, বরাহ, গণ্ডার
শুষ্ক জলাশয়ে ডুবিয়া রয়;
কুকুর ভল্লুক উত্তাপে যথায়
ঘনশ্বাস ছাড়ি করে হায় হায়,
স্পন্দহীন পাখী বসিয়া ছায়ায়
মুমূর্ষুর মত পশুনিচয়; ৩

জলাশয়ে জল হয়েছে বিরল,
শুকায়েছে তীরে লতাদি শীতল,
ছট্ ফট্ করে জলচর দল
ছোট ছোট মীন ভাসিছে ম'রে;
যথা নর নারী হইয়া বিকল
হুতাশে পূরিছে গগনমণ্ডল;
বিন্দু বিন্দু তথা ছিটাইয়া জল
জুড়াও সবারে কিসের তরে? ৪

কেননা ভীষণ প্রবাহে বহিয়া
তরু, লতা, সৌধ, কুটির প্লাবিয়া,
পশু, পক্ষী, নরে, বেগে ভাসাইয়া,—
কেননা—সবারে বিনাশ কর?
বরষি বিপুল বরফের চাপে
গৃহ, তরু, গিরি চূর্ণ করি দাপে,
পুরিয়া মেদিনী জীবের বিলাপে,
কেননা সবার জীবন হর? ৫

শিলাঙ্গ উন্নত ভূধর চূড়ায়
না মিলে সলিল খনিলে ধরায়,
বিন্দু বিন্দু জমি নিয়ত তথায়
গিরিস্বেদ রূপে পতিত হও;
অথবা রজত-উজল শোভন
ধবল বরণে রঞ্জিয়া নয়ন,
উলঙ্গ অচলে পরায়ে বসন,
বরফ আকারে জমিয়া রও; ৬

চুইয়া চুইয়া নগে নিরন্তর,
মিশিয়া মিশিয়া হইয়া নির্ঝর,
নিতম্ব বহিয়া ঝরি ঝর ঝর,
স্রোতস্বতী রূপে সবেগে ধাও,
নামি নিম্নদেশে যাও প্রবাহিয়া,
পশু পক্ষি নর পিপাসা শমিয়া,
শস্য, লতা, গুল্ম, তরু জন্মাইয়া,
পুন জলধিতে মিশায়ে যাও। ৭

বল জলধর! কি জ্ঞান তোমার?
জীবন রক্ষার দুর্ব্বিসহ ভার
বহিছ নিয়ত কেন এ প্রকার?
কি পবিত্র শক্তি আছে তোমার?
বুঝেছি, বুঝেছি, হেন সাধ্য কার
এ বিপুল ভার বহে একবার,
জড়মাত্র ছার! কি সাধ্য তোমার
অনিবার তুমি বহিবে ভার? ৮

যাঁহার সংসার যাঁর ধরাধর,
যাঁর তরু, লতা, তটিনী, সাগর,
যাঁর পশু, পক্ষী, কীট, নারী, নর,
গ্রহ, তারা, শশী, তপন যাঁর,
যাঁর অন্তহীন আকাশ মণ্ডল,
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার সকল,
অই ধরাব্যাপী অদ্ভুত কৌশল
মহা জলযন্ত্র রচনা তাঁর। ৯

বুঝেছি যে প্রাণ আমার শরীরে
ছুটে অস্থি, মাংস, স্নায়ু, অন্ত্র, শিরে,
আছে মেদ, মজ্জা, উপাস্থি, রুধিরে,
চলি, বলি, আছি যাহার বলে,
সজীব নির্জীবে বিরাজে যে প্রাণ,
যাহে উদ্ভিদাদি করে রসাদান,
যে প্রাণে স্থাবর করে অবস্থান,
যে প্রাণ-শক্তিতে জঙ্গম চলে; ১০

যে প্রাণে প্রাণিত ধরণীমণ্ডল,
মিহিরে বেড়িয়া ফিরে অনর্গল,
যার বলে প্রভাকর অবিরল
আলোক উত্তাপে শমিছে ধরা;
যে প্রাণে অম্বরে গ্রহদল ধায়,
রবি, শশী, তারা ভ্রমে সমুদায়,
অসীম আকাশ প্রকাশ যাহায়
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যে প্রাণে ভরা; ১১

সেই মহাপ্রাণ পুণ্যের আধার,
চরাচরব্যাপী নিত্য, সত্য, সার,
তত্বজ্ঞ জানে না মহা তত্ব যাঁর
জ্ঞানরূপী এক দ্বিতীয়হীন,
যাহার অনন্ত প্রেমের বন্ধনে
বদ্ধ নর, নারী, পশু, পক্ষিগণে;
স্থাবর, জঙ্গম এ বিশ্ব-ভবনে
বাঁধা যাঁর প্রেমে রজনী দিন। ১২

দেখিতেছি আমি রে মেঘ! সে প্রাণ
আছেন তোমাতে পূর্ণ দীপ্তিমান,
সেই বলে তুমি করি জল দান
অবনীবাসীর সন্তাপ হর,

বিন্দু বিন্দু করি বরষি আসার
জীবন রক্ষার দুর্ব্বিনহ ভার
সেই প্রাণ বলে বহ অনিবার ;—
অসাধ্য ব্যাপার সাধন কর। ১৩

শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক … …	৬ টাকা	৭৷
" ষাণ্মাসিক … …	৩৷৷০ "	৪৷০
" ত্রৈমাসিক … …	২ "	২৷৵০
মাসিক … …	৷৷০	৸/০
প্রতি সংখ্যা …	৷০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতিপঙক্তি প্রথম তিন বার ৵০ আনার হিসাবে তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে পারে।

Printed and published by B. M. GHOSH *at the* EAST INDIA PRESS, HARINABHI.

সরাসরি বিচারের অর্থ ছোট আদালতের প্রথানুসারে সংক্ষেপে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া। এ বিচারে প্রথম বিচারকর্ত্তারাই মোকর্দ্দমার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, তাঁহাদিগের রায়ের উপরে আর আপিল নাই। মফস্বলের হাকিমেরা যেরূপ সাবধানতা ও ধীরতা সহকারে বিচার করেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহারা আপীলের আশঙ্কা থাকিলেও যথেষ্ট প্রমাণ না লইয়া এবং প্রমাণের গুরুত্ব না বুঝিয়া অনেক সময় সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন এবং তাহাতে রামকুমারের ধন শ্যামকুমারের হস্তে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই সকল মহাত্মাই সরাসরির বিচারকর্ত্তা। ক্ষিপ্রহস্তে কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইবে এবং আপীলের ভয় নাই এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগের অবিচারের দ্বার প্রশস্তরূপে উদ্ঘাটিত হইবে আশ্চর্য্য কি? অতি ন্যায়পর বিচারকর্ত্তাকেও তাহার প্রলোভন অতিক্রম করা সুদুষ্কর। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট দেখিয়া বোধ হয়, ইহাতে কেবলি সদ্বিচার এবং একটীও অবিচার হয় নাই। এ বিষয়ের কোন অভিযোগ গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর না হইতে পারে কা[illegible]ণ ইহার আপিল না থাকাতে [illegible] পথ রুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ অবিচারগ্রস্ত লোকে[illegible] প্রায় দুঃখী লোক, একটা প্রকা[illegible] আন্দোলন বা মেমোরিয়াল করি[illegible] [illegible]হারা যে গবর্ণমেণ্টের মনো[illegible] যোগ[illegible] [illegible]র্ষণ করিবে তাহার সম্ভাবনা কি? [illegible]থাপি সংবাদ পত্রে সময় সময় এ [illegible] প্রকাশিত হয় নাই এরূপ বলা যা[illegible] [illegible] কমিসনরদিগের রিপোর্ট অনু[illegible] ও অনুমান করা যায়, যে এ বৎ[illegible] অবিচার হয় নাই এবং বিচার[illegible] ধানে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন; তথাপি ইহার পরিণাম ভাবিতে হয়। যে অস্ত্রে সহসা লোকের প্রাণনাশ হয়, তাহা সাবধানে এক বৎসর চালাইয়া কাহার অনিষ্ট হয় নাই দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি স্থিরসিদ্ধান্ত করেন যে ইহা যথেচ্ছরূপে চালিত হইলে আর কোন অনিষ্ট নাই, তাহাহইলে অস্ত্রধারী গণ ক্ষিপ্রহস্ততা দেখাইবার জন্য অকুতোভয়ে তাহার চালনা করিয়া বহু লোকের যে প্রাণ সংহার করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। কারণ সুফল দেখাইবার জন্য প্রথমতঃ যেরূপ সাবধানতা অবলম্বিত হইল, পরে তাহা থাকিবে না। গবর্ণমেণ্ট যদি কেবল অধিক সংখ্যক বিচার নিষ্পত্তির জন্য সরাসরি বিচারের আবশ্যকতা অনুভব করেন, তাহা হইলে বিচারকদিগের পরিবর্ত্তে কল বা দৈবজ্ঞ বসাইয়া অধিক ফল লাভ করিতে পারেন। এই জন্য আমরা বলি, সরাসরি বিচার সংখ্যা যত অল্প হয় এবং যত সাবধানতা সহকারে নির্ব্বাহিত হয় ততই ভাল। গবর্ণমেণ্ট কোন কালে যেন ইহার উপর দৃষ্টি রাখিতে উদাসীন না হন। উদাসীন হইলেই প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ।

ধনি সন্তান ও আইন আদালত।

(প্রাপ্ত)

আইন, আদালত, রাজশক্তি এ সমস্ত যে উদ্দেশেই সংস্থাপিত হউক তাহাদের দ্বারা দুর্ব্বল ও নির্ধনদিগের শাসন ভিন্ন আর কিছুই হয় না। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহারা সবল ও ধনবান দিগের হস্তে অত্যাচার ও উৎপীড়নের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া দুর্ব্বল ও নির্ধনদিগকে নিরন্তর দলন করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে আইন আদালত ও রাজশক্তি দ্বারা কেবল ধনীরাই উপকার লাভ করিতেছেন, নির্ধনদিগের তদ্দ্বারা অপকার যত, উপকার তত বোধ হয় না। অপরাধ করিলে আদালত নির্ধন দুর্ব্বলদিগকে শাসন করেন, তাহারা না বুঝে আইন, না পায় উপযুক্ত আইনজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ ও সাহায্য, না পারে উকীল বারিষ্টার আনিতে, না পারে তাহাদের কুতর্ক জালে আদালতকে বিভ্রান্ত করিতে। কিন্তু ধনীদিগের পক্ষে অন্যরূপ ব্যবস্থা। তাঁহারা অপরাধী হইলে সমাজের সর্ব্বস্থান হইতে সাহায্য ও আনুকূল্য প্রাপ্ত হন। সাক্ষীগণ ধনবলে বশীভূত হয়, নানা স্থান হইতে উপরোধ অনুরোধ আনিয়া আদালতকে বিচলিত করিবার চেষ্টা হয়। অর্থের চাক্‌চিক্যে বিমোহিত হইয়া সুযোগ্য সুযোগ্য উকীল বারিষ্টার ধনবান্ অপরাধীদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হন। আইনজ্ঞ পণ্ডিতদিগের আইনের কুতর্ক জাল তাহাদের অপরাধকে আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা করে। পৃথিবীর কারাগার সকল অন্বেষণ কর, তন্মধ্যে ধনি সন্তা প্রায় কুত্রাপি দেখিতে পাইবেন না, পৃথিবীর আদালত সকল অন্বেষণ কর দেখিবে সেখানে কেবল দুর্ব্বল নির্ধনদিগেরই মৃত্যু। আইন ও আদালত কেবল দুর্ব্বল ও নির্ধনদিগকে টানিয়া আনিয়া কারাগার সকল পূর্ণ করিতেছে। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে ধনিসন্তানেরা আদৌ অপরাধ করেন না। ইহা নিশ্চয় যে ইহাদের দ্বারা অধিকাংশ অপরাধ কৃত হইয়া থাকে। ইহাদের অপরাধ আদালতের গোচরও হয় না, অপরাধের তালিকাভুক্তও হয় না। শত শত ধনি সন্তান প্রত্যহ দণ্ডবিধি আইনের কত বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকেন! কিন্তু অর্থের মহিমায় সকলই চাপিয়া যায়। অভিযোক্তার সাহস কই যে ধনি সন্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবেন! সাধার-

শের সংস্কার এই যে আইন আদালত এই সমস্ত লক্ষ্মীর বরপুত্রদিগের জন্য স্থাপিত হয় নাই, কেবল দুর্ব্বল নির্ধন দিগের উৎপীড়নের জন্যই হইয়াছে।

ধনি সন্তানদিগের যখনই প্রয়োজন হয় আইন ও আদালতকে দুর্ব্বল পীড়নের যন্ত্র স্বরূপ করিয়া তুলিতে পারেন। হয়ত কোন নির্ধন সন্তান ধনি সন্তানের অনুচিত আদেশ পালনে অক্ষম হইয়া তাঁহার কোপে পড়িলেন। হয়ত তিনি আইন ও আদালত অগ্রাহ্য করতঃ আপনার বলে তাঁহাকে শাসন করিলেন। নতুবা আইন ও আদালতের সাহায্যে তাঁহাকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। আমরা জানি একজন ভদ্রসন্তান কোন ধনি সন্তানের স্বপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়াতে তাঁহাকে নানাবিধ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতে হয়। ধনিসন্তানের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য দিয়া কত লোক ঘোর বিপন্ন হইয়াছেন তাহার সংখ্যা কে করে ?

মজিলপুরের অত্যাচারের মোকর্দ্দমায় আমরা কেবল ধনেরই মহিমা দেখিতেছি। পীতাম্বরকে নানা প্রলোভন দর্শাইয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা করা হয়। সাক্ষীগণকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। চারিদিক্ হইতে সুপারিশের চিটী আনিবার জন্য যোগাড় হইতেছে। পুলিশকে এত বড় প্রবল জমীদারের বিরুদ্ধে নিতান্ত ভয়ে ভয়ে কার্য্য করিতে হয়। বর্ত্তমান মোকর্দ্দমায় পুলিশের কার্য্য যার পর নাই দুর্ব্বল ও তেজোহীন হইয়াছে। পুলিশ মোকর্দ্দমা সহেতুক বলিয়া রিপোর্ট করিলেন অথচ উপযুক্ত সময়ে আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সাহসী হইলেন না। প্রতিবাদীরা পুলিশের দুর্ব্বলতার পোষকতা পাইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অর্থবলে উকীল বারিষ্টার আনিয়া আইনের কুতর্ক তুলিয়া মোকর্দ্দমাটী নষ্ট করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু দুঃখী পীতাম্বরের একটী মোক্তারও আনিবার ক্ষমতা নাই। আমরা আশা করি ভারতসংস্কারকের সমুদয় পাঠকগণ ও দেশহিতৈষী লোকে ইহার সাহায্যার্থ অর্থ সাহায্য করিয়া আপনাদিগের ন্যায়পরতা, হিতৈষিতা ও বদান্যতার পরিচয় দিবেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও সমাজদর্পণ সম্পাদক।

(সমাজদর্পণ সম্পাদক মহারাণী শ্যামমোহিনী ও মহাত্মা ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিন্দাবাদ করাতে আমরা অন্যায় বোধে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। মাননীয় সহযোগী স্বপক্ষ সমর্থন করিয়া আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন সাধারণের গোচরার্থ তাহা এস্থলে সাদরে গ্রহণ করিলামঃ—)

সরলতা আপনার না হউক দেশের উন্নতি করিয়া থাকে। রোম ও গ্রীস সেই সময়েই উন্নত হইয়াছিল যে সময়ে ঐ ঐ দেশের বহুল লেখকেরা সরাগ ও সরলভাবে স্বদেশীয় সম্রান্ত দিগের দোষ ও গুণ সর্ব্বসমক্ষে সমুদ্ঘোষণ করিত। এইরূপ সরলতার হানি হইলেই সমাজের ধ্বংস হইয়া থাকে। অথবা আমরা প্রাচীন সময়ের উল্লেখ করিব না। আমরা বর্ত্তমান সময়েই যে সকল সমাজ উন্নত দেখিতেছি তাহাদের উদাহরণই যথেষ্ট হইতে পারিবে। যদি কসেট সাহেবের সুখ্যাতি হইয়া থাকে, যদি ডিস্‌রেলী সাহেবের প্রাধান্য হইয়া থাকে, যদি বিসমার্কের দ্বারা প্রসিয়ার উপকার হইয়া থাকে, যদি থিয়রের দ্বারা ফ্রান্স সমাজের রক্ষা হইয়া থাকে তবে বোধ হয় রাগ সহকারে বক্তৃতা বা গুণীদিগের সমর্থন ও দোষীদিগের দোষোদ্ঘোষণ না করিতে পারিলে তাঁহাদের বা তাঁহাদের দ্বারা কখনই ঐ ঐরূপ হইতে পারিত না। ইউরোপীয়েরা স্বাধীনভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। ডিসরেলী মন্ত্রি পদে আরূঢ় হইয়া তৃতীয় বার যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, আমরা তাহাতে গ্লাডষ্টোন্ প্রভৃতির দোষোদ্ঘোষণই অধিক দেখিয়া থাকি। উইলসন সাহেব সে দিন মিউনিসিপাল কমিটীতে রাজকুমার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন এবং যে বক্তৃতার আশীর্ব্বাদে আমরা দ্বৃতনবিধ কর হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি তাহাতেও কেবল উন্নত সরলতাই দেখিতে পাই। ফলতঃ যদি বাঙ্গালী সমাজের হীনতা হইয়া থাকে তবে বঙ্গবাসীরা পর সম্বাদে রাগ দ্বেষ বিহীন বলিয়াই তাহাদের ঐরূপ দশা ঘটিয়াছে। মানুষ যতদিন উষ্ণ শোণিত থাকে, তত দিনই তাহাদিগের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি হইয়া থাকে। রক্ত শীতল হইলেই বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয় এবং ঈশ্বর তাহাকে পরলোকে নীত করিয়া থাকেন। আমরা এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়াই বলিতেছি যে আমরা যদি সরল ভাবে বিদ্যাসাগর বা শ্যামমোহিনীকে তিরস্কার করিয়া থাকি তবে বোধ হয় আপনি আমাদিগকে যুক্তিহীন ও সম্পাদক জাতির কলঙ্ক বলিয়া আমাদের প্রতি ন্যায়পরতা প্রদর্শন করেন নাই। আপনিইসে দিন "নেতৃ সংবাদ পত্র" নামক প্রস্তাবে সরাগ সরলতার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন অথচ আপনিই আবার আমাদিগকে অসরল, ভীক ও কাপুরুষ হইতে বলিতেছেন। ইহাতে কি আপনার সঙ্গতিতা রক্ষা হইয়াছে ?

আমরা শ্যামমোহিনী ও বিদ্যাসাগরের কিরূপ নিন্দা করিয়াছি আপনি তাহা সবিশেষ না জানিয়াই আমাদিগকে কটুবাদ বলিয়াছেন। আপনি কি দিনাজপুরের রাজপুরুষদিগকে পরীক্ষা করিয়াছেন, আপনি কি দিনাজপুরের বাটী বাটী পরিভ্রমণ করিয়াছেন, আপনি কি ঐ বিভাগের কমিসনর সাহেবের ১৮৭৪ সালের [illegible] তৎপূর্ব্বের শ্যামমোহিনী সম্বন্ধীয় সমুদায় রি[illegible]টই পড়িয়াছেন ? যদি না করিয়া ও না পড়িয়া থা[illegible] কেন তবে আমরা আপনাকে বলিতেছি যে আ[illegible] ও সকল করিয়াছি ও পড়িয়াছি। যদি কলি[illegible]কাতা[illegible]…… আপীসের সহিত আপনার সম্বন্ধ থাকে তবে আপনি ১৮৭৫ জানুয়ারীর নেত্রাকাশ[illegible] সংখ্যক মিনেট পাঠ করিলেই সমুদায় জানিতে পারিবেন। সম্পাদক মহাশয় আমরা আপ[illegible] অনেক বিপদে পড়িয়াছি, সুতরাং [illegible] আপনার অপেক্ষা অনেক রাজপুরু[illegible] দিককে পরীক্ষা করা হইয়াছে [illegible] অনেক দুঃখেই এত বলিয়াছি। আ[illegible] সাহেবের অনুগ্রহে সমুদায় মহাপু[illegible] সমক্ষে আনিয়াছি।

প্রাণ, ইহাতে সে মনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়; মানব স্বভাব ব্রাহ্মদিগের সপক্ষ, ইহাতে সে স্বভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়—এ সংগ্রামে মানব বিবেচনায় যতদূর সম্ভব ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় এবং খৃষ্টধর্ম্মের পরাজয় হইবে। তবে খৃষ্টানধর্ম্ম এক দিন সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম হইবে বটে, কিন্তু কখন হইবে কেহ বলিতে পারে না, তাহা কোন অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা অবশ্য সম্পন্ন হইবে "ঈশ্বরের নিকট কিছুই অসম্ভব নয়, তিনি এক দিনে একটী জাতিকে উৎপন্ন করিতে পারেন।" দুঃখের বিষয় হিন্দু মন, মানব স্বভাব এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিষয়ক এ আবিষ্ক্রিয়া ইতিপূর্ব্বে হয় নাই, তাহা হইলে মানবীয় পরিশ্রম এত বৃথা ব্যয় হইত না। যাহা হউক যখন এ আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে তখন মিসনরীরা হয় ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করুন, নয় নিজেরা ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক হউন।" হেরাল্ড শ্লেষোক্তি করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এদেশে খৃষ্টধর্ম্মের জয় পক্ষে যে সকল দুর্লক্ষণ ঘটিতেছে, বাহুর্বির পুস্তক খানি তাহার অন্যতম স্থানীয় বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

চিত্তবিনোদিনী—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ এম, এ; বি, এল প্রণীত। হরিনাভি প্রাচীন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

এই খানি সিপাহী বিদ্রোহ সম্বলিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। অধুনাতন কালে বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে যে সকল কাব্য প্রচারিত হইয়াছে এবং হইতেছে তন্মধ্যে "চিত্ত বিনোদিনী একটী মহার্ঘ রত্ন বলিয়া আমরা গ্রহণ করিলাম। গোবিন্দ বাবু অনেক পরিশ্রমে এই রত্নটী আহরণ করিয়া পাঠক মণ্ডলীকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। গোবিন্দ বাবুর উপন্যাস লিখিবার এই প্রথম উদ্যম। আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি তাঁহার এই প্রথম উদ্যমই সুফলপ্রদ হইয়াছে।

চিত্তবিনোদিনী অর্থ এমি নাম্নী একটী ইংরাজ কন্যা। চারুচন্দ্র নামক এক বাঙ্গালী যুবা বিদ্রোহ ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বে পশ্চিমাঞ্চলে ইহাঁর পিতা রেমণ্ডের অধীনে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন, সেই সময়ে যুবার বিদ্যা বুদ্ধি ও সদাশয়তা প্রভৃতি গুণে রমণীর চিত্ত মোহিত হয় এবং তাঁহার প্রতি ইহাঁর একটু প্রণয় সঞ্চার হয়, বিদ্রোহের আশ্চর্য্য ঘটনাটীর মধ্যে ইহাঁরা উভয়েরই নিপতিত হন এবং আশ্চর্য্য-রূপে উভয়েরই মনে প্রণয়ভাব গাঢ়তর হইয়া শেষে উভয়ের পরিণয় সংঘটিত হয়।

গ্রন্থকার এই সংক্ষিপ্ত অসম্ভব ব্যাপারটীকে সম্ভব করিবার জন্য সিপাহী বিদ্রোহের অন্তরালে বসিয়া এত অসংখ্য ঘটনার সংযোজনা ও তাহাদিগের সমন্বয় করিয়াছেন যে তাহা দেখিলে তাঁহার উর্ব্বর কল্পনাশক্তির শত মুখে প্রশংসা করিতে হয়। ইহাঁর ঘটনা কল্পনা শক্তি ও বর্ণনা শক্তিও প্রশংসনীয়। বস্তুতঃ কি রাজনৈতিক ব্যাপার, কি স্বাভাবিক দৃশ্য, কি মানবীয় চরিত্র এ সকল বিষয় বর্ণনেই তিনি এরূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন যে তাঁহাকে একজন সুরুচি সম্পন্ন নিপুণ চিত্রকরের সহিত তুলনা করা যায়। তাঁহার বর্ণনার গুটিকত স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

মিউটিনির প্রাক্কালীন ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা চিত্র করিয়া তিনি কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট হাউসের এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। "বহির্ভাগে অসহ্য উত্তাপ ধূলি ঝটিকা ও রুদ্র রৌদ্র স্বীয় শ্বেত মূর্ত্তি অট্টালিকাতে প্রতিফলিত করিয়া চক্ষুকে ধাঁধিতেছে;—কিন্তু সেই পুরাতন অথচ সুন্দর ও মহান্ রাজবাটীর অভ্যন্তর নিস্তব্ধ ও সুশীতল। দক্ষিণ ভাগস্থ পাঠালয়ে জনৈক প্রশান্ত পুরুষ ক্ষিপ্র হস্তে লিখিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন বহিঃস্থ অশান্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই। মহাপুরুষ একবার গৃহস্থ লম্বমান ক্ষুদ্র তাপমান যন্ত্রের প্রতি কটাক্ষ করিলেন ও আর একবার কাচাবৃত দ্বার দিয়া বিখ্যাত অকটরলোনীর স্তম্ভের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলেন; অমনি বুঝিলেন বাহিরের কিরূপ অবস্থা। পরক্ষণে তিনি যেরূপ ভাব ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে সম্মুখস্থ রাশীকৃ- পত্র সমূহের প্রতি কটাক্ষ করিলেন এবং রস্থ ভারতের মানচিত্রের উপর চাহিয়া রহি বোধ হয় তদ্দ্বারা অধিকতর উত্তাপ ও ঝটি দেখিলেন। এই মহাপুরুষ মহাত্মা কানিঙ ন মাসও গত হয় নাই, ইনি ভারতের প্র আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নখদর্পণে ভারতের নগরাদি চয়।" শেষোক্ত একটী বাক্যে সংক্ষে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে!

গ্রন্থকারের স্বভাব বর্ণনা কি সুন্দর। "নির্ব্বাত, নিস্তব্ধ; একটী পল্লবও কম্পিত হইতেছে না। সহসা দেখিলেন আকাশ মণ্ডলের নিম্নভাগে একখানি ঘন শ্যাম মেঘ যেন ভ্রূকুটী করিতেছে আবার তাহার ক্রোড় হইতে প্রগল্‌ভা সৌদামিনী পথিকের নিস্তব্ধ ভাব দেখিয়া যেন জনতা জনতা হাসিতেছে, তাহার উপেক্ষা দেখিয়া উপহাস করিতেছে।" এই স্থলে ইরম্মচ ও পবনচরের যুদ্ধ অতি ভয়ালভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ঘটনাবলীর বর্ণনা যত সুন্দর হউক, তাহাতে নীতি উপদেশ না থাকিলে তাহা সৎসাহিত্য মধ্যে গণ্য নয়। গোবিন্দ বাবুর সকল ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন নীতিভাব হৃদয়ে দৃঢ় মুদ্রিত করিয়া দেয়। তিনি গ্রন্থের উপসংহার স্থলে কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে নীতিমালা আবার একত্র গাঁথিয়াছেন:—

"ইতিহাসে, জীবনে—ঘটনাবলী আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। যে সকল সামান্য লোকের ইতিহাস আমরা বিদ্রোহ ঘটনার সহিত বর্ণন করিতেছিলাম, তাহাদের জীবন বৃত্তান্ত যে আমাদিগের ইচ্ছানুযায়ী হইবে তাহার সম্ভাবনা কি? শেষ সুখ পরম সুখ সংসারে বিরল। মনুষ্যের মনে সময় সময় কি যে সাংঘাতিক ভ্রম হয়—ঘটনাচয়ে কি যে বিষ মিশ্রিত থাকে, যে সেই জন্য পৃথিবীতে আশানুযায়ী ফল অতি অল্প হয়। পতঙ্গ অগ্নিতে পড়ে, আমরা দেখি আর হাসি। কিন্তু আমরা যে জানিয়া শুনিয়া বিপদে পড়ি তাহা কি আরও আশ্চর্য্য নহে? সুরা বিষপান, পরনারী ভোগ, ধন লালসা, সন্দিগ্ধতা, ক্রোধ প্রভৃতি সাংসারিক উৎপাতের কথা কে না জানে, কে না পুস্তকে পড়ে? কিন্তু যে ঐ পথের পথিক হয়—কাহার সাধ্য তাহাকে নিবারণ করে? পতঙ্গ না পুড়িলে চেতনা পায় না—প্রাণ থাকিতে বুঝে না,—মনুষ্যও জীবন থাকিতে আপনার খেয়াল ছাড়ে না। আবার ঘটনার যে কি অস্বচ্ছ প্রকৃতি যে একটীর অব্যবহিত পরবর্ত্তী অপরটীকেও আমরা দেখিতে পাই না। তাহা হইলেও তবু অনেক ধীর লোক পৃথিবীতেই শেষ সুখ পাইত। রঘুবর কি জানিত চারুর প্রেম এত গূঢ়! তা হলে কি বিজয়ের পরামর্শে যোগ দিত? আর বিজয় কি জানিত যে সে বাম্নীর পুত্র, তা হলে কি সে এত মানের গৌরবে পুড়িত? হেমচন্দ্র কি জানিত হেমলতা সতী? তা হলে কি তাহার জীবন নাশ স্বচক্ষে দেখিত? ফল কি হইল,—রঘুবর চিন্তানলে, বিজয় উন্মত্ততায় এবং হেমচন্দ্র অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে চলিল।"

চিত্তবিনোদিনীর মধ্যে এমি ও হেলেনা চারু ও বিজয় এবং পাঁড়েজী ও নানা সাহেবের যেরূপ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে তদ্রূপ বিপরীত অথচ সদৃশ চিত্র সমষ্টি অধুনাতন কাব্য নিচয়ে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। এমি মির-

টম্ রেমণ্ড সাহেবের দুহিতা। হেলেনা তাঁহার সঙ্গিনী কিন্তু সামান্য সঙ্গিনী নন। এমি ও হেলেনার রূপ বর্ণনা কালে গ্রন্থকার চমৎকার বৈচিত্র সংস্থাপন করিয়াছেন। "হেলেনার সৌন্দর্য্য যুবজনেরই আকর্ষক—এমির মাধুর্য্য বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরই মনোহারী। একের নিশ্চিন্ত তরল, ভাব অন্যের চিন্তাশীল গম্ভীর ভাব। উভয়েই সরলতার প্রতিমূর্ত্তি—কুটিলতা কাহারও হৃদয়ে স্থান পায় না। হেলেনা স্পষ্ঠ বাদিনী সরলা, এমি বিশুদ্ধ হৃদয়া সরলা। হেলেনা মনের ভাব গোপন করিতে পারেন না, স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া ফেলেন * * * * এমি মৌন স্বভাব, ভাবোদয়ে মুকুলিতাক্ষি হইয়া অধোবদনে নিরুত্তর থাকেন। হেলেনা তর্কে [illegible]জিত হইয়াও পরাজয় করেন, এমি বিজয়ী হইয়া[illegible] পরাজিত হয়েন। হেলেনা প্রস্ফুটিত মল্লিকা [illegible]ফুল, দূর হইতে সৌরভে ও সরল শ্বেতবর্ণে বিলা[illegible]গণকে আকর্ষণ করে। এমি গোলাপ মুকুলের ন্যা[illegible], তাঁহার অনতি পরিস্ফুট রূপ, অনতি পরিস্ফু[illegible]ট সৌরভ স্বল্প লোককে আকর্ষণ করে, কিন্তু [illegible] কেহ যদি যত্নে গ্রহণ করেন, মধুর গন্ধে তৃপ্ত হ[illegible]ইতে থাকিবেন, কদাপি বিরক্ত হইবেন না; বরং [illegible] অধিকতর সৌরভ ভোগ করিবেন।"

উপরি উদ্ধৃত বর্ণন[illegible] গ্রন্থকারের বর্ণনা শ[illegible]গুলি দ্বারা পাঠকগণ [illegible]ক্তির কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। এরূপ [illegible] বর্ণনা চিত্তবিনোদিনীর মধ্যে অনেক আছে। [illegible] দিয়াছেন, গ্রন্থের [illegible]ন্থকার যাহার যে স্বভাব [illegible] রাখিয়াছেন। বিজয় [illegible]র্ব্ব স্থানেই তাহা বজায় দূঢ়াক্ষপাতে চিত্রিত [illegible]স্বভাব সর্ব্বাপেক্ষা অভিলাষী, হেলেনা [illegible]হইয়া[illegible]। এমি চাক [illegible] কিন্তু বিজয় হেলেনা[illegible] বিজয় প্রেমাকাঙ্ক্ষী। তাহাকে বিবাহ করা[illegible]র প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়াও ভ্রূনে করিতেন। এই [illegible] মান হ[illegible]নির বিষয় হইয়া কত প্রকার [illegible]না বিজয় এমি [illegible]লাভার্থী যত্নে তাহাকে মৃত্যুমুখ[illegible] ষড়যন্ত্র করিয়াছিল[illegible]গূঢ় সেক্সপিয়ারের ইয়াগো[illegible]সের শকটার না হয়। রাজভক্ত পরহিতৈষী [illegible] সহিত তুলনা করা যা-কারী, নির্দ্দোষ সচ্চরিত্র চাক বিদ্রোহী এবং হত্যা এইটী প্রমাণ করিবার [illegible]। চাক অধন্য পাম[illegible] ত্রুটী করে নাই। বিজ[illegible]ন্য বিজয় কোন চেষ্টার [illegible]তেন চাকর প্রতি এ[illegible]র পূর্ব্ব হইতেই জানি সুতরাং চাক যাহাতে [illegible]র ভালবাসা জন্মিয়াছে পারেন তজ্জন্য বিজয় [illegible] এমি লাভ না করিতে ছিলেন। এদিকে [illegible] অনেক চেষ্টা করিয়া-[illegible]বাহ করিলে বিজয়ের গৌরব বৃদ্ধি হইবে এটী বিজয় নিশ্চয় জানিতেন। যাহাতে রেমণ্ড সাহেবের মনে চাকর উপর সন্দেহ জন্মাইয়া দিতে পারেন তজ্জন্য বিজয় চাকর নামে অনেক গ্লানি করিত। রেমণ্ড সাহেব বিজয়ের কথা সত্য জ্ঞান করিয়া নিজে পরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প করেন। যে ব্যক্তির যাহার উপর সন্দেহ হয়, তাহার প্রতি কার্য্যেই সেই ব্যক্তির মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতে থাকে, সুতরাং রেমণ্ড সাহেবের মনে চাকর উপর যে এত সন্দেহ উপস্থিত হইবে, আশ্চর্য্য কি? বিজয় রেমণ্ড সাহেবের সাহায্যে চাককে বিদ্রোহী বলিয়া বন্দী করিয়া দিলেন। বিচারে চাকর প্রাণ দণ্ড আজ্ঞা হইল। এই সময়ে মীরাটের মধ্যে বিদ্রোহানল প্রধূমিত হইল। অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ বিদ্রোহীদিগের হস্তে পতিত হইলেন। কেহ কেহ শমন সদনে নীত হইলেন। এমি ও হেলেনা জনৈক বিদ্রোহী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া দিল্লীশ্বরের অন্তঃপুর বাসিনী হইবার জন্য প্রেরিত হইলেন। চাকর পূর্ব্ব পরিচিত পাঁড়েজী চাকর উপর অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। তিনি যাহাতে রেমণ্ড পরিবারস্থ ভদ্রাঙ্গনাগণ সুরক্ষিত হয় তাহার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। পাঁড়েজীর আজ্ঞা সত্ত্বেও এমি ও হেলেনাকে দিল্লীর অভিমুখে লইয়া যাওয়া হয়। অনেক দৈব ঘটনা পরম্পরায় চাক ও এমিতে পুনর্ম্মিলন হয়, বিজয় তাহাদিগের মধ্যে কুঠার হইয়া উভয়কে বিচ্ছিন্ন করেন।

[illegible]গোবিন্দ বাবু 'চিত্তবিনোদিনী' পুস্তকে অনেকগুলি [illegible]দ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। সে[illegible]ই সকল উপন্যাসের ঘটনাবলী পরস্পর বিচ্ছি[illegible]হে। উপসংহারে এই সকল উপন্যাস কে[illegible] সুন্দর ভাবে মিলিত হইয়াছে দেখিলে গ্রন্থ[illegible]র লেখনীকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যা[illegible] ইহাঁর লেখনী বিদ্রোহ সূচক অত্যাচার [illegible] কালে যেমন ভয়ানক ভাব ধারণ করিয়াছে [illegible]র অন্যবিধ বর্ণনা কালে তদুপ-যোগী হ[illegible] বিদ্রোহ ধুমধামের মধ্যে একদিকে চাকর[illegible] অত্যাচার, অপর দিকে এমি ও [illegible]নক সংগ্রাম অপ[illegible]বিজয়ের প্রণয়, এক দিকে ভয়া-[illegible]বেষ, এই সমুদায় [illegible]র দিকে চাকর প্রতি বিজয়ের [illegible] উঠিতে থাকে এ[illegible]পাঠ করিতে গেলে হৃদয় উছলিয়া বিলোড়িত হয়। [illegible]বং পর্য্যায়ক্রমে ভাব বিপর্য্যয়ে [illegible] চিত্তবিনোদি[illegible] [illegible]রূপে আমরা উহাঁর কয়েকটী দোষের কথা [illegible]উল্লেখ ও নাতিল্লেখ করিব। ইহাতে ভাষার বিশু[illegible] [illegible]নতা সর্ব্বত্র সমানরূপে রক্ষিত হয় নাই। কোন কোন চরিত্রের চিত্র নিতান্ত অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। স্থানে স্থানে অতি বর্ণনা দোষ ঘটিয়াছে এবং স্থানে স্থানে অধিক ঘটনার প্রাচুর্য্যে গল্প নীরস হইয়াছে। গ্রন্থখানি শোকান্ত হইয়াও গ্রন্থকার নারী সমাজের অনুরোধে 'যেন তেন প্রকারেণ' যে আবার মিলনান্ত করিয়া দিয়াছেন তাহা সুরুচিসিদ্ধ হয় নাই। যাহা হউক এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও চিত্তবিনোদিনী যে একখানি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস বলিয়া সাহিত্য সমাজে সমাদৃত হইবে ইহাতে আমাদিগের সন্দেহ নাই।

২। An Elementary Practical Grammar of the English Language—হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস, মূল্য ।০ আনা। ছোট ছোট বালকেরা ইংরাজী ব্যাকরণ এককালে ইংরাজীতে পাঠ করিতে গিয়া তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না এবং শিক্ষা করিতে অনেক কষ্ট পায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় উপক্রমণিকা ব্যাকরণ রচনা করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার যেরূপ সহজ উপায় করিয়াছেন, ইংরাজী ব্যাকরণ শিক্ষার সেইরূপ কোন সহজ উপায় হওয়া আবশ্যক। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি দ্বারা সে উদ্দেশ্য অনেকাংশে সুসিদ্ধ হইবে। ইহাতে ইংরাজী ব্যাকরণের জ্ঞাতব্য প্রধান প্রধান বিষয়গুলি বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্যাকরণ শিক্ষা ভিন্ন ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা, ও বাঙ্গালা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার জন্য বহু সংখ্যক বাক্যাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর পাঠ্য মধ্যে গৃহীত হইবার যোগ্য।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

গত ১৫ ই ভাদ্র সোমবার রাত্রিতে রাজপুরে আর একটী চুরী হইয়া গিয়াছে। চুরিটি যদিও সামান্য বটে, কিন্তু ইহাতে চোরদিগের বুদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই চুরিটি উক্ত গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব মজুমদারের বাটীতে হইয়া গিয়াছে। চোরেরা প্রথমে পূর্ব্ব দিকের ঘরের পূর্ব্ব দিকের জানালার নীচে সিঁদ দিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া খিড়কীর দরজার দুই পার্শ্বে হুড়কার স্থান আন্দাজ করিয়া দুইটী গর্ত্ত খুলিয়া এক দিক হইতে হুড়কা ঠেলিয়া দিয়াছে এবং

সোমপ্রকাশ সম্পাদকের সহিত আমাদের এরূপ এক প্রকার সম্বন্ধ রহিয়াছে যাহাতে আমরা তাঁহার সমুদায় কথার উত্তর দিতে পারি না। অতএব তিনি বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে জনসমাজে আমাদিগের নিন্দা করিয়া আমাদের যদি কোন ক্ষতি করিয়া থাকেন তবে আমাদিগকে তাহা কাজে কাজেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। তবে কথা এই যে সমাজ দর্পণ সমুদায় পাঠ না করিয়া আমাদিগকে আপনার গালি দেওয়া উচিত ছিল না। যাহাহউক বিদ্যাসাগর বিষয়ে যে আমরা কিরূপ বলিয়াছিলাম তাহা আমরা আপনাকে এই স্থানেই সংক্ষেপে বলিতেছি ;—

আমরা বলিয়াছিলাম যে বিদ্যাসাগর যেরূপ কথায় কথায় কোপ করিয়া থাকেন, বিদ্যাসাগর যেরূপ অপরাধীর অনুসরণ করিয়া থাকেন, বিদ্যাসাগর যেরূপ কর্ম্মচারী দিগকে ডিস্‌মিস্‌ করিয়া থাকেন আমরা বাঙ্গালা দেশে সেরূপ আর কাহাকে দেখিতে পাই না।—একজন সাহেব একদা বলিয়া ছিলেন যে যাহাকে এক বার নিযুক্ত করা হইয়াছে, ডিস্‌মিস্‌ যে তাহাকে কেমন করিয়া করিব আমি তাহা ভাবিয়াই পাই না। যে সাহেব একদা স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, যে "যে কর্ত্তৃপক্ষ অধিক সংখ্যক কর্ম্মচারীকে ডিস্‌মিস্‌ করিয়া থাকে আমি তাহাকেই দোষী বলিয়া মনে করি। যখন নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তখন হয় ত পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়াই ঐ রূপ করা হইয়াছিল নতুবা হয়তো এরূপ হইয়া থাকিবে যে মনের বেগে অধীর হইয়া ডিস্‌মিস্‌ করা হইয়াছে।" আমরা এই জন্যই বিদ্যাসাগরের নিন্দা করিয়া থাকি। একজন কর্ম্মচারী এক জন বালককে প্রহার করিয়াছে বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ তাহাকে পদচ্যুত করিলেন। আর ছয় জন শিক্ষক তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও তৎক্ষণাৎ ডিস্‌মিস্‌ করা হইল। কেহবা সপরিবার বাস করিতেছিলেন, কেহ বা ঋণজালে জড়িত হইয়া বাস করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর কাহাকেই প্রস্তুত হইতে অবসর দিলেন না। সকলকেই এক মুহূর্ত্তে ডিস্‌মিস্‌ হইতে হইল। গবর্ণমেণ্টের সংসারে লক্ষ লক্ষ কর্ম্মচারী আছে, অথচ এক সময়ে দুই একটার অধিক ডিসমিস্‌ হইতে শুনা যায় না। একজন লোককে ডিস্‌মিস্‌ করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট কত অনুসন্ধান, কত পরিশ্রম ও কত সময় ব্যয় স্বীকার করিয়া থাকেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীরা কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে ক্রন্দন করিয়াই কতবার পুনর্নিযুক্ত হইতে পারিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের অনুসন্ধান নাই, পরামর্শ নাই। বিদ্যাসাগর যে অপরাধীর কিরূপ অনুসরণ করেন এবং কিরূপ প্রাকৃত জনের ন্যায় যে ক্রোধ দ্বেষ প্রকাশ করিয়া ফেলেন তাহা যাঁহারা বিদ্যাসাগরের সংসারে বাস করিয়াছেন ও বিদ্যাসাগর যে সকল সমাজে বিচরণ করেন তাহাদের পরিচয় করিয়াছেন তাঁহারা ও বিদ্যাসাগরের বর্ত্তমান পক্ষপাতী সোমপ্রকাশ মহাশয়ই অবগত আছেন। মহাশয় ইচ্ছা হইলে সোমপ্রকাশকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়কে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় জানিতে পারিবেন।

৩৫ নং চোরবাগান।

সমাজদর্পণ সম্পাদক।

৩ রা সেপ্টেম্বর।

সমাজদর্পণ সম্পাদক আমাদিগকে যাহা লিখিয়াছেন এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিদ্যাসাগরের তুলনা করিয়া গত সংখ্যক দর্পণে যে প্রস্তাব প্রকটন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও চিত্র নিপুণতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু আমরা তাঁহার যুক্তির সম্পূর্ণ সারবত্তা না দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি। তাঁহার পত্রের সুদীর্ঘ ভূমিকা হইতে কি এই সার সংগৃহীত হয় না যে, সর্ব্বদা উষ্ণ শোণিত থাকিবে, অন্যের কার্য্যের সরাগ সমালোচনা করিবে, অন্যের প্রতি রাগদ্বেষ হীনতাই বাঙ্গালী সমাজের হীনতার কারণ? আমরা বলি জীবনের জন্য উষ্ণ শোণিত চাই বটে, কিন্তু যে উষ্ণ শোণিতে ধাতু বিকৃত ও মস্তিষ্ক উষ্ণ হয়, তাহা পরিহার্য্য ; এইটী বিবেচনা না করিলে অনেকে পীড়াকে সুস্থতার লক্ষণ বলিবেন। বাঙ্গালীরা অন্যের কার্য্যে রাগ দ্বেষ বিহীন, সম্পাদক এ মীমাংসা কোথা হইতে করিলেন? যদি কিছুতে বাঙ্গালী সমাজের জীবনের পরিচয় দেয়, সে পরনিন্দাতে এবং তাহা এ সমাজের অধোগতির একটী প্রধান কারণ। এক দিকে অন্যায় তোষামোদ ও অন্য দিকে নীচ চাটুবাদিতা বাঙ্গালীদিগকে বিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিতে হইলে এই উভয়ই সমানরূপে দমন করা আবশ্যক। কিন্তু নিন্দা প্রশংসার একটী সীমা আছে। পত্র সম্পাদকগণ সাধারণের হিতাহিত লইয়া বিচার করিবেন, লোকের নিজস্ব বিষয়, পারিবারিক জীবন অথবা গূঢ় চরিত্রের সমালোচনা করিতে গেলে পদে পদে অনুদারতা ও ভ্রমে পতিত হইতে পারেন এবং ন্যায়ের নামে ঘোর অন্যায় করিয়া ফেলিতে পারেন। আর এক কথা এই, সম্পূর্ণ দোষশূন্য ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই, মহৎ ব্যক্তি দিগেরও এক একটী মহৎ দোষ থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদিগের সুপ্রকাশিত মহৎ গুণরাশি যে সমাজকে বশীভূত করিয়াছে তাঁহাদিগের গুপ্ত দোষোদ্ঘোষণ পূর্ব্বক সে সমাজকে তাঁহাদিগের প্রতি বীতরাগ করিবার চেষ্টা করা বিধেয় নহে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদিগের গুপ্ত জীবনের রহস্য বুঝিতে কি সাধারণ জনসমাজ সমর্থ? বিশেষতঃ লোকের গুপ্ত অভিপ্রায়ের বিচার করিতে যাওয়া অনধিকার চর্চ্চা। আমরা দেখিলাম সমাজদর্পণ বিদ্যাসাগরকে নিঃস্বার্থপর না বলিয়া অস্বার্থপর বলিয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে বিদ্যাসাগর ধনলোভী নন, যশোলোভী। আমরা বলি এতদূর সূক্ষ্ম বিচার করিতে যাওয়া মানুষের পক্ষে অসঙ্গত। বিদ্যাসাগর সাধারণের হিতকল্পে অনেক কার্য্য করিতেছেন, যশস্পৃহা হইতেও এ প্রকার কার্য্য উৎপন্ন হইতে না পারে এমত নহে, কিন্তু বিদ্যাসাগর যে কেবল যশস্পৃহা দ্বারাই সৎ কার্য্যে প্রবর্ত্তমান কে বলিবে? আমরা তাঁহার বিষয় যতদূর জানি অনেক সময় দেখিয়াছি তাঁহার স্বাভাবিক দয়াবৃত্তি এত প্রবল যে তাহা আপনা হইতে তাঁহাকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, তাহাতে তাঁহার লাভ হইবে কি ক্ষতি হইবে, নিন্দা হইবে

কি প্রশংসা হইবে বিচার করিতে দেয় না। ইহা যদি নিঃস্বার্থ ভাব না হয়, নিঃস্বার্থ ভাব কি আমরা জানি না। তবে এরূপ দয়ার আতিশয্য দ্বারা সময় সময় যে ভ্রম, অবিবেচনা ও পক্ষপাত ঘটিতে পারে তাহা আমরা অসম্ভব মনে করি না।)

মহারাণী শ্যামমোহিনীর রাজসংসারের বিষয়ে আমরা অবশ্য সমাজ দর্পণের ন্যায় অভিজ্ঞ নহি, সুতরাং কোন প্রজাপীড়নের জন্য সহযোগী যদি রাণীর ক্রটি প্রদর্শন করেন তাঁহাকে কেহ নিন্দা করিবে না। কিন্তু একটী মান্যা স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে সহসা কোন কথা বলিতে যাওয়া ভদ্রতা রীতির বিরুদ্ধ, বিশেষ সাবধানে ও ধীরভাবে তাহা বলা বিধেয়। শ্যামমোহিনী প্রকাশ্য যে সকল কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাতে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট পুরস্কার ও উৎসাহ পাইবার যোগ্য এই পর্য্যন্ত আমরা বলিতে পারি। তবে ইহা বলা যায়, রাণী শরৎ সুন্দরী তদপেক্ষা অধিকতর পুরস্কার ও উৎসাহ পাইবার যোগ্য। শেষোক্ত গুণবতী রমণীর সমুচিত সমাদর না করা গবর্ণমেণ্টেরই অন্যায় ও অবিচার হইতেছে। তাহাতে শ্যামমোহিনী অপরাধিনী হইতে পারেন না।

সুযোগ্য সহযোগী 'নেতৃ সংবাদপত্র' বিষয়ে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহার উল্লেখ করিয়া অনুযোগ করিয়াছেন, আমরা 'সরাগ সরলতার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া এখন তাঁহাকে অসরল, কাপুরুষ ও ভীরু হইতে বলিতেছি।' সহযোগী আমাদিগের অভিপ্রায় ঠিক্ গ্রহণ করিতে পারেন নাই দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। আমরা তাঁহাকে সরল, তেজস্বী ও সাহসী হইয়া লেখনী চালনা করিতে বলি, কিন্তু সকল বিষয়েরই সীমা ও স্থান কাল পাত্র আছে, সম্পাদকগণ তাহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য না করিলে অবিমৃষ্যকারী এবং জনসমাজের অশ্রদ্ধাভাজন হইবেন। ব্যক্তি বিশেষ যে আক্রমণের লক্ষ্য, তাহা সর্ব্বতঃ প্রশংসনীয় নহে। নিতান্ত আবশ্যক হইলে সমাজের কল্যাণার্থ ব্যক্তি বিশেষের দুশ্চরিত্র ও দুরাচারিতা অবশ্য প্রকাশ করিতে হইবে, কিন্তু অকারণ বা সামান্য কারণে মহৎ ব্যক্তির তিলবৎ গুপ্ত দোষকে তালবৎ করিবার চেষ্টা পাওয়া সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের উচিত কর্ম্ম নহে। আমরা এখনো বলিতেছি, সাধারণ কর্ম্মচারীদিগের অন্যায়াচরণ, দুর্বৃত্ত জমীদারদিগের অত্যাচার এবং সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে লিখিবার অনেক বিষয় আছে, সম্পাদকগণ সমাজের হিতার্থ তাহার আন্দোলন করিলে দেশের যথার্থ উপকার হয় এবং তাঁহাদিগের সম্পাদকীয় ব্রত গ্রহণ করা সার্থক হয়। পরিশেষে বক্তব্য আমরা সমাজদর্পণ সম্পাদকের মর্ম্মব্যথা উৎপাদন করিবার জন্য কোন কথা বলি নাই, যাহা বলিলাম বন্ধুভাবেই বলিলাম। আশা করি তিনি আমাদিগের কথাগুলি সদ্ভাবে গ্রহণ করিবেন। আমরা অনভিজ্ঞতা বশতঃ কোন বিষয়ে যদি অন্যায়োক্তি করিয়া থাকি, ক্ষমা করিবেন।

সহযোগী সাময়িক পত্র।

বিলাতে প্রকাশ্য বক্তৃতা স্থলে সার জর্জ কাম্বেল, লর্ড সালিসবরি এবং ব্রাইট সাহেব তিন মহাত্মা উপর্য্যুপরি এদেশীয়দিগের প্রতি ইংরাজদিগের দুর্ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া তাহাই জেতৃ ও জিত জাতি দ্বয়কে ক্রমশঃ অধিকতর পৃথক্‌কৃত করিতেছে বলিয়া আক্ষেপ করেন। ইংরাজ পক্ষপাতী ইংলিশমান সম্পাদক উক্ত কারণ অস্বীকার করিয়া বলেন, এদেশীয়েরা মিথ্যাবাদী ও দুর্ব্বল বলিয়া ইউরোপীয়দিগের সহিত ইহাদিগের প্রণয় হয় না। এতদুপলক্ষে সোমপ্রকাশ বলেন ইংলিসম্যানের কি বক্ষপাতিতা! কি সত্যনিষ্ঠা? এদেশীয়েরা মিথ্যা কথা কয় বলিয়া ইউরোপীয়দিগের যদি এত রাগ, যে সকল ইউরোপীয় নিজে মিথ্যাবাদী ও জুয়াচোর, তাহাদিগেরও এদেশীয়কে দেখিয়া গা জ্বলিয়া উঠে কেন? ইউরোপখণ্ডে ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত যদি আইন আদালত না থাকিত, আমরা ইংলিসমানের অহঙ্কার সহ্য করিতে পারিতাম। সকলেই যদি সত্যবাদী ও ন্যায়পর হয়, তাহা হইলে কি আইন আদালতের প্রয়োজন হয়? টিকবোরণের মোকর্দ্দমায় যে বড় বড় দুই দল সাক্ষী আদালতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা কি সকলেই সত্য কথা কহিয়াছিল? মিস ডিকিন্সের প্রতি যে ব্যক্তি দুর্ব্ব্যবহার করে, সেই কাপুরুষ কি আদালতে ঐ কথা স্বীকার করিয়াছিল? কে তাহাকে আদালতে অপরাধ অস্বীকার করিবার পরামর্শ দেয়? বাঙ্গালীরা যে দুর্ব্বল সহযোগী একথা স্বীকার করেন। কিন্তু ইংলিসমান আর একটী কৌতুকজনক কথা বলেন। সেটী এই যে বাঙ্গালীরা চাটুকারী বলিয়া ইংরাজদিগের ঘৃণার্হ। সোমপ্রকাশ বলেন ইংরাজদিগের ন্যায় চাটুবাদী জাতি পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ। এতদ্দেশীয়েরা তাহাদিগের ঔদ্ধত্য হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত চাটুবাদ অধিক পরিমাণে শিক্ষা করিয়া ক্রমে নিকৃষ্টাশয় হইয়া যাইতেছে।

সমাজদর্পণ বাঙ্গালির একতার পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন ইহাঁরা এক্ষণে দলে দলে প্রীতি ও বিরক্তি প্রকাশ করিতে শিখিয়াছেন। হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রিকা মিউটিনী ও নীলকরের সময় হইতেই সমাজের প্রীতি লাভ করিয়াছেন। সাপ্তাহিক সমাচার মোহন্তের সময়ে ঐরূপ করিয়াছিলেন। অমৃতবাজার ক্যাম্বল সাহেবের সময় হইতে এইরূপ করিয়াছেন। তিনি মলহর রাওয়ের সময় হইতে বোম্বে বাসীদের আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে অবশ্য এই উপদেশ লাভ করা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষ ঐকমত্য অভ্যাস করিতেছে।

সি এন বান্থুর্বি বি এ নামক একজন কৃতবিদ্য দেশীয় খৃষ্টান পাদরী ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া তাহাতে এ দেশে খৃষ্টধর্ম্মের উন্নতির আশা অল্প এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়হইবে, যুক্তি দ্বারা ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদিগের সহযোগী বেঙ্গল ক্রিশ্চান্ হেরাল্ড লেখকের যুক্তি অবলম্বন করিয়া এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেনঃ—"হিন্দুকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা অসাধ্য ব্যাপার, কারণ হিন্দুদিগের মন ব্রাহ্মধর্ম্ম

অপর দিক্ হইতে ঐ হুকা টানিয়া লইয়াছে। তৎপরে বরজচ খুলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার দুই স্থানে সিঁদ দিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু সে দুইবারও সিদ্ধ—মনস্কাম হইতে না পারিয়া অবশেষে রন্ধন গৃহ হইতে একখান থাল, একটী পিলসুজ ও একটী কাঁশার তৈলের ভাঁড় এবং চণ্ডীমণ্ডপ হইতে একটী লোটা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। এ অঞ্চলে অত্যন্ত ঘন ঘন চুরি হইতেছে পুলিস কি করিতেছেন?

গত শুক্রবার বেলা ৯ ঘটিকার পর এস্থানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্পটী প্রায় এক মিনিট কাল স্থায়ী ছিল। পুষ্করিণী সরোবর প্রভৃতিতে প্রায় ১০। ১৫ মিনিট কাল অপূর্ব্ব শোভা সম্দর্শিত হইয়াছিল।

কোন কোন সংবাদপত্র জনরব তুলিয়াছেন যুবরাজ ভারতাগমনের ব্যয় ভার বহন করিবার জন্য সান্ড্রিংহাম বিক্রয় করিয়াছেন এবং মার্ল বরো বাটী ভাড়া দিয়াছেন। এই সংবাদটী সত্য বোধ হয় না।

আগষ্ট মাসের মধ্যে ভারতবর্ষীয় চিত্রশালিকা দর্শনার্থ ১৬৮০১ ব্যক্তি গমন করিয়াছিল। তন্মধ্যে দেশীয় স্ত্রী ২৪৭৮ ও পুরুষ ১৪,০০৫ এবং ইউরোপীয় স্ত্রী ৬৫ ও পুরুষ ২৫৩ জন।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর উড়িষ্যার কয়লা খনির তত্ত্বাবধানের জন্য একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করিবার অভিলাষে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন। শুনা যায় উড়িষ্যার টিল্‌চারে উক্ত খনি হইতে কয়লা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

বাঁকীপুরের টেম্পল মেডিকাল বিদ্যালয়টীর ছাত্র সংখ্যা ১৭০ হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় ১৪০ জন সামরিক বিভাগের ছাত্র। প্রস্তাবিত নূতন অট্টালিকাটী আজিও নির্ম্মিত হইতেছে না।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম কলিকাতার নিকট একটী জুওলজিকাল উদ্যানের অভাব অনুভব করিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বেলবিডিয়ারস্থ বাটীর পার্শ্বে উক্ত অভিপ্রায়ে ২৫ বিঘা ভূমি প্রদান করিয়াছেন। এ উদ্দেশ্যে ২॥ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। শুনা যায় যুবরাজ আসিয়া ইহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিবেন।

প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের অভ্যর্থনার্থ কলিকাতায় প্রায় ৬০,০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। মিউনিসিপালিটী স্বয়ং মিউনিসিপাল বাজার, টাউনহল, মিউনিসিপাল আপিস, ডেলহাউসি স্কোয়ার, ওয়েলিংটন স্কোয়ার এবং কলেজ স্কোয়ারটী আলোক মালায় সজ্জিত করিবেন। এই কার্য্যোপলক্ষে ১৫ সহস্র টাকারও অধিক ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। অন্যান্য স্থানের আলোকের ব্যয় সাধারণ দাতব্য হইতে প্রদত্ত হইবে।

১৮৭৩-৭৪ অব্দের রাজস্বের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ভারতবর্ষীয় সৈন্য সংখ্যা এইরূপ দেওয়া হইয়াছে:—ইউরোপীয় ৬৬৪০৬, দেশীয় ১২৩,৮৫৮, সর্ব্বশুদ্ধ মোট ১৯০,২৬৪ জন, তন্মধ্যে কর্ম্মচারী এবং নন-কমিশন্ড এবং প্রাইবেট কর্ম্মচারীদিগের সংখ্যা আছে।

উত্তর পশ্চিম।

শুনা গেল গত ২৮ এ আগষ্ট জয়পুরে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্পের সহিত ভয়ানক শব্দ অনুভূত হইয়াছিল।

কিছু দিন হইল উলোয়ের রাজস্ব গৃহ বিবাদে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। মহারাজ শিবধন সিংহের মৃত্যুর পর দুইজন সিংহাসন প্রার্থী উপস্থিত হন। গবর্ণমেণ্ট প্রার্থীদের মধ্যে মঙ্গল সিংকে মনোনীত করিয়া সিংহাসন অর্পণ করেন। ইনি বর্ত্তমান রাজা। অপর প্রার্থী ঠাকুর লক্ষীর সিং তাঁহার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য দেখিয়া ইণ্ডিয়া আপিসে আবেদন করিবার জন্য জনৈক প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। শুনা গেল ইংলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহাঁর বিষয়ে উচিত মত সুবিচার করিবার জন্য এক কমিশন নিয়োগের আজ্ঞা দিয়াছেন। জয়পুর এবং গোয়ালিয়রের মহারাজা এই কমিশনভুক্ত হইবেন বোধ হইতেছে।

জনৈক সহযোগীর পেশোয়ারস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন কাবুলের আমীর নূতন সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন শীঘ্রই রুসিয়গণ আফগানিস্থান আক্রমণ করিবেন, তজ্জন্য আমীর প্রস্তুত হইতেছেন এবং কেহ কেহ বলেন আমীর এই সমুদায় সৈন্যের সহিত নওরোজ খাঁর বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন।

মান্দ্রাজ।

শুনা গেল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মহীসুরের যুবরাজের রক্ষকের পদটী তুলিয়া দিবার অভিলাষ করিয়াছেন। এক্ষণে যুবরাজের রক্ষক স্বরূপ কর্ণেল মালিসন নিযুক্ত আছেন। ইনি পদত্যাগ করিলে অন্য কাহাকেও উক্ত পদে নিয়োজিত করা হইবে না।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র কর্ম্মকারী নিয়োজিত করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। এই কার্য্যে মান্দ্রাজের সিবিল এবং সেসন জজ ডাক্তর কর্ণেল সাহেবকে নিয়োগ পত্র প্রদান করা হইয়াছে। ইনিও উক্ত পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

সংবাদ আসিয়াছে মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব এডবোকেট জেনেরেল জন ব্রুণ নর্টন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। ইনি এক্ষণে বলোনে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহার শীঘ্রই অন্ধ হইবার সম্ভাবনা।

ত্রিবোঙ্কুরের বড় রাণীর স্বামী খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে গিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন। ত্রিবোঙ্কুরের রেসিডেণ্টের ভগিনী মিস ব্লালার্ড রাজবাটী মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া এই গোলযোগ বাঁধাইয়াছেন। শুনা যায় তিনি বড় রাণী ও ছোট রাণীকেও স্বধর্ম্মাক্রান্ত করিয়াছেন। এইরূপ কারণে হিন্দু অন্তঃপুরে বিবীদিগের প্রবেশ পথ অবরুদ্ধ হইতেছে।

বোম্বাই।

মধ্য ভারতবর্ষ এজেন্সির অধীনস্থ দেশীয় রাজাদিগের রাজ্য সর্ব্বশুদ্ধ ৯০ সহস্র বর্গ মাইল। এই সমুদায়ের অধিবাসির সংখ্যা ৮০ লক্ষাধিক হইবে। সিন্ধিয়া রাজের আয় বার্ষিক প্রায় ১ কোটী টাকা; হোলকার, ভূপাল এবং রেওয়ার রাজাদিগের আয় একত্র ধরিলে আর ১ কোটী টাকা; সমুদায় মধ্য ভারতবর্ষের আয় ৩॥ কোটী টাকা হইবে।

শুনা গেল ধারওয়ার কলেক্টরেটের অধীন দথাল পাহাড়ে স্বর্ণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে এক্ষণে বিশেষরূপ কোন রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

বোম্বাইস্থ বিদ্যালয় সকলের ছাত্র দিগকে ভোজ প্রদানের বন্দোবস্ত করিবার জন্য যে সব কমিটী আহূত হয় তাহাতে স্থির হইয়াছে সর্ব্বশুদ্ধ ৭ সহস্র ছাত্র এবং ছাত্রী উপস্থিত হইবে। ইহাদিগের মধ্যে খৃষ্টান দুই সহস্র, দেশীয় বালিকা দুই সহস্র এবং দেশীয় বালক ৩ সহস্র হইবে। দেশীয় বালকদিগের বয়স ১২ বৎসরের ন্যূন হওয়া আবশ্যক। এই ভোজের ব্যয় ১২ সহস্র টাকা স্থির হইয়াছে।

ইন্দোরের মহারাজা যুবরাজের সম্মানার্থ ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটী দরবার করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে সর্ব্ব শুদ্ধ ৭৯ টী প্রেশ আছে, তন্মধ্যে বোম্বাই নগরে ৪৪ টী; ইহাদিগের হইতে ৪০৭ পুস্তক বা পত্রিকা প্রচারিত হয়। দাক্ষিণাত্য ১৩টী হইতে ১১০ পুস্তক পত্রি

প্রচারিত হয়; গুর্জ্জর দেশে ১৭টী হইতে ৮৭ পুস্তকাদি মুদ্রিত হয়; দক্ষিণ মহারাষ্ট্রীয় দেশে ৩টী প্রেস হইতে ৬ খানি পুস্তক বা পত্রিকা বাহির হয়; সিন্ধুদেশে ২টী, এবং ইহাদিগের হইতে ২১ পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়। এতদ্দ্বারা জানা যায় প্রেসিডেন্সির কানারি এবং সিন্ধুদেশে অতি অল্প পরিমাণে বিদ্যার আলোচনা হইয়া থাকে। সমুদায়তঃ ৭০১ পুস্তক বা পত্রিকা মুদ্রিত হয়, তন্মধ্যে ৪৯৯ খানি লিথোগ্রাফ করা হয়।

ইউরোপ।

তুরুষ্ক হইতে সংবাদ আসিয়াছে ইসাদ পাশা তুর্কির প্রাণ্ড ভিজিয়েরের পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

তুরুষ্ক এবং সার্ভিয়ার মধ্যে শীঘ্রই বিবাদানল প্রজ্বলিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

আর্হব হার্জি গোবিনার অধিবাসীগণের সাহায্যার্থ গারিবল্ডি তাঁহার পুত্র মিনোটিকে দাতব্য সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

বার্লিনস্থ কোন সংবাদপত্র বলেন তথায় জর্ম্মণ আবিসিনয় কোম্পানি নামে একটী কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাঁরা আফ্রিকা মধ্যস্থ অজ্ঞাত প্রদেশ সমূহের আবিষ্কার করিবার জন্য আবিসিনিয়ার দক্ষিণ সোয়া প্রদেশে এক স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করিবেন। ইহারা দেশীয়গণকে সৈন্য শ্রেণী ভুক্ত করিতে পারিবেন এবং তথাকার দ্রব্যজাত সকল ইউরোপে আম দানি করিবেন। জর্ম্মণগণ একটী উপনিবেশ সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় আছেন।

বিবিধ।

সংবাদ আসিয়াছে সম্প্রতি কোকোন্দে এক বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছে। বিদ্রোহী দল সপরিবার তথাকার খাঁকে দূরীভূত করিয়াছে। ইহাদিগের কর্ত্তা আব্দারহমন আদোবাদসি। তাসখন্দ হইতে সংবাদ আসিয়াছে কোকন্দের খাঁর সৈন্যগণ বিদ্রোহী দলের সহিত সংযুক্ত হইয়া খাঁর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

চীনদেশীয় সংবাদপত্র সমূহ হইতে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে পিকীনে এবং উত্তর বিভাগীয় কোন কোন প্রদেশে বিদেশীয়গণ অত্যাচরিত হইয়াছে। রুশিয় লিগেসনের চীনদেশীয় সেক্রেটারি লেন্সি সাহেব অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহাকে ইষ্টক ফেলিয়া মারা হয়। ইনি ঘোটক হইতে পতিত হইয়াছিলেন। তিয়ানসিনের ২০ মাইল দূরে অনেক ভদ্রলোক সপরিবারে দেশবাসীগণের অত্যাচারের পাত্র হইয়াছিলেন। চীনদেশের মধ্যে যেরূপ অত্যাচারের কথা বার বার শুনা যাইতেছে তাহাতে চিনদিগের পক্ষে বড় শুভ লক্ষণ বোধ হয় না।

এ বৎসর মাঙ্কুরিয়াতে পোস্ত অধিক পরিমাণে রোপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে লুক্কায়িত স্থানে রোপিত হইত, এক্ষণে উহা সদর রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে রোপিত হইয়াছে।

প্রেরিত।

ভারত সংগীত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ ভারতের যেই দিকে চাই
অবনতি বই দেখিতে না পাই
আছিহ সকলে ঘুমে নিমগন
ঘুমের আবেশে দেখিছ স্বপন।
বিদেশীয়গণ লইয়া বসন
যোগাইছে সবে হয়ে সযতন;
কিন্তু এদেশের দেশীয় বসন
বিলুপ্ত হইল জন্মের মতন।
সূক্ষ্ম সূত্র চয়ে কোমল বয়ন
ঘন শুক ভায় মরাল লক্ষণ
বধন্দি দুকূল প্রভৃতি বসন
যে ভারতভূমে তন্তুবায়গণ
সতত বয়িত; আজ সে ভারতে
আসিছে বসন দূর দেশ হতে,
আর্য্যভূমি এবে বসনের তরে
নিজ স্বাধীনতা বিদেশীর করে
করেছে অর্পণ; দেশী তন্তুবায়
অন্নাভাবে সবে অস্থিসার কায়!
হায় এই লাজ রাখিব কোথায়
কি ঘৃণার কথা কহিব কাহায়?
আর্য্য রক্ত যেন আর্য্যভূমে নাই
এ দুঃখের কথা কারে বা জানাই?

বিদেশী কৌশল ধারা যন্ত্র জলে
হয়ে স্নিগ্ধকায় আজ কুতূহলে
আর্য্য সুতগণ ঘুমে নিমগন
আছয়ে সকলে কে করে দর্শন?
ভারতভূমির ধারা যন্ত্রচয়
একে একে লুপ্ত হল সমুদয়,
নিদাঘ তাপিত বিলাসী সকল
যার স্নিগ্ধ ধারে হত সুশীতল,
বিলাসিনীগণ নিবারিত যায়
নিদাঘ সন্তাপ সলিল ধারায়—
সেই জল যন্ত্র ভারতের ধন,
ভারতের কীর্ত্তি বিলুপ্ত এখন,
এ দুঃখের দশা কব কার সনে
ব্যথিত কে হবে আমার বেদনে?
আর্য্যভূমি আজ ঘুমে অচেতন
না জানি এ ঘুম ভাঙিবে কখন!!

কপোত পালীতে চিত্রিত সুন্দর
কৃত্রিম শরীর বিহগ নিকর
হেরিয়ে মার্জ্জার মাতি ভ্রান্তি মদে
আরত স্থিরাঙ্গ হয়ে স্থিরপদে
আক্রমিতে চেষ্টা করিলে কীর
তাঁরেও ভাবিত চিত্রিতের প্রায়
দর্শক সকলে স্থির দৃষ্টি হয়ে,
অবলা মধ্যেও যে ভারতালয়ে
চিত্রণের রীতি ছিল বিদ্যমান—
সাগরিকা আদি তাহার প্রমাণ,
দৃষ্টি মাত্রে বস্তু চিত্রে আলেখিয়া
যাহার গৌরব গিয়াছে রাখিয়া,
সে ভারতে আজ আর্য্য সুতগণ
বিদেশীর কাছে হয়ে সযতন
শিখিছে আদরে আলেখ্য লিখন,
দেখিছে কৌতুকে বিদেশী চিত্রণ,
চিত্রার্পিত হেন নিশ্চল হইয়া
কার কাছে আজ এ কথা লইয়া
বিচারার্থী হই কে করে বিচার?
এবে যে ভারতে মোহ অন্ধকার
ঘেরেছে চৌদিক, দেশবাসীগণ
ঘোর নিদ্রা ভরে আছে অচেতন।

সঙ্গীত-কুশল গায়ক নিকরে
যে ভারতভূমে শ্রম যত্ন ভরে
নিষাদ ধৈবত আদি সপ্ত স্বরে
শুদ্ধ তান লয়ে প্রফুল্ল অন্তরে
গাইত সঙ্গীত কি বা মধুময়
বসন্তাদি রাগ করিয়া আশ্রয়;
মিশি সে সঙ্গীতে উঠিত নিয়ত
বীণা সপ্তস্বরা মুরজাদি যত,
বাদ্য যন্ত্রধ্বনি শুনিয়া শ্রবণে
সুধা ধারা যেন বোধ হত মনে।
আজ সে ভারতে কর দরশন
যেখানে সেখানে দেখিবে এখন
সঙ্গীতাভিমানী তরল-হৃদয়
চপল স্বভাব বালক নিচয়
খেলনক প্রায় সেই মধুময়
সুধায় সঙ্গীত করিয়া আশ্রয়
ভাঙিয়াছে তার অঙ্গ সমুদয়,
করিয়াছে তারে শোকের আলয়
বাদ্য যন্ত্র ধ্বনি সে সঙ্গীত সনে
বিকলাঙ্গ আজ ভারত ভুবনে।

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

৩য় ভাগ, ২৪ শ সংখ্যা। | বঙ্গাব্দ ১২৮২—৯ই আশ্বিন শুক্রবার। ২৪ এ সেপ্টেম্বর—১৮৭৫। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭৷৹ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

ভারতহিতৈষিণী কুমারী কার্পেণ্টার গত ১৬ ই সেপ্টেম্বর মেল জাহাজে ভারত যাত্রা করিয়াছেন। তিনি নিরাপদে আমাদিগের মধ্যে উপস্থিত হউন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম; বরাহনগর পত্রিকা খানি আর প্রকাশিত হইবে না।

ক্রফ্‌ট সাহেব প্রতিনিধি ডিরেক্টর হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ২০ এ সেপ্টেম্বর অবধি উইলসন সাহেব এই পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

আগামী ২২ এ নবেম্বর ২২ নং চৌরঙ্গী রোড প্রেসিডেন্সী সার্কেলের ইনস্পেক্টরের আফিসে বি এ পরীক্ষার্থী দিগের সার্টিফিকেট দানের পরীক্ষা হইবে। ফি ৫ টাকা। যে সকল ব্যক্তি ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষা দিয়া ২ বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছেন, অথবা ২ বৎসর পাঠ ও শিক্ষকতায় ক্ষেপণ করিয়াছেন অথবা যাঁহারা বি এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা এই পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

গত কল্য বারুইপুরের মাজিষ্ট্রেট আদালতে মজিলপুরের উৎপীড়ন মোকর্দ্দমার উভয় পক্ষীয় উকীলের সওয়াল জবাব শ্রবণ করিয়া বাবু মতিলচন্দ্র পাল দণ্ডবিধি আইনের ৩২৩ ৩৩০, ৩৩২ ও ৩৩৭ ধারানুসারে অপরাধের বিচারার্থ নিম্নলিখিত আসামীদিগকে দায়রা সোপরদ্দ করিয়াছেন:—

জমীদার বাবু শ্রীনাথ দত্ত, বাবু ভূপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত, বাবু বিরাজকৃষ্ণ দত্ত, বাবু হারাণচন্দ্র মিত্র। নামদার খাঁ ও অম্বিকা চাকর।

বিলাত হইতে নূতন প্রত্যাগত সিবিলিয়ান বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ দে পাটনা বিভাগের ৩য় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর হইয়া সাহাবাদ জেলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

মজিলপুরের জমীদারী মোকর্দ্দমা।

(গত বারের শেষ)

অম্বিকা চরণ বসু—(নেটীব ডাক্তার)

আমি পিতাম্বরকে চিনি, পুলিষ আমার নিকট পীতাম্বরকে একজামিন করিবার জন্য পাঠাইয়াছিল। পীতাম্বরের হাতে দাগ দেখিয়াছিলাম, ডান হাতের দাগ দীর্ঘে ২॥ ইঞ্চি হইবে, বাম হাতের দাগ ১॥ ইঞ্চি উভয় দাগই প্রস্থে ১/৬ ইঞ্চি হইবে, এ দাগ শুকাইয়া গিয়াছিল, দাগটা অনেক দিনের হইবে, একটা দাঁত পড়িয়া গিয়াছিল, ভাঙ্গা বোধ হয়না, পীঠে কোন চিহ্ন ছিল না, জুতা ও বিচুটীর দাগ প্রায় ৩।৪ দিন থাকে। হাতে কিসের দাগ স্থির করিতে পারি নাই, এক হাতের দাগ সেইরূপ আছে, আর এক হাতের প্রায় শুখাইয়া গিয়াছে।

জমীদার বাবু গোপাল দাস দত্ত।

আমার পিতার নাম কালিদাস দত্ত, পীতাম্বরকে চিনি, আমি পীতাম্বরকে ছাড়িয়া দিতে বলি নাই, আর ঠাকুর দাসের দ্বারায় পয়সাও পাঠাই নাই। আমি ১লা ভাদ্র সোমবার বাটীতে ছিলাম, ঐ রোজ শ্রীনাথ বাবুর কাছারীতে চুরি গিয়াছিল, আমি যখন কাছারী বাটীতে ছিলাম তখন বেলা ৯।১০ টা হইবে। ২টা বাক্সের ডালা তোলা দেখিয়াছি, চুরির কোন অনুসন্ধান হয় নাই। আমি বলিলাম বাহিরের লোকে চুরি করে নাই, ভিতরের লোকের দ্বারায় এই চুরি হইয়াছে। সেই চুরিতে পীতাম্বরের উপর সন্দেহ হয় নাই, কিন্তু পীতাম্বরকে চোর বলিয়া সকল লোকে সন্দেহ করে, আমিও করি, পীতাম্বর জ্ঞাতি হয় উহাকে মান্যও করিনা, অপমানও করিনা। পীতাম্বরকে খুড়া বলে ডাকি। এই মোকর্দ্দমার আসামী বিরাজ আমার পুত্র, শ্রীনাথ ও ভূপেন্দ্র খুড়তুতা ভাই, হারাণ খুড়তুতা ভগ্নীপতি। কাছারীতে ৫।৭ মিনিটের বেশী আমি ছিলাম না, হরিদাস বাবুকে দেখিয়াছি কি না স্মরণ নাই, পুলিষের সাক্ষাতে পীতাম্বরের উপর কাহার সন্দেহ হয় নাই। সেই দিন শ্রীনাথ, বিরাজ, হারাণ বাটীতে ছিল, ভূপেন্দ্র ছিল কি না জানি না, শ্রীনাথের কাছারীতে অনেক গুলি লোক ছিল, পীতাম্বরের সঙ্গে বাজারে আমার দেখা হইয়াছিল॥

পার্ব্বতীচরণ বিদ্যাবাচস্পতি।

আমি প্রত্যহ দত্ত বাবুদের বাটীতে স্বস্ত্যয়ন করিতে যাই। ১লা ভাদ্র সোমবারও গিয়াছিলাম। সকাল হইতে বেলা ১১। ১২ টা পর্য্যন্ত স্বস্ত্যয়ন করি। গোপালের দালানের ভিতরে বসিয়া স্বস্ত্যয়ন করি সেখান হইতে শ্রীনাথ বাবুর কাছারি এই এজলাস হইতে মোক্তারদিগের বসিবার স্থান পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ৩।৪ রসি হইবেক।) আমি সেদিন কোন গোলযোগ শুনিতে পাই নাই, আমি সে দিন শ্রীনাথ বাবুর কাছারিতে যাই নাই। আমি হারাণ বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিতে হারাণ বাবুর কাছারিতে গিয়াছিলাম। মারের জনশ্রুতিও শুনি নাই। পীতাম্বর একদিন আমার বাটীতে আহার করিতে গিয়া হাতের একটা দাগ দেখায় এবং সাক্ষী মানিব বলে। মারের কথা পীতাম্বর আমাকে বলিয়াছিল, কিন্তু আমার তাহাতে

বিশ্বাস হয় নাই। আমি দত্ত বাবুদিগের বাটীতে মাসিক বৃত্তি পাই।

রামসেবক কাত্যায়ণ।

আমি কিছুই জানি না।

ভারত সংস্কারক।

ভারতবর্ষীয় বজেট।

আমাদিগের রাজ-পুরুষ ইংলণ্ডবাসী ইংরাজেরা এ দেশের শাসন কার্য্য পরিদর্শনের মধ্যে বৎসরান্তে ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের বজেট একবার অবগত হন। কিন্তু এই কার্য্যও তাঁহাদিগের পক্ষে দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ হইয়াছে। যখন পার্লেমেণ্ট বন্দ হইবার সময় উপস্থিত হয়, তখন ২।৪ জন সভ্য নিদ্রা যাইতে২ ভারতবর্ষীয় বজেটের বিবরণ শ্রবণ করেন এবং দুই এক কথায় তাহার আলোচনা সমাপন করেন। ভারত বন্ধু ফসেট সভ্যগণের এই অন্যায় ব্যবহারের বারংবার প্রতিবাদ করেন, পার্লেমেণ্টের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য জিদ্ করেন এবং একটী বিশেষ রাজস্ব কমিটীও সংস্থাপিত করেন, কিন্তু ইংলণ্ডবাসী জনসাধারণ যখন ভারতের প্রতি উদাসীন, তখন তাঁহার একার যত্ন চেষ্টায় কি হইবে?

এ বৎসরও ৯ই আগষ্টের পূর্ব্বে পার্লেমেণ্টে বজেটের কথা উত্থাপিত হয় নাই। লর্ড জর্জ হামিল্টন বজেট প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শন করেন ১৮৭৪।৭৫ সালে অতিরিক্ত ব্যয় ২ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং রাজস্ব আদায় ১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষ এই বৈষম্যের কারণ। দুর্ভিক্ষে গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বশুদ্ধ ব্যয় ৬॥ কোটী টাকা হয়, গত ২ বৎসরের উদ্বৃত্ত প্রায় ৪ কোটী টাকা ইহাতে ক্ষয় হইয়াছে এবং ২॥ কোটী টাকা ঋণ হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ভূমির রাজস্ব অনাদায় থাকাতে আয়ের হ্রাস হইয়াছে। বজেটের উপর আর কেহ কোন কথা বলেন নাই, কেবল স্মলেট সাহেব পূর্ত্ত কার্য্যে অত্যধিক ব্যয় হইয়াছে বলিয়া তীব্ররূপে প্রতিবাদ করেন। বর্ত্তমান বৎসরে ১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যয়াধিক্যের ৩ টী কারণ উল্লিখিত হইয়াছে—(১) ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয় সৈন্যদিগের বেতন বৃদ্ধি, (২) গরাণ্টি রেলওয়ের জন্য অধিক সুদ দিবার প্রয়োজন; (৩) ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের মুদ্রা বিনিময়ে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক ক্ষতি। আমরা দেখিতেছি এই সকল গুরুতর ব্যয় বৃদ্ধির ন্যায়ান্যায়ের বিষয়ে বিবেচনা করিবার কেহ নাই। সৈন্যদিগের জন্য অধিক ব্যয় স্বীকার করা কেন? কতকগুলি ব্রিটিষ কর্ম্মচারীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছে। রেলওয়ের সুদ অধিক দেওয়া কেন? দুর্ভিক্ষ বৎসরে কম পরিমাণে সুদ দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া। বিনিময়ে এত অর্থ ক্ষতি হইল কেন? লর্ড জর্জ হামিল্টন বলিলেন, ক্ষতিটা কিছু গুরুতর হইয়াছে! শুনা যায় বিনিময় হিসাবে বৎসর বৎসর এক কোটী টাকা করিয়া ক্ষতি হইতেছে, অথচ তাহার নিবারণের উপায় নাই।

ইংলণ্ডবাসীদিগের ভারতবর্ষের স্বার্থের প্রতি এত ঔদাসীন্য শোচনীয় সন্দেহ নাই। লণ্ডন একজামিনার পত্র এই উপলক্ষে বলেন ইহা শোচনীয় বটে, কিন্তু ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন নহে। "আমরা এই বৃহৎ অধীন রাজ্য হইতে দুই মহারাজ্য ব্যবধানে রহিয়াছি এবং জেতৃ ও জিত জাতি দ্বয়ের ধর্ম্ম, আচার ও রীতি চরিত্র ভিন্ন হওয়াতে ভারতের বিষয় বোধগম্য করা কঠিন।" গিজনীর মামুদের নিকট নিশাপুরের এক রমণী আসিয়া নিবেদন করে "মহারাজ! দুষ্টেরা আমার পুত্রকে হত্যা করিয়াছে, সুবিচার করুন।" মামুদ বলেন "এত দূর দেশের বিষয়ে আমি দৃষ্টি রাখিতে পারি না।" তাহাতে স্ত্রীলোক বলে "যে রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন না, তাহা জয় করেন কেন? তজ্জন্য যে ঈশ্বরের নিকট দায়ী রহিয়াছেন।" ইংরাজেরা যদি ভারতবর্ষের প্রতি সুবিচার করিতে না পারেন, তবে ইহা জয় করিলেন কেন? ইহার রাজত্ব ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহারা কি ঈশ্বরের নিকট দায়ী নহেন?

সাহস ও সত্যনিষ্ঠতা।

সাহস নানাবিধ, সত্যনিষ্ঠতাও নানাবিধ। আমরা ইংরাজ জাতিকে সাহসিক বীর জাতি বলিয়া প্রশংসা করি, কিন্তু তাঁহাদের সাহস সর্ব্বাঙ্গীণ নহে। তাঁহাদের সাহস যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়, শত্রু সংহারের সময় প্রকাশ পায়, অত্যাচারীর শাসনের সময় প্রকাশ পায়, বিপন্ন সাধ্বী নারীর সতীত্ব রক্ষার সময় প্রকাশ পায়, বন্ধুর সঙ্কট স্থলে প্রকাশ পায়, অপরাধীর অপরাধ স্বীকারের সময় প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ এই সমস্ত স্থলে তাঁহারা কোন প্রকার কায় ক্লেশ স্বীকার করিতে বিমুখ হন না—অনেক সময়ে প্রাণের আশঙ্কাও পরিত্যাগ করেন। কিন্তু বোধ হয় এই স্থলেই তাঁহাদের সাহসের সীমা পর্য্যন্ত হইয়াছে। আমরা ইংরাজ জাতিকে সত্যনিষ্ঠ জাতি বলিয়া সুখ্যাতি করি, কিন্তু তাঁহাদের সত্যনিষ্ঠতাও সর্ব্বাঙ্গীণ নহে। তাঁহাদের সত্যনিষ্ঠতা বোধ হয় তাঁহাদের সাহসের সীমার মধ্যেই পরিভ্রমণ করে। যেখানে সত্য কথা না কহিলে নীচতা ও ভীরুতা প্রকাশ পায়, যেখানে সত্য কথা না কহিলে

কায় ক্লেশ স্বীকারে পরাঙ্‌মুখ বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়, সেখানে তাঁহাদের সত্যনিষ্ঠতার কখন সঙ্কোচ দেখা যায় না। বাঙ্গালী জাতির এরূপ সাহস নাই, এরূপ সত্যনিষ্ঠতাও নাই। যেখানে সত্য কথা বলিতে বীরত্ব ও দৈহিক সাহসের অপেক্ষা করে, যেখানে সত্য কথা বলিলে কায় ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, যেখানে সত্য কথার পুরস্কার দৈহিক দণ্ড বা উপস্থিত বিপদ, সেখানে বাঙ্গালীরা চিরকালই পরাঙ্‌মুখ। বোধ হয় এইরূপ সাহস ও সত্যনিষ্ঠতার গণ্ডির বহির্ভাগে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে এ বিষয়ে বড় ইতর বিশেষ নাই। বৈষয়িক ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকারের সময়, দেশাচারের বিরুদ্ধে, গুরুজনদিগের মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সময় ইংরাজ ও বাঙ্গালী বোধ হয় সমান ভীরু ও সমান সত্যনিষ্ঠ। অর্থপ্রিয় ইংরাজ জাতি ইনকম টাক্স কর্ম্মচারীদিগের নিকট আয়ের ফর্দ্দ দাখিল করিবার সময় যে সত্যনিষ্ঠতা প্রদর্শন করিতে না পারেন, যেখানে দৈহিক সাহসের অভিমান ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা, সেখানে তদপেক্ষা দশ গুণ অধিকতর সত্যনিষ্ঠতা প্রদর্শন করিতে পারেন। বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইংরাজ লোকেরা ব্যবসায় রক্ষার্থ যে সকল অসত্য ব্যবহার অসঙ্কুচিত চিত্তে অবলম্বন করিয়া থাকেন, স্থল বিশেষে তাহার এক সামান্য ভগ্নাংশ মাত্রও অবলম্বন করিতে কখন স্বীকার করেন না। কার্য্য ব্যস্ত ইংরাজের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সংবাদ লও, তিনি অনায়াসে স্পষ্ট বাক্যে বলিয়া পাঠাইবেন "সাহেব ঘরে নাই" এবং তজ্জন্য কিছুমাত্র লজ্জিত বা অনুতাপিত হইবেন না, কিন্তু অপরাধী হইয়া রাজদ্বারে স্পষ্টাক্ষরে দোষ স্বীকারে অগ্রসর হইতে প্রায় কখনই পরাঙ্মুখ নহেন। এইরূপ রাজনীতি কুশল, সংবাদপত্র লেখক, ওকালতী ও চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যবসায়ী ইংরাজদিগের গূঢ় চরিত্রে অনেক অসত্য ও ভীরুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলিবেন উপরি উক্ত কোন কোন প্রকার মিথ্যা ব্যবহার ইংরাজদিগের শিষ্টাচার মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের মতে ইহা যার পর নাই দোষাবহ। মিথ্যা ব্যবহার কেন শিষ্টাচার মধ্যে গণ্য হয়? যখন দেশ শুদ্ধ লোক কোন প্রকার মিথ্যা ব্যবহারে দীক্ষিত হইয়া পড়েন, তখন তাহা আপনা হইতেই শিষ্টাচার মধ্যে গণ্য হইয়া আইসে। কিন্তু জনসমাজের বিবেক নিতান্ত বিকৃত না হইলে এরূপ ব্যবহার শিষ্টাচার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারে না। বিষয়াদি রক্ষার জন্য মিথ্যা ব্যবহার অবলম্বন আমাদের দেশের পুরাতন সম্প্রদায় মধ্যে প্রায় শিষ্টাচার-সঙ্গত হইয়া আছে। এ জন্য তাঁহারা লজ্জিত হন না; অন্যের কাছে সেই মিথ্যা ব্যবহারের বিষয় প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হন না; দেশশুদ্ধ লোক সেই ব্যবহারকে "কর্ত্তব্য বলিয়া অভিধেয় করিয়া থাকেন; এবং কোন ব্যক্তি সেই "কর্ত্তব্য" কর্ম্মে ক্রুটী প্রকাশ করিলে তাহাকে বিষয় বুদ্ধিবিহীন বলিয়া নিন্দা করা হইয়া থাকে। অনেক গুলি ইংরাজ বণিকের দ্বারা অন্যত্র হইতে সমানীত দ্রব্যাদির ইন্‌ভাইস প্রয়োজন মতে জাল করা হইয়া থাকে। একবার এক জন কলিকাতার সুবিখ্যাত বণিক গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য শুল্ক ফাঁকি দিবার জন্য দ্রব্যাদির কৃত্রিম ইন্‌ভাইস প্রস্তুত করিয়া দণ্ডার্হ হইয়া ছিলেন। বোম্বের সুবিখ্যাত বণিক কর্সনজি জিজিভাই ইংরাজ বণিক্ সম্প্রদায়ের যে সমস্ত গূঢ় কথা আদালতের সম্মুখে উল্লেখ করেন, তাহা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কর্সনজির উক্তি যদি ইংরাজবণিক সম্প্রদায়ের সত্যনিষ্ঠতার প্রকৃত ছবি হয়, তাহাহইলে তাহা কোথাও আদর্শ ছবি বলিয়া পরিগৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ব্যাবসায়িক লোক এরূপ আদর্শকে এক প্রকার সমাদর করিয়া চলিতেছেন এবং এরূপ ব্যবহারকে "ব্যাবসায়িক নীতি বা দস্তুর" বলিয়া শিষ্টাচার মধ্যে পরিগণিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কুপার্স হিল কলেজের পরীক্ষার পারিতোষিকের সময় লর্ড স্যালিস্‌বরি ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি ইংলণ্ডীয় লোকের ব্যবহার সম্বন্ধে যে শিষ্টাচার সঙ্গত সদুক্তি বিবৃত করেন, তদুপলক্ষে "ইংলিশম্যান" প্রভৃতি কোন কোন উচ্চ শ্রেণীর এংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র এই অভিমত প্রকাশ করেন যে এতদ্দেশীয়গণ স্বভাবতঃ ভীরু ও মিথ্যাবাদী, ইউরোপীয় লোকেরা স্বভাবতঃ সাহসী ও সত্যনিষ্ঠ; এস্থলে এই উভয় জাতির মধ্যে কিরূপে সদ্ভাব সংস্থাপিত হইতে পারে? তাঁহারা আরো বলেন ইউরোপীয় লোকে অসত্য ও ভীরুতাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন, এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে এই দুই মহদ্গুণের সম্পূর্ণ অভাব; এ কারণ তাঁহাদের আন্তরিক ঘৃণা ইহাদের উপর পতিত হয়। ইংলিশম্যান সম্পাদক বলেন এই ঘৃণাই এতদ্দেশীয়দিগকে লজ্জা দিয়া সংশোধন করিতেছে।

আমরা উপরে দেখাইয়াছি এই সকল পক্ষপাতী সম্পাদকদিগের উক্তি সর্ব্বাংশে সত্য নহে। ইংরাজদিগের সাহস ও সত্যনিষ্ঠা যেরূপ আংশিক, এতদ্দেশীয়দিগের ভীরুতা ও মিথ্যাবাদিতাও সেইরূপ আংশিক। যত দিন এতদ্দেশীয়দিগের শারীরিক দৌর্ব্বল্য

থাকিবে, যত দিন তাহারা কায় ক্লেশ স্বীকারে কুণ্ঠিত হইবে ও বিপদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভীত হইবে, তত দিন তাহাদের দৈহিক সাহস ও তন্মূলক সত্যনিষ্ঠা তাহাদের প্রকৃতির শোভা সম্পাদন করিতে পারিতেছে না। এজন্য যদি আমাদিগকে কেহ লজ্জা দেয়, ক্ষতি নাই, কিন্তু লজ্জা দিবার সময় ইংরাজ ভ্রাতারা যেন মনে রাখেন যে প্রকৃত ও সর্ব্বাঙ্গীণ সত্যনিষ্ঠা তাঁহাদের মধ্যেও নিতান্ত দুর্লভ এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকেও লজ্জিত থাকা বিধেয়।

উচ্চ শিক্ষার প্রতি গবর্ণমেণ্টের অনুরাগ।

আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পলের আণুবীক্ষনিক চক্ষু ছিল। তিনি যখন রাজ্যের যে বিভাগে দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহাকেই কেবল বৃহৎ দেখিতেন এরূপ নহে, কিন্তু সেই বিভাগের এক অংশ আত্যন্তিক বৃহদাকার ধারণ করিয়া তাঁহার চক্ষুকে অধিকৃত করিয়া ফেলিত, তিনি এক বিষয়ে যখন পক্ষপাতী হইতেন, অন্য বিষয়ে তখন অন্ধ বা বীতরাগ না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। এই কারণে তিনি প্রজাদিগের পক্ষপাতী হইতে গিয়া জমীদারদিগের সর্ব্বনাশের চেষ্টা পান, মাজিষ্ট্রেটদিগের পক্ষপাতী হইতে গিয়া বিচার বিভাগের অবমাননা করেন এবং নিম্ন শিক্ষার অনুরাগী হইতে গিয়া উচ্চ শিক্ষাকে পাদদ্বারা দলন করেন। আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পলের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত উদারতর এবং প্রশস্ততর দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতেছি। তিনি সকল বিভাগের প্রতি সমান দৃষ্টি এবং সকল বিষয়ের প্রতি তুল্য ন্যায়াচরণ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি উচ্চ শিক্ষার প্রতি মনোযোগ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার এই গুণের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

বঙ্গদেশে কয়েক বৎসর হইল নিম্নশিক্ষার প্রতি গবর্ণমেণ্ট যেরূপ মনোভিনিবেশ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহাদিগের একটী মহৎ কর্ত্তব্য সাধন এবং দেশের কল্যাণবর্দ্ধনের একটী শুভ সূত্রপাত হইয়াছে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু নিম্ন শিক্ষাদ্বারা নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের স্নেহানুগ্রহ যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, বিদ্যার প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগিতার তত পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইহা দ্বারা পাঠশালার সংখ্যা কিয়ৎপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার তত্ত্বাবধানের বন্দোবস্ত হইয়াছে, কিন্তু পাঠশালাতে পূর্ব্বে যাহা শিক্ষা দান হইতেছিল, গবর্ণমেণ্টের হস্তাবলম্বন দ্বারা তাহার যে বড় অধিক উন্নতি হইয়াছে স্বীকার যায় না। যাহা হউক, ইতর লোকদিগের শিক্ষার প্রতি যখন রাজ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, তখন ভবিষ্যতে তাহার যে শুভোন্নতি হইবে এরূপ আশা করা যায়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি বিদ্যানুরাগিতা প্রদর্শন করিতে চান, দেশের বিদ্বান্ লোকদিগের সমাদর এবং উচ্চ শিক্ষার উৎসাহ দান প্রদর্শন করা একান্ত আবশ্যক। সার রিচার্ড এ দেশের গ্রন্থকারদিগের সহিত আসঙ্গ ও সদালাপ করিয়া তাঁহার বিদ্যানুরাগিতার পরিচয় দিয়াছেন, এখন উচ্চ শিক্ষার প্রতি সমাদর প্রকাশ করিয়া অধিকতর সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন।

লর্ড লরেন্সের রাজত্ব কাল হইতে একাল পর্য্যন্ত একটী ধূয়া উঠিয়াছে যে এ দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট করিয়াছেন, এখন তাহার উন্নতি ভার দেশীয়দিগের হস্তে দিয়া গবর্ণমেণ্ট নিম্নশিক্ষার প্রতি মনোযোগী হউন্। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট কতদূর আয়োজন করিয়াছেন, তাহা এক বার আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশের ১০ বিভাগের মধ্যে আমরা ৪ বিভাগে ৪ টী প্রধান কলেজ দেখিতে পাই—প্রেসিডেন্সী, হুগলী, ঢাকা এবং পাটনা কলেজ। প্রথমটী প্রেসিডেন্সী বিভাগে, কিন্তু তাহা ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা মহানগরে স্থাপিত; এরূপ স্থানে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যানুরাগ প্রকাশ না করিলে তাঁহাদিগের নাম কলঙ্কিত হইত। কিন্তু সেই প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রাচীন হিন্দু কলেজের রূপান্তর মাত্র, সুতরাং হিন্দুদিগের প্রদত্ত ধনই তাহার ভিত্তি ভূমি। বর্দ্ধমান বিভাগে হুগলী কলেজ এক জন ধনী মুসলমানের স্থাপিত এবং তাঁহারই অর্থে প্রতিপালিত, গবর্ণমেণ্টকে তজ্জন্য বড় দায়গ্রস্ত হইতে হয় না। ঢাকা ও পাটনা বিভাগে যে দুইটী কলেজ আছে, তাহার কত পরিমাণ ব্যয় গবর্ণমেণ্ট নিজ কোষ হইতে পূরণ করিয়া আসিয়াছেন আমরা নিশ্চয় অবগত নহি, কিন্তু অনেক অংশ যে তৎপ্রদেশস্থ লোকের অর্থে সংকুলান হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক অবশিষ্ট ৬ বিভাগে উপাধি প্রাপ্তি যোগ্য কলেজ একটীও স্থাপিত হয় নাই।

ইহা দেখিয়া কে না বলিবে এখনও বঙ্গদেশে উচ্চ শিক্ষার অনেক অভাব রহিয়াছে? সার রিচার্ড টেম্পল এই অভাব পূরণে কৃতসংকল্প হইয়া সাধারণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কাম্বেলী আমলে কৃষ্ণনগর ও বহরমপুর কলেজে বি এ পরীক্ষার শ্রেণী উঠিয়া যায়। তিনি তাহা পুনঃস্থাপনের আশা দিয়াছেন। স্থানীয়

লোকে ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ সংগ্রহ করিলে অপর অর্দ্ধাংশ তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রদান করিবেন। তাঁহার আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণনগরের লোকে দাতব্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বহরমপুর কি এ দৃষ্টান্তের অনুগামী হইবেন না? যেখানে জগৎ বিখ্যাত বদান্যা রাণী স্বর্ণময়ী ও অন্যান্য ধনী জমীদার আছেন, তথায় টাকা উঠিবার আশ্চর্য্য কি? টেম্পলের ইচ্ছা মেদিনীপুর হাই স্কুল ও কটক হাই স্কুলকে ক্রমে কলেজে পরিণত করেন। পাটনার ন্যায় ভাগলপুরে একটী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আপাততঃ উত্তর বাঙ্গালা, ছোট নাগপুর ও চট্টগ্রামের অভাব অধিক দেখিয়া তৎ পূরণে অগ্রসর হইয়াছেন।

উত্তর বাঙ্গালায় জমীদার বাবু হরনাথ রায় বার্ষিক ৫০০০ টাকা আয় সংস্থান করিয়া রাজসাহী স্কুলে ফাষ্ট আর্ট পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজসাহী স্কুলকে কলেজ করিবার জন্য এক বৎসর ৪০০০ ও পর বৎসর ৯০০০ অর্থাৎ মোট ১৩,০০০ টাকা ব্যয়ের উপায় করা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় লোকদিগের নিকট ব্যয়ের তৃতীয়াংশ ও ৮টী ছাত্র পাইলে কলেজ তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিতে পারেন। রঙ্গপুর জেলা স্কুল হাই স্কুলে পরিণত হইবে। ৬টী ছাত্র ও তৃতীয়াংশ ব্যয় যোগাইলে গবর্ণমেণ্ট অবশিষ্ট ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন। চট্টগ্রামেও এই নিয়মে হাই স্কুল স্থাপিত হইতে পারে। ছোট নাগপুরে একটী হাই স্কুল স্থাপনের জন্যও এইরূপ নিয়ম অবলম্বিত হইতে পারে। তবে তত্রত্য ৬জন ছাত্রের ৪ জন তদ্দেশীয় হওয়া আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্কুলে ২ বৎসরের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহার তালিকা এইঃ—

	গবর্ণমেণ্ট	স্থানীয়	মোট
রাজসাহী	৮৫০০	৪৫০০	১৩০০০
রঙ্গপুর	৫০০০	২৫০০	৭৫০০
রাঞ্চী	৫০০০	২৫০০	৭৫০০
ছোট নাগপুর	৫০০০	২৫০০	৭৫০০
	২৩,৫০০	১২০০০	৩৫,৫০০

আমরা দেখিতেছি গবর্ণমেণ্ট যে সকল কলেজের প্রস্তাবনা করিয়াছেন তাহাতে দেশীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হইবার আশায় তৎশ্রেণীস্থ বর্ত্তমান কলেজ সকল অপেক্ষা ব্যয় সংক্ষেপ করিবাছেন। পরীক্ষা স্বরূপ এ ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া আমরা কিছু বলিতে চাই না, আশা করি কলেজের শিক্ষাকার্য্য তিলকাঞ্চনে সারিবার চেষ্টা করা হইবে না। উচ্চ শিক্ষার জন্য নিজ হইতে হউক, দেশীয় সমাজ হইতে হউক, গবর্ণমেণ্টের অধিক পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইতেছে। অন্যান্য কলেজের কথা দূরে থাকুক, ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয় প্রেসিডেন্সী কলেজেও অত্যাবশ্যক সকল শাখার অধ্যাপক নাই। এ সকল অভাব পূরণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট নিম্ন শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা উভয়ের প্রতি উদার দৃষ্টি রক্ষা করেন, এইটী আমাদিগের অনুরোধ।

সহযোগী সাময়িক পত্র।

সহযোগী সমাজ দর্পণ সম্পাদক আমাদিগকে পুনরায় এই পত্র খানি লিখিয়াছেনঃ—

আপনি আপনার পূর্ব্ব পত্রিকায় আমাদের বিষয়ে কয়েকটী অতিরিক্ত আলোচনা করিয়াছেন। আপনি প্রথমতঃ কহিয়াছেন যে বাঙ্গালীরা যেরূপ অন্যায় তোষামোদ ও নিন্দা করিয়া থাকে সেরূপ আর কোন জাতি করিতে পারে না। অতএব যাহাতে বাঙ্গালীদের এই দোষ সংশোধিত হয় সম্পাদকদিগের সেইরূপই চেষ্টা করা উচিত। যদি নিন্দা শব্দে গোপনে বসিয়া পরের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করাই আপনার উদ্দেশ্য হয় তবে আমরা আপনার সহিত বিসম্বাদ করিতে চাই না। কিন্তু যদি নিন্দা শব্দে অনুযোগ হয় এবং যদি সেই অনুযোগ প্রকাশ্য অনুযোগ হয় তবে বোধ হয় আপনি বাঙ্গালীদিগকে পরনিন্দা বিষয়ে যেরূপ অগ্রসর ভাবিয়াছেন বাস্তবিক তাহারা সেরূপ নহে। প্রভু সহস্র অত্যাচার করিতেছে, বাঙ্গালী চাকর তাহা সহ্য করিতেছে। নিতান্ত বিরক্তি হইলেই বন্ধুর নিকট গোপনে তাহা প্রকাশ করিতেছে, বাঙ্গালীদিগের এইরূপ ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন্ বাঙ্গালীকে সাধারণ সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া আপনি ডিস্‌রেলী বা ফসেটের ন্যায় পরের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতে দেখিয়াছেন? বাঙ্গালীরাও পরনিন্দা করিয়া থাকে, ইংরাজেরাও পরনিন্দা করিয়া থাকে। তবে বিশেষ এই যে বাঙ্গালীর নিন্দা গোপনে জন্মিয়া গোপনেই মরিয়া যায়। কিন্তু ইংরাজেরা গোপনে মুখ নষ্ট করে না। উঁহারা সরাগ ভাবে ও সর্ব্বসমক্ষে নিন্দা করিয়া থাকে। এরূপ কাজের নিন্দা আপনি কয় জন বাঙ্গালীকে করিতে দেখিয়াছেন?

দ্বিতীয়তঃ আপনি সোমপ্রকাশের অনুসারে কহিয়াছেন যে লোকের ব্যক্তিগত চরিত্রের নিন্দা করিতে নাই। আমরা ব্যক্তিগত চরিত্রের কখনই নিন্দা করিতে চাই না। আমরা সমাজগত চরিত্রের নিন্দা করিয়া থাকি। শ্যামমোহিনী বা বিদ্যাসাগর পরিবার সম্বন্ধে কিরূপ আচরণ করিয়া থাকেন এবং আহার বিহার ও পান ভোজনাদি কিরূপ করিয়া থাকেন আমাদের পত্রিকায় কোন কালেই তাহার উল্লেখ করিতে চায় নাই। বিদ্যাসাগর বা শ্যামমোহিনীর যে চরিত্র সাধারণ সমাজকে স্পর্শ করিয়া থাকে, আমরা তাহারই বিষয়ে সমালোচন করি।

তৃতীয়তঃ আপনি কহিয়াছেন যে আমরা শ্যামমোহিনীকে আক্রমণ না করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ঐরূপ করিলে ভাল হইত। কিন্তু আপনি ভাবিয়া দেখিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিতেন যে আমরা শ্যামমোহিনীর নিন্দা না করিয়া গবর্ণমেণ্টেরই নিন্দা করিয়াছি। শ্যামমোহিনীর উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টকে নিন্দা করিতে হইলে কি আপনি শ্যামমোহিনীর উল্লেখ না করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ঐরূপ করিতে পারেন? আমাদের বোধ হয় যে ওরূপ স্থলে শ্যামমোহিনীকে যতই

আক্রমণ করিবেন গবর্ণমেণ্টকে তত্রট আক্রমণ করা হইবে।

চতুর্থতঃ আপনি কহিয়াছেন যে ব্যক্তি বিশেষের নিন্দা না করিয়া সমাজের নিন্দা করাই সম্পাদকদের উচিত হইতে পারে। আমাদের বোধ হয় যে সমাজের নিন্দা না করিয়া সমাজের প্রধানদিগের নিন্দা করিলে অধিকতর কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। প্রথমতঃ দেখুন ব্যক্তিদিগের সংশোধন না হইলে সম্প্রদায় বা সমাজের সংশোধন হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ দেখুন মানুষ দলবদ্ধ থাকিলে তাহার যে অহঙ্কার থাকে, একাকী হইলে তাহার অপেক্ষা অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কোন ব্যক্তি একাকী আক্রান্ত হইলে সে যেরূপ সহজেই সংশোধিত হইতে পারে, দল বলে আক্রান্ত হইলে কখনই সেরূপ হইতে পারে না। ফলতঃ সমাজকে আক্রমণ করিয়া কেহই কখন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মহম্মদ ঐরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন, খৃষ্টও ঐরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয়কেই প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু ধর্ম্মের অবশ্যই বন্ধন শ্লথ হইয়াছে, এমন কি শাস্ত্রের নিয়মে বিচার করিতে হইলে অধিকাংশ হিন্দুকেই হিন্দু বলিতে পারা যায় না। আপনি একজন হিন্দুকে অহিন্দু বলিয়া হাসা পরিহাস করিলে বোধ হয় সে তাহা অনায়াসেই সহ্য করিতে পারে, কিন্তু যদি ইংলিসমানের সম্পাদক বলেন যে মোহন্তের ব্যাপার দেখিয়া আমার ইহাই বোধ হইতেছে যে হিন্দুধর্ম্মের বন্ধন শ্লথ হইয়াছে তখন বোধ হয় উইলসন হোটেলের একজন ভুক্তভোগী হিন্দুও তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রেরিত পত্রে প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইবে। ফলতঃ ব্যক্তিগত অহঙ্কার পরাভব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু সমাজগত অহঙ্কার কখনই ওরূপ পারে না। এই নিমিত্তই গবর্ণমেণ্ট একে একে ব্যক্তিদিগের সংশোধন করিয়া সমাজের সংশোধন করিয়া থাকেন। আমরা শুনিয়াছি যে কেটোর অপেক্ষা সিসিরোর বক্তৃতা অধিকতর কার্য্যকারী হইত, কারণ কেটোর বক্তৃতা সমাজকে আক্রমণ করিয়া উপদেশ করিত। সিসিরোর বক্তৃতা ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণ করিয়া ঐরূপ করিত। কেটো হতাশ্বাস হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সিসিরোর আশ্বাস মৃত্যুর পূর্ব্ব ঘটিকা পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। সক্রেটিস ডিমস্থিনিসের অপেক্ষা অনেক উন্নত সন্দেহ নাই, কিন্তু বোধ হয় ডিমস্থিনিসের ফিলিপিক্ সকল যেরূপ সহজেই গ্রীকদিগকে উন্মত্ত করিতে পারিত, সক্রেটিসের সেরূপ পারিত না। কারণ ডিমস্থিনিস সরাগভাবে লোকচর্চ্চা করিতেন।

৩৫ চোরবাগান } বশম্বদ।
৩০ ভাদ্র } সমাজদর্পণ সম্পাদক।

সমাজ দর্পণ সম্পাদক প্রকাশ্য রূপে দোষীর প্রতি বিরাগ প্রদর্শনের যে আবশ্যকতা দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদিগেরও অনুমোদিত, কিন্তু তাহাকে পরনিন্দা বা পরদ্বেষ এরূপ কুৎসিত নামে অভিহিত করা উচিত নয়। তিনি বিদ্যাসাগর ও শ্যামমোহিনীর সাধারণ সংস্পৃষ্ট চরিত্রের যদি দোষ প্রদর্শন করেন, আমরা তাঁহাকে নিন্দা করি না। কিন্তু সহযোগী কি বলিতে পারেন বিদ্যাসাগর তাঁহার স্কুলের কল্যান অধিক চিন্তা করিয়া শিক্ষকদিগের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেন নাই? তিনি যে অবস্থায় পড়িয়া তাঁহার স্কুলের প্রধান শিক্ষককে মাসিক ৬০ টাকা পেন্সন দিয়া বিদায় দিতে বাধ্য হন, তাহা কি সমাজদর্পণ সম্পাদক ঠিক্ অনুভব করিয়াছেন? বিদ্যাসাগরের সাধারণ চরিত্র দোষে যদি ইহা হইত, তাড়িত শিক্ষক এস্থলে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন না। শ্যামমোহিনী সম্বন্ধে সহযোগী অস্পষ্ট ও জটিল ভাবে যেরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার স্পষ্টোক্তি শুনিলে আমরা আপ্যায়িত হইতাম। সহযোগী সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তি বিশেষকে নিন্দা করিবার ফলোপধায়িতা বিষয়ে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমাদিগের নিকট পরিষ্কার ও সম্পূর্ণ সঙ্গত বোধ হইল না, এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য সময়ান্তরে প্রকাশ করিব।

মজীলপুরের জমীদারী মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে আমরা অমৃতবাজারে নিম্নোক্ত লেখাটী দেখিয়া আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইলামঃ—

" আমরা দুঃখিত হইলাম যে, ভারত সংস্কারক আসামীদিগকে অগ্রেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন যে, তাহাদের শাস্তি হওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ ব্যবহার নিরপেক্ষ ভারত সংস্কারক হইতে আমরা প্রত্যাশা করি নাই। আমাদের সহযোগী অবশ্য জানেন যে, মুলতবী মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলে আদালতকে অবজ্ঞা করা হয় এবং আসামী দোষী হইলেও বিচারের পূর্ব্বে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা কর্ত্তব্য নয়। "

প্রথমতঃ আমরা অমৃতবাজারকে জিজ্ঞাসা করি. " আসামীদিগকে অগ্রেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের শাস্তি হওয়া কর্ত্তব্য " কোথায় আমরা ইঙ্গিত করিয়াছি এইটী তিনি দেখাইয়া দিবেন, নতুবা তিনি মিথ্যা উক্তি দোষে দূষিত হইবেন। এই মিথ্যা কথা দ্বারা তিনি প্রকারান্তরে আমাদিগকে 'আদালতের অবজ্ঞাকারী বলিয়া' যদি শাসন করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অনুতাপ করা কর্ত্তব্য। সে দিন বিজ্ঞ পেট্রিয়ট সকারণ হউক অকারণ হউক 'রাজ দ্রোহী' বলিয়া অমৃতবাজারের বিরুদ্ধে যে একটী উক্তি প্রয়োগ করেন, আমরা সহযোগীর কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধ বলিয়া তজ্জন্য পেট্রিয়টকে তিরস্কার করি। সংবাদপত্র সকল সর্ব্বদা বিপদাপন্ন হইয়া আছেন, তাঁহাদিগের নিগ্রাহক অনেক, অনুগ্রাহক অল্প, ইহাতে সহযোগীরা যদি সরল বন্ধু ভাব প্রকাশ করা দূরে থাকুক তাঁহাদিগকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগের আশা ভরসা কোথায়? মজিলপুর উৎপীড়ন সম্বন্ধে সংবাদ পত্রস্থ করিয়া আমরা বিপদাপন্ন হইয়াছি, কিন্তু সহযোগী বন্ধুগণ জানিবেন দায়ী সাক্ষী বা উপযুক্ত প্রমাণ না পাইয়া আমরা কোন সংবাদ, প্রেরিত বা প্রাপ্ত পত্র গ্রহণ করি নাই। মিথ্যা সংবাদ প্রচারের গুরুত্ব বোধ আমাদিগের আছে। এ অমৃতবাজার আর একটী উপদেশ দিয়াছেন,'আসামী দোষী হইলেও বিচারের পূর্ব্বে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা কর্ত্তব্য নয়।' এটী শুনিতে মিষ্ট, তবে সহযোগী অল্প স্থলেই ইহা রক্ষা করেন! কিন্তু এজন্য আমরা তাঁহাকে দোষ দিই না। তাঁহার বাক্য অপেক্ষা কার্য্য অনেক স্থলে যুক্তি-সঙ্গত। অভিযুক্তের সপক্ষে বিপক্ষে অগ্রে কোন স্থির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা কখন উচিত নয় বটে, কিন্তু তাঁহার সপক্ষে কি বপক্ষে যদি কিছু প্রমাণ দিবার থাকে, তাহা প্রকাশ করিলে আমাদিগের বিবেচনায় আদালতকে সাহায্য করা হয়, অবজ্ঞা করা হয় না। বিশেষতঃ মজীলপুরের ঘটনা সম্বন্ধে আমরা যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি, তাহা প্রকাশিত না হইলে

আদৌ আদালতের গোচর হইত না, ইহা হইলে কি সহযোগী সন্তুষ্ট হইতেন? উপসংহারে বক্তব্য, আসামীদিগের দোষাদোষ বিষয়ে আমাদিগের যেরূপ সংস্কার হউক, আমরা মোকর্দ্দমা বিচারাধীন কালে তাহা কোথাও প্রকাশ করি নাই, তাঁহারা আদালতের বিচারে যদি নির্দ্দোষ সপ্রমাণ হইয়া বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পান, সে পথ তাঁহাদিগের নিকট খোলা রহিয়াছে।

ভারতসংস্কারকে প্রকাশিত 'ধনিসন্তান ও আইন আদালত' এই প্রস্তাব উপলক্ষ করিয়া প্রস্তাকর লিখিয়াছেন:—

বড়লোকেরা অর্থের বলে চিরকাল জয়লাভ করিতেছেন। দরিদ্র নির্দ্দোষ প্রজাগণ কঠোর আইন এবং সাধারণের সহায়তা লাভ না করিলে, অত্যাচারী বড়লোকদিগের জয় নিবারণ হইবে না। সুসভ্য ইউরোপ খণ্ডের আইন একপক্ষে দরিদ্রের সাহায্য করে, আবার সাধারণে দরিদ্রদিগকে ধনীগণ কর্ত্তৃক অত্যাচরিত দেখিলে চাঁদা করিয়া সহায়তা করে। আমাদিগের দেশে সাধারণে দরিদ্রের প্রতি নির্দ্দয় বলিয়াই অত্যাচারী ধনী সন্তানেরা প্রশ্রয় পাইয়া ক্লেশ দিতে লজ্জা বোধ করেন না। যতদিন না আমরা নির্দ্দোষ দরিদ্রদিগের সহায়তা করিব, ততদিন মূর্খ ধনীদিগের অত্যাচার দূর হইবে না।

আমাদিগের দেশের উকীলগণের প্রতি সাধারণে অসন্তুষ্ট। দুর্নাম দূর করিবার জন্য প্রত্যেক কোর্টের উকীলগণ এক একটী সভা স্থাপন করুন। স্বার্থশূন্য হইয়া অত্যাচারী ধনীদিগের পক্ষ ত্যাগ করিয়া প্রপীড়িত দরিদ্র প্রজাগণের পক্ষ হইয়া অবকাশ এবং সাধ্যমত সাহায্য করিতে যত্নবান্ হউন। তাহা হইলে অনেক ধনি সন্তানের অত্যাচার দূর হইবার সম্ভাবনা। বাবু আনন্দমোহন বসু, বাবু মনোমোহন ঘোষ এবং বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক মোকর্দ্দমায় স্বার্থশূন্য হইয়া দরিদ্রগণের সাহায্য করিয়া ধন্যবাদ লাভ করেন। সাধারণ উকীলগণ তাহার অনুকরণ করা কি কর্ত্তব্য বোধ করেন না? ইহাতে কি যশ এবং পুণ্য লাভ হয় না? বাঙ্গালীরা বাঙ্গালীদিগের উপকার করিতে না শিখিলে দেশের উন্নতি লক্ষবর্ষেও হইবে না।

প্রাপ্ত।

বারাণসীর সংবাদ দাতার পত্র।

বিগত সপ্তাহে বারাণসীর মহারাজা, তাঁহার টাকশাল গৃহে একটী সভাহ্বান করেন। স্থানীয় কমিশনর সি, পি, কার্মাইকেল সাহেবকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করাতে তিনি সন্তোষ সহকারে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কার্মাইকেল সাহেব প্রথমে বারাণসীতে আর একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া এক বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয় বক্তা বারাণসীর মহারাজা ঈশ্বরী প্রসাদ নারায়ণ সিংহ প্রথম বক্তার প্রস্তাবের অনুমোদন পূর্ব্বক যুবরাজের সম্মানার্থ একটী বৃহৎ হাঁসপাতাল প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক হইয়া, কমিশনরকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যদি ভাবী সম্রাট যুবরাজ প্রিন্স অফ্ ওয়েল্স দ্বারা প্রস্তাবিত হাঁসপাতালের ভিত্তি মূল স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন; তৎসম্বন্ধে ব্যয় বাহুল্য যাহা যাহা আবশ্যক হইবে, তাহা তিনি স্বয়ং নির্ব্বাহ করিবেন। সভাস্থ অন্যান্য সভ্য, সৈয়দ আহমদ খাঁ, গুরুদাস মিত্র ও রাজা শিব প্রসাদ প্রভৃতি উক্ত প্রস্তাবে সম্পূর্ণ মত প্রদান করেন। তদনন্তর সভাপতি সভ্য বৃন্দের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ যোগ দিয়া তাহাদের পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক একটী বক্তৃতা পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ করেন।

এবারকার গঙ্গা অনেক প্রাণীকে গর্ভসাৎ করিয়াছেন ও অনেককে উদর হইতে সজীব মুক্তি প্রদান করিতেছেন! অতি অল্প দিন হইল মৃজাপুরে নৌকা ডুবিয়া, আরোহী বারাণসীর নিকট জল হইতে সজীব উঠে। গত ১৮ই তারিখ জনৈক স্ত্রী লোক, বারাণসীর ঘাট হইতে স্রোতে ভাসিয়া ৮ ক্রোশ ব্যবধানে উঠে! কিন্তু এই ভয়াবহ জল চক্র হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি?

বিজয় নগরমের মহারাজার জন দুষ্ট ভৃত্য এক ষাঁড়কে গাছের সঙ্গে বান্ধিয়া প্রহার করিতে করিতে ষাঁড়টী অবিলম্বে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন গো হত্যার পাতক কাহাকে স্পর্শিবে?

২০ এ সেপ্টেম্বর।৭৫। বারাণসী।

ভারত সংগীত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আহা কত শিশু অতি সাবধানে
ধরি জ্ঞানালোক উন্নতি সোপানে
আরোহিতে ছিল হয়ে অগ্রসর,
বাল্য পরিণয় বাত্যা ঘোরতর
উঠায়ে সহসা নিবালে আলোক
ঘটাইলে বিষম নিদারুণ শোক,
আঁধারে তাঁহারা রহিল পড়িয়া
উচ্চ আশা যত গেল উপড়িয়া,
নিরাশ সে সবে দেখ চেয়ে ওই
তবু তোমাদের নিদ্রা ভাঙ্গে কই?
একতা বাঁধিয়া বাল্য পরিণয়ে
আজ কত জনে অযথা সময়ে
পুত্র পৌত্রাদিতে সংসারীর বেশ
ধরায়েছ আজ, অন্নাদির ক্লেশ
দহিছে নিয়ত তাদের জীবন,
দারিদ্র্যে ক্রমশঃ পূরিছে ভুবন।
বালক ঔরসে জনম লভিয়া
কত বঙ্গবাসী অল্পায়ুঃ হইয়া
অকালে সংসার দিয়া বিসর্জ্জন
জ্বালি ঘোর শোক মা বাপের মন
পুড়াইছে সদা, দুর্নীতির ফল
ফলিছে ভারতে দেখ অবিরল?
তবুত চেতনা নাহি হয় কার
হায় একি দেখি একি চমৎকার,
কেন এ একতা বঙ্গবাসীগণ
সর্ব্বনাশ তরে করেছ গ্রহণ?
দিল্লী অধিনাথ পৃথু নররাজ
আরম্ভিয়া যাগ নৃপতি সমাজ
করি নিমন্ত্রণ, কানাকুব্জ রাজে
না হেরি আসিতে অধ্বর সমাজে
অবমানি তাঁয় ভেঙেছেন যায়
আত্মীয় বিবাদে মাতায়ে সবায়,
দেখি যে শৃঙ্খল ভঙ্গ আর্য্যদলে
বুঝি অবসর আসি দল বলে
মহম্মদ ঘোরী দুরন্ত যবন
ভারতের চির স্বাধীনতা ধন
হরিবার পথ পেয়েছে সহজে
যথা কাল সর্প গভীর গরজে
কানন ঘেরিয়া, দংশে কত জনে
ভীষণ দশনে, তেমতি দশনে
ঘোর দুষ্ট জাতি দুরাত্মা যবন
কত জনে পুরা করেছে দংশন,
গর্জ্জেছে ভীষণ ভারত ঘেরিয়া
যেই মহৌষধি বিনষ্ট দেখিয়া,
সে হেন শৃঙ্খল সেই মহৌষধি
একতা সঘন হারায়ে অবধি
যতই অনিষ্ট ভারতের ভালে
ঘটুক না কেন, কিন্তু কোন কালে
ঘটে নাই তত ঘোর অমঙ্গল
যত অমঙ্গল দেখ আর্য্যদল
অসাধু বিষয়ে একতার বলে
ঘটাইছ আজ তোমরা সকলে।
শৈলশৃঙ্গ হতে চরণ সরিয়া

সহসা ভূতলে যাইলে পড়িয়া
মনোযন্ত্র যত যেমতি বিকলে
আঘাত পাইয়া স্নায়ুব মণ্ডলে
চিরোন্নতি হতে পড়ি সেই মত
এবে তোমাদের মনোযন্ত্র সত
তেমত বিকৃত যদি নাহি হবে
কেন আর্য্যগণ বল শুনি তবে
কি দোষ দেখিয়া কোন্ বা বিচারে
কোন্ যুক্তি বলে স্বৈর ব্যবহারে
মঙ্গল আলয় সত্য সনাতন
আর্য্য ধর্ম্মে করি ঘৃণা প্রদর্শন
ভাঙ্গিয়াছ তার অঙ্গ সংগঠন,
কেন লঙ্ঘিয়াছ ধর্ম্ম সুশাসন
সাধিতে সতত বালক যেমন
ঘোর স্বেচ্ছাচার আজ আর্য্যগণ
আর্য্য ধর্ম্মনীতি চারু রত্ন হার
দূরে দেছ ফেলি, ভারত আগার
তাই রত্ন শূন্য অন্ধকার ময়
তাইত এখন বঙ্গীয় হৃদয়
ঘোর তমোময় শোচ্য দরশন
তাইত সকলে বিপন্ন এমন।

রূপরস গন্ধ স্পর্শ শব্দ ময়
আপাত সুন্দর বিষয় নিচয়
পাতি মোহপাশ—চারু প্রলোভন
জীবে বদ্ধ করি বিনাশে জীবন,
চিত সংযমিয়া পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে
তাই সাবধানে বিষয় সম্ভোগে
দেয় যে সুশিক্ষা আত্মীয়ের প্রায়
কঠোর বিধানে শাসে যে সবায়
ন্যায় দণ্ড ধরি প্রজাহিত রত
নীতি অনুরাগী ভূপালের মত।
শক্র মিত্র উভে সম দরশনে
দেখিতে যে শিক্ষা দেয় সর্ব্বজনে
কায় মনো বাক্যে করি প্রাণপণ
সত্য রক্ষিবারে যে করে শাসন
দুরাচার পাপী নারকী যে হয়
ঘৃণা নাহি করি তারেও আশ্রয়
দেয় যে যতনে, পৃথিবী সমান
সর্ব্বংসহ ভাবে হয়ে আগুয়ান
কি সমর, সন্ধি, আহার বিহার,
শাস্ত্রানুশীলন, আচার, বিচার
সকল বিষয়ে যার সুবিধান
নীতির শৃঙ্খলে সদা শোভমান,
স্বাস্থ্য বিশারদ সদ্‌গুরু প্রায়
হয়ে যত্নপর যত্নে যে শিখায়
বিমল পবিত্র চারু স্বচ্ছ জলে
বাহ্য দেহমল নাশিতে সকলে,
চতুর্ব্বর্গ লাভে প্রধান সাধন
শরীরে রক্ষিতে জননী মতন,
যাহার ব্যবস্থা ভাবিতেও মনে
নিঃসরে প্রেমাশ্রু যুগল নয়নে;
যে পিত্ত, জ্বরাদি রোগের আধার
ক্রোধোদরে তাঁর দেখিয়া সঞ্চার
ক্রোধ সংযমিয়া ক্ষমা আশ্রয়িতে
ত্যজিয়ে জিঘাংসা সহিষ্ণু হইতে
আত্মীয় হতেও আত্মীয়ের স্বরে
উচ্চে যেই ঘোষে সদা সর্ব্বনরে,
শাস্ত্র যুক্তি ধরি বৈধ রীতি মতে
তুষি নীচ বৃত্তি জীবের জগতে
জীবক্রিয়া মাত্র রাখিতে প্রবল
পরিণয় হেন সুদৃঢ় শৃঙ্খল
সৃজিয়াছে, যায় বেঁধেছে সমাজ
রেখেছে সংসার, নীতি যুক্তি সাজ
প্রতি অঙ্গে যার সদা শোভমান,
শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রে যার গুণ গান
নারে নিঃশেষিতে, আবাস ভবন
জলাশয় পথ পুষ্পাদি কানন
পরিচ্ছদ আদি সদা পরিষ্কার
রাখিতে যে সবে শৌচ ব্যবহার
শিখায় যতনে মধুর বচনে
এক নিরাকার ব্রহ্মের সাধনে;
যেই যোগ পথ করি আবিষ্কার
ব্রহ্ম উপাসনা—বৈদিক আচার
প্রচারিল পুরা ভারতবরষে
ভাসাইল দেশ প্রেম ভক্তিরসে,
পূর্ব্ব আর্য্যগণ সম্পদে বিপদে
পর্ব্বতে পুলিনে সাগরে বা হ্রদে
শ্মশানে ভবনে রণে কি কাননে
আহারে বিহারে পানে বা শয়নে
সর্ব্বত্রে সতত সকল বিষয়ে
সার বলে মাত্র যাহার আশ্রয়ে
চলিতেন, দেখ সর্ব্ব সুখময়
সকল সম্পদ কল্যাণনিলয়
সেই আর্য্যধর্ম্ম—আর্য্য ব্যবহার
থাকিলে প্রবল, ভারত আগার
শোকের মুরতি ধরে ওকি আজ?
অবসন্ন হেন বঙ্গীয় সমাজ
হয় কিরে তবে, আর্য্য সুতগণ
পূর্ব্ব ধর্ম্মাচারে থাকিলে এখন
হায় মণি হারা উরগের প্রায়
পড়ে কিরে তবে দারুণ দশায়?!

ক্রমশঃ।

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাব সহিত স্বীকার করিতেছি, নিম্ন লিখিত কয়েক খানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি, শীঘ্র সমালোচনা প্রকাশিত হইবেঃ— ক্ষিতীশ বংশাবলী, কণ্ঠ কৌমুদী, স্বপ্ন প্রয়াণ এবং পুষ্পমালা।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

ষ্টেট্‌সমান সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে সম্প্রতি ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের অপ মেল ট্রেণ কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট রেল ভ্রস্ট হইয়া পড়িয়াছিল। সৌভাগ্য ক্রমে কোন বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হয় নাই। কয়েকজন আরোহী গুরুতর রূপে আহত হইয়াছেন।

সে দিন ব্রিটীষ ইণ্ডিয়ান আসোসিএসনের গত অধিবেশনে যুবরাজকে এক প্রকাশ্য ভোজ দিবার প্রস্তাব ধার্য্য করিবার জন্য একটী বিশেষ সভা নির্দ্ধারিত হয়, উক্ত সভা যুবরাজের অভ্যর্থনার্থ পাইকপাড়ার রাজা- দিগের বেল-গেছিয়ার উদ্যান স্থির করিয়াছেন। সভা যেন ৫০ টাকা দর্শনীর প্রথা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করেন।

গত শনিবার হাইকোর্টের অষ্টম ফৌজদারী শেসনে অনরেবল মাকফর্সন সাহেবের বিচারে সোনাগাছির গোলাপ বেশ্যার হত্যাকারী কালী-চরণ রক্ষিতের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইয়া গিয়াছে। ক্রাউন ক্লার্ক জজ সাহেবের অনুরোধে কয়েদিকে বলেন মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা হইবে না বলিয়া তাহার কোন আপত্তি আছে কি না? কালীচরণ তদুত্তরে বলে তাহার কিছুই বলিবার নাই। তৎপরে মাকফার্সন সাহেব আজ্ঞা প্রদান কালে বলেন যেরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে নিশ্চয় হইয়াছে কালীচরণ হত্যাপরাধে অপ-রাধী। কোর্টের এই আজ্ঞা, যে স্থান হইতে তাহাকে আনা হইয়াছে পুনরায় সেই স্থানে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইবে, তথা হইতে বধ্য ভূমিতে প্রেরণ করা হইবে এবং যতক্ষণ না তাহার মৃত্যু হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ফাঁসি কাষ্ঠে লম্বমান থাকিবে। শুনা গেল কালীচরণ স্থির ও গম্ভীর ভাবে এই আজ্ঞাটী গ্রহণ করিয়াছিল।

গত শুক্রবারের ইংলিশম্যান নিম্নলিখিত টেলিগ্রামটী প্রাপ্ত হইয়াছেনঃ—"টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া বলেন লর্ড নর্থব্রুক নিজামকে যুবরাজের

সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য বোম্বাই নগরে উপনীত হইতে বলিয়াছিলেন, নিজাম স্বীকৃত হইয়াছেন। যদি সংবাদ সত্য হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিজামকে 'জোর হুকুম' দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা পালনে যদি নিজামের কোন ব্যাঘাত ঘটে, বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা এবং তাহাতে ভারতবর্ষীয় প্রজা গণের বিশেষতঃ দেশীয় রাজগণের মনে ভয়ানক ভাব উত্তেজিত হইবে।" গবর্ণমেণ্ট রাজ ধর্ম্মানু রাগ প্রদর্শনার্থ যদি মিত্ররাজদিগের মর্য্যাদার হানি করেন, বড় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে।

গত পূর্ব্ব বুধবারের কলিকাতা গেজেটের ক্রোড়পত্রে লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের শিক্ষা সংক্রান্ত এক মিনিট প্রকাশিত হইয়াছে। মিনিটের উদ্দেশ্য যে সকল ছাত্র বিদেশ হইতে আগমন করিয়া কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে, কুসং-সর্গ প্রভৃতি দোষে তাহারা রীতিমত লেখা পড়া বা চরিত্র বিষয়ে উত্তমরূপ শিক্ষা পায় না। তজ্জন্য তিনি বলেন কলিকাতা ঢাকা প্রভৃতি স্থানের ন্যায় প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট কলেজে, উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহে এবং জিলা স্কুলে এক একটী ছাত্র নিবাস স্থাপিত হইবে। এই উপ লক্ষে কলেজ কিম্বা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ছাত্রদিগের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত এক এক জন শিক্ষক নিযুক্ত করিবেন, সেই সকল শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের জন্য মাসিক ।০ বা ॥০ আনা করিয়া প্রাপ্ত হইবেন। সার রিচার্ড এই জন্য ১৫ সহস্র টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তিনি বলেন এই টাকা হইতে ৩৮৬০ ছাত্রের ভরণ পোষণ চলিতে পারিবে। এ প্রস্তাব মতে কার্য্য হইলে শিক্ষাবিভাগের অনেক কল্যাণ হইবে।

গয়া জেলায় জলাভাব হওয়াতে কমিশনর মেটকাফ সাহেব শোণ নদ হইতে জল উত্তো লন করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

হাইকোর্টের সিনিয়র পিউনি জজ অনরেবল লুইস ষ্টুয়ার্ট জাক্সন চট্টগ্রাম প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চ-লের দেওয়ানী আদালত সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করি বার জন্য বহির্গত হইয়াছেন।

ইষ্ট পাঠে অবগত হওয়া গেল পূর্ব্বাঞ্চলের কোন প্রদেশে কতকগুলি খৃষ্টান একত্র হইয়া এডাম এবং ইভের পালা লইয়া একটী যাত্রার দল সংস্থাপিত করিয়াছেন। বাপ্টিষ্ট মিশন চর্চ্চ সংলগ্ন স্থানে ইহাঁরা দুই বার যাত্রা করি-য়াছেন। খৃষ্টানগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষে যাত্রা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কি মনুষ্যের মনে ধর্ম্মভাব উদ্রেক করিতে পারিবেন? ক্রমে ক্রমে খৃষ্ট ধর্ম্মের যে অবনতি হইতেছে, তাহার একটী দৃষ্টান্ত এই।

আমরা শুনিলাম বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র বঙ্গ দেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর পদে মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর নিযুক্ত হইয়াছেন। সামাজিক বিজ্ঞান সভাটীর গতিক ভাল নহে।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ভাইস্ চেয়ার মান পদপ্রার্থী হইয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপ-স্থিত হইয়াছেন, জে, এস হবার্ড. ডবলিউ এ, সেফার্ড, ডি, পি, ষ্টুয়ার্ট মেল্টিথ, জে, রস, এফ ডি, এচ লার্পেণ্ট, বাবু অমরনাথ বসু, বাবু গৌরদাস বসাক, জন বি রবার্টস, উইলিয়ম মাকিনটস্ এবং এফ লুপার। উপরি লিখিত প্রার্থীদিগের মধ্যে চেয়ারমান লার্পেণ্ট সাহেবের জন্য প্রস্তাব করিবেন এবং আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর তাঁহার পোষকতা করিবেন। এ পদ-টীতে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইলে বাবু গৌরদাস বসাক উপযুক্ত পাত্র। কোন বিদেশীয়কে এ পদ প্রদান করিতে হইলে, জন রবার্টসকে নিয়োজিত করা উচিত। রবার্টস সাহেব কলিকাতা বাসীদিগের পরিচিত। ইহাঁর নিয়োগে অধিবাসিগণ সন্তোষ লাভ করিবেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র গৌরদাস বাবুর হইয়া জষ্টিস সভায় প্রস্তাব করিবেন।

মিরর বলেন ক্রমে রায় বাহাদুর এবং খাঁ বাহাদুর উপাধির অত্যন্ত ছড়াছড়ি হইতে চলি-য়াছে। সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া বলিয়াছেন অতঃপর রাজকর্ম্মোপলক্ষে মুন্সেফগণ রায় বাহা-দুর এবং খাঁ বাহাদুর উপাধি দ্বারা পরিচিত হইবেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগকে যে যে সম্মান দান করা হইয়াছে, মুন্সেফদিগকে তাহা না দিবার কারণ দেখা যায় না।

উত্তর পশ্চিম।

সিম্লা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে বলরাম পুরের মহারাজা সার দুর্গ বিজয় সিং, কে, সি, এস, আই, গবর্ণর জেনেরলের সভার এডিসনল সভ্য রূপে মনোনীত হইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ১৫ ই অক্টোবরের মধ্যে লাহোরাভিমুখে যাত্রা করিয়া ১৭ ই মাত্রায় উপনীত হইবেন। তথা হইতে জাতল, দুধিয়াল, চাকোওয়াল ও ডাক টালিতে এবং কালাপাহাড়ের মধ্য দিয়া ২৬ এ পিণ্ড দাদুন খাঁয় গমন করিবেন। এই স্থানে ৫ দিবস বিশ্রাম করিয়া সাহপুরাভিমুখে যাত্র করিবেন। এইরূপে নানা দিগ্ দিগন্ত ভ্রম করিয়া ১৯ এ নবেম্বর শুক্রবার লাহোরে উপনীত হইবেন। যুবরাজের পরিভ্রমণ কালে ইনি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের অনু-রোধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বন বিভাগের কন্সারবেটারকে প্রত্যেক বৎসর উচ্চ বংশীয় ৫ জন যুবা নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিবেন। বন বিভাগে যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগের পুত্র বা জ্ঞাতি হইলেও ভাল হয়। এই সকল যুবককে উক্ত বিভাগে প্রবেশ করাইবার জন্য রুড়কি কলেজে শিক্ষিত করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট পাঠ কালে মাসিক ১০ টাকা করিয়া অগ্রিম প্রদান করিবেন, কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে উহাঁরা এই সমুদায় টাকা প্রত্যার্পণ করিবেন।

আমাদিগের যুবরাজ কাশ্মীর দর্শনার্থ গমন করিবেন।

শুনা গেল ডাক্তার কনিংহাম গবর্ণমেণ্টকে ৩ বৎসরের জন্য সিম্লা পরিত্যাগ করিতে বলিয়া-ছেন। সিম্লা পরিত্যাগ করিলে এই তিন বৎসর কাল প্রধান রাজপুরুষেরা কিরূপে প্রাণ ধারণ করিবেন, বলা যায় না। স্থানান্তর অন্বেষণ করুন্।

আগামী ডিসেম্বর মাসে যোধপুরের মহারাজা, রামপুরের নবাব এবং ঝিন্দের রাজাকে জি, সি, এস, আই, উপাধি প্রদত্ত হইবে।

আমরা গত বারে লিখিয়াছিলাম ওলাউঠায় টঙ্কের নবাবের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু শুনা যাই-তেছে এ সংবাদটী অমূলক। টঙ্কের নবাব সুস্থ-কায় এবং সবল দেহে কালাতিপাত করিতেছেন। উক্ত রোগে ঝালোরের রাজার মৃত্যু হইয়াছে। দিল্লী গেজেট এ সংবাদটী উলটাইয়া টঙ্কের নবাবের মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। ঝালোরের রাজা ষষ্ঠ বর্ষীয় একটী দত্তক রাখিয়া পরলোক গত হইয়াছেন। তথাকার পোলিটিকাল এজেণ্ট কাপ্তেন মিয়র রাজার অপ্রাপ্ত ব্যবহার কালে রাজ্যের বন্দোবস্ত করিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন।

মান্দ্রাজ।

শুনা গেল আগামী পূজার অবকাশে মহী-সুরের যুবরাজ বাঙ্গালোরে অবস্থিতি করিবেন।

মহীসুর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে

তথায় বিশূচিকায় প্রত্যহ ২০। ৩০ ব্যক্তির মৃত্যু হইতেছে। এতদ্ভিন্ন তথাকার অধিবাসিগণ অত্যন্ত জলকষ্ট সহ্য করিতেছেন। কারিঞ্জি সরোবরটী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এখনও বৃষ্টিপাত হইতেছে না বলিয়া শস্য সকল ক্রমে মহার্ঘ হইয়া উঠিতেছে। এ বৎসর চতুর্দ্দিকে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাতের কথা শুনা যাইতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এ প্রদেশে পর্জ্জন্য দেবের কটাক্ষপাত হয় নাই।

মান্দ্রাজের সৈন্যাধ্যক্ষ সার ফ্রেডারিক হেইন্স সাহেব বাঙ্গালোর পরিত্যাগ করিয়া উত্তকামুণ্ডে গমন করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমানের বরদাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন গত মাসে মহ্লার রাও দশটী অবিবাহিতা অপুত্রবতী এবং সুন্দরী যুবতী প্রেরণ করিতে বলিয়াছেন। শুনা গেল মহ্লার রাওর সন্তোষ সাধনার্থ দশটী যুবতীকে মান্দ্রাজে প্রেরণ করা হইয়াছে। এত গুরুদণ্ড পাইয়াও কি মহ্লার রাওর স্বভাব সংশোধন হয় নাই?

বোম্বাই।

শুনা গেল আগামী অক্টোবর মাসের শেষে সার রিচার্ড মীডের পদে মেলবিল সাহেব বরদায় নিয়োজিত হইবেন। বরদার রাজকার্য্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা সম্পন্ন হইবে বলিয়া মেলবিল সাহেব তথাকার রেসিডেণ্ট না হইয়া গবর্ণর জেনরলের এজেণ্ট হইবেন।

গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিবার জন্য যাঁহাদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইতেছে, তাঁহাদিগের মধ্যে একটী সপ্ত দশ বর্ষীয়া যুবতী আছেন। ইনি কাওয়াসজি রতনজি শারাফের দুহিতা, ইহাঁর পিতা প্রত্যহ পরীক্ষা গৃহে উপস্থিত থাকিয়া কন্যার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। শিক্ষিত হইলে স্ত্রীগণও যে পুরুষদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন, বোম্বাই তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। বঙ্গদেশের যুবতীগণ কবে এরূপ উৎসাহ এবং এরূপ অধ্যবসায় দেখাইবেন?

বিখ্যাত দামুদার পন্থ বোম্বাই নগরে যাবজ্জীবন বাস করিবার অভিপ্রায়ে তথায় আগমন করিয়াছেন।

শুনা গেল রাণী যমুনা বাই মহ্লার রাওর কন্যা কুমাবাইর অলঙ্কার প্রভৃতি প্রত্যর্পণ করিবার জন্য সার টি মাধব রাওকে অনুরোধ করিয়াছেন। মাধব রাও প্রত্যর্পণের বন্দোবস্ত করিতেছেন।

গুইকুমার মুয়াজি রাওর বোম্বাই যাত্রা কালে সার রিচার্ড মীড তাহার সহগামী হইবেন।

ভূতপূর্ব্ব গুইকুমার মহ্লার রাওর সপক্ষে অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া রাজকোটের জনৈক উকীলের সনদ কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। শুনা গেল তাঁহাকে পুনরায় কাটিওয়ার আদালতে ওকালতি করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এটী দ্বারা একটী ভ্রম শোধন হইয়াছে।

পত্রান্তরে দৃষ্ট হইল, বোম্বাই পূর্ত্ত বিভাগের ডেপুটী কণ্ট্রোলার অব একাউণ্টস বাবু নবীন চন্দ্র রায় কাপ্তেন গ্রিয়ারসনের পদে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বদলী হইবেন।

ইউরোপ।

রিউটারের টেলিগ্রাম পাঠে জানা যায় গত ১৪ ই সেপ্টেম্বর সর ফ্রেডারিক করির মৃত্যু হইয়াছে। ইনি সরে স্থিত গাটনের মৃত মার্ক করির তৃতীয় পুত্র ছিলেন. ১৭৯৯ অব্দে জন্ম পরিগ্রহ করেন, এবং চার্টার হাউস ও হেলিবরিতে শিক্ষিত হন। ইনি ১৮১৭ অব্দে বেঙ্গল সিবিল সার্ব্বিসে প্রবিষ্ট হইয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মে নিয়োজিত হন। ইনি ক্রমান্বয়ে লাহোরের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের জনৈক সেক্রেটারি এবং সুপ্রিম কৌন্সিলের সভ্য পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। প্রথম শিখ যুদ্ধে ইহাঁর বল বুদ্ধি এবং শাসন ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইনি ১৮৫৪ অব্দে রাজ্ঞী কর্ত্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টর এবং ১৮৫৮ অব্দে রাজ্ঞীর ভারতবর্ষীয় সভার ভাইস প্রেসিডেণ্টের পদে নিয়োজিত হন। ইনি অক্সফোর্ড কলেজের একজন ডি, সি, এল উপাধিধারী ছিলেন।

শুনা গেল আমাদিগের রাজ্ঞী মিস্ ডিকিন্সের নিকট সমদুঃখিতা প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন এবং তাঁহার একখানি ফটোগ্রাফ চাহিয়াছেন।

ডেলি নিউসের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, এক দিন আমাদিগের রাজ্ঞী রাজকীয় পোত আলবার্টসে ওয়াইট দ্বীপ হইতে পোর্টস মাউথে পার হইতেছিলেন। পথিমধ্যে জাহাজ খানি মিশলটো নামক একখানি তরির উপর পতিত হয়। মিশলটো জনৈক মাঞ্চেষ্টার বণিকের অধিকৃত। শেষোক্ত জাহাজ খানি বিচূর্ণ হইয়া তিনটী লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছে। এই শোচনীয় ঘটনায় রাজ্ঞী শোকে অধীর হইয়াছিলেন।

বিবিধ।

সি, ইলায়স সাহেব ভামোর সহকারী পোলিটিকাল এজেণ্ট রূপে মনোনীত হইয়াছেন।

কর্ণেল সসনোভস্কি জনৈক কাপ্তেন, ডাক্তার এবং ৪ জন সাইবিরিয় কসাক সমভিব্যাহারে গোবি মরুভূমির মধ্যদিয়া হাঙ্কো নগর হইতে দক্ষিণ পশ্চিম সাইবিরিয়ায় গমন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই স্থলপথ যাত্রার উদ্দেশ্য এই, তুর্কিস্থানের মধ্য দিয়া চীন হইতে যে বাণিজ্য চলিতেছে তাহার এক চেটিয়া করিবার জন্য রুশিয়া চেষ্টা করিতেছেন। এই উপলক্ষে বিবাদ বিসম্বাদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

এডেনের অধিবাসিগণ যুবরাজের অভ্যর্থনার্থ তথায় এক প্রকাণ্ড ভোজ প্রদান করিবেন, তজ্জন্য তাহারা দাতব্য সংগ্রহ করিতেছেন।

প্রেরিত।

গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা।

বোধ হয় আপনার পাঠক বর্গ মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত জাহানাবাদ নামে একটী বিস্তৃত মহকুমা আছে, তথায় ফৌজদারী দেওয়ানী উভয় আদালতই সংস্থাপিত। রাধনা, কোতলপুর, গোঘাট, সেলমাবাদ, জাহানাবাদ, খণ্ডঘোষ প্রভৃতি ৬। ৭ টী থানা ইহার সীমানা ভুক্ত হওয়ায়, মহকুমার বিস্তৃত অনূ্যন ১৪। ১৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে। মোকর্দ্দমাদি করিতে হইলে প্রজাদিগকে ১৪। ১৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত দূর হইতে জাহানাবাদ আসিতে হয়। সম্পাদক মহাশয়, প্রথমে ইহাতেই বিবেচনা করুন, জাহানাবাদ মহকুমায় এত গুলি পুলিস ষ্টেসন ভুক্ত হওয়ায়, প্রজাবৃন্দের কতদূর অসুবিধা, ব্যয় ও ক্লেশ হইতেছে। বিশেষতঃ জাহানাবাদ অতি কু স্থান, তথায় ভাল খাদ্য দ্রব্য এবং বাসাবাটী পাওয়া যায় না। যাহা কিছু আছে কদর্য্য, তাহাও অতি মহার্ঘ। অধিকন্তু, জাহানাবাদ গমনের রাস্তা এতদূর জঘন্য ও জলাশয় জঙ্গল প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ যে, তাহা শৃগাল কুকুর প্রভৃতি নিকৃষ্ট পশুর উপযুক্ত। মহাশয়! এই প্রাবৃটের ঘোর বৃষ্টিতে এবং নিদাঘের প্রচণ্ড রৌদ্রে, শীত ও শিশিরে আমাদিগকে ১৪। ১৫ ক্রোশ পথ মোকর্দ্দমাদি করিতে যাইতে হয়। মোকর্দ্দমার নির্দ্ধারিত দিনের ৩।৪ দিবস পূর্ব্বে বাটির না হইলে তথায় যাওয়া যায় না; এজন্য আমরা অনেকেই কষ্টের ভয়ে, গ্রামের ক্ষুদ্র মনুষ্যদের

পরামর্শে মোকর্দ্দমাদি মিটাইয়া ফেলি। ইহাতে গবর্ণমেন্টের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। যেহেতু ভদ্র মনুষ্যের পক্ষে এরূপ কষ্টে ১৪।১৫ ক্রোশ যাওয়া কি সহজ ব্যাপার?

আরও দুঃখের সহিত নিবেদিতেছি যে, বর্দ্ধমানের অতি নিকটে জামনা নামে একটী গ্রাম আছে। গ্রামটী দামোদরের সদর ঘাটের নিকট; অর্থাৎ দামোদর মধ্যে প্রবাহিত, তাহার উত্তর পারে বর্দ্ধমান, দক্ষিণ দিকে জামনা। বর্দ্ধমান হইতে জামনা আনুমানিক অর্দ্ধ ক্রোশ দূর হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এই, গ্রামটী নিকটস্থ বর্দ্ধমানের এলাকা ভুক্ত না হইয়া, ১৪।১৫ ক্রোশ দূর পথ জাহানাবাদ মহকুমার অন্তর্ভূত হইয়াছে। অতএব অধিবাসী দিগকে অর্দ্ধ ক্রোশ পথ ত্যাগ করিয়া, ১৪।১৫ ক্রোশ রাস্তার কষ্ট সহ্য করত, গমন করিতে হয়। একবার শুনিয়াছিলাম, গত দুর্ভিক্ষে জামনার কয়েক ব্যক্তি জাহানাবাদ যাইতে যাইতে অনাহারে, রৌদ্রে ও পথক্লেশে জীবন নাটকের চরমাঙ্কে শায়ী হইয়াছিল। কি শোকাবহ ব্যাপার!!

সম্পাদক মহাশয়, এক্ষণে গবর্ণমেন্টের নিকট বিনয় সহকারে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা রায়না প্রভৃতি কয়েকটী থানাকে, জাহানাবাদের এলাকা হইতে চ্যুত করিয়া, এই সর্ব্ব মধ্যস্থল রায়না গ্রামে একটী নূতন মহকুমা স্থাপিত করুন। নতুবা এরূপ গুরুতর কষ্ট অসহ্য। অথবা আমরা প্রজাবৎসল দেশহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে অনুরোধ করিতেছি যে, যদি তাঁহারা নূতন মহকুমা স্থাপনে অনিচ্ছু হয়েন, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক অত্রস্থ কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে অনরেরী ম্যাজীষ্ট্রেট পদে বরণ করিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রীতির ভাজন হউন। নতুবা উপায়ান্তর নাই। নিবেদন ইতি।

বিনয়াবনত
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।
রায়না।
জেলা বর্দ্ধমান।

রায়না
৮ সেপ্টেম্বর
১৮৭৫

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি ২৪ পরগণার অধীন দক্ষিণ বারাশত ইংরাজী স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণার্থ নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ চাঁদা প্রদান করিয়াছেন, মজীলপুর নিবাসী বাবু হেমনাথ দত্ত জমিদার মহাশয় ২০ টাকা, বাবু সুরেন্দ্রনাথ দত্ত জমিদার মহাশয় ২৫ টাকা, জয়নগর নিবাসী অবৈতনিক হোমিয়পেথিক ডাক্তার বাবু আনন্দকুমার ঘোষ মহাশয় ৫ টাকা, বড়ু নিবাসী বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয় ২ টাকা, ঘাটেশ্বরা নিবাসী বাবু মন্মথনাথ চৌধুরি মহাশয় হেড মাষ্টার সেয়ার সোল স্কুল ৬ টাকা, বারাশত নিবাসী বাবু ঈশ্বরচন্দ্র স্বর্ণকার মহাশয় ২ টাকা, বাবু দুর্গাদাস বসু মহাশয় ১ টাকা, এবং বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয় ১ টাকা, আর শ্রীরামপুর নিবাসী বাবু হেমচন্দ্র গোস্বামী জমিদার মহাশয় স্কুলের ব্যয়ার্থ মাসিক ৫ টাকা দান স্বীকৃত হইয়াছেন।

৭ ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৫। দক্ষিণ বারাশত।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীরামকমল চক্রবর্ত্তী।

ভারত সংস্কারকের

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গৌহাটী ৭॥০
" " তারকনাথ মল্লিক ভবানীপুর ৮॥০
" " অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ৭॥০
" " প্যারীমোহন মুখোপা নড়াইল ৭॥০
" " সারদাপ্রসন্ন মুখোপা জগদ্দল ৩
" " দেবেন্দ্রলাল রায় বেণীয়াডাঙ্গা ৩
" " রামেশ্বর দাস রাঁচি ৭॥০
" " সাউথ সুবারবন স্কুল ভবানীপুর ২
" " কালীকুমার চট্টোপা আলীপুর ৩
" " কুঞ্জলাল বন্দ্যোপা ভবানীপুর ৩।০
" " আটগড়ের রাজা কটক ৭॥০
" " রঘূত্তম ঘোষ চৌধুরী হাতিলাকান্দী ২॥৵১০
" " দুর্গাদাস আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ১৯৵০
" " মহিমা রঞ্জন রায় কাকীনিয়া ১৩৵০
" " ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপা নেড়াগিরিজা ৩
" " শীতলচন্দ্র মুখোপা ভবানীপুর ২।০
" " হরিমোহন সিংহ রঘুনাথপুর ৭॥০
" " কালীমোহন ঘোষ ডেরাডুন ৫
" " ব্রজেন্দ্রকুমার ভদ্র মজীলপুর ৬।০

য়াছে। অল্পদিনের টাক ১৫।২০ দিনে ভাল হইয়াছে। অধিক দিনের হইলে কিছু অধিক কাল ব্যবহার করিতে হয়। মূল্য ২ আউন্স্ শিশি ১ টাকা। চিনাবাজার আরমানি গিরজার সম্মুখে শ্রীযুক্ত নরসিংহ প্রসাদ দত্তের দোকানে এবং আমাদের নিজ ডিস্পেন্সারিতে বিক্রয় হয়।

১৪ নং সংস্কৃত কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হিন্দু স্কুলের ঠিক সম্মুখে } মহলানবীশ। এবং কোং

ভারতবর্ষীয় আর্য্য পত্রিকা।

গত বৈশাখ মাসাবধি এই পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে; আর্য্যধর্ম্ম রক্ষা, প্রচার ও কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। মূল্য ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১॥৶০। সোনাপুর ডাকঘর হইয়া হরিনাভিস্থ উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দেব বর্ম্মা মহাশয়ের নিকট মূল্য সমেত পত্র পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

☞ যাঁহারা অনাত্র পত্র প্রেরণ করিয়া পত্রিকা পান নাই, তাঁহাদিগের পত্র আমরা পাই নাই।

ন্যাসনেল কোম্পানীর ইণ্ডিয়ান হোমিওপেথিক মেডিকেল হল।

১২ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

আমাদের ফারমেসীতে মহাত্মা হানিমান্ হেরিং, জার, বেয়ার, হেম্পেল প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তাদিগের হোমিওপেথিক পুস্তক, ট্রাক্টস্, পেম্‌ফ্লেটস্ ও সমস্ত ঔষধের মাদার টিংচার, ডাইলিউসন, ট্রাইটুরেশন, ঔষধ পূর্ণ মেহগনী কাঠের বাক্স; ঔষধ প্রস্তুত জন্য ও শিশুদিগের খাদ্যোপযোগী সুগার অব মিল্ক (দুগ্ধ চিনি); হেনরি টার্ণারের উৎকৃষ্ট কডলিভার অইল, ও লিণ্ট্ প্রভৃতি যাবতীয় হোমিওপাথিক দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

এই কোম্পানিতে অংশীদার গ্রহণ করা যায়। প্রতি অংশের মূল্য ৫০ টাকা। অন্যান্য বিষয় ম্যানেজারের নিকট তত্ত্ব করিলে জানা যায়।

শ্রীশরৎ চন্দ্র দত্ত।
ম্যানেজার।

প্রকাশিত হইয়াছে।

অজয়েন্দু নাটক।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

শীঘ্র বঙ্গ রঙ্গ ভূমে অভিনীত হইবে।

৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে ৩০ নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও ৩২ নং দূত আপিসে প্রাপ্তব্য।

হরিনাভি জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানি।

এদেশে শিল্পযন্ত্র অধিকতররূপে প্রচলিত হইয়া শিল্পোন্নতি ও তৎসঙ্গে দেশের ধনোন্নতি হয়, এই অভিপ্রায়ে উল্লিখিত কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই কোম্পানি হইতে আপাততঃ একটী এড়ুই তৈলের কল সংস্থাপিত হইবে। এ প্রদেশে এরূপ কল নাই এবং ইহার কার্য্য চলিলে বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা। উক্ত কলের সঙ্গে একটী দোকান থাকিবে, তাহাতে প্রস্তুত তৈল এবং মাদক ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য সামগ্রী বিক্রীত হইবে। ষ্টকের উন্নতি অনুসারে কার্য্যের পরিমাণও বৃদ্ধি করা যাইবে। কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সচ্চরিত্র ও অভিজ্ঞ লোক সকল নিযুক্ত থাকিবেন।

এই জয়েণ্ট ষ্টকে যিনি ইচ্ছা করেন, ১০ টাকা দিলে এক অংশীদার হইতে পারেন, যিনি যত অংশ চান, প্রত্যেক অংশের জন্য ১০ টাকা করিয়া দিতে পারেন। লাভাংশের বিভাগ হইবার সময় প্রত্যেক অংশীদার অংশ অনুসারে লাভ পাইবেন। ৫০০ অংশ অর্থাৎ ৫০০০ টাকা হইলে কার্য্য চলিতে পারিবে।

বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স।

আপাততঃ নিম্নলিখিত মহোদয়গণ জয়েণ্ট ষ্টকের ডাইরেক্টর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাঁরা বিবেচনা মতে ডাইরেক্টরের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।
,, ,, শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, সাউথ সুবরবণ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।
,, ,, চিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায় সাউথ সুবরবণ মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী।
,, ,, ভুবনমোহন ঘোষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ।
,, ,, গিরীশচন্দ্র মজুমদার।
,, ,, হারাণচন্দ্র মিত্র।

যাঁহারা এই ষ্টকের অংশী হইতে চান, আপনাপন নাম ও অংশের পরিমাণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন। অংশের টাকা আগামী কার্ত্তিক মাসের মধ্যে পাওয়া আবশ্যক।

হরিনাভি, ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস, সোনাপুর পোষ্ট আফিস, ১৮৭৫। ২০ আগষ্ট,

শ্রীহারাণচন্দ্র মিত্র
ম্যানেজার।

শ্রীদুর্গা চরণ বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত শ্রীমদ্ভাগবত শেষ হইয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য কমিসন বাদে ১৩ টাকা। ডাক মাসুল ১৸৶০ আনা।

কলিকাতা, বিডন ষ্ট্রীট ৬৬ নং বিডন প্রেস,

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়।

মফস্বল এজেন্সি।

১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্থাপিত।

মফস্বলের ব্যবসায়ী ও সকল প্রকার ভদ্র লোকের সুবিধার জন্য এই এজেন্সি স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে সকল প্রকার দেশীয় ও বিলাতি দ্রব্য ন্যায্য মূল্যে খরিদ করিয়া পাঠান যায়। কমিশনের নিয়ম সাধারণত শতকরা ৩৶০ (টাকায় ৫১০ পয়সা।) অপরাপর সম্বাদ ও বিশেষ নিয়ম প্রণালী জানিবার নিমিত্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিতে হয়।

১৩৮নং ওল্ডবৈটকখানা বাজার রোড কলিকাতা। } শ্রীত্রৈলোকানাথ চক্রবর্ত্তী কমিশন এজেণ্ট

২৭ কার্ত্তিক ১২৮১

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬ টাকা	৭॥
" ষাণ্মাসিক	৩॥০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক	২ "	২।৶০
মাসিক	৸০	৸৵০
প্রতি সংখ্যা ...	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতিপঙক্তি প্রথম তিন বার ৶০ আনার হিসাবে, তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে পারে।

Printed and published by B. M. Ghose, *at the* East India Press, Harinabhi.

উপযুক্ত একটী অনুষ্ঠান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং তাহার জন্য কলিকাতা গেজেটে বার বার বহুল বাক্য বিন্যাস করিয়াছেন তখন ইহা 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' হইবে আমাদিগের এই ভয় হয়। এ কার্য্যের ভার কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর হস্তে দিলে শোভা পাইত, কিন্তু তাহা না করিয়া ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের হস্তে সমর্পন করা হইয়াছে। ইহাতে পাছে ইহা মুচিখোলার নবাবের চিড়িয়াখানার ন্যায় স্থানীয় আকার ধারণ করিয়া সাধারণের তাদৃশ চিত্তাকর্ষক না হয়, এই আশঙ্কা হয়। ভারতবর্ষীয় সর্ব্ব সাধারণের চিত্তাকর্ষক না হইলে এ চিত্রশালিকা হওয়া না হওয়া তুল্যানুতুল্য। ইহার স্থান কলিকাতার সীমান্তবর্ত্তী হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল কিন্তু তাহা না হউক যখন উপযুক্ত কমিসন দ্বারা টল্লির নালার নিকট ইহা মনোনীত হইয়াছে, তখন তাহাতে আপত্তি করিবার কারণ নাই। কিন্তু এ কার্য্যে যেরূপ অর্থ সংস্থান আবশ্যক, তাহার উপায় না করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হওয়া হাস্যজনক হইতেছে। ৫ লক্ষ টাকা হইলে একদিন যে কার্য্যের রীতিমত সূচনা হইতে পারে, ৫ হাজার টাকায় তাহার কি হইবে? টেম্পল সাহেব এই টাকা দ্বারা আপাততঃ কতকগুলি চালা বাঁধিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে বৃথা অর্থব্যয় মাত্র হইবে। কপোত ও চড়ুই লইয়া চিড়িয়াখানা করিলে এ অর্থ নিঃশেষিত হইয়া যায়। যে পরিমাণ অর্থ আবশ্যক। যদি গবর্ণমেণ্ট নিজকোষ হইতে তাহা যোগাইতে না পারেন, চাঁদা সংগ্রহ আরম্ভ করুন্। গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ করিলে দশদিক্ হইতে বদান্যতা স্রোত প্রবাহিত হইবে এবং কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট দর্শকদিগের নিকট হইতে কি লইয়া কিছু টাকা সংগ্রহের মানস করিয়াছেন, তাহাতে কত টাকা সংগৃহীত হইবে? আমাদিগের মতে সেরূপ উঞ্ছ বৃত্তি করা গবর্ণমেণ্টের গৌরবের বিষয় নহে। টেম্পল মহোদয় যুবরাজের আগমন কোলাহলের সময় এ কার্য্যের সূচনা করিয়া ভাল করিয়াছেন বোধ হয় না, এ সময় ধনিগণের মন সেই কোলাহল বর্দ্ধনেই নিক্ষিপ্ত হইবে। তবে এ সময় যেমন অনেক রাজাবাহাদুর লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহাদিগের দুই এক জনকে এই কার্য্য দ্বারা যশস্বী হইবার প্রলোভন দেখাইলে উদ্দেশ্য অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে। টেম্পল সাহেব যদি তাহাই করিতে পারেন চেষ্টা দেখুন, নতুবা এ সময় চাপিয়া যাউন, কোলাহল নিবৃত্ত হইলে এ মহৎ কার্য্যে লোকদিগের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিতে পারিবেন।

সহযোগী সাময়িক পত্র।

আসিয়া ও ইউরোপের মধ্যে কাহার প্রাধান্য অধিক, এই বিষয়ে বেঙ্গল ম্যাগাজিনে একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। আসিয়াবাসীদিগের অপেক্ষা ইউরোপীয়েরা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠতর বীর বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, ইহার প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব লেখক বলিয়াছেন "একজন আকিমিলেয়স বা আলেকজাণ্ডার যদি আসিয়া আক্রমণ করিয়া থাকেন, সে সাইরস ও ডেরায়সের নিকট ইউরোপের পরাজয় কলঙ্ক মোচন করিবার জন্য। রোমানেরা প্রবল প্রতাপে যদি আসিয়ার কোন কোন প্রদেশ শাসন করিয়া থাকেন, তাঁহারা মুসলমানদিগের দ্বারা দূরীভূত হইয়াছেন, কেবল ইহা নহে মুসলমানেরা পিরানিজের অপর পার্শ্বে আপনাদিগের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। ক্রুজেড যুদ্ধার্থীরা গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জর্ম্মণির সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈন্যদল এবং গড্ফ্রে, সিংহতেজা রিচার্ড প্রভৃতি সেনাপতি লইয়া কিছু দিন পালেষ্টাইন অধিকার করিয়াছিল, একা সালাডিন তাহাদিগকে দমনে রাখিয়াছিলেন, একজন ফরাসী রাজা অকারণ আক্রমণ করাতে মিসরের কারাগারে জীবন অবসানকরিয়াছেন। তেজস্বী হূনদিগকে লইয়া আটিলা ইউরোপে যে জয় বিস্তার করেন, রুসিয়া কর্ত্তৃক উত্তরাসিয়া অধিকার তাহার প্রতিশোধ মাত্র।" বস্তুতঃ আসিয়া এক সময় বীরত্বের একশেষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, ইউরোপ সুসময় পাইয়া এখন তাহার শোধ তুলিতেছেন মাত্র। বিদ্যাবিষয়ে আসিয়া ইউরোপের শিক্ষাগুরু। ধর্ম্ম বিষয়ে আসিয়া দীক্ষা গুরু। আসিয়া বংশাবতংস ক্রাইষ্ট ইউরোপের উপর যে চির উড্ডীয়মান ধর্ম্মধ্বজা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহার নিকট কোন্ ইউরোপীয়ের মস্তক না অবনত হয়?

তিব্বৎ দেশীয়েরা কোন বিদেশীয়কে আপনাদিগের দেশ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। শারদীয় অবকাশে আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তিব্বৎ সীমা দর্শন করিতে গিয়াছেন, হয়ত তিব্বতের অভ্যন্তরে যাইতে পারেন। ষ্টেট্‌সমান বলেন, তিব্বৎদেশীয়দিগকে যখন আমরা ভারতবর্ষে আসিতে দি, তখন তাহাদিগের দেশ দর্শন করিবার অধিকার আমাদের অবশ্য আছে। বিশেষতঃ সে দেশ হইতে নানাবিধ ধাতু আবিষ্কার করিয়া বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা যাইতে পারে। ষ্টেটস্‌মানের এ যুক্তি আমাদিগের নিকট অত্যন্ত কুটিল ও অন্যায় বোধ হয়। তিব্বৎ দেশীয়েরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগের দেশ মধ্যে বিদেশীকে পথ দান না করিলে তাহাদিগকে বাধ্য করিবার অধিকার কাহার নাই; তবে ইচ্ছা করিলে তাহাদিগের এদেশে আসিবার পথ অবশ্যই রোধ করা যায়। বিদেশীয়েরা দেশে আসিয়া অনিষ্ট করেন এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় তিব্বতীয়েরা অনুদার হইয়া আছে, সে আশঙ্কা সাধু উপায়ে দূর করিতে পারিলে তাহারা অবশ্য উদারতা দেখাইতে পারে।

ইণ্ডিয়ান মিররের রবিবাসরীয় সংখ্যায় 'Gleanings' বলিয়া যে সার সংগ্রহ উদ্ধৃত হয়, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপযোগী হইবে সকলে আশা করেন। কিন্তু আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম কিছু দিন হইল তাহাতে একটী খৃষ্ট নাম সঙ্কীর্ত্তন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার শেষ পঁক্তিতে আছেঃ—
" And soon shall all men own Him Lord "

খৃষ্টকে সকল মনুষ্য শীঘ্র প্রভু বলিয়া স্বীকার করিবে, এ মত কি ব্রহ্ম সমাজের গ্রাহ্য?

অমৃত বাজার লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "তিনি রাজসাহীর একজন জমীদার বাবু রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে একটী পুরস্কার দিয়াছেন। রামচন্দ্র বাবু একজন খুনী আসামিকে ধরিয়া দেন এবং যাহাতে সে শাস্তি পায় ইহার তদ্বির করিয়া দেন। হাইকোর্টের জজেরা এই নিমিত্ত ইহাকে পুরস্কার দেওয়ার নিমিত্ত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে অনুরোধ করেন এবং লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ইহাকে একটী রূপার ঘড়ী পুরস্কার দিয়াছেন। যাহারা এরূপ গুরুতর অপরাধে অপরাধী, তাহাদের শাস্তি পাওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য এবং যাহারা এরূপ গুরুতর অপরাধীকে রাজ বিচারে উপনীত করে তাহারা সমাজের উপকারী ও তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ দান করা কর্ত্তব্য এবং টেম্পল সাহেব রামচন্দ্র বাবুকে পুরস্কার প্রদান করিয়া উত্তম কাজ করিয়াছেন। তবে পুলিস কর্ম্মচারীরা আমাদিগকে ভারি ভয় দেখাইয়াছেন। তাহারা এইরূপ পুরস্কার প্রাপ্তির লোভে কত নির্দ্দোষী ব্যক্তিকেই নিরর্থক কারারুদ্ধ, এমন কি প্রাণদণ্ডগ্রস্ত পর্য্যন্ত করিয়াছেন। এখন যদি আবার পুরস্কারের লোভে জমিদারেরা পুলিসের সঙ্গে যোগ দেন, তাহা হইলে দেশের সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা।"

প্রাপ্ত।

(আমাদিগের ভ্রমণকারী বন্ধু হইতে)

দিনাজপুর

উত্তর বাঙ্গালা প্রদেশের মধ্যে দিনাজপুর একটী বৃহৎ জেলা। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে ইহার ন্যায় উর্ব্বর শস্যশালী ক্ষেত্র অতি অল্পই আছে। পুনর্ভবা, টাং, অত্রী (অখরাই) কাঁকড়া, যমুনেশ্বরী, করতোয়া প্রভৃতি কয়েকটী স্রোতস্বতী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। গ্রীষ্ম কালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে এই নদীগুলি শুষ্কপ্রায় ও মন্দপ্রবাহা হয় বটে, কিন্তু বর্ষাকালে এগুলির মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর হয়! এসময়ে একটু অধিক বৃষ্টি হইলেই প্রায় এপ্রদেশে বন্যা হইয়া থাকে। বন্যাগমে নদী সকল পরিপূর্ণা হইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, ইহাতে তটস্থ ক্ষেত্র ও নিম্ন ভূমি সমুদয় প্লাবিত হইয়া যায় এবং প্রবাহচালিত "পলি" পতিত হইয়া ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করে। এখানকার প্রধান কৃষি-জাত ধান্য, পাট ও তমাক; রবিখন্দও নিতান্ত সামান্য নহে। এখানে বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থে অনেক গুলি "বন্দর" আছে, তন্মধ্যে নয়াবন্দর, নয়াবাজার, দিনাজপুর, চিনির বন্দর, সর্ম্মজিয়া, চাবড়া, গোবিন্দ গঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটী প্রধান। ইহার কোন কোনটীতে প্রায় ৪।৫ লক্ষ মণ তণ্ডুল সংগৃহীত থাকে। ফসলের সময়ে মহাজনেরা দ্রব্য জাত সকল ক্রয় করিয়া গোলা পরিপূর্ণ করিতে থাকে এবং বর্ষাগমে নদী সকল পরিপূর্ণা হইলে নৌকাযোগে সমুদয় দ্রব্য কলিকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান বাণিজ্য স্থানে প্রেরণ করে। এখানে উত্তম দাদখানি চাউল এক টাকা মণ পাওয়া যায়, আলু আমাদিগের দক্ষিণ বাঙ্গালা অপেক্ষা অবয়বে কিছু ছোট বটে, কিন্তু টাকায় ৫ মণ পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে। যাহাহউক বাসিন্দাদিগকে এ সুখ আর অধিক দিন উপভোগ করিতে হইবে না—দরিদ্র সুখহারী বিলাস সহচর রেইলওয়ের অভ্যুদয় হইয়াছে। রেইলওয়ের পূর্ব্বে আমাদিগের দেশেও ভক্ষ্য সামগ্রীর অসচ্ছলতা ছিল না। আমি রেইলওয়ের উপকার অস্বীকার করি না, তবে দেশের কুলান অকুলান না বুঝিয়া বিদেশে ভক্ষ্য দ্রব্যের রপ্তানিই দেশের অনিষ্টের মূল। অনেকে আমাকে স্বাধীন বাণিজ্য-দ্বেষী বলিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন যে এই স্বাধীন বাণিজ্যই গত দুর্ভিক্ষের কারণ, ইহার জন্যই সময় ২ দেশে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়া থাকে।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দিনাজপুর আমাদিগের দেশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বোধ হয় না। দিনাজপুরের (হয়ত) পূর্ব্বকালীন অস্বাস্থ্য নিবন্ধন অদ্যাপি ইহার প্রতি লোকের বিপরীত সংস্কার আছে, কিন্তু দক্ষিণ বাঙ্গালার ইদানীন্তন জল বায়ু যেরূপ অস্বাস্থ্যকর, দিনাজপুর তদপেক্ষা বরং উৎকৃষ্ট বোধ হয়। তবে রেইলওয়ের জন্য উক্ত দেশের যে দুর্গতি হইয়াছে, এখানেও তদ্রূপ হওয়া সম্ভব! রেইলওয়ের সুবিধার জন্য নদী ও জল নির্গমের পথ সকল বন্ধ করিলে দক্ষিণ প্রদেশের ন্যায় উত্তর বাঙ্গালার স্বাস্থ্যও বিকৃত হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি এগুলি বন্ধ না করিয়া অন্য কোন উপায় দ্বারা লৌহ বর্ত্মের রক্ষাকার্য্য সাধন করেন, তাহা হইলে উক্ত প্রদেশ রক্ষা পাইতে পারে।

দিনাজপুরে প্রাচীন কীর্ত্তি কলাপের বহুল নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। মালদহ পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক দুই দিনেই প্রসিদ্ধ "মহীপাল দিঘী" দর্শন করিতে পারেন। দীর্ঘিকার নামানুসারে এস্থানটি "মহীপাল" নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইতিহাস-পাঠকেরা জানেন যে এই দীর্ঘিকাটীও ইহার উৎসর্গকর্ত্তা রাজার নামে অভিহিত। এই রাজা প্রায় আট শত বৎসর মর্ত্ত্যলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন, কিন্তু কীর্ত্তি প্রভাবে অদ্যাপি তাঁহার নাম বিলুপ্ত হয় নাই। দীর্ঘিকাটী রাজপথের নিকটবর্ত্তী, আয়তন দীর্ঘে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশেরও অধিক হইবে এবং প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধ মাইল। অদ্যাপি ইহার জলরাশির ইয়ত্তা নাই। নানাবিধ উৎপল ও জলজ দামে বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলেও মধ্যস্থ গভীর জলরাশির স্বচ্ছতা অপনীত হয় নাই! বরঞ্চ তন্নিবন্ধন ইহা এক অনির্ব্বচনীয় শোভার আস্পদ হইয়াছে। প্রবাদ যে এই সমস্ত দীর্ঘিকা "গজগিরি" করা ছিল, কালে সে সমস্ত মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে। কিন্তু বহু অনুসন্ধান করিলেও তাহার নিদর্শন পাইবার সম্ভাবনা নাই। ইষ্টকনির্ম্মিত ভগ্নাবশেষ মধ্যে এক দিকে একটী অনতিদীর্ঘকাল পতিত নীলকুঠির ভগ্নাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ভগ্ন প্রাকারোপরি আরোহণ করিলে মহীপালের অপূর্ব্ব দৃশ্য একবারে অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাতে নানাবিধ জলচর ও বৃহৎ বৃহৎ কুম্ভীর আছে;—কুম্ভীরের ভয়ে লোকে অধিক জলে নামিতে সাহস করে না। মহীপাল হইতে সহর দিনাজপুর প্রায় ৮ ক্রোশ দূর হইবে।

নয়া বাজার ও নয়া বন্দরের মধ্যবর্ত্তী পুনর্ভবা নদীর উপর একটী স্থানে পুরাণোক্ত প্রসিদ্ধ বাণরাজার বাটী। কথিত আছে বাণ যুদ্ধে জ্বরোৎপত্তি হয়!!—এই জন্যই বা দিনাজপুরের স্বাস্থ্যের প্রতি লোকের এমত কুসংস্কার!! বাণ-রাজা শৈব ছিলেন! তাহাহইতেই ভারতে সন্ন্যাস ও চড়ক পূজার সৃষ্টি। তাঁহার স্থাপিত "বিরূপাক্ষ" বাণ-লিঙ্গ বা শিব লিঙ্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শিবের মন্দিরটী আধুনিক বোধ হইল, কিন্তু তাহার সন্নিকটে ইতস্ততঃ পুরাতন দেবালয়েরও অনেক ভগ্ন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের বহির্দ্বারে তিনটী প্রাচীন কলিকা ফুলের গাছ আছে। ইহাদিগের প্রত্যেকের গোড়ার বেড় প্রায় ৪।৫ হস্ত পরিমিত। বৃক্ষগুলি বোধ হয় বাণ-রাজার রাজত্বের সাক্ষী হইয়া আছে। অদ্যাবধি শিবের পূজা হইয়া থাকে, তজ্জন্য একজন দেবল ব্রাহ্মণ ও ভাণ্ডারী নিযুক্ত আছে। নৈত্যিক ক্রিয়া কলাপের জন্য কয়েক খণ্ড ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার উপস্বত্ব হইতে নিয়মিত ব্যয় ব্যসন সম্পন্ন হয়। দিনাজপুরের রাজসংসার হইতে ইহার ভার নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মন্দির হইতে বাণ রাজার বাটী অধিক

দূর নয়। পুনর্ভবা ব্যতীত বাটীর চৌদিকে একটী গভীর ও সুপ্রশস্ত পরিখা দৃষ্ট হয়। ইহা জলজদামে সমাচ্ছন্ন হইলেও সমস্ত জল একবারে শুষ্ক হয় নাই। পরিখার অব্যবহিত উপরেই প্রাকার। প্রাকারের উচ্চতা সমতল হইতে এখনও প্রায় ১২ হইতে ২০ হস্ত উচ্চ হইবে। এক সময়ে ইহা একটী সুদৃঢ় দুর্গের আবরণ ছিল। কিন্তু এখন বিজন অরণ্যের সীমারূপে পরিণত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান উচ্চতা এবং নিম্নস্থ পরিখা না থাকিলে কল্পনাতেও ইহার আকার অনুভূত হইত না। কোথায় পুরাণোক্ত বাণরাজা—যাঁহার প্রতাপে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল বিকম্পিত হইত, যাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, তাঁহার বৈজয়ন্ত—বিনিন্দিত প্রাসাদের আজি এমন অবস্থা! যে প্রাসাদের দুর্ভেদ্যতা বর্ণনে কবির জিহ্বা অসাড় হইয়াছিল, সমস্ত বৃষ্ণিবংশ স্বদলে আক্রমণ করিয়াও যে প্রসাদ মধ্যে অবরুদ্ধ অনিরুদ্ধের উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য্য হন নাই, কালের পলিত হস্তে আজি তাহা পতিত হইয়াছে। অদ্যাপি যদিও কিছু চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু আর কিছুকাল পরে তাহাও থাকিবে না। বহু কষ্টে প্রাকারের উপরিভাগে উঠিয়াও আর ভ্রমণের পথ দেখিতে পাওয়া যায় না। সে স্থান নিবিড় কণ্টক ও ঘনতম অরণ্য বৃক্ষে একান্ত সমাচ্ছন্ন। শুনিলাম কিছু দূর যাইতে পারিলে ভগ্নাবশিষ্ট উপল ও ইষ্টকের স্তূপ সকল দেখা যায়। স্তম্ভের ভগ্নাংশ, গৃহের ভিত্তি এবং অন্যান্য নিদর্শন সকল প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাসাদ সংলগ্ন দুইটী পুষ্করিণী আছে তাহাদিগকে অমৃত কুণ্ড বলে, সেগুলি বাণ রাজার সমকালীন বলিয়া বোধ হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে একজন সন্ন্যাসী বাটীর কিয়দংশ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছিল সুতরাং অনুসন্ধায়ীর পক্ষে সে সময় অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু এক্ষণে আবার যেরূপ জঙ্গল ছিল তদ্রূপই হইয়াছে। এমন কি প্রাকার পরিত্যাগ করিয়া বিংশতি পদ অগ্রসর হওয়া দুষ্কর। বিশেষতঃ এখানে ব্যাঘ্রের উপদ্রবও সমধিক—এমন কি এখানকার লোকে ইহাকে "বাঘের ভবন" বলিয়া থাকে। সুতরাং কৌতূহল চরিতার্থ না হইলেও প্রাণের ভয়ে নিবৃত্ত হইতে হয়। বাণরাজার বাটীর অপর এক অংশে রাজ পথ হইতে প্রায় এক পোয়া পথ দূরে জঙ্গল মধ্যে একটী পুরাতন মসীদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে যাইবার পথ বা পদচিহ্ন আছে। রাজপথ হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই মনুষ্য দেহ পরিমিত বেণা বনের মধ্যে পতিত হইতে হয়; কিছুদূর তাহার মধ্য দিয়া গমন করিলে প্রকৃত জঙ্গলে উপনীত হইতে হয়। তখন আর পথের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। নিবিড় জঙ্গল ক্রমে একান্ত সমাকীর্ণ। পথিক পথপ্রদর্শকের অনুসরণ করিয়া কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত কলেবর এবং প্রতি মুহূর্ত্তে ব্যাঘ্রের কবলে কবলিত হইবার আশঙ্কায় সহজে অগ্রসর হইতে নিবৃত্ত হন। কিন্তু আমাদিগের পথ প্রদর্শক সাহস দিল যে "এখানকার পীর বড় জহুরা, পীরকে যে দেখিতে যায়, বাঘে তাহার কাছে আসে না।" পীরের পরাক্রম বশতঃ হউক বা সর্ব্বদা লোক জনের সমাগমের জন্যই হউক এ দিকে ব্যাঘ্রের উপদ্রব অল্প হইতে পারে—এই ভাবিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে কষ্ট স্বীকার করিয়াও অগ্রসর হইলাম। কিয়দ্দূর পরে একটী অপূর্ব্ব স্থানে উপনীত হইলাম। বনের ভিতর সূর্য্যকিরণ প্রায় প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু তথায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ সকল স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত, এজন্য আলোকের অভাব ছিল না। ইতস্ততঃ নানাবিধ পুষ্প বৃক্ষ সকল বিক্ষিপ্ত হওয়াতে স্থানটী রমণীয় হইয়াছিল, সুতরাং তথায় ক্ষণৈক বিশ্রাম করিয়া বস্ত্রের কণ্টক মোচন ও শ্রান্তি দূর করিলাম। তথায় একটী বন্যপথের স্পষ্ট চিহ্ন দৃষ্ট হইল। উক্ত পথের অনুসরণ করিয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলাম। স্থানটী অতীব মনোহর। এখানে অনেক বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল আছে। বৃক্ষের তলা প্রায় পরিষ্কার, কণ্টক ও অন্যান্য জঙ্গম লতা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। শুনিলাম কখন কখন এখানে "মেলা" হইয়া থাকে। এই পরিষ্কৃত স্থানের এক দেশেই মসীদটী সংস্থাপিত। মসীদটী প্রস্তর নির্ম্মিত, অদ্যাপি সমস্ত পতিত হয় নাই, প্রস্তরের সুচারু স্তম্ভগুলি দণ্ডায়মান আছে। এ গুলির উপরে পূর্ব্বে শুভ্র চন্দ্রাতপ স্থাপিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে হরিদ্বর্ণ পর্ণ চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে, ইহার নিম্নে একটী কবর রহিয়াছে। মসীদটীর সংলগ্ন কয়েকটী প্রকোষ্ঠ ছিল, কিন্তু এক্ষণে কেবল তাহার চিহ্ন মাত্র দৃষ্ট হয়। এখানেও কয়েকটী বৃহৎ কলিকা ফুলের বৃক্ষ আছে। মসীদটীর আবরণ প্রাচীর প্রস্তর ও ইষ্টকে বিরচিত। পতিত ভিত্তির বেধ ন্যূনাধিক তিন হস্ত পরিমিত হইবে। যে সময়ে মুসলমানেরা হিন্দুদিগের কীর্ত্তি কলাপ সকল বিনষ্ট করিয়া সেই সকল উপাদানে মসীদ নির্ম্মাণ করিত, এ মসীদটীও বোধ হয় সেই সময়ে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। ইহার ও নির্ম্মাণ উপাদান বাণরাজার ভগ্নবাটী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে! মসীদের বহির্দ্বারে একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, ইহার বেড় ন্যূনাধিক ১৬ হস্ত পরিমিত হইবে। এরূপ বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। জঙ্গলের মধ্যে দর্শনীয় পদার্থ আরও থাকিবার সম্ভাবনা, কিন্তু ব্যাঘ্রের ভয়ে ও পথের অভাবে পথিককে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হয়। এখান হইতেও দিনাজপুর প্রায় আট ক্রোশ পথ দূর হইবে।

দিনাজপুর জেলার উত্তর পূর্ব্ব বিভাগ প্রাচীন মৎস্য রাজ্য। এ প্রদেশে বিরাট রাজার কীর্ত্তিকলাপের অনেক ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। দিনাজপুর হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ উত্তর বীরগঞ্জ ও কাঞ্চনগরের মধ্যস্থ পুনর্ভবার তীরবর্ত্তী "উত্তর গো-গৃহ।" ইহার গভীর পরিখা, অঙ্গনের ও পতিত গৃহের ভগ্ন-চিহ্ন সকল অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অন্যান্য প্রাচীন কীর্ত্তি কলাপের ন্যায় ইহাও জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। তথাপি অনুসন্ধায়ী এখানে আসিয়া অনেকটা কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারেন। ইহার কিছু দূরেই লোক প্রসিদ্ধ "শমীবৃক্ষের" স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে—যাহার শাখায় পাণ্ডবপক্ষে স্বীয় স্বীয় আয়ুধনিচয় শবাকারে প্রচ্ছন্ন করিয়া বিরাট-ভবনে অজ্ঞাতাশ্রয় লইয়াছিলেন।

দিনাজপুর হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ পূর্ব্বে বীর পাটু। অনেকে ইহাকে বিরাটের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বোধ হয়, পূর্ব্বে ইহার নাম বিরাট পাট ছিল, এক্ষণে অপভ্রংশ হইয়া বির বা বীর-পাট বলিয়া অভিহিত হইতেছে। এখানে কয়েকটী পুষ্করিণী ও একটী মাত্র গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য প্রাচীন রাজবাটীর ন্যায় ইহার চতুর্দ্দিকে পরিখা ও প্রাকার দৃষ্ট হয় না, এবং যখন ইহার সমকালীন বাটী সকলের পরিখা সকল দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তখন ইহারই কেবল বিলোপ হইয়াছে ইহা একান্ত সম্ভব-পর নহে; সুতরাং ইহা রাজধানী না হইয়া বিরাটের অন্যতর বিলাসবাটিকা অনুমিত হয়। ইহা জঙ্গলে সমাবৃত হইলেও এখানে তাদৃশ নিবিড় জঙ্গল নাই।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত। শ্রী কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত-যন্ত্রে মুদ্রিত। সংবৎ ১৯৩২।

বিখ্যাতনামা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ রাজা ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণের বাঙ্গালায় আধিপত্য স্থাপনাবধি বর্ত্তমান ক্ষিতীশচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত নদীয়া রাজবংশের ইতিহাস এবং নবদ্বীপ প্রদেশের পূর্ব্বতন ও অধুনাতন অবস্থা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা নদীয়ার বিবরণ বটে, কিন্তু ইহাতে এক প্রকার সমস্ত বঙ্গসমাজের অবস্থা ও ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সমস্ত প্রধান ঘটনায় বঙ্গসমাজ বিলোড়িত হইয়াছে, এবং সেই সমাজ এক্ষণে যে অবস্থায় অবস্থাপিত রহিয়াছে, গ্রন্থের প্রারম্ভে কতিপয় অধ্যায়ে তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সন্নিবেশিত আছে, সুতরাং ইহা হইতে অধুনাতন বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্ত অবগত হওয়া যায়। বিশেষতঃ এক্ষণকার বঙ্গদেশীয় জমিদারী- বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থার আভ্যন্তরিক বিবরণ ইহাতে যেমন জানা যায়, বঙ্গভাষার আর কোন গ্রন্থে সেরূপ জানা যায় না। গ্রন্থকার নিজে বহুকাল ধরিয়া এই জমিদারী সেরেস্তার আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, এজন্য তিনি ইহার পূর্ব্বতন ইতিবৃত্ত এবং আধুনিক অবস্থা বিলক্ষণ অবগত থাকাতে সে বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার রূপে বিবৃত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় অবগত হইতে যাঁহাদিগের অভিলাষ থাকে, তাঁহারা ক্ষিতীশ বংশাবলি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখুন, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, বিশেষ পরিতোষ লাভ করিতে পারিবেন।

নদীয়া রাজবংশ নিবদ্ধ কিম্বদন্তী পরম্পরা ও রাজবাটীস্থ কাগজ পত্র এবং ফরম্যানাদি দেখিয়া গ্রন্থকার যে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অন্ধতমসাচ্ছন্ন বাঙ্গলার ইতিহাসে একটী নূতন আলোকপাত হইবে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিবরণ এ গ্রন্থে যেরূপ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা যদি সত্য হয়, তবে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে নদীয়া রাজবংশের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছেন তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার বলেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্তাবেই ইংরাজগণ প্রথমে আকৃষ্ট ও আহূত হইয়া নবাবের বৈরতা সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন: ইংরাজী লিখিত কোন ইতিবৃত্তে এ কথার উল্লেখ নাই। একথাটি যদি প্রকৃত হয়, তবে ভারতবর্ষীয় ইংরাজ রাজত্ব বাঙ্গালী জাতির নিকট যে প্রকার ঋণে আবদ্ধ আছেন সহস্র বর্ষ তাহাদিগের মঙ্গল সাধন করিয়াও তাহা পরিশোধ করিতে পারেন না। কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট একথা স্বীকার করেন না। নদীয়া রাজ গিরিশচন্দ্রকে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট যে পত্র লেখেন তাহাতে সেই গবর্ণমেণ্ট একথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থকার স্বপক্ষ সমর্থনার্থ নিম্নোদ্ধৃত প্রমাণের উল্লেখ করেন:—

"এই রাজবিপ্লব সংঘটন বিষয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের যে বিশেষ যত্ন ও সংস্রব ছিল, তাহার অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। পলাশির যুদ্ধের পর, ক্লাইব সাহেব যে পাঁচটি কামান তাঁহাকে দিয়াছিলেন, সে কয়েকটি অদ্যাপি রাজবাটীতে বর্ত্তমান আছে। ১৮৬০ খৃঃ অব্দের ৩১ আইনানুসারে, যখন, গবর্ণমেণ্ট কামান ও অন্য অন্য অস্ত্রের কর লইবার আদেশ প্রচার করেন, তখন বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর 'নবদ্বীপের মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের পূর্ব্ব পুরুষকে পলাশির যুদ্ধাবসানে যে পাঁচটি কামান প্রদত্ত হয়, তাহার কর গ্রহণোত্তর তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবেক' এই মর্ম্মে ১৮৬১ অব্দে, নদীয়া বিভাগের কমিশনর সাহেবকে পত্র লেখেন। আর পূর্ব্বে কৃষ্ণচন্দ্রের কেবল মহারাজা বাহাদুর উপাধি ছিল, ক্লাইব সাহেব সম্রাটের নিকট হইতে তাঁহাকে মহারাজেন্দ্র বাহাদুর এই অত্যুচ্চ সম্মানসূচক উপাধির ফরমাণ আনাইয়া দেন। এই ফরমাণ অদ্যাপি রাজবাটীতে আছে।

অনেক প্রমাণের মধ্যে আমরা দুইটি মাত্র দেখিলাম। কিন্তু এই দুই প্রমাণ হইতে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত উপপাদিত হয় না। ক্লাইব রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে কোন বিশেষ উপকার লাভ করিয়া থাকিবেন ইহাতে এই পর্য্যন্তই বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে বিশেষ উপকার কি তাহা স্থির নিশ্চয় করিতে হইলে অন্য প্রকার প্রমাণ আবশ্যক হইতেছে। গ্রন্থ মধ্যে সে প্রকার কোন প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় না। গ্রন্থকার যে কিম্বদন্তীর প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা এপ্রকার বিসম্বাদী বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণার্থ প্রবল যুক্তি বলিয়া কখনই গণনীয় হইতে পারে না।

বাবু নবীনচন্দ্র সেন তদীয় "পলাশীর যুদ্ধ" নামক কাব্য মধ্যেও এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিও কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। তিনি বোধ হয় শ্রীযুত রাজীবলোচন কৃত কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত হইতে এ কথা গ্রহণ করিয়াছেন এ কথার প্রমাণার্থ কোন প্রবল প্রমাণ যদিও অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি এ কথাটী উত্থাপিত হওয়াতে বঙ্গ ইতিহাসবেত্তাগণের পক্ষে যে একটি নূতন গবেষণার বিষয় হইল তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বকার কাগজপত্র হইতে যদাপি ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় তবে ইহার প্রতি সকলের নিশ্চয় বিশ্বাস জন্মিতে পারে।

সমালোচ্য গ্রন্থে বঙ্গদেশীয় অনেক স্থানের উৎপত্তির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগর, শ্রীনগর, মুরসিদাবাদ, দিঘীনগর প্রভৃতি স্থানের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নদী ও খালের এবং রাজ[illegible] প্রভৃতির বিবরণও সন্নিবেশিত আছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের এত অপর্য্যাপ্ত ও নূতন বিবরণ গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পড়িতে অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মে। মনে হয় উত্তরোত্তর কতই জ্ঞান লাভ করা যাইবে। জ্ঞানলাভ করিয়া পাঠক এতদূর সন্তৃপ্ত হইবেন যে তাঁহার পুস্তকের জন্য ব্যয় স্বীকার সার্থক বলিয়া উপলব্ধি হইবে।

এই গ্রন্থ বাঙ্গলাভাষায় একখানি মূলগ্রন্থ বলিয়া নিশ্চয় গণনীয় হইবে। ইহা হইতে ভবিষ্যতে বাঙ্গলার ইতিহাসবেত্তা অনেক উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিবেন। আর কাগজ পত্র এবং কয়েকখানি মূলগ্রন্থ দেখিয়া ইহার বিবরণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকার জনশ্রুতির সাহায্যে অনেক নূতন বিবরণও প্রকটিত করিয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্য ইতিবৃত্তকারও সমালোচ্য গ্রন্থ হইতে বিস্তর সাহায্য লাভ করিবেন। ইহাতে বঙ্গীয় পূর্ব্বতন কবিগণ এবং পণ্ডিতবর্গের বিবরণ ক্রমান্বয়ে এরূপে লিখিত হইয়াছে, যে তাহাদিগের একখানি ইতিবৃত্ত অনায়াসে সংগৃহীত হইতে পারে। বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে, বঙ্গদেশে বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রসঙ্গ সময়ে সময়ে যেরূপ উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাস্তবিক কি সামাজিক, কি ঐতিহাসিক, কি রাজনৈতিক, কি সাহিত্য বিষয়ক, কি ভূগোল সম্বন্ধীয়, ইহাতে অনেক বিষয়ের অনেক নূতন বিবরণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অতি সরল ভাষায় নদীয়া রাজবংশের ইতিবৃত্তের মধ্যে মধ্যে এমত কৌশল পূর্ব্বক বিন্যস্ত হইয়াছে যে সাধারণ সকল পাঠকেরই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পড়িতে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে নদীয়া রাজবংশের বৃত্তান্ত জানিতে বিশেষ কৌতূহল জন্মে। বিশেষতঃ নদীয়া রাজবংশের বিবরণ এত ঘটনাপূর্ণ, এবং কৌতূহলজনক যে তাহা কোন স্থানে নীরস, বোধ হয় না; পাঠকালে সর্ব্বত্র সমান মনোভিনিবেশ জন্মিয়া থাকে।

প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু তখন তাহা মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত হয় নাই।

১২৭৫ সালের বৈশাখ মাসে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংগীত বিষয়ে সংগীত শিক্ষা নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে সংগীতের কতিপয় সূত্র সরল বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়াছে এবং অভ্যাসার্থ সাধারণ প্রচলিত কতিপয় গৎ, ও গীত, এবং সেতার, বেহালা, বংশী ও হার্মোনিয়ম শিক্ষার সহজ উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সংগীত শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে এই গ্রন্থ খানি অত্যন্ত উপযোগী, কিন্তু স্বরলিপি ইংরাজী প্রণালীতে প্রদত্ত হওয়াতে ইংরাজী অনভিজ্ঞ এদেশীয় অনেকের নিকট কঠিন হইয়াছে। ১২৭৫ সালের শেষ ভাগে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় রাজশ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর ও তদনুজ রাজশ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিশেষ আনুকূল্যে "সঙ্গীত সার" নামে এক খানি বৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তক খানি অত্যন্ত উপযোগী এবং ইহার ভাষাও প্রাঞ্জল। ইহাতে যৌর্যত্রিকের উপপত্তিক ও ক্রিয়াসিদ্ধাংশ বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সেতার শিক্ষার প্রণালী ও বিস্তর আলাপ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গি বিষয়ে কিছু লিখিত হয় নাই। এই সালে বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজী স্বরলিপি পদ্ধতি বাঙ্গালায় প্রকাশ করেন। পরে কালীপ্রসন্ন বাবু শুদ্ধ ছয় রাগ বিষয়ক প্রস্তাব, হিন্দুমেলা সম্বন্ধীয় বাৎসরিক সভাতে পাঠ করিয়া ১২৭৭ সালে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

১২৭৮ সালে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় উক্ত ঠাকুর মহাত্মাদ্বয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে "গীত গোবিন্দ গীতাবলী" স্বরলিপিযোগে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। এই সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে হিন্দু সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করণ বিষয়ে একটী অভিনব পদ্ধতি প্রকাশিত হয় ও তদনুসারে কয়েকটী ব্রহ্ম সঙ্গীতও লিপিবদ্ধ হয়।

১২৭৯ সালের ভাদ্র মাসে শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত "সঙ্গীত রত্নাকর" নামে এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ খানিতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে সঙ্গীতের যাবতীয় মূল সূত্র এবং স্বর সাধন ও সেতার মৃদঙ্গ ও তবলা সাধন প্রণালী বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইয়াছে। আরো বিস্তর রাগের গত্ ও কতক গুলি রাগের তেলেনা ও সাধারণ প্রচলিত কতক গুলি গীত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তকের স্বরলিপি প্রকরণে প্রায় ঐকতানিক স্বরলিপির প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু রাগ দির আলাপে একটী অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহাতে একটী সঙ্গীত বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তক খানি অত্যন্ত উপকারী এবং ইহার ভাবাও অতি উত্তম ও বিশুদ্ধ। ইহার কয়েকটী গতে বর্ণ সংযোজকের অসাবধানতাবশতঃ ভুল হইয়াছে। ইং ১৮৭৩ সালে ১৭ ই মে বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়ক মেঃ ক্লার্ক সাহেব এই পুস্তকের উপর যে একটী দীর্ঘ রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাহাতে তিনি অনেক গুলি ভ্রমে পতিত হন। ১৮৭৩ সালে ১৭ ই সেপ্টেম্বরে ও ১৮৭৬ সালের ৭ ই সেপ্টেম্বরে হিন্দুপেট্রিয়টে ঐ ভ্রম গুলি প্রদর্শিত হইয়াছে।

১২৭৯ সালে রাজশ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় "যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা" নামে সেতার শিক্ষা বিষয়ক এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে সেতারের অনেক গুলি উৎকৃষ্ট গত্ আছে। অপর, শ্রেষ্ঠালঙ্কার, সংযোগালঙ্কার প্রভৃতির কৌশলও প্রদত্ত হইয়াছে। ত্রিতন্ত্রী শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে এই পুস্তক খানি অত্যন্ত উপযোগী। এই সালের আশ্বিন মাসে কতিপয় সঙ্গীতজ্ঞের সাহায্যে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় "সঙ্গীত সমালোচনী" নামে এক খানি অভিনব সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয় এই পত্রিকা খানি ৬ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। এই সালে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, সেতার শিক্ষা বিষয়ে আর এক খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

১২৮০ সালে রাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় মৃদঙ্গ শিক্ষার জন্য "মৃদঙ্গ মঞ্জরী" ও হারমোনিয়ম শিক্ষার জন্য হারমোনিয়ম্ সূত্র প্রণয়ন করিয়া জনসমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

১২৮১ সালে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ২য়, বাহলীন তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই খানি বেহালা শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ।

বর্ত্তমান বর্ষে 'কণ্ঠকৌমুদী' নামে যে একখানি স্বরলিপি বদ্ধ উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা গত সংখ্যক পত্রে তাহার সমালোচনা করিয়াছি।

এতদ্ভিন্ন মহাজন পদাবলী, গীতরত্ন (নিধু বাবু কৃত,) গীতাবলী (রামমোহন কৃত.) সংগীত মনোরঞ্জন, সংগীত রসমাধুরী, রামপ্রসাদী পদাবলী, রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের গীত, গানতরঙ্গিনী, গায়ন হৃদকুসুম, সংগীত রত্নমালা, গীতসার, কবিওয়ালাদিগের গীত সংগ্রহ, সংগীত লহরী, সংগীত সুধাকর, সংগীত সূত্র, গীতমালা, টপ সংগীত, সংগীত মূলাদর্শ (রমাপতি কৃত,) গীতাঙ্কুর (টেঁকচাঁদ ঠাকুর কৃত,) স্বভাব সংগীত, ব্রহ্মসংগীত, সংগীত মুক্তাবলী, ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্ত্তন, গীতসার সংগ্রহ, প্রসাদ প্রসঙ্গ, প্রভৃতি অনেকগুলি গীত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকগুলিতে বিবিধ বিষয়ক গীত রাগ ও তাল যোগে লিখিত আছে।

বঙ্গ সঙ্গীত শাস্ত্রের যেরূপ দ্রুতগতি উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে দেশহিতৈষী মাত্রেই আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। আমরা রাজশ্রী শৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্যান্য উৎসাহী মহাত্মার যত্নে ইহার উন্নতির পথ আরও প্রসারিত দেখিবার প্রতীক্ষা করিতেছি।

প্রাপ্ত।

(আমাদিগের ভ্রমণকারী বন্ধু হইতে)

দিনাজপুর।

(২০১ পৃষ্ঠার পর)

বীরপাটে ইতস্ততঃ জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চ ভূমি খণ্ড বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়; এগুলি পতিত গৃহের ধ্বংসাবশেষ হইতে পারে কারণ ইহা হইতে ইষ্টকের স্তূপ সকল বাহির হইতেছে। উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে বীরপাটের নিকট দিয়াই গিয়াছে, সুতরাং বিরাট রাজার প্রাসাদের ইষ্টক এখন রেলওয়ের "[illegible]" জন্য ব্যবহৃত হইতেছে!! যে গৃহটী হইতে ইষ্টক উত্তোলিত হইতেছে, তাহার নির্মাণ কৌশল দেখিয়া তাহাকে একটী [illegible] বলিয়া অনুমান হয়। দুই পার্শ্বে বৃহৎ [illegible] তিনটী করিয়া কুটীর, মধ্যে সোপান-কুটীরের [illegible] অনতিবিস্তৃত একটী কুটির, সম্মুখে [illegible] অলিন্দ এবং কিছু দূর পরেই একটী বৃহৎ পুষ্করিণী। গৃহের ভিত্তি ন্যূনাধিক চারি হস্ত পরিমিত হইবে। এখানে আমরা একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিলাম। পাঠকগণ এতদুল্লেখ জন্য বোধ হয় বিরক্ত হইবেন না, তবে যাঁহারা গম্ভীর-প্রকৃতি-বিশিষ্ট তাঁহারা আমার এই ইচ্ছাধীন বিষয়ান্তর গ্রহণ জন্য ক্ষমা করিবেন। আমাদিগের দেশে একটী প্রচলিত প্রবাদ আছে,

সচরাচর শ্লেষোক্তি ব্যঞ্জক ভাবার্থে প্রয়োগহয় ;—"ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।" পাঠকগণ! আপনারা ও "ঘুঘু" দেখেছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু "ফাঁদ" দেখেছেন কি না বলতে পারি না! যাহাহউক আমি ঘুঘুও ফাঁদ একত্র সচক্ষে দেখিয়া নিম্নে তাহার বিবরণ লিখিতেছি। "ফাঁদটী" নানাবিধ হরিৎ বনাপত্র দ্বারা নির্ম্মিত, বাক্সের ডালার ন্যায় এক ভাগ উর্দ্ধে উন্নত ও অপর ভাগ তাহার নিম্নদেশে পাতিত থাকে। উভয় ভাগেই ফাঁদের জাল যত্ন পূর্ব্বক বনাপত্র দ্বারা সম্যক্ প্রকারে লুকায়িত রাখা হয়। নিম্নস্থ জালের মধ্যস্থলে দাঁড়ের মত একখানি কাষ্ঠ পাতিত থাকে, তাহার অব্যবহিত পরেই (কিন্তু জালের বাহিরে) অপর একটী দাঁড়ের উপর একটী ঘুঘু বসিয়া থাকে। ঘুঘুটী শৃঙ্খল বদ্ধ এবং তাহার উভয় চক্ষু সীবন করিয়া আবদ্ধ করা; বোধ হয়, তাহাকে শান্ত ভাবে রাখিবার জন্য এরূপ কৌশলে অন্ধ করিয়া রাখা হইয়া থাকে। ব্যাধকে জিজ্ঞাসা করাতে, সে উত্তর করিল যে যখন ইহাকে বাটী লইয়া গিয়া চক্ষের সীবন খুলিয়া দেওয়া হয়, তখন ঘুঘুটী আবার পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে পায়। ফাঁদের নিম্নে পিঞ্জর মধ্যে এক বা অধিক ঘুঘু থাকে। পিঞ্জর এরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে বনাপত্র মধ্যে লুকাইয়া রাখা হয় যে অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারাও দৃষ্ট হয় না। যে বৃক্ষোপরি বন্য ঘুঘু ডাকিতেছে, তাহার নিম্নে একটী শলাকার উপর এই "ফাঁদটী" পাতিয়া রাখে, তখন ইহাকেও একটী চারা বৃক্ষ বলিয়া বোধ হয়। বন্য ঘুঘুর ডাক শুনিয়া পিঞ্জরস্থ ঘুঘু ও ডাকিতে থাকে; বন্য ঘুঘু সেই রব শুনিয়া নিকটস্থ হয়, এবং ফাঁদের মধ্যস্থ অন্ধ ঘুঘুকে দেখিয়া তাহারি ডাক অনুমান করিয়া পার্শ্বস্থ দাঁড়ে আসিয়া উপবেশন করে। ফাঁদটীও এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে যেমনি ঘুঘুটী দাঁড়ে আসিয়া বসে, অমনি কল ছুটিয়া যায়, এবং ডালার ন্যায় উন্নত ভাগটী একেবারে বাক্সের মত বন্ধ হয়। জালের ধারে বড়শীর ন্যায় কাঁটা থাকে, সে গুলি দৃঢ় করিয়া ফাঁদে আটকাইয়া ধরে এবং ঘুঘুটী জালের মধ্যে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। এই অবসরে ব্যাধ আসিয়া তাহাকে ধৃত করিয়া নিম্নস্থ লুক্কায়িত পিঞ্জর মধ্যে রাখিয়া দেয়। ঘুঘুটী "ঘুঘু" দেখিয়া আইসে, "ফাঁদ" দেখিতে পায় না সুতরাং ধৃত হয়!! "ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি" বলিয়া এই জন্যই লোকে ব্যঙ্গ করিয়া থাকে!!

বীরপাঠ হইতে প্রায় ৭ ক্রোশ দক্ষিণ ফুলবাড়ী। এটী একটী গণ্ডগ্রাম, এখানে মুন্সেফের চৌকী আছে। গোবিন্দ গঞ্জের বৃহৎ বন্দর ফুলবাড়ীর এক অংশ মাত্র। ইহার নিম্নে যমুনেশ্বরী স্রোতস্বতী প্রবাহিতা হইতেছে। এখানেও একটী পুরাতন বৃহৎ গড় ও মৃণ্ময় প্রাকারের ভগ্নাবশেষ হইয়া দেখিতে পাওয়া যায়। পরিখাটী অন্যান্য প্রাচীন পরিখার ন্যায় গভীর এবং ন্যূনাধিক ৫০ হস্ত প্রশস্ত হইবে। তত্রত্য লোকে ইহাকে "কাণা রাজার" গড় বলিয়া থাকে। গড়ের ভিতর স্থানে স্থানে ইষ্টকের ভিত্তি সকল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাও বেত্র ও অন্যান্য কণ্টক বৃক্ষে এরূপ সমাকীর্ণ যে অনুসন্ধান করিবার সুবিধা নাই; তাহাতে ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ জন্তুরও বিলক্ষণ দৌরাত্ম্য। জনশ্রুতি যে গড়ের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে একটী সরোবর আছে, তাহার মধ্যস্থলে একটী মন্দির নিমগ্ন আছে, পাণ্ডবেরা তন্মধ্যে কিয়দ্দিন অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন। একথা কতদূর সত্য বলিতে পারি না, কারণ জঙ্গলের জন্য এবং পথ প্রদর্শকের অভাবে সে মন্দির বা পুষ্করিণীটী দেখা হয় নাই। কিন্তু এ "কাণা রাজা" যে কে ছিলেন, তাহারও কোন পুরাবৃত্ত অবগত হইবার উপায় নাই। বস্তুতঃ এ গড়টী যেরূপ প্রাচীন এবং বাটীটীও যমুনেশ্বরী তটে যেরূপ সুন্দর স্থানে সংস্থাপিত ছিল—ইহাতে বোধ হয়, যদি বিরাট রাজার প্রাসাদ অন্য কোনস্থানে না থাকে তাহা হইলে এইটীই তাঁহার প্রাসাদ হওয়া সম্ভব। এখান হইতে ঘোড়া ঘাট ও গো ঘাট অধিক দূর বলিয়া বোধ হয় না। কিম্বদন্তী যে ঘোড়াঘাটে বিরাটের অশ্বশালা এবং গো ঘাটে দক্ষিণ গোগৃহ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

দিনাজপুর হইতে ৯॥ ক্রোশ পূর্ব্বে নাঙ্গল জঙ্গলা বা "নাঙল যোয়াল।" নাঙ্গলা জঙ্গল ও পার্ব্বতীপুর একই অথবা পার্ব্বতীপুরের অন্তর্গত নাঙ্গলজঙ্গল বলিলেও হয়। এখানে একখণ্ড প্রস্তর পতিত আছে তাহাকে লোকে "যোয়াল" বলিয়া থাকে। তাহার অনতিদূরে অপর এক খণ্ড প্রস্তর মৃত্তিকা মধ্যে লম্বভাবে প্রোথিত আছে, কিয়দংশ বাহিরে আছে মাত্র—ইহা নাঙল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের বিষয়ে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত প্রবাদটী অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। "দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন এখানে কৃষিকর্ম্ম করিতেন, তাঁহারি এ "নাঙল ও যোয়াল," অদ্যাপি পতিত রহিয়াছে।" এই বিশ্বাসে অনেকে সিন্দুর ও পুষ্প দিয়া ইহাদিগের পূজা করিয়া থাকে। এই জনশ্রুতিটী কতদূর, সত্য বলা যায় না। এ স্থানে বিরাটশ্যালক কীচকের কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত ছিল, অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন;—এ অনুমান নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না;—কারণ, পার্ব্বতীপুরের ষ্টেশন রথ্যা নির্ম্মাণের সময় ইহার কিয়দংশ খনন করা হইয়াছিল, তাহাতে বহুল পরিমাণে গৃহের প্রশস্ত ভিত্তি সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। "যোয়াল" খানি কালীমন্দিরের প্রস্তরময় দরজার গোবরাট হওয়া সম্ভব। ইহার গঠনও প্রায় গোবরাটের মত। কখন কখন স্তম্ভের শিরোদেশের ভাস্করকার্য্যের ভগ্নাংশ সকলও দেখিতে পাওয়া যায়। ভূমির উচ্চতা, ইতস্ততঃ ইষ্টকের স্তূপ সকল ও পতিত গৃহের ভগ্নাবশেষ এবং ইহার অব্যবহিত নিম্নেই শত দল শোভিত পুষ্করিণী দেখিলে ইহাকে পবিত্র দেবালয়েরই উপযুক্ত স্থান বলিয়া বোধ হয়। ইহার সংলগ্ন দ্বিতীয় একটী পুষ্করিণী আছে, এবং কিছু দূর পরে অপর একটী বৃহৎ পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়—এই শেষোক্তটীকে অনেকে কীচকের অতিথিশালার পুষ্করিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহাদিগের নিকটবর্ত্তী আরও কয়েকটী পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কোন কোনটীতে সকল সময় জল থাকে না, কিন্তু বর্ষাকালে যখন ইহারা, পরিপূর্ণা হইয়া কমল বনে সমাচ্ছন্ন হয় এবং বিকশিত শুভ্র শতদল রাজি দিঙ্মণ্ডল বিমোহিত করিয়া সুরভি বিস্তার করিতে থাকে, তখন ইহাদিগের অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। পার্ব্বতীপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম ও স্থান সমূহে এরূপ পুষ্করিণী সকলের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি বহু প্রাচীন সময়ের বলিয়া বোধ হয়; আশ্চর্য্য যে বর্ষাকালে প্রায় সকলগুলিই কমল বনে পরিশোভিত হইয়া থাকে। এগুলি যে বিরাট রাজার সমকালীন ইহা বলা বাহুল্য। এ প্রদেশে আর একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য এই—যে যেখানে সেখানে বিল্ব-বৃক্ষের কিছু আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়—পূর্ব্বে ইহা যে একটী শৈবপ্রধান দেশ ছিল, ইহা দ্বারা অনেকে তাহা অনুমান করিয়া থাকেন।

দিনাজপুর হইতে ন্যূনাধিক ১২ ক্রোশ পূর্ব্বে রঘুনাথপুর। ইহার অন্তর্গত "কীচক গড়।" এখানে বিরাটের শ্যালক কীচকের গড় স্থাপিত থাকাতে এ স্থানটীর নাম "কীচক গড়" হই-

য়াছে। গড়টী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু অভ্যন্তর দেশ একেবারে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহার পরিখাটীও অতি গভীর এবং প্রস্থে প্রায় ৫০ হস্ত হইবে। ইহার স্থানে স্থানে অদ্যাপি জল আছে। ইহার অব্যবহিত পশ্চিমে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, ইহাও মজিয়া গিয়াছে, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়; কেবল অমৃতকুণ্ডের (এতদঞ্চলে ভাণ্ডারকে অমৃতকুণ্ড বলে) জল শুকায় না—এখানকার লোকদিগের বিশ্বাস যে অমৃতকুণ্ড অতলস্পর্শ!! গড়ের মধ্যস্থ প্রাকারের দক্ষিণ দিকে ইষ্টকের স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় তথায় কীচকের প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। উত্তর দিকে গেটের বা বহিস্তোরণের দিব্য নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। পরিখা সংযুক্ত একটী খাল—খোলাহাটী পর্য্যন্ত গিয়াছে। খোলাহাটী তথা হইতে ন্যূনাধিক অর্দ্ধক্রোশ দূর হইবে। খোলাহাটী করতোয়া নদীর অব্যবহিত উপরে অবস্থিত। এখানে ইতস্ততঃ ইষ্টকের স্তূপ সকল বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয় এবং একটী বাটীর ভগ্নচিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহটীকে লোকে লক্ষহীরা বা হীরা নটীর বাড়ী বলিয়া থাকে। জনশ্রুতি যে লক্ষহীরা কীচকের বেশ্যা ছিল। কীচক জল পথে তাহার বাটী যাতায়াত করিবার জন্য তাহার প্রাসাদ হইতে লক্ষহীরার বাটী পর্য্যন্ত উক্ত খালটী খনন করিয়াছিল। বাস্তবিক, খালটী যথায় শেষ হইয়াছে তাহার অব্যবহিত উপরেই লক্ষহীরার বাটীটী সংস্থাপিত ছিল; সুতরাং প্রবাদটী নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। যাহাহউক খোলাহাটী যে এক সময়ে একটী সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল, তাহার নিদর্শন অনেক পাওয়া যায়। সে সময়ে বোধ হয় করতোয়া নদীও বিলক্ষণ প্রবলা ছিল, বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থে করতোয়াও পরিখা সংযুক্ত করিয়া কীচক বা তৎপরবর্ত্তী অন্য কোন রাজা দ্বারা এই খাল খনন হইয়া থাকিবে। হীরানটীর বাটী সম্বন্ধে আর একটী প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে কিছু নিম্নে খনন করিলে কাঁচ নির্ম্মিত অঙ্গন দেখিতে পাওয়া যায়। হীরানটীর বাটীতে দুই হস্ত পরিমিত একখানি ইষ্টক দেখা গিয়াছে। পার্ব্বতীপুর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে "দেউল" নামে একটী স্থান আছে। দেউল অর্থ দেবালয়, ইহা বিরাট বা তৎপরবর্ত্তী অন্য কোন রাজার দেবালয় হইবে। এখানে অনেক পতিত ভগ্ন গৃহ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য প্রাচীন গৃহের ন্যায় ইহাও জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। এখানে ব্যাঘ্রের উপদ্রব কিছু অধিক। দেউলের ইষ্টক দ্বারা পার্ব্বতীপুরের কোন কোন বাঙ্গালার ভিত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

দিনাজপুর জেলায় আরও অন্যান্য অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু সেগুলি ভ্রমণকারীর চক্ষে অদ্যাপি পতিত হয় নাই।

লক্ষ্ণৌস্থ সংবাদ দাতার পত্র।

এ প্রদেশে যত প্রকার পর্ব্ব আছে তন্মধ্যে দেওয়ালি এবং হুলি প্রধান। বাঙ্গালা দেশে যেমত সমস্ত পর্ব্বোপলক্ষে কোন না কোন দেবার্চ্চনা হয় এখানে তেমত হয় না। দশ জন লোককে নিমন্ত্রণ কিম্বা গরিব দুঃখী লোককে দান করিবার প্রথা প্রচলিত নাই, কেবল স্ব স্ব গৃহে উত্তমরূপ আহারীয় প্রস্তুত করিয়া আহারাদি করা এবং সন্ধ্যার সময় কতকগুলি দীপ প্রজ্বলিত করাই প্রথা। জুয়াখেলার প্রাদুর্ভাব এই সময়ে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। প্রকাশ্যরূপে রাস্তার উপরে দোকানে, বৈটকখানায় শত শত লোক একত্রিত হইয়া সহস্র টাকার জুয়া খেলা হয়। গবর্ণমেণ্ট যে কেন এই উৎসন্ন যাইবার পথে প্রতিবন্ধক হন না আমরা বুঝিতে পারি না। লক্ষ লক্ষ লোক অকারণ এক রাত্রে ফতুর হয়—ইহা দেখিয়া শুনিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কেমন করিয়া চুপ করিয়া থাকেন আমরা জানি না। ক্ষুদ্র হুজুরদের এই সময় পোয়া বারো-তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে নিদ্রিত দেখিয়া দু পয়সা বিলক্ষণ রোজগার করিয়া লন।

গত রবিবার রাত্রি দুই প্রহরের সময় বড় লাট সাহেব লক্ষ্ণৌ ষ্টেসনে পৌঁছেন—তিনি ক্ষণকাল তথায় অবস্থিতি করিয়া কানপুর হইয়া বোম্বাই গমন করিয়াছেন। তাঁহার অত্র স্থানে আগমন বার্ত্তা সাধারণের গোচর ছিল না। আউড এবং রোহিল খণ্ড রেলওয়ে কোং তাঁহার জন্য এক খানি সুসজ্জিত অতিরিক্ত ট্রেণ দেন এবং সেই ট্রেণে কোম্পানির এজেণ্ট জেঙ্কিন্স সাহেব উপস্থিত থাকেন।

রাজপুত্রের আগমন সমাচার লইয়া কি ধনী কি বৃদ্ধ কি বালক, সকলেই আন্দোলন করিতেছেন। এমন কোন স্থান নাই যথায় দশ জন লোক একত্রিত হইয়া তাঁহার বিষয়ক কথা হইতেছে না। কেরাণী মহাশয়েরা অন্য সময় অবকাশ পান না, কিন্তু জল খাবার গৃহে ৫ জনে সাক্ষাৎ হইলেই একবার ও কথা পাড়েন। বস্তুতঃ রাজপুত্র কবে আসিবেন, কেমন করিয়া তাঁহাকে দেখিব, কেমন করিয়া তাঁহাকে চিনিব, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিরূপ বন্দোবস্ত করিবেন ইত্যাদি বিষয় অনেকেরই চিন্তার বিষয় হইয়াছে। রাজপুত্রের আগমনোপলক্ষে এখানকার মিউনিসিপালিটী হইতে ৭৫০০০ টাকা ব্যয়ে ছত্র মঞ্জিলের নাচঘর সংস্কৃত হইতেছে এবং কলের দ্বারা রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষগুলি জলে ভিজান হইতেছে।

আমরা শুনিলাম পূর্ব্বে লর্ড মেও যে স্থানে কেনিং কলেজ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তথায় উক্ত নির্ম্মিত হইবেক না। রাজপুত্র আসিলে তাঁহাদ্বারা পুনরায় অন্য এক স্থানে ভিত্তি স্থাপন করান হইবেক। কেনিং কলেজ গৃহের বোধ হয় ভিত্তি স্থাপন করিতে করিতেই দিন শেষ হইবেক।

১লা নবেম্বর তারিখে হোসেনাবাদ ইমামবাড়ী, নবাব মহম্মদালি সার মৃত্যু দিবস স্মরণার্থে, আলোকিত করা হইয়াছিল; তথায় নানা প্রকার বাজিও পোড়ান হইয়াছিল। সহরের সমস্ত ভদ্র সাহেব ও বিবিদিগকে উক্ত বাজি দেখিবার নিমন্ত্রণ করা হয়। আমাদের দেশে শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্গালী বিদায় হইয়া থাকে—এ দেশেও সেই রূপ হইলে ভাল হয়। অকারণে কতকগুলি অর্থ উড়াইয়া পুড়াইয়া দেওয়া অপেক্ষা শ্রাদ্ধ না করা ভাল। শ্রাদ্ধ করিতেও কি সাহেবদের মন রক্ষা আবশ্যক?

গত রবিবার একটী স্ত্রীলোক অপর একটী স্ত্রীলোকের নাসিকা ছেদন করিয়া লইয়াছে। শুনিলাম দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটী প্রথম স্ত্রীলোকের স্বামীর সহিত গোপনে গোপনে প্রণয় করে এবং সেই গুপ্ত প্রণয়ই এই ঘটনার কারণ।

ইতিপূর্ব্বে বিদ্যান্ত থিয়েটারের দল হেমলতা নাটকের অভিনয় করিয়াছেন। যাঁহারা অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন যে অভিনয় কার্য্য অতি উৎকৃষ্ট রূপে সম্পাদিত হইয়াছে। কিছু দিন হইল থিয়েটার সম্বন্ধে মিরারের লক্ষ্ণৌস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন যে এখানকার এক দল থিয়েটার ব্যাবসায়ী হইবেক; আমি উক্ত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে তাহা ঠিক্ নহে—তবে যে টীকিট তাঁহারা বিনা মূল্যে বিতরণ করেন তাহার মধ্যে ২১ খানা শুঁড়ির দোকানে বিক্রয় হয়। গত বারে যখন হেমলতার অভিনয় হয়, তখন একজন ভদ্র নামধারী মদ্যপায়ী এক বোতল বিয়ারের জন্য শুঁড়িকে ২ খানি টীকিট বিক্রয় করিয়াছে।

অযোধ্যা ব্রাহ্মসমাজের জনৈক সভ্যকে উক্ত

সমাজের অপরাপর সভ্যেরা ছয় মাস কালের জন্য সমাজচ্যুত করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ অতি পবিত্র স্থান—তথায় ধর্ম্মের ভাণ করিয়া কোন ব্যক্তি অদ্যাপি সাধারণের চক্ষে ধূলি প্রদান করিতে চাহেন সে বিড়ম্বনা মাত্র।

আউড এবং রোহিলখণ্ড রেলওয়ে কোং কল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া গোব্‌রা নামক স্থান ভস্মীভূত হওয়ায় মোকর্দ্দমা বারাবাঙ্কির মেজিষ্ট্রেট সাহেব বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে কোংর জন্য এমন কোন বিশেষ আইন সৃষ্টি হয় নাই, যাহাতে তাঁহারা আগ্নেয় কল রেলের উপর দিয়া চালাইতে পারেন। অতএব তাঁহাদের কল হইতে যাহা কিছু ক্ষতি হইয়াছে তাহা তাঁহাদিগকে পূরণ করিতে হইবেক। কোংর এজেণ্ট লক্ষ্ণৌ আদালতে পুনর্বিচার প্রার্থনা করিবেন।

উপরি লিখিত রেলওয়ে কোংর একজন কলচালক কলে তৈল দান করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইয়াছে; তাহার একটী হস্ত রেলের উপরে পড়ে এবং সেটী খণ্ড খণ্ড হইয়া কাটিয়া যায়। সে ব্যক্তি এখনও হাঁসপাতালে জীবিত আছে।

সহযোগী সাময়িক পত্র।

বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা বিষয়ে প্রভাকর বলেন, এডুকেশন গেজেট যে, বলিতেছেন, সকল বিদ্যালয়েই মিথ্যা কথা ও চুরি প্রভৃতি সাধারণ সূত্র গুলির উপদেশ দেওয়া হয়, ইহা স্বীকার করিলেও এ সাধারণ নীতিজ্ঞান বালকের সহজেই হইয়া থাকে, ফিলান্থ্রপিক সমাজ অবশ্যই ইহা অপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের নীতিশিক্ষাদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ কুচরিত্র শিক্ষককে দূর করিলে কোন হানি নাই, কিন্তু যদি কুচরিত্র ছাত্রকে দূর করা হয়, তাহা হইলে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য কি? লোকে কেন পুত্রদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করে? কেবল কি অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ইংরাজি বা বাঙ্গালা শিখিবার জন্য? পিতা মাতা কি বিদ্যালয়ে পুত্রের চরিত্র সংশোধন কামনা করেন না? বিদ্যালয় হইতে কুচরিত্র ছাত্রকে দূর করিয়া দিলে, পরিণামে তাহার কি গতি হইবে? কুচরিত্রের চরিত্র যাহাতে সংশোধিত হয়, তাহা করা কি কর্ত্তব্য নহে? না অসাধ্য?

কলিকাতা ছোট আদালতের জজেরা মোকর্দ্দমার উপযুক্ত দালাল সকল মনোনীত করিবার জন্য উকীলদিগের এক কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। বিজ্ঞ সহযোগী মিরর বলেন, তবে কলিকাতার ছোট আদালতের পক্ষে দালাল না হইলে চলে না, এ ব্যবস্থা না হইলে ইহার অস্তিত্ব রক্ষা হওয়া ভার। মিররের মতে আইন করিয়া এ আপদ এককালে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। আমরা গত সংখ্যায় 'মোকর্দ্দমার দালাল' বলিয়া যে প্রস্তাব লিখিয়াছি, তৎপ্রতি কর্ত্তৃপক্ষের যেন দৃষ্টি পড়ে।

অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন গবর্ণমেণ্ট লেবিন সাহেবকে মাসিক ২০০ টাকা পেন্সন দিয়া বিদায় করিয়াছেন, হক্সেকেও পেন্সন দিয়াছেন, কেবল দুর্ভাগা সুরেন্দ্রকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। প্রথম সাহেব গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত, দ্বিতীয় সুরেন্দ্রের তুল্যাপরাধী। সুরেন্দ্রনাথকে কর্ম্মচ্যুত করা নর্থব্রুকের উজ্জ্বল শাসনের একটী কলঙ্ক।

বাঙ্গালী খৃষ্টান বালকদিগের জন্য বোর্ডিং স্কুল হয়, বেঙ্গল খৃষ্টান হেরল্ড তন্নিমিত্ত বিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন। বিজাতীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সন্তানগণের চরিত্র সংগঠন পক্ষে অনেক ব্যাঘাত দেখা যায়, এরূপ স্থলে বোর্ডিং স্কুল দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

ইংলিসম্যানে একটী শুভানুষ্ঠানের সূচনা দৃষ্ট হইল। ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের সম্মিলনোদ্দেশে কলিকাতায় একটী সভা স্থাপন ও অট্টালিকা নির্ম্মাণের উদ্যোগ হইতেছে। তদ্দ্বারা এই কয়েকটী উদ্দেশ্য সাধিত হইবে:—(১) সামাজিক পুনর্ম্মিলন; (২) সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিষয়ে বক্তৃতা ও তর্কবিতর্ক; (৩) সংবাদপত্র ও পত্রিকা পাঠ; (৪) সাধারণ কল্যাণ ও উপকার জনক প্রস্তাব অবধারণার্থ সাধারণ সভা। এ উদ্দেশ্য সাধিত হইলে ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয়েরই পরম মঙ্গল। কিন্তু জেতৃ ও জিত জাতি মধ্যে যেরূপ অসদ্ভাব রহিয়াছে এবং বেথুন সোসাইটী, বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স সভা এবং ডালহাউসী ইনষ্টিটিউটের যেরূপ দুর্দ্দশা দেখা যাইতেছে তাহাতে কার্য্য সিদ্ধির আশা সুদূরপরাহত বোধ হয়। যাহাহউক শুভকার্য্যের চেষ্টাও ভাল।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

সে দিন এ প্রদেশে সামান্য ভূমিকম্প ও রীতিমত জলকম্প হইয়া গিয়াছে, এ ঘটনার মূল কোন্ স্থান, আসামীয় ভূমিকম্পের কয়েকটী বিবরণ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। গত ৩ রা সেপ্টেম্বর বেলা ৯॥ টার সময় সমুদায় আসামব্যাপী একটী ভূমিকম্প হয়। এই দিন আর ৩ বার কম্পন হয়। ৪ ঠা সেপ্টেম্বর ৪।৫ বার এবং ৫ ই দুই বার কম্পন হয়। ৫ই সন্ধ্যা ৭ টার সময় যে কম্পন হয় তাহা ভয়ঙ্কর ও তাহাতে কামানের ন্যায় শব্দ হয়। পরে ৭ ই, ৮ ই, ৯ ই, ১২ ই, ১৩ ই, ১৭ই ও ২২এ কম্পন কিছু ২ অনুভব হয়। সিলঙের অধিকাংশ পাকাবাড়ীর দেওয়াল ফাটিয়াছে এবং ট্রেজরীর কয়েকখানি পাথর খসিয়াছে। গৌহাটির জেলের একটী প্রাচীর পতিত হইয়াছে ও প্রায় সমস্ত সাধারণ কার্য্যালয় অল্পাধিক ফাটিয়াছে। নলহাটীর কাছে একটী গর্ত্ত হয়, তাহা ১২০ ফিট দীর্ঘ, ১॥ ফিট প্রশস্ত এবং ৪ ফিট গভীর। তেজপুরে সকল পাকা গৃহেরই ক্ষতি হইয়াছে এবং কতক কতক ধ্বংসও হইয়াছে। শিবসাগরের কাছারী, ট্রেজরী ও জেল ঘরের অধিক ক্ষতি হইয়াছে। নৌ গাংয়ের পোষ্ট আফিস ও ট্রেজরী ভিন্ন সকল গৃহেরই ক্ষতি হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে গৃহের একটু আধটু ফাটা ও চুনকাম খসা ভিন্ন অধিক ক্ষতি হয় নাই।

যে সকল ভদ্রলোক বিগত দুর্ভিক্ষের সময় প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাদিগের সকলেই যুবরাজের অভ্যর্থনার জন্য বাঁকিপুরে যে দরবার হইবে, তথায় উপস্থিত হইতে পারিবেন। টেম্পল সাহেবকে ধন্যবাদ।

আমাদিগের সংস্কার ছিল রডওয়ে সাহেবের রয়াল টুরিষ্ট এবং এণ্টি অক্টের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এবং ষ্টেট সম্যানের সহিত সম্বন্ধ আছে, কিন্তু ৮ ই নবেম্বরের ষ্টেটসম্যানে দেখিলাম উহা অমূলক। রডওয়ে সাহেব সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রেণ্ডের সহকারী সম্পাদক পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত ঐ দুই সংবাদ পত্রের কোনরূপ সংস্রব নাই।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, সিবিলিয়ান বাবু বিহারীলাল গুপ্ত সংস্কৃতে অনর ডিগ্রি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া ৪ সহস্র টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন।

কটকস্থ খুর্দ্দ মহলের তহশিলদার বাবু দীনবন্ধু পট্টনায়ক গবর্ণমেণ্টের উপকার করিয়া-

REGISTERED No 65

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

৩য় ভাগ, ৩০ শ সংখ্যা। } বঙ্গাব্দ ১২৮২—, ঠা অগ্রাহয়ণ শুক্রবার। ১৯ এ নবেম্বর—১৮৭৫। { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬্ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭।০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

১৮৭৪-৭৫ সালে বঙ্গ দেশের পুলিস কর্ম্মচারীর সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১৯২০৩, তন্মধ্যে সাধারণ পুলিস প্রহরী ১,৬৫৬, মাগাজিন প্রহরী ২১০, ট্রেজরী লবণ ও অহিফেন প্রহরী ১৪৩০ এবং সীমান্ত প্রহরী ৬১৩ জন। কলিকাতা ও উপনগর ছাড়া অন্যান্য স্থানে মিউনিসিপাল পুলিস ৬৪৮০ জন। পুলিস ব্যয় ৩৭,-৫৫,৬৬০ টাকা, পূর্ব্ব বৎসর ৪৩,৬৯,-২৯৬ হইয়াছিল। পুলিস কর্ত্তৃক ৯৫,-৭২৯ জন অপরাধী ধৃত হয়, তন্মধ্যে ৫৭,৭০৪ জন দণ্ডিত ও ৩১,৮০১ জন মুক্ত হইয়াছে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বেঙ্গল পুলিসের অকর্ম্মণ্যতার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

জষ্টিসদিগের গত বুধবারের অধিবেশনে কলিকাতার বাইস চেয়ারম্যান পদে আসিস্টাণ্ট কমিসনর বাবু শ্রীনাথ ঘোষ মনোনীত হইয়াছেন। ৩৫ জন তাঁহার সপক্ষে ও ২৭ জন বিপক্ষে মত দেন। এই যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগে সর্ব্বসাধারণে সন্তুষ্ট হইবেন।

---

৩০ এ সেপ্টেম্বর যে কোয়াটার শেষ হইয়াছে, তাহাতে বেঙ্গল লাইব্রেরীতে এই নূতন পুস্তক ও পুস্তিকা গুলি আসিয়াছেঃ—

আসামী ৬, বাঙ্গালা ১৫৭, মুসলমানী বাঙ্গালা ৫, হিন্দী ১১, খাসী ১, পারসী ১; সংস্কৃত ২৩, উর্দ্দূ ৬, উড়িয়া ১১, মোট ২৪৯ খান। বাঙ্গালা ও ইংরাজী ৯, বাঙ্গালা ও গারো ১, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ২১, ইংরাজী হিন্দী ২, ইং সং ২, ইং উর্দ্দূ ১, ইং উড়িয়া ১, সং উড়িয়া ১, হিতাবী মোট ৩৮ খান। সাময়িক পত্র বাঙ্গালা ৭২, ইংরাজী ২৬, হিন্দী ৭, পারসী ১, সংস্কৃত ৬, বাঙ্গালা সংস্কৃত ৭ এবং হিন্দী সংস্কৃত ৩ মোটে ১১৮। সমুদায় মোটে ৪০৬ খান।

ভারত সংস্কারক।

ভারতের শিল্প ও ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষগণ।

যাঁহার শাসনাধীনে যে রাজ্য থাকে, তিনি সর্ব্বতোভাবে তাহারই কল্যাণ চিন্তা করেন। স্বরাজ্যের স্বার্থের সহিত পর রাজ্যের স্বার্থের বিবাদ হইলে রাজা প্রাণপণে পূর্ব্ব পক্ষই সমর্থন করিয়া থাকেন। যে রাজ্যে ইহার বিপরীত নিয়ম, সে রাজ্যের উন্নতির আশা নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারবর্ষকে এই
রীত নিয়মের অধীন হইয়া চলি
তেছে। মাঞ্চেষ্টার এ দেশে
সায় এক চেটিয়া করিয়া
কুলকে উচ্ছন্ন দিয়াছেন
বার করিলেও পুরা
দেশের বিলুপ্তপ্রায় শি
বোম্বাইয়ে কতকগু
স্থাপিত হইয়া দেশী
মাণে প্রস্তুত হইতে
উন্নতিতে মাঞ্চেষ্ট
সুতরাং তত্রত্য ব
কৌন্সিলে লব্ধপ্র
ক্রেটারী লর্ড
করেন। রাজ

তাঁহার অধীনস্থ, তিনি ইহাঁকে মাঞ্চেষ্টরের অনুকূল ব্যবস্থা প্রণয়নে প্রবর্ত্তিত করেন। লর্ড নর্থব্রুক সুবিজ্ঞ ও ভারতের হিতৈষী হইয়াও যে নূতন বাণিজ্য শুল্কের নিয়ম করিলেন, তাহাতে অনেক বিষয়ে মাঞ্চেষ্টারের পক্ষ টানিয়াছেন। আমদানি মোটা বস্ত্রের শুল্ক কমিল, এদেশ হইতে তুলা রপ্তানির মাশুলও কমিল, কিন্তু বিদেশ হইতে তুলা আমদানির শুল্ক বাড়িল। গবর্ণমেণ্ট স্বকৃতকার্য্য যেরূপে ব্যাখ্যা করুন, এ দেশের শিল্পোন্নতির মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া মাঞ্চেষ্টারের বাণিজ্যের পথ প্রসারিত করা যে এরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য, তাহা বুঝিবার জন্য কাহাকেও কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্য, এ ব্যবস্থাতেও মাঞ্চেষ্টার সন্তুষ্ট নহেন, চতুর বণিক্‌গণ বলেন আমদানী বস্ত্রের শুল্ক হয় এককালে উঠাইয়া দেওয়া হউক, নয় এদেশজাত বস্ত্রের উপর তুল্য মাসুল সংস্থাপিত হউক্। কেন? তাহাহইলে তাঁহাদিগের লাভটা পূর্ণ মাত্রায় হয়। স্বাধীন বাণিজ্যের নিয়মানুসারে দেশীয় ও বিদেশীয় ...দিগের সমান সুবিধা বিধান ...ব্য, তাঁহারা এই যুক্তি দ্বারা ...ক মোহিত করিয়া অভীষ্ট ...ক্ত হইয়াছেন। আমরা ...র্য্য হইলাম, স্যালিস- ...মোহিত হইয়া সার ...ক তাঁহার কৌন্সিলের ...ব্রুকের সহিত শুল্ক ...ষয়ে পরামর্শ করিতে ...র্থব্রুক যখন ভারতের ...য়াছেন, তখন আরো ...না আমাদিগের সে ...ক ভারতের শিল্পের ...য়া আমাদিগকে ...ত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট রাজ্যের রক্ষক, তাঁহারা যদি উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করেন কে রক্ষা করিবে? কিন্তু এক কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বিদেশীয় একদল বণিক্, তাঁহাদিগের স্বজাতীয় হউন, তাঁহাদিগের পরামর্শদাতা ও নেতা হইয়া ভারতবর্ষের অনিষ্ট সাধন করিবেন, আর আমরা রাজ্যশুদ্ধ লোক একত্র হইয়া গবর্ণমেণ্টকে কি ইষ্টসাধনে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিব না? ভারতবাসীগণকে এই সময়ে একতাবলম্বন পূর্ব্বক সসজ্জ হইতে হইতেছে। ব্রিটিস শাসন জাগ্রতের সহায়, নিদ্রিতের নয়। শিল্পে যে আমাদিগের স্বার্থ আছে, শিল্পের উন্নতি ও অবনতিতে আমরা যে লাভ ক্ষতি বিবেচনা করিয়া থাকি, এটী গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইতে হইবে। আমাদিগের বোম্বাইস্থ ভ্রাতৃগণ এ বিষয়ে দৃঢ়ব্রত আছেন। তাঁহারা অবিচলিত উৎসাহে শতাধিক বস্ত্রের কল চালাইতেছেন, আবার এই দুঃসময়ে একটী সুখের সংবাদ এই, গত ২৩ এ অক্টোবর প্রসিদ্ধ টেপিদাস ব্রজদাস ও তাঁহার পুত্র বোম্বাইয়ে একটী রেসম বয়নের কল স্থাপন করিয়াছেন। এখন অন্যান্য প্রেসিডেন্সীর লোকে নিঃশঙ্কচিত্তে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হউন, দেখিবেন গবর্ণমেণ্ট সহজে এ দেশের অভ্যুদয়শীল শিল্পের অনিষ্ট সাধন করিতে কখনই সক্ষম হইবেন না।

বাঙ্গালা নর্ম্মাল স্কুল।

গত বুধবারের কলিকাতা গেজেটে টেম্পল বাহাদুর নর্ম্মাল স্কুল সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় সবিস্তার বর্ণনপূর্ব্বক একটী নির্দ্ধারণ লিখিয়াছেন। তাঁহার যে সহৃদয়তা ও সদ্যুক্তিপরতা দেখিয়া আমরা সুখী হইয়া থাকি, ইহাতে তাহার বিশেষ পরিচয় পাইলাম। তিনি প্রথমে প্রদর্শন করেন ইংরাজী শিক্ষার প্রতি এ দেশীয়দিগের অধিকতর অনুরাগ এবং গবর্ণমেণ্টেরও অধিক প্রয়াস, এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষাই প্রধানরূপে গণ্য এবং দেশীয় ভাষা তাহার সহকারীরূপে গৃহীত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থাদ্বারা ইংরাজী শিক্ষার অভাব পূর্ণ হইতেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের মধ্য হইতে উপযুক্ত ইংরাজী শিক্ষক সকলও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু দেশীয় ভাষার অনুশীলন যাহাতে বৃদ্ধি হয় এবং দেশীয় ভাষার উপযুক্ত শিক্ষক সকল সুলভ হয়, তাহাও গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত। এই জন্য নানাস্থানে দেশীয় ভাষার নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে ইংরাজীর যত চর্চ্চা হউক্ না কেন, তথাপি জাতি সাধারণের মধ্যে বাঙ্গালা শিক্ষার্থীরই সংখ্যা অধিক। শিক্ষা বিভাগের গত বার্ষিক রিপোর্টে সমুদায় বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৪,৫৮,০০০ ছাত্র গণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩,৯১,০০০ বঙ্গবিদ্যালয়ে বাঙ্গালা শিক্ষা করে। অবশিষ্ট ৬৭,০০০ ছাত্র ইংরাজী স্কুলে পড়ে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও কিয়দংশ কেবল বাঙ্গালা পাঠ করে। সমুদায় ছাত্র ধরিয়া বিবেচনা করিলে ৯ জনের মধ্যে ৮ জন বাঙ্গালা শিক্ষা করে। নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় সকলের সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতে বাঙ্গালা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এই বিদ্যালয় সকলে শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে নর্ম্মাল স্কুলের প্রয়োজন। তথায় ছাত্রগণ বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়া ও শিক্ষাপ্রণালীতে দীক্ষিত হইয়া শিক্ষকতা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। শিক্ষকতা ব্যবসায়ীদিগের জন্য

গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বিদ্যালয় স্থাপনের আবশ্যকতা নাই বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এদেশের জাতীয় শিক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, এই জন্য উপযুক্ত শিক্ষক প্রাপ্তির উপায় করিয়া দেওয়া তাঁহারা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। যখন ইংরাজীর ন্যায় সহজেই উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা শিক্ষক প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তখন নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা থাকিবে না।

দেশীয় ভাষা শিক্ষার্থ ৩ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ও তদুপযোগী পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে—প্রাইমারী বা নিম্ন, ইণ্টারমিডিয়েট বা মধ্যবর্ত্তী এবং মিড্‌ল বা মধ্যশ্রেণী। গবর্ণমেণ্টের মতে মধ্য শ্রেণীর পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর বিদ্যালয়ের এবং মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতে পারেন। এই নিয়মটী দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে নিম্নস্থ দুই শ্রেণীর শিক্ষকের অভাব হইবে না। কিন্তু অল্পকাল হইল পাঠশালা সকল গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হওয়াতে তত্রত্য গুরুমহাশয় সকলকেও গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাহাদিগের সুশিক্ষা বিধানার্থ ২ য় ও ৩ য় গ্রেডের ১৮টী নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এতদুপলক্ষে বার্ষিক ৫২,১৪৪ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। এই বিদ্যালয়ে গুরু ভিন্ন নূতন শিক্ষার্থী গৃহীত হইবে না, সুতরাং ইহার ব্যয় ক্রমে কমিয়া যাইবে।

মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রাপ্তির জন্য উচ্চশ্রেণীর বঙ্গবিদ্যালয় নাই, কখনও যে হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭০০, ক্রমে আরো অধিক হইতে পারে। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য কলিকাতা, হুগলী, ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রামে এক একটী প্রথম শ্রেণীর নর্ম্মাল বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয় গুলি রক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত। তবে কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলকে হুগলি নর্ম্মাল স্কুল বা সংস্কৃত কলেজের সহিত সম্মিলিত করিয়া একটী বিদ্যালয় করান যাইতে পারে কি না, তাহা বিবেচিত হইবে। নর্ম্মাল স্কুল সকলের শিক্ষকদির ব্যবস্থা এক্ষণকার মত থাকিবে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ১৮৭৫ সালের ১২ই জানুয়ারির মিনিট দ্বারা এই সকল বিদ্যালয়ে অধিক পরিমাণে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার অধিক সুবিধা করাও তাঁহার অভীষ্ট। তিনি প্রত্যেক নর্ম্মাল স্কুলে রসায়ন ও উদ্ভিজ্জ বিদ্যার উপযোগী যন্ত্রাদি রাখিবার অনুমতি করিয়াছেন এবং যে ছাত্র এই দুই বিদ্যার কোন একটীতে পরীক্ষোত্তীর্ণ না হইবে, তাহাকে প্রশংসাপত্র না দেওয়া হয় বলিয়াছেন। নর্ম্মাল স্কুলের ১ ম শ্রেণীর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ভিন্ন অতঃপর কেহ মধ্য শ্রেণী বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতে পারিবে না। কিন্তু নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষাতে শিক্ষকতাপ্রার্থী যে কোন ব্যক্তি পরীক্ষা দিতে পারিবেন এরূপ ব্যবস্থা হইবে।

নর্ম্মাল স্কুলে এখন যেরূপ ষ্টাইপেণ্ড বা বৃত্তি দেওয়া হইতেছে, তাহার পরিবর্ত্তে রীতিমত ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত। মধ্য শ্রেণী বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা যেমন ছাত্রবৃত্তি পাইয়া ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশ করিবে। নর্ম্মাল স্কুলের ষ্টাইপেণ্ড দ্বারা ছাত্রবৃত্তি সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। ছাত্রবৃত্তিপ্রাপ্ত ভিন্ন অন্য ছাত্রগণ বেতন দিয়া পড়িতে পারেন। শিক্ষকতা কার্য্য করিতে কোন ছাত্রই বাধ্য হইবে না।

বেহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও কোঁচবেহারে শিক্ষার অবস্থা নিতান্ত নিকৃষ্ট, একারণ তত্রত্য নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকদিগের জন্যও নর্ম্মাল স্কুল ও ষ্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু এ ব্যবস্থা সাময়িক, যখন অনাবশ্যক হইবে তখন রহিত হইবে। মুসলমানদিগের জন্য মহম্মদ মুসিন ফণ্ড হইতে যে ৪টী বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের অভাব পূর্ণ হইতেছে।

সমুদায় নর্ম্মাল স্কুলের জন্য গবর্ণমেণ্টের ১,৪৭,৬৮৬ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে, ইহা কমাইয়া ১২৭,৭৩৪ টাকায় আনিবার চেষ্টা হইতেছে। ব্যয়াংশ আরো কমে, গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা। এই উদ্বৃত্ত টাকা শিক্ষা বিভাগের অন্যান্য অংশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিয়োজিত হইতে পারে।

শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট নর্ম্মাল স্কুলের যেরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন, ইহা দ্বারা বঙ্গ বিদ্যালয় সকলের উন্নতি লাভের সম্ভাবনা বটে। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এতৎ সম্বন্ধে দুইটী ব্যবস্থা করিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। (১) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কেবল দেশীয় ভাষা পরীক্ষোত্তীর্ণদিগকেও কোন প্রকার উপাধিদানের ব্যবস্থা করা। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের বিনা ব্যয়ে উপযুক্ত শিক্ষক সকল নির্ব্বাচন করিয়া লইবার পথ হইবে। (২) নর্ম্মাল স্কুল গুলিকে সংস্কৃত কলেজের অধীনস্থ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে উচ্চশ্রেণীর বঙ্গবিদ্যালয়রূপে পরিণত করা। এই বিদ্যালয়ে অধিক পরিমাণে সংস্কৃত এবং দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞানের শিক্ষা হইতে পারে। যদি

এইরূপ ব্যবস্থা হয় এবং এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইবার এবং মেডিক্যাল স্কুল ও ওকালতীতে প্রবেশ করিবার বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাহইলে বেতন দিয়াও অনেকে অধ্যয়ন স্বীকার করিবে এবং এরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক হইলে দেশের মঙ্গলের কারণ হইবে। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি এবং প্রাচীন শাস্ত্র সকলের সহিত পরিচয়ের জন্য সংস্কৃতের বহুল পরিমাণ শিক্ষা আবশ্যক। এক্ষণে সংস্কৃত কলেজও ইংরাজী অধ্যাপনার অধিক প্রয়াসী হইয়া সংস্কৃত শিক্ষার পথ কিয়ৎপরিমাণে রুদ্ধ করিয়াছেন। নর্ম্মাল স্কুলের সহিত সংস্কৃত কলেজের যোগ স্থাপন করিয়া শেষোক্ত বিদ্যালয়ের গঠন প্রণালীর যদি কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হয় তাহা করিলেও ক্ষতি হইবে না। সংস্কৃত কলেজ সমুদায় বঙ্গ বিদ্যালয়ের নেতা ও শিরোভূষণ স্বরূপ হইয়া থাকেন, আমরা তাহাই দেখিবার প্রার্থনা করি।

বর্ত্তমান বঙ্গ-সমাজ।

(১ ম প্রস্তাব)

অলৌকিক বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়াও ডাক্তার জন্সনের একটী মহৎ দোষ ছিল। তিনি কথোপকথন বা অন্য কোন বিষয় পর্য্যালোচনা সময়ে এরূপ ভাব ভঙ্গী ও অঙ্গ বিকৃতি করিতেন, যে তদ্দর্শনে উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহই হাস্য ও বিরক্তি সম্বরণ করিতে সমর্থ হইতেন না। একদা ক্রাইষ্টোফার স্মার্ট নাম্নী একটী ভদ্র মহিলা এত বড় গুণশালী ডাক্তারের এরূপ অদ্ভুত মুদ্রা দোস দর্শনে, আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার আপনি এরূপ অঙ্গ বিকৃতি করেন কেন?" ডাক্তার উত্তর করিলেন, "ভদ্রে! ইহা কু-অভ্যাসের ফল! তুমি এই সকল কদভ্যাস হইতে সাবধান হইবে।" সম্প্রতি "ওয়ারল্ড" নামক ইংলণ্ডীয় প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে ইংরাজ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা অবিকল চিত্রিত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহাদিগের সমাজ, চরিত্র ও ব্যবহারগত দোষ সকলের সবিশেষ উল্লেখ আছে। এতদ্দর্শনে আমাদিগের মধ্যে হয় তো অনেকে আশ্চর্য্য হইয়া বলিতে পারেন যে "যে ইংরাজ জাতি ইদানীন্তন পৃথিবী মধ্যে ধন, বিদ্যা ও সভ্যতার উচ্চতম মঞ্চে সমারূঢ়, তাঁহাদিগের চরিত্র এরূপ বিকৃত হইবার কারণ কি?" তাঁহাদিগেরও এই কৌতুহলজনক প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে "ইহা কু-অভ্যাসের ফল! আপনারা এই সকল কদভ্যাস হইতে সাবধান হউন।"

বর্ত্তমান বঙ্গ-সমাজ যে সম্পূর্ণ ইংরাজ আদর্শে সংগঠিত হইতেছে, ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। নৈসর্গিক নিয়মানুসারে আমরা দেখিতে পাই, যে জগতের সকল পদার্থেরই আকর্ষণী শক্তি আছে। ক্ষুদ্র অপেক্ষা বৃহৎ পদার্থের আকর্ষণী শক্তি অধিক, তজ্জন্য ক্ষুদ্র বস্তুর স্বতন্ত্র আকর্ষণী শক্তি সত্ত্বেও সে বৃহৎ বস্তু কর্ত্তৃক নীত হয়। বাহ্য জগতের ন্যায় অন্তর্জগতেও যে এই শক্তির প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইবে, তাহার বিচিত্র কি? এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই যে সাধারণের মধ্যে কেহ বিদ্যা ও বুদ্ধিতে, জ্ঞান ও ধর্ম্মেতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলে ইতর লোক সকল তাহার গুণগ্রাম দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, তাহার আনুগত্য স্বীকার করে। বাহ্য ও অন্তর্জগতের ন্যায় সমাজ সাধারণেও এই নিয়ম ঠিক্ প্রচলিত রহিয়াছে। পরাধীন দুর্ব্বল সমাজ, স্বাধীন পরাক্রমশালী সমাজ দ্বারা চিরকালই পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। বঙ্গ-সমাজ তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্থল। ইহা যে দিন হইতে স্বীয় স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়াছে সেই দিন অবধিই ইহার প্রভুদিগের অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। যখন মুসলমানেরা বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন বঙ্গ-সমাজ তখন তাহাদিগেরই অনুকরণ করিয়া অনুচিকীর্ষা চরিতার্থ করিয়াছিল। আহার ব্যবহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে বঙ্গ-সমাজও তখন মুসলমান। বালকেরা মুসলমানদিগের ভাষা শিক্ষা করিত, যুবকেরা তাহাদিগের রীতিনীতি অনুকরণ করিয়া তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইত এবং বৃদ্ধেরাও তাহাদিগের পরাক্রমে ভীত হইয়া অগত্যা তাহাদিগের আনুগত্য স্বীকার করিত। তখন বড় বড় ভোজে মুসলমানদিগের অনুকরণে ভক্ষ্য দ্রব্য সকল প্রস্তুত হইত। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা মোগল পাচক রাখিয়া হিন্দু পাচকদিগকে পাকের কৌশল সকল শিক্ষা দিতেন। তখন ভদ্র লোকেরা ইজের, বুককাটা চাপকান, টুপী প্রভৃতি মুসলমানদিগের পরিচ্ছদ সকল ব্যবহার করিতেন। দীর্ঘ কুণ্ডলাকৃতি শুণ্ড বিশিষ্ট "লপেটা" তাঁহাদিগের পাদযুগ পরিশোভিত করিত। সামাজিক ব্যবহার সকলও মুসলমান সংস্পর্শশূন্য ছিল না। বিলাসগৃহে সকল মুসলমান রুচি অনুযায়ী "ফরাস" দ্বারা সুসজ্জিত হইত। স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা থাকিতেন। লোকে মুসলমান পর্ব্ব সকলেও উৎসাহিত হইয়া যোগ দান করিতেন। পরিশেষে ভাষা ও ধর্ম্মের মধ্যে ও মুসলমান ভাব সকল সঞ্চারিত হইয়াছিল। এখন ইংরেজেরা আমাদিগের রাজা, সুতরাং এখন যে আমরা তাঁহাদিগের সম্যক্ অনুকরণে

যত্নাতিশয় প্রকাশ করিব তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমাদিগের বালক সকল ইংরাজ বিদ্যালয়ে তাহাদিগেরই ভাষা শিক্ষা করিতেছে, যুবকেরা তাহাদিগের কার্য্যালয়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে ও তাহাদিগের রীতিনীতি অনুকরণ করিয়া তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইতেছে এবং বৃদ্ধেরাও অনন্যগতি হইয়া তাহাদিগের মতানুবর্ত্তী হইতেছেন। আহার ব্যবহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি পূর্ব্বে যেমন মুসলমানদিগের অনুকরণে প্রস্তুত হইত, এখন ইংরাজী ধরণের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর "ডাল ভাতে" ক্ষুধা তৃপ্তি হয় না। পাঁউরুটী বিস্কুট, পলিত, অর্দ্ধসিদ্ধ মাংস (যাহারই হউক) প্রভৃতি শরীরের পুষ্টিসাধক উপাদেয় ভোজ্য!! "ধুতী চাদরে" সভ্যতা রক্ষা হয় না! সুতরাং পেণ্টালুন, কোট, শোলা হ্যাটেরই সমধিক সমাদর! পঞ্চম বর্ষীয় বালক হইতে অশীতি বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই এখন এই রুচির অল্পাধিক বশবর্ত্তী। কোন এক ভদ্রলোকের গৃহে যাও, দেখিবে যে বিলাসদ্রব্যেও ইংরাজী রুচি প্রবেশ করিয়াছে। শতরঞ্চ গালিচা কার্পেটের আর সম্মান নাই—টেবেল, চেয়ার, কৌচ সকলই তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়াছে। বিশেষতঃ আমাদিগের ব্যবহার মধ্যে ইংরাজী সভ্যতা প্রকাশ্য রূপে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। সম্ভাষণ কালে প্রণাম, বা নমস্কার বা আলিঙ্গন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, ঈষৎ শিরশ্চালন বা কর স্পর্শন দ্বারাই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সে দিন এক জন অশীতি বর্ষ বয়স্ক ইংরাজানুকারী বৃদ্ধ "বাহাদুর" তাঁহার কনিষ্ঠের সহিত সম্ভাষণকালে "Hallco, Good morning" বলিয়া হস্ত স্পর্শ পূর্ব্বক সকল স্নেহ প্রকাশ করিলেন!! একটী সুশিক্ষিত যুবক, বহু দিনের পর পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, ঈষৎ শিরঃকম্পন ও তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিয়া পিতৃ ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন! বৃদ্ধ ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ (অসভ্য!!) সুতরাং ভাবার্থ বোধে অসমর্থ হইয়া হতবুদ্ধিপ্রায় দণ্ডায়মান রহিলেন!! এই সংক্রামক রীতি এখন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও দৃষ্ট হইয়া থাকে! যখন স্বামীরা "সভ্য" তখন তাঁহারাও যে সভ্য হইবেন না, এ কথা কাজের নয়!! তাঁহাদিগের অনেকে "টইলেট্" শিখিয়াছেন, সাটী পরিধানে আর প্রবৃত্তি নাই এখন গাউন ও উইগের পক্ষপাতিনী হইতেছেন!! গুরুজন বা আগন্তুক ব্যক্তির নিকটে মস্তকাবরণ বা মৌনভাব ধারণ করিতে অনেকেই ইচ্ছুক নন!! কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে একটী সুশিক্ষিতা "রমণী" তাঁহার কোন গুরুজনের সহিত সাক্ষাৎকার মানসে তাঁহার বৈঠকখানায় "কার্ড" (নামাঙ্কিত কাগজ খণ্ড) পাঠাইয়াছিলেন!! উক্ত গুরুজন অতি-সভ্যতায় বিরক্ত হইয়া বাটী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন!!

আমরা উপরে যে ছবিগুলি চিত্রিত করিলাম অনেকে হয়ত কল্পনা বলিয়া উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু, বাস্তবিক বঙ্গসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে।

মনুষ্য স্বাধীন জীব। তাঁহার ইচ্ছা বা রুচিও স্বাধীন; সুতরাং স্বাধীনভাবে স্বীয় অভিরুচি অনুসারে পরের অনিষ্ট না করিয়া তিনি যে কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিবেন তৎপ্রতি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার কাহারও অধিকার নাই। ব্যক্তিগত সম্বন্ধে উক্ত বাক্য অতীব যথার্থ। কিন্তু মনুষ্য যেমন স্বাধীন তেমনি সামাজিক। তিনি স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবেন সত্য, কিন্তু তাঁহাকে স্বাধীনতার সহিত সমাজের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হইবে। যিনি ইহার অন্যথাচরণ করেন, তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়। যদি সকলেই এই রূপ সমাজচ্যুত হন, তাহাহইলে সমাজের ত অস্তিত্ব থাকে না এবং পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও দ্বেষের প্রাবল্য নিবন্ধন সেই সমাজ শীঘ্রই উচ্ছেদদশা প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের অবস্থাও ঠিক্ ইহার অনুরূপ। যাঁহার যাহা ইচ্ছা হইতেছে তিনি তাহাই করিতেছেন। সমাজের কোন শাসন নাই, বস্তুতঃ বঙ্গ সমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই একথা বলিলেও অযথা বলা হয় না। একদিকে প্রাচীন সম্প্রদায় যেমন তাঁহাদিগকে অধিক দিন পৃথিবীতে থাকিতে হইবে না বলিয়াই হউক, অথবা উদ্ধত যুবকদিগকে শাসন করা তাঁহাদিগের ক্ষমতাতীত বলিয়াই হউক, সমাজের বন্ধন সকল শিথিল করিয়া দিতেছেন, অন্যদিকে যুবকেরাও সেইরূপ আপনাদিগকে অদমনীয় জ্ঞান করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই স্বেচ্ছাচারিতাই সমাজের উচ্ছেদের কারণ। কিন্তু এই স্বেচ্ছাচারিতা স্রোত বন্ধ করিবার উপায় কি? তাহাদিগকে উপদেশ দান কর, তাহারা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবে। ভয় প্রদর্শন কর, তাহাদিগের দল এত অধিক যে তোমাহইতে তাহারা কোন আশঙ্কা করে না। নম্রতা স্বীকার কর তাহারা উদ্ধত ভাব ধারণ করিবে। তাহাদিগের দোষ দেখাইয়া দেও, তাহারা চক্ষু মুদিত করিয়া অন্ধ হইয়া থাকিবে এবং সাধ্যমত তোমার অনিষ্ট চেষ্টার ত্রুটি করিবেনা। এরূপ অবস্থায় মৌনাবলম্বনই সকলে শ্রেয়োজ্ঞান করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত 'সংস্কারক' কি ইহাতে

সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন? তিনি কি আপনকার অনিষ্টের আশঙ্কায় সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠান হইতে নিরস্ত হইবেন? মনুষ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আপনার দোষ দেখিতে পায়, ততক্ষণ কেহ তাহাকে সেই অভ্যস্ত দোষ ছাড়াইতে পারে না। এই দোষ সকল তাহাকে দেখাইয়া দেওয়াও সহজ ব্যাপার নহে! অবিবেকী মনুষ্য দোষ প্রদর্শয়িতার প্রাণ নাশ পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তথাপি হিতচিকীর্ষু সংস্কারকেরা তাঁহাদিগের সেই দোষ সকল প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হন না। দোষীব্যক্তি আপনার দোষে অন্ধ হইয়া একবার তাঁহার উপকারীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারেন, দুইবার ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারেন, তিনবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু বার বার উত্তেজিত হইলে অবশ্যই তাহার কদভ্যাসের প্রতি দৃষ্টি পড়িবেই পড়িবে। এইরূপ বার বার দৃষ্টি পড়িলেই দোষ সংশোধন হইবে। যাঁহারা সমাজ সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন এই জন্যই তাঁহারা বার বার সমাজের দোষ সকল সাধারণের সম্মুখে প্রদর্শন করিতে নিরস্ত হন না। মিরেবো ও ভল্‌টেয়ারের সাহসিক লেখনী ফ্রান্সের মহান্ বিপ্লব শান্তি করিয়াছিল। আডিসন্ ও সুইফ্‌ট ইংলণ্ডের অবস্থা পরিবর্ত্তন করেন। এক্ষণে টাইমস্ ও ওয়ার্লডও সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইংরাজেরা এই পত্রিকাদ্বয়কে যেরূপ ভয় করেন এমন আর কাহাকেও নহে। মধ্যে ২ ইংরাজ সমাজের ও বিশৃঙ্খল দশা ঘটিয়া থাকে, কেবল এই দুই পত্রিকাই তখন আপনাদিগের প্রভাবে তাহার উদ্ধার কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। আমাদিগের অদ্যাপি একটী "সাধারণ মত„ নাই, সমাজ নাই সুতরাং সমাজের মুখপত্র স্বরূপ কোন সংবাদ পত্রও নাই। যে সকল সংবাদ পত্র বর্ত্তমান আছে তাহা সাধারণের গ্রাহ্য নহে, সুতরাং সংবাদ পত্রের প্রভাব অতি অল্প লোকেই বুঝিতে পারেন। তবে আমাদিগের সন্তোষের বিষয় এই যে যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রস্তাবটীর অবতারণা হইয়াছে তাঁহারা প্রায় অনেকেই কৃতবিদ্য। সুতরাং আমাদিগের নিতান্ত অরণ্যে রোদন করা হইবে না, এক বারেই হউক দশ বারে হউক, অবশ্যই কখন না কখন তাঁহারা আমাদিগের এই প্রস্তাবের ভাবার্থ সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, এবং যখনি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, তখনি তাহার প্রতীকার করিবেন। আমরা প্রথমতঃ ইংরাজ অনুকরণের গুণাগুণ সকল একে একে প্রদর্শন করিব। পরে সমাজগত দোষ গুণ সকলের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিব। (ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত।

বিদেশস্থ বন্ধুর পত্র।

কলিকাতা হইতে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে চোয়াডাঙ্গাতে পৌঁছিলাম। চোয়াডাঙ্গা হইতে ঝিনাইদহ প্রায় ১২ ক্রোশ। পথিমধ্যে সবুজ বর্ণের লঙ্কার গাছ ও শত শত খর্জ্জুর বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল। বোধ হইল যেন "গ্যাস লাইটের" রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া "খেঁজুরগাছের" রাজ্যে উপস্থিত হইলাম। নবগঙ্গার উপর ঝিনাইদহ, ইহা মামুদসাহি পরগণার অন্তর্গত। নড়ালস্থ জমীদার মহাশয়দিগের জমিদারি সংভুক্ত। পূর্ব্বে জমীদার বাবুদের প্রতাপে ঝিনাইদহ কম্পমান এবং শুনিতে পাই পূর্ব্বে বাবুদের অত্যাচারও বিলক্ষণ ছিল। ঝিনাইদহ সন্নিকট চাক্‌লা নামক স্থানে বাবুদের প্রকাণ্ড কাছারী বাটী। ২॥ লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়। শুনিতে পাই ৮০ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্টের খাজনা দিতে হয়। প্রায় ১৪ বৎসর হইল ঝিনাইদহ একটী সবডিবিজন হইয়াছে। নবগঙ্গার উপরেই মাজিষ্ট্রেটী, মুন্সেফের কাছারী ছোট আদালত ও জেল। তাহার সন্নিকট থানা, স্কুল ডাকঘর ও হাকিমদের বাসস্থান। ঝিনাইদহের জল‍ বায়ু মন্দ নহে। এখানকার চাউল মোটা, দুগ্ধ টাকায় ।৪ সের, ছোট ছোট মৎস্য অজস্র। বৃহস্পতিবার ও রবিবার ঝিনিদার হাট হইয়া থাকে, অনেক লোক দূর হইতে ক্রয় বিক্রয় করিতে আইসে। হাটে লঙ্কা ও গুড়ের এত ভিড় কাহার সাধ্য শীতকালে ভিড়ের মধ্যে পা বাড়ায়। এখানে একটী গবর্ণমেণ্টের দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। অনেক প্রবাসী মোক্তার উকীলেরা বাস করিয়া আছেন ও চতুর্দ্দিক হইতে বালকগণ এখানে থাকিয়া বিদ্যা লাভ করিতেছে। এখানকার বর্ত্তমান মুন্সেফ বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় অতি সচ্চরিত্র, ন্যায়বান্ ও পরিশ্রমী হাকিম। ইহাঁর হাতে অনেক কার্য্য, ১১ টা হইতে প্রায় ছয়টা পর্য্যন্ত কার্য্যালয়ে থাকেন। ইহা ছাড়া ঘরে বসিয়াও কার্য্য করিতে হয়। দুই জন মুন্সেফের কার্য্য একজনে করিয়া থাকেন। এখানে নেসা ও লাম্পট্যের প্রাদুর্ভাব অতি অল্প। আগামী জানুয়ারি মাস হইতে ঝিনাইদহ স্কুলে এনট্রান্স শ্রেণী খুলিবে, তাহা হইলে চতুর্দ্দিক হইতে অনেক বালক ঝিনাইদহে আসিয়া থাকিবে। দুঃখের বিষয় এখানে বালকগণের থাকিবার সেরূপ বাসা ও আহারের সুবিধা নাই। বিখ্যাত জগৎ বাবু এ জেলার ডেপুটী ইনস্পেক্টর। দুই তিনজন ইংরাজ কর্ম্মোপলক্ষে এখানে অবস্থিতি করিতেছেন। নীলের কুঠী অনেক দেখিতে পাওয়া যায় ও ইহাতে বিলক্ষণ লাভ আছে। ইহার সন্নিকট কোটচাঁদপুরে উত্তম চিনি প্রস্তুত হয়। আরারপুরের জোলা তাঁতিদের ন্যায় বস্ত্রবয়ন দক্ষ তাঁতি বঙ্গদেশে অতি অল্প আছে। ইহারা প্রসিদ্ধ তন্তুবায়। রামসঙ্কর বাবুর ঝিনাইদহের রিপোর্ট পাঠ করিলে সবিশেষ জানা যায়। ঝিনাইদহের এক ক্রোশ উত্তরে নবগঙ্গার উপর ছলিমদ্দিন মুসলমানের উত্তম একটী অট্টালিকা আছে। অট্টালিকাটীর কার্য্য অতি পরিপাটীরূপে সম্পন্ন। পূর্ব্বে ঝিনাইদহে ডাকাইতের ভারি প্রাদুর্ভাব ছিল। সবডিবিজন হইয়া প্রায় দমন হইয়াছে। অনেক ডাকাইত কেহ ১৪, কেহ ২০ বৎসর মেয়াদে পোর্ট ব্লেয়ারে অবস্থিতি করিতেছে। তাহাদের মাতা স্ত্রী ও অন্যান্য পরিজনগণ পাঁচ জনের বাটীতে কার্য্য করিয়া থাকে। বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এ সবডিবিজনের সবডিপুটী, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট না থাকিলে ইহাঁকে তাঁহার কার্য্য করিতে হয়।

এখানে ইহাঁর বিলক্ষণ সুখ্যাতি আছে। ঝিনাইদহের ইন্‌স্পেক্টর বাবু বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অতি যোগ্য পুরাতন কর্ম্মচারী! ইনি গত বৎসর একটী খুনি মকর্দ্দমাতে ২০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন, এ বৎসর আরও পুরস্কার পাইবার সম্ভাবনা। আশাকরি শীঘ্র তাঁহার পদবৃদ্ধি হইবে। অত্রস্থ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন সচ্চরিত্র, কর্ম্মক্ষম পুরাতন শিক্ষক। তিনি সকলেরই প্রিয়। যুবরাজের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া ও ১২ দিন আফিস বন্ধ হইবে শুনিয়া প্রায় সমুদয় বাবুন্দে ও আমলাগণ কলিকাতায় যাইবার জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছেন। এখানে দোকানদারগণ প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর খোল করতাল লইয়া উৎসাহের সহিত হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এখানে দুই চারি জন ব্রাহ্মও বাস করিয়া থাকেন ও মধ্যে মধ্যে উপাসনা হইয়া থাকে। প্রায় সকলকেই বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিতে অনুরাগী দেখা যায়। ইংরাজ শাসনে পল্লিগ্রাম নগর হইয়া উঠিয়াছে ও সকলেই সুখে বিদ্যা ও ধর্ম্মের উন্নতি করিতেছেন।

আমাদিগের দিনাজপুরস্থ সংবাদদাতার পত্র।

১। এ বৎসর এ প্রদেশে হৈমন্তিক ধান্যের গতিক বড় ভাল নহে। গত আশ্বিন মাস হইতে ভাল বৃষ্টি হয় নাই; নদী সকল শুষ্কপ্রায় সুতরাং জলাভূমিতে কিছু মাত্র জল নাই। ধান্য ক্ষেত্র সকল ফাটিয়া গিয়াছে এবং অনেক স্থলে ধান্য জ্বলিয়া গিয়াছে।

২। নরদারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের যত্নে গত বর্ষে এখানকার পোষ্ট আপিসটী সংস্থাপিত হইয়া এ পর্য্যন্ত ইহার কিছুই উন্নতি হয় নাই। কিন্তু যাই তাঁহার আপিস সৈদপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছে, অমনি পোষ্ট আপিসের আবশ্যক দ্রব্য সামগ্রী সকল উপস্থিত হইয়াছে? এখন তিনি সৈদপুরে আর একটী পোষ্ট আপিস স্থাপনের প্রয়াস পান!

৩। গবর্ণমেণ্টের সকল বিভাগেই দীর্ঘসূত্রিতার হস্ত লক্ষিত হয়। গত বর্ষে পার্ব্বতীপুরে অনেক লোকের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সুতরাং চুরীরও বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সে সময় অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াও নিকটবর্ত্তী হাবড়ার পুলিস থানাকে এখানে স্থানান্তরিত করিতে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সম্মত হন নাই। কিন্তু পার্ব্বতীপুর পরিত্যক্তপ্রায় হইয়াছে এখন পুলিস ষ্টেশনটী এখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। অপূর্ব্ব বন্দোবস্ত!

৪। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ শিখা উজ্জ্বল হইয়া থাকে, পার্ব্বতীপুরের অবস্থাও ঠিক্ সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে। এখানকার বাবুরা চাঁদা করিয়া জগদ্ধাত্রী পূজা করিয়াছেন একজন বাবু তাঁহার প্রধান পাণ্ডা। দিনাজপুর প্রভৃতি দূরতর স্থান সকল হইতে ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছে। আহারের ব্যাপারের তো কথাই নাই। শুনিয়াছি নাচ গাওনা তামাসা ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যাপারেরও ত্রুটি না হয়, তজ্জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে! এমন না হলে বঙ্গদেশ উৎসন্ন যাবে কেন?

সহযোগী সাময়িক পত্র।

বেঙ্গল ক্রিশ্চান হেরাল্ডে হিব্রু সয়তান বা Satan শব্দের সহিত সংস্কৃত শাতন শব্দের একার্থ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। উভয়েরই অর্থ শত্রু। হিব্রু ও আর্য্য ভাষার প্রকৃতিগত বিভিন্নতা সত্বেও উভয় ভাষার মধ্যে এরূপ শব্দ-সৌসাদৃশ্য আশ্চর্য্য বটে।

প্রভাকর একটী সৎ প্রস্তাব করিয়াছেন:—"বিলাতীয় প্রধান প্রধান যাবতীয় সংবাদপত্রের যে বিজ্ঞ লেখকগণ আসিয়াছেন, দেশীয় যাবতীয় সভার সভ্যগণ তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বদেশের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখাইতে যত্নবান হউন। তাঁহারা তাহা অনায়াসে চিত্রিত করিয়া স্বদেশের সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশ করিতে পারিবেন। বিলাতের সামান্য শ্রেণীর লোক হইতে ডিউক পর্য্যন্ত তাহা দেখিয়া বিলক্ষণ রূপে জানিতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষের অবস্থা এখন কিরূপ। ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন যে, এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন, আমরা এরূপ আশা করি না। কারণ উক্ত সভার সভ্যগণ ধনবান; তাঁহারা নিজের চিত্রই যুবরাজের সম্মুখে ধরিতে ব্যস্ত, দেশের চিত্র এখন তাঁহাদিগের অন্তর হইতে অন্তরে রহিয়াছে, থাকিলে কখনই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যুবরাজকে এক ঘণ্টার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন না। অবশ্যই তাহার অর্দ্ধেক টাকায় স্বদেশের কোন উপকার সাধন করিতে যত্নবান হইতেন। আমরা আশা করি, ইণ্ডিয়ান লীগ একবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হউন।"

বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে হিন্দুহিতৈষিণী বলেন গবর্ণমেণ্ট যেমন শিক্ষকদিগের আদর্শে ছাত্রগণের চরিত্র পরিশুদ্ধির আশা করেন, তৎসাধনার্থ শিক্ষকদিগের চরিত্র অনুসন্ধান পূর্ব্বক অগ্রে সংশোধন করুন, পরে নির্ভর করিলে সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে। অন্যথা বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষাই দিউন, কিংবা ছাত্রদিগের পৃষ্ঠে কশাঘাতই করুন, কিছুতেই অভীষ্ট সিদ্ধির আশা করা যায় না। কতকগুলি শিক্ষক বাহিরে যেরূপ সাধুতা প্রদর্শন করেন, অন্তর তাঁহাদিগের সেরূপ শুদ্ধ নহে, বরং যারপরনাই জঘন্য, কেহ তাহা অবগত নহে বলিয়া তাঁহার কতক বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু ছাত্রগণ তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক বাহির করিয়া লয়, এই দৃষ্টান্ত ছাত্রদিগের চরিত্র দোষের মূল হইবে নিঃসন্দেহ। অতএব আমরা শিক্ষক শোধনের পরামর্শ প্রদান করি।

প্রভাকর বলেন, 'গেজেটে দেখা গেল হরতুই মিউনিসিপালিটী আজ্ঞা দিয়াছেন যে, সহর মধ্যে কেহ ভিক্ষা করিতে পারিবেন না! উপযুক্ত আজ্ঞা বটে! মিউনিসিপালিটী দরিদ্র পোষণালয় স্থাপন করিয়াছেন কি?' দরিদ্রদিগের প্রতিপালনের উপায় না করিয়া শাসনের ব্যবস্থা করিলে নিষ্ঠুরতারই পরিচয় দেওয়া হয়।

রোমান কাথলিকেরা ফ্রিমেসনদিগের বিরোধী। ইণ্ডো ইউরোপিয়ান করেসপণ্ডেন্ট বলেন, ইহারা ইকোয়েডরের প্রেসিডেণ্ট ডন গ্রেসিয়া মেরিনোকে হত্যা করে, কিন্তু কোন প্রটেষ্টাণ্ট পত্র তদ্বিষয়ে উচ্চ বাচ্য করেন নাই। আমেরিকার নিউইয়র্ক হেরাল্ড পত্রে মেসনিক দলকর্ত্তৃক কোন কোন হত্যা বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়া তথায় ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই সমাজের রহস্য অদ্যাপি জগতে অপ্রকাশিত, কেহ তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলেই প্রাণ হারাইয়া থাকেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। পুষ্পমালা—শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম এ প্রণীত, হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ।৵৹ আনা।

বঙ্গীয় কবি চূড়ামণি মাইকেল মধুসূদন দত্ত পরলোক গত হইয়া তাঁহার শূন্য পদ কাহাকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, অদ্যিও তাহা জিজ্ঞাস্য

রহিয়াছে। মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে পথ আবিষ্কার করিয়া যান, তাহার অনুসরণে অনেকে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। আমরা এই অবসরে মিত্রাক্ষর-সুদক্ষ কবিতাশক্তিসম্পন্ন কয়েক ব্যক্তির অভ্যুদয় দর্শন করিতেছি। ইহাঁদিগের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, কিন্তু আরও কয়েকটী যুবক তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সাধারণ সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। এই কয়েক ব্যক্তির মধ্যে বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী গণনীয়। ইনি অল্পকাল মধ্যে রাশি রাশি কবিতা-হার গ্রন্থন করিয়াছেন, সে গুলির অধিকাংশ সরস, ওজস্বী এবং মনোহারী। ইনি নির্ব্বাসিতের বিলাপ নামক কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অল্পবয়সেই সাধারণের নিকট আপনার কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

পুষ্পমালা পুস্তকে বিবিধ বিষয়ক ১৭টী পদ্য সংগৃহীত হইয়াছে। শিবনাথ বাবু এই গুলির অধিকাংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচনা করিয়া ভিন্ন২ সাময়িক পত্রে প্রকটন করেন, কয়েকটী নূতন রচনাও করিয়াছেন। বিষয়গুলি ধর্ম্মভাব, সুনীতি ও দেশহিতৈষণায় পরিপূর্ণ। বিশুদ্ধ ভাব পূর্ণ এরূপ পদ্যগ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত বিরল। এই পুস্তক খানি বঙ্গভাষানুরাগী মাত্রেই পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারেন। ইহা বঙ্গবিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য হইতে পারে। ইহাতে স্ত্রীচরিত্র ও ধর্ম্মজীবনের ছবি যেরূপ অধিক পরিমাণে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা স্ত্রীলোকদিগের পাঠের বিশেষ উপযোগী। ফলতঃ ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের পাঠার্থ অসঙ্কোচে তাঁহাদিগের হস্তে দেওয়া যায়, উচ্চ অঙ্গের এরূপ পদ্য গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রায় দৃষ্ট হয় না। এই পুস্তক খানি দ্বারা সেই বিশেষ অভাবটী পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে এই পুস্তক খানি সাধারণের নিকট সমাদৃত ও বিদ্যালয়ের পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে নিবিষ্ট হয় এই আমাদিগের অভিলাষ।

২। জেল দর্পণ—চাকর দর্পণ রচয়িতা বাবু দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে জেলের কষ্ট এবং বেশ্যাসক্তি প্রভৃতির দোষ যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে ইহার উদ্দেশ্য শুভ বলিয়া প্রশংসা করা যায়, কিন্তু তদ্ভিন্ন ইহাতে নাটকের কোন গুণ বা রচনার বিশেষ নিপুণতা দৃষ্ট হয় না।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

কলিকাতা মিউনিসিপাল করপোরেশন হইতে যুবরাজকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইবে উহা এ দেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা পঠিত হওয়া আবশ্যক। বোম্বাই পুনা প্রভৃতি স্থানে এ দেশীয় কর্তৃক অভিনন্দন পত্র সকল পঠিত হইয়াছে। প্রধান প্রধান ইউরোপীয় কর্তৃক ইউরোপীয় গণের প্রতিনিধিত্ব সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু এদেশীয় ভিন্ন এদেশীয়ের প্রতিনিধি আর কেহই হইতে পারেন না। বিশেষতঃ এ প্রদেশে উপযুক্ত দেশীয়ের অভাব কি?

শুনা যাইতেছে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ভাইস্ চেয়ারমান পদের বেতন কমাইয়া বিনা জনৈক এদেশীয়কে উক্ত পদ দেওয়া হইবে। এ বন্দোবস্ত অসঙ্গত। বেতন না কমাইয়া যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ করাই কর্ত্তব্য।

৩০এ অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় মৃত্যু সংখ্যা ৩৮৫, পূর্ব্ব সপ্তাহে ৩৪৮ ছিল।

ডাক্তার সরকারের পীড়া নিবন্ধন গত শনিবার বিজ্ঞান সভার অধিবেশন হইবার যে কথা ছিল তাহা হয় নাই। আগামী ২০ এ নবেম্বর শনিবার সেনেট বাটীতে উহার অধিবেশন হইবে। বিজ্ঞান সভা খুলিতে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে।

প্রিন্স অব ওয়েল্স কলিকাতায় রবার্টস সাহেবকে অত্রত্য ফ্রি মেশন সম্প্রদায়ের গ্রাণ্ড মাষ্টার নিযুক্ত করিয়াছেন।

রেজিষ্ট্রেশন কর্ম্মালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়ক আর এচ উইলসন ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টারের কার্য্য করিবেন।

হিন্দুহিতৈষিণী বলেন, চট্টগ্রামান্তর্গত রাঙ্গামাটীর সহকারী ডাক্তর বাবু মোক্ষদাচরণ সেন অপরিমিত সুরা সেবন করিয়া ৩ দিবস সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলেন, পরে যোগ্য ধামে গমন করিয়াছেন। চট্টগ্রামে মাতালদিগের বড় উৎপাত। অন্যান্য মাতালগণ দেখিয়া শুনিয়া কি সাবধান হইবেন?

বগুড়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—সম্প্রতি পোড়াদিয়া গ্রামের সন্নিকট আটঘর গ্রামে জনৈক ব্যক্তি আপন দাসীর হস্তে স্বীয় সম্পত্তি অর্পণ করিয়া বিদেশগামী হন, কিছুকাল পরে উক্ত ব্যক্তি বাটী আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার রক্ষিত সেই সর্ব্ব নাশী পরিচারিকা তাঁহার সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া গ্রামান্তরে অন্য ব্যক্তির আবাসে কালযাপন করিতেছে। তখন তিনি তাঁহার মালামাল নষ্ট করার অপরাধে উক্ত দুশ্চরিত্রার ও তাঁহার সহায়তাকারী বলিয়া অন্য কয়েক ব্যক্তির নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। মোকর্দ্দমা ফরিদপুরের ডেঃ মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের বিচারাধীনে ন্যস্ত আছে। আমরা যাদব বাবুর সদ্বিচারের অপেক্ষা করিতেছি, ফল যাহা হয় পরে জানাইব।

বঙ্গদেশের বাতুলালয় সকলের রিপোর্ট পাঠে জানা যায় পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা পাগলের সংখ্যা অনেক কমিয়াছে। ১৮৭৩ সালে ৪৭০ জন লোককে পাগলামীর জন্য কয়েদ করা হয়, গত বৎসর পাগলের সংখ্যা ৪৪৬ জনের অধিক হইবে না। এই সকল পাগলের তত্ত্বাবধানার্থ গবর্ণমেণ্টের প্রায় ১১৬৪৭৪ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৬৮৬৮৵৫ পাগলদিগের আত্মীয় স্বজনদিগের নিকট পাওয়া গিয়াছে। পাগলদিগের পরিশ্রম জাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ১০২১৪৸১০ টাকা উঠিয়াছে।

সোমপ্রকাশ বলেন দারজিলিঙের সন্নিকট বক্সা উপত্যকাতে এদেশবাসী ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের একটী উপনিবেশ সংস্থাপনের কথা হইতেছে। সার রিচার্ড টেম্পল ইতিমধ্যে বক্সার নিকটবর্ত্তী স্থান সকল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। উপনিবেশকারীদিগকে ৩০ বিঘা করিয়া ভূমি বাস করিবার জন্য দেওয়া হইবে এবং যতদিন তাহারা আপনাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য আপনারা প্রস্তুত করিতে সমর্থ না হয়, ততদিন তাহাদিগকে আহার যোগান হইবে। সেই উপনিবেশের তত্ত্বাবধানের জন্য ম্যানেজার নিযুক্ত হইবে। কোন্ স্থানে এই উপনিবেশ সংস্থাপিত হওয়া উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কয়েক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

গত ১০ ই নবেম্বর হিন্দু স্কুল থিয়েটারে "ছাত্রদিগের সভার" এক অধিবেশন হয়। বহুলোকের সমাগমে গৃহটী পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, সুরাপান বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। এই সভার সভাপতি বাবু আনন্দমোহন বসুও এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গের চিত্ত হরণ করেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট 'সামুদ্রিক জরিপ বিভাগ' নামক একটী নূতন আফিস স্থাপন

করিয়াছেন, পাবিদ্যা'দর উন্নতি সাধন ইহার লক্ষ্য। ইহাতে ১৮০০ টাকা বেতনে একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং ১০০০ ও ৮৫০ টাকা গ্রেডের দুই জন ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আদেশ করিয়াছেন, রাজকুমারের কলিকাতায় অবস্থান কালে আগামী ২৩ এ ডিসেম্বর হইতে ৩ রা জানুয়ারি পর্য্যন্ত সমুদায় বঙ্গদেশের সমস্ত গবর্ণমেণ্ট আফিস বন্ধ থাকিবে। সিবিল কর্ম্মচারীরা কার্য্যের ক্ষতি না হইলে উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া উক্ত সময় মধ্যে স্ব স্ব কর্ম্মস্থান ছাড়িয়া যাইতে পারেন। বঙ্গে দ্বিতীয় দুর্গোৎসব উপস্থিত।

উত্তর পশ্চিম।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম ভূতপূর্ব্ব লাহোর কোর্টের প্রসিদ্ধ দরবার পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি কিছুকাল রাজা হীরা সিংহের শিক্ষক এবং মহারাজা দলিপ সিংহের বিদ্যাশিক্ষার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। মক্ষমূলর গোল্ডষ্টুকার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সহিত ইহাঁর চিঠী পত্রাদি চলিত।

লক্ষ্ণৌ টাইম্‌সে লিখিত হইয়াছে সম্প্রতি মীরজা কাল্লাব আলি খাঁ ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ নগরের এক প্রকাশ্য ভোজে তিনি তুরস্কের সুলতানের এবং তাঁহার পত্নীর ও তত্রত্য মুসলমান ধর্ম্মের বিষয় বলিয়া তাঁহার সহযোগী মুসলমানগণকে আশ্চর্য্যান্বিত করেন। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই সুলতানের গৃহস্থ রমণীগণ সর্ব্বজন সমক্ষে বাহির হইয়া প্রকাশ্য শকটে উপাসনালয়ে গমন করিয়া থাকে।

১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের সময় অযোধ্যায় যে সকল দেশীয় লোক গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সম্মানার্থ লক্ষ্ণৌ নগরে একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে। রেসিডেন্সির সন্নিকটবর্ত্তী স্থান স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমাদিগের যুবরাজ ইহার ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত করিবেন।

পণ্ডিত মানকুল উলোর হইতে আজমীরে গমন করিয়া উলোরের যুবরাজের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ।

শুনা যাইতেছে আগামী মাসে সার রিচার্ড মীড ছুটী লইবেন এবং ড্যানিয়েল সাহেব তৎপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মহীসুরের প্রধান কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন প্রিন্স অব ওয়েল্‌স তথায় যে লেভি করিবেন তাহাতে দেশীয়দিগকে খালি পায়ে পাগড়ী, চাপকান প্রভৃতি দেশীয় পোষাক পরিধান করিয়া যাইতে হইবে। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ তাহাদিগের চিহ্নিত পোষাকে গমন করিতে পারিবেন। কাল বার্ণিস করা জুতা পায় দিবার অনুমতি হইয়াছে।

যুবরাজের মান্দ্রাজ গমনের এক শুভ ফল এই যে মান্দ্রাজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি হইতে পারিবে। অপরিষ্কৃত জলময় স্থান সমূহ পরিষ্কৃত এবং উত্তম জলদানের বাবস্থা হইতেছে। পয়োনালা সকলকে সংস্কৃত এবং সমুদায় আবর্জ্জনা হইতে নগরটীকে বিমুক্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

যুবরাজের মান্দ্রাজ পরিদর্শনের সময় যে দরবার হইবে তাহাতে কোন্ দেশীয় রাজা প্রথম উপবেশন করিবেন, আজিও স্থির হয় নাই। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যে প্রধান বলিয়া বিবেচিত, কিন্তু আর্কটের প্রিন্স তন্নিম্নে দরবারে উপবেশন করিতে অসম্মত হইবেন, কারণ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ এই আপত্তি করিয়া গিয়াছেন। দেশীয় রাজগণের মধ্যে এই সামান্য কারণেই বিবাদানল প্রজ্বলিত হইতেছে, এদিকে যুবরাজের মান্দ্রাজে আসা হয় কি না স্থির হইতেছে না।

বোম্বাই।

মিরর বলেন আমরা ভারতবর্ষে সৈনাদিগের নানা প্রকার অত্যাচারের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু সৈন্যগণের চৌর্য্যবৃত্তির কথা কখন শুনি নাই। ডেকান হেরাল্ড শুনিয়াছেন গত সপ্তাহের পূর্ব্ব সপ্তাহে পুনার ব্রিটীষ সেনানী কর্ত্তৃক অনেকগুলি ক্ষুদ্র চৌর্য্য কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে। শুনা যায় এই সকল সৈন্য সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে আমদানী হইয়া আসিয়াছে। টাকার লোভে মানুষে কত রকম কার্য্য করিতে পারে বলা যায় না।

গত ১০ ই নবেম্বর লর্ড নর্থব্রুক বোম্বাই পরিত্যাগ করিয়া ইন্দোর যাত্রা করিয়াছেন।

ইউরোপ।

ইউরোপীয় বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়মস সপরিবারে গত ১৫ ই নবেম্বর বিনিসিয়া মেল ষ্টিমারে বোম্বাই উপনীত হইয়াছেন।

ডেনমার্কের রাজা রাজ্ঞী এবং রাজকুমারী থায়রা সমভিব্যাহারে প্রিন্সেস অব ওয়েল্‌সের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে ইংলণ্ড গমন করিতেছেন। ইহাঁরা ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

বিবিধ।

ষ্ট্রেট সেটলমেণ্টের বিদ্রোহ দমনার্থ ফোর্ট উইলিয়ম, মান্দ্রাজ, এবং ধরমশালা হইতে পিরাকে সৈনা প্রেরিত হইতেছে। ব্রিগাডিয়ার জেনেরল রস এই সকল সৈন্যের অধিনায়ক রূপে মনোনীত হইয়াছেন। তিন খানি ব্রিটীষ ষ্টিমারে এই সকল সৈনা গমন করিবে।

ডাক্তার লিবিংষ্টোনের সহিত যে সকল দেশীয় গমন করিয়াছিল এবং যাহারা তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিল, জানজিবারস্থ এক্টিং কন্সল জেনেরল মেজর ইয়ান স্মিথ তাহাদিগকে এক একটী রৌপ্য মেডাল পুরস্কার দিয়াছেন।

যুবরাজের ভারত ভ্রমণ।

১০ ই নবেম্বর বোম্বাই—কল্য যুবরাজ নিম্নলিখিত রাজা দিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন:—গুইকুমার, মহীসুরের মহারাজ, সালার জঙ্গ, কোলাপুর এবং উদয়পুরের রাজা। অন্যান্য ক্ষুদ্র ২ সর্দ্দারগণকে একত্রে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল।

এই দিবস যুবরাজ গুইকুমার কোলাপুরের মহারাজা, মিবারের মহারাণা, কাটিয়ারস্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজগণ, দাক্ষিণাত্য ও কন্‌কানের সর্দ্দারগণ এবং দক্ষিণ মহারাষ্ট্রীয় জায়গীরদারদিগের সহিত প্রতিসাক্ষাৎ করেন। অনন্তর যুবরাজ একটী বহুজনাকীর্ণ লেভিতে উপস্থিত হন, তাহাতে সপ্ত শতাধিক লোক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তৎপরে দেশীয় বালক বালিকাগণের ভোজস্থলে গমন করেন। সপ্ত সহস্র বালক সমবেত হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগের উৎসাহ দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আলেকজান্দ্রা বালিকা বিদ্যালয়ের একটী পার্সি ছাত্রী যুবরাজের কণ্ঠে পুষ্পমালা পরাইয়া দেন। দেশীয় ভাষায় বালকগণ " ঈশ্বর যুবরাজকে আশীর্ব্বাদ

করুন” বিষয়ে একটী চমৎকার সংগীত করিয়াছিল। যুবরাজ সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে আছেন।

১১ই নবেম্বর বোম্বাই—কল্য যুবরাজ কোলাপুরের রাজাকে উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন। রৌপ্যময় খাপ বিশিষ্ট এবং নানাবিধ মণিমুক্তাদি বিভূষিত একখানি তরবারি, যুবরাজের ভারতাগমনের স্মরণার্থ একটী স্বর্ণ মেডাল, হীরক খণ্ড দ্বারা ভূষিত একটী স্বর্ণময় নস্যাদানি, একখানি ছবির পুস্তক এবং যুবরাজের অয়েল পেইণ্টিং প্রদত্ত হইয়াছে। কোলাপুরের রাজা যুবরাজকে স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্ম্মিত খাপযুক্ত একখানি ছোরা এবং একখানি মণিমুক্তাদি খচিত তরবারি প্রদান করিয়াছেন।

যুবরাজ গুইকুমারকে কোলাপুরের রাজার ন্যায় একখানি তরবারি, একটী স্বর্ণময় ঘড়ি এবং চেইন, একটী সুবর্ণ নির্ম্মিত মেডাল, একটী বৃহৎ স্বর্ণময় নস্যাদানি, এবং রাজ বংশের একখানি আলবম প্রদান করিয়াছেন। যুবরাজ রাণী যমুনা বাইর সহিত যবনিকার বাহির হইতে কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার প্রতিকৃতি বিশিষ্ট এক খানি স্বর্ণময় বক্স, একটী সুবর্ণ খচিত লকেট ও রাজ্ঞী প্রেরিত একখানি রাজ্ঞীর প্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন। সার মাধব রাওকে একটী স্বর্ণময় মেডাল এবং একটী স্বর্ণ অঙ্গুরী প্রদত্ত হয়। যমুনাবাই প্রিন্সেস অব ওয়েলসকে একটী হীরকের আংটী এবং একটী হীরক নির্ম্মিত ঘড়ি প্রদান করিয়াছেন। গুইকুমার যুবরাজকে একটী সুন্দর রৌপ্যময় চা দান, গণ্ডারচর্ম্ম নির্ম্মিত ঢাল, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের খাপযুক্ত তিন খানি তরবারি, একটী রৌপ্যময় পাত্র, দুইটী রৌপ্য বর্ষ, একখানি আলবম, সুবর্ণ মণ্ডিত একখানি শাল এবং এক ছড়া মুক্তাময় হার উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন।

যুবরাজ উদয়পুরের রাজাকে একখানি তরবারি একটী বন্দুক, একটী নস্যদানি, একটী মেডাল, একটী আংটী, একগাছি চাবুক এবং কতকগুলি পুস্তক প্রদান করিয়াছেন।

এই দিবস প্রাতঃকালে যুবরাজ সেক্রেটারিয়েটে ক্ষুদ্র সর্দ্দারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি সেনেট গৃহে গমন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোগণের নিকট হইতে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হন। বেলা ৪॥ টার সময় ইনি নাবিকদিগের ভোজস্থলে উপনীত হন। দুই হাজার নাবিক উপস্থিত ছিল। তাহারা সকলে যুবরাজকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করে। তৎপরে যুবরাজ মাশনিক প্রথানুসারে প্রিন্সের ডকের ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত করেন। এই উপলক্ষে বোম্বাইর প্রায় সমুদায় মাশন গার্ড উপস্থিত হন। এই দিবস যে ভোজ হয়, তাহাতে অনেক প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। যুবরাজ এক মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান ছিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণদিকে বোম্বাইর গবর্ণর এবং বাম দিকে সার বার্টল ফ্রিয়ার ও সদরলণ্ডের ডিউক ছিলেন। যুবরাজ সকলকে অভিবাদন করেন। তিনি কোলাপুরে তাঁহার নামীয় একটী হসপিটাল করিবার জন্য মত প্রদান করিয়াছেন।

১৩ ই নবেম্বর বোম্বাই—এলিফাণ্টা গুহায় রাত্রিকালে সমারোহে ভোজ হয়। যুবরাজের সহিত সদল গবর্ণর, সদারল্যাণ্ডের ডিউক, লর্ড ব্রেসফোর্ড, জেনারল প্রবীণ প্রভৃতি মনোনীত কয়েকটী সাহেব ছিলেন। রোশনাইতে সমুদায় গুহা ও গুহাস্থ বিগ্রহ সকল অত্যুজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। জাহাজ সকল আলোক মালায় মণ্ডিত হয়, জাহাজ হইতে বারংবার গুলিবৃষ্টি হয়। যুবরাজ গুহা দর্শনাদি করিয়া পরমাহ্লাদিত হন। তিনি মঙ্গল বার ফিরিয়া আসিয়া বুধবার কালীকটে যাত্রা করিবেন। মঙ্গলবার আতসবাজী হইবে এবং ‘সেলর্স হোম’ খোলা হইবে।

১৩ ই নবেম্বর বোম্বাই—রাত্রি ১২।৩৮, যুবরাজ এলিফাণ্টা গুহা দর্শন করিয়া অদ্য পুনা যাত্রা করিলেন, আগামী মঙ্গলবার প্রত্যাগমন করিবেন।

১৩ ই নবেম্বর পুনা—প্রিন্স অব ওয়েল্স সদল বোম্বাইর গবর্ণর সমভিব্যাহারে আজি সন্ধ্যাতে এখানে পৌঁছিলেন এবং ষ্টেসনে সার চার্লস ষ্টেবলী ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারী দ্বারা সগৌরবে অভ্যর্থিত হইলেন। ইউরোপীয় ও দেশীয় এক বৃহৎ সৈনাদল সম্ভ্রমার্থ গার্ড হইয়া জনপ্রবাহ সহ গণেষ খিণ্ড পর্য্যন্ত যায়। অসংখ্য দেশীয় লোক পথিমধ্যে দলবদ্ধ হইয়া যুবরাজকে মহোল্লাসে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। সমুদায় নগর সুন্দররূপে সুসজ্জিত ও জয়সূচক ফটক দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিল। গণেষ খিণ্ডে আজি রাত্রিতে ভোজ হইবে। অতঃপর যুবরাজের গতি কোন্‌দিকে হয় অনিশ্চিত। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র ও মান্দ্রাজে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ডাক্তার ফেরারের উপদেশে গাইসাপ্পা জলপ্রপাত দর্শন ও বেপুর মৃগয়া ভ্রমণ স্থগিত হইয়াছে। মান্দ্রাজে আদৌ গমন হয় কি না সন্দেহস্থল।

১৪ ই নবেম্বর পুনা—যুবরাজ শনিবার প্রাতে গণেষ খিণ্ডীর ভজনালয়ে উপস্থিত ছিলেন। সায়ংকালে সেণ্ট মেরী গিরজায় তাঁহার দর্শনার্থ অনেক লোক সমবেত হয়। রাত্রিতে ভোজ ও নৃত্য হয়। যুবরাজ বিবী জষ্টিস রেলওয়ের সহিত নৃত্য করেন।

১৫ ই নবেম্বর পুনা—প্রাতঃকালে যুবরাজ সদল সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে পার্ব্বতী মন্দির দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। তথায় এক ঘণ্টাকাল অবস্থিতি করিয়া গবর্ণমেণ্টের রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হন। বেলা ৫ ঘটিকার পর যুবরাজ সৈনাদিগের ক্রীড়া সন্দর্শন করিয়াছিলেন। ক্রীড়ার সময় লর্ড বিরেশফোর্ড ঘোটক হইতে পতিত হইয়া আহত হন। এই রাত্রে পুনা সহর আলোক মালায় মণ্ডিত এবং বাজি ছোড়া হইয়াছিল। দুই প্রহর রজনীতে যুবরাজ বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন।

১৬ ই নবেম্বর—প্রিন্স অব ওয়েল্স অদ্য প্রাতে পুনা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

প্রেরিত।

এলাচী বঙ্গ বিদ্যালয়।

গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত এলাচী বঙ্গবিদ্যালয়টী বহুদিনাবধি দেশীয় ও বিদেশীয় কতিপয় মহাত্মার সাহায্যে প্রকৃত ফলোপধায়ী হইয়া জগদ্দল ও এলাচী উভয় গ্রামের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। উদার চরিত, শ্রমসহিষ্ণু, বিদ্যোৎসাহি বর্দ্ধমান নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সুশিক্ষাগুণে বিদ্যালয়টী ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহাঁর যত্নে উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় অত্রবিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীগণ ১ম ও ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন। তজ্জন্য শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহাশয়েরা বিদ্যালয়টীর সাহায্য বৃদ্ধির সংকল্প করিয়াছেন। ঈশ্বর কৃপায় এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হউক।

বিদ্যালয় গৃহটী মধ্যে যেরূপ জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার সংস্কার হইবার কোন আশাই ছিল না। কেবল জগদ্দল নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ দে মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় এবং কতিপয় দেশীয় ও বিদেশীয় বিদ্যোৎসাহী মহাত্মার আনুকূল্যে বিদ্যালয় গৃহটী কিছু দিন স্থায়ী হইতে পারে এরূপ সংস্কার হইয়াছে।

একণে বিদ্যালয়ের নিতান্ত প্রয়োজনী উপকরণ (পুস্তক, ম্যাপ, ঘড়ী প্রভৃতি) সংগ্র

জন্য প্রোক্ত উমাচরণ বাবু বিশিষ্টরূপ উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজ সাহায্য দ্বারা এই সমুদয় সংগ্রহ হইবার উপায় নাই। এই জন্য স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বিদ্যাবান্ধব মহাশয়দিগের সমীপে প্রার্থনা যে তাঁহারা কিছু কিছু আনুকূল্য করিয়া, বিদ্যালয়ের অভাব পূরণ করতঃ ছাত্রবৃন্দের সুশিক্ষার উপায় বিধান করেন।

বিজ্ঞাপন।

বেঙ্গল নেটিব জয়েণ্ট ষ্টক কোং লিমিটেড।

১। এই সভার নাম "Bengal Native Joint Stock Company Limited" বেঙ্গল নেটিব জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানি লিমিটেড হইবে।

২। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যোন্নতি দ্বারা ধনাগমের উপায় করা ইহার উদ্দেশ্য।

৩। এই কোম্পানির মূল ধন ১০,০০০ টাকা হইবে এবং তাহা ১০ টাকা অংশ হিসাবে ১০০০ অংশ দ্বারা সংগৃহীত হইবে। ৫০০ অংশ অর্থাৎ ৫০০০ টাকা হইলে কার্য্যারম্ভ হইবে।

৪। যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করেন ইহার অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। যিনি যত অংশ চান, প্রত্যেক অংশের জন্য ১০ টাকা করিয়া দিতে হইবে।

৫। ইএ সভার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ একটী ডিরেক্টর সভা থাকিবে। অংশীদিগের মধ্যে ১৫ ব্যক্তি এই সভার সভ্য নিযুক্ত হইবেন এবং বৎসরান্তে নূতন ডিরেক্টর নিযুক্ত বা পুরাতন ডিরেক্টর পুনর্ম্মনোনীত হইবেন। একটী মানেজিং কমিটী দ্বারা ডিরেক্টরেরা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

৬। এই সভার কার্য্যালয় আপাততঃ হরিনাভিতে থাকিবে এবং এখানে একটী এড়ুই তৈলের কল ও বিবিধ দ্রব্যের আড়ত চলিবে। ডিরেক্টরেরা উপযুক্ত বিবেচনা করিলে অন্যান্য স্থানে ও অন্যান্য দ্রব্যের কার্য্যালয় খুলিতে পারিবেন। কোন প্রকার মাদক দ্রব্যের সহিত এ কোম্পানির সংস্রব থাকিবে না।

৭। কোম্পানির লাভ বিবরণ ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক হিসাবে প্রকাশিত হইবে। লাভ হইতে শতকরা ১৫ টাকা ক্ষতিপূরণার্থ স্থিত থাকিবে, ৫ টাকা সাধারণ হিতকর কার্য্যে প্রদত্ত হইবে এবং অবশিষ্ট ৮০ টাকা অংশীদারগণকে অংশ পরিমাণানুসারে বিতরিত হইবে। ডিরেক্টরদিগের বিবেচনায় যখন কোম্পানির কার্য্যে ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকিবে, তখন ক্ষতিপূরণের টাকা স্থিত না রাখিয়া অংশীদারগণকে যথা পরিমাণে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

৮। কোম্পানির ধন কলিকাতা ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলে রক্ষিত হইবে। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা গ্রহণের সময় সম্পাদক ও সভাপতি বা সহকারী সভাপতির নাম স্বাক্ষরিত চেক প্রদত্ত হইবে।

৯। বৎসরান্তে অংশীদারদিগের এক একটী সভা হইবে, তাহাতে অন্যূন ২৫ জন সভ্য উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। উপস্থিত সভ্যগণের মতানুসারে ডিরেক্টর সকল নিযুক্ত হইবেন।

১০। কোম্পানি লিমিটেড হইবে, এজন্য ১০,০০০ টাকা সংগৃহীত হইলে আর অংশ গৃহীত হইবে না। অংশ গ্রহণেচ্ছুগণ অবিলম্বে স্ব স্ব নাম প্রেরণ করিবেন, আগামী কার্ত্তিক হইতে পৌষ পর্য্যন্ত অংশের টাকা গ্রহণ করা যাইবে। ডিরেক্টর সভা নিয়োজিতসম্পাদক অংশ গ্রহণেচ্ছুদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকার রীতিমত রসিদ দিবেন।

১১। আপাততঃ নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এই কোম্পানির ডিরেক্টর সভার সভ্য হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রিসোর ব্রাঞ্চ বেঙ্গল একাউণ্টেণ্ট আফিস কলিকাতা।

" " কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল—মুন্সেফ ঝিনিদহ।

" " গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ এম এ বি এল মুন্সেফ শ্রীরামপুর।

" " উমেশচন্দ্র দত্ত বি এ—প্রধান শিক্ষক হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়।

" " শিবনাথ শাস্ত্রী এম এ প্রধান শিক্ষক ভবানীপুর সাউথ সুবারবণ স্কুল।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—সোমসোমপ্রকাশের অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু চিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায়—সুবারবণ মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী।

" " অম্বিক চরণ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা স্মল কজ্ কোর্টের উকীল।

" " হলধর চক্রবর্ত্তী—হরিনাভি।

হরিনাভি বে, নে, জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানির কার্য্যালয় সোণাপুর পোষ্ট আফিস ১৮৭৫। ১৯ এ অক্টোবর।

শ্রীচিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায় সম্পাদক।

☞ হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ১১ নং, সোমপ্রকাশ কার্য্যালয় ও লাহোর ব্রাহ্মসমাজে অংশ গ্রহণেচ্ছুদিগের নাম প্রভৃতি গৃহীত হইবে।

ভারত ভিক্ষা।

(প্রিন্‌স অব্ ওয়েল্‌সের শুভাগমন উপলক্ষে)

সুবিখ্যাত "ভারত সঙ্গীতের" রচয়িতা

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য।

মূল্য ৷৵০

ডাকমাসুল ৴০

কলিকাতা নং ১৭ ভবানী চরণ দত্তের লেন রায় যন্ত্রে, নং ৫৫ কলেজ ষ্ট্রীট্ ক্যানিং লাইব্রেরিতে, নং ৬৭ সোয়ালো লেনে, নং ১১ কলেজ স্কোয়ার, "ভারত সংস্কারক" কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

"প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের কলিকাতায় আগমনের দিন হইতে প্রাপ্তব্য।"

মফঃস্বল এজেন্‌সি।

শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া কমিসন লওয়া যায়, কেবল পুস্তকাদি পাঠাইতে হইলে কমিসন লওয়া যায় না। কলিকাতা খরিদ দরে ডাক-মাশুল দিয়া মফঃস্বলে বসিয়া পাইতে পারিবেন।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ১১ নং পুস্তকালয়ে

গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব ১ম খণ্ড মূল্য ১৲ টাকা উপরিউক্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

ন্যাসনেল কোম্পানীর ইণ্ডিয়ান হোমিওপেথিক মেডিকেল হল।

১২ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

আমাদের ফারমেসীতে মহাত্মা হানিমান্ হেরিং, জার, বেয়ার, হেম্পেল প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তাদিগের হোমিওপেথিক পুস্তক, ট্রাকটস্, পেম্‌ফ্লেটস্ ও সমস্ত ঔষধের মাদার টিংচার, ডাইলিউসন, ট্রাইটুরেসন, ঔষধ পূর্ণ মেহগনী কাঠের বাক্স; ঔষধ প্রস্তুত জন্য ও শিশুদিগের খাদ্যোপযোগী সুগার অব মিল্ক (দুগ্ধ চিনি); হেনরি টার্ণারের উৎকৃষ্ট কডলিভার অইল, ও লিণ্ট্ প্রভৃতি যাবতীয় হোমিওপ্যাথিক দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

এই কোম্পানিতে অংশীদার গ্রহণ করা যায়। প্রতি অংশের মূল্য ৫০ টাকা। অন্যান্য বিষয় ম্যানেজারের নিকট তত্ত্ব করিলে জানা যায়।

শ্রীশরৎ চন্দ্র দত্ত।
ম্যানেজার।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬৲ টাকা	৭৷
" ষাণ্মাসিক	৩৷৷০ "	৪৷০
" ত্রৈমাসিক	২৲ "	২৷৵০
মাসিক	৷৵০	৷৵০
প্রতি সংখ্যা ...	৷০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতিপঙক্তি প্রথম তিন বার ৵০ আনার হিসাবে, তাহার পর ৴১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে পারে।

Printed and published by B. M. GHOSE, *at the* EAST INDIA PRESS, HARINABHI.

REGISTERED No 65

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

৩য় ভাগ, ৩১ শ সংখ্যা। } বঙ্গাব্দ ১২৮২—১৮ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার। ৩ রা ডিসেম্বর—১৮৭৫। { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭৷৷০ টাকা।

সূচী।

সাহায্য প্রার্থনা।

রাজপুর হরিনাভি দাতব্য চিকিৎসালয়।

গত ৪। ৫ বৎসর রাজপুর হরিনাভি ও উহার চতুর্দ্দিকস্থ গ্রাম গুলি ঘোর এপিডেমিক জ্বরে নিতান্ত জর্জ্জরিত ও দুরবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই বিপদ্ হইতে লোকে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হয় নাই, উহার উপর এ বৎসর ওলাউঠা অতি ভয়ঙ্কর আকারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। অনধিক এক মাস কালের মধ্যে ন্যূনাধিক শত ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত এবং ২৫। ৩০টী দেহান্ত হইয়াছে। আজি কালি ২০। ২৫ টী এই রোগে খসিতেছে, প্রতিদিন ১০। ১৫ টী করিয়া নূতন রোগাক্রান্ত হইতেছে এবং ৩। ৪ টী করিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। এখানে চিকিৎসক ও ঔষধের নিতান্ত অভাব। গ্রাম গুলি জনাকীর্ণ বটে, কিন্তু এরূপ দরিদ্রপ্রধান সমাজ অতি অল্প দেখা যায়। চিকিৎসার সম্পূর্ণ অভাবে বহু লোকের প্রাণনাশ দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া আমরা দাতব্য ঔষধ বিতরণ করিতেছি এবং একটী ডাক্তার রাখিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছি। সর্ব্বস্থানের দেশহিতৈষী মহোদয়গণের নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা, তাঁহারা কৃপা করিয়া উক্ত কার্য্যে কিঞ্চিৎ ২ সাহায্য দান করিয়া আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করেন।

*** নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য প্রেরণ করিলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে

হরিনাভি ২ রা ডিসেম্বর ১৮৭৫ } শ্রী উমেশচন্দ্র দত্ত। হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

সপ্তাহ।

গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে ৫৫ বৎসর বয়সের অধিক হইলে কোন ব্যক্তি কর্ম্মচারী থাকিতে পারিবেন না। আমরা অবগত হইলাম ডিরেক্টর আটকিন্সনের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া ৩ বৎসর অধিক সময়ের অনুমতি করা হইয়াছে। এবার আটকিনসন অবকাশ লওয়াতে শিক্ষাবিভাগে তুমুল গোলযোগ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার আগমনে ইহা পুনরায় শান্তভাব ধারণ করিবে সন্দেহ নাই। যাহাহউক আটকিনসন এখন পেন্সন পাইবারই উপযুক্ত।

নিম্ন লিখিত ১১ জন ইনস্পেক্টর বেঙ্গল পুলিসের প্রথম গ্রেড ভুক্ত হইয়াছেনঃ—

(১ নবকৃষ্ণ ঘোষ—২৪ পরগণা; (২) মুন্সী বকাউল্লা—হুগলী; (৩) বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—পাবনা; (৪) ডানিয়েল কাবালা—মুঙ্গের; (৫) দীনবন্ধু সেন—মেদিনীপুর; (৬) জগবন্ধু বসু—ঢাকা; (৭) হর্ম্মান জুকার—জলপাইগুড়ি ডিপো; (৮) আবিজমা খাঁ—সাহাবাদ; (৯) এ ডি রো জেরিও—চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যবিভাগ; (১০) ডবলিউ গ্রিণ হুগলী; (১১) ব্রজসুন্দর মৈত্র—মালদহ।

৬০ জন ইনস্পেক্টর দ্বিতীয় গ্রেডভুক্ত হইয়াছেন।

নব প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান লিগ দ্বারা দেশের একটী মহৎ অভাব পূর্ণ হইবে, আমরা আশা করিতেছিলাম, কিন্তু অদ্যাপি ইহার আভ্যন্তরিক গোলযোগের মীমাংসা হইতেছে না দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইতেছি। আমরা শুনিতে পাই বাবু আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশহিতোৎসাহী, ও কৃতবিদ্য লোকে ইহার উন্নতি সাধনার্থ সম্পূর্ণ হৃদয়ে উৎসুক, কিন্তু বর্ত্তমান সভাধ্যক্ষগণের প্রতিকূলাচরণে তাঁহারা ভগ্নাশ হইতেছেন। বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা মিউনিসিপালিটী বিল লইয়া ঘোর সংগ্রাম চলিয়াছে, শীঘ্র যাহা হয় একটা মীমাংসা হইবে। লিগ এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট সৎপরামর্শ পূর্ণ আবেদন অর্পণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু তাহার ত আর কোন উচ্চবাচ্য শুনা যায় না। লিগ কি 'তাল ফুরাইয়া মৃদঙ্গে ঘা' দিবেন?

আমাদিগের মজিলপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, জয়নগর মজিলপুর মিউ-

নিসিপালিটীর সম্পাদক বাবু হরিদাস দত্তের বিরুদ্ধে উক্ত মিউনিসিপালিটীর সভ্যগণ ৪ টী গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করিয়া সম্পাদক পদ হইতে তাঁহাকে অবসৃত করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন।

ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান সভা এত দিনের পর কার্য্যে পরিণত হইবার আকারে আসিয়াছে দেখিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। এতদর্থে ৮০ হাজার টাকার অধিক স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ইহার কার্য্য নির্ব্বাহক সভার এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছেঃ—

সভাপতি—ফাদার লাফোঁ।

সভ্যগণ—রাজা রমানাথ ঠাকুর বাহাদুর, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু দিগম্বর মিত্র, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু শ্রীনাথ দাস, বাবু দুর্গাকুমার সর্ব্বাধিকারী, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, রায় কানাইলাল দে, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, বাবু রমানাথ লাহা, বাবু নীলমণি মিত্র, বাবু যদুনাথ ঘোষ, বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত, অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল, কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার সেন, মৌলবী আবদুল লতিফ, অনরেবল রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর, রায় মহেন্দ্রনাথ বর্ম্ম বাহাদুর, পণ্ডিত মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন, বাবু অন্নদাপ্রসাদ রায়, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার
সভ্য এবং সম্পাদক।

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বারুইপুরের নিকটবর্ত্তী হরিহরপুর গ্রাম নিবাসী বাবু ত্রৈলোক্য নাথ ঘোষাল কলিকাতা ও নানাস্থান হইতে ভিক্ষা দ্বারা টাকা সংগ্রহ করিয়া বাসগ্রামে একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন। ত্রৈলোক্য বাবুর উদ্যোগিতাকে ধন্যবাদ। অর্থাভাবে রাস্তার কিছু কিছু কার্য্য অসম্পন্ন রহিয়াছে, আমরা আশা করি তাঁহার চেষ্টায় ও হিতৈষী লোকদিগের অনুগ্রহে ইহাও সম্পন্ন হইবে।

ভারত সংস্কারক।

পেরাকী বিপ্লব।

আজি কালি ইংরাজ জাতির দাপে পৃথিবী কম্পান্বিত, তাঁহারা যেখানে অধিষ্ঠান করেন, তৎসন্নিহিত ক্ষুদ্র রাজ্য সকল আপনা হইতে স্বাধীনতাভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের গ্রাসে নিপতিত হয়। পররাজ্য কিরূপে গ্রহণ করিতে হয়, তাহার সহজ কৌশল ইংরাজেরা দুই তিন শত বৎসর অবধি ভারতবর্ষে প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, আবশ্যক হইলে অন্যত্রও তাহা অবলম্বন করেন। এক রাজ্যের সিংহাসন লইয়া দুই ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইল, দয়ালু হৃদয় ইংরাজেরা দুর্ব্বলের সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন, দুর্ব্বলকে জয়ী করিয়া দিয়া সিংহাসনে বসাইলেন, কিন্তু শেষে শাসন বিষয়ে তাঁহার অক্ষমতা প্রতিপন্ন করিয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। এই অপরূপ ক্রীড়া পেরাকে প্রদর্শিত হয় এবং তজ্জন্য ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে।

মালয় উপদ্বীপের অন্তর্বর্ত্তী পেরাক রাজ্য লইয়া ইস্মেল ও আবদুল্লা নামে দুই ব্যক্তির বিবাদ চলিতেছিল। সাধারণ প্রজারা ইস্মেলের অনুরাগী, এই জন্য তিনি প্রাধান্য লাভ করেন; কিন্তু নিকটস্থ ষ্ট্রেট সেট্‌লমেণ্টের ইংরাজ রাজপুরুষেরা দুর্ব্বল ও অপদার্থ আবদুল্লার সপক্ষ হইয়া তাহাকে রাজা করেন এবং তাঁহার তত্ত্বাবধায়করূপে এক জন রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করেন। প্রজাগণ ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। আবদুল্লা অল্পকাল রাজত্ব করিয়াই আপনার প্রজাপীড়ন, অতিরিক্ত অহিফেন সেবন ও অসচ্চরিত্রাদি গুণের পরিচয় দেন, রেসিডেণ্ট সাহেবও তাহা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করেন। শুনা যায় পেরাকে একটী মূল্যবান্ টিনের খনি আছে, ইংরাজেরা তাহার লোভে আকৃষ্ট। এই কারণে বা দেশের মঙ্গলার্থ হউক, ইংরাজেরা দেশীয় প্রধান লোকদিগকে বলেন, অকর্ম্মণ্য আবদুল্লাকে পরিত্যাগ করিয়া পেরাককে ইংরাজ সুশাসনের অধীন করা হউক। ইহাতে কেহ কোন সম্মতি বা আপত্তি প্রকাশ না করাতে সেট্‌লমেণ্টের গবর্ণর জার্বিস গত ১৫ই অক্টোবর পেরাক ব্রিটিস শাসনভুক্ত হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেন। আবদুল্লা অকর্ম্মণ্য হউক, কিন্তু আপনার অধিকার ও স্বদেশের স্বাধীনতা বিসর্জ্জনে প্রস্তুত ছিল না, ইংরাজগণ ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিস্তব্ধ করেন। ঘোষণা পত্র প্রকাশিত হইবার পর ১৫। ১৬ দিন কোন গোলযোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয় নাই; পরে গত ২রা নবেম্বর একদল লোক বিদ্রোহোন্মত্ত হইয়া হঠাৎ রেসিডেণ্ট বার্চ সাহেবকে হত ও তাঁহার কতিপয় অনুচরকে হত ও আহত করিল। তদবধি পেরাকে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। বিপ্লব দমনার্থে মান্দ্রাজ ও কলিকাতা হইতে সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছে। পেরাকী নির্বোধ লোকেরা বৃথা শীর্ষোত্তোলন করিয়াছে, ব্রিটিস সিংহের নখর ও দংষ্ট্রাগ্রে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে রাজনীতি দ্বারা পেরাক গ্রাস করা হইল, তাহা কি ধর্ম্মনীতি সঙ্গত, ইহা চিরকাল জিজ্ঞাসিত হইবে?

সার সালার জঙ্গ ও রেসিডেণ্ট সণ্ডার্স।

হাইদ্রাবাদের অষ্টবর্ষীয় বালক নিজামকে যুবরাজের অভ্যর্থনার্থ বোম্বাই যাইবার জন্য একবার পীড়াপীড়ি করা হইল, আবার তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া

হইল এ সংবাদ সাধারণের গোচর হইয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এইবিষয়ঘটী কার্য্য-প্রণালীর রহস্য কি তাহা ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি এতৎসম্বন্ধে যে সকল পত্রাপত্রি চলিয়াছিল তাহা প্রকাশিত হইয়াছে; আমরা তদ্দৃষ্টে দেশীয় রাজাদিগের উপর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অন্যায় হস্তক্ষেপ ও প্রভুত্ব প্রদর্শনের আর একটি প্রবল দৃষ্টান্ত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত এবং লর্ড নর্থব্রুকের শাসন প্রণালীর মধ্যে আর একটী শোচনীয় ভ্রম দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইলাম।

ঘটনাটীর স্থূল বিবরণ এইঃ—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিজামকে যুবরাজের অভ্যর্থনার্থ বোম্বাই যাইতে অনুরোধ করেন। মন্ত্রী সার সালারজঙ্গ নিজামের শরীর অসুস্থ বলিয়া অব্যাহতি প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে বোম্বাই গেজেট স্বভাবসিদ্ধ হিতৈষিতার বশবর্ত্তী হইয়া হাইদ্রাবাদের রাজভক্তির বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন। এই সংবাদ ইংলণ্ডে তার যোগে গিয়া ঘোর আন্দোলন উৎপাদন করে। তখন হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্ট সণ্ডার্স সার সালারজঙ্গকে গোপনে আহ্বান করিয়া রাজাকে পাঠাইবার মত করিতে বলেন। রাজমন্ত্রী বলেন, দূর পথভ্রমণে রাজার প্রাণের উপর আশঙ্কা হইতে পারে, সুতরাং এ বিষয়ে তিনি মত দিতে পারেন না। রেসিডেণ্ট তাঁহাকে এই বিষয়টী লিখিয়া দিতে বলেন এবং মন্ত্রী তাহা দেন। রেসিডেণ্ট গবর্ণর জেনারলের নিকট এই লেখাটী পাঠাইয়া দেন এবং গবর্ণর জেনারল শিষ্টভাবে নিজামকে এ বিষয়টী পুনর্ব্বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন। তিনি রাজার পীড়ার আপত্তি করেন এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন। সার সালার জঙ্গ তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজামের চিকিৎসক ৪ জন ডাক্তারের মত পাঠাইয়া দেন এবং তাঁহারা স্বাধীনভাবে মত দিয়াছেন, ইহাও জ্ঞাপন করেন। রেসিডেণ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত দেখিয়া রাজমন্ত্রীকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বলেন, যদি নিজামের বোম্বাই গমন না হয়, তাঁহার এবং তাঁহার গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মঙ্গল হইবে না। রাজমন্ত্রী এরূপ গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত দেখিয়া এইরূপ পত্র লেখেনঃ—

"আমি যথার্থ বিশ্বাস সহকারে যে কারণ প্রদর্শন করিয়া প্রত্যুত্তর লিখিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়াও যদি রাজপ্রতিনিধি এরূপ মত স্থির করেন যে নিজামের বোম্বাই গমন না হইলে তাঁহার রাজ্যের পক্ষে হানি হইবে, তাহা হইলে তাঁহার যে কোন বিপদ ও স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা থাকুক, তাঁহার নিজের এবং দেশের মঙ্গলার্থ তাঁহাকে অবশ্যই দূরপথ গমন স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু ইহাতে আমার উপর আর কোন দায়িত্ব থাকিতেছে না।"

রেসিডেণ্ট সণ্ডার্স এই পত্র পাঠে রুষ্ট হইয়া লেখেনঃ—

"আপনি অবিবেচনা পূর্ব্বক ও অনুচিতরূপে রাজপ্রতিনিধির উপর দায়িত্ব নিক্ষেপের চেষ্টা করিয়া যেরূপ কার্য্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে রাজপ্রতিনিধির কার্য্য করিবার দুইটী মাত্র পথ খোলা আছে, কিন্তু সে উভয়ই নিজামের পক্ষে কেবল অলাভকর ও কষ্টকর নয়, ঘোর বিপদজনকও হইতে পারে। আপনার জিদ্ দ্বারা অল্পবয়স্ক নিজামের এবং তাঁহার সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের যে অমঙ্গলের সম্ভাবনা, সাধ্যমতে তাহার নিবারণ করা আমার কর্ত্তব্য। আপনি যেরূপ কার্য্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে নিজামকে বোম্বাই যাইবার দৃঢ় আদেশ করিয়া তাঁহার উপর কোন বল প্রকাশ করা হইবে কি না, রাজপ্রতিনিধিকে এই বিষয় মীমাংসারই ভারার্পণ করিয়াছেন।"

এইরূপে রেসিডেণ্ট সাহেব নিজামের বোম্বাই গমন লইয়া সালার জঙ্গকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, অথচ তাঁহার শরীরের কোন ভদ্রাভদ্র হইলে মন্ত্রীকেই দায়ী থাকিতে হইবে জানাইলেন। এ দিকে বিদেশীয় বিভাগের আচিসন সাহেব সালারজঙ্গকে পত্র লিখিলেন যে, যুবরাজের হাইদ্রাবাদ দর্শনের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এরূপ অবস্থায় সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে এবং মন্ত্রী যে রাজপ্রতিনিধি বোম্বাইতে পাঠাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য হইবে না। মন্ত্রী এই সকল ব্যাপার দেখিয়া লিখিয়া পাঠান, 'নিজাম বোম্বাই যাইবেন এবং আমিই তাঁহার জন্য দায়ী থাকিব।' রেসিডেণ্ট এই পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু বাস্তবিক গবর্ণমেণ্টের উপর কোন দায়িত্ব স্পর্শে কি না, এই সন্দেহ করিয়া রেসিডেন্সীর ডাক্তারকে নিজামের স্বাস্থ্য পরীক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রী এজন্য পূর্ব্বে জিদ্ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাহাতে সম্মতি দান করা হয় নাই। রেসিডেন্সী ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্ব ডাক্তারদিগের সহিত একমত হন এবং নিজামকে দূর দেশে লইয়া যাইতে নিষেধ করেন। তখন রেসিডেণ্ট গবর্ণমেণ্টের আদেশে লেখেন, নিজামের শরীর অসুস্থ অতএব তাঁহাকে বোম্বাই গমন হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল।

উপরে আমরা কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া উপস্থিত বিষয়টী যথাযথ বর্ণন করিলাম, ইহা পাঠ করিয়া দেশীয় রাজাদিগের প্রতি রেসিডেণ্টগণের দুর্ব্যবহার দেখিয়া কে না আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইবেন? নিজাম অষ্টবর্ষীয় নাবালক রাজা, মন্ত্রীর উপরে তাঁহার সমুদায় ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সাধ, তাঁহাকে যুবরাজের নিকটস্থ করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা ভাবিয়া মন্ত্রী ক্ষমা চান। মন্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করা হইল না; লেখায় বিশ্বাস করা হইল না; তিনি ডাক্তারদিগের প্রমাণ দিলেন, তাহা গ্রাহ্য করা হইল না; তিনি

নিজামকে বোম্বাই পাঠাইতে চাহিলেন, কিন্তু দায়িত্ব লইতে অস্বীকৃত হইলেন, তাহাও গ্রাহ্য করা হইল না। প্রত্যুত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কোন কথাতেই বিশ্বাস করেন না এবং তিনি আপনার উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হউন, নতুবা নিজাম ও তাঁহার রাজ্যের বিপদ্ হইবে ইহাই জানান হইল। ইহাকে যদি ভয় প্রদর্শন ও পীড়ন না বলে, তবে কাহাকে বলা যাইবে? কর্ণেল ফেয়ার দ্বারা দুর্ভাগ্য মহ্লার রাও কিরূপ উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, এই ঘটনা দ্বারা তাহা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সকল রাজার প্রতিই রেসিডেণ্টদিগের এরূপ ব্যবহার সম্ভব। কিন্তু রেসিডেণ্টগণ গবর্ণমেণ্টের হস্তের যন্ত্র মাত্র, তাঁহাদিগের কার্য্যের দোষগুণভাগী গবর্ণমেণ্টকে অবশ্যই হইতে হইবে। এই জন্য আমরা বার বার বলিতেছি, দেশীয় রাজাদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা হউক। দেশীয় রাজারা কতদূর স্বাধীন, ও কত দূর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন, ইহার সীমা নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে পরস্পরের মধ্যে মনোবাদ ও গোলোযোগ ঘটিবার সর্ব্বদাই সম্ভাবনা। এই গোলযোগ সূত্র অবলম্বন করিয়া ক্ষমতা ও রাজ্যাধিকার বিস্তার করা যদি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে কিছু বলিবার নাই, কিন্তু তাহা না হইলে দেশীয় রাজগণ যাহাতে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

এক জন প্রসিদ্ধ নীতিকার বলিয়াছেন, যে "সকল কার্য্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া যাহা শ্রেয় বোধ করিবে তাহাই দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিবে"। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে ইংরাজানুকরণের গুণাগুণ সকল সমালোচনা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। যখন আমাদিগের বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ ইংরাজানুকরণে সংগঠিত হইতেছে, তখন ইহার আদর্শ পরীক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পরীক্ষার সময় দোষ ও গুণ সকলই প্রদর্শন করিতে হয়; অনুকারী এই দোষ গুণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দোষ ভাগ পরিত্যাগ ও গুণাংশ গ্রহণ করিলেই কল্যাণ লাভ করিতে পারেন। বঙ্গসমাজ ইংরাজানুকরণ করিতে গিয়া তাহার গুণাংশ গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন কি না, দেখিতে হইবে; এই জন্য আমরা প্রথমতঃ ইংরাজ সমাজের সাধারণ গুণগুলি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

সত্যপ্রিয়তা, ন্যায়পরতা, দেশহিতৈষণা, সাহসিকতা, স্বাধীন ভাব, দৃঢ়ব্রত, অটল অধ্যবসায় প্রভৃতি ইংরাজদিগের কতিপয় উৎকৃষ্ট জাতীয় গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরা এই সকল গুণ গ্রামের জন্যই পৃথিবীর সভ্যতম জাতিদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিয়াছেন। সত্যপ্রিয়তা ইঁহাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণ। ইহার জন্য ইঁহারা মহামহা বিপদ মধ্যে পতিত হইতে এবং প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। ন্যায়পরতার দৃষ্টান্ত ইংরাজদিগের ইতিহাসে যেরূপ অজস্র পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর প্রায় অন্য কোন জাতির ইতিহাসে সেরূপ দেখা যায় না। ইঁহাদিগের দেশহিতৈষণার বিষয় চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। একজন সামান্য ইংরাজও কত গর্ব্বের সহিত আপনার জন্মভূমির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের সাহসিকতার বিষয় বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন, ভারত-সমাজ তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। দৃঢ়ব্রত ও অটল অধ্যবসায়ে অধুনাতন পৃথিবীর অতি অল্প জাতিই ইহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে বাণিজ্য ও শিল্প, বিজ্ঞান ও ব্যবহার শাস্ত্রের যে এত অধিক উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়, সে কেবল এই শেষোক্ত গুণদ্বয়ের প্রভাবে। যে কার্য্যে ইংরাজ একবার হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহা সম্পন্ন হয় ততক্ষণ তাঁহার বিরাম নাই। হয়তো অনুষ্ঠানকারী তাঁহার জীবদ্দশায় সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলেন না অথবা তাহা সম্পন্ন করিতে তাঁহার জীবিতকাল কুলাইল না—তাঁহার পরবর্ত্তী দুই, তিন বা অধিক পুরুষেও তাঁহার অবলম্বিত কার্য্যের অনুসরণ করিয়া পরিশেষে তাহা সম্পন্ন করিবেন। ইহাঁদিগের বিজ্ঞান শাস্ত্র, ব্যবহার শাস্ত্র, বাণিজ্য ও শিল্পের ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদিগের মধ্যে উদ্যম ভঙ্গ পুরুষ অতি বিরল। সঙ্কল্পিত কার্য্যানুষ্ঠানে রাশি রাশি বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও ইহাঁরা অসামান্য ধৈর্য্য ও অটল অধ্যবসায় সহকারে তাহা সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন। "উদ্যোগী পুরুষসিংহ" কেবল এই জাতির মধ্যেই বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা উপরে ইংরাজ জাতির যে সকল গুণাবলীর উল্লেখ করিলাম, বঙ্গসমাজ তাহার অনুকরণে কতদূর সমর্থ হইয়াছেন দেখা যাউক। প্রথমতঃ সত্যপ্রিয়তা—এটী যে আর এখন আমাদিগের জাতীয় গুণ নহে, তাহা কলিযুগের লক্ষণে বর্ণিত হইয়াছে যথা, "সত্যঞ্চ দূরং গতং।" প্রাচীন সম্প্রদায় বুঝুন আর নাই বুঝুন, তথাপি তাঁহারা শাস্ত্রভক্ত, সুতরাং তাঁহারা

যে সত্য হইতে দূরে থাকিবেন তাহার আর বিচিত্র কি? কিন্তু যুবক সম্প্রদায় যেরূপ অসারতা ও কপটতাপ্রিয়, তাহাতে সত্যের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বালকেরা তাহাদিগের উপরিতন সম্প্রদায়দ্বয়ের অনুসরণ করিয়া প্রথম হইতেই সত্য-ভ্রষ্ট হইতে শিক্ষা করিতেছে। জন কতক উদারচিত্ত সুশিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন—যাহাদিগের সংখ্যা অঙ্গুলি পর্ব্বাগ্রে গণনা করা যাইতে পারে—সত্য সকলের নিকট উপহাসের বস্তু হইয়াছে। এখন সত্যের মধ্যে বঙ্গ সমাজ কেবল পরস্পরের দোষ গুলি কীর্ত্তন করিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু তাহাও যদি উদার ও সরলভাবে ন্যায়-পরতার সহিত করিতে পারিতেন, তাহাহইলেও কতক পরিমাণে সমাজের উপকার সাধন হইত।

দ্বিতীয়তঃ ন্যায়-পরতা। এটীও আমাদিগের জাতীয় গুণ হয় নাই বলিলে অধিক বলা হয় না। মুষ্টিজীবী দীন হইতে ঐশ্বর্য্যশালী ধনী পর্য্যন্ত, দুর্ব্বল কৃষী হইতে প্রবল জমীদার পর্য্যন্ত, অজ্ঞ মূর্খ হইতে বিজ্ঞ শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত পর্য্যন্ত কাহাকেও ন্যায়ের পক্ষপাতী দেখিতে পাওয়া যায় না; প্রত্যুত অন্যায় ও প্রতারণা পূর্ব্বক স্বার্থ সাধন করিতে পারিলে কোন পক্ষই ছাড়িবার পাত্র নহেন। মেকলে আমাদিগের জাতীয় দোষ গুলি তীব্র ভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহার উপর বিরক্ত হই বটে, কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার প্রদত্ত দোষ গুলির সম্পূর্ণ অপলাপ করা কাহার সাধ্য নহে। আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যা ও বুদ্ধিতে, জ্ঞান ও ধর্ম্মেতে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া গণনীয় হইতেছেন, ন্যায়-পরতার অর্থ তাঁহারাও এখন সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ।

তৃতীয়তঃ। দেশ হিতৈষণা—এখন কেবল আমাদিগের মুখেতেই শ্রুত হইয়া থাকে। বড় বড় সভায় দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রস্তাবের আড়ম্বরেই ইহার পরিসমাপ্তি হইতে দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে কয় ব্যক্তি দেশের সংস্কার কার্য্যে জীবন অর্পণ করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলে বঙ্গ সমাজ মস্তকোত্তোলন করিতে লজ্জিত হইবেন। একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিতেন যে "দেশ হিতৈষণা দুর্বৃত্তদিগের শেষ গতি।" বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে এই বাক্য দুঃখের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। দেশ হিতৈষণা আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের অপরিচিত গুণ নয়। পূর্ব্বে কত শত মহাত্মা ইহা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া আমাদিগের জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। দেশের যে কোন স্থানে গমন কর পুরাতন দেশহিতকর কার্য্য সকলের ভূরি ভূরি নিদর্শন সকল দেখিতে পাইবে। রথ্যানির্ম্মাণ, ঘাট-প্রদান, পুষ্করিণী খনন, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা স্থাপন, চতুষ্পাঠী পোষণ প্রভৃতি কত প্রকার হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত। এক্ষণে কেবল দুই একজন মহানুভব ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই স্বার্থ-সাধনে ব্যতিব্যস্ত। নিজে ভাল আহার করিবেন, ভাল পরিচ্ছদ পরিধান করিবেন, ভাল বাড়ীতে বাস করিবেন, ভাল গাড়ী চড়িয়া বেড়াইবেন, ইহাই অনেকে জীবনের সারধর্ম্ম বুঝিয়াছেন! কিন্তু পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র রায়, গোলোকচন্দ্র রায়, কৃষ্ণ বসু প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক মহাত্মারা সামান্য অবস্থায় থাকিয়া কত মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন! এখন যাঁহারা এক আধটী সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাও প্রায় স্বার্থ সাধন জন্য। কেহ হয়তো বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য কি প্রথমে তাহা অতি অল্প লোকেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু শেষে আর তাহা অপ্রকাশিত থাকে না। এইরূপ রথ্যানির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্য সকল অনেকের কেবল রাজদ্বারে সম্মান লাভের উপায় হইয়াছে!!! আমাদিগের এই বাক্য সপ্রমাণ করিবার জন্য অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। গবর্ণমেণ্ট কোন অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের জন্য অনুরোধ করুন, এখনি লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিবে; কিন্তু ডাক্তর সরকার কয়েক বৎসর ক্রন্দন করিয়াও বিজ্ঞান সভার জন্য লক্ষ টাকা তুলিতে পারিলেন না!! আমরা সে দিন বলিয়াছি বৃটিশ-শাসন জাগ্রতের সহায়, নিদ্রিতের নয়—আমাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া রাজপুরুষেরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছেন, আমাদিগের মুখাপেক্ষা না করিয়া আইন পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতেছে—আমাদিগের উপযোগী হউক বা না হউক, তাহা তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না—যাহা তাঁহাদিগের নিজের সুবিধাকর বিবেচনা করেন, তাহা তাঁহারা করিলেনই করিবেন, হাজার চিৎকার কর কেহ তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না। এরূপ অবস্থায়ও কাহারও দেশহিতৈষণা উত্তেজিত হয় না! ইংরাজ জাতি সাধারণ আমাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে বিমুখ নন, তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের দুরবস্থা গুলি প্রকাশ করিলে অবশ্য তাহার প্রতীকার হইতে পারে। কিন্তু কই কয় জন অগ্রসর হইয়া ইহার জন্য ইংলণ্ড গমনে প্রস্তুত আছেন? এখানে অনেক গুলি দেশীয় ইংরাজী সংবাদপত্র আছে, এরূপ এক খানি পত্র যদি ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা এখানকার সহস্র খানির কার্য্য হয়—কত বার এ বিষয়ের আন্দোলন হইল, কিন্তু কই এ পর্য্যন্ত কোন্ দেশহিতৈষী ব্যক্তি

এই কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন? দেশহিতৈষণা অন্তরের কার্য্য, মুখের কথা নহে!

চতুর্থতঃ সাহসিকতা। আমাদিগের সাহসিকতা কেবল অন্তঃপুর মধ্যেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার জন্য সমাজকে অধিক দোষ দেওয়া যাইতে পারে না—বহুকাল পরাধীনতায় অভ্যস্ত হইয়া তেজস্বিনী বৃত্তি সকল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, অনুকরণ করিয়া শীঘ্র এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক দু একটী বিষয়ে আমাদিগের সাহসিকতার ক্রমশঃই বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়—সে ধর্ম্মে অনাস্থা এবং গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত।

অস্মদ্দেশের আধুনিক অবস্থা। (১)

স্বদেশীয় মহাশয়গণ,

অদ্যকার যৎসামান্য প্রস্তাবে যাহা কিছু লিখিত হইতেছে, তাহা আপনাদিগের অজ্ঞাত বা অননুভূত নহে। অজ্ঞাত বা অননুভূত বিষয় শ্রবণ বা দর্শন করিলে, নয়ন ক্ষণকাল বিস্ময়োৎফুল্ল এবং অন্তঃকরণ মুহূর্ত্ত মাত্র বিকসিত হয়। কিন্তু যে সকল বিষয় আমাদিগের স্বার্থসিদ্ধির সহকারী, যাহার আলোচনার উপর আমাদিগের বর্ত্তমান ও ভাবি শুভাশুভ সম্পূর্ণ নির্ভর করে, এবং যাহার চিন্তায় জ্ঞানবান্ মাত্রেরই মন নিবিষ্ট ও প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে, সেই সমস্ত বিষয় আপনাদিগের অন্তরে স্মরণ করিয়া দেওয়াই মদীয় প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য। মনে করুন, ৩০। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে অস্মদ্দেশীয় কোন ব্যক্তি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া ক্রমাগত বিদেশে বাস করত অধুনা পুনরায় এখানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যদি আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা দেখেন, এবং সেই সময়ে তাঁহার পূর্ব্বানুভূত অবস্থা সকল অন্তঃকরণপটে অঙ্কিতের ন্যায় স্মৃতিপথে আবির্ভূত হয়, তখন তাঁহার মানসে যে সকল ভাবের উদয় হয়, তাহার কিয়দংশ বর্ণনই এই প্রস্তাবের অভিধেয়।

প্রবাসাগত ব্যক্তির চক্ষে নানাবিধ পরিবর্ত্তন প্রতীয়মান হইবে। এই অল্প সময়ের মধ্যে (১) আমাদিগের দেশের ভূমির, (২) জল বায়ুর, (৩) অধিবসতির, দেশীয় সম্পত্তির, (৪) সামাজিক আচার ব্যবহারের, (৫) [illegible] উন্নতি বা অবনতির, (৬) এবং (৭) [illegible] যে সকল সৎ বা অসৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সেই সমুদায়ের সমবেত আদর্শ তাঁহার হৃদয়াদর্শে প্রতিফলিত হইবে। তিনি আপাততঃ দেখিয়া অনেক স্থান চিনিতেই পারিবেন না।

প্রথমতঃ। অস্মদ্দেশের উপান্তবর্ত্তী ক্ষেত্র মণ্ডলে যখন তাঁহার নেত্র নিপতিত হইবে, তখন তিনি বুঝিতে পারিবেন যে শস্যক্ষেত্র সকল পূর্ব্বাপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যে সকল স্থান ধান্যরোপণোপযুক্ত দেখিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে মাল ভূমি (বা বাড়ী জমি) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং সেই সকল ক্ষেত্র পূর্ব্ববৎ পরিমাণে তত্তৎ শস্য প্রসব করিতে অসমর্থ হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে প্রধানতঃ দুইটী মহৎ অন্তরায়ে এইরূপ ঘটিতেছে; ১ম ভূমির ক্রমোন্নতি, ২য় কৃষকগণের পরিশ্রমের ন্যূনতা। মহাশয়গণ অবগত আছেন যে, ভূমির উচ্চাবচ অবস্থান হেতু শস্যবিশেষের উৎপত্তি হয়; এবং ইহাও বুঝিতে পারেন যে প্রতিবৎসর বর্ষাকালীন জলস্রোতের সঙ্গে গ্রামস্থ মৃত্তিকাকণা ভাসমান হইয়া ক্রমাগত ক্ষেত্র সকলে পতিত হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য ঐ সকল ক্ষেত্র ভূমি ক্রমশঃ অল্পে অল্পে উন্নত হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং যে ভূভাগ যে শস্যের উপযোগী ছিল, তাহা আর তৎপরিমাণে তদুৎপাদনে সমর্থ হইতেছে না। দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ কৃষকগণের শ্রমলাঘব বুঝিতে হইলে, আমাদিগের জনসমাজের প্রাচীন ব্যবহার ও ব্যবসায় স্মরণ করিয়া দেখিতে হয়। এক্ষণকার ন্যায় পূর্ব্বে অস্মদ্দেশীয়গণ ঈদৃশ স্বরৃত্তিলোলুপ অর্থাৎ চাকুরে ছিল না; কি ভদ্র, কি অভদ্র প্রায় সকলেরই জীবিকা কৃষি ও ব্যবসায়ের অন্যতরে পর্য্যবসিত হইত। তখন তাহারা বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিত; তজ্জন্য কার্য্যনিযুক্ত কৃষকেরা কোনরূপ অবহেলা করিতে পারিত না। কিন্তু এক্ষণে আমরা অধিকাংশ স্বরৃত্তিধারী হওয়াতে আর কৃষিকার্য্যের সম্যক্ তত্ত্বাবধারণ করিতে পারি না; সমস্ত ভার কৃষকগণের উপর নির্ভর করিয়া থাকি; ফলও তদনুরূপ পাইতেছি। আমাদিগের প্রাচীন আচার্য্য ও কৃষকদিগের ব্যবহার দেখিয়াই, বুঝি কোন ব্যক্তি "বামণ গেল ঘর, ত লাঙ্গল তুলে ধর" এই প্রবাদটী সৃষ্টি করিয়াছেন। "লাঙ্গল তুলে ধর" এই বাক্যের প্রকৃতিলভ্য অর্থ বুঝিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ ভূম্যধিকারী) সমক্ষে দাঁড়াইয়া থাকিলে কৃষকেরা লাঙ্গল চাপিয়া ধরিয়া অধিক নিম্নে ভূমি বিদারণ করিত, এবং ঐ ব্যক্তি গৃহে প্রত্যাগত হইলেই আর তত জোরে চাপ দিয়া কর্ষণ করিত না, অর্থাৎ উপরিভাগে মাত্র হলচালন করিয়া সীতাবিন্যাস করিত। ভূমির অনুর্ব্বরতার পক্ষে ইহাই একটী বিশেষ কারণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না, যে, আমাদিগের দেশের উত্তর পূর্ব্ববর্ত্তী পীতাম্বরী নামে বিখ্যাত ভূখণ্ড ক্রমে এরূপ উন্নত হইয়া উঠিতেছে, যে, উহা ব্রীহি বা হৈমন্তিক ধান্যের উপযোগী না হইয়া বরং আশুধান্য বা উদ্যান পরম্পরার উপযুক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমাদিগের ন্যায় দেবমাতৃক দেশে মাল ভূভাগে ব্রীহি রোপণ করা পণ্ডশ্রম মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ। অস্মদ্দেশের জল বায়ুর যে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা আপনাদের অগোচর নাই। আমাদিগের বিশুদ্ধ ও বিমল পানীয় জলের যথেষ্ট কষ্ট ঘটিয়াছে। জীবনদায়িনী জীবনময়ী আদিগঙ্গা এক্ষণে জীবনহীনা হইয়া শৈবাল শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। দুই একটী ব্যতীত সমস্ত পুষ্করিণীই এক্ষণে আবিলসলিলা হইয়াছে; অনেক বড় বড় দীর্ঘিকা অধুনা পঙ্কময়ী ও পানাবগুণ্ঠনবতী হইয়া শোকময়া রহিয়াছে। কে আর তাহাদিগের সেই হৃদয়সংসক্ত তমঃকর্দ্দম অপনীত করিয়া প্রসন্নসলিলা করিয়া তুলিবে? কে আর তাহাদিগের সেই বিলীয়মান জীবন পূর্ত্তকার্য্যরূপ ঔষধ প্রয়োগে পুনরুজ্জীবিত করিবে? একবার এক জন বৈদেশিক মহাত্মা আমাদিগের দেশের জলাভাব নিবারণার্থ একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই মনোরথ কোরকাবস্থাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। আমরা প্রতি বৎসর নিদাঘ সময়ে জলকষ্ট অনুভব করি, কিন্তু আমাদিগের দেশীয় ভূস্বামীরা তাহা অবগত হইয়াও কেন আমাদিগের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করেন না তাহা তাঁহারাই জানেন।

বায়ুর অসৎ পরিবর্ত্তন আমাদিগের আধুনি

(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্নের বক্তৃতা—রাজপুর হরিনাভি উন্নতিবিধায়িনী সভার অগ্রহায়ণ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

রোগপ্রাবল্যের দ্বারাই প্রমাণীকৃত হইতেছে। ম্যালেরিয়া আমাদিগের প্রাচীনেরা কখন স্বপ্নেও দেখেন নাই। প্লীহা ও যকৃৎ প্রাদুর্ভাব তাঁহাদিগের পক্ষে ধূমকেতুর আবির্ভাবের ন্যায় কাদাচিৎক ছিল। এই সকল পীড়ার উৎপত্তিকল্পে জল বায়ুর বিকৃতিই প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। আমাদিগের বিশুদ্ধ পানীয় জল নাই, আমরা সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পাই না, আমাদিগের বাসভবন পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন নহে, ইত্যাদি কারণমালাতেই আমরা প্রায়শঃ পীড়াগ্রস্ত হইতেছি। আমাদিগের দেশে নূতন নূতন পথ বিনির্ম্মিত হইতেছে, পূর্ব্বক্ষুণ্ণ বর্ত্ম সকল অব্যবহার্য্য হইয়া জঙ্গলময় হইতেছে। পূর্ব্বে পয়ঃপ্রণালী সকলের যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, অধুনা তাহার পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে; কোনটীর বা একেবারে বিলীনভাব হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বে অস্মদ্দেশের মেঘমুক্ত বার্ষিক সলিল রাশি যে পথে প্রবাহিত হইত, তাহার বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। কতক অংশ বা গ্রামের প্রতি মমতাবশতঃই হউক, অথবা আধার পাত্র ক্ষেত্র সকলের উন্নতাবশতই হউক, গ্রাম ভূভাগ ত্যাগ করে না, প্রত্যুত বহু দিন স্থায়ী হইয়া সংক্রামক রোগের মূল সূত্র স্বরূপ দুর্গন্ধ বাষ্প প্রসব করে। এই দেশদূষক রোগকারক দুষ্ট নীররাশির নিদূরীকরণ আমাদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। ইহার একমাত্র উপায় অস্মদীয় হৃদয়ে প্রতিভাত হয় যে, অস্মদ্দেশের সন্নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রভাগের মধ্যে এক একটী অনতিপ্রশস্ত অথচ দূরব্যাপী গভীর কুল্যা খনন করা, এবং সেই সকল কুল্যার সহিত কোন খালের সংযোগ সম্পাদন করা। আর গ্রামস্থ জলরাশি যাহাতে সেই সকল কুল্যায় গিয়া পতিত হইতে পারে, এরূপ উপায় করিলেই, আমরা প্রতি বৎসর তদুৎপন্ন হানিকর বাষ্পের হস্ত হইতে অনেকাংশে রক্ষা পাইতে পারি। এই অতীব প্রয়োজনীয় মহৎ কার্য্যটী গ্রামীণগণের সমবেত সাহায্য, এবং ভূস্বামীদিগের উৎসাহ ও উদ্যমের উপর, সম্যক্ নির্ভর করে। আমাদিগের সকলের এক মত হইয়া এই মঙ্গলকর কার্য্য সাধনে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য, এবং ইহার জন্য ভূম্যধিকারীদিগের নিকট সবিনয় প্রার্থনাও বিধেয়।

"বৃহৎ সহায়ঃ কার্য্যান্তং ক্ষোদীয়ানপি গচ্ছতি" এই কবিবাক্য অবলম্বন করিয়া আমরা প্রযত্ন করিলে অবশ্য কৃতকার্য্য হইতে পারিব।

তৃতীয়তঃ। আমাদিগের অধিবসতিরও যথেষ্ট পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যে স্থান কণ্টকাকীর্ণ ও দুর্গম ছিল, অধুনা তথায় নয়নাভিরাম আরাম পরম্পরা দেদীপ্যমান হইতেছে; ইতিপূর্ব্বে যে বাস্তু জর্জ্জর বংশ নিবেশিত জীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত কুটীর পটলে আবৃত ছিল, সম্প্রতি সেই স্থান সুধাধবলিত সৌধমালায় সুশোভিত হইতেছে; পূর্ব্বে যে সকল বর্ত্ম বর্ষাসময়ে দুর্দ্দম কর্দ্দমময় হইত, তন্মধ্যে কতকগুলি এক্ষণে পাটল বর্ণ ইষ্টকখণ্ডে মণ্ডিত হওয়াতে মানবগণের গতায়াত সুখপ্রদ হইয়াছে। পক্ষান্তরে অনেক অসৎ পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে। গ্রামের দর্পস্বরূপ, ভূমির ভূষণস্বরূপ, বিদেশীয় ব্যক্তির নয়নের অঞ্জন স্বরূপ, কত কত সুরম্য হর্ম্ম্যশ্রেণী ধরাশায়িনী হইয়াছে, এবং তদুপরি সঞ্জাত অর্ক, এরণ্ড প্রভৃতি পাদপগণ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া সেই সকল সৌধমালায় দৈনাক্লিষ্ট মুখাবগুণ্ঠন সম্পাদন করিতেছে। কত শত সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা মৃত্তিকায় পরিপূর্ণ হইয়া সম্প্রতি গোচারণ ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। কোথাও বা নানা তরুমণ্ডিত মনোরম উদ্যান রাজি নির্দ্দয় প্রভঞ্জনের কোপে পড়িয়া বিপর্য্যস্ত ও শ্রীবিহীন হইয়াছে। এইরূপ নানাবিধ সৎ ও অসৎ পরিবর্ত্তন প্রভাবে আমাদিগের দেশ প্রবাসাগত ব্যক্তির চক্ষে যেন নবীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। এস্থলে অস্মদ্দেশের অতি প্রধান সৎপরিবর্ত্তটী উল্লেখ না করিয়া হৃদয় ক্ষান্ত হইতে পারিতেছে না;—উহা আমাদিগের গ্রামের উপকণ্ঠগামী দক্ষিণ পূর্ব্ব বাষ্পীয় রথের সরণি। এই যানের যাতায়াত হেতু আমাদিগের দেশের যে কতদূর সুবিধা ঘটিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। এই পথের নির্ম্মাণ হইতেই আমাদের দেশ নগর প্রায় হইয়া উঠিয়াছে।

চতুর্থতঃ। পূর্ব্বে আমাদের দেশীয় সম্পত্তি দুই একটী সুপ্রসিদ্ধ সমৃদ্ধ গৃহস্থের গৃহেই রাশীকৃত ছিল। অপর সাধারণ সকলেই প্রায় ধনহীন ছিল বলিলেও অসঙ্গত বোধ হয় না। সেই সকল সম্পন্ন গৃহস্থই গ্রামের মস্তক স্বরূপ ছিলেন, এবং অনেক সময় গ্রামীণ দীনজনের দৈন্যবিমোচনে প্রচুর অর্থ বিতরণ করিতেন। তাঁহাদিগের কীর্ত্তি অদ্যাপি বৃদ্ধ কুলের বদনে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই, তাঁহারা স্বকীয় কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী রাখিবার অধিক উপকরণ রাখিয়া যান নাই। কালক্রমে তাঁহাদিগের সেই ঐশ্বর্য্য সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে; এবং শিলা নিক্ষিপ্ত নীহারপিণ্ডের চূর্ণীকৃত খণ্ডনিকরের ন্যায়, তাঁহাদিগের সেই স্তূপাকার ধনরাশি গ্রামস্থ অধিবাসীদিগের গৃহে যেন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ এক্ষণে সকল আলয়েই কমলালয়ার কৃপাদৃষ্টি পড়িতেছে; কিন্তু কোন গৃহস্থই তাঁহাকে স্থিরা ও নিশ্চলা করিতে পারিতেছেন না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা সুকঠিন হইলেও কথঞ্চিৎ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে যখন আমাদিগের দেশে ধনসম্পত্তির অল্পতা ছিল, তখন কয়েকটী সমৃদ্ধ লোক ব্যতীত অপর সাধারণের জীবিকা কৃষি, পাশুপাল্য ও ব্যবসায়েই নিবদ্ধ থাকিত। ক্ষেত্রোৎপন্ন ধান্য প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী স্বল্প ব্যয়েই লব্ধ হইত; এবং প্রতি গৃহস্থই গোধন পালন করিয়া তদ্দত্ত-ক্ষীরপানে বিলক্ষণ পুষ্টশরীর হইত। তদানীন্তন সময়ে অর্থ দ্বারা ক্রয় করিবার অতি অল্প বস্তুই ছিল। আপনারা অবগত থাকিবেন, আমাদিগের প্রাচীনেরা কেবল লবণ ক্রয়োপযোগী অর্থ পাইলেই আপনাদিগকে সমৃদ্ধিশালী মনে করিতেন। তখনকার দশ টাকা বোধ হয়, এক্ষণকার সহস্র মুদ্রারও অধিক গণ্য হইত। তজ্জন্য বোধ হয় "সে ব্যক্তি বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করেন" এই প্রবাদের সৃষ্টি হয়। তৎকালে সৌখীনতা বা বিলাসিতার সামগ্রী অধিক ছিল না। সুতরাং মানবের অন্তঃকরণ যদৃচ্ছালব্ধ ভোগ্য বিষয়েই সন্তুষ্ট থাকিত, এবং জীবনের অধিকাংশই আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হইত। কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। অস্মদ্দেশের ধনবৃদ্ধির সহিত দেশীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধিও ঘটিয়াছে এবং শ্রমজীবিগণের শ্রমের মূল্যও তৎসঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে। এইটী অতি আশ্চর্য্য নিয়ম, এবং জগতের সর্ব্বত্র প্রমাণীকৃত হইতেছে। মনে করিয়া দেখুন, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিয়া যৎপরিমিত ফল প্রাপ্ত হইতেন, এক্ষণে আমরা সেই পরিমাণে ধন ব্যয় করিলে, তাহার অর্দ্ধাংশও পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ ধনবৃদ্ধির সহচর শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি, এবং তদানুষঙ্গিক দ্রব্য সামগ্রীর মহার্ঘতা। এক মাত্র দুগ্ধের দৃষ্টান্ত দেখিলেই মহাশয়গণ বুঝিতে পারিবেন, যে অস্মদ্দেশে দ্রব্যাদির মহার্ঘতা কত দূর উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ভাবিয়া দেখুন, আমাদিগের দেশে যেরূপ সম্পত্তি বৃদ্ধি হইতেছে, তদ্রূপ তদ্ব্যয়েরও বর্দ্ধন হইয়া উঠিতেছে। এজন্য প্রায় কোন গৃহস্থই স্বচ্ছন্দে ও নিরুদ্বেগে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতে পারিতেছেন না। দুই একটী ব্যতীত প্রায়

সকল পরিবারেরই অনাটন ও অভাব। মনে করিয়া দেখুন, যদি অস্মদ্দেশীয় খবৃত্তিধারী—ভদ্রতন্ত্র যাবতীয় ব্যক্তি দুই মাস কাল কোন কারণে বৃত্তি বঞ্চিত হন, তাহা হইলে কি শোচনীয় ব্যাপারই ঘটিয়া উঠে; চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া যায়। তখন অস্মদ্দেশীয় পরাধীন ভদ্রগণ ও স্বাধীনবৃত্তি কৃষিজীবিকুলের অবস্থার বিলক্ষণ তারতম্য প্রতীত হইয়া থাকে। তখন

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং" এই শ্লোকার্দ্ধটী কীদৃশ মধুর বলিয়া বোধ হয় তাহা বলা যায় না। (ক্রমশঃ)

সহযোগী সাময়িক পত্র।

প্রভাকর বলেন "কলিকাতার প্রধান রাজমার্গে গবর্ণমেন্টের লোকেরা ঘোষণা করিয়া দিতেছে যে, "মহারাণীর পুত্র আসিতেছেন, সকলে রাজভক্তি প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হও। যখন রাজপথে চলিবে, তখন উত্তম পরিষ্কার বেশ পরিবে। উত্তমরূপে কেশ পরিষ্কার ও আঁচড়াইবে। ধীরে ধীরে হাস্যবদনে রাজপথে চলিবে।" গবর্ণমেন্টের এ আজ্ঞা প্রদানের উদ্দেশ্য কি? প্রজাকুল সুখে আছে, যুবরাজকে ইহা জানাইবার জন্য? হায়! ভারতের কি পোড়া কপাল! লক্ষ লক্ষ লোক করভারে পীড়িত হইয়া হাহাকার করিতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক সংক্রামক জ্বরে অকালে সবংশে নির্ব্বংশ হইতেছে, লক্ষ লক্ষ কৃতবিদ্য অন্ন সংস্থানের জন্য দাসত্ব স্বীকার করিতে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে, দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত পড়িতেছে, আর গবর্ণমেন্ট বলিতেছেন যে, তোমরা যুবরাজকে পাকে প্রকারে জানাও যে, ভারতের অবস্থা এখন অতি উত্তম!"

বাবু প্রাণনাথ দত্ত চৌধুরী কর্তৃক ইউনিয়ান মার্ট নামক একটী দেশীয় হাট স্থাপন উপলক্ষ করিয়া অমৃতবাজার বলেনঃ—যে সকল মহাত্মা দেশের হিতসাধনের ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের জানা কর্ত্তব্য যে, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যাদির উন্নতি না হইলে দেশের প্রকৃত উন্নতি কখনই হইতে পারে না। কিন্তু উক্ত বিষয় সকলের উন্নতি ধনাঢ্য ও সৎস্বভাব মহোদয়গণের সহকারিতা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। এই জন্য আমরা উক্ত বাবুর হাট স্থাপনার বিষয় অবগত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইয়াছি। প্রাণনাথ বাবু একজন সদ্বিদ্বান, সদাচার ও অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি আরো আট দশ জন যদি ব্যবসায়াদিতে হস্তক্ষেপ করেন, তবে দেশের সমূহ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। আমরা শুনিলাম যে, তাঁহার হাটের নিয়ম সকল ইংরাজদিগের স্থাপিত হাট অপেক্ষা উত্তম। ইনি বাঙ্গালীর মাল অবজ্ঞা করিয়া যে সে দরে নীলাম করিয়া বিক্রয় করেন না। ব্যাপারীগণের সম্মতি লইয়া কার্য্য করেন। এরূপ স্থলে আমরা ইচ্ছা করি যে, দেশীয় লোক মাত্রেই নীল প্রভৃতি দ্রব্য সকল তাঁহার হাটে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন, কারণ প্রাণনাথ বাবুর তুল্য উপযুক্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিকে ব্যাপারীগণের পক্ষে পাওয়া দুষ্কর। আমরা যে দিন বলিতে পারিব যে, কলিকাতার হাট সকলের মধ্যে অমুক বাঙ্গালীর হাট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সে দিন আমাদিগের আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না এবং প্রাণনাথ বাবু এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাতে অনতিকাল বিলম্বে আমরা উক্তরূপ গৌরব করিবার আশা করি।

ইণ্ডো ইউরোপীয় করেসপণ্ডেন্স বলেন কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর বাইস চেয়ারমান পদে বাবু শ্রীনাথ ঘোষের নিয়োগে যত মত দ্বৈধ হউক, কিন্তু এতদুপলক্ষে রবার্ট সাহেবের বিরুদ্ধে হগ সাহেব যে আচরণ করিয়াছেন, সকলেই এক বাক্যে তাহার নিন্দা করিতেছেন। হগের আচরণে ব্রাকার নামে একজন স্বাধীন-চিত্ত জষ্টিস বিরক্ত হইয়া মিউনিসিপালিটীর সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন। হগ সাহেবের উপর শ্বেতাঙ্গগণ যখন এত চটা, তখন তাঁহার ভদ্রস্থতা নাই।

সোমপ্রকাশ বলেনঃ—অসভ্যকালের লোকের বুদ্ধি বিবেচনা তেমন থাকে না, স্বার্থপরতা প্রবল, অতএব তাহারাই সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ ও যুদ্ধাদি কার্য্যে লিপ্ত হয়। সভ্যকালের লোকের বুদ্ধি বিবেচনা পরিষ্কৃত অতএব তাঁহারা বিবাদে লিপ্ত হন না। যাঁহাদিগের এ ভ্রম আছে, নিম্নের যুদ্ধ সংবাদগুলি পাঠ করিলেই তাঁহাদিগের ভ্রম দূরীভূত হইবে। ১৮০০ অব্দ অবধি ইংলণ্ড ৪৮ টী, ফ্রান্স ৩৮, রুশীয়া ২২, অষ্ট্রিয়া ১২, প্রসিয়া ৮ টী যুদ্ধে লিপ্ত হন।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

গত পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার 'বেথুন সোসাইটী' সভায় সদ্বক্তা বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ 'ইউরোপীয় সভ্যতা' বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিতে গিয়া ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলেন। তিনি অর্দ্ধঘণ্টা বক্তৃতা করিয়াছেন, এমন সময় সভাপতি ফিয়ার সাহেব বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নিস্তব্ধ করিয়া দেন এবং তাঁহার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন। কালীচরণ বাবুর দোষ এই হইয়াছিল তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা পান যে 'ভদ্র' আখ্যাধারী ইংরাজদিগের মধ্যে অনেক নীচাশয় ও দূষিত চরিত্রের লোক আছেন। ফাদার লাফোঁ প্রভৃতি ফিয়ার সাহেবের আচরণের নিন্দা করিয়া সভার গৌরব ও ন্যায়ের পক্ষ রক্ষা করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বাবু নবগোপাল মিত্র বলেন, আমরা সভ্য ইংরাজদিগের ব্যবহার হইতে সভ্যনীতি শিক্ষা করি, ফিয়ার সাহেবের ব্যবহার হইতে শিখিলাম স্বজাতির যথার্থ দোষ হইলেও তাহা কখন বক্তব্য বা শ্রোতব্য নয়, অনেক নির্বোধ বাঙ্গালী ইহার বিপরীতাচরণ করিয়া অসভ্যতার পরিচয় দেন!!

গত শনিবার মেডিকাল কলেজ থিয়েটরে বেঙ্গল টেম্পারেন্স সভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে ৫।৬ শত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ফ্রিচর্চ ইনষ্টিটিউসনের প্রোফেসার ম্যাকডোনাল্ড, অফিসিয়াটিং ডাইরেক্টর উড্রো, বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু দুর্গামোহন দাস, বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বাবু নবীন চন্দ্র বোড়াল প্রভৃতি মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় বাবু আনন্দমোহন বসু এবং বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ইহাঁরা উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব প্রথম প্রস্তাব করিয়া উক্ত সভার স্থাপন কর্তা এবং সম্পাদক স্বর্গীয় প্যারী বাবুর জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করেন। বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটী চমৎকার বক্তৃতা দ্বারা সকলের মনে মদ্যপানের প্রতি ঘৃণা উদ্রেক করিয়া দেন এবং প্রস্তাব করেন এই সভার অধীনে পল্লীগ্রামের স্থানে স্থানে এক একটী শাখা সভা সংস্থাপিত হউক, তাহা হইলে কার্য্যকর হইবে। এই উপলক্ষে আপাততঃ ৫।৬ সহস্র টাকা হইলেই যথেষ্ট হইবে। সভাস্থলে অনেক স্বাক্ষর হইয়াছে। কলিকাতা নগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যদি মনোযোগ করেন, অতি অল্প দিনেই ৫।৬ সহস্র কেন অধিক টাকা উঠিতে পারে। পরিশেষে কেশব বাবু এই সভার ফলোপধায়িতার বিষয় বক্তৃতা করেন। রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব আসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি এবং শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের হেড আসিস্টাণ্ট বাবু হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি ১৮৩১ অব্দে কেরাণী হইয়া হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন এবং তদবধি দক্ষতা সহকারে শিক্ষা বিভাগে কর্ম্ম করিয়া আসিতে ছিলেন।

অনরেবল ডি কাউই এবং অনরেবল রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর গবর্ণর জেনেরালের সভার এডিসনাল সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছেন।

রাজা কমলকৃষ্ণ যুবরাজের সম্মানার্থ কতক গুলি সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছেন। ইনি স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের আশীর্ব্বাদ পাইয়াছেন।

গত সোমবার হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ বৎসর ২৩৭৩ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী এবং ৫৭৫ প্রথম আর্ট পরীক্ষার্থী ছাত্র উপস্থিত হইয়াছে।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অভিলাষানুসারে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল এক বিজ্ঞাপন দ্বারা হেয়ার এবং হিন্দু স্কুলের কর্তৃপক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যুবরাজের সম্মানার্থ যে সংগীত হইবে তাহাতে কতজন বালক যোগ দিতে পারিবে। বোম্বাই বালকদিগের ন্যায় কলিকাতার বালকগণ যুবরাজের সম্মানার্থ কিঞ্চিৎ উদ্যোগ না করিলে যুবরাজ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন এবং কলিকাতাকে বোম্বাই অপেক্ষা হীন বলিয়া ভাবিতে পারেন বটে, কিন্তু যুবরাজ এখানে অনেক বৃদ্ধ বালকের খেলা দেখিয়া আমোদিত হইতে পারিবেন।

সংবাদপত্র সকলে দেখা গেল ইতিমধ্যে সার রিচার্ড টেম্পল গুপ্তভাবে কলিকাতার মিউনিসিপাল বাজার সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি এখানকার দ্রব্য সামগ্রী ও তাহার মূল্যের নিয়ম দেখিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

চন্দ্রিকা বলেন গত সোমবার রাত্রে কলিকাতার কোন একটী বিখ্যাত প্রেসের এক জন কম্পোজিটার প্রজ্বলিত কারোসিন তৈল দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ঐ কম্পোজিটার যে সময় কম্পোজ করিতেছিল, সেই সময় সম্মুখস্থ ক্যারোসিন তৈল অকস্মাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া তাহার গাত্রস্থ কাপড়ে লাগে, এবং সে অবিলম্বে ভস্মীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ক্যারোসিন তৈল বিলক্ষণ সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম ইস্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির সুযোগ্য কর্ম্মচারী সিসিল ষ্টিফেনসন সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ বলেন বিষয় কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত নোট করা হইয়াছে। কিন্তু এক বিভাগের নোট আর এক বিভাগে চলে না, এই একটী মহৎ অসুবিধা আছে। সম্প্রতি ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টকে যে টাকা দিতে হইবে, তাহা যে বিভাগের নোটে দেওয়া হউক, তাহা গৃহীত হইবে। সাধারণের পক্ষেও এ নিয়মটী করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে বিদেশগামীদিগের পক্ষে সবিশেষ উপকার দর্শিবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের সাংক্রমিক জ্বর পীড়িত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসাদি কার্য্যে বাঙ্গালাদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর আগামী বৎসরে ৯৬০০০ টাকা ব্যয় করিবার আদেশ করিয়াছেন

উত্তর পশ্চিম।

আমাদিগের লক্ষ্ণৌস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

কয়েক দিবস পূর্ব্বে কেশর বাগ বারদারিতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। রাজা আমির হোসেন খাঁ তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয় লইয়া যে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, তাহা না হইতে দেওয়াই উক্ত সভার উদ্দেশ্য। আমরা সভার উদ্দেশ্যকে উচ্চ স্থান করিয়া সভা মহোদয়গণকে ধন্যবাদ করি, কিন্তু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি কতদিনের জন্য ঐ সভা স্থাপন হইবে? তাঁহাদের পক্ষে যৎসামান্য ত্রুটী হইলে উক্ত সভা অচিরাৎ অদৃশ্য হইবে।

(২) ১১ ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার মির নবাব নামক এখানকার একজন প্রসিদ্ধ উর্দ্দু কবির হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। তিনি যত গুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন, সকল গুলি ঈশ্বর বিষয়ক। অত্রত্য মুসলমান সম্প্রদায় ইহাকে এতদূর মান্য করিতেন যে ইহার অন্তে ষ্টিক্রিয়া কালে পাঁচ ছয় সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল। ইহাঁর মৃত্যুতে লক্ষ্ণৌ একটী রত্ন হারাইয়াছেন।

(৩) কিছু দিন হইল মুন্সি নেয়ল কিশোর অত্রত্য দুঃখী লোকদিগকে অনেকগুলি শীত বস্ত্র দান করিয়াছেন। শীত বস্ত্র অভাবে উক্ত গরিব লোকেরা যে কি ভয়ানক কষ্টে কালযাপন করে তাহা চিন্তা করিলে হৃৎকম্প হয়। মুন্সি নেয়ল কিশোর এই সহৃদয়তার কার্য্য করিয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

(৫) রাজপুত্রের অভ্যর্থনার্থ এখানকার তালুকদারেরা ৬১০০০ টাকা মূল্যের একটী রাজ মুকুট প্রস্তুত করাইয়া তাঁহাকে উপঢৌকন দিবেন স্থির হইয়াছে। মিউনিসিপালিটী হইতে এই উপলক্ষে সহর আলোকিত করিবার জন্য দশ সহস্র টাকা মঞ্জুর হইয়াছে এবং বড় বড় রাস্তার উপরের বাটী সকল চুন খাম করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ৬ই জানুয়ারি হইতে ১০ ই পর্য্যন্ত সমস্ত আফিস বন্ধ করিবার ঘোষণা পত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

(৬) অল্প দিন হইল আলমবাগের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে দিনমানে একটী প্রকাশ্য দস্যু বৃত্তি হইয়া গিয়াছে। কানপুর হইতে গঙ্গাস্নান করিয়া কতকগুলি লোক গৃহে প্রত্যাগমন করিতে ছিলেন। ইতিমধ্যে ৩০। ৩৫ জন লোক হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সমস্ত লুট করিয়া লইল। দুষ্টেরা স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কার হরণ করিবার কালে অনেকের নাসিকা কর্ণ ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে। শুনিলাম তাহাদের কতিপয় ব্যক্তি ধরা পড়িয়াছে।

মান্দ্রাজ।

গত মাসে মান্দ্রাজে সামুদ্রিক বাণিজ্যের শুল্ক ১১৬৬২১৵২ টাকা আদায় হইয়াছে।

মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে স্ত্রী ডাক্তারদিগের শিক্ষা বিষয়ে ডাক্তার বালফোর তথাকার জেনেরল হস্পিটালের সিনিয়র মেডিকাল কর্ম্মচারীর মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ডাক্তার কলেল বলিয়াছেন, যদি এই সকল স্ত্রীলোক ডাক্তার হইতে চান, তাঁহারা অস্ত্র চিকিৎসা এবং ধাত্রী বিদ্যা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে মেডিকাল কলেজের বক্তৃতাদিতে বালকগণের সহিত উপস্থিত হইতে পারিবেন এবং উপরি কথিত দুইটী বিষয়ের স্বতন্ত্র রূপ বন্দোবস্ত করা যাইবে ও তজ্জন্য অধ্যাপকদিগকে অতিরিক্ত বেতন দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন এই সকল বক্তৃতা লাইংইন হস্পিটালে প্রদত্ত হইবে, তাহা হইলে ছাত্রীদিগের কোন অতিরিক্ত ব্যয় লাগিবে না।

বোম্বাই।

যুবরাজের বোম্বাই অবস্থিতিকালে সার জামসেট্জি জিজিভাই সস্ত্রীক পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে সিরাপিসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

সে দিন ইন্দোরের মহারাজা আলেকজাণ্ড্রা বালিকাবিদ্যালয় দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। তিনি এই বিদ্যালয়টী দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ইহার একটী গৃহ নির্ম্মাণের জন্য এক সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন।

গত অক্টোবর মাসে নাসিকে একটী ভয়ানক ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি কুলি একত্র হইয়া তরবারি বন্দুক ইত্যাদি লইয়া একজন বেনিয়ার গৃহ লুণ্ঠিত এবং কোন কোন ব্যক্তিকে আহত করে। ১৭ জন কুলির মধ্যে ১৭ জন ধৃত হইয়াছে। ইহারা সকলেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইতেছে।

ইউরোপ।

তুরস্কের রাজস্ব সংক্রান্ত দুর্গতি দেখিয়া তথাকার প্রধান মন্ত্রী আপনার বেতন মাসিক ২৫০০০ টাকা হইতে কমাইয়া ৬০০০ টাকা করিয়াছেন। এটী তুরস্কের পক্ষে শুভ লক্ষণ।

সহচর বলেন, পরের অনিষ্ট খুঁজতে গেলে, নিজের অনিষ্ট অগ্রে হইয়া পড়ে। মাঞ্চেষ্টর এবার বিষম শত্রুর হাতে পড়িয়াছেন। আমেরিকানেরা ভাল লংক্লথ ও কালিকো লণ্ডনের বাজারে বিক্রয় করিতেছেন। মাঞ্চেষ্টারী বস্ত্রাপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্ট। আবার লণ্ডনের এক ঘর বণিক বেলজিয়ম হইতে বস্ত্র আনয়ন করিতেছেন। এবার মাঞ্চেষ্টরের দর্প খর্ব্ব হইল। মাঞ্চেষ্টরের ক্ষুদ্রাশয় বণিকেরা আমাদের সেক্রেটরি অব ষ্টেটকে যে প্রকারে মোহিত করিয়াছেন, এখন বিদেশীয় সেক্রেটরীকে সেইরূপ করিবার চেষ্টা দেখুন। কিন্তু সে বড় সহজ ব্যাপার নহে। আমেরিকানেরা ভারতবর্ষীয় নহে।

বিবিধ।

সম্প্রতি আফ্রিকায় প্রথম ৬ জন রোমীয় সম্রাটের অর্দ্ধ মূর্ত্তি ভূগর্ভ হইতে বাহির হইয়াছে। এই সকল মূর্ত্তি বহুদিনের, কিন্তু ইহাদিগের অবস্থা দেখিলে বোধ হয় এ সমুদায় যেন আজ কালি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল মূর্ত্তি পারিসে আনীত হইয়াছে।

পিরাক হইতে সংবাদ আসিয়াছে মালেবাসিগণ পরাভূত হইয়াছে এবং ব্রিটিষ সেনা কর্ত্তৃক বার্চ সাহেবের কাগজ পত্রাদি উহাদিগের নিকট হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে।

যুবরাজের ভারতভ্রমণ।

বোম্বাই ২৫ এ নবেম্বর—এই দিবস যুবরাজ প্যারেলে পুলিসের কমিশনর সুটার সাহেবকে নাইট উপাধি প্রদান করেন। যুবরাজ প্যারেল হইতে ১১।১৫ মিনিটের সময় ডকইয়ার্ড প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে তিনি সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সদল সিরাপিসে গমন করেন। এই দিবস মধ্যাহ্ন কালে তিনি সার মঙ্গল দাস নাথু ভাইর পুত্রের বিবাহোপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বেলা ৫ ঘটিকার সময় গোয়া যাত্রা করেন। ইঁহার বৃহস্পতিবারে গোয়া হইতে কলম্বো যাইবার কথা ছিল।

যুবরাজের ভারত ভ্রমণের স্মরণার্থ নিগাপত্তনে একটী শিল্প বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে। পাটনায় আগামী ১০ ই ডিসেম্বর যুবরাজ সিংহল হইতে টিউটিকরণে উপনীত হইবেন এবং মাদুরা ও ত্রিচিনাপল্লীর মধ্য দিয়া মান্দ্রাজে আগমন করিবেন। মেডিকাল বিভাগের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনেরল ষ্টিওয়ার্ড সাহেব উক্ত স্থানের পীড়াদির বিষয় তদারক করিবেন.

রয়েল টুরিষ্ট।

অর্থাৎ প্রিন্স অব ওএলস বাহাদুরের ভারত ভ্রমণসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণ সংযুক্ত সচিত্র ইংরাজিপত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ওয়ালটার রডওয়ে সাহেবকে উক্ত পত্রের চিত্র এবং বাঙ্গালায় অবিকল অনুবাদ চিত্রের সহিত প্রকাশ করিতে অনেকে অনুরোধ করেন, কিন্তু তাঁহার তাদৃশ অবকাশ না থাকায় আমাদিগকে উক্ত টুরিষ্টের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচার করিতে অনুমতি দিয়াছেন। রয়েল টুরিষ্টে যে সমস্ত সংবাদ, প্রস্তাব, টেলিগ্রাম, এবং প্রসিদ্ধ চিত্রখোদক কেরো সাহেব কর্ত্তৃক চিত্র থাকিবে, বাঙ্গালা অনুবাদে সে সমস্তও থাকিবে। রয়েল টুরিষ্টের এক কালীন মূল্য ৩০ টাকা ধার্য্য হইয়াছে, কিন্তু সাধারণের সুবিধার জন্য আমরা বাঙ্গালা অনুবাদের এক কালীন মূল্য ৮ আট টাকামাত্র ধার্য করিলাম। টুরিষ্টের ন্যায় ইহাও ছয় মাসকাল প্রচারিত হইবে। টুরিষ্টের যে কয় সংখ্যা পূর্ব্বে বাহির হইয়াছে, আমরা সেই সমস্ত সংখ্যাও প্রকাশ করিব। বাঙ্গালা অনুবাদ

প্রিন্স অব ওএলসের ভারত-ভ্রমণ।

পত্রের নাম হইবে। আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতেই প্রতি সপ্তাহে প্রচারিত হইবে। এক্ষণে সাধারণে অনুগ্রহপূর্ব্বক অনতি বিলম্বে নিজ ২ নাম, ধাম এবং মফঃস্বলের গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিলেই আমাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। মফঃস্বলে ডাকমাসুল লাগিবে না। পত্রের আকার রয়েল টুরিষ্টের ন্যায় হইবে। সাধারণের জ্ঞাতকারণ রয়েল টুরিষ্টের জেনেরল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত প্রিচার্ড সাহেবের পত্র উহার সহিত প্রকাশ করিলাম।

সম্পাদক।

শ্রীপ্রিয় নাথ মুখোপাধ্যায়।

ম্যানেজার।

কলিকাতা
গোলাবাজার ষ্ট্রীট নং ৫০

Royal Tourist Office.
3 Chauringhee,
Calcutta; November 22. 1875.

Dear Sir.

With reference to the Conversation I had with you this morning on the Subject of allowing a translation of the Royal Tourist into Bengalee I shall be glad to allow it to be done.

I will also supply you with pictures the same as are issued with the "Royal Tourist"

Yours faithfully
Sd Alfred H Pritchard.
General manager.

প্রেরিত।

বরাহ নগর।

২৪ এ কার্ত্তিক—১২৮১।

আমাদের দেশীয় লোকেরা আর পূর্ব্বকালের মত গুরুজনের প্রতি সমুচিত সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করেন না। আমরা পূর্ব্বে ভাবিতাম, সামান্য লোকেরা লেখা পড়া জানে না বলিয়া তাহারা নিজ গুরুজনের মর্য্যাদা করিতে পারে না। কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, যাহারা লেখা পড়া শিখিয়া লম্বা লম্বা চাপকান গায়ে দিয়া আপিসে চাকরী করে, তাহারাও নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনের সমুচিত সম্মান রক্ষা করে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় পরমপূজ্য পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন সম্মুখে অবলুণ্ঠিত

হইয়া প্রণাম রীতি এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিলেও হয়। ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিদিন, কত সংসারে ও বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষ করিতেছি। কতিপয় দিবস অতীত হইল বরাহ নগরের বেঞ্চ কোর্টে যে একটী মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, তদ্বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিলেই আমাদের বাক্যের যাথার্থ্য বিশদরূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

এখানকার এক জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এই বলিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন যে, সে আমাকে প্রহার করিব বলিয়া ভয় দেখায় এবং এক দিন প্রহার করিতেও উদ্যত হইয়াছিল। আমি তজ্জন্য অত্যন্ত ভীত হইয়া আদালতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছি। বিচারে ভাইপোর প্রতি এই আদেশ হইল যে, সে যদি পুনরায় তাহার খুল্লতাতকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহার দুই শত টাকা দণ্ড হইবে। কি আশ্চর্য্য! পূর্ব্বে কি কখন এরূপ মোকদ্দমা সকল আদালতে উপস্থিত হইত? যদি ভ্রমক্রমে কেহ কোনরূপে গুরুজনের অবমাননা করিত, তবে পায় ধরিয়াই তাহা মিটাইয়া ফেলিত।

বারাণসীস্থ সংবাদদাতার পত্র।

১। বিগত ২৯ এ নবেম্বর সোমবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় কাশ্মীরের মহারাজা সসৈন্যে স্পেশল ট্রেণে বারাণসীতে পদার্পণ করেন। সঙ্গে পোলিটিকেল এজেণ্ট প্রভৃতি অনেকানেক ইংরাজ সেনা ও মহারাজের কাশ্মীরি সেনা দল আছে। তোপ ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্রও অনেক সঞ্চালিত রহিয়াছে। বারাণসীর গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ও দৈনিক দল মধ্যে, ইউরোপীয়ান পদাতিক ও অশ্বারোহী এবং নেটীব যোদ্ধাও অনেক মহারাজের অভ্যর্থনার্থ ষ্টেশন পর্য্যন্ত সুসজ্জিত হইয়াছিল। বারাণসীর মহারাজা অমাত্যবর্গ সহ রেলওয়ে ষ্টেশনে উপনীত হইয়া মহারাজকে বিশেষ সম্মান সহকারে নগরীতে লইয়া যান। পরে তাঁহার সম্মানসূচক অনেকগুলি তোপধ্বনি হয়।

কিন্তু আমরা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে যখন একজন যৎসামান্য ইংরাজ আসিবে সংবাদ পাইয়া কাশীরাজ, রেলওয়ে ষ্টেশন ও পথ প্রভৃতি শাল, বনাত দ্বারা সজ্জিত করিয়া, রাজভক্তি প্রদর্শন করেন, তখন ভারতের মহিমা ও গৌরব রক্ষাকর্ত্তা কাশ্মীরের মহারাজার জন্য কেন তাহা করেন নাই? যখন দেশীয়েরা দেশীয়দিগের সম্মান রক্ষা করিতে তাচ্ছিল্য ও অবহেলা করেন, তখন বিদেশীয়েরা আরও করিতেছে ও করিবে, বিচিত্র কি?

২। অতি অল্পদিন হইল উদয়পুরের মৃত রাজার সহোদর, বর্ত্তমান মহারাজার খুল্লতাত, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের, ও রাজ্যের প্রতি বিদ্রোহিতাচরণে ধৃত ও বন্দিভাবে বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হইয়া আসিয়াছেন। ইনি একজন নির্ব্বোধ ও অপদার্থ লোক, গৃহ বিচ্ছেদে বড় পটু ইহাকে নির্ব্বাসিত না করিলে ভয়ানক অনিষ্ট সংঘটিত হইত সন্দেহ নাই। বারাণসী যথার্থই পতিতপাবনী বটেন। এস্থানে ব্রহ্মার যুবরাজ, টঙ্কের চ্যুত নবাব, কুর্গের রাজা, বিজয় রাঘবগড়ের রাজা, প্রভৃতি অনেকগুলি নজরবন্দি কয়েদী বাস করিতেছেন। কেবল চ্যুত গুইকুমারই মহা তীর্থবাসে বঞ্চিত থাকিলেন।

বারাণসীর মহারাজা কলিকাতায় অতি শীঘ্রই গমন করিতেছেন। ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি পূর্ব্বেই প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহার পানীয় ত্রিবেণীর গঙ্গাজল নৌকাযোগে প্রেরিত হইয়া গিয়াছে। কেবল কাশ্মীরের মহারাজার এস্থানে আগমন বার্ত্তা শ্রবণেই, তাঁহার কলিকাতা যাত্রার বিলম্ব হইয়াছে। ৪।৫ দিবস মধ্যে, ইঁহারা উভয়েই যুবরাজের অভ্যর্থনার্থ কলিকাতায় গমন করিবেন

৩০ নবেম্বর—১৮৭৫।

বিজ্ঞাপন।

নূতন প্রকাশিত।

চিত্তবিনোদিনী।

(সিপাহী বিদ্রোহ সম্বলিত উপন্যাস।)

গত আষাঢ়ের আর্য্যদর্শনে ইহার সমালোচনা দৃষ্ট হইবে। মূল্য ১।০ টাকা, ডাকমাশুল ৵০। হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে, পটলডাঙ্গা কানিং লাইব্রেরী ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক অনুবাদিত শ্রীমদ্ভাগবত হইয়া শেষ নিম্নলিখিত ঠিক নায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য কমিসন বাদে ১৩৲ টাকা। ডাক মাশুল ১৸৵০ আনা।

কলিকাতা,
বিডন ষ্ট্রীট ৬৬ নং শ্রীদুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়।
বিডন প্রেস,

টাকের মহৌষধ।

আমাদের নিকট টাকপড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে ইহার দ্বারা অনেক লোকের টাক সারিয়াছে। অল্পদিনের টাক ১৫।২০ দিনে ভাল হইয়াছে। অধিক দিনের হইলে কিছু অধিক কাল ব্যবহার করিতে হয়। মূল্য ২ আউন্স শিশি ১ টাকা। চিনাবাজার আরমানি গিরজার সম্মুখে শ্রীযুক্ত নরসিংহ প্রসাদ দত্তের দোকানে এবং আমাদের নিজ ডিস্পেন্সারিতে বিক্রয় হয়।

১৪ নং সংস্কৃত কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হিন্দু স্কুলের ঠিক সম্মুখে } মহলানবীশ এবং কোং

মফঃস্বল এজেন্সি।

শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া কমিসন লওয়া যায়, কেবল পুস্তকাদি পাঠাইতে হইলে কমিসন লওয়া যায় না। কলিকাতা খরিদ দরে ডাক মাশুল দিয়া মফঃস্বলে বসিয়া পাইতে পারিবেন।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ১১ নং পুস্তকালয়ে গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব ১ম খণ্ড মূল্য ১৲ টাকা উপরিউক্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

ভারত ভিক্ষা।

(প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের শুভাগমন উপলক্ষে)

সুবিখ্যাত "ভারত সঙ্গীতের" রচয়িতা

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য।

মূল্য............... ৵০

ডাকমাশুল......... /০

কলিকাতা নং ১৭ ভবানী চরণ দত্তের লেন রায় যন্ত্রে, নং ৫৫ কলেজ ষ্ট্রীট্ ক্যানিং লাইব্রেরিতে, নং ৬৭ সোয়ালো লেনে ও হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে প্রাপ্তব্য।

বেঙ্গল নেটিব জয়েণ্ট ষ্টক কোং লিমিটেড।

হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ১১ নং, সোমপ্রকাশ কার্যালয় ও লাহোর ব্রাহ্মসমাজে অংশ গ্রহণেচ্ছুদিগের নাম প্রভৃতি গৃহীত হইতেছে।

শ্রী চিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

প্রকাশিত হইয়াছে

ধর্ম্ম-বিজয় নাটক।

[রাজা হরিশ্চন্দ্রের আখ্যায়িকা]

সুপ্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা, ডাক মাশুল /০ আনা হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ বসুর নিকট অথবা কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট ৫৫ নং কানিং লাইব্রেরিতে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

হরিনাভি ১২ই ভাদ্র ১২৮২ } শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। হরিনাভি বঙ্গ নাট্য সমাজের সম্পাদক।

প্রকাশিত হইয়াছে।

অজয়েন্দু নাটক।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

শীঘ্র বঙ্গ রঙ্গ ভূমে অভিনীত হইবে।

---

৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে ৩০ নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও ৩২ নং দূত আপিসে প্রাপ্তব্য।

ন্যাসনেল কোম্পানীর ইণ্ডিয়ান হোমিওপেথিক মেডিকেল হল।

১২ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

আমাদের ফারমেসীতে মহাত্মা হানিমান্ হেরিং, জার, বেয়ার, হেম্পেল প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তাদিগের হোমিওপেথিক পুস্তক, ট্রাক্টস্, পেম্‌ফ্লেটস্ ও সমস্ত ঔষধের মাদার টিংচার, ডাইলিউসন, ট্রাইটুরেসন, ঔষধ পূর্ণ মেহগনী কাঠের বাক্স; ঔষধ প্রস্তুত জন্য ও শিশুদিগের খাদ্যোপযোগী সুগার অব মিল্ক (দুগ্ধ চিনি); হেনরি টর্ণারের উৎকৃষ্ট কডালিভার অইল, ও লিণ্ট্ প্রভৃতি যাবতীয় হোমিওপাথিক দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

এই কোম্পানিতে অংশীদার গ্রহণ করা যায়। প্রতি অংশের মূল্য ৫০ টাকা। অন্যান্য বিষয় ম্যানেজারের নিকট তত্ত্ব করিলে জানা যায়।

শ্রীশরৎ চন্দ্র দত্ত।
ম্যানেজার।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬৲ টাকা	৭॥
" ষাণ্মাসিক	৩॥০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক	২৲ "	২।৫০
মাসিক	৸০	৸৵০
প্রতি সংখ্যা ...	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতিপঙক্তি প্রথম তিন বার ৵০ আনার হিসাবে, তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে পারে।

Printed and published by B. M. GHOSE, *at the* EAST INDIA PRESS, HARINABHI.

REGISTERED No 65

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

৩য় ভাগ, ৩৩ শ সংখ্যা। | বঙ্গাব্দ ১২৮২—২৫এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার। ১০ই ডিসেম্বর—১৮৭৫। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭।৷০ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

হরিনাভি ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে যে ভয়ঙ্কর ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের কথা লিখিয়াছিলাম, গত সপ্তাহে তাহা পুনঃ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছে। এমন দিন প্রায় যায় নাই, যে দিন ৭। ৮ টা করিয়া চিতা না জ্বলিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এ সময় কৃপা করিয়া একটী নেটিব ডাক্তার ও কিছু ঔষধ পাঠাইয়াছেন, ডাক্তার বাবু রাত্র দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অল্প রোগীর প্রাণ রক্ষা হইতেছে। কলিকাতা হইতে হোমিওপেথিক চিকিৎসাব্রতী কয়েক জন ব্রাহ্ম আসিয়া অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ। এ অঞ্চলে ওলাউঠার এখনও শান্তি হয় নাই, ইহার উপর জ্বর রোগের বৃদ্ধি হইতেছে। আরো সাহায্যের প্রয়োজন, আরো সাহায্যের প্রয়োজন!'

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, রাজপুর হরিনাভি দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ হরিনাভির স্থানীয় চাঁদায় ১২ টাকার উপায় হইয়াছে এবং কলিকাতা কন্‌ট্রোলার আফিসের বাবু গোপালপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় আমাদিগের নিকট ১ টা টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

ভারত সংস্কারক।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর পুনঃ সংগঠন।

সংবাদ পত্র সকলের বহুদিনের আন্দোলনে একটী শুভ ফল ফলিয়াছে, কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর গঠন পরিবর্ত্তন প্রস্তাব লইয়া বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঘোরতর তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে। মীমাংসা কি হয়, যদিও এখনো ঠিক বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সার রিচার্ড টেম্পল যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আশাকর বলিতে হইবে। তাঁহার মতের সার এই:—

মিউনিসিপালিটীর সভ্যদিগের নাম জষ্টিসের পরিবর্ত্তে কমিসনর হইবে। কমিসনরের সংখ্যা ৬০ জন হইতে পারে, তন্মধ্যে ১৫ বা ২০ জন গবর্ণমেণ্ট দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে। কলিকাতার অষ্টাদশ থানার প্রত্যেক থানা হইতে ১ বা ২ জন করিয়া গৃহীত হইতে পারে। যে থানার মধ্যে ইউরোপীয়েরা বাস করিবে, সেখানকার একজন অথবা উভয় কমিসনরই ইউরোপীয় হইবে। এ ব্যবস্থা হইলে গবর্ণমেণ্ট সমুদায় কমিসনরের নির্দিষ্ট সংখ্যা নতুবা অধিকতর সংখ্যা নিযুক্ত করিবেন। ঘর, আলো, পুলিস ও জল এই চারি প্রকার টাক্স যাহাকে বার্ষিক ৫০ টাকা অথবা ন্যূন ২০ টাকা দিতে হয়, সেই ব্যক্তি মনোনয়ন স্থলে মত দিতে পারিবে। গবর্ণমেণ্ট যোগ্য কর্ম্মচারী বা অন্য সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় বা দেশীয়কে নিয়োগ করিতে পারেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের মতে যে সকল কমিসনর গবর্ণমেণ্ট দ্বারা নিয়োজিত হইবে, তাহাদিগের পদ ২ বৎসর এবং যাহারা টাক্‌স প্রদাতাদিগের দ্বারা মনোনীত হইবে, তাহাদিগের পদ ৪ বৎসর কাল স্থায়ী হইবে। মিউনিসিপালিটীর সাধারণ কার্য্য কমিসনরদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইবে, কিন্তু সাধারণ হিতকর বিশেষ কার্য্য, টাক্‌সের পরিমাণ ও সংগ্রহ এবং পুলিস সংখ্যা নির্দ্দেশ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টদ্বারা ব্যবস্থাপিত হইবে এবং এ সকল বিষয়ে কমিসনরদিগকে গবর্ণমেণ্টের অধীন হইয়া চলিতে হইবে।

সার রিচার্ড টেম্পল মিউনিসিপালিটী সংস্কার বিষয়ে যে কয়েকটী প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কতদূর সঙ্গত বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

১। তাঁহার মতে মিউনিসিপালিটীর সভ্যগণের কিয়দংশ সাধারণের মনোনীত ও কিয়দংশ গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। প্রথম অবস্থায় এটী আবশ্যক, মনোনীত ব্যক্তিগণ দ্বারা যদি কার্য্য সম্পাদনের শৈথিল্য বা ক্ষমতার অপব্যবহার হয়, গবর্ণমেণ্ট সহজেই তাহার তত্ত্বাবধান বা প্রতিবিধান করিতে পারেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট লোকের সংখ্যা অধিক হওয়া বিধেয় নহে, তাহা হইলে সাধারণ মনোনীত লোকদিগের কার্য্য শক্তির বিলোপ হইবে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক চতুর্থাংশের অধিক মনোনীত হওয়া কখনই উচিত নহে, তাহা হইলে সাধারণের স্বাধীনতা, স্বত্ব ও অধিকারের স্ফূর্ত্তি হইবে না। যে থানায় ইউরোপীয়েরা বাস করে, তথা হইতে যদি ইউরোপীয় কমিসনর মনোনীত হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট ।০ নতুবা ।/৬৷৷ = মনোনীত করিতে চান। টেম্পল সাহেবের এই বাক্যেই প্রতীয়মান হইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয়দিগকেই নিয়োগ করিবেন। এরূপ হইলে আরো ভয়ের বিষয়, ব্রিটিষাধীন ভারতবর্ষে এক জন ইউরোপীয় ১০ জন দেশীয়ের সমকক্ষ অনায়াসে বলা যাইতে পারে। ইহা

হইলে।০ বা ।/০ আনা ইউরোপীয় হইলে ষোল আনা ক্ষমতাই তাঁহাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীন হইবে সন্দেহ নাই। যে থানায় ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয় জাতির বাস, সেস্থানে দেশীয় অধিবাসীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক বলিয়া পাছে দেশীয় কমিসনর নিয়োজিত হয়, এজন্য টেম্পল সাহেব ভীত হইয়া তত্রত্য সমুদায় কমিসনর ইউরোপীয় হইবার নিয়ম করিতে চান। এটীও আমাদিগের মতে অসঙ্গত। এরূপ থানার একজন কমিসনর ইউরোপীয় হইবে, এই নিয়ম করিলেই যথেষ্ট হয়। দেশীয়েরা ইউরোপীয়কে আদৌ মনোনীত করিবে না, এরূপ সংস্কার হওয়াও গবর্ণমেণ্টের ভ্রম। দেশীয়েরা অনেক স্ব জাতীয়কে ফেলিয়া রবার্ট সাহেবের ন্যায় সহৃদয় ইংরাজকে মনোনীত করিতে অগ্রে ধাবমান হইবে। ইউরোপীয়েরা স্বার্থান্ধ হইয়া দেশীয়দিগের স্বার্থ উপেক্ষা না করিলে অবশ্যই আদরণীয় হইতে পারেন। যাহা হউক আমরা বলি, অপক্ষপাতে সাধারণের হিতচিন্তা করাই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, দেশীয় ও ইউরোপীয় জাতিভেদ লইয়া দ্বন্দ্ব করা কর্ত্তব্য নহে।

২। মিউনিসিপালিটীর কমিসনর সংখ্যা ৬০ জন হওয়া গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত, তন্মধ্যে ন্যূনাধিক ৪০ জন মনোনীত হইবে। কলিকাতার ১৮টী থানা, বোধ হয় প্রত্যেক থানা হইতে ২ জন করিয়া মনোনীত হয়, গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা। এ বিষয়ে সকল থানার সমান অধিকার দেওয়া উচিত বোধ হয় না। যে থানায় অধিবাসীর সংখ্যা অধিক এবং টাক্স অধিক উঠে, তাহার কমিসনরের সংখ্যা অধিক হওয়া যুক্তিসিদ্ধ। এই বিচারে স্থানভেদে ২ হইতে ৪ জন পর্য্যন্ত সভ্য মনোনীত করিলে হয়।

৩। গবর্ণমেণ্ট মনোনয়নকারীদিগের একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে চান, ২০ টাকার ন্যূন টাক্‌সদাতাদিগের মনোনয়নে অধিকার থাকিবে না। ইহা হইলে কমিসনরগণ সাধারণের প্রতিনিধি না হইয়া সম্পন্ন লোকদিগেরই প্রতিনিধি হইবার সম্ভাবনা। টাক্সের যদি সীমা করিতে হয়, তাহা অন্যূন ১০ টাকা হওয়া বিধেয়।

৪। কমিসনরদিগের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিতগণ ২ বৎসর এবং সাধারণ মনোনীতগণ ৪ বৎসর কার্য্য করেন ইহাতে বিশেষ আপত্তি নাই। উভয়েরই কার্য্যের সীমা ৪ বৎসর করিলে কি হয় না? উপযুক্ত ব্যক্তিগণ অবশ্যই পদস্থ হইবেন, তাঁহাদিগের কার্য্য দেখাইবার উপযুক্ত সময়ও নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক। নূতন নূতন লোক সর্ব্বদা নিযুক্ত হইয়া কার্য্যের হানি হইতে পারে। কমিসনরদিগের মধ্যে যাঁহার অযোগ্যতা প্রতিপন্ন হইবে, তাঁহাকে বিদায় দিয়া নূতন লোক নিয়োগ করিলেই হইতে পারে। টেম্পল সাহেব যথার্থ বলিয়াছেন, সাধারণ মনোনয়ন শীঘ্র২ হওয়া কখন বিধেয় নহে।

সার রিচার্ড টেম্পলের ইচ্ছা বিশেষ সাধারণ হিতকর কার্য্য, টাক্স নির্দ্ধারণ এবং পুলিস বন্দোবস্ত বিষয়ে কমিসনরগণকে গবর্ণমেণ্টের অধীন হইয়া চলিতে হইবে। এ প্রস্তাব সঙ্গত বটে, কিন্তু আমরা বোধ করি মিউনিসিপালিটী যদি যথাযোগ্যরূপে আপনাদিগের কর্ত্তব্যসাধন করেন, এ কয়েকটী বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহাদিগের বিরোধ হইবে না। গবর্ণমেণ্টও যেন মিউনিসিপালিটীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এ সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করেন।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর নূতন আন্দোলনে আমরা আশান্বিত হইয়াছি, এবার যেন নিরাশ হইতে না হয়। আমরা আরো দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম এই সুযোগে কলিকাতাবাসী প্রায় সহস্র ব্যক্তি সেরিফ অনরেবল দিগম্বর মিত্রকে মিউনিসিপালিটীর বিষয় বিবেচনার্থে একটী সাধারণ সভাহ্বানের অনুরোধ করিয়াছেন এবং আগামী ১১ ই ডিসেম্বর সেই সভা আহূত হইবে। এই সুযোগে কৃতবিদ্য সাধারণ উৎসাহের সহিত মিলিত হইয়া রাজধানীর উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণে সহকারিতা করেন, আমাদিগের এই প্রার্থনা।

ভারতভক্তি

বুদ্ধিমান্ গবর্ণমেণ্টই সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকেন। ইহা প্রজা ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই কল্যাণের নিমিত্ত। প্রজারা যেমন আপনাদিগের প্রতি অত্যাচারের বিষয় সকল অসঙ্কুচিত চিত্তে বিজ্ঞাপন করিতে পারে, গবর্ণমেণ্টও সেইরূপ আপনাদিগের দোষ সকল অবগত হইয়া তৎসংশোধনে যত্নবান্ হন। মনুষ্য প্রায়ই আপনার দোষে অন্ধ,—সুতরাং তাহা জানিবার জন্য অপরের সাহায্য আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট ব্যক্তি-বিশেষ না হইলেও প্রায়ই ব্যক্তি বিশেষ কর্ত্তৃক নীত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যক্তিবিশেষের রাজত্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার শাসনকর্ত্তা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন—তাঁহার উপর কাহারই ক্ষমতা নাই। তিনি নামমাত্র প্রতিনিধি!—যাঁহার প্রতিনিধি তিনি ভারতের সুশাসন জন্য কত চিন্তা প্রয়োগ করেন, তাহা পার্লেমেণ্টের প্রতি অধিবেশনই বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে!! যাহা হউক, এই ব্যক্তি বিশেষ কিছু মানব স্বভাবের বহির্ভূত নহেন, সুতরাং তাঁহার যে ভ্রম-প্রবাদ হইবে না, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। তাঁহার

"সভার সদস্যগণ অতি সভ্যতানুরোধেই হউক অথবা পদচ্যুতির আশঙ্কাতেই হউক অনেক সময় তাঁহার ভ্রমেরও পোষকতা করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদিগের বিশেষ ক্ষতি না হইতে পারে, কিন্তু এই ভ্রমজনিত ফল যাহাদিগকে ভোগ করিতে হয়, তাহারা সহজে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। স্বেচ্ছাচারিতার রাজত্বে অগত্যা তাঁহাদিগকে মুখবন্ধ করিয়া থাকিতে হয়; কিন্তু যে গবর্ণমেণ্ট আপনার ভ্রমগুলি জানিবার জন্য প্রস্তুত, তাহার সমক্ষে তাহারা মুক্তকণ্ঠে সেই ভ্রমগুলি কীর্ত্তন করিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যক্তিবিশেষের অধিনায়কত্ব স্বীকার করিলেও ইহা স্বেচ্ছাচারিতার রাজত্ব নহে। ইহা উদার ও উন্নত। প্রজাপুঞ্জের কল্যাণ সাধন করাই যে ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, কোন ভারতবর্ষীয়কে তাহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত প্রমাণ প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই, প্রত্যেকেই গবর্ণমেণ্টের উপচিকীর্ষার বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন। তবে ব্যক্তিবিশেষের দোষের জন্য কখন কখন ইহারও ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল ভ্রমও তাঁহারা জানিতে চান—এই জন্যই সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার সৃষ্টি। সংবাদ পত্র দেশের মুখ স্বরূপ্ ভ্রমজনিত অত্যাচারের বিষয় সকল কেবল সংবাদ পত্রই ব্যক্ত করিতে সমর্থ। লর্ড মেওর দোষে দেশে অনেক গুলি অহিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের উপক্রম হইয়াছিল, সংবাদ পত্র সকল তাহা উচ্চৈঃস্বরে উদ্‌ঘোষণ করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। তিনি তাঁহার দোষে অন্ধ থাকিতেন এবং তাহা শুনিতেও ভাল বাসিতেন না—তজ্জন্য সংবাদ পত্রের স্বাধীনতাপহরণেও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন! তিনি স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হইয়া ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টকেও কলঙ্কিত করিতে অপ্রস্তুত ছিলেন না। লর্ড নর্থব্রুক তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তার অনেক দোষক্ষালন করিয়া গবর্ণমেণ্টের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইনিও অবসৃত হইবার সময় কতিপয় গুরুতর দোষস্কন্ধে লইয়া চলিলেন। মহলার রাওকে আশা দিয়া নিরাশ করা এবং পরিশেষে রাজ্যচ্যুত পর্য্যন্ত করা তাঁহার উচিত কার্য্য হয় নাই। তাঁহার রাজত্বের ইতিবৃত্ত এই দুরপনেয় কলঙ্কটী চিরদিনের জন্য রহিয়া গেল। শুল্ক বিষয়ক আইনটী গোপনে বিধিবদ্ধ করাও সামান্য অযশস্কর হয় নাই। ভারতবর্ষবাসীরা মূক ও দুর্ব্বল বলিয়াই তিনি সহজে পার পাইলেন, কিন্তু ইংলণ্ড বা অন্য কোন রাজ্য হইলে তুমুলকাণ্ড উপস্থিত হইত।

অদ্য আমরা তাঁহার আর একটী গুরুতর দোষের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। বাঙ্গালা বোম্বে ও মান্দ্রাজ তিনটী প্রেসিডেন্সিই তাঁহার অধীনস্থ—তিনি তিনটীরই শুভাশুভের জন্য দায়ী। মান্দ্রাজ ও বোম্বে প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা কতকঅংশে স্বাধীন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের ভ্রমনিবন্ধন দোষগুলি প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা কেবল তাঁহারই আছে। তিনি মধ্যস্থ হইলে সকলেরই অত্যাচার বন্ধ করিতে পারেন। সেদিন বোম্বের শাসনকর্ত্তা সার ফিলিপ্ উডহাউস্ তাঁহার অধীনস্থ ও নিমন্ত্রিত রাজা এবং সর্দ্দারগণকে তাঁহার সেক্রেটেরিয়েট—কার্য্যালয়ে পূরিয়া সকলকে সম্মান প্রতিদান করিলেন!! প্রথম নেপোলিয়ন যেরূপ ইউরোপীয় রাজা এবং রাজ্যেশ্বরদিগকে "খেলেনার" দ্রব্য করিয়াছিলেন, ব্রিটিষ হস্তে ভারতবর্ষীয় রাজা ও সর্দ্দারগণ তদ্রূপ হইয়াছেন! ইহাঁদিগের প্রতি যিনি যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন—ইহাঁরা তৎক্ষণাৎ তাহা অম্লানবদনে শিরোধার্য্য করিতেছেন। গবর্ণর জেনারল বা গবর্ণরও রেসিডেন্টের কথা দূরে থাকুক, একজন সামান্য ফিরিঙ্গীও ইহাদিগকে ধমকাইয়া কথা কয়। ব্রিটিষ "বেয়োনেটের" প্রভাব ইহাঁরা বিশেষ অবগত আছেন, সুতরাং ভয়ে ভক্তি করির, সমস্ত অত্যাচারই সহ্য করিয়া থাকেন। ব্রিটিষ রাজ কি জানেন যে এই সকল রাজপুত্র যে সকল বংশসম্ভূত, সেই সকল বংশের পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রভাবে এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পিত হইত? তাঁহারা যখন বিদ্যা ও সভ্যতায়, মর্য্যাদা ও ঐশ্বর্য্যে প্রভাবশালী ছিলেন, তখন ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। ইউরোপের সভ্যতারম্ভ ভারতের মধ্যাবস্থার সহিত তুলনায়ও কালিকার কথা বলিতে হয়!! আমাদিগের রাজাদিগের এক্ষণে অর্থ সামর্থ কিছুই নাই বটে, কিন্তু বংশাভিমান সমানরূপে তাঁহাদিগের অন্তরে বিরাজিত রহিয়াছে! ফিলিপ উডহাউস তাঁহাদিগের সেই অভিমানের উপর আঘাত করিয়া কতদূর অত্যাচার করিয়াছেন তাহা বোধ হয় তিনি অবগত নন। মিরার যথার্থই বলিয়াছেন যে সংসামান্য গোয়াধিকারস্থ পর্টুগিজ গবর্ণর অথবা অকিঞ্চিৎকর পণ্ডিচারি সেটেলমেণ্টের ফরাসী শাসনকর্ত্তার সহিতও তিনি এরূপ ব্যবহার করিতে সাহসী হইতেন না। রাজারা তাঁহার সম্মাননা করিবার জন্য তাঁহার প্রাসাদে আসিলেন, কিন্তু তিনি তাহার প্রতিদান জন্য তাঁহাদিগকে আপনার কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন! এমন অদ্ভুত ধরণের সম্মাননা প্রতিদান বোধ হয় পৃথিবীর কোন জাতিরই ইতিহাসে বর্ণিত নাই। দুঃখের বিষয় যে লর্ড নর্থব্রুকও সার ফিলিপ উড হাউসের ন্যায় রাজা-

দিগকে এইরূপ একত্র করিয়া অপমান করিয়াছেন!—উভয়ের কার্য্যের মধ্যে প্রভেদ এই যে সার ফিলিপ কোন কারণ প্রদর্শন করেন নাই, কিন্তু ইনি অপমান করিবার কারণ দর্শাইয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছেন!!!তিনি যুবরাজের অভ্যর্থনার উপকরণ সকল প্রস্তুত কি না—ইহা পরিদর্শন করিতে ব্যস্ত হইয়া রাজাদিগের যথোচিত সম্মাননা করিবার অবসর পান নাই!! সুতরাং অপমান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন!!! চমৎকার যুক্তি!!! রাজারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই—কারণ সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহারা আর কি করিতে পারেন? প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ও দেশের শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে তাহারা যেরূপ সম্মাননা লাভ করিয়াছেন, যুবরাজের নিকট তাহার অধিক প্রত্যাশা করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা তাহাতেও সন্তুষ্ট হইয়া রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন!! লর্ড নর্থব্রুক বলিতে পারেন, এই রাজভক্তি কি হৃদয়ের প্রকৃত ভাব না "বেয়োনেটের" ভয়? যুবরাজ নবাগত, দেশের রীতি নীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ—সুতরাং তাঁহার কোন দোষ হইলেও তাহা অধিক ধর্ত্তব্য নহে, কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক বিচক্ষণ হইয়া যে এরূপ দূষণীয় অনুষ্ঠান করিলেন, ইহা কখনই ক্ষালনীয় নহে!

রাজারা এইরূপ ব্যবহারে কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা উদয়পুরের রাণার সহসা অভ্যর্থনা সভাস্থল পরিত্যাগ করাতেই বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যুবরাজের অভ্যর্থনার সময় গুইকুমারের নিম্নে রাণার আসন দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তিনি অভিনন্দন পাঠকালে সমস্তক্ষণ দণ্ডায়মান ছিলেন। পরদিন প্রাতেই স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। অনেকে, লর্ড নর্থব্রুক তাঁহার রাজ্যদর্শনে গমন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সত্বর প্রত্যাগমনের কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন বটে, কিন্তু যথার্থ কারণ কি অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে। অবশ্য রাণা ইহা নিজে স্বীকার করিতে সাহসী না হইতে পারেন, কারণ সেদিনকার যোধপুরের ঘটনা এত শীঘ্র কেহই বিস্মৃত হন নাই!! সুতরাং ভয়ে ভক্তি না করিলে রাজাদিগের আর গত্যন্তর নাই! হাইদ্রাবাদের নিজামের নিকট হইতে যেরূপে রাজভক্তি গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং বুদ্ধিমান্ সালার জঙ্গ যেরূপ কৌশলে তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই, তাহা যে ভয়ে ভক্তির আর একটী উদাহরণ মাত্র বলা বাহুল্য। আমরা আশা করি যে আমাদিগের এই সাময়িক ইঙ্গিতগুলি উদার ভাবে গ্রহণ করিয়া লর্ড নর্থব্রুক নিজ দোষ সকল সংশোধনের প্রয়াস পান। এখন যুবরাজ ভারতে ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহার সমক্ষে এই অপমানিত ও অসন্তুষ্ট রাজগণের সম্মান ও সন্তোষ বর্দ্ধন করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে প্রকৃত রাজভক্তি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করুন্!

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাবের শেষ)

ইংরাজেরা গর্ব্ব করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদিগের দেশ স্পর্শ করিলে ক্রীতদাসও স্বাধীনতা লাভ করে!! বঙ্গদেশ আজি শতাধিক বর্ষ ইংলণ্ডের করতলস্থ হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু জিজ্ঞাস্য, এই দীর্ঘকাল মধ্যে ইহার কতদূর স্বাধীনতা লাভ হইল? ইংরাজগণ অপরিচিত নিগ্রোদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য কত অর্থ ব্যয় ও কত কষ্ট স্বীকার করিলেন—দাসব্যবসায় উঠাইবার জন্য তাঁহাদিগের প্রাণপণ যত্ন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কয় ব্যক্তি এই অধিকৃতাবস্থ বঙ্গদেশের দুরবস্থার বিষয় ভাবিয়া থাকেন? আমাদিগের দেশে আমাদিগের অধিকার নাই!! স্বেচ্ছাচারী মুসলমান রাজগণ আমাদিগকে যে সকল বিষয়ে বঞ্চিত করেন নাই, উদার ইংরাজরাজ আমাদিগকে সে সকল বিষয় হইতেও বঞ্চিত করিতেছেন!! এ দেশীয় উপযুক্ত লোক দ্বারা প্রদেশীয় শাসন ও সৈন্যদল চালনার কথা দূরে থাকুক, আমরা যে স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা কহিব ও স্বাধীন মত প্রকাশ করিব ইহাও অনেকানেক রাজপুরুষের অসহ্য! সত্য বটে,যে তাঁহাদিগের যত্নে আমরা শিক্ষিত হইয়াছি, তাঁহাদিগের ব্যবহার দেখিয়া সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছি—কিন্তু এই শিক্ষাই আমাদিগের যত অনর্থের মূল হইয়াছে। আমরা যদি অজ্ঞ থাকিতাম তাহা হইলে অন্ধের ন্যায় তাঁহাদিগের সকল কার্য্যেই চক্ষু মুদিত করিয়া থাকিতাম; কিন্তু তাঁহারা আমাদিগের চক্ষু দান করিয়াছেন, আমাদিগের স্বার্থ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন সুতরাং এখন আর আমরা চক্ষু মুদিত করিয়া তৎপ্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারি না। আমাদিগের যাহা প্রাপ্য এখন আমরা তাহা পাইতে চাই—তাঁহারা আশা দিয়া আর নিরাশ করিতে পারেন না। এই বিষয় লইয়া এখন বিষম গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু এজন্য বঙ্গসমাজের অধিক দোষ দিতে পারা যায় না আমরা যে টুকু স্বাধীনভাব অনুকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, সেই টুকুই আমাদিগের বিড়ম্বনার কারণ হইয়াছে। তবে সমাজের দোষ কেবল এই জন্য দেওয়া যায়, যে সকলে স্বাধীনভাবে সম্মিলিত না হইয়া পরস্পরে

বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন কেন? ইহা দ্বারা আপনাদিগের অনিষ্ট আপনারাই করিতেছেন মাত্র। আমরা সমগ্র বঙ্গবাসী ছয় কোটী লোকের একত্র মিলনের কথা এখন বলিতেছি না—কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় একত্রে মিলিত হইয়া কার্য্য করিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। সমাজের অর্থ তাঁহারাই বিশেষরূপে অবগত আছেন, সমাজের উন্নতিও তাঁহাদিগের হস্তে, কিন্তু তাঁহারা তাহাতে উপেক্ষা করিয়া সমাজের উচ্ছেদনার্থই যেন স্বতন্ত্রভাবের পরিচয় দান করিতে শিখিয়াছেন!

দৃঢ়নিষ্ঠা—আমাদিগের জাতীয় গুণ বটে। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকাশ না পাইয়া পূর্ব্বকালে ধর্ম্মক্ষেত্রেই বিশেষরূপে প্রকাশ পাইত। অধুনা কর্ম্ম ও ধর্ম্ম উভয় ক্ষেত্র হইতেই ইহা অদৃশ্য হইয়াছে! সুতরাং এখন ইহা অনুকরণ করিয়া সঞ্চয় করিতে হইতেছে!! কিন্তু ইহার অনুকরণে আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি? আমাদিগের দৃঢ়ব্রত এখন মোকর্দ্দমায়ও দাসত্বে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। মোকর্দ্দমা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইব, তথাপি সৎকার্য্যে এক কপর্দ্দকও প্রদান করিব না! দাসত্ব করিয়া জীবন ত্যাগ করিব তথাপি স্বাধীন বৃত্তির উপায় উদ্ভাবন করিব না! সৎকার্য্যে দৃঢ়নিষ্ঠার অভাব হেতু বিদেশীয়েরা পর্য্যন্ত আমাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকে, আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সার জর্জ ক্যাম্বেল এই জন্য আমাদিগকে প্রকাশ্য ভর্ৎসনা করিতে ক্রটী করেন নাই। কিন্তু তথাপি আমাদিগের লজ্জা নাই। বঙ্গসমাজ দৃঢ়ব্রত হইলে কেবল যে তাহাদের উপকার হয় এমন নহে, অনেক রাজপুরুষেরাও শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। তাঁহাদিগের যথেচ্ছচারিতার দ্বার রুদ্ধ হইয়া ভারতেরও অশেষ কল্যাণ সাধন হইতে পারে। সমাজ সংস্কার কার্য্যও এইরূপ দৃঢ়ব্রতের প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমাজকণ্টক অন্তরিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে শাসন করিতে হইবে। বঙ্গসমাজ কবে এইরূপ দৃঢ়ব্রত হইতে শিক্ষা করিয়া আপনার দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ হইবে!

অটল অধ্যবসায়—ইহা আমাদিগের একবারে নাই বলিলেই হইল। আমাদিগের সমস্ত অধ্যবসায় এক আলস্য শয্যায় ব্যস্থিত হইয়াছে! যে জাতি কল্পনার বশীভূত হইয়া জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন দর্শন করে, তাহার কি কখনও শ্রেয় আছে? আমরা আকাশে দুর্গনির্ম্মাণ করিতে বিলক্ষণ পটু, কিন্তু পৃথিবীতে তৃণোত্তোলন করিবারও ক্ষমতা দেখাইতে পারি না। এই অধ্যবসায়ের অভাবই বঙ্গসমাজের এক মাত্র অবনতির কারণ। ইহার অভাবেই আমাদিগের কার্য্যশক্তি সকল দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। যত কেন বিঘ্ন বিপত্তি, যত কেন বাধা আসিয়া উপস্থিত হউক না, সঙ্কল্পিত কার্য্যানুষ্ঠানে কিছুতেই বিরত হইব না—এরূপ অটল অধ্যবসায় সম্পন্ন না হইলে কখনই কোন গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায় না। "যত্নে কৃতে যদি নসিদ্ধ্যতি কোত্র দোষঃ।" আমাদিগের একটী প্রাচীন বচন আছে। পূর্ব্বকালের লোকে এই বাক্য অবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন, কিন্তু অধুনাতন লোকে যত্ন পরিত্যাগ করিয়া আলস্য আশ্রয় করিবার সময় এই কথার দোহাই দেন, যত্ন করিলাম হইল না, আমার দোষ কি? যে যত্ন দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি না হয়, সে যত্ন যত্নই নহে। পৃথিবীতে এমন কোন কার্য্য নাই যাহা মানবের সাধ্যাতীত। মানব যত্ন করিয়া অপার সাগর বক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে অবলীলাক্রমে আরোহণ করিতেছে এবং গভীর ভূ-গর্ভ মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করিতেছে। দ্যুলোকস্থ গ্রহগণের সহিত পরিচিত হইতেছে। কোন এক জন বিচক্ষণ রসায়নবিদ বলিয়াছেন, যে ভবিষ্যতে মানব যত্নে অকাল মৃত্যু নিবারিত হইতে পারিবে। বঙ্গসমাজ যত দিন পর্য্যন্ত না এই মহৎ গুণে বিভূষিত হইতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত তাহার উন্নতির আশা নাই।

আমরা ইংরাজ সমাজের কয়েকটী উৎকৃষ্ট গুণের উল্লেখ করিলাম এবং সেই সকল গুণানুকরণে বঙ্গসমাজ কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে তাহাও প্রদর্শন করিলাম। এক্ষণে তাঁহাদিগের সাধারণ দোষ সকল সমালোচনা করিব এবং সেই সকল দোষ আমাদিগের সমাজ মধ্যে কত দূর সঞ্চারিত হইয়াছে তাহাও বিশেষরূপে বিবৃত করিব। মানব স্বভাব-গুণ ভাগাপেক্ষা দোষাংশের অনুকরণে সমধিক পটু, সুতরাং আমাদিগের বঙ্গসমাজ যে এই স্বভাবসম্ভূত গুণের বিপরীত কার্য্য করিবে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে।

প্রাপ্ত।

অস্মদ্দেশের আধুনিক অবস্থা।

(গত সংখ্যার শেষ)

পঞ্চমতঃ। আমাদিগের সামাজিক আচার ব্যবহারের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রাচীনদিগের চক্ষে ও বিবেচনায় আমরা আচারভ্রষ্ট বা কদাচার হইয়া দাঁড়াইয়াছি। আমাদিগের প্রত্যেক আচারই তাঁহারা নিন্দা ও ঘৃণা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইহা স্বীকার্য্য যে, আমাদিগের কতকগুলি আচার কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু আর কতকগুলি অনেক অংশে মার্জ্জিতও হইয়াছে। কোন্ কোন্ আচার মন্দ, কোন্ কোনটী বা ভাল, ইহা ব্যবস্থাপিত করিবার পূর্ব্বে আচারের প্রকার ভেদ বলা প্রয়োজনীয়; আচার দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়।

নিষিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ। যে যে আচরণে নিজের অথবা সমাজের কোন না কোন ক্ষতি বা অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, সেই সকল আচার নিষিদ্ধ। আর যে আচার গুলিতে কোনরূপ অহিত হইবার সম্ভাবনা নাই, কেবল অপ্রচলিত বলিয়া সমাজের চক্ষে নূতন বোধ হয়, তাহাকে অপ্রসিদ্ধ আচার নামে উল্লেখ করিতে পারা যায়। প্রথম প্রকার আচারের মধ্যে (অর্থাৎ নিষিদ্ধ আচার পক্ষে) মাদক সেবন, বারাঙ্গনা সহবাস, অসৎ সংসর্গ প্রভৃতি নানা ব্যসন গণনীয়; আর দ্বিতীয় প্রকার আচার অর্থাৎ অপ্রসিদ্ধ আচার মধ্যে—বিলাতীয়বেশ পরিধান,—(যথা, মোজা, পেণ্টুলেন প্রভৃতি পরা) কেশবিন্যাস—(যথা, টেরি ফেরাণ দাড়ী গোঁপ না কামান এবং ঘাড়ের দিক্ অপেক্ষা সম্মুখে অধিক দীর্ঘ কেশ রাখা প্রভৃতি)—বৃদ্ধদিগের কালাপেড়ে ধুতি ও ফিতেওয়ালা জুতা পিরান এবং নবীন যুবকগণের মোটা সাদা ধুতি পরিধান, চটি জুতা ও নাকে চসমা ধারণ,—কলঙ্কবেষ্টন ধূমপান অর্থাৎ চুরট খাওয়া,—স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা এবং সমারোহ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে উপস্থিত হইতে লজ্জাবোধ ইত্যাদি নানা প্রকার ধরিতে পারা যায়। উপরি উক্ত উভয়বিধ আচারই বৃদ্ধ পরম্পরায় গর্হিত বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু বিবেচনা করিতে হইলে দ্বিতীয়বিধ আচরণ দূষণীয় নহে। কিন্তু প্রথমোক্ত কদাচারগুলি অস্মদ্দেশে যে কীদৃশ পরিমাণে বিকীর্ণ হইয়াছে, তাহা মহাশয়দিগের অবিদিত নাই। নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া দেখুন, অস্মদ্দেশে অল্প দিনের মধ্যে মাদকের দোকান সংখ্যা কত বর্দ্ধিত হইয়াছে, বারবিলাসিনী কুলের সংখ্যা কত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং যে মদিরা ইতিপূর্ব্বে নীচ জাতি ভোগ্য ও অস্পৃশ্য ছিল, অধুনা কত শত ভদ্রসন্ততি সেই সর্ব্বনাশিনী মদিরার উপাসক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার অপেক্ষা আর কি অসৎ পরিবর্ত্তন আশা করা যাইতে পারে! এবং ইহার প্রভাবে যে কত কুৎসিত ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে তাহা কে না দেখিতে পাইতেছেন? যাহা হউক এই কদাচার সংশোধন করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই ত আচার বিষয়ক পরিবর্ত্ত। এক্ষণে ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিবর্ত্তও কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। ব্যবহার দুই শাখায় বিভক্ত; নিজের প্রতি, ও পরের প্রতি। নিজের প্রতি ব্যবহার, স্বার্থপরতা বা স্বার্থপ্রিয়তা প্রভৃতি নামে পরিচিত; পরের প্রতি ব্যবহার, বিনয়প্রদর্শন, সম্মাননা, ন্যায়পরতা, হিতৈষিতা, উপকার প্রভৃতি নানা প্রকার আখ্যায় বিখ্যাত। এক্ষণে দেখা যাউক, এই সকলের মধ্যে কোন্ কোন্টী কিরূপে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদিগের স্বার্থপরতা অধিক বলবতী হইয়াছে। আমরা নিজের ও নিজ পরিবারগণের দেহ সম্যক্ রূপে বেশভূষায় বিভূষিত করিতে দিবারাত্র ব্যতিব্যস্ত; পরহিতার্থে কোন কার্য্য করা অথবা কিঞ্চিৎ বিতরণ করা আমাদিগের কষ্টদায়ক দাঁড়াইতেছে। সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেখুন, পূর্ব্বের ন্যায় অধুনা কোন্ সমৃদ্ধ ব্যক্তি ব্রহ্মত্র, দেবত্র, মহাত্রাণ, প্রভৃতি ভূমি প্রদান করিয়া থাকেন? কোন্ মহাত্মা ব্যক্তি স্বার্থহানি ও স্বকার্য্যহানি স্বীকার করিয়াও প্রতিবেশবাসীদিগের বিপদে সহায়তা করেন? প্রতিবাসীর বিপৎপাত সময়ে অধুনা দোষ মার্জ্জনার এক অপূর্ব্ব ব্যপদেশ সৃষ্ট হইয়াছে—"তিনি কি করিবেন, তাঁহার আপিস কামাই হয়।" এইটী নূতন ব্যপদেশ, পূর্ব্বে এরূপ কথা ছিল না, এবং এরূপ স্বার্থপরতার কথা মুখে আনিতেও লোকে লজ্জাবোধ করিত।

পরের প্রতি সদ্ব্যবহারেরও অনেক ত্রুটি দাঁড়াইতেছে। আমরা বন্ধুজনের মধ্যে ভদ্র ব্যবহার করিতে উত্তম শিক্ষা করিয়াছি, কিন্তু পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনের সহিত ব্যবহারের অনেক বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। আমরা অপরিচিত ব্যক্তিদিগের সহিত কোমল ও বিনীত ব্যবহারে পটু হইয়াছি, কিন্তু পিতামাতা বা অন্যান্য গুরুজনের নিকট ধৃষ্টতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ফলতঃ আমাদিগের গুরুভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শিথিল হইয়া আসিতেছে। আরো সমবয়স্কদিগের অনুরোধে কুকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আর পিতা প্রভৃতি গুরুলোকের ভয় রাখি না। মানবের ঈশ্বরদত্ত "স্বাধীনবৃত্তি" আছে শিখিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইতেছি, এবং গুরুজনের তিরস্কার করণে অনধিকার মনে করিয়া থাকি। আমাদিগের সামাজিক ন্যায়পরতার শৈথিল্য ধর্ম্মাধিকরণের অবিশ্রান্ত অভিযোগ ধারায় প্রতীয়মান হইতেছে। আমরা স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া প্রতিবেশীদিগের সহিত নিরন্তর বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, এবং যৎসামান্য ভূমি অথবা অর্থের জন্য ধর্ম্মের মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক বিচারপতির সমক্ষে অলীকভাষণে কুণ্ঠিত হইতেছি না। যে আদালত আমাদিগের প্রাচীনদিগের পক্ষে যমালয়স্বরূপ ছিল, যে আদালতের গৃহদ্বার তাঁহারা কখন চক্ষেও দেখিতেন না, সেই স্থান আজি আমাদিগের ইন্দ্রালয়স্বরূপ স্পৃহণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে আদালতে গিয়া যথার্থ বৃত্তান্ত বলিতেও অস্মদ্দেশীয় বৃদ্ধেরা পাপস্পর্শ বোধ করিতেন, সেই স্থানেই আমরা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া সম্পূর্ণ অসত্য ও অজ্ঞাত বৃত্ত বর্ণন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেছি না। কি অপূর্ব্ব বৈষম্য! কি চমৎকার পরিবর্ত্ত!

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারাবধি অন্যান্য দেশের ন্যায় অস্মদ্দেশেও যে সকল সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা মহাশয়গণের নিকট বর্ণন করা পুনরুক্তি মাত্র।

ষষ্ঠতঃ। এক্ষণে জ্ঞানের উন্নতি বা অবনতি বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত দেখান যাইতেছে।

পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী বিভিন্নরূপ ছিল। গ্রামীণ কতকগুলি ব্যক্তি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবাসে বাস করিয়া নানাদেশীয় উপাধ্যায় হইতে বিবিধ বিদ্যা উপার্জ্জন করত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেন; এবং দেশীয় ভূস্বামীর সাহায্যে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৃহাগত বিদ্যার্থীদিগকে অকাতরে অন্ন ও বিদ্যাদান করিতেন। তৎকালে চতুষ্পাঠী সকলে কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ও দর্শন শাস্ত্রেরই আলোচনা হইত। সংস্কৃত সাহিত্যের উপর বড় একটী শ্রদ্ধা ছিল না। বাঙ্গালাভাষা শিক্ষাত দূরাপাস্ত। তদানীন্তন কালের শিক্ষা প্রণালীর বিশেষ দোষ এই ছিল, যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সন্তান ব্যতীত আর কেহই শিখিতে পাইত না। বিদ্যাবিষয়ে ঈদৃশ পক্ষপাত শাস্ত্র ও যুক্তি বহির্ভূত। মনু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই বেদাধ্যয়ন ব্যবস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

"অধীয়ীরং স্ত্রয়োবর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রূয়াদ্ব্রাহ্মণ স্তেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ॥"

১০ ম অধ্যায়, ১ম শ্লোক। মনু,

কিন্তু অস্মদ্দেশীয় অধ্যাপকেরা অনেকেই কায়স্থ জাতিকে দীক্ষিত বা শিক্ষিত করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। এমন কি, স্পর্শ করিলেও দেহ অপবিত্র জ্ঞান করিতেন। ঈদৃশ পক্ষপাতপূর্ণ প্রণালী যে নিতান্ত হেয়, তাহা মহাশয়গণ সহজেই বুঝিতে পারেন। এজন্য আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী যে তদপেক্ষা সর্ব্বাংশে সমীচীন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পূর্ব্বের প্রণালীর আর একটী বিশেষ দোষ এই ছিল যে, তৎকালে এক্ষণকার ন্যায় বালকগণ নীতিমার্গে উপদিষ্ট হইত না; কেবল নিরন্তর তর্কালোচনা হেতু অহরহ বিবাদপ্রিয় হইয়া

উচিত। এস্থলে অবশ্য স্বীকার্য্য যে তাহাদিগের বিবেচনা তীক্ষ্ণ ও মার্জ্জিত হইত, কিন্তু বাহ্যবিষয়িণী বুদ্ধির একেবারে বিলোপ হইত। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর গুণে বালকেরা চতুর ও মার্জ্জিতবুদ্ধি হইয়া উঠিতেছে, এবং বিষয় ব্যাপারেও পটু হইয়া দাঁড়াইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় এক এক শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হউক আর নাই হউক, সর্ব্ব শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিতেছে। দুঃখের বিষয় এই, অধুনা রাজভাষার ফলদায়িত্ব দর্শন করিয়া অনেকে আমাদিগের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত হতাদর হইয়া উঠিতেছে। বিদেশীয় রাজগণের অনুৎসাহই ইহার প্রধান কারণ। সুখের বিষয় এই, সংস্কৃতের দুহিতাস্বরূপা বঙ্গভাষা দিনে দিনে উপচীয়মানা হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে নিজ জননীর দিকে আমাদিগের অন্তঃকরণ প্রধাবিত করিয়া দিতেছে।

উপসংহারকালে গুটিকত আন্তরিক দুঃখ মহাশয়গণের সমীপে প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যাইতেছে। সত্য, আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ধনোপার্জ্জন করিতেছি, কিন্তু আমাদিগের অভাব ঘুচিতেছে না কেন? সত্য, আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানোপার্জ্জন করিতেছি, কিন্তু আমাদিগের আচরণ এত কদর্য্য হইয়া উঠিতেছে কেন? সত্য, আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে সুশিক্ষিত হইতেছি, কিন্তু আমাদিগের সেই প্রাচীন সরলভাব ও ঔদার্য্য অপনীত হইয়া দিন দিন কুটিলতা ও জটিলতা বৃদ্ধি পাইতেছে কেন? আমাদিগের মনে অভিমান জন্মিয়াছে আমরা সভ্যজাতির মধ্যে গণ্য হইয়াছি, কিন্তু আমাদিগের সেই সভ্যতার কার্য্য কৈ? আমরা এমন কি করিতেছি, যাহাতে আমাদিগকে লোকে ভদ্র কহিতে পারে? আমরা সপ্তাহের অধিকাংশ দিবসই বিদেশে বিদেশীয়গণের দাস্যবৃত্তি করিয়া অতিবাহিত করি। তৎকালে আমরা এমন একটু সময় পাই না যে, আপনার বা আপনার দেশীয়দিগের হিতকর কোন উপায় ভাবনা করি। সমস্ত দিবস শকটবাহী বলীবর্দ্দের ন্যায়, যানবদ্ধ ভাড়াটিয়া ঘোটকের ন্যায়, অথবা তৈলকারের চক্রে চক্রমণকারী বৃষভের ন্যায় অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া প্রভুর কার্য্য নির্ব্বাহ করি। অবশিষ্ট কাল নিদ্রা বা দূষিত আমোদে অতিবাহিত করি। পরে যখন অবকাশ লাভ করিয়া দেশে আসি,—কেবল এক দিন মাত্র দেশে আসি,—তখনই বা কি করি? সংসারের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণাতে কয়েক ঘণ্টা অতীত হয়, রজকানীত বস্ত্র বিন্যাসেও অনেকের অনেক সময় অতিক্রান্ত হয়। অন্যের আশ্রমে বৃথা গল্প ও পরনিন্দা দ্বারাও অনেকের অধিকাংশ সময় শেষ হয়। কৈ? আমাদিগের অবস্থা উন্নত করিবার চিন্তার জন্য, অথবা সাধারণের হিতকর উপায় উদ্ভাবনের নিমিত্ত কে কয় মুহূর্ত্ত পাইয়া থাকেন? কেই বা তদ্বিষয়ে বিন্দু মাত্র ভাবিয়া থাকেন? সোমবারের নয়টার সময় আমরা বাষ্পীয়যানের অধিষ্ঠান ভূমিতে অনেক সংখ্যক মহাশয়কে দেখিতে পাই অনেক দুগ্ধফেননিভ ধৌতবসনে সংবৃত দেহ মানবমূর্ত্তি নেত্র গোচর করিতে পাই; কৈ, বলুন দেখি, সেই সাগরোপম ভদ্রলহরীর মধ্যে কোন্ মহাত্মা বা কজন মহাত্মা তৎপূর্ব্ব দিনে তাঁহাদিগের দেশের হিতকর কোন ভাবনা করিয়াছেন কি না? আমরা অনেক মনুষ্যমূর্ত্তি ধৌতাম্বর সুশোভিত ও কেশ বিন্যাস বিলাসিত দেখিতে পাই, কিন্তু তাদৃশ বিশুদ্ধ ও বিমল অন্তঃকরণ দেখিতে পাই না কেন? কেন আমরা স্বদেশীয়দিগের অহরহঃ মঙ্গল কামনা না করিয়া কেবল বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হই? কেন আমরা নিরীহ ব্যক্তিদিগকে উৎপীড়ন করিয়া দেশের কণ্টক স্বরূপ হই? কেন আমরা পরহিংসা, পরদ্বেষ বা পরনিন্দা করিয়া অন্তরাত্মাকে নিতান্ত কলুষিত করি? পরের অনিষ্ট করিতে কেন আমাদিগের মন অতি শীঘ্র ধাবিত হয়? এই দোষ গুলি আমাদিগের পরিবর্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যত দিন পর্য্যন্ত আমরা পরস্পর পরস্পরের হিতকামনায় একত্র সমবেত না হইব, পরের হিতার্থে স্বার্থের কিয়দংশ পরিত্যাগ না করিব, অপক্ষপাতে ও সরলান্তঃকরণে পরস্পরের সহিত আলাপ করিতে না পাইব, পরস্পরের সমক্ষে পরস্পরের দুঃখ জানাইতে না পাইব, তত দিন আমাদিগের উন্নতি পক্ষাঘাত-বিকল রোগীর ন্যায় ভগ্ন পদ পাইয়া থাকিবে।

সহযোগী সাময়িক পত্র।

সোমপ্রকাশের মতে এদেশীয় রাজগণের উপরে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট আবার দুটী নূতন বিপদ উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন। এক বিপদ দরবার। দ্বিতীয় বিপদ রেসিডেণ্ট। কয়েক বৎসরের দরবারে এদেশীয় রাজগণের কত টাকার শ্রাদ্ধ হইল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি তাহার একটী তালিকা করেন এবং সেই সকল টাকা কোথা হইতে আইল, যদি তাহার অনুসন্ধান করেন, জানিতে পারিবেন, দরবার প্রথাটী এদেশীয় রাজগণের একটী নূতন বিপদ হইয়াছে কি না। রেসিডেণ্ট রাখিবার প্রথাটী যে কেমন বিপদ, বরদার ও হাইদারাবাদের রেসিডেন্সি, তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। এই প্রথাটী এদেশীয় রাজগণের কেবল যে অর্থ শোষণ করে এরূপ নয়, উঁহাদিগের স্বাধীনতা প্রতাপ ও মহিমা প্রভৃতি সমুদায় গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

হিন্দু হিতৈষিণী বলেন প্রবেশিকা পরীক্ষার সাহিত্য বিষয়ে কাহার কতদূর জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহাই পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এবারকার প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নে রো সাহেবের পুস্তক ছাত্রেরা ক্রয় করিয়াছে কি না, অথবা ভবিষ্যতে ক্রয় করা কর্ত্তব্য জানে কি না, প্রকারান্তরে ইহাই পরীক্ষা করা হইয়াছে। কোন ২ স্থানে রো সাহেবের গ্রন্থ অধ্যয়নের নিয়ম নাই, অথচ প্রশ্ন একটীও রো কৃত গ্রন্থের বহির্ভূত নহে। ছাত্র এবং শিক্ষকেরা বুঝিতেছেন যে আগামী বর্ষে রো সাহেবের গ্রন্থই পাঠ্য মধ্যে পরিগণিত করিতে হইবে। রো সাহেবের গ্রন্থে যে যে কথার উল্লেখ আছে, সে গুলিই প্রশ্ন স্থলে আনা হইয়াছে। আদ্যন্ত কেবল রো কৃত গ্রন্থের পরীক্ষা করাতে কি উহা সকল বিদ্যালয়ে অধীত হয় কিনা তাহার পরীক্ষা করা হয় নাই? যাহারা রোকৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করে নাই, তাহাদিগকে এবারের পরীক্ষায় বড় কষ্ট ভোগ করিতে হইবে তাহাদের কৃতকার্য্য হওয়ার আশা বড় করা যায় না। লেথব্রিজ ও ক্লার্ক সাহেবের ইংরেজী গ্রন্থ অনেক আত্মীয়ের অনুকম্পায় বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইয়াছে; কিন্তু তদ্দ্বারা প্রকৃত পক্ষে কতদূর উপকার লাভের আশা আছে বলিতে পারি না। রো সাহেবের গ্রন্থ দ্বারাও অন্যান্য সাহিত্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থাপেক্ষা অধিক জ্ঞান লাভ করা যায় এরূপ অনুমিত হয় না। পরীক্ষক যদি রো সাহেব কিংবা তাঁহার কোন আত্মীয় বা হিতৈষী নাও হন, তথাপি তাঁহার প্রশ্ন দ্বারা সেই আত্মীয়তা বা হিতৈষিতা প্রকাশ পাইতেছে। জ্ঞানের পরীক্ষা করিতে এরূপ স্বার্থ পরিচালন ন্যায়সঙ্গত নহে।

সহচর বলেন, এবার ত্রিহুতে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। শীঘ্রই রিলিফের কার্য্য উপস্থিত হইবে গত ১ লা ডিসেম্বরে কমিশনর সাহেব দ্বারভাঙ্গায় উপস্থিত হন। কএক দিন থাকিয়া রিলিফের বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। যে যে স্থানে বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তথায় তথায়

রেলওয়ের শাখা বিস্তৃত হইবে। আমরা এস্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি, গবর্ণমেণ্ট যেন এবার আবাদকরদিগকে কণ্ট্রাক্ট না দেন। এবার তত অর্থ কই? বড় বড় ভিক্ষুকেরা যেন এবার লোভ সম্বরণ করিয়া থাকে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

কর্ণাটকুমার—(দৃশ্যকাব্য)—গ্রেট ন্যাসনেল থিয়েটরের নিমিত্ত শ্রীসত্যকৃষ্ণ বসু সর্ব্বাধিকারী প্রণীত, শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন নিয়োগী দ্বারা প্রকাশিত এবং নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।৷০ আট আনা মাত্র।

আমরা কয়েক মাসের মধ্যে অনেকগুলি ঐতিহাসিক নাটক বা দৃশ্যকাব্য প্রাপ্ত হইলাম। সকল নাটকেই প্রায় একরূপ ভাব—একরূপ সংযোগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কর্ণাটকুমারের গল্পটী এই:—বহু দিবসাবধি কর্ণাটরাজ চন্দ্রশেখরের সহিত উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমকেশরীর যুদ্ধ চলিতে থাকে। একটী যুদ্ধে কর্ণাটরাজ পরাভূত এবং রাজপুত্র বন্দী হইয়া বিপক্ষ রাজ্যে নীত হন। তথায় বিচারে রাজপুত্রের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা য়,কিন্তু সহকারী সেনাপতি বীরবল্লভ এবং মন্ত্রী প্রজ্ঞারত্নের অনুরোধে তিনি প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা এবং ৃঙ্খলবন্ধন হইতে অব্যাহতি পান। রাজপুত্র ঞ্জন বীরবল্লভের কয়েদিরূপে শিবির মধ্যে াবস্থিতি করেন। উজ্জয়িনীর রাজকন্যা প্রমদা তিপূর্ব্বে ঘটনাক্রমে রাজপুত্রকে অবলোকন রিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হন এবং স্বীয় খী ও ইন্দোরের রাজকন্যা মুরলার নিকট সকল থা ব্যক্ত করেন। মুরলা বীরবল্লভের প্রণয়ে াসক্ত। বীরবল্লভের ইচ্ছা রঞ্জনকে দুর্গ হইতে ক্ত করিয়া যেন তেন প্রকারেণ উজ্জয়িনীরাজের ংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং মুরলাকে স্বীয় ২ধর্ম্মিণী করিতে পান। এতন্নিমিত্ত বীরবল্লভ ঞ্জনের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া মুরলা দ্বারা রাজ-ানীকে দুর্গে আনয়ন করেন এবং বীরবল্লভ মুরলা এবং রঞ্জন ও প্রমদা পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হন। উজ্জয়িনীরাজ এই ব্যাপার শ্রবণ য়া অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং রঞ্জনকে এক তৃত স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখেন।

এ দিকে পরাজিত কর্ণাটরাজ পত্নী সমভি-ারে যোগিবেশে বিন্ধ্যাচলের চণ্ডকৌশিকীর রে বাস করেন। কর্ণাটরাজের মিত্র ইন্দোর বন্ধুর রাজ্য রক্ষার্থ কর্ণাটে আগমন করেন। সময়ে বীরবল্লভ রঞ্জন দ্বারা কর্ণাটরাজ্যে এই বলি। পত্র লেখান যে এক্ষণে সেনাপতি পীড়িত, সহকারী সেনাপতি আমাদিগের সপক্ষ, সহজেই দুর্গ অধিকৃত হইতে পারিবে এবং রঞ্জনকে ও ইন্দোর রাজদুহিতা মুরলাকেও উদ্ধার করা যাইতে পারিবে। ইন্দোর রাজ এই পত্র পাইয়া প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান এবং স্বয়ং গোপনে সৈন্য সংগৃহীত করিতে থাকেন। বীরবল্লভ এবং অন্যান্য অমাত্যবর্গের কথায় উজ্জয়িনীর রাজা সন্ধি করিলেন না। এ দিকে গোপনে গোপনে কর্ণাটীয় সেনা আসিয়া দুর্গ ও নগর অধিকার করিল এবং উজ্জয়িনীরাজকে বন্দী করিয়া কর্ণাটে লইয়া গেল। পরে বীরবল্লভের সহিত মুরলার এবং রঞ্জনের সহিত প্রমদার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। বীরবল্লভ রঞ্জনের অনুরোধে উজ্জয়িনীর রাজা হইলেন এবং রঞ্জন কর্ণাটে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। এই স্থানেই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

এই দৃশ্যকাব্য খানির লেখা মন্দ হয় নাই। নায়ক রঞ্জনের চরিত্রের উত্তমরূপ বিস্ফুরণ দেখা গেল না। আমরা নায়িকা প্রমদার কথঞ্চিৎ দুঃসাহসিকতা দেখিলাম। ইহাদিগের দুই জনের প্রণয়টী যেন কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক বোধ হইল। যাহার সহিত দুই দিনের আলাপ, যাহার মন ভালরূপ জানা নাই, তাহাকে হঠাৎ গান্ধর্ব্ব বিবাহে বরণ করা হইল। আবার এই কার্য্যটী পিতামাতার অজ্ঞাতে। যাহা হউক, আমাদিগের বিবেচনায় অভিনয়কালে এই গ্রন্থ খানির অভিনয় মন্দ হইবে না। পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যটী পাঠ করিয়া আমাদিগের রামাভিষেকের দুই জন চাষার কথা এবং সতী নাটকের শৈব ও বৈষ্ণবের বিবাদটী মনে পড়িল। সমালোচ্য গ্রন্থ খানির স্থানে স্থানের বর্ণনা আমাদিগের ভাল লাগিয়াছে।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

পত্রান্তরে দৃষ্ট হইল কেলি সাহেব মৃত হর মোহন বাবুর পদে ডাইরেক্টর আপীসের প্রথম কেরাণী হইয়াছেন। ২৪ পরগণার ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় উক্ত আপীসের ২য় কেরাণীর পদ পাইয়াছেন। হুগলীর স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু অম্বিকাচরণ বসু কলিকাতার ডেপুটী ইনস্পেক্টর এবং বাবু জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগণার ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইবেন।

শিক্ষাবিভাগের অফিসিয়েটিং ডাইরেক্টর উড্রো সাহেব যুবরাজের সম্মানার্থ বালকদিগের এক সভা করিবার জন্য কলিকাতার সমুদায় সাহায্য প্রাপ্ত এবং প্রাইবেট বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কত জন বালককে তাঁহারা স্ব স্ব বিদ্যালয় হইতে প্রেরণ করিতে পারেন। এ উপলক্ষে কলেজের ছাত্রগণও উপস্থিত হইতে পারিবে। "God bless our noble Prince" এই নূতন সংগীতটী বালকগণ দ্বারা গীত হইবে।

যুবরাজের সম্মানার্থ কলিকাতা নগরে মহা ধুমধাম পড়িয়াছে। পোষ্ট আপিস, টেলিগ্রাফ আপিস টাউন হল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অট্টালিকায় আলোক দিবার জন্য বন্দোবস্ত হইতেছে। কলিকাতার সমুদায় অট্টালিকা শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত হইতেছে। রাজপথে আলোক দিবার পোষ্ট গুলি নূতন বর্ণে সুশোভিত হইতেছে এবং চারি দিকেই যেন নূতন ভাবের আবির্ভাব।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী লইয়া ঘোর বিবাদারম্ভ হইয়াছে। আগামী ১১ই ডিসেম্বর টাউনহলে এক সভা হইয়া এতৎ সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা হইয়া যাইবে। অনেকেই হগ সাহেবের উপর বিরক্ত হইয়াছেন। যখন হগ সাহেবকে লইয়া এরূপ হইতে চলিল, তখন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কি জন্য তাঁহাকে মিউনিসিপালিটীর সভাপতি করিয়া রাখেন বুঝিতে পারিতেছি না। হগ সাহেবের নিজ হইতেই কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর।

কৃষ্ণনগর কলেজের বাবু উমেশ চন্দ্র দত্তকে গ্রেড ভুক্ত করাতে আমরা আশা করিয়াছিলাম ইঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে স্থানান্তরিত করা হইবে। কিন্তু শুনিয়া দুঃখিত হইলাম ইঁহাকে কৃষ্ণনগর কলেজেই রাখা হইবে এবং হিন্দু স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু ভোলানাথ পালকে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রমোসন দেওয়া হইবে। বাবু রাধা গোবিন্দ দাস হিন্দু স্কুলের এবং বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হাবড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োজিত হইবেন।

কলিকাতায় আর একখানি নূতন দৈনিক ইংরাজি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই খানির নাম 'মর্ণিং টাইম্‌স।' পূর্ব্বে মিরর যে আকারে বহির্গত হইত এখানিও সেই আকারে প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য ১২ টাকা মাত্র। আমরা নব প্রকাশিত মর্ণিং টাইম্‌সের দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি।

গত শনিবার বিশেষ ট্রেণে ঢাকার নবাব

আবদুল গণি সি, এস আই এবং খাজে আশানুল্লা বাহাদুর কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

মৃত বাবু হরচন্দ্র ঘোষের অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তিটী কলিকাতায় আনীত হইয়াছে। কলিকাতা ছোট আদালতের হলে ইহা স্থাপিত হইবে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম বাবু শ্রীনাথ ঘোষ কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ভাইস্ চেয়ারমান হওয়াতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু তারক নাথ মল্লিক প্রেসিডেন্সি কমিশনরের পার্শনেল আসিষ্টাণ্ট হইলেন। বাবু ঈশ্বর চন্দ্র মিত্র তারক বাবুর কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

উত্তর পশ্চিম।

লর্ড নর্থব্রুক মৃত লর্ড মেয়োর ন্যায় জয়পুরের সমস্ত প্রধান রাজবংশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। লর্ড নর্থব্রুকের অভ্যর্থনাটী সুমহৎ হইয়াছিল।

একাডেমি বলেন অধ্যাপক জে বুলার অনুসন্ধিৎসু হইয়া সম্প্রতি কাশ্মীরে উপনীত হইয়াছেন। তথা হইতে ইনি জম্মু, রাজপুতনা এবং মালোয়া পরিভ্রমণ করিবেন। ইহাঁর অভিপ্রায় কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইয়াছে, ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত কবিতা এবং ঋগ্‌বেদের এক খণ্ড হস্তলিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন খোদিত ফলক এবং অনেক প্রাচীন টাকা প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন। কাশ্মীরস্থ পণ্ডিতগণ ইহাঁকে অনেক সাহায্য করিতেছেন।

মুঙ্গেরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

(১) ইতি মধ্যে জামালপুরে একটী স্ত্রীলোককে সর্পে দংশন করিয়াছিল; দষ্টা কামিনী মৃতপ্রায় হইলে পুলিষে সমাচার দেওয়া হয়; পুলিসে একটী ঔষধ ছিল, তাহা আঘ্রাণ করাইয়া স্ত্রীলোকটীকে আরোগ্য করিয়াছে। পুলিস খুব ওস্তাদ।

(২) ভুপালের বেগম ১১ ই ডিসেম্বর তারিখে জব্বলপুরে রেলওয়ে শকটারোহণ পূর্ব্বক এলাহাবাদে আসিবেন। ১৪ ই তারিখে তথা হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিবেন। বিকানিরের রাজাও তীর্থাদি দর্শনানন্তর তথায় যাইতেছেন।

(৩) ৫ ই ডিসেম্বরে রবিবার মুঙ্গের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ রায় মহাশয় "আর্য্যধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজের অবস্থার পরিবর্ত্ত হয় নাই। প্রত্যহ ১৪।১৫ জন ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিতেছে। মান্দ্রাজের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট কি করিতেছেন?

জনৈক বাঙ্গালোরস্থ সহযোগী বলেন মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের কানারি ভাষায় অনুবাদক ডাক্তার মাকলিন সাহেব মহীসুরের মহারাজার শিক্ষক হওয়াতে মাসিক ১৮০০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হইবেন। ইনি আগামী মাসের প্রথমেই উক্ত পদে গমন করিবেন।

সেদিন বাঙ্গালোরের জনৈক ভদ্রলোক এক জন মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তোমার জাতির মধ্যে এত লোক ওলাউঠায় মরিতেছে কেন?" মুসলমান তাহার প্রত্যুত্তরে বলে "যখন তুমি লাল বাগে গমন কর তখন সামান্য ফুল না তুলিয়া সুন্দর সুন্দর ফুল তুলিয়া থাক, সেইরূপ পরমেশ্বর মন্দ ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তিদিগকে অগ্রে চয়ন করিয়া লন।"

সম্প্রতি মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা ডিউক অব বকিংহামের ভগ্নী তথাকার সম্ভ্রান্ত গৃহের রমণীদিগের সহিত আলাপাদি করিয়াছেন। লেডি হোবার্টের ন্যায় দেশীয় রমণীদিগের প্রতি ইহাঁরও বিশেষ স্নেহ দেখা যাইতেছে।

বোম্বাই।

বোম্বাইর বিখ্যাত মিসনরি ডাক্তার উইলসনের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি বহু দিবসাবধি ভারতবর্ষে থাকিয়া ভারতবাসীদিগের বহু উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যুতে হিন্দু মুসলমান, ইউরোপীয় পারসী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। ইনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্স চান্সালারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যু হওয়াতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা স্থগিত রহিল।

ইউরোপ।

একটী ফরাশি বৈজ্ঞানিক দল ভারতবর্ষ, জাপান, জাপান সমুদ্র, চীনদেশীয় বন্দর, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পরিদর্শন করিবার জন্য বহির্গত হইতেছে। ইহাঁদিগের অনুশীলনের জন্য জাহাজে একটী পুস্তকালয় থাকিবে।

জাপান গবর্ণমেণ্টের জন্য ইংলণ্ডে তিন খানি লৌহ নির্ম্মিত জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছে।

ডেনমার্কের রাজা সস্ত্রীক ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাঁদিগের জন্য কোন সমারোহের প্রয়োজন হয় নাই। ইহাঁরা গুপ্তভাবে বাস করেন, সাধারণ সমক্ষে কদাচিৎ বহির্গত হন।

বিবিধ।

শুনা গেল আসিয়া মাইনরের বিশেষতঃ ত্রিবিজন্দের অধিবাসীগণ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা গোপনে খৃষ্ট ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে। এরূপ নিয়ম বহু দিনাবধি চলিয়া আসিতেছে।

এডেন হইতে সংবাদ আসিয়াছে ইজিপ্ট দেশীয় রণতরী জুবা নদী অধিকার করিয়াছে এবং জান্‌জিবারের সুলতানের সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়াছে। জান্‌জিবার ইংলণ্ডের সহিত সখ্য ভাবে বদ্ধ, ইজিপ্ট ঋণদায়ে ইংলণ্ডকে সুয়েজ খালের অংশ বিক্রয় করিয়া এখন কি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন?

যুবরাজের ভারতভ্রমণ।

২৬ এ নবেম্বর—রাত্রিতে সিরাপিস জাহাজ গোয়ার আগুয়াডা বন্দরে উপনীত হয়। পরদিন বেলা ৮ ঘটিকার সময় যুবরাজ মে-ফ্রিয়ার রাজ প্রাসাদে গমন করেন। গোয়ার শাসনকর্ত্তা ট্রেভারস ডি, আলমেডা এবং অনেক সম্ভ্রান্ত পর্টুগিস কর্ম্মচারী যুবরাজকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন। তিনি গোয়ার সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। যুবরাজ ১০ টার সময় প্রাচীন গোয়ায় উপস্থিত হইয়া পর্টুগিসদিগের ক্ষমতা এবং ধর্ম্মের চিহ্ন স্বরূপ পদার্থ সকল অবলোকন করেন। যুবরাজ গোয়ার অনেক প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম মন্দির অট্টালিকা প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। পরদিন যুবরাজ কলম্বো যাত্রা করেন।

১ লা ডিসেম্বর—যুবরাজ কলম্বো নগরে দুই প্রহরের পূর্ব্বে উপনীত হন। রাজনৈতিক ও সামরিক কর্ম্মচারিগণ এবং গবর্ণর সাহেব ইহাঁকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লন। মিউনিসিপালিটী এবং ব্যবস্থাপক সভা হইতে অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। যুবরাজ এই সকল অভিনন্দনের উত্তর অতি সংক্ষেপে প্রদান করেন। এই দিবস রাত্রি কালে যুবরাজ সিরাপিসে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইহাঁর সম্মানার্থ নগরের আলোকাদি দেওয়া হয়।

২ রা ডিসেম্বর—১০ ট [illegible]

অবতীর্ণ হ[illegible]

পর ইউরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং দেশীয় রাজগণ ইহাঁকে সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। রেলওয়ে হইতে অবতীর্ণ হইবার কালে তথাকার মিউনিসিপালিটী এক খানি অভিনন্দন প্রদান করেন। যুবরাজ ইহার মৌখিক প্রত্যুত্তর দেন। ষ্টেশন হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। একে এই নগরটী স্বভাবতঃ সুন্দর, আবার উত্তমরূপে বিভূষিত হইয়াছে ইহাতে যুবরাজের চক্ষে বিশেষ সন্তোষকর হইবে বিচিত্র কি? যে রাস্তা দিয়া যুবরাজ ভ্রমণ করিয়াছিলেন সেই রাস্তায় নিবিড় জনতা হইয়াছিল। বোম্বাই প্রভৃতি নগর অপেক্ষা তথাকার অধিবাসিগণ তাহাদিগের সম্বর্দ্ধনা দ্বারা যুবরাজকে অধিকতর মোহিত করিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী অসংখ্য লোক এই স্থানে আগমন করিয়াছিল। যুবরাজ কলম্বো পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সিংহলের শাসনকর্ত্তাকে নাইট সেণ্ট মাইকেল ও সেণ্ট জর্জ উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

যুবরাজের সিংহল পরিদর্শনের জন্য নিম্ন লিখিত কার্য্যপ্রণালী ধার্য্য হইয়াছিলঃ—৩রা যুবরাজ বোটানিকাল গার্ডেন দেখিবেন। ৪ঠা ডিসেম্বর হস্তি শিকার করিতে যাইবেন। ৬ই ডিসেম্বর সাফ্রাগারের রাজধানী রত্নপুরে গমন করিবেন। ৭ই ডিসেম্বর রত্ন খনি দর্শন করিবেন এবং হাপুইলাতে যাইবেন। ৮ ই ডিসেম্বর যুবরাজ কলম্বোতে একটী লেবি করিবেন। ৯ই একটী ভোজ প্রদত্ত হইবে। এই দিবস অপরাহ্ণে যুবরাজ ব্রেক ওয়াটারের ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত করিবেন।

রয়েল টুরিষ্ট।

অর্থাৎ প্রিন্সঅব ওএলস বাহাদুরের ভারত ভ্রমণসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণ সংযুক্ত সচিত্র ইংরাজিপত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ওয়াল্টার রডওয়ে সাহেবকে উক্ত পত্রের হিন্দি এবং বাঙ্গালায় অবিকল অনুবাদ চিত্রের সহিত প্রকাশ করিতে অনেকে অনুরোধ করেন, কিন্তু তাঁহার তাদৃশ অবকাশ না থাকায় আমাদিগকে উক্ত টুরিষ্টের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচার করিতে অনুমতি দিয়াছেন। রয়েল টুরিষ্টে যে সমস্ত সংবাদ, প্রস্তাব, টেলিগ্রাম, এবং প্রসিদ্ধ চিত্রখোদক কেরো সাহেব কর্ত্তৃক চিত্র থাকিবে, বাঙ্গালা অনুবাদে সে সমস্তও থাকিবে। রয়েল টুরিষ্টের এক কালীন মূল্য ৩০ টাকা ধার্য্য হইয়াছে, কিন্তু সাধারণের সুবিধার জন্য আমরা বাঙ্গালা অনুবাদের এক কালীন মূল্য ৮ আট টাকামাত্র ধার্য্য করিলাম। টুরিষ্টের ন্যায় ইহাও ছয় মাসকাল প্রচারিত হইবে। টুরিষ্টের যে কয় সংখ্যা পূর্ব্বে বাহির হইয়াছে, আমরা সেই সমস্ত সংখ্যাও প্রকাশ করিব। বাঙ্গালা অনুবাদ

প্রিন্স অব ওএলসের ভারত-ভ্রমণ।

পত্রের নাম হইবে। আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতেই প্রতি সপ্তাহে প্রচারিত হইবে। এক্ষণে সাধারণে অনুগ্রহপূর্ব্বক অনতি বিলম্বে নিজ ২ নাম, ধাম এবং মফঃস্বলের গ্রাহকগণ অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিলেই আমাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। মফঃসলে ডাকমাসুল লাগিবে না। পত্রের আকার রয়েল টুরিষ্টের ন্যায় হইবে। সাধারণের জ্ঞাতকারণ রয়েল টুরিষ্টের জেনেরল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত প্রিচার্ড সাহেবের পত্র ইহার সহিত প্রকাশ করিলাম।

বশম্বদ।

শ্রীপ্রিয় নাথ মুখোপাধ্যায়।

ম্যানেজার।

কলিকাতা
যোড়াবাজার ষ্ট্রেট নং ৫০

Royal Tourist Office.
3 Chauringhee,
Calcutta ; November 22, 1875.

Dear Sir.

With reference to the Conversation I had with you this morning on the Subject of allowing a translation of the Royal Tourist into Bengalee I shall be glad to allow it to be done.

I will also supply you with pictures the same as are issued with the " Royal Tourist "

Yours faithfully
Sd Alfred H Pritchard.
General manager.

প্রেরিত।

লক্ষ্ণৌস্থ সংবাদদাতার পত্র।

আজকাল এখানে থিয়েটারের বড় ধুম। দুইটী দল প্রস্তুত হওয়ায় প্রায় প্রতি শনিবারেই একটা না একটা অভিনয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। ইহাতে দর্শকদিগের পক্ষে বড় মন্দ হয় নাই, তাঁহারা প্রতিবারেই নূতন নূতন নাটক অভিনীত দেখিতে পাইতেছেন। কিন্তু উভয় দলের সভ্যদের অন্তরে যে কি ভয়ানক বিষবৃক্ষ রোপিত হইতেছে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। এই অল্প দিনের ভিতর দুই দলের সভ্যদের মধ্যে এরূপ বিষম ভাব দৃষ্ট হইতেছে যে এক দলের লোক অপর দলের লোককে এক রাস্তায় দেখিলে সে রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া যান। পরে আরও যে কতদূর হইবেক বলিতে পারা যায় না। দুইটীই যখন সখের দল, ব্যবসা যখন তাঁহাদের কাহারও উদ্দেশ্য নহে, তখন তাঁহাদের মধ্যে এত বিরোধ কেন? লক্ষ্ণৌস্থ ভদ্র বাঙ্গালীরাই বা ইহাতে কেন হস্তক্ষেপ করিতেছেন না? আমরা জানি রামগোপাল বাবু গণনীয় ভদ্রলোক এবং ঈশান বাবুও একজন সম্পূর্ণ উপযুক্ত লোক, অতএব তাঁহারা অল্পায়াসে সকল বিষয় ঠিক করিয়া লইতে পারেন। তাঁহারা উভয়ে যদ্যপি কিছু কিছু স্বার্থ ক্ষতি স্বীকার করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ উভয় দলের মিলন হইয়া যায়; আর মিলন হইলে যে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হইবেক তাহা বলা বহুল্য।

মানাবর ইংলিস্ সাহেব বিগত ১৫ ই তারিখে লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিয়া এলাহাবাদাভিমুখে গমন করিয়াছেন এবং সার জর্জ্জ কুপার সাহেব তাঁহার নিজ কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইংলিস্ সাহেবের গমনোপলক্ষে মেজর জেনারল চেম্বরলেন উইঙফিল্ড পার্কে একটী খানা দেন ও তালুকদারেরা কৈশোরবাগ বার দ্বারি উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া আলোকিত করেন। তথায় নানাবিধ বাজি পোড়ান হয়, ব্যাডমিণ্টন খেলা হয় ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদেরও উত্তম বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ৩১ সুবাদারেরা ইংলিস্ সাহেবকে একখানি উৎকৃষ্ট অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন এবং ইংলিস সাহেবও তাহার সদুত্তর দিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। বলরামপুরের মহারাজা উক্ত অভিনন্দন পত্র উর্দ্দুতে পাঠ করেন তাহার মর্ম্ম এই—

(১)—অত্যন্ত দয়া ও সদাশয়তার সহিত আপনি যে ৮ মাস—এই অত্যল্প কাল এই প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য অতি বিনীত ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আমরা সকলে একত্রিত হইয়াছি।

২—সাধারণ লোক স্বেচ্ছামত আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে এই আদেশ বাহির করিয়া আপনি সকলকে তাহাদিগের সকল বিষয় জ্ঞাপন করিতে সুযোগ অর্পণ করিয়া-

ছিলেন এবং সেই অবস্থার যতদূর সম্ভব আপনার নিকট হইতে তাহার সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইত। অনেক স্থলে আপনি অনেক ব্যক্তিকে অনেক সৎপরামর্শ দিয়া বিদায় দিয়াছেন।

৩—দেশীয় ভদ্রলোককেই আউডের সকল কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে এরূপ নিয়ম করিয়া আপনি স্বগীয় গবর্ণমেণ্টের ও ঐ পদের পূর্ব্বাধিকারীর অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন; কিন্তু ইহাদ্বারা আর এই এক মহৎ হিতসাধন হইয়াছে যে নিয়ম্ন কর্ম্মচারীগণকে প্রজাদিগের স্বার্থ প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং প্রকৃত যোগ্য পাত্রদিগকে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার সুবিধা অর্পিত হইয়াছে।

৪—যে অল্পকাল আপনি শাসন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে যে সকল সৎ কার্য্য আপনাকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার বিশেষ বর্ণনা করিতে গেলে অভিনন্দন পত্র বাড়িয়া যায়। এ স্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এ প্রদেশে আপনার এই সংক্ষিপ্ত শাসনকালে আপনার সৌজন্য ও ন্যায়পরতা আমাদিগের চিত্তে এরূপ দৃঢ় সংস্কার মুদ্রিত করিয়াছে যে উহা বর্ত্তমানকালে আমাদিগের মধ্যে ও উত্তর কালে আমাদিগের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে কথোপকথনের সুন্দর প্রসঙ্গ হইবে। যেরূপ প্রীতি ও অনুগ্রহের সহিত আপনি আমাদিগের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছেন এবং আগমন দ্বারা আমাদিগকে চরিতার্থ করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা ও সমস্ত জমীদার অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

৬—যাহাহউক আমাদিগের পুরাতন চিফ্ কমিসনর সার জর্জ্জ কুপার সাহেব পুনরাগমন করিতেছেন বলিয়া আমরা সান্ত্বনা লাভ করিতেছি; যদি তিনি না আসিতেন তাহা হইলে আপনার এ প্রদেশ হইতে প্রস্থান আমাদিগের চির আক্ষেপের কারণ হইত।

ইংলিস্ সাহেবের উত্তর।

বলরাম পুরের মহারাজা, রাজা আমির হোসেন ও অন্যান্য তালুকদারগণ যাঁহারা অদ্য রজনীতে এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন আমি সকলকেই, এই অভিনন্দন পত্র প্রদান দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্ত, সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি।

আপনারা আউডের পুরাতন তালুকদারদিগের উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি এবং এ প্রদেশের অনেক অংশ আপনাদিগের অধিকারস্থ, এজন্য এখানকার লোকদিগের উপর আপনাদিগের বিস্তর আধিপত্য আছে। আমার এ প্রদেশের এই অত্যল্পকাল অবস্থিতি কালে আমি আপনাদিগের বিষয় যতদূর জানিতে পারিয়াছি তদ্দ্বারা বলিতেছি যে আপনাদিগের এই ক্ষমতা প্রজাদিগের হিতসাধন ও ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে চিরদিন প্রযুক্ত হইবে। আমি ইহাও নিশ্চিত বলিতেছি যে রাজ্ঞীর শাসনের প্রতি আপনাদের বিশ্বস্ততা, প্রজাদিগের হিত সাধনাকাঙ্ক্ষা এবং স্বীয় স্বীয় বিস্তৃত জমীদারীর কার্য্য নির্ব্বাহার্থে সুন্দর ব্যবস্থা দ্বারা আপনারা এ প্রদেশের জমীদারগণের অধিক কি সমস্ত ভারতবর্ষের জমীদারগণের দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছেন। এস্থলে আপনাদিগের ঔদার্য্য, আপনাদের কর্ত্তৃক প্রজাদিগের উন্নতি সম্ভাবনা এবং আপনাদিগের বিস্তৃত জমীদারীর কার্য্যনির্ব্বাহের দায়িত্ব বিষয়ে আমার মত প্রকাশ করিতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতেছি। দুইখানি বিল যাহা অদ্যাপি গ্রাহ্য হয় নাই এবং যাহা লইয়া আমার সহিত আপনাদিগের বিস্তর বাদানুবাদ হইত, তদ্দ্বারা আপনাদিগের জমীদারীর কার্য্য নির্ব্বাহের দায়িত্ব সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত দুইখানি বিলের মধ্যে একখানিতে আউডের রাজস্ব আইন দৃঢ়ীকরণ ও অপর খানিতে বর্ত্তমান কালীন প্রচলিত আইন অপরাপর প্রজাদিগের উপর প্রচলনের নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। আমি লক্ষ্ণৌ আসিবার পূর্ব্বে আউডের অনেক তালুকদারের বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনাদের অনেককে জানিতে পারিয়াছি এবং আমার অল্পকাল অবস্থিতির মধ্যে আপনাদের সহিত বিশেষ পরিচিত হইবার সুবিধা ভোগ করিয়াছি বলিয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। যাহা হউক আমি আপনাদিগের আনন্দে ও মঙ্গলে চিরদিন আমার স্বার্থবোধ করিব।

যৌবন সুহৃদ্।

(যুবকগণের স্বাস্থ্য হানিকর কদভ্যাস নিবারণ বিষয়ক)

মূল্য ৸৹ আনা, মফস্বলে ডাকমাসুল ৵৹ আনা।

প্রসাদ প্রসঙ্গ।

(রাম প্রসাদ সেনের জীবন চরিত সম্বলিত গীতাবলী)

মূল্য ॥৹ আনা, মফস্বলে ডাকমাসুল ৵৹ আনা।

উপরি উক্ত পুস্তকদ্বয় হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে এবং কলিকাতা মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ১ নং মিত্র এণ্ড কোম্পানির পুস্তকালয়, ৩ নং ব্রাহ্ম নিকেতন, কলেজ স্কোয়ার ১২ নং ইণ্ডিয়ান হোমিওপাথিক ডিস্পেন্সরী এবং কলেজ ষ্ট্রীট ৫৫ নং কানিঙ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

নূতন প্রকাশিত।

চিত্রবিনোদিনী।

(সিপাহী বিদ্রোহ সম্বলিত উপন্যাস।)

গত আষাঢ়ের আর্য্যদর্শনে ইহার সমালোচনা দৃষ্ট হইবে। মূল্য ১৷৹ টাকা, ডাকমাসুল ৴১৹। হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে, পটলডাঙ্গা কানিং লাইব্রেরী ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনুবাদিত শ্রীমদ্ভাগবত হইয়া শেষ নিম্নলিখিত ঠিকানায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য কমিসন বাদে ১৩৲ টাকা। ডাক মাসুল ১৸৵৹ আনা।

কলিকাতা,
বিডন ষ্ট্রীট ৬৬ নং শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিডন প্রেস,

টাকের মহৌষধ।

আমাদের নিকট টাকপড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে ইহার দ্বারা অনেক লোকের টাক সারিয়াছে। অল্পদিনের টাক ১৫।২০ দিনে ভাল হইয়াছে। অধিক দিনের হইলে কিছু অধিক কাল ব্যবহার করিতে হয়। মূল্য ২ আউন্স শিশি ১ টাকা। চিনাবাজার আরমানি গির্জার সম্মুখে শ্রীযুক্ত নরসিংহ প্রসাদ দত্তের দোকানে এবং আমাদের নিজ ডিস্পেন্সারিতে বিক্রয় হয়।

১৪ নং সংস্কৃত কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হিন্দু স্কুলের ঠিক সম্মুখে } মহলানবীশ। এবং কোং

মফঃস্বল এজেন্সি।

শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া কমিসন লওয়া যায়, কেবল পুস্তকাদি পাঠাইতে হইলে কমিসন লওয়া যায় না। কলিকাতা খরিদ দরে ডাক মাসুল দিয়া মফঃস্বলে বসিয়া পাইতে পারিবেন।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।

কলিকাতা কলেজষ্ট্রীট ১১ নং পুস্তকালয়ে

গৌড়ীয় ভাষাতত্ব ১ম খণ্ড মূল্য ১৲ টাকা উপরিউক্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

ভারত ভিক্ষা।

(প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের শুভাগমন উপলক্ষে।)

সুবিখ্যাত "ভারত সঙ্গীতের" রচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য।

মূল্য .... ৴৹
ডাকমাসুল .... ৵৹

কলিকাতা নং ১৭ ভবানী চরণ দত্তের লেন রায় যন্ত্রে, নং ৫৫ কলেজ ষ্ট্রীট্ ক্যানিং লাইব্রেরিতে, নং ৩৭ সোয়ালো লেনে ও হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে প্রাপ্তব্য।

বেঙ্গল নেটিব জয়েণ্ট ষ্টক কোং লিমিটেড।

হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ১১ নং, সোমপ্রকাশ কার্য্যালয় ও লাহোর ব্রাহ্মসমাজে অংশ গ্রহণেচ্ছুদিগের নাম প্রভৃতি গৃহীত হইতেছে।

শ্রী চিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR.

সুকুমারমতি বালকদিগের ইংরাজী ব্যাকরণ এবং তাহা শিক্ষার অত্যন্ত সহজ উপায়। মূল্য ।৹ আনা। কলিকাতা, কালেজ ষ্ট্রীট ৫৫ নং পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। "পুস্তক খানি ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর পাঠ্য মধ্যে গৃহীত হইবার যোগ্য।" ভারতসংস্কারক।

শ্রী র।

ন্যাসনেল কোম্পানীর ইণ্ডিয়ান হোমিওপেথিক মেডিকেল হল।

১২ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

আমাদের ফারমেসীতে মহাত্মা হানিমান্, হেরিং, জার, বেয়ার, হেম্পেল প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তাদিগের হোমিওপেথিক পুস্তক, ট্রাক্টস্, পেম্‌ফ্লেটস্, ও সমস্ত ঔষধের মাদার টিংচার, ডাইলিউসন, ট্রাইটুরেসন, ঔষধ পূর্ণ মেহগনী কাষ্ঠের বাক্স; ঔষধ প্রস্তুত করা ও শিশুদিগের খাদ্যোপযোগী সুগার অব মিল্ক (দুগ্ধ চিনি); কেলবি টর্ণারের উৎকৃষ্ট কডলিভার অইল, ও লিণ্ট্ প্রভৃতি যাবতীয় হোমিওপাথিক দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

এই কোম্পানিতে অংশীদার গ্রহণ করা যায়। প্রতি অংশের মূল্য ৫০ টাকা। অন্যান্য বিষয় ম্যানেজারের নিকট তত্ব করিলে জানা যায়।

শ্রীশরৎ চন্দ্র দত্ত।
ম্যানেজার।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬৲ টাকা	৭॥
" ষাণ্মাসিক	৩৷৹ "	৪।৹
" ত্রৈমাসিক	২৲ "	২৷৵৹
মাসিক	৸৹	৸৵৹
প্রতি সংখ্যা ...	।৹	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতিপঙক্তি প্রথম তিন বার ৴৹ আনার হিসাবে, তাহার পর ৵১৹ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে পারে।

Printed and published by B. M. Ghose, *at the* East India Press, Harinabhi.

করিয়া লইবার পরামর্শ করিতেছেন, যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন এবং সিংহনাদে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। ইংলণ্ড ইহাঁদিগের সহিত যোগ না দেওয়াতে সকলেই তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা এবং পূর্ব্বরাজ্য রক্ষার পক্ষে বিপদাশঙ্কা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু ইংলণ্ড নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া বিনাযুদ্ধে ও সংগোপনে ইউরোপীয় রাজগণের উপর এমন বাহাদুরী লইয়াছেন, যে তাহা জানিতে পারিয়া সভ্যজগৎ এককালে চমকিত ও অবাক্ হইয়াছে। সম্মিলিত রাজত্রয় তুরুস্ক অধিকার করিলে তদধীনস্থ মিশর রাজ্য তাঁহারা হস্তগত না করিয়া ছাড়িতেন না। শেষোক্ত রাজ্য তাঁহাদিগের হস্তে পড়িলে সুয়েজ খালও অধিকৃত হইত, সুতরাং ইংরাজদিগের সহজে ভারতবর্ষে গমনাগমনের পথ অবরুদ্ধ হইত। ইংরাজেরা পূর্ব্ব সতর্ক জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারা বিলক্ষণ এ বিষয়ে পূর্ব্ব-সতর্কতা অবলম্বন করিয়া সকল ভাবী বিপদাশঙ্কা নিবারণ করিয়াছেন। মিশরাধিপতি খিডাইব সুয়েজ খালের এক জন প্রধান অংশীদার, তিনি ইতিমধ্যে অর্থ কষ্টে পতিত হন, ইংরাজ মন্ত্রিদল এই সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে টাকা প্রদান করেন এবং খালে তাঁহার যে অধিকার ছিল, তাহার অর্দ্ধাংশ ক্রয় করিয়া লন। খিডাইবের সহিত ইংরাজ মন্ত্রিগণের কথোপকথন এরূপ গোপনে সম্পন্ন হয়, যে কার্য্য শেষ না হইয়া গেলে জগতের নিকট তাহার ছন্দাংশও প্রকাশিত হয় নাই। ইংলণ্ডের কন্জারবেটিব বা রক্ষণশীল দল চিরকাল ধীরবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতার জন্য প্রশংসিত, এই কার্য্য দ্বারা তাঁহারা অধিকতর প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাদ্বারা তুরুস্ক জয় অপেক্ষা অধিক লাভ হইয়াছে, ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ আশার প্রশস্ত দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। ইংলণ্ড যেখানে হউক বসিবার এক বিন্দু স্থান চান, তৎপরে তথা হইতে রাজ্য বিস্তার করা তাঁহার নিকট অতি সহজ কার্য্য। ইংলণ্ডের সুরাট বা সুতানুটী অধিকারের মধ্যে ভারত সাম্রাজ্য লাভ এবং কানাডা অধিকারের মধ্যে অর্দ্ধ আমেরিকা আয়ত্ত করিবার বীজ নিহিত ছিল। এখন ব্রিটিস সিংহ ইউরোপ ও আসিয়ার মধ্যস্থলে বসিয়া নখর ও লাঙ্গুল যে খেলিবেন তাহা বলা বাহুল্য। ইংলণ্ড জিব্রল্টার, মাল্টা ও এডেন কেন অধিকার করিয়াছিলেন, এত দিনের পর তাহার অর্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝা যাইতেছে। তাঁহারা সুয়েজ খাল হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিলে উক্ত অধিকার সকল ভূচিত্রে অর্থশূন্য লোহিত বিন্দুমাত্র পড়িয়া থাকিত। এখন ইংলণ্ড অনায়াসে পূর্ব্বরাজ্যে যাতায়াতের পথ সুরক্ষিত করিয়া লইলেন এবং নির্বিঘ্নে বাণিজ্য বিস্তারের উপায় প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু বাণিজ্যবিস্তার ইংলণ্ডের একটী ব্যপদেশ মাত্র। ইংলণ্ড যেখানে বাণিজ্য বিস্তার করিতে গিয়াছেন, সেইখানেই রাজ্য বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন তুরুস্ক সুলতানেরও আসন্ন কাল। মোগল সম্রাটদিগের আসন্ন সময়ে বাঙ্গালার নবাব যেমন নাম মাত্র দিল্লীর অধীন, কিন্তু কার্য্যতঃ স্বাধীন ছিলেন, সুলতানের সহিত মিশর রাজ্যেরও সেইরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। মিশর রাজ্যের সহিত ইংলণ্ড যখন এক লাভসূত্রে বদ্ধ হইলেন, তখন অবশ্য তাঁহার সহিত সখ্যতা রক্ষা করিবেন এবং তুরুস্ক সম্রাটের হস্ত হইতে তাঁহার স্বতন্ত্রতালাভের সহায় হইবেন। কিন্তু ইংরাজেরা যে দুর্ব্বলকে প্রবলের হস্ত হইতে রক্ষা করেন, তাহাকে আপদাপন্ন করিতে চান না, চির-সুরক্ষিত করিবার জন্য আপনাদিগের বাহুছায়ায় রক্ষা করেন। এ বিবেচনায় মিশর শীঘ্র যে ইংরাজ সাম্রাজ্য মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ অল্প। আফ্রিকার কেপ কলোনী ইংরাজাধিকৃত, জান্জিবার ও আবিসিনিয়া মিত্ররাজ্য, এখন মিশর যদি ইংরাজদিগের অধীনস্থ বা সহকারী হয়, ইংরাজদিগের ক্ষমতা ও প্রতাপের নিকট কে আঁটিতে পারিবে? তাঁহারা সুয়েজ খালের ধারে থানা করিয়া এবং কয়েক খানি রণতরী সুসজ্জিত রাখিয়া ইউরোপ, আফ্রিকা ও আসিয়া তিন খণ্ডের উপরেই কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন।

এস্থলে ইংলণ্ডের একটী বুদ্ধি চাতুর্য্যের অভিবাদন না করিয়া থাকা যায় না। অন্যে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া বীজ বপন করে, ইংলণ্ড হাস্যবদনে শস্যচ্ছেদন করেন; অন্যে অগ্নি দ্বারা গৃহদাহ করে, ইংলণ্ড পার্শ্বে বসিয়া ধূমপান করেন। যে সকল ঘটনায় ইংলণ্ডের গৌরব বিস্তার হইয়াছে, তাহার অধিকাংশস্থলে এই সত্য প্রতীয়মান হয়। সুয়েজখাল অধিকারে ইহা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইতেছে। সুয়েজ কেনাল কোম্পানি স্থাপনে ফরাসীরা প্রধান উদ্যোগী, এবং খিডাইব প্রধান অর্থ সাহায্যদাতা। ইংলণ্ডকে এই কোম্পানির সঙ্গে যোগ দিবার জন্য অনেক ভয় মৈত্রী প্রদর্শন করা হইয়াছিল, কিন্তু ইংলণ্ড 'সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলং' অথবা 'যদি কার্য্যে বিপত্তিস্যাৎ' বোধ হয় এই ভাবিয়া এক কপর্দ্দকেরও সাহায্য দানে অগ্রসর হন নাই। সুয়েজ খাল সম্পন্ন হইলে তিনিই কিন্তু প্রধান যাত্রী হইয়া তাহার সাহায্য গ্রহণ করেন। যে অবধি সুয়েজ খালে ক্ষতির সম্ভাবনা গিয়া লাভের আশা হইয়াছে, সেই অবধি বোধ হয় ইহার প্রতি ইংলণ্ডের লোভদৃষ্টি পতিত

হইয়াছে। এখন সুযোগ পাইয়া সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া মনের আশা বিলক্ষণ পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন। ইউরোপীয় কোন প্রতিপক্ষ জাতি পূর্ব্বাহ্নে এ রহস্যভেদ করিতে পারিলে ইংলণ্ডকে কখনই সহজে সফল-মনোরথ হইতে দিতেন না। যাহাহউক বর্ত্তমান প্রধান রাজমন্ত্রী ডিসরেলীর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও আশ্চর্য্য রাজনীতিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া কেহই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। বর্ত্তমান কার্য্যদ্বারা তিনি বিসমার্ককে হারাইয়া দিয়াছেন। তিনি ইহুদীবংশাবতংস হইয়া একাধারে পূর্ব্বদেশীয় সূক্ষ্মমেধা ও পাশ্চাত্য অধ্যবসায় ও কার্য্যপটুতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার শাসনাধীনে বিনা ক্লেশ ও রক্তপাতে ইংলণ্ড যে গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবে, সকলের মনে এরূপ আশা সঞ্চারিত হইয়াছে। এক্ষণে ইউরোপীয় ক্ষমতাত্রয় একত্র হইয়া তুরুষ্কই গ্রহণ করুন্ আর আসিয়ার দিকে অধিকতর জয় বিস্তারই করুন্, ইংলণ্ডের তত ভয়ের বিষয় নাই। ইংলণ্ড ভারতবর্ষের সহিত অবিচ্ছিন্ন যোগে বদ্ধ হইয়া আপনার ক্ষমতাকে অক্ষত ও দৃঢ়ীকৃত করিয়া রাখিতে পারিবেন।

সার সালার জঙ্গ ও ইংলণ্ডের সাধারণ মত পরিবর্ত্তন।

হায়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী সার সালার জঙ্গ এতদ্দেশীয় রাজগণকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দুর্ব্যবহার হইতে অব্যাহতি লাভের এক নূতন পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় রাজগণ অতঃপর এই পন্থার অনুসারী হইয়া চলিলে অনেক স্থলেই অনায়াসে রক্ষা পাইবেন। গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে দেশীয় রাজগণের প্রতি যেরূপ বিকটভাব ধারণ এবং তাঁহাদের মান সম্ভ্রমের প্রতি সময়ে সময়ে যেরূপ অসহনীয় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এই নূতন পন্থা দ্বারা তাহার যথেষ্ট প্রতীকার হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।•

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হায়দ্রাবাদের অষ্টম বর্ষীয় নিজামকে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের অভ্যর্থনার্থ বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইবার জন্য হায়দ্রাবাদের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট চারল্‌স সণ্ডার্স ও নিজামের প্রধান মন্ত্রী সার সালার জঙ্গ এই উভয়ের মধ্যে যে চিঠিপত্র লেখালেখি হয়, বিচক্ষণ মন্ত্রীবর তাহা কোন গতিকে ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্র পেলমেল গেজেটে প্রকাশিত করিয়া দেন। দেশীয় রাজগণ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সচরাচর যেরূপ আচরণপরায়ণ হইয়া থাকেন, এই নবোদ্ভাবিত উপায়ে সার সালার জঙ্গ তাহার একটী জীবন্ত দৃষ্টান্ত ইংলণ্ডীয় সাধারণের দৃষ্টিপথে স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজগণের প্রতি মধ্যে মধ্যে যেরূপ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাতে দেশীয় রাজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় নাই বলিয়া অনেকে যথার্থই আপনাদের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে পারেন। বস্তুতঃ ব্রিটিশ অধিকারের এক জন সামান্য প্রজার যে সকল স্বত্ব ও অধিকার আছে, দেশীয় রাজগণ তাহা হইতেও বঞ্চিত। ব্রিটিশ অধিকারের এক জন প্রজা আপনার সামান্য ধন সম্পত্তির উপর যেরূপ আধিপত্য করিতে পারে, এক জন প্রথম শ্রেণীর এতদ্দেশীয় স্বাধীন রাজা আপনার বিপুল রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের উপর সেরূপ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন না। ভারতবর্ষের এক জন সামান্য প্রজা অপেক্ষা এক জন এতদ্দেশীয় স্বাধীন রাজার স্বকীয় স্বাধীনতার গণ্ডী সঙ্কীর্ণতর। রাজকুমার এতদ্দেশে আসিয়াছেন, এক জন সামান্য প্রজা ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে দেখিতে যাইতে পারেন, ইচ্ছা করিলে তাহা নাও পারেন। কিন্তু এক জন এতদ্দেশীয় স্বাধীন রাজার স্বকীয় ইচ্ছানুসারে চলিবার সেরূপ স্বাধীনতা নাই। হায়দ্রাবাদের নিজাম রুগ্নদেহ ও অষ্টম বর্ষীয় শিশু হইয়াও যে কষ্টে কঠোর রাজাজ্ঞা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, তাহা কাহার অবিদিত নাই।

গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে হইলে দেশীয় সংবাদপত্র দ্বারা সে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের উপর ইহাদিগের কোন ক্ষমতা নাই। এতদ্দেশীয় এংলো ইণ্ডিয়ানপত্র সমূহের কথঞ্চিৎ অধিকতর ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা অনেক সময় বিজাতির দুর্দ্দশার সহিত সহানুভূতি করিতে পারেন না, অথবা সকল গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক নন। তাঁহারা দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের অভিপ্রায় পত্রস্থ করিতে পারিতেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দেশীয় সংবাদপত্রের অনুবাদ বিতরণ বন্ধ হওয়া অবধি তত্রত্য প্রস্তাব সমূহ এংলো ইণ্ডিয়ানপত্রে আর স্থান পাইতে পারিতেছে না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এংলো ইণ্ডিয়ানপত্রের উদ্ধৃত দেশীয় প্রস্তাব ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্রে পুনরুদ্ধৃত হইত। পূর্ব্বোক্ত কারণে এখন সে পথও রুদ্ধ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্রের ভয় রাখেন। ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্রে গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের প্রতিবাদ হইলে এবং তদ্দারা ইংলণ্ডীয় সাধারণ মত কথঞ্চিৎ পরিমাণে পরিচালিত হইতে পারিলে গবর্ণমেণ্টের উপর যে চাপ পড়িবে, সমগ্র

ভারতবর্ষ আদ্যোপান্ত আন্দোলিত হই-লেও সে চাপ পড়িবে না।

আমরা যথার্থই ইচ্ছা করি দেশীয় রাজগণ ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার স্থান প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে দেশীয় রাজগণের অজ্ঞানতা ভিন্ন আর কোন বাধা নাই। এই অজ্ঞানতা নিবন্ধন গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজগণের প্রতি মধ্যে মধ্যে অনুচিত ব্যবহার করিতে সমর্থ হন। দেশীয় রাজগণ যদি পূর্ব্বাবধি সার সালারজঙ্গের ন্যায় কার্য্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় গুইকুমারের পদচ্যুতির ন্যায় নিদারুণ ঘটনা সকল আমাদিগকে দেখিতে হইত না। গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় এজেণ্ট সকল যে প্রকার ভঙ্গির সহিত সচরাচর রাজগণকে পত্রাদি লিখিয়া থাকেন, সে সমস্ত যদি ইংলণ্ডীয় পত্রসমূহে স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই গবর্ণমেণ্টকে যার পর নাই অপদস্থ হইতে হয়। চারলস সণ্ডার্স ও সার সালারজঙ্গের মধ্যে যে ব্যাপার সে দিন অভিনীত হইয়াছে, নিত্য নিত্য সেই ব্যাপারের অভিনয় হইয়া থাকে। যাবতীয় দেশীয় রাজ্যে সার সালার জঙ্গের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তি থাকিলে এত দিন দেশীয় রাজগণের মধ্যে স্বতন্ত্র রাজশ্রী প্রকাশিত হইত।

দেশীয় সাধারণেও সার সালারজঙ্গের ব্যবহার দেখিয়া বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট দেশীয় সংবাদপত্রের অনুবাদ প্রচার বন্ধ করিয়া সদ্যঃপ্রসূত দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের মস্তকে মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রদান করিয়াছেন। আমরা যদি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সকল কেবল দেশীয় সংবাদপত্রে আন্দোলন না করিয়া তৎ সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্রে আন্দোলন করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে নিশ্চয় অপেক্ষাকৃত অধিকতর মঙ্গল লাভ করিতে পারি। আমাদের দেশের প্রত্যেক সুশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত ইংলণ্ডের কোন না কোন প্রধান পত্রের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা আবশ্যক, তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রত্যেক আন্দোলন ইংলণ্ডে সর্ব্বদাই প্রত্যান্দোলিত হইতে পারিবে—এখানকার প্রত্যেক ধ্বনি সেখানে প্রতিধ্বনিত হইবে। ইহা সকলের স্মরণ রাখা আবশ্যক ইংলণ্ডকে অগ্রে পরিচালিত করিতে না পারিলে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে কখনই সুচারুরূপে পরিচালিত করা যাইতে পারিবে না। আর একটী সুযোগ এই, ইংলণ্ডীয় সংবাদ পত্রে কোন বিষয় অগ্রে প্রচারিত হইলে, গবর্ণমেণ্ট দুই মাসের মধ্যে তাহার কোন সদুত্তর প্রদান করিতে পারিবেন না। ইহাতে গবর্ণমেণ্টেরই ঠকিবার সম্ভাবনা, আমাদিগের লাভ ভিন্ন অলাভ নাই।

ভারতে ব্রিটিষ শাসন।

"প্রজা-পুঞ্জের কল্যাণ কামনাই সকল গবর্ণমেণ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য"—ইহা মহাত্মা এডমণ্ড বার্কের উদার রাজনীতি। বাস্তবিক যে রাজা প্রজার হিতার্থী না হইয়া স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাকে অচিরে রাজ্যচ্যুত হইতে হয়। ভারতে মুসলমান রাজত্ব এই কারণেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি সকল মুসলমান সম্রাট্ আকবরের ন্যায় প্রজাপুঞ্জের হিত-সাধনে নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে এত শীঘ্র তাঁহাদিগের উচ্ছেদ দশা সংঘটিত হইত না। অতুল ঐশ্বর্য্য, অক্ষয় ভাণ্ডার, অগণ্য সৈন্য সামন্তের অধিস্বামী হইলেও, প্রজার বিরাগভাজন হইলে, সে রাজার আর কিছুতেই শ্রেয় নাই। প্রাচীন রোম-রাজ্য এই কারণেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বিশাল অটোমান সাম্রাজ্যের পতনেরও এই মূল কারণ। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে ফ্রান্সে যে মহান্ রাষ্ট্র-বিপ্লব হইয়া সমুদায় ইউরোপকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল, তাহারও আর অন্যতর কারণ ছিল না। চতুর্দ্দশ লুই যদি স্বার্থপরায়ণ হইয়া অনুচিত কর স্থাপনের প্রয়াসে প্রজাপুঞ্জের বিরাগভাজন না হইতেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহার রাজ্যের উচ্ছেদদশা ও পরিশেষে তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু সংঘটিত হইত না। ইংরাজদিগের পুরাতন প্রভু নর্ম্মাণেরাও এই এক মাত্র কারণে ইংলণ্ড হইতে লুপ্তনামা হন। তাঁহারা ইংলণ্ডাধিকার করিয়া দুর্ব্বল প্রজাদিগের উপর যত প্রকার অনিষ্ট করা যায়—(ইংলণ্ডের ইতিহাস লেখকেরা বলেন)—তাহা তাঁহারা করিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহারা অত্যাচরিত দেশবাসীদিগকে ক্রীতদিগের ন্যায় অবস্থাপন্ন করিয়াছিলেন। তাহাদের দেশে তাহাদিগের স্বত্ব নাই, তাহাদিগের কার্য্যে তাহাদিগের হস্ত নাই—নর্ম্মাণেরা তাহাদিগের ব্যক্তিগত—জাতিগত—সর্ব্বেশ্বর প্রভু। নর্ম্মাণ ভদ্রলোকেরা ইংলণ্ডের উচ্চ উচ্চ পদ সকল অধিকার করিতেন, নর্ম্মাণ-সম্ভ্রান্ত লোকেরা দেশের ভূস্বামী, নর্ম্মাণ যাজকেরা দেবালয়ের অধ্যক্ষ, নর্ম্মাণ কৃষিরা উর্ব্বর ভূমি সকলের উপস্বত্বভোগী!!! এইরূপ যখন তাহাদিগের স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল, তখনি তাহাদিগের পতনদশা সংঘটিত হয়। অসহ্য অত্যাচারে অধৈর্য্য হইয়া সমস্ত ব্রিটিন তাহাদিগের বিপক্ষে উত্থিত হয় এবং পরিশেষে দেশ হইতে তাহাদিগের ভাষা ও নাম বিলুপ্ত করে! কিন্তু ইংলণ্ডের ইতিহাস লেখকেরা ইহাও স্বীকার করেন—যে নর্ম্মাণেরা প্রথম যখন ব্রিটন অধিকার করেন, তখন ব্রিটিষেরা নিতান্ত বন্য ও

অসভ্যতম ছিল। সুতরাং ন্যায়পক্ষে ইহা অসঙ্গত নয়, যে বন্য অসভ্য লোকের উপর মহৎ রাজকার্য্য ভারার্পণ করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তবে ইংরাজেরা যখন ক্রমে সভ্য হইয়া আপনাদিগের ন্যায়াধিকার বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে তাহাদিগের নিজ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করা অন্যায় হইয়াছিল—সেই ত্রুটির জন্যই নর্ম্মাণদিগকে ক্ষমতাভ্রষ্ট হইতে হয়। ইংরাজেরা নর্ম্মাণদিগকে সমতলে আনয়ন করিয়া অবধি স্বাধীন হইয়াছেন। কেবল নিজে স্বাধীন হইয়াছেন এমন নয়—অন্যান্য রাজ্য সকল জয় করিয়া তাহাদিগেরও স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যে রোমীয় ও নর্ম্মানদিগের বিদ্যা ও সভ্যতা অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষিত হইয়াছেন, তাহাদিগের পতনে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। যে মূলকারণে রোম ও নর্ম্মাণ শাসন পর্য্যুদস্ত হইয়াছে, ব্রিটিষ শাসনে কি তাহার অসম্ভাব আছে? পরাজিত জাতিদিগের কথা দূরে থাকুক, ইংলণ্ডবাসীরা আপনারাই আপনাদিগের শাসনে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন। ভদ্র এবং দরিদ্র লোকেরা পৃথক্ পৃথক্ আইনের দ্বারা শাসিত হয়—ইহা তাঁহারাও বলিয়া থাকেন!!! পার্লেমেণ্ট মহাসভার ভদ্র লোকদিগের প্রতিভূর আধিক্য এবং সাধারণ প্রতিনিধির অপ্রতুলতার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই ক্ষোভ করিয়া থাকেন। যখন তাঁহাদিগের আপনাদিগের দেশেরই প্রতি এরূপ ব্যবহার, তখন যে পরাজিত দেশের প্রতি অধিকতর অবিচারহইবে, তাহার আর বিচিত্র কি?—ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের সময়ে২ মস্তিচ্ছন্নতা উপস্থিত হইলেও প্রজারা তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া থাকে, কিন্তু পরাধীন জাতির সেরূপ সাহসও নাই—সেরূপ ক্ষমতাও নাই, সুতরাং মতিচ্ছন্নতার ফল সকলও তাঁহারা অম্লান বদনে ভোগ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ ইহার বিশেষ উদাহরণ স্থল। মহাত্মা ক্লাইব এখানে যে ন্যায়ের ধ্বজা উড়াইয়া গিয়াছেন—হেষ্টিংস ডেলহাউসী প্রভৃতি মহাপুরুষেরা যাহার সহানুভূতি করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি কোন মহাপ্রভু তাহার প্রতিবিধান করিলেন না! পুস্তকের পত্রে, সংবাদপত্রের স্তম্ভে এবং দপ্তরের চোঁতা কাগজে ভারতের কল্যাণ-কর অনেক বিষয়ের আন্দোলন হইয়া থাকে, কিন্তু কার্য্যকালে যাহা হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইংরাজেরা সমগ্র ভারতের রক্ষক বলিয়া পরিচয় দেন! সর্পও এইরূপ মণ্ডূকীর রক্ষা করিয়া থাকে। অযোধ্যা, নাগপুর, বরদা প্রভৃতির রক্ষাকার্য্য ইতিহাস কখনই বিস্মৃত হইবে না। ইংরাজেরা কি বলিতে পারেন তাঁহারা যে অবস্থায় এ দেশকে জয় করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের নর্ম্মাণ কর্ত্তৃক পরাজয়ের সমকালীন অবস্থাই। নর্ম্মাণেরা তাঁহাদিগকে অসভ্য বলিয়া কোন কার্য্যভার প্রদান করেন নাই—তাঁহারাও কি সেই কারণে আমাদিগকে সকল কার্য্য হইতে বঞ্চিত করিতেছেন? একজন বিংশতি বর্ষবয়স্ক অজাতশ্মশ্রু ইংরাজ বালকের সমকক্ষ ২০ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে কি কেহ নাই? হেলিবরি কালেজের পাঁচখানা পুস্তক কি ভারতের শাসনমন্ত্র? সিবিল সর্বিস পরীক্ষাই কি শাসনের অন্তরায়? হউক তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু ইহাতে প্রতিযোগিতার আহ্বান করিয়া দেশীয়দিগের বিরুদ্ধে আবার দ্বার রুদ্ধ করা হইল কেন? অদ্যাপি কি দেশীয়দিগের মধ্যে প্রধান বিচারপতি প্রধান মন্ত্রী বা প্রধান কোন রাজকর্ম্মচারীর উপযুক্ত লোক হয় নাই? আমরা বারান্তরে এ বিষয়ের বিশেষ সমালোচন করিব।

প্রাপ্ত।

ভারত পার ত উঠ এইতো সময়।

(একটী প্রস্তাব)

আমাদের রাজ্ঞী কুমার যেদিন হইতে এখানে আসিবার সংকল্প স্থির করিয়াছেন ও সংবাদ পত্রাদিতে তাঁহার ভারত শুভাগমন সম্বন্ধীয় সমাচারাদি প্রকাশিত হইতে লাগিল, সেই দিন হইতেই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই তদ্বিষয়ক আন্দোলন চলিতেছে। তাঁহার সম্মান সংরক্ষণার্থে ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান ভূপালবর্গ রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়া কোষাগার ক্ষয় করিতে বসিয়াছেন। প্রিন্স অব্ ওয়েল্স যেমন বোম্বাই নগরীতে পদার্পণ করিলেন, অমনি সম্মুখে কত২ মণিরত্নকলাপ-মণ্ডিত-পরিচ্ছদ-পরিহিত রাজন্যবর্গ তাঁহার অভ্যর্থনার্থ উপস্থিত রহিয়াছেন দেখিয়া মনে মনে কতই আনন্দ ও নিজ গৌরব বোধ করিতে লাগিলেন। নিশাগম মাত্রেই বোম্বাই আলোকাকীর্ণ হইল। নগরীর বহিঃসীমা হইতে বোধ হইতে লাগিল যেন নগরে আগুণ লাগিয়াছে। প্রিন্স যে দেশে যাইতেছেন সেই দেশেই এইরূপ আগুণ লাগিতেছে; বাস্তবিক কথাও এই যে আমাদের দেশে এক এক জন রাজপুত্র আসিতেছেন আর এইরূপ আগুণ লাগিতেছে। আমাদের ভিতরের অন্ধকার দূর করিতে অগ্রসর হইলাম না, বাহিরে আলোকাকীর্ণ করিয়া রাজ্ঞীকুমারকে ভুলাইতেছি। প্রিন্স ভারতবাসীগণের রাজ পথে অলোক দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইতেছেন সত্য, কিন্তু যদি একবার আমাদের সামাজিক বা প্রচলিত ধর্ম্মনৈতিক কার্য্য গুলি দর্শন করেন, তাহাহইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে ইহাদের আভ্যন্তরিক আলোক অযত্ন বাতাসে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। সেই জন্য সাধারণের নিকট ও প্রধান প্রধান ভূপতিবৃন্দের নিকট আজ একটী আবেদন করিব।

আপনারা বিষম গোলমালে পড়িয়া অনেক টাকা প্রজ্বলিত পাবকে আহুতি দান করিতেছেন। রাজ্ঞীকুমারের সম্মানার্থে অনেকে স্থানে২ চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া সাধারণের পরমোপকার সাধন করত নবাগত রাজপুরুষের নাম চিরস্মরণীয় করিতেছেন, এটী প্রশংসনীয় বটে,

কিন্তু যে আর্য্যগণ কেবল মনোবিজ্ঞানা অধ্যাত্ম জ্ঞান ও ব্রহ্মতত্বালোচনায় নিয়ত নিবিষ্টমনা থাকিয়া ভুবনপ্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের অতুল জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থ সমূহ ইউরোপাদি খণ্ডে সমাদর সহকারে সংগৃহীত ও পঠিত হইতেছে; যাঁহারা রাজনীতি, পরিবার পরিপালন, বিদ্যাভ্যাস, দেশ ভ্রমণ, চিকিৎসা, এমন কি সামান্য২ দৈনিক ক্রিয়ানুষ্ঠান গুলিও ধর্ম্মানুগত করত প্রচার করিয়া গিয়াছেন; যাঁহারা কেবল ধর্ম্ম ও জ্ঞানালোচনা করিবার জন্য সমুদায় কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী ও ফলমূল পত্রাশী হইয়াছিলেন, যাঁহারা জ্ঞানোন্নত হইয়া ভূপতিগণকে একান্তানুগত ও অনুজ্ঞাধীন রাখিয়া প্রজাসাধারণের হিতার্থে নিয়মাদি নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন—এমন কি যাঁহাদের সন্তানগণ সেদিনও ধর্ম্মের জন্য রাজবিদ্রোহী হওয়াতে ভরতবক্ষ নিজ সন্তান-শোণিতে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে, আপনারা সেই আর্য্যবীর্য্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব এমন কিছু কার্য্যানুষ্ঠান করুন, যাহাতে প্রিন্স চিরাগত শ্রুতিকে সত্য বলিয়া বুঝিতে পারেন। ভূপালগণ সকলে সমবেত হইয়া স্ব স্ব রাজ্য মধ্যে লুপ্তপ্রায় পূর্ব্বতন আর্য্য জাতীয় ব্রহ্ম-ভাবোদ্দীপক ধর্ম্মানুষ্ঠান যাহাতে সাধারণের হৃদ্গত করিতে পারেন এবং ক্রমশঃ ধর্ম্মোন্নতি সাধন সহকারে তাহাদের চিত্তোৎকর্ষ সম্পাদন করতঃ শারীরিক, সামাজিক, ও আধ্যাত্মিক সুখ সম্বর্দ্ধন করিতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করুন। শিক্ষাভাবে আর্য্যধর্ম্ম আপাততঃ আড়ম্বরাবশেষ মাত্র হইয়াছে। বঙ্গীয় জমিদার, ধনী ও রাজন্য বর্গ এতৎ কার্য্যের পথ প্রদর্শক হইলে আমাদের আনন্দের ও গৌরবের সীমা থাকিবে না। যথোচিত অর্থসংগ্রহ করিয়া একটী সভা সংস্থাপিত হউক। সেই ফণ্ড হইতে কতকগুলি বিবিধ শাস্ত্রদর্শী সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ন্যায়পরায়ণ সাধু হৃদয় ব্যক্তি বিলাতীয় মিশনারিগণের ন্যায় দেশে দেশে সাধারণকে আর্য্যধর্ম্ম নীতি শিক্ষা দান জন্য নিযুক্ত হইবেন। ধর্ম্মের উন্নতি হইলেই দেশের হীনতা দূর হইবেই হইবে। তাহা হইলে বাস্তবিকই আপনাদের ধনের সার্থকতা, পূর্ব্বপুরুষগণের মর্য্যাদা, ও ভাবী ভারতপতি প্রিন্সের প্রকৃত গৌরব রক্ষা করা হয়। সাধারণ জনগণ যদি এই সুযোগে নীতি শিক্ষা, হিতোপদেশ লাভ, জ্ঞানালোচনাদি করিয়া নির্ম্মলচেতা হইতে পারে, না জানি দেশের তাহা হইলে কীদৃশী শোভা হয়! ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, ভৃগু, ভার্গব, ভরদ্বাজ, ধ্রুব, নারদ, শুক, শৌণক, দধীচ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ এদেশের যে পবিত্রতা সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রিন্স স্বরাজ্য কালে ভারত রাজ্যকে ধর্ম্মরাজ্য বলিয়া ব্যখ্যা করিবেন। দেশ বিদেশে এইরূপ প্রথা প্রচলন করা ভূপতিগণের ও ধনী ভূমধিকারী বর্গের সাহায্য-সাপেক্ষ; বিশেষতঃ রাজার উৎসাহ থাকিলে প্রজাগণও উৎসাহান্বিত হইবে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে রাজাই প্রজাগণের ধর্ম্মরক্ষা করিবার কর্ত্তা। ব্রিটিষ শাসনে সামাজিক তত্ব ও বিদ্যা চর্চ্চার উন্নতি হইতেছে সত্য, কিন্তু উপদেশাভাবে ধর্ম্মাচার ভ্রংশ হইতেছে। সাধারণে ধর্ম্মোৎসাহিত হইলে সমুদায় ভারতবাসী একটী মনোহর অধ্যাত্ম ভাবসূত্রে বদ্ধ হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃভাব প্রদর্শন করিবে। আশা করি মহদ্ধদার চেতা ধনাঢ্যগণ আমার এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবেন।

জামালপুর।

১। বোধকরি অনেকেই বিদিত হইয়া থাকিবেন যে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের এজেণ্ট সিসিল ষ্টিফেন্‌সন্ সাহেব মহোদয় পীড়িতাবস্থায় ইংলণ্ড প্রয়াণ কালে ২১ এ নবেম্বর দিবসে বঙ্গোপসাগরেই অর্ণবযানে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতন্মহোদয়ের স্মরণার্থ চিহ্ন রক্ষা করিয়া তাঁহার উচ্চপদ, কার্য্যদক্ষতা, সত্যসাহিতা ও দয়া প্রভৃতি সদ্গুণ রাজির চির পরিচয় দান করা তৎসহকারী ইউরোপীয় ও দেশীয়গণের একান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনায় রেলওয়ের প্রধান২ কর্ম্মচারীগণ (রবার্টস্, মোবারলি, ম্যাকেনজি, বোর্জ, ব্যাচিলর, ক্যাম্বেল, পিয়ার্স, কার্মাইকেল, কলরয় ও রাসেল সাহেব মহোদয়গণ) বিগত ১লা ডিসেম্বর তারিখে একটী সভা করিয়াছিলেন। সভায় নিম্ন লিখিত মত প্রস্তাব কয়েকটী নির্দ্ধারিত হইয়াছেঃ—

(১) এতজ্জন্য অর্থসংগ্রহ পুস্তক পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কর্ম্মচারী মাত্রেরই নিকটে লইয়া যাওয়া হইবে এবং কিরূপ স্মরণ চিহ্ন রাখা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিবার জন্য দ্বিতীয় সভার আহ্বান করা হইবে।

(২) অর্থদাতৃগণের সংখ্যা অধিক হইতে পারে এই আশয়ে ইউরোপীয়গণের পক্ষে অনধিক ১৫ টাকা ও দেশীয়দিগের পক্ষে অনধিক ১ টাকা গৃহীত হইতে পারিবে।

(৩) আলেন, এট্‌কিন্‌সন্, ব্যাচিলর, রে, কাম্বেল, ষ্টোক্‌স্ প্রভৃতি ৪৪ জন প্রধান২ কর্ম্মচারী অর্থ সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিলেন।

(৪) যে সকল ব্যক্তির রেলওয়ে কোম্পানির সহিত কোন যোগ নাই তথাপি এতদর্থে অর্থদানেচ্ছা করেন, উপরি উক্ত অর্থ সংগ্রাহকগণ তাঁহাদের নিকটও দাতব্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

মৃত ষ্টিফেনসন্ সাহেব ১৮৫৫ খৃঃ ২৫ এ এপ্রেল তারিখে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির কার্য্যে প্রবেশ করিয়া ১৮৫৮ খৃঃ মার্চ মাসে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ডিপুটী এজেণ্ট হইয়া এলাহাবাদে গমন করেন, এবং ১৮৬৪ খৃঃ কলিকাতায় ডিপুটী এজেণ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃঃ কলিকাতায় "বোর্ড অব এজেন্সি" সৃষ্টি হইলে তিনি তথাকার মেম্বর ও ভূতপূর্ব্ব এজেণ্ট পামর সাহেবের সহকার্য্যকারক হন। অতঃপর ১৮৭৩ খৃঃ এপ্রেল মাসে পামর সাহেব পদত্যাগ করিলে তিনিই এজেন্সির প্রধানাসন গ্রহণ করেন এবং বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নিরামিশভোজী মহাত্মা সিব্‌লি সাহেব অবকাশ লইলে এজেন্সির সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ডাক্তারগণ কহিয়াছেন যে কোম্পানির কার্য্য সুনির্ব্বাহার্থে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ। এজন্য রেলওয়ে কোম্পানি অবশ্যই অতিশয় দুঃখিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ইহাঁরই আধিপত্য কালে দেশীয় গার্ড ও দেশীয় ড্রাইবার নিয়োগ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এই সুবিচারশালীতা দর্শনে কতকগুলি ইংরাজ ভিন্ন বোধ করি সর্ব্বসাধারণে তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে জামালপুরস্থ সহকারী অডিটর দ্বয় ও লোকোমোটিব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মহোদয় স্ব স্ব কার্য্যালয় একদিন বন্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ট্রাফিক ম্যানেজার ব্যাচিলার সাহেব নিজ আফিস বন্ধ করেন নাই; ইহাদ্বারা ভূতপূর্ব্ব মৃত এজেণ্টের প্রাকারান্তরিক অবমাননা করা ব্যতীত আর কি বুঝাইতে পারে? আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে অবকাশাবসানে সিবলি সাহেব অত্রস্থানে সমাগত হইয়া এজেণ্টের পদাধিকার করেন। তিনি অতি ভদ্র, ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ।

২। কাজরা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী পল্লীগ্রামে ইতিমধ্যে একটী বৃহৎ ভল্লুক আসিয়া অতিশয় উপদ্রব করিয়াছিল। সে একজন মুসলমানকে আক্রমণ করিয়া ভূপাতিত ও অত্যন্ত আহত করে। অন্যান্য লোক ভীত হইয়া তাহার রক্ষার্থে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, স্ব স্ব গৃহে গিয়া দ্বারবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। উক্ত আহত ব্যক্তি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহকারে কৌশল

ক্রমে আত্মরক্ষা ও ভল্লুককে সংহার করিয়াছে। কাজরা ও তন্নিকটস্থ স্থানগুলি বনাকীর্ণ পাহাড়ের অতি সমীপবর্ত্তী, এজন্য সর্ব্বদাই তথায় ভল্লুক ও নেকড়ে বাঘের উপদ্রব হইয়া থাকে।

৩। জামালপুরে প্রতিবৎসরে "বড়দিনের" অবকাশে লোকমোটিব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের যত্নে অশ্বধাবনোৎসব (Horse race) হইয়া থাকে। তাহাতে জেতৃগণের পুরস্কার দানার্থে অনেক টাকা ব্যয় হয় এবং এই অর্থ রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণের নিকট হইতেই ক্রমশঃ সংগৃহীত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের প্রথম বর্ষার্দ্ধে লোকোমোটিব্ বিভাগীয় ব্যয় লাঘবার্থে অনেক কর্ম্মচারীর পদ উঠাইয়া কাহারও বা বেতন হ্রাস করিয়া দেওয়ায় অনেকে যথানিয়মিত অর্থ দান করেন নাই। এই জন্য বোধ করি এবার এতদুৎসব সম্পন্ন হইবে না। সেই সময়ে রাজকুমার কলিকাতায় আসিবেন। রেলওয়ে কার্য্যাধ্যক্ষগণ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে দ্বাদশদিবসাবকাশ দিবেন তো? তাহা হইলে অনেকে এখান হইতে রাজ দর্শনার্থ কলিকাতায় যাইবেন।

৪। কতিপয় দিবস বিগত হইল জামালপুরস্থ একটী গোপকামিনী একাকিনী অত্রস্থ পাহাড়ের উপর কাষ্ঠাহরণার্থে গমন করিয়াছিল। দুর্জ্জয় পরাক্রমশালী একটী ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমণ, হনন ও শরীরের অনেক অংশ ভোজন করিয়া গিয়াছে। "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" পুলিসের তিরস্কারে ভীত হইয়া তাহার আত্মীয়গণকে একত্র হইয়া গভীর বনে নীয়মান সেই ব্যাঘ্র ভুক্তাবশিষ্ট দেহ আনয়ন করিতে হইয়াছিল। গতবর্ষে ইহারই একজন আত্মীয়া স্ত্রীলোককে ঐরূপে ব্যাঘ্রে বধ করিয়াছিল। উপরিউক্ত ঘটনার ২। ৩ দিন পূর্ব্বেই একজন ভোলা পাহাড়ের উপর এই অবস্থায় পরলোক প্রবাসী হইয়াছে।

সহযোগী সাময়িক পত্র।

যুবরাজের কলিকাতা আগমন উপলক্ষে একটী নূতন প্রদর্শন দেখাইবার জন্য মিরর প্রস্তাব করিয়াছেন। সে প্রস্তাব এই, যে ভারতবর্ষে যত প্রকার জাতি বাস করে, তাহাদিগের প্রত্যেকের একজন পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোককে স্বজাতীয় বেশভূষায় ভূষিত করিয়া কোন স্থানে উপস্থিত করা হয়। কলিকাতায় ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বস্থানের লোক আছে, যাহারা নাই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলে ইতিমধ্যে তাহাদিগকে অনায়াসে আনাইতে পারেন। এই প্রদর্শন দ্বারা জাতিবিজ্ঞান, পরিচ্ছদ তত্ত্ব এবং ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার যে পরিচয় পাওয়া যাইবে বলা বাহুল্য। ইহাদ্বারা ভারতবর্ষীয় সকল জাতির একটী প্রতিনিধি সভার আদর্শও সৃষ্ট হইতে পারে।

সোমপ্রকাশ আলিপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট বার্ণার সাহেবের একটী অবিচারের এইরূপ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন:—একজন ধোবা চাস করিবে বলিয়া ঠিকা হারে কিছু ভূমি পাট্টা করিয়া লয়। কিন্তু চাসের সময়ে ধোবা চাস করিতে অশক্ত হয়। সে এক ব্রাহ্মণের সহিত এই বন্দোবস্ত করিল, ব্রাহ্মণ তাহার পাট্টা করা ভূমি রোপণ করিবেন এবং খাজনা দিবেন। ব্রাহ্মণ সেই জমী রোপণ করাইলেন, ধান্য প্রস্তুত হইলে কাটিয়া আনিলেন। ব্রাহ্মণের নিকটে ধোবার কাপড়কাচা বাবুদী কিছু পাওনা ছিল। তাই লইয়া ধোবার ব্রাহ্মণের সহিত মধ্যে বিবাদ হয়। সেই রাগে ধোবা এই বলিয়া ব্রাহ্মণের নামে মিথ্যা অভিযোগ করিল যে, ব্রাহ্মণ তাহার রোপণ করা ধান্য কাটিয়া লইয়াছে। জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ব্রাহ্মণকে ধোবার ধান্যের মূল্য দেওয়াইয়াছেন এবং ১০০ টাকা দণ্ড করিয়াছেন। ইহার পর অবিচার আর কি আছে? এখন ত মকদ্দমার শেষ হইয়া গিয়াছে, বিচারপতি যদি এখন মফস্বলে গিয়া অনুসন্ধান করেন, ধোবা কি ব্রাহ্মণ কে জমী রোপণ করিয়াছিল জানিতে পারিবেন।

সহচর বলেন এক জনের সর্ব্বনাশ আর এক জনের পৌষ মাস। ত্রিহুতের স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া কনট্রাক্টদারদিগের আনন্দের সীমা নাই। কয়েক জন ইংরাজ ইহার মধ্যেই রেলওয়ের জন্য বাহাদুরী কাষ্ঠ ও অন্যান্য দ্রব্যাদির আয়োজন করিতেছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম গত দুর্ভিক্ষে ত্রিহুতে যে সকল লোক কেবল মাল বহিয়া দিবার কণ্ট্রাক্ট লইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় খরচ খরচা বাদে ৮০। ৯০ হাজার টাকা লাভ পাইয়াছেন। আমাদের রাজকর্ম্মচারীগণ নেটিবদিগের কার্য্যেই যত দোষ দেখেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা স্বজাতির কার্য্যের প্রতি একবার দৃক্‌পাত ও করেন না।

চন্দ্রিকা কলিকাতায় যুবরাজের অভ্যর্থনার আয়োজনের বিষয় লিখিয়া বলেন, সপ্তাহে সপ্তাহে শস্যের রিপোর্ট আসিতেছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া গেল, যে প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের শস্য অকুলান পড়িবে। ইহা বড় সহজ কথা নহে, পুনরায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেখা দিবে। এদেশীয়গণ, তোমরা যুবরাজের জন্য আমোদ কর, তাহাতে আমরা তোমাদিগকে নিরস্ত হইতে বলি না। কিন্তু মনে রাখিও যে এক দিন তোমাদের স্বজাতীয় ভ্রাতাদিগের জন্য চক্ষের জল ফেলিতে হইবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। মুদিয়ালী হিতৈষিণী সভার প্রথম সাংবৎসরিক আয় ব্যয় বিবরণ ১২৮১—উত্তরপাড়া হিতকরী সভার ন্যায় দেশহিতৈষিণী সভা সকলের সংখ্যা বৃদ্ধি দর্শনে আমরা অত্যন্ত উৎসুক। খিদিরপুরের অনতিদূরস্থ মুদিয়ালী নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে এরূপ সদনুষ্ঠান দেখিয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। ১২৮১ সালে এই সভার আয় ২৩৯৸৶৹ ও ব্যয় ১৯৮৷১২৮ টাকা হইয়াছে। সভা হইতে ১৮ টী দরিদ্র মাসিক ।০ হইতে ৵৫ হিসাবে তণ্ডুল পাইয়াছে, ১৫৩টী শীতার্ত্ত ব্যক্তি বস্ত্র লাভ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ঔষধ, পথ্য, শ্রাদ্ধ, গৃহসংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রার্থিগণ দান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সভাটীর আরো আয়োন্নতি হইয়া ইহার অবলম্বিত হিতব্রত সকল সুসম্পন্ন হয়, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

২। সুখবোধ—অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত প্রচলিত সাধু ভাষার ব্যাকরণ, শ্রীশ্রীনাথ চন্দ্র প্রণীত, মূল্য ৵১০ আনা। এ পুস্তকখানি দ্বারা ব্যাকরণের স্থূল বিষয় সকল সহজে শিক্ষা হইতে পারে।

৩। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ভূবৃত্তান্ত, বাবু কালীপ্রসাদ শাণ্ডিল্য দ্বারা সংকলিত। বাঙ্গালা ভাষায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একখানি পৃথক্ ভূগোল এ পর্য্যন্ত প্রচারিত হয় নাই, কালীপ্রসন্ন বাবু সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার ১৬৮ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সকল জেলা ও নগর প্রভৃতির সবিস্তার বিবরণ আছে। তদ্ভিন্ন ইহাতে অত্যাবশ্যক ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক স্থান সকলের নির্দ্দেশ এবং তৎসমুদায়ের প্রাচীন বিবরণাদি আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলই আর্য্যদিগের আদি বাসভূমি, এতৎ সম্বন্ধীয় অনেক বিবরণ সাধারণের জ্ঞাতব্য।

এই পুস্তকখানি যে বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইতে পারে, বলা বাহুল্য।

এতদ্ভিন্ন কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি সমরে কামিনী নাটক, সরোজিনী নাটক এবং পাণিনি নামক পুস্তকত্রয় আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

গত শনিবার টাউনহলে কলিকাতার টাক্স দাতাদিগের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে ৮।৯ শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতার সেরিফ বাবু দিগম্বর মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার প্রথম প্রস্তাব করেন "এই সভার মতে কলিকাতা মিউনিসিপালিটী যে ভাবে সংগঠিত আছে তাহাতে সহরের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে না। তাহার কারণ (১) চেয়ারম্যানের উপর অসীম ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে; (২) জষ্টিসদিগের মধ্যে গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীর সংখ্যাধিক্য এবং (৩) জষ্টিসদিগের সভাপতি ও পুলিসের কমিশনরের পদ একীভূত হওয়াতে এবং সভাপতির উপর অনেক অন্যান্য কার্য্যের ভার থাকাতে তিনি মিউনিসিপালিটী বিষয়ে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন না।" বাবু শ্যামচাঁদ মিত্র ইহার সমর্থন করেন। জে বি নাইট সাহেব দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাহার মর্ম্ম এই "এই মিউনিসিপালিটীর ইতিহাসে দেখা যায় যে ইহার সংস্থাপনাবধি ইহার রীতিমত হিসাব পত্র নাই এবং আয় ব্যয়ের প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি নাই এবং অন্যায় রূপে কণ্ট্রাক্ট দেওয়া বা ষ্টোর ক্রয় করাতে এই মিউনিসিপালিটী অনেক ক্ষতি সহ্য করিয়াছে।" বেস্কু সাহেব এই প্রস্তাবটীর অনুমোদন করেন। আলারডিশ সাহেব প্রস্তাব করেন এই সভার মতে মিউনিসিপাল জষ্টিস নিয়োগ ইলেকটিব প্রথানুসারে হইলে উত্তমরূপ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে এবং টাক্স দাতাগণ স্ব স্ব মনোমত প্রতিবেশীকে জষ্টিস করিতে পারিবেন। বাবু যদুনাথ মল্লিক ইহার অনুমোদন করেন। জেম্‌স্ উইলসন চতুর্থ প্রস্তাবটী উপস্থিত করিয়া লেপ্টনন্ট গবর্ণরের নিকট একখানি আবেদন প্রেরণ করিতে সকলকে অনুরোধ করেন। সেই আবেদন খানি প্রস্তুত হইয়া অনেক ব্যক্তির স্বাক্ষর হইয়াছে। আমীর আলি ইহার অনুমোদন করেন এবং ব্রাহ্মন সাহেব সমর্থন করিয়া সকলকে এই আবেদনটী সত্বর প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। এই উপলক্ষে প্রস্তাবকারিগণ স্ব২ প্রস্তাব কালে সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থগণকে মোহিত করিয়াছিলেন। সভার চতুর্দ্দিকেই উৎসাহের চিহ্ন দেখা গিয়াছে। সকলেই মিউনিসিপালিটীর সংশোধনের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদিগের সহিত একবাক্য হইয়া বলিতেছি কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর কার্য্যপ্রণালী বিশৃঙ্খলার রাজ্য, যত শীঘ্র ইহা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় ততই মঙ্গল।

বিগত ১১ ই ডিসেম্বর নেপালের রাজদূত জেনেরল রণদীপ সিংহ রাণা কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন।

গত ১৫ ই ডিসেম্বর বুধবার গবর্ণমেন্ট হাউস উদ্যানের দক্ষিণ প্রবেশদ্বারের সম্মুখে লর্ড মেয়োর প্রতিমূর্ত্তী স্থাপিত হইয়াছে। ইহা প্রসিদ্ধ শিল্প বিদ্যাবিশারদ উলার সাহেবের দ্বারা নির্ম্মিত।

পাওনিয়র বলেন, রাজপ্রতিনিধি কলিকাতায় প্রত্যাগমন কালে দুই ঘটিকার জন্য বাঁকিপুরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময় ইনি ভাবী দেশের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে পাটনার কমিশনর এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীর সহিত কথোপকথন করেন। কর্ণেল বরণ দরভাঙ্গা রাজ্যদিগের জমীদারীতে দুর্ভিক্ষের কোন আশঙ্কা নাই বলেন এবং মজঃফরপুরের কলেক্টর তাঁহার সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করেন। কমিসনর মেটকাফ সাহেব বলিয়াছেন সিতামারি উপবিভাগ এবং দরভাঙ্গার উত্তর প্রদেশ সমূহে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা আছে। এতন্নিমিত্ত শীঘ্রই কোন সদুপায় করা কর্ত্তব্য।

কটকস্থ রায় শ্যামানন্দ দে বাহাদুর যুবরাজের সম্মানার্থ উড়িষ্যা কলেজে ৫ সহস্র টাকায় বার্ষিক এক শত টাকা করিয়া দুইটী ছাত্র বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে লেপ্টনন্ট গবর্ণর তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। এই ছাত্রবৃত্তিদ্বয়কে যুবরাজের ছাত্রবৃত্তি বলা হইবে।

রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর কলিকাতা জুওলজিকাল উদ্যানের জন্য দুই সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি পশু এবং পক্ষী প্রেরণ করিয়াছেন।

গত শুক্রবারে বঙ্গদেশের সামাজিক বিজ্ঞান সভার এক অধিবেশনে সর রিচার্ড টেম্পল সভাপতি, সার উইলিয়ম মিউর প্রতিনিধি সভাপতি এবং মৌলবী আবদুল লতিফ ও বেকলে সাহেব সেক্রেটরী হইয়াছেন। কাবেল সাহেব এই সভার সভাপতি হইয়া দেশত্যাগ করিলেন, টেম্পল সাহেব তাহা না করেন?

কুমারী কার্পেণ্টার গত শনিবারে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

কলিকাতা টাঁকশালের অধ্যক্ষ হাইড সাহেব বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিসের প্রধান স্টোরের অধ্যক্ষতার পদ প্রাপ্ত হইয়া তথায় যাইতেছেন।

ভাগলপুরের জমীদার বাবু হরিমোহন ঠাকুর তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৫০০০ টাকা দান করাতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ধন্যবাদ দিয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম।

বাঁকিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

(১) গত ৬ই ডিসেম্বর বেলা ৫ টা মানিকপাঁচ ঘটিকার সময় কাশীর রাজা বাঁকিপুরে আসিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট এবং পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব একদল পদাতিক সৈন্য লইয়া বাঁকিপুর ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। মহারাজের স্পেসেল ট্রেন হইতে অবরোহণ করিবার সংবাদ পাইবা মাত্র রাজকীয় কামান হইতে ২১ টী তোপধ্বনি হইল। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত রাজপথে লোকে কোলাহল হইয়াছিল। পরদিবস প্রাতে ইনি গয়া তীর্থে গমন করিয়াছেন। এখানেও ইহার সম্মানসূচক ২১টী তোপ হইয়াছিল। প্রথম দিবস ২১টী এবং পরদিবস ১৯টী তোপ কেন যে এ প্রকার হইল আমরা অবগত নহি। শুনা যাইতেছে রাজা গয়া তীর্থ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে বৈদ্যনাথ দর্শনে প্রস্থান করিবেন। তথা হইতে কলিকাতায় যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিবেন।

(২) ৮ ই ডিসেম্বর—অদ্য জেনেরাল রণদীপ সিংহ নেপাল রাজদূত এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি কলিকাতায় যুবরাজের নিকট গমন করিতেছেন। ইহার সম্মানার্থ ১৯ টী তোপ ধ্বনি হইয়াছে। এবারে বাঁকিপুরে তোপের বিলক্ষণ আড়ম্বর বোধ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত কোন্ কোন্ রাজা কবে এখানে আসিবেন নিম্নে তাহাদিগের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল:—

পাতিয়ালার রাজা	১৬ ই ডিসেম্বর
ইন্দোরের রাজা	১৬ ই ঐ
যোধপুরের রাজা	১৬ ই ঐ
ত্রিবাঙ্কুরের রাজা	১৯ এ ঐ

(৩) যুবরাজের অভ্যর্থনার্থ যথেষ্ট আয়োজন হইতেছে। তাহার বিবরণ পরে লিখিতে ইচ্ছা রহিল।

পাতিয়ালার মহারাজা লক্ষ্ণৌ নগরে উপনীত হন। শুক্রবার অপরাহ্নে ইনি প্রধান কমিশন-

রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শনিবার প্রধান কমিশনর বাদসাহ বাগে মহারাজের সহিত প্রতিসাক্ষাৎ করেন।

গত ২৭এ নবেম্বর ফেরোজপুর, জিরা এবং মুকুসর জমীদারগণ ফেরোজপুরস্থ টাউনহলে ভাওলপুর ষ্টেটের ইরিগেসন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট জে, ডবলিউ, বরণস্ সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে সমবেত হইয়াছিলেন। ইনি এই সকল জমীদারের তহশিলের মধ্যে অনেক উপকার সংসাধিত করিয়াছেন।

পব্‌লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট আগ্রার সাওয়ানদাম এবং খাস গৃহ দুইটী উত্তমরূপে সুসজ্জিত করিতেছে। এই সমুদায় অট্টালিকা মুসলমানদিগের সময়ের, এক্ষণে ধ্বংসাবশেষমাত্র হইয়া ছিল।

মান্দ্রাজ।

যুবরাজের মান্দ্রাজে অবস্থিতি কালে দরিদ্রদিগের অন্নদানের নিমিত্ত যে বিশেষ ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বিজয়নগরমের মহারাজা ৫ শত টাকা প্রদান করিয়াছেন।

সম্প্রতি মান্দ্রাজে কুমারী কার্পেণ্টার পাচিয়াপ্পা হলের এক সভায় 'ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান সভার' বিষয়ে চমৎকার বক্তৃতা করিয়া আদিম সভার এবং শাখা সভা সকলের উদ্দেশ্য শ্রোতৃমণ্ডলীকে উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন। এই উপলক্ষে অনেক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

মান্দ্রাজের মুসলমান সম্প্রদায় ডিউক অব বকিংহামকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার জন্য দূতস্বরূপ একটী ডেপুটেশন প্রেরণ করিয়াছিল।

গত ১লা ডিসেম্বর মহলার রাওর জন্মদিন উপলক্ষে সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে ১৫০০ দেড় সহস্র টাকা বিতরিত হয়। তন্মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ১২৫০ টাকা এবং অবশিষ্ট ২৫০ টাকা ত্রিপ্লিকেনের পার্থসারথি দেব মন্দিরে প্রদত্ত হইয়াছে। যে অশুভক্ষণে মহলারের জন্ম, তাহার জন্য আবার এত ঘটা করা কেন?

বোম্বাই।

জনৈক সহযোগীর বরদাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "মহলার রাও রক্ষকবর্গ দ্বারা বিশিষ্টরূপে পরিবেষ্টিত থাকা সত্বেও তথাকার কোন গুপ্তচর কর্তৃক বরদার কোন টাকা ব্যবসায়ীর নিকট চিঠী পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। মহলার রাও একখানি চিঠী বিখ্যাত দস্যুমিয়াকে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। টাকা ব্যবসায়ী তজ্জন্য জনৈক বৈরাগীকে আহ্বান করিয়া দস্যুমিয়ার নিকট প্রেরণ করে। এই শেষোক্ত ব্যক্তিকে যুবরাজের বরদায় আগমনের দিন লালবাগের নিকট ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। এই ব্যক্তি জনৈক রাজকর্ম্মচারী কর্তৃক ধৃত হইয়া সমুদায় দোষ স্বীকার করিয়াছে।" উক্ত সংবাদদাতা আরও বলেন মহলার রাওর ভূতপূর্ব্ব দাওয়ান বলবন্ত রাও রাবল দারের বাটীতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা মূল্যের কতকগুলি মণি মুক্তা প্রোথিত ছিল, বরদা গবর্ণমেণ্ট সেগুলি উত্তোলন করিয়াছেন।

গত ৭ই ডিসেম্বর পুনায় অত্যন্ত ঝড় হইয়া গিয়াছে।

ইউরোপ।

গত ১লা ডিসেম্বর প্রিন্সেস অব ওয়েল্সের একত্রিংশ জন্মোৎসব উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ডেনমার্কের রাণী এবং থায়রা প্রিন্সেস্ এতদুপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

গত ৪ঠা ডিসেম্বর শনিবার ডেনমার্কের রাণী এবং থায়রা প্রিন্সেস কোপেনহেগেন যাত্রা করিয়াছেন।

খোকন্দে রুশিয়দিগের বিরুদ্ধে কিপচাক জাতি পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছে। সম্প্রতি মার্‌গিলানে একটী যুদ্ধে রুশিয়গণ জয়লাভ এবং শত্রুদিগের ২০ সহস্রাধিক সৈন্যকে সংহার করিয়াছে।

বিবিধ।

রেঙ্গুণ ছোট আদালতের ২য় জজ আউঙ অঙ যুবরাজের সন্দর্শন লাভার্থ কলিকাতায় আগমন করিতেছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার স্টোলিজকার স্মরণার্থ লে নগরে একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতেছেন। এই ব্যক্তি ইয়ারখন্দ হইতে শেষ ব্রিটীষ এমবেশির প্রত্যাগমন কালে মানবলীলা সংবরণ করেন।

যুবরাজের ভারতভ্রমণ।

১০ই ডিসেম্বর যুবরাজ টিউটিকরণে উপনীত হইয়াছেন।

মাদুরা ১১ই ডিসেম্বর—যুবরাজ মাদুরাতে উপস্থিত হইয়া সাউথ ইণ্ডিয়ান এক্সটেন্সন রেলওয়ে লাইন খুলিয়াছেন। এই দিবস বেলা ১০ টার সময় তিনি ত্রিচিনাপল্লি যাত্রা করিয়াছেন। মাদুরা পরিদর্শন করিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। যুবরাজ সোমবার মান্দ্রাজে যাইবেন।

মান্দ্রাজ ১৩ই ডিসেম্বর—যুবরাজ শুক্রবার প্রাতে টিউটিকরণ হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। মেয়াচিতে মিশনরিগণের নিকট হইতে এক খানি অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হন। শনিবার বেলা ২ টার সময় যুবরাজ ত্রিচিনাপল্লিতে উপনীত হন। তাঞ্জোর এবং ত্রিচিনাপল্লির অধিবাসিগণ ইহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। তাঞ্জোরের রাজপুত্রী প্রিন্সেস অব ওয়েল্সকে ৭ সহস্র টাকা মূল্যের একটী কোমর বন্দ প্রদান করিয়াছেন। রবিবার বৈকালে ত্রিচিনাপল্লি পরিত্যাগ করিয়া যুবরাজ সোমবার প্রাতে মান্দ্রাজে উপনীত হইয়াছেন। মান্দ্রাজের গবর্ণর অন্যান্য প্রধান রাজকর্ম্মচারী এবং ত্রিবাঙ্কুর কোচিন ও বিজয়নগরমের মহারাজগণ এবং অন্যান্য ষ্টেটের যুবরাজ ইহার অভ্যর্থনার্থ রেলওয়ে ষ্টেশনে গমন করিয়া অতি সমাদরে যুবরাজকে গ্রহণ করিয়াছেন। রেলওয়ে শকট হইতে অবতরণ কালে মিউনিসিপালিটীর অভিনন্দন পত্র পঠিত হয়। তৎপরে সকলে মিলিয়া গবর্ণমেণ্ট হাউসে গমন করেন। মান্দ্রাজের রাজবর্ত্মে অত্যন্ত জনতা হয়, তন্মধ্য হইতে যুবরাজের গমনকালে ১৪ সহস্র বালক এবং বালিকা সমস্বরে "জগদীশ্বর যুবরাজের মঙ্গল করুন" বিষয়ে গান করিয়াছিল। বেলা ২ টার সময় যুবরাজ একটী লেভি করেন। অদ্য রাত্রে আলোক প্রদর্শন এবং বাজি হইবে। কল্য যুবরাজ স্বর্গীয় পিতার মৃত্যু দিবস স্মরণার্থ নিভৃত বাস করিবেন।

প্রেরিত।

বারাণসীস্থ সংবাদদাতার পত্র।

বিগত ৩০ নবেম্বর তারিখে বারাণসীর মহারাজা সৈন্যদল প্রেরণ করিয়া ১লা ডিসেম্বর কুমার সহ কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সঙ্গে যাবতীয় অমাত্য বর্গ গিয়াছেন। ইহাঁর ধুম ধামের সহিত প্রকাশ্য ভাবে বঙ্গদেশে এই প্রথম যাত্রা। যুবরাজ সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, এ প্রকার স্থিরতর করিয়া গিয়াছেন।

কাশ্মীরের মহারাজা বিগত ৩০ নবেম্বর, মণিকর্ণিকা ঘাটে স্নান ও পাণ্ডাদিগকে হস্তী,

REGISTERED No 65

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

৩য় ভাগ, ৪০ শ সংখ্যা। } বঙ্গাব্দ ১২৮২—১৫ ই মাঘ শুক্রবার। ২৯ এ জানুয়ারি—১৮৭৬। { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬৲ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭৷৽ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

১১ই মাঘ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব পূর্ব্ব ২ বৎসরের ন্যায় সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। টাউন হলে কেশব বাবু "আমাদিগের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা" বিষয়ে ইংরাজীতে অতি চমৎকার বক্তৃতা করেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ও অন্যান্য অনেকগুলি প্রধান ইংরাজ ও বিবীও উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ১লা মার্চ্চ অবধি হুগলী, ঢাকা, পাটনা এবং কটকে তত্রত্য কলেজের অধ্যক্ষদিগের তত্ত্বাবধানে এক একটী সর্ব্বেইং স্কুল খোলা হইবে।

কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল উঠিয়া যাইতেছে। সামান্য কারণে ইহার অধ্যক্ষ বাবু গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অধঃকৃত করা হইয়াছে শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম।

ভারত সংস্কারক।

লর্ড নর্থব্রুকের পদত্যাগ।

লর্ড নর্থব্রুকের পদত্যাগের কারণ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে এ সম্বন্ধে একটী নূতন ঘটনা শুনিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইলাম। ইহা সত্য কি না, নিশ্চয় জানা যাইতেছে না, কিন্তু অনেকটা সম্ভব বলিয়া অনুমিত হইতেছে। লর্ড সালিসবরী বহুদিনাবধি মাঞ্চেষ্টারের বণিক্‌দলের মন্ত্রণায় চলিতেছেন। এই বণিক্‌দলের একজন প্রতিনিধি তাঁহার কৌন্সিলের সভ্য। মাঞ্চেষ্টারের স্বার্থসাধনার্থে ষ্টেট সেক্রেটারী দ্বারা ইহাঁরা কোন চেষ্টারই ত্রুটি করিতেছেন না। ইহাঁরা অনেক বিষয়ে জয়লাভ করিয়াছেন, কিন্তু মনোভীষ্ট সম্পূর্ণ সফল করিতে পারেন নাই। নর্থব্রুক ইহাঁদিগের পথের একপ্রকার কণ্টক হইয়া আছেন। মাঞ্চেষ্টার হইতে ভারতবর্ষে যে বস্ত্র আমদানি হয়, তাহা বিনা শুল্কে আসিতে পারে এইটী তাঁহাদিগের চেষ্টা। লর্ড নর্থব্রুক ষ্টেট সেক্রেটারির মন কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা করিতে গিয়া বস্ত্রের নির্দ্ধারিত মাশুল কমাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু রাজস্বহানির আপত্তিতে এককালে উঠাইয়া দিতে পারেন নাই। মাঞ্চেষ্টার দলের ইচ্ছা, আমদানি বস্ত্রের মাশুল একবারে উঠাইয়া দেওয়া হউক, ইহাতে যে রাজস্ব হানি হইবে, ভারতবর্ষে ইনকম টাক্স পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহার পূরণ করা যাইবে। এরূপ প্রস্তাব যে কতদূর সঙ্গত, তাহা যাঁহার একটু হৃদয় আছে অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু আমরা শুনিতেছি, ষ্টেট সেক্রেটারী ইহাতে সম্মত হইয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুক ইনকম টাক্সের নিতান্ত বিরোধী। তিনি যখন অণ্ডার সেক্রেটারী ছিলেন, দৃঢ়রূপে ইহার প্রতিবাদ করেন। গবর্ণর জেনারল হইয়া আসিয়াই ভারতবর্ষ হইতে ইহা রহিত করিয়া [illegible] বিভাগের তিনি যেরূপ সুব্যবস্থা করেন, তাহাতে ইনকম টাক্স দ্বারা রাজ্যস্থ লোকদিগকে জ্বালাতন না করিয়া যে ভারতবর্ষ নির্ব্বিঘ্নে শাসন করা যাইতে পারে, ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা বাধ্য হইয়া তিনি ইনকম টাক্স পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে সম্মত নন। আমরা শুনিতেছি, মাঞ্চেষ্টারী বস্ত্রের শুল্ক উঠাইয়া ইনকম টাক্স কিরূপে প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে, তদ্বিষয় অবধারণার্থ সার লুইস মালেটের ভারতবর্ষে আগমন। এই মহাত্মা ভারতবর্ষে পদার্পণ করিতেই লর্ড নর্থব্রুক পদত্যাগ করেন।

এ বিবরণ যদি যথার্থ হয়, নর্থব্রুক যাইবার সময় সমুদায় ভারতবাসীর হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা লইয়া যাইতেছেন এবং তাঁহার পদত্যাগে আমাদিগকে আসন্ন দুর্ভাগ্যের বিষম ভাবনায় আকুল হইতে হইতেছে।

বঙ্গদেশের সামাজিক উন্নতি ও সার রিচার্ড টেম্পল।

বঙ্গদেশের ১৮৭৪ ৭৫ সালের যে শাসন রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এ দেশের সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে সার রিচার্ড টেম্পলের অভিপ্রায় মনোযোগের সহিত পাঠ ও আলোচনা করিবার যোগ্য। সার রিচার্ড টেম্পল বঙ্গবাসীদিগের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপন করিয়াছেন এবং বঙ্গবাসীদিগের জাতীয় উন্নতির কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ ও সহায়তা প্রদর্শন করিতেছেন, আর কোন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কখন এরূপ করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালীদিগের সহিত এই প্রকার সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তিনি আমাদিগের ভাব ও অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে অধিকতর সমর্থ হইয়াছেন। এই কারণে অধিকতর সমাদরের সহিত আমরা তাঁহার অভিপ্রায় গ্রহণ করিতে পারি।

স্ত্রীশিক্ষা—সার রিচার্ডের মতে এ বিষয়ে বাঞ্ছানুরূপ উন্নতি হইতেছে না। এ বিষয়ে হিতৈষী ব্যক্তি বা সভা সকল হইতে যে চেষ্টা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার ফল অতি সামান্য দৃষ্ট হইয়াছে। জেনানা মিসনের কার্য্যকারিতা বিষয়ে তিনি স্থিরনিশ্চয় করিয়া কিছুই বলিতে পারেন না। কিন্তু হিন্দুপরিবারদিগের মধ্যে গোপনে যে লেখাপড়ায় চর্চ্চা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা তিনি অবগত। পাঠশালার নিম্ন শ্রেণীর বালিকারা বালকদিগের সহিত শিক্ষা লাভ করিতেছে, ইহাতে উচ্চ শ্রেণীর বালিকাদিগের মধ্যে বিদ্যার প্রচার বৃদ্ধি হইবে ইহাও তিনি আশা করিয়া থাকেন। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত না হইলে স্ত্রীশিক্ষার আশু উন্নতি হইবে না, ইহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। আমরা বারংবার বলিয়াছি, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হইতে উপযুক্তরূপ উৎসাহ ও আনুকূল্য লাভ হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট হইতে অদ্যাপি একটী পরিদর্শিকা নিযুক্ত হইল না. ভারতবর্ষের রাজধানীতে একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল না, সমগ্র বঙ্গদেশে ২।৫টী আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইল না। গবর্ণমেণ্ট সাধারণতঃ বালিকা বিদ্যালয়ে অর্দ্ধেকের অধিক সাহায্য দানে অগ্রসর নহেন। তাঁহারা এতদ্দেশে যে ব্যয় করেন, তাহার অধিকাংশ জেনানা মিসন দ্বারা, কিন্তু তাহার ফল সন্দেহাত্মক কেন, নিরাশ কর বলিলেও অন্যায় হয় না। স্ত্রীশিক্ষার যে কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ এদেশীয় শিক্ষিতদিগের উদ্যোগে। গবর্ণমেণ্ট এখনও শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য নর্ম্মাল স্কুল স্থাপনের আশা দিয়াছেন, তাহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, আমরা দেখিতে চাই।

সংস্কৃতশিক্ষা—লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের মতে এ বিষয়ের অধোগতি হইয়াছে, কিন্তু তাহা বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে দুই পাঁচটী সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহৃত হয়, ইহা দেখিয়া তিনি প্রাচীন হিন্দুদিগের প্রতি বর্ত্তমানকালীন বাঙ্গালীদিগের প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি বলেন মধ্যে বাঙ্গালা ও হিন্দীর সহিত সংস্কৃতের অধিক প্রচলন হেতু এই দুই ভাষার দুর্গতি হইতেছিল, তন্নিবারণের উপায় করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে বঙ্গভাষার উৎকর্ষ সাধনোপযোগী সংস্কৃতশিক্ষা শিক্ষাপ্রণালী মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের এ মতের মধ্যে আমরা অনেক কুসংস্কার দেখিতেছি। এ দেশের অবস্থা পরিবর্ত্ত হেতু সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি লোকের অনাদর হইয়াছে বটে, কিন্তু ভিন্নদেশীয় রাজার রাজত্বই তাহার মূলকারণ। এই কারণ সত্ত্বেও রাজোৎসাহ থাকিলে সংস্কৃতের মর্য্যাদা রাখা হইত। যখন ইউরোপীয় দেশ সকলে সংস্কৃতের অনুশীলন বৃদ্ধি হইতেছে, তখন ভারতে অন্ততঃ সেই পরিমাণে হওয়া আকাঙ্ক্ষণীয়। শিক্ষাপ্রণালীতে দুই চারিখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠের ব্যবস্থা হইয়া প্রগাঢ় শিক্ষার কোন উপায়ই হয় নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্য—ইংরাজী ও সংস্কৃত হইতে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। স্বকপোল কল্পিত পুস্তকের মধ্যে নাটক, উপন্যাস ও ক্ষুদ্র কাব্যই পরিগণিত। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাঙ্গালীদিগের ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে যশস্বী হইবার আশা করিয়াছেন, অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালিরা এ বিষয়ে যে অধিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরাত দেখিতে পাই না, পরে কি হয়। নীতিবিষয়ক পুস্তকের অধিকতর প্রণব্যাখ্যা করা উচিত ছিল। সঙ্গীত গ্রন্থ রচনায় বাঙ্গালীরা অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার কিছু প্রশংসা করা হয় নাই। সার রিচার্ড টেম্পল বাঙ্গালীদিগের বিজ্ঞান শাস্ত্র রচনার ক্ষমতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ঠিক্ ধারণা এবং পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিবার শক্তি ইহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ, ভবিষ্যতে বৃহৎ বৃহৎ বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের মতে বাঙ্গালীদিগের

ন্যায় কোন বিদেশী জাতি ইংরাজী শিক্ষা-প্রবণ নহে। বাঙ্গালীদিগের ভূতপূর্ব্ব-বংশীয়দিগের মধ্যে অনেকে ইংরাজী লিখন ও কথনের জন্য আদর্শ স্থানীয়, কিন্তু বর্ত্তমান বংশ নিকৃষ্ট নহে। ইংলণ্ডগামী যুবকগণকে ছাড়িয়া এ দেশস্থ বাঙ্গালীদিগের ইংরাজী রচনা ব্যুৎপত্তির দৃষ্টান্তস্থলে তিনি গোবিন্দ সামন্ত, আণ্টিকুইটিস অব উড়িষ্যা, হিন্দুপেট্রিয়ট, ট্রাবেল্‌স অব এ হিন্দু, এবং কলিকাতা জর্ণাল অব মেডিসিনের উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালীদিগের ইংরাজী বক্তৃতারও যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

সভা—বিদ্যাশিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফলস্বরূপ দেশ মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় ৬০টী সভা স্থাপিত হইয়াছে, সভ্যসংখ্যা ২০০০ হইবে। বিদ্যা ও সামাজিক উন্নতি সাধনই ইহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। রাজনীতি সম্বন্ধে যে আন্দোলন হয়, গবর্ণমেণ্টের নিকট দেশবাসীদিগের প্রার্থনাদি জ্ঞাপনই তাহার লক্ষ্য। সভাসকল হইতে টেম্পল সাহেব অনেক আশা করেন, কিন্তু তাহা অনেক স্থলে যে নাম মাত্র বোধ হয় অবগত নন।

ধর্ম্মসমাজ—এ প্রদেশের হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর তাহাও বিদ্যাশিক্ষার ফলস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি আদি ব্রাহ্ম এবং উন্নতিশীল ব্রাহ্ম উভয় দলের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিয়াছেন, আদিব্রাহ্মদিগের মধ্যে সামাজিক উচ্চ পদ ও উন্নত চরিত্রের অনেক লোক আছেন, কিন্তু এ দলের লোক সংখ্যা বড় অধিক নয়। ইহাঁরা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন হিন্দুদিগের বেদানুগত ধর্ম্ম স্বীকার করেন এবং জাতিভেদ ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া মানেন। উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের সম্বন্ধে সার রিচার্ডের মত এই ইহাঁরা বিশুদ্ধ একেশ্বর পূজা ও উচ্চ ধর্ম্ম নীতির অনুসরণ করেন এবং খৃষ্টীয় শাস্ত্রের প্রতি অত্যন্ত সম্মাননা করেন। তাঁহারা সামাজিক ও সাংসারিক বন্ধন বলিয়া জাতিভেদ রক্ষা করেন। তাঁহাদিগের নেতৃগণ সুযশস্বী ও উৎসাহী লোক। এই দলের ধর্ম্মমত দ্বারা দলস্থ ব্যক্তিদিগের জীবন ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। প্রকাশ্যরূপে এই দলের লোক সংখ্যা অধিক হউক না হউক, কিন্তু এ প্রদেশের শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগেরই মত বিস্তারিত হইতেছে এবং তাহারা অন্তরে২ এই দলস্থ। এটী বিশেষ বিবেচনা স্থল। প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষার্থ যে সকল ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হইয়াছে, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের মতে তাহারা জীবিত আছে, কিন্তু কোন উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে, কি না তিনি বলিতে অক্ষম। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ব্রাহ্মদিগের জাতিভেদ স্বীকার বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, যাহাহউক তিনি তাহাদিগের প্রতি যথেষ্ট প্রসন্নতা দেখাইয়াছেন বলিতে হইবে। ধর্ম্মসভা সকল দ্বারা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা ও মতের উদারতা সম্পাদিত হইয়া সমাজ সংস্কারকের পথ যে কিয়ৎপরিমাণে পরিষ্কৃত হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র—বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সংখ্যা ৫৬, তন্মধ্যে প্রায় ২০ খানি প্রধান ও ৩৬ খানি নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থ, এই সকল পত্র সর্ব্বশুদ্ধ আনুমানিক ৩০,০০০ খণ্ড প্রচারিত হয়। বঙ্গদেশের পক্ষে ইহা নিতান্ত অল্প হইলেও পাঠক সংখ্যা ইহার ৩ গুণ অনুমিত হইয়াছে। বাঙ্গালা পত্র দেশীয়দিগের মনের ভাব প্রকাশক বলিয়া ইহা বিজাতীয় রাজপুরুষদিগের জ্ঞাতব্য স্বীকৃত হইয়াছে। বাঙ্গালা পত্র ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রোষোন্মাদকারী নয়, স্পষ্টবক্তা অথচ সাধারণতঃ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ জাতির অনুরাগী, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের এই বিশ্বাস। কিন্তু তাঁহার মতে সময় সময় ইহাতে রাজনীতি সম্বন্ধে কুৎসিত ভাব প্রকাশিত হয়, এবং ইহা সর্ব্বথা দূষণীয়। বাঙ্গালা পত্র অনেক সময়, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ও শাসনের উপর দোষক্ষেপ করে; অসম্ভব প্রস্তাব করে; যাহা করা হয় বা না করা হয় তাহাতেই দোষ ধরে, কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়; দেশীয়দিগের প্রতি ইংরাজদিগের ব্যবহারে হিংসার ভাব প্রচার করে এবং গভীর জ্ঞান ও কার্য্যকর চিন্তার পরিবর্ত্তে কল্পনাবিজৃম্ভিত ভাব ও আশা ব্যক্ত করে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এ সকল ত্রুটির উল্লেখ করিয়াও সকলি যে অকারণ ও অসদ্ভাবব্যঞ্জক, তাহা বলিতে প্রস্তুত নন। তাঁহার মতে ভয় হইতে রক্ষা, ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা, বাহ্য উন্নতি, ইংরাজী শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে দেশীয় সংবাদ পত্র ইংরাজ শাসনের প্রতি যেরূপ কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রকাশ করে, ইংরাজ সম্পাদিত পত্র সেরূপ করিতে পারে না। বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সম্বন্ধে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের মত, অনেকটা অপক্ষপাতী বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে এই জানাইতে চাই, যেযে উপায়ে তিনি এই মত সংগঠন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নহে। গবর্ণমেণ্ট সাপ্তাহিক রিপোর্ট অনেক সময় বাঙ্গালাপত্রের বিদ্রূপ করে, তদ্দ্বারা বাঙ্গালা পত্রের ঠিক অভিপ্রায় গুলি রাজপুরুষদিগের গোচর হইবার অল্প সম্ভাবনা। আর একটী কথা এই বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সকল এত নিরুৎসাহ ও অসুবিধার অধীন হইয়া আছে, যে তাহাতে তাহাদিগের অনেক ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

বঙ্গদেশীয়েরা গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সমু-

দায় স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে চায়, এবং আত্মোৎকর্ষ দ্বারা উচ্চ আশা করে, টেম্পল সাহেব ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দু কীর্ত্তির জন্য মনে অহঙ্কার উদয় হইয়া থাকে ইহাতে বর্ত্তমান বাঙ্গালীদিগের জাতীয় উন্নতির সহায়তা করিতে পারে, ইহাও তিনি স্বীকার করেন। বঙ্গদেশ হইতে যত যুবক বিদ্যা বা ব্যবসায় শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে যায়, এত আর ভারতবর্ষের কোন প্রদেশ হইতে যায় না, ইহারও উপকারিতা প্রদর্শন করেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর অবশেষে যুবরাজের আগমনে বঙ্গদেশীয় সমুদায় শ্রেণীর আন্তরিক রাজভক্তির যার পর নাই প্রশংসাবাদ করিয়াছেন।

জজ ফিল্ড ও পিরণ আয়া।

ইংরাজ রাজপুরুষদিগের স্বজাতির প্রতি পক্ষপাত এবং এ দেশীয়দিগের প্রতি অন্যায়াচরণ প্রসিদ্ধই আছে, কিন্তু এ বিষয়ে রাজপুরুষদিগের এক শ্রেণীর ন্যায়পরতা ও অপক্ষপাতিতা জগতের দৃষ্টান্তস্থল এবং তাহা ভারতের চিত্রপটে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। আমরা যাঁহাদিগের এই উচ্চ প্রশংসাবাদ করিতেছি, তাঁহারা হাইকোর্টের বিচারপতিগণ। তাঁহারা যেমন বিচারের তুলাদণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কার্য্যে তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া আপনাদিগের পদগৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। নীলকর মিয়ার্সের মোকর্দ্দমায় কলিকাতার বিচারপতিরা আপনাদিগের যে অটল ন্যায়পরতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে এ দেশীয়গণ আশান্বিত হইয়াছে। কিছু দিন হইল বোম্বাইয়ের হাইকোর্ট রাজস্ববিভাগের কর্ম্মচারিগণের অত্যাচার হইতে কয়েক জন এ দেশীয়কে যেরূপে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমরা ভারতীয় সাধারণ ইংরাজ সমাজকে যেরূপ স্বজাতিপক্ষপাতী দেখিয়া থাকি, তাহাতে তাঁহারা স্বজাতীয় কোন ব্যক্তি ন্যায় করুক আর অন্যায় করুক, এক বাক্যে তাহার পক্ষসমর্থন করেন এবং ন্যায়তও কোন ব্যক্তি যদি স্বজাতীয় কাহাকে তিরস্কার বা দণ্ড দান করেন সহস্রস্বরে তাহার প্রতিবাদ করেন। এরূপ স্থলে বিচারপতিগণ ন্যায়ানুরোধে স্বজাতীয় সাধারণ মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া যেরূপ ধর্ম্মসাহসিকতা প্রদর্শন করেন, তাহা অপরের পক্ষে অনুমান করা সহজ নহে।

পাঠকগণ অবগত আছেন, মুরসিদাবাদের জজ ফিল্ড সাহেব তাঁহার আয়া পিরণকে হাবড়ার মাজিষ্ট্রেটের বিচারে সমর্পণ করিয়া ছয় সপ্তাহের জন্য কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাসে নিক্ষেপ করেন এবং আয়া এক সপ্তাহ সেই দণ্ড ভোগ করিয়া আপিলে খোলসা পায়। আয়া এ বিষয়ে হাইকোর্টে ক্ষতিপূরণের অভিযোগ করে এবং সুবিচার লাভ করিয়াছে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেব ও জজ পণ্টিফিক্স তাহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৭৫০ ও বেতন স্বরূপ ১১০ টাকার ডিক্রী দিয়াছেন।

পিরণ আয়ার বিবরণ এই, সে মৃত কটক্লিফ সাহেবের স্ত্রীর সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে গমন করে। বিবী ফিল্ড ভারতবর্ষে আসিবার সময় তাহাকে সঙ্গে লন এবং তাহার বেতন ১১০ টাকা ও সমুদায় পাথেয় দিবেন স্বীকার করেন। কলিকাতায় উপস্থিত হইলে ফিল্ড সাহেব আয়ার বেতন দিতে অস্বীকার করেন এবং কেবল ৩৫৲ টাকা দিয়া সে দোষী ও তাহার পাওনা শোধ হইল বলিয়া লিখাইয়া লন। সাহেবের এরূপ করিবার কারণ এই, তিনি বিবী ফিল্ডের নিকট শুনেন, আয়া তাঁহার শিশু সন্তানকে মধ্যে মধ্যে প্রহার করিত এবং বিবী কিছু বলিলে কটূক্তি করিত। যাহা হউক ফিল্ড সাহেব কেবল বেতন কাটিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি হাবড়ার মাজিষ্ট্রেটিতে পিরণের নামে অভিযোগ করিলেন। এ মোকর্দ্দমা হাবড়ার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাধীন নয় বলিয়া তিনি গ্রহণে অস্বীকার করেন, কিন্তু জজ ফিল্ড একটী আইনের প্রসঙ্গ করিয়া তাঁহাকে বিচারে প্রবর্ত্তিত করেন। মাজিষ্ট্রেট পরিশেষে আয়াকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৬ সপ্তাহ কারাবাস ও অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করেন। পিরণ দুঃখিনী স্ত্রীলোক, কিন্তু কয়েকজন হিতৈষী ব্যক্তির সাহায্যে আপীল করে। এক সপ্তাহ কারাভোগের পর তাহার মুক্তিলাভ হয়। সে তখন ক্ষতিপূরণের দাবীতে হাইকোর্টে অভিযোগ করে। জজগণের মতে ফিল্ড সাহেব বিদ্বেষ বুদ্ধিতে আয়াকে নির্যাতন করিয়াছেন, এবং আইন বিষয়ে অজ্ঞতা ও অভদ্ররুচির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা মাজিষ্ট্রেটকেও তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্তু উপরিতন কর্ম্মচারা দ্বারা বাধ্য হইয়া কার্য্য করেন এই জন্য তাঁহার দোষের জন্যও জজকে দোষী করিয়াছেন। অবশেষে তাঁহারা ফিল্ড সাহেবের নিকট হইতে আয়াকে ৮৬০ টাকা দেওয়াইয়াছেন।

জজ ফিল্ড যেরূপ কার্য্য করিয়া পার পাইয়া গেলেন, এক জন এ দেশীয় সিবিলিয়ান কখন সেরূপ পাইতেন না। আইন বিষয়ে এরূপ অনভিজ্ঞ ও অত্যাচারপ্রিয় ব্যক্তিকে জজের পদে রাখাতে সে পদেরই অগৌরব। গবর্ণমেণ্ট হইতে ইহাঁর প্রতি কোন প্রকার শাসন হওয়া উচিত ছিল।

রাজনৈতিক জাতি-সাধারণ সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব।

কোন মাননীয় বন্ধুর নিকট হইতে একটী সৎপ্রস্তাব প্রাপ্ত হইয়া আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। এই প্রস্তাবানুরূপ একটী সভা স্থাপন করা যে নিতান্ত আবশ্যক, আমরা বহু দিনাবধি অনুভব করিতেছি। ইণ্ডিয়ান লিগ দ্বারা এই অভাব পূর্ণ হইবে ভাবিয়াই আমরা তাহার অভ্যুদয়ে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু লিগ আরম্ভেই যেরূপ কার্য্যপন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে ইহার পরিণাম চিন্তা করিয়া হতাশ হইতে হইয়াছে। লিগ কোথায় দেশস্থ সর্ব্ব সাধারণকে ঐক্য-বন্ধনে বদ্ধ করিয়া স্বীয় নামের অন্বর্থ করিবেন, না ২১৫ জন শিক্ষিত ও দেশহিতৈষী লোককে লইয়া কার্য্য করিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যেই লিগের সভ্যশ্রেণী হইতে অধিকাংশ গণ্য মান্য লোক অবসৃত হইয়াছেন, লিগ তাঁহাদিগকে রাখিবার জন্য কোন চেষ্টা করিলেন না, তাঁহাদিগের অনুযোগেরও কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না। বস্তুতঃ লিগ কাহাদিগকে লইয়া অস্তিত্ব রক্ষা করিবেন এবং ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা অবধারণে আমরা অসমর্থ। যে উদ্দেশ্যে লিগের সূত্রপাত হয়, ইহা দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইল না, এক প্রকার নিশ্চয় কথা। এক্ষণে আমাদিগের বিবেচনায় লিগের স্থানে উপযুক্ত একটী জাতি সাধারণ সভা স্থাপিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সাধারণে এই অভাবটী অনুভব করিবেন এবং লিগ-পরিত্যাগী ও অন্যান্য দেশহিতৈষিগণ সত্বর ইহাপূরণ করিবার উপায় অবলম্বন করিবেন এই অভিপ্রায়ে আমরা উপস্থিত প্রস্তাব পত্রস্থ করিয়া সাধারণের গোচর করিতেছি।

প্রায় প্রতি সংবাদ পত্রেই শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির ইণ্ডিয়ান লিগের সহিত সংস্রব পরিত্যাগের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকেই ইণ্ডিয়ান লিগের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের যথেচ্ছচারিতার নিন্দা করিয়াছেন এবং লিগের পুনর্গঠনের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু লিগের কর্ম্মকর্ত্তাগণ এই সাধারণ নিন্দাবাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া যেরূপ ধৃষ্টতার পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে, কোন প্রকারে আশা করা যায় না, তাঁহারা আত্ম-সংশোধনে প্রবৃত্ত হইয়া সাধারণের পরামর্শ মত কার্য্য করিবেন। আমি শুনিতে পাইয়াছি, অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের কেহ কেহ সগর্ব্বে এরূপ বলিয়া থাকেন, আমরা এদেশীয় সংবাদ পত্রের বৃথা চীৎকারে কর্ণপাত করি না! বস্তুতঃ তাঁহাদিগের ব্যবহার দৃষ্টে এ কথা অপ্রামাণ্য বোধ হয় না। ইংরাজ সম্পাদকেরা পৃষ্ঠবল থাকিলে যাহারা স্বদেশীয় লোকের অভিযোগ উপেক্ষা করিতে পারেন, তাঁহাদিগের দ্বারে ক্রন্দন করিয়া কি লাভ হইবে? লিগ আত্মসংশোধনে প্রবৃত্ত না হইলে দেশের কি আর অন্য আশা নাই? এ প্রশ্নের কে কি উত্তর দিবেন, তাহা আমার পক্ষে নির্ণয় করা অসম্ভব। কিন্তু আমি নিরাশার কোন কারণ দেখিতেছি না। যদি এরূপ হয় যে, ইণ্ডিয়ান লিগের কর্ম্মকর্ত্তাগণ ব্যতীত বঙ্গদেশে একটী জাতি-সাধারণ সভা সংস্থাপন করিবার অপর লোক নাই, তবে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে বঙ্গদেশ এখনও সর্ব্বজনীন সভা সংস্থাপন করিবার উপযুক্ত হয় নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস এরূপ নহে। আমার বিবেচনায় জাতি-সাধারণ সভা সংস্থাপন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। জাতির প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিতে হইলে যেরূপ সত্যনিষ্ঠা, উদারতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান ও প্রশস্ত দৃষ্টি থাকা আবশ্যক, তদুপযোগী লোক প্রাপ্ত হওয়া কঠিন হইলেও এক্ষণে দুর্লভ নহে। আমি যতদূর বুঝিতে পারিতেছি, কার্য্য প্রণালীগত দোষ নিবারণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলে সাধু কর্ম্মকর্ত্তার অভাবে সভা উচ্ছন্ন যাইবার তত সম্ভাবনা নাই। ইণ্ডিয়ান লিগের প্রথম গঠনের দোষ হইয়াছে। লিগের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সদস্য নিয়োগ সাধারণের মত অপেক্ষা না করিয়া কেবল ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুসারেই হইয়াছিল। সুতরাং তাহার পরিণাম শুভজনক না হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কি উপায়ে একটী জাতি-সাধারণ সভা সংস্থাপিত হইতে পারে, আমার বিবেচনায় প্রত্যেক সংবাদ পত্রের এক্ষণে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পত্রকে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে না দেখিয়া আমি আপনাদিগের কর্ত্তব্য সীমায় হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলাম; অপরাধ হইলে ক্ষমা করিবেন। এ বিষয়ে আমার যাহা কিছু বলিবার আছে, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া এই অভিপ্রায়ে আপনাদিগের প্রায় প্রত্যেকের নিকটই পাঠাইতেছি, যে আপনারা সময়ের এই অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন।

১ম। সভার লক্ষ্য এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, সকল সম্প্রদায়ের লোকই যেন ইহাতে যোগ দিতে পারেন। ভিন্ন ভিন্ন মতের ক্ষুদ্র বৃহৎ যত সম্প্রদায় আছে, সভার অনুষ্ঠাতাগণেরই বরং স্বতঃ যান্ত্রিক হইয়া, তাহা হইতে সভ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

২য়। কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সদস্য ও কর্ম্মচারী নিয়োগ সময়ে সাধারণ সভ্যদিগের মত গ্রহণ করা হইবে। যে কোন ব্যক্তির নিয়োগ সম্বন্ধে সাধারণ সভ্যদিগের এক তৃতীয়াংশের অধিক লোক আপত্তি করিবেন, তিনি কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

৩য়। এক বৎসর কি দুই বৎসর অন্তর কর্ম্মচারী ও কমিটীর সভ্যদিগের পুনর্নিয়োগ হইবে। ইহার মধ্যেও অর্দ্ধেকের অধিক সভ্য যদি কাহারও প্রতি কোন বিশেষ কারণ দেখাইয়া আপত্তি উপস্থিত করেন, তবে [illegible] হইতে অবসর [illegible]

৪র্থ। যে কোন সম্প্র[illegible] জন লোক সভ্যশ্রেণীভুক্ত থাকিবেন, তাঁহাদিগের [illegible] নির্ব্বাচক সভায় [illegible] নির্ব্বাচন করিবার অধিকার থাকিবে। [illegible] নিযুক্ত করিবার অধিকার সাধারণ সভ্যদিগের [illegible]

৫ম। [illegible] সভা অন্ততঃ দশজন সভ্যের [illegible] প্রতিবর্ষে প্রদান করিলে, মূল সভার শাখা [illegible] হইবে [illegible] সভার প্রতিনিধি স্বরূপ [illegible] এক জন সভ্য নিযুক্ত করিতে অধিকারী হইবে।

৬ষ্ঠ। মফস্বলের [illegible] ও সাময়িক পত্রের সম্পাদকদিগকে [illegible] সভ্য (Corresponding Mem[illegible]) [illegible] করা হইবে। তাঁহারা মফস্বলের [illegible] জ্ঞাপন করিবেন এবং [illegible] অভিপ্রায় মফস্বলে প্রকাশ করিবেন। [illegible] মূল সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহক সভায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলে আপনাপন মত প্রকাশ করিবার অধিকার পাই-

বেন। রাজধানীর সংবাদ ও সাময়িক পত্র সম্পাদকদিগকে এ নিয়মের অধীন করা আবশ্যক বোধ হয় না। কারণ এরূপ আশা করা যায়, তাঁহারা প্রতিযোগিতার নিয়মেই কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় প্রবেশ করিতে পারিবেন।

৭ম। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যের একটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা থাকিবে। সাধারণ সভা মণ্ডলীর মত গ্রহণ না করিয়া সেই সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৮ম। সভার নিয়মিত বা সাময়িক আয় হইতে রাজনীতি ও সামাজিক নীতি সংক্রান্ত গ্রন্থাদি ক্রয় করা হইবে এবং তাহা সমুদয় সভ্যের ব্যবহার করিবার অধিকার থাকিবে।

৯ম। সভার আয় বিবেচনা করিয়া, সভা হইতে রাজনীতি বিষয়ক জ্ঞান বিস্তারার্থ প্রচারক নিযুক্ত করিতে হইবে, তাঁহারা নানা স্থানে যাইয়া রাজনীতির উপদেশ দিবেন এবং দল সংগঠনের চেষ্টা পাইবেন।

১০ম। সভা সংগঠন করিবার নিমিত্ত প্রধান উদ্যোগিগণ একটী অনুষ্ঠানকারী সভা সংস্থাপন করিবেন। সভা নিয়মিত রূপে স্থাপিত হইলেই অনুষ্ঠানকারী সভার কার্য্য শেষ হইবে।

উপরে যে কয়েকটী প্রস্তাব করা হইল তাহা বিশুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইবে আমি এ আশা করি না; কেবল সাধারণ আলোচনার নিমিত্ত আমার নিজ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, অনেকেই এইরূপ কতকগুলি নিয়ম করা আবশ্যক বোধ করেন, আলাপ করিয়া জানা গিয়াছে। এমন কি যাঁহারা ইণ্ডিয়ান লিগের আদি অনুষ্ঠানকারী তাঁহারাও ইহারই অনুরূপ কতকগুলি নিয়ম করিবেন, অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। যদি এইরূপ নিয়মে একটী সভা সংস্থাপন করিতে লোকের অনুরাগ দৃষ্ট হয়, আমি বিলক্ষণ আশা করিতে পারি, তাঁহারাই পুনরায় ইহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদিগের ইচ্ছা ও উদ্যমের হ্রাস হয় নাই কেবল দেশের অবস্থা দেখিয়াই তাঁহারা হতাশ হইতেছেন।

কলিকাতা।
২০ এ জানুয়ারি।
১৮৭৬। } এক জন ন্যায়ানুরাগী।

প্রাপ্ত।

আমাদিগের লক্ষ্ণৌস্থ সংবাদদাতা যুবরাজের ভ্রমণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

৮ই জানুয়ারি শনিবার রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র যুবরাজের উনাও প্রদেশস্থ সেকেন্দরপুর গ্রামে শূকর শিকার করিতে যাইবার নিমিত্ত সমস্ত উদ্যোগ হইতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ের অল্পকাল পরে যুবরাজ আপন পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে উষ্ম্ক্রুক্তরনার ত্রয়োদশ হসার সৈন্যগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ষ্টেসনে পঁহুছিয়াছিলেন। বেলা ৭ ঘটিকার সময় তাঁহার বিশেষ ট্রেন লক্ষ্ণৌ ছাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেকেন্দরপুরে উপস্থিত হয়। তথায় যুবরাজ শিকারে সমস্ত দিবস যাপন করিয়াছিলেন। তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে একটী শূকর বিদ্ধ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও দশটী শূকর শিকারে হত হইয়াছে, কিন্তু এরূপ আমোদের সময় যুবরাজের পারিষদ লর্ড ক্যারিংটনের অশ্ব হইতে পতন হেতু হস্তের হাড় ভগ্ন হওয়ায় তাঁহার শিকারের ব্যাঘাত হইয়াছিল। ডাক্তার ফেরার এবং ডাক্তার ক্যানন শিকার স্থানেই তাঁহার হস্তের হাড় ঠিক্ স্থানে বসাইয়া দিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিয়া ছিলেন, কিন্তু তিনি সে দিবস লক্ষ্ণৌয় প্রত্যাগত হইতে সমর্থ হন নাই। সমস্ত দিবস শিকারের আমোদ সম্ভোগ করিয়া যুবরাজ রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় লক্ষ্ণৌ প্রত্যাবৃত্ত হন। ঐ দিবস রজনীতে ইউনাইটেড্ সারভিস্ ক্লবের মেম্বরগণ কর্ত্তৃক এক বল প্রদত্ত হয়, তিনি তথায় পদার্পণ করিয়া উদ্যোগীদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। যুবরাজ সমস্ত দিবসের শারীরিক কষ্ট বিস্মৃত হইয়া ম্যাডাম্ ডিবার্বোর সহিত প্রথম নৃত্য করেন এবং রাত্রি দুই প্রহরের পর গবর্ণমেণ্ট হাউসে প্রত্যাগত হন।

পর দিবস রবিবার যুবরাজ পূর্ব্ব দিবসের শ্রম দূরীকরণার্থ বিশ্রাম ভোগ করিয়া ছিলেন। কেবল প্রাতঃকালে একবার ক্রাইষ্ট চর্চ্চে ঈশ্বরোপাসনা করিতে এবং অপরাহ্নে নগর পরিভ্রমণ করিতে গমন করিয়াছিলেন।

১০ই সোমবার—এই দিবস বেলা ১২ ঘটিকার সময় যুবরাজ চতুর্দ্দশ রেজিমেণ্টের সৈন্যদলকে নূতন কলার প্রদান করেন। এই ঘটনাটী সৈন্যদিগের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বাচ্য হইবে সন্দেহ নাই। বেলা ১০ ঘটিকা অবধি বারিক হইতে সৈন্যদল আসিয়া নিম্ন লিখিত নিয়মে নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়াছিল—দক্ষিণ পার্শ্বে রয়াল হর্স আর্টিলারি এবং ফিল্ড ব্যাটারিস্, মধ্যস্থলে ৬৫ এবং চতুর্দ্দশ সৈন্যদল ও ৮২ সৈন্য দলের এক ভাগ এবং বাম পার্শ্বে ষষ্ঠ এবং একচত্বারিংশ দেশীয় পদাতিক বেঙ্গল ল্যানসার সৈন্য দল আর্টিলারি পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল। এই প্রকারে সৈন্য বেষ্টিত স্থানের মধ্যভাগে দুইজন বন্দুকধারী সৈন্যদ্বারা রক্ষিত নূতন কলার স্থাপিত ছিল। এই সুন্দর দৃশ্য দর্শন করিতে ঐ দিবস ঐ স্থানে বিস্তর দেশীয় ও ইংরাজ দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। পরে তোপধ্বনি হইয়া দুই প্রহর বেলা ঘোষণা করিয়া দিলে যুবরাজ আপন দলবল সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি পঁহুছিবামাত্র ২১টী তোপধ্বনি হইয়াছিল। অল্পক্ষণ পরে সীতাপুরের ধর্ম্মোপদেষ্টা রেবরেণ্ড কাউলী চতুর্দ্দশ রেজিমেণ্টের সৈন্যদিগের উপর এবং ঐ নূতন কলারের উপর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং ঐ দলের কতকগুলি সৈন্য ব্যাণ্ড বাজাইয়া একটী অতি সুন্দর স্তুতিগান করিয়াছিল। পরে মেজর সনডর ও মেজর ডিক্সন যাঁহাদিগের উপর উক্ত কলার সকল রক্ষণের ভার অর্পিত হইয়াছিল উহাদিগকে যুবরাজের হস্তে প্রদান করিলে তিনি যথাবিধানে উহাদিগকে লেফ্টেনাণ্ট পরকিস্ ও লেফ্টেনাণ্ট মরিসকে প্রদান করিলেন। উহারা জানু পাতিয়া ঐ সকল কলার গ্রহণ করিল। তৎপরে যুবরাজ চতুর্দ্দশ রেজিমেণ্টকে সম্বোধন করিয়া একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং যে সৈন্য বন্দুক ছোড়াতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল, তাঁহাকে স্বহস্তে একটী মেডাল প্রদান করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ রেজিমেণ্টের এক ব্যক্তি উহা প্রাপ্ত হইয়াছে। যুবরাজ এক ঘণ্টাকাল তথায় থাকিয়া পরে গবর্ণমেণ্ট হাউসে প্রত্যাবৃত্ত হন, তাঁহার প্রস্থান কালে ২১ টী তোপধ্বনি হইয়াছিল। ইহার অল্পক্ষণ পর হইতে আবার রাস্তার দুই পার্শ্ব জনাকীর্ণ হইতে লাগিল। সকলেরই ইচ্ছা যুবরাজের লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ কালে তাঁহাকে একবার শেষ দর্শন করিয়া লয়। তাঁহার প্রথম পদার্পণ কালে অভ্যর্থনার যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল, বিদায় কালেও সেই সেই বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কিন্তু বিদায়ের সময় দৃশ্যটী অধিক গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছিল। যুবরাজ দলবল সমভিব্যাহারে বেলা ২॥ ঘটিকার সময় ষ্টেসনে পঁহুছিয়াছিলেন, পরে সমাগত সকল ব্যক্তির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সেলুনে আরোহণ করিলেন। গাড়ী ছাড়িবা মাত্রই তিনি আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন এবং সমাগত জনতা একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল। এদিকে বিদায়সূচক তোপধ্বনি ও ব্যাণ্ড বাদ্য হইয়া সকল নিস্তব্ধ হইল। পরিবারের মধ্যে কোন প্রিয়-

জন দেশ পরিত্যাগ করিয়া গেলে মনের ভাব যেরূপ বিকৃত হয়, যুবরাজের সর্ব্বস্থান হইতে বিদায় কালে সকলের মনের ভাব সেইরূপ হইবে সন্দেহ নাই।

৭ ই জানুয়ারি দিবাভাগে যুবরাজ লা মার্টীনিয়ার কলেজ দর্শনার্থে গমন করেন—তথায় সাইক্স সাহেব তাঁহাকে অভ্যর্থনা করতঃ কলেজ বাটীর অভ্যন্তরে, যথায় মার্টীনিয়ার সাহেব কবর স্থাপিত আছে লইয়া যান। যুবরাজ আহ্লাদ সহকারে মার্টীনিয়ার সাহেবের সংক্ষেপ জীবন বৃত্তান্ত যাহা প্রস্তরোপরি খোদিত আছে পাঠ করেন। বলরামপুরের মহারাজা সার দিগ্‌বিজয় সিং যুবরাজকে একটী হস্তিশাবক উপহার দেন, যুবরাজ শাবকটীকে অতি যত্নে আপন সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছেন।

বারাণসীর সংবাদদাতার পত্র।

বারাণসীর মিউনিসিপালিটীর বাইস্ চেয়ারম্যান বাবু ফতেনারায়ণ সিংহ, হাঁপানী রোগাক্রান্তাবস্থায় যখন যুবরাজের সম্মুখে এড্রেস্ পাঠ করিতে যান, তখন রোগের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিলেন, দেখিয়া, যুবরাজ তাঁহাকে বসিতে বলেন, কিন্তু তথায় ইহাঁর বসা ভাল দেখায় না বিবেচনায়, অসম্মত হইয়াও কিঞ্চিৎ ব্যবধানে আসিয়া বসিতে বাধ্য হন। যুবরাজ ইহাঁর শীর্ণাবস্থায় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, স্বকীয় চিকিৎসক ডাক্তার ফেয়ারকে রোগীর হাত দেখিতে ও ঔষধি প্রয়োগ করিতে অনুমতি দেন। পরে রোগীকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়া স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা, তত্ত্বাবধান করেন, এমন কি যুবরাজ অশ্বারোহীগণকে এই ভদ্রলোকটীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেন। যুবরাজ এতদূর দয়ার্দ্র হৃদয় শুনিয়া, কে না আহ্লাদিত হইবেন?

যুবরাজ এড্রেসের উত্তর, অতি সংক্ষেপে প্রদান করেন—“আপনারা আমাকে যে এড্রেস প্রদান এবং এত সমারোহে আহ্বান করিয়াছেন তজ্জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ করি। ইহা শ্রবণে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে, ব্রিটিষ শাসনে আপনারা সম্পূর্ণ সুখী, এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাধা করিয়া প্রীতিলাভ করিতেছেন, তাহাতে কোন ব্যাঘাত হইতেছে না। আপনাদিগের রাজভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা আমি অবশ্যই মহারাণীর নিকটে জ্ঞাপন করিব। মহারাণীও ইহা শ্রবণে অত্যন্ত সুখী হইবেন। আমি আরও প্রিন্সেস অব ওয়েল্‌সের প্রতিনিধি হইয়া, আপনাদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি যে, আপনারা তাঁহার সম্বন্ধেও এতদূর রাজভক্তি প্রদর্শন করেন। আমার সুস্থ শরীরে ও নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগমনার্থ যে মঙ্গল কামনা করিতেছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ।”

বারাণসীর বিখ্যাত পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী রামনগরে, টাইম্‌সের বিশেষ সংবাদদাতার সহিত প্রথম আলাপ করেন। পরে সার বার্টল্ ফ্রেয়ার মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পণ্ডিতজীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথোপকথন করেন এবং তদনন্তর যুবরাজও তাঁহার বিশেষ সমাদর করেন। ইনি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা; যুবরাজ ইহার সহিত সম্ভাষণ করিবেন, বিদ্যাবলে জানিতে পারিয়াই, তিনি এই কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

বিগত ১৬ ই জানুয়ারী মন্সিয়র উইলিয়ম্ এস্থানে উপনীত হইয়া গত কল্য সমস্ত দিন বারাণসী কলেজে অতিবাহিত করিয়াছেন।

১৮৭৬

১৮ ই জানুয়ারী

মুঙ্গেরস্থ সংবাদদাতার পত্র।

১। গত রবিবারে মুঙ্গেরস্থ একজন খৃষ্টধর্ম্মোপদেষ্টা পাদরী সাহেব যীশুর সত্যধর্ম্ম প্রচার পরায়ণ হইয়া জামালপুরে গমন করিয়াছিলেন। দিবাবসানে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহার প্রবলবেগে প্রধাবিত অশ্বশকট রাজপথগামী একজন কৃষ্ণকলেবর ব্যক্তিকে বিদলিত করিয়া চলিয়া যায়। এ ব্যক্তি আলোকোৎসব ও বাদ্যোদ্যম সহকারে একটী বিবাহোপলক্ষে গমন করিতেছিল। সাহেব বলেন যে তাঁহার যানযোজিত তুরঙ্গ বাদ্যশব্দে অত্যন্ত চঞ্চল হওয়াতে এই দুর্ব্বিপাক সংঘটিত হইয়াছে। আহত ব্যক্তি অত্রত্য রাজকীয় চিকিৎসালয়ে আনীত ও চিকিৎসিত হয়, কিন্তু সুযোগ্য ডাক্তার মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র রায় মহাশয় যথেষ্ট যত্ন করিলেও সে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর বশীভূত হইয়া মায়াময় কায়া পরিহার পূর্ব্বক ১২ ই জানুয়ারি তারিখে আত্মীয় ও পোষ্যবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়াছে। আহত হতভাগ্য যে দুই দিন মুমূর্ষু অবস্থায় জীবিত ছিল, করুণাসাগর পাদরী সাহেব একবারও তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলেন না। পাদরী মহোদয়ের কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মরসার্দ্র হৃদয়! তিনি কি অজ্ঞান পৌত্তলিককে অবিলম্বে পরিত্রাণ দিবার জন্যই তাঁহার সত্য জ্ঞানময় শকট চক্রে নিষ্পেষণ করিয়াছিলেন? তিনি কি সম্মুখে বাদ্যোদ্যম সহকৃত কোলাহলপূর্ণ জনতা দূর হইতে সন্দর্শন করিয়া অশ্বরশ্মি সংযত করিতে পারিতেন না?

২। মুঙ্গের রাজকীয় বিদ্যালয় হইতে এবার ৮ টী বালক প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১ জন প্রথম, ২ জন দ্বিতীয় ও ২ জন তৃতীয় বিভাগে, সর্ব্বশুদ্ধ ৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। বেহার বিভাগবর্ত্তী অপরাপর বিদ্যালয় অপেক্ষা এবার মুঙ্গের উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিয়াছে। এজন্য অত্রস্থ প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু সুরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র বলিতে হইবে। আমরা বিলক্ষণ জানি যে সুরনাথ বাবুর ন্যায় শ্রমশীল ও স্বকর্ত্তব্য-তৎপর শিক্ষক সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না। তিনি এখানকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি অত্র বিদ্যামন্দিরের যে অপেক্ষাকৃত উন্নতি হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা আশা করি শিক্ষা বিভাগের কার্য্যাধ্যক্ষগণ ইহাঁর পদোন্নতি বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হইবেন।

৩। জামালপুরের পোষ্ট মাষ্টার শ্রীঃ বাবু গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ট জমা না দিয়া গবর্ণমেণ্ট পুস্তকে তাহা মি লিপিবদ্ধ করণ দোষে পদচ্যুত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যে কোন দুরভিসন্ধি ছিল তাহা বোধ হয় না, কেন না এজন্য গবর্ণমেণ্ট তহবিল রোধ হইবার পূর্ব্বেই তিনি লিখিতবৎ টাকা জমা করিয়া দিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে বিশ্বাসের সহিত প্রায় ১৪ বৎসর কর্ম্ম করিতেছে, তাহার প্রতি ঈদৃশ গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা না করিয়া সতর্ক অথবা যথাবৎ অর্থদণ্ড কিম্বা পদমর্য্যাদা হ্রাস করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইত। এটী লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে। গোপাল বাবু সাধারণের সহিত যেরূপ সদ্ব্যবহার করিতেন, তাহাতে তাঁহাকে কখনই মন্দলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মে না।

৪। ১ লা হইতে ৮ ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির প্রায় ৮৯১০০২, টাকা আয় হইয়াছে। তন্মধ্যে পান্থগণের যাতায়াতের ভাড়া প্রায় ৪৪০৮৮৩, টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। রাজকুমারের শুভাগমনে বহুতর ধনাঢ্য ব্যক্তির বিশেষ ট্রেণ নিয়োগ হওয়াতে গতবর্ষীয় এতৎ সাময়িক আরোহী পুঞ্জের ভাড়া অপেক্ষা এবার প্রায় দ্বিগুণ লভ্য হইয়াছে। “কারও পৌষমাস, কারও সর্ব্বনাশ।”

৫। পাদরী আলেকজাণ্ডার ষ্টার্ণ সাহেব

এখানে আসিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থে যথেষ্ট যত্ন সহকারে বক্তৃতাদি করিতেছেন। তাঁহার সহিত একজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টানও আসিয়াছেন। ষ্টার্ণ সাহেব জার্ম্মান, সুতরাং তাঁহার অপরিস্ফুটোচ্চারিত ইংরাজি বক্তৃতা সাধারণে বুঝিতে পারে না। তাঁহারা যে এখনও সুশিক্ষিত বাঙ্গালী হৃদয়ে খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব বিশ্বাস করাইবার আশা করিতেছেন, ইহাই আশ্চর্য্য! তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিই যে তাঁহারা অশিক্ষিত বন্যজাতির নিকটে গিয়া ধর্ম্মযাজন করুন। তাহাতে কিছু হইবে না।

সহযোগী সাময়িক পত্র।

প্রভাকর বলেন যুবরাজ, লাহোরের কারাগার দর্শন করিতে গিয়া ৩০ জন কয়েদীকে মুক্তিদান করিয়াছেন। অতএব এই সময়ে বঙ্গসমাজ একত্রিত হইয়া যুবরাজের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করুম, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই দয়ার্দ্র চিত্তে হতভাগ্য নবীন ও আমীর খাঁকে মুক্তিদানের আজ্ঞা প্রদান করিতে পারেন। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, এবং সিংহল ভ্রমণ করিয়া যুবরাজ, সেই সেই প্রদেশের দাতব্য সমাজে অনেক অর্থদান করিয়াছেন। কলিকাতায় তিনি কিছুই দান করেন নাই। এ অবস্থায় তাঁহার নিকট এই ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে অবশ্যই তিনি সফল করিতে পারেন।

সাধারণী মাক্ষমূলার সম্বন্ধে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন:—প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর গত হইল সুবিজ্ঞ ভাষাতত্ত্ববিৎ ব্রথেউস্ এবং বপের ছাত্র, এক বিংশতিবর্ষ বয়সে সংস্কৃত হিতোপদেশ অনুবাদ করিয়াছেন এমন এক জন সুবিজ্ঞ জর্ম্মান্ বিদ্যার্থী —সর্ব্ব প্রথমে ইংলণ্ডে বাস গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ফ্রেডরিক মাক্ষমূলর। তিনি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে আগমন করেন। তিনি ভাষালোচনা এবং সাহিত্যালোচনা করিবার সুযোগের জন্য পুরাতন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বদান্যতার উপর অনেক ঋণী আছেন। ঋগ্বেদ সংহিতা প্রকাশ করিবার জন্য প্রায় এই সময়েই তৎসাময়িক প্রুসিয়ার রাজদূত শিবেলিয়র বুন্‌সেন এবং অধ্যাপক উইলসন্ তাঁহাকে অনুরোধ করেন। এবং তৎপরে তিনি ইউজনি বর্নুফ্ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া উক্ত বিষয়ের জন্য উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ডে বাস করেন। তাঁহার যশঃ সৌরভ পূর্ব্বেই তথা দিক্ আমোদিত করিয়াছিল। পর বৎসর তাঁহার ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং তিনি ভাষা বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেশ দিবার নিমিত্ত অক্সফার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হন।

ধর্ম্ম যাজকগণের এবং বিশেষ রাজনীতিপ্রিয় ব্যক্তি বর্গের প্ররোচনায় ১৮৬৮ সালে মাক্ষমূলারকে সংস্কৃত অধ্যাপনা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু যখন ১৮৬৮ সালে ভাষাতত্ত্বাধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হইল, তখন ইহা স্থিরীকৃত হইল যে অগ্রে তিনি পরে অন্যান্য ব্যক্তিগণ সে পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। ইহা মূলারের অতি গৌরবের কথা।

মাক্ষমূলার এক্ষণে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের স্তোত্র সকল সাত খণ্ড পুস্তকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক আছেন। তিনি আমোদ প্রমোদে কাল কর্ত্তনের জন্য বিদায় প্রার্থনা করিতেছেন না। তিনি যাহাতে সমগ্র বেদ প্রকাশ করিতে পারেন সেই চেষ্টায় বিদায় প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি গত বিংশতি বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া সংস্কৃত ঋগ্বেদ প্রকাশ করিয়াছেন— অধ্যাপনার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন এবং পুস্তকাদিও লিখিয়াছেন। যাঁহা হইতে সংস্কৃত ভাষার এত গৌরব বৃদ্ধি হইল এবং তৎসঙ্গে আর্য্যদিগের গৌরব সংসাধিত হইল সেই মাক্ষমূলারকে আমাদের শত শত ধন্যবাদ; তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বকার্য্য সাধন করেন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

রয়াল টুরিষ্ট নামে যে পত্র যুবরাজের সচিত্র ভারত ভ্রমণ প্রকাশার্থ আবির্ভূত হইয়াছিল, আমরা শুনিলাম কয়েক সংখ্যা মাত্র বাহির হইয়া তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। এই পত্রের অগ্রিম মূল্য ২৫ টাকা, ৩০০০ গ্রাহক হইয়াছিল। পত্র প্রচারকের আশানুরূপ লাভ হওয়াতে কি না হওয়াতে পত্র বন্ধ হইল জানিতে পারা যায় নাই। ইহার বাঙ্গালা অনুবাদক নেতৃহীন হইয়া বোধ হয় চলৎশক্তি বিহীন হইয়া পড়িয়াছেন।

ফাদার লাফোঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফেলো করিবার জন্য ইণ্ডো ইউরোপীয় করেস্‌পণ্ডেন্স প্রস্তাব করেন, ডেলি নিউস তাহার পোষকতা করিয়াছেন। কেবল ফেলো নয়, ইহাঁকে এবং ইহার ন্যায় অন্যান্য ব্যক্তিকে কোন উচ্চ উপাধি দান করা কর্ত্তব্য।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কুসুমহার—যুবরাজের প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শনার্থ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র ও গোপালচন্দ্র মিত্র নামক দুইটী বালক এই পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তিকাখানি পদ্যচ্ছন্দে রচিত এবং কবিতাগুলি বালকোচিত সরল হইয়াছে। বালকদিগের ভাষা যে অমৃততুল্য বলা বাহুল্য।

২। ভিখারিণী—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা। ইহার দুই সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে জীবনচরিত ও নীতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। লেখা সুপাঠ্য।

৩। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি 'যৌবনে যোগিনী' ও 'চারুশীলা' নামক দুইখানি নাটক প্রাপ্ত হইয়াছি।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

গত ১৩ ই জানুয়ারি দার্জ্জিলিঙে এবং ১৮ই ডিব্রুগড়ে ভূমিকম্প হইয়াছিল।

নাগা হিলের পলিটিকাল এজেন্ট কাপ্তেন বটলার বড়দিনের দিন একটী সর্ব্বেইং দলের সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিলেন, নাগাদিগের কর্ত্তৃক বর্ষা বিদ্ধ হইয়া হত হইয়াছেন। নাগারা অল্পে শাসিত হইতেছে না।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম রেবরও লালবিহারী দে শিক্ষাবিভাগের ৪র্থ গ্রেডে প্রবেশ করিতেছেন। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নও সংস্কৃত পারদর্শিতার জন্য গ্রেডভুক্ত হইতেছেন। সংস্কৃতের যদি স্বতন্ত্র গ্রেড হয়, আরো কয়েকজন সুপণ্ডিতকে তাহাতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ওরিয়েণ্টেল গ্যাস কোম্পানির ইনস্পেক্টর সোয়ারিস সাহেবের গাড়ীচাপা পড়িয়া রেলি ব্রাদারের দালাল ৬০।৭০ বয়স্ক একটী বৃদ্ধ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সাহেব বৃদ্ধটীকে হসপিটালে লইয়া গিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই। বৃদ্ধের সন্তানেরা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া সাহেবের নামে অভিযোগ করে নাই, ইহাতে সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদির ব্যয় নিজ হইতে দিয়াছেন।

পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির সংস্কারার্থ ১০,০০০ টাকার প্রয়োজন। পুরীর রাজা কলিকাতায় আসিয়া সেই টাকা ভিক্ষা দ্বারা তুলিবার চেষ্টা পান। জগন্নাথ দেবের এত ঐশ্বর্য্য, তথাপি এই টাকার জন্য ভিক্ষা করিতে হইতেছে। যৎকিঞ্চিৎ একজন ধনবান্ হিন্দু মনে করিলেই এ টাকা দিয়া সৎকীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বাঁকুড়া কৃষিপ্রদর্শিনী মেলার বিশেষ বন্দোবস্ত প্রকাশ করিয়াছিলাম। আগামী ১লা ফেব্রুয়ারিতে এই মেলা আরম্ভ হইবে। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ২৫০০০ টাকা উঠিয়াছে। এই মেলার নিমিত্ত বাঁকুড়ায় একটী মূল কমিটী হইয়াছে। উহার শাখা স্বরূপ বাঁকুড়া জেলার অন্যান্য স্থানে অর্থাৎ বিষ্ণুপুর, জয়পুর, মঙ্গার, বরজোরা, কুচিয়াকোল, রাজগ্রাম, গঙ্গাজলঘাটি অযোধ্যা, ওন্দা প্রভৃতি স্থানেও এক একটী কমিটী হইয়াছে। যাঁহারা স্ব স্ব কৃষিজাত দ্রব্যাদি ও গবাদি প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অগ্রে কমিটীর নিকট আবেদন করিবেন। জেলার প্রদর্শকেরাই পুরস্কার পাইবেন।

ই, সি, জর্জ সাহেব পুনরায় কলিকাতার পোস্টমাস্টার হইতেছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতার শিল্প বিদ্যালয়ের সহিত ইউরোপীয় চিত্রাদি-সংগ্রহ সমাজ স্থাপিত হইবে।

বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আজ্ঞা দিয়াছেন অতঃপর অপরাধীদিগের প্রাণদণ্ড প্রকাশ্য স্থানে না হইয়া জেলের মধ্যে হইবে। প্রাণদণ্ড জঘন্য প্রথা ... রহিত হওয়াই উচিত।

প্রভাত ... যে ব্যক্তি বেণীমাধব মণ্ডল নামে পরিচয় দিয়া ভাগলপুরের ইঞ্জিনিয়ার মেজর হিল এবং পাটনার ইঞ্জিনিয়ার বিবিয়ান সাহেবের নামে ১৬৮০০ টাকা জাল করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়াছিল, সম্প্রতি মেং রিড সাহেব ও বাবু কালীনাথ বসু বিশেষ পরিশ্রমে তাহাকে ধৃত করিয়াছেন। তাহার প্রকৃত নাম ত্রৈলোক্য নাথ মণ্ডল। সে ব্যক্তি বলে,আমি জাল করি নাই। পুলিসে শীঘ্রই মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট ২ সহস্র টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন, বোধ করি, উক্ত দক্ষ পুলিসকর্ম্মচারী দ্বয় তাহা প্রাপ্ত হইবেন।

কি অশুভক্ষণে জগদানন্দ বাবু স্বগৃহে যুবরাজকে লইয়া গিয়া গৃহের কুলবালাগণকে রাজদর্শন লাভ করাইয়াছিলেন। প্রায় সমুদায় এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রে প্রতি সপ্তাহে এতৎ সংক্রান্ত কোন না কোন প্রস্তাব বা প্রেরিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ২০ এ জানুয়ারির "অমৃতবাজারে" একটী পদ্য প্রেরিত স্তম্ভে গৃহীত হইয়াছে। এই পদ্যটী পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে বলিতেছি "অমৃতবাজার পত্রিকা" এই খানিকে পত্রের এক পার্শ্বে স্থান দিয়া সুরুচির পরিচয় প্রদান করেন নাই। পদ্যটীর এক এক স্থানে অত্যন্ত জঘন্য ভাবে জগদানন্দ বাবুর প্রতি কটূক্তি বর্ষিত হইয়াছে। এই পদ্যটী পাঠ করিয়া আমাদিগের বিস্ময় হইল আজিও এরূপ গালাগালি প্রকাশ্য সংবাদপত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এইরূপ লেখাকে অনেকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন। জগদানন্দ বাবু অন্যায় করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এরূপ ভাবে "সারি গাইয়া" তাঁহাকে গালাগালি দেওয়া উচিত হয় নাই।

শুনা যাইতেছে পঞ্জাব সেক্রেটারিয়েটের টি, এস পরণটন সাহেব আচিসন সাহেবের পদে বিদেশীয় বিভাগে নিয়োজিত হইবেন।

মেডিকাল কলেজের বিখ্যাত রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপক এফ এন মাকনামরা বাৎসরিক ২৯২০ টাকা পেন্সনে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। আগামী ১৪ ই ফেব্রুয়ারি হইতে ইহাঁর পেন্সন মঞ্জুর হইবে। ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পূর্ব্বে ইহাঁকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদানের কথা হইতেছে।

উত্তর পশ্চিম।

বারাণসীর সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

(১) আমেরিকার নিউইয়র্ক কলেজের এল,এল্ ডি উপাধি প্রাপ্ত জনৈক মহাত্মা বারাণসী গবর্ণমেণ্ট কলেজে গণিত এবং রসায়ন শাস্ত্রের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। ইহাঁর নাম হথরন্।

(২) মিস্ কার্পেণ্টর বারাণসীতে শুভাগমন করিয়াছেন। বারাণসীবাসীগণ ইহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। বিগত জানুয়ারী "বেনারস ইনষ্টিটিউটে" ইনি বালিকা বিদ্যালয় এবং স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা জগতে কি পরিমাণে মঙ্গল সাধিত হইতেছে তদ্বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বারাণসীস্থ মহিলাগণের উন্নতির কোন উপায় করিতে পারিলে মিস কার্পেণ্টার অত্রতা লোক দিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।

(৩) বারাণসীর তহসীলদারের পুত্র মাহমদ ইস্মায়েল খাঁ এবার বেনারস কলেজে প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। তথায় আইন অধ্যয়ন করিবেন। আগামী মার্চ্চ মাসে যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। মনিয়ার উইলিয়মস্ সাহেবের নিকট প্রিন্সিপাল সাহেব ইসমায়েল খাঁর বিলাত গমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করাতে মনিয়ার সাহেব ইসমায়েল খাঁকে নিকট আহ্বান করিয়া অনেক প্রকার উৎসাহ পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করেন। তিনি ইহাঁর ইংলণ্ডে অবস্থানাদির সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

পেশোয়ার হইতে সংবাদ আসিয়াছে যাকুব খাঁর শ্বশুর ইমাজা খাঁ যাকুবের পলায়নের জন্য যে চক্রান্ত হয় তাহাতে লিপ্ত ছিলেন, তজ্জন্য আমীর তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

টেরির রাজা আজ্ঞা দিয়াছেন কোন দেশীয় ব্যক্তি তাঁহার রাজ্য মধ্যে কোন সময়ে পশু বা পক্ষী শিকার করিতে পারিবে না। রাজা বলেন শিকার করিতে অনুমতি দেওয়াতে তাঁহার রাজ্য পশু পক্ষি শূন্য হইয়াছে সুতরাং নিজের শিকারের সমূহ ব্যাঘাত হইয়াছে।

মোরাদাবাদ রেলওয়ে সমূহে স্ত্রীলোকদিগের স্বতন্ত্র স্ত্রী টিকিট সংগ্রহকারিণী নিযুক্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য রেলওয়েতে এইরূপ নিয়ম করিলে ভাল হয়।

মান্দ্রাজ।

কর্ণেল মালিসন সি,এস, আই এক্ষণে মান্দ্রাজে অবস্থিতি করিতেছেন। ইনি মহীসুরের মহারাজার তত্ত্বাবধায়কের পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে কিছু দিনের জন্য পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। মান্দ্রাজ মেইল এই উপলক্ষে বলিয়াছেন, লর্ড নর্থব্রুক ইহাঁকে ভাল বাসেন না। তাঁহার উত্তরাধিকারী লর্ড লিটন আসিয়া ইহার মঙ্গল করিতে পারেন, এই জন্যই ইহাঁর পদত্যাগ কিছু দিনের জন্য স্থগিত রহিল।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির স্থানে স্থানে বৃষ্টির অভাব নিবন্ধন শস্য সকল শুষ্কপ্রায় হইয়া যাইতেছে।

আগামী বি, এ, পরীক্ষায় মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্র বিজ্ঞান বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা পাইবেন, আরণির জায়গীরদার তাঁহাকে এক শত টাকার একটী স্বর্ণ মেডাল প্রদান করিবেন।

তাঞ্জোরের রাজপুত্রী যুবরাজ প্রদত্ত রাজ্ঞীর প্রতিমূর্ত্তি তাঞ্জোর রাজপ্রাসাদের একটী হলে সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই প্রতিমূর্ত্তিটী দেখিবার জন্য প্রত্যহ অসংখ্য লোকের জনতা হয়।

বোম্বাই।

হাইদ্রাবাদের নূতন রেসিডেণ্ট সার রিচার্ড মীড লর্ড নর্থব্রুকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় আগমন করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন নিজামের রাজ্যে যুবরাজের পদার্পণ হইবার জন্য স্থিরীকরণার্থ ইহাঁর আগমন হইতেছে। বোম্বাই গেজেট বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন নিজামের প্রস্তাবিত বোম্বাই গমন এবং রেসিডেণ্টের পদত্যাগ বিষয়ক কাগজ পত্রাদি কমন্‌স হাউসে শীঘ্রই পাঠাইতে হইবে।

গত পূর্ব্ব সোমবার বোম্বাই বিশ্ব বিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভা হইয়া ডিগ্রি প্রদত্ত হইয়াছে।

ইউরোপ।

প্রোফেসর টিণ্ডাল সমুদ্রস্থ নাবিকদিগকে শুপ্তশৈল হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটী ভয়ানক শব্দের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই শব্দ একটী ঢক্কা হইতে উৎপন্ন হইবে এবং ইহা সমুদ্রে ৬ মাইল পথ পর্য্যন্ত শুনা যাইবে। এই শব্দ এত ভয়ানক যে ইহার নিকটবর্ত্তী হইলে মনুষ্যের মস্তক পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে।

গত শুক্রবার এবং শনিবারে যে ভয়ানক ঝড় হয়, তাহাতে ইংলণ্ডস্থ গ্রেট নর্দ্দারণ রেলওয়েতে এক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। শুক্রবারে একখানি আরোহী ট্রেণ মাল গাড়ির সহিত ধাক্কা লাগাতে ১৩ জন হত এবং ২১ জন আহত হইয়াছে। রুশিয় দূত কাউণ্ট সুভালক এই ট্রেণে ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি রক্ষা পাইয়াছেন। রেলওয়ে দুর্ঘটনা সর্ব্বত্র সমান। ইহার কি কোন প্রতীকার হইবে না?

আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারি প্রিন্সেস আলেকজান্দ্রা কোপনহেগেন হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন।

বিবিধ।

আর্টিক রাজ্য হইতে সংবাদ আসিয়াছে তথায় রুসিয়গণ তাহাদিগের নূতন অধিকৃত দেশ সমূহ পরিদর্শন করিতে করিতে একটী প্রসিদ্ধ নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই নগরে পূর্ব্বে মুসলমান অধিবাসী ছিল। নগরের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কাস্পিয়ান হ্রদের পূর্ব্ব দিকে ইহা অবস্থিত ছিল। তুর্কিমানেরা বলে এই প্রদেশ পূর্ব্বে উর্ব্বরা ছিল।

মিশর দেশীয় সৈন্যগণ জানজিবার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং সুলতানের সৈন্যগণ ইহা পুনরধিকার করিয়াছে।

গত ২৩ এ জানুয়ারি মিসরস্থ সৈন্য মাশোয়া পরিত্যাগ করিয়া আবিসিনিয়া প্রদেশে গমন করিয়াছে।

শিক্ষাবিভাগের বিজ্ঞাপন।

১৮৭৬ সালের জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি।

প্রথম গ্রেড।

গুণানুসারে।

রাম নাথ চট্টোপাধ্যায়	বাঁকুড়া	স্কুল
নগেন্দ্র নাথ ঘোষ	কোন্নগর	ঐ
জে ডেভিডসন	ডবটন	ঐ
জে জি জর্ডেন	সেণ্টজাভিয়ার্স	ঐ
ডবলিউ ডবিলউ টেট্	ডবটন্	ঐ
নবগোপাল সরকার	হিন্দু	ঐ
সূর্য্যকুমার চৌধুরী	জেনেরল এসেম্বিলিজ ইনষ্টিটিউসন্	
ডবলিউ ইউনন্	সেণ্ট জ্যাভিয়ার্স	স্কুল
অতুল চন্দ্র ঘোষ	কোন্নগর	ঐ
ই ডোরাণ	সেণ্ট জ্যাভিয়ার্স	ঐ

বর্দ্ধমান বিভাগ।

দ্বিতীয় গ্রেড

কুমুদ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	উত্তর পাড়া	স্কুল
জহর লাল দে	হুগলি কলেজিয়েট্	ঐ
কান্তি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
যদুনাথ গোস্বামী	উত্তর পাড়া	ঐ
শ্রীশ চন্দ্র লাহা	কোন্নগর	ঐ
ভগবতী চরণ মিত্র	হুগলি কলেজিয়েট	ঐ

তৃতীয় গ্রেড

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	হাবড়া	স্কুল
ক্ষেত্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	ঐ
পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	মেদিনীপুর হাই	স্কুল
সায়দ আবুল বাজাল	হুগলি কলেজিয়েট	স্কুল
অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	
গোপালচন্দ্র দে	মেদিনীপুর হাই	স্কুল
লালমোহন বসু	ঐ	
হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	বীরভূম	স্কুল
হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়	কাল্‌না মহারাজার	স্কুল
উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল	হাতমপুর	ঐ
যোগেন্দ্রনাথ মুখোপা	কুচিয়াকোল রাধাবল্লভ	ঐ
উপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বর্দ্ধমান মহারাজার	ঐ
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো	কাটোয়া	ঐ
যোগেন্দ্র মুখো	ঐ	ঐ
নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	বাঁকুড়া	স্কুল
পূর্ণচন্দ্র কুমার	বন্দ্যা এড	ঐ

কলিকাতা বিভাগ

দ্বিতীয় গ্রেড

হরিদাস ভট্টাচার্য্য	সংস্কৃত কলেজ	
বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র	মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসন্	
বসন্তকুমার বসু	ঐ শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চ	
এল্ রজার্স	সেণ্ট জ্যাভিয়ার্স	স্কুল
সায়দার রহমন	কলিকাতা মাদ্রাসা	
শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	হেয়ার	স্কুল

তৃতীয় গ্রেড

হরি লাল দাস	হিন্দু	স্কুল
জে গ্রাস্ ম্যান	সেণ্টজ্যাভিয়ার্স	ঐ
সি ডি প্যানিয়টি	ঐ	ঐ
দক্ষিণা চরণ সেন	হিন্দু	ঐ
জে হেফারাণ	সেণ্টজ্যাভিয়ার্স	ঐ
অন্নদা প্রসাদ ঘোষ	হিন্দু	ঐ
এফ্ ক্রেহান্	সেণ্ট জ্যাভিয়ার্স	ঐ
এ এইচ উইল্‌সন্	ডবটন	ঐ
প্রিয় নাথ সেন	ওরিএণ্টাল সেমিনারি	
শ্যামা চরণ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা ফ্রি চর্চ ইন্‌ষ্টিটিউসন্	

প্রেসিডেন্সি বিভাগ (মুরসিদাবাদ ব্যতীত)

দ্বিতীয় গ্রেড

চণ্ডী চরণ সেন	বারাকপুর	স্কুল
সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বারাসত	ঐ
অক্ষয় চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুল	
নীলমণি বন্দোপাধ্যায়	এল, এম্, এস ইন্‌ষ্টিটিউসন্ ভবানীপুর	
নৃসিংহ চন্দ্র সরকার	কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট	স্কুল

তৃতীয় গ্রেট।

নবীন চন্দ্র ঘোষাল	সাউথ সুবার্ব্বন স্কুল কালীঘাট্	
উপেন্দ্র চন্দ্র চট্টো	এল এম এস্ ইনষ্টিটিউসন ভবানীপুর	
রজত চন্দ্র নাথ	এল এম এস্ ইন্‌ষ্টিটিউসন্ ভবানীপুর	
অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বারাকপুর	স্কুল
আশুতোষ চৌধুরী	কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট্	ঐ
অমৃত লাল রায়	নড়াল	ঐ
দ্বারকা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর এ, ভি	ঐ
আবদুল হোসেন	কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট	ঐ
গোবিন্দচন্দ্র রাহা	নড়াল	ঐ
হেমন্তলাল দাস	যশোহর	ঐ

(ক্রমশঃ)

যুবরাজের ভারত ভ্রমণ।

জম্মু, ২০ এ জানুয়ারি—যুবরাজ অদ্য বৈকালে এখানে উপস্থিত এবং জম্মু হইতে ৭ মাইল দূরে কাশ্মীরের মহারাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হন। নগরদ্বার উত্তীর্ণ হইবামাত্র রজনী উপস্থিত হয়, সেই সময়ে সমগ্র সহর নানা বর্ণের আলোকে ভূষিত হয়। জন সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। মহারাজ, যুবরাজের জন্য বহুসংখ্যক টাকা ব্যয় করিয়া যে নূতন প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়াছেন, যুবরাজ তথায় উপনীত হইয়া দেশীয় অগ্নিক্রীড়া এবং নগরের আলোক দর্শন করেন। অনেকগুলি ইংরাজ তথায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

লাহোর, ২৩ এ জানুয়ারি—শুক্রবার রজনীতে জম্মুর নূতন প্রাসাদে একটী ভোজ প্রদত্ত হয়। তৎপর দিবস যুবরাজ বেলা ৮ টার সময় ওয়াজিরাবাদে উপস্থিত হইয়া চিনাব সেতু খোলেন। যুবরাজ সেতু খুলিয়া সেই রজনীতে লাহোরে উপনীত হন। লাহোর অতি উত্তমরূপে আলোকিত হইয়াছিল। সেই রজনীতে যুবরাজ লাহোর কালেজ বাটীতে দেশীয় অভ্যর্থনায় গমন করেন। যুবরাজ কল্য প্রাতঃকালে অমৃতসরে গমন করিবেন।

অমৃতসর ২৪ এ জানুয়ারি—যুবরাজ অদ্য প্রাতঃকালে এখানে উপস্থিত হন। টাউনহলে গমন করিবার পর নিকল সাহেব মিউনিসিপাল এবং দেশীয় খৃষ্টান সমাজ তাঁহাদিগের নিজের অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তৎপরে প্রধান প্রধান দেশীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সন্ধ্যার পর শিখদিগের স্বর্ণ মন্দির এবং অমৃতসরোবর অতি চমৎকাররূপে আলোকিত করা হয়।

বিজ্ঞাপন।

যৌবন সুহৃদ্।

যুবকগণের স্বাস্থ্য হানিকর কদভ্যাস নিবারণ বিষয়ক)

মূল্য ৶০ আনা, মফস্বলে ডাকমাসুল /০ আনা

প্রসাদ প্রসঙ্গ।

(রাম প্রসাদ সেনের জীবন চরিত সম্বলিত গীতাবলী)

মূল্য ৷৷০ আনা, মফস্বলে ডাকমাসুল /০ আ ।

উপরি উক্ত পুস্তকদ্বয় হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে এবং কলিকাতা মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ১ নং মিত্র এণ্ড কোম্পানির পুস্তকালয়, ৩নং ব্রাহ্ম নিকেতন, কলেজ স্কোয়ার ১২ নং ইণ্ডিয়ান হোমিওপাথিক ডিস্পেন্সরী এবং কলেজ ষ্ট্রীট ৫৫ নং কানিঙ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

নূতন প্রকাশিত।

চিত্তবিনোদিনী।

(সিপাহী বিদ্রোহ সম্বলিত উপন্যাস।)

গত আষাঢ়ের আর্য্যদর্শনে ইহার সমালোচনা দৃষ্ট হইবে। মূল্য ১।০ টাকা, ডাকমাসুল ৵০। হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে, পটলডাঙ্গা কানিং লাইব্রেরী ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত শ্রীমদ্ভাগবত ছইয়া শেষ নিম্নলিখিত ঠিকানায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য কমিসন বাদে ১৩৲ টাকা। ডাক মাসুল ১৷৵০ আনা।

কলিকাতা,
বিডন ষ্ট্রীট ৬৬ নং শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিডন প্রেস,

টাকের মহৌষধ।

আমাদের, নিকট টাকপড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে ইহার দ্বারা অনেক লোকের টাক সারিয়াছে। অল্পদিনের টাক ১৫।২০ দিনে ভাল হইয়াছে। অধিক দিনের হইলে কি অধিক কাল ব্যবহার করিতে হয়। মূল্য ২ আউন্স শিশি ১ টাকা। চিনাবাজার আরমানি গিরজার সম্মুখে শ্রীযুক্ত নরসিংহ প্রসাদ দত্তের দোকানে এবং আমাদের নিজ ডিস্পেন্সারিতে বিক্রয় হয়।

১৪ নং সংস্কৃত কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হিন্দু স্কুলের ঠিক সম্মুখে — মহলানবীশ। এবং কোং

মফঃস্বল এজেন্সি।

শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া কমিসন লওয়া যায়, কেবল পুস্তকাদি পাঠাইতে হইলে কমিসন লওয়া যায় না। কলিকাতা খরিদ দরে ডাক মাশুল দিয়া মফঃস্বলে বসিয়া পাইতে পারিবেন।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ১১ নং পুস্তকালয়।

গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব ১ম খণ্ড মূল্য ১৲ টাকা উপরিউক্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

ভারত ভিক্ষা।

(প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের শুভাগমন উপলক্ষে)

সুবিখ্যাত "ভারত সঙ্গীতের" রচয়িতা

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য।

মূল্য............ ..... ৵০

ডাকমাসুল......... /০

কলিকাতা নং ১৭ ভবানী চরণ দত্তের লেন রায় যন্ত্রে, নং ৫৫ কলেজ ষ্ট্রীট্ ক্যানিং লাইব্রেরিতে, নং ৩৭ সোয়ালো লেনে ও হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে প্রাপ্তব্য

বেঙ্গল নেটিব জয়েণ্ট ষ্টক কোং লিমিটেড।

হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ১১ নং বামাবোধিনী কার্য্যালয়, সোমপ্রকাশ কার্য্যালয় ওলাহোর ব্রাহ্মসমাজে অংশ গ্রহণেচ্ছু দিগের নাম প্রভৃতি গৃহীত হইতেছে।

শ্রী চিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

সৈরিন্ধ্রী নাটক।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়; ক্যানিং লাইব্রেরি এবং নূতন ভারত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল ১ম খণ্ড এর টকা ছিল ৶০ আনা স্থির করা গেল। ২য় খণ্ড ৶০ আনা মাত্র। বেঙ্গল থিয়েটারে সত্বর অভিনীত হইবে।

ন্যাসনেল কোম্পানীর ইণ্ডিয়ান হোমিওপেথিক মেডিকেল হল।

১২ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

আমাদের ফারমেসীতে মহাত্মা হানিমান্ হেরিং, জার, বেয়ার, হেম্পেল প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তাদিগের হোমিওপেথিক পুস্তক, ট্রাকটস্, পেম্‌ফ্লেট্স্ ও সমস্ত ঔষধের মাদার টিংচার, ডাইলিউসন, ট্রাইটুরেসন, ঔষধ পূর্ণ মেহগনী কাঠের বাক্স; ঔষধ প্রস্তুত জন্য ও শিশুদিগের খাদ্যোপযোগী সুগার অব মিল্ক (দুগ্ধ চিনি); হেনরি টার্ণারের উৎকৃষ্ট কডলিভার অইল, ও লিণ্ট্ প্রভৃতি যাবতীয় হোমিওপাথিক দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

এই কোম্পানিতে অংশীদার গ্রহণ করা যায়। প্রতি অংশের মূল্য ৫০ টাকা। অন্যান্য বিষয় ম্যানেজারের নিকট তত্ত্ব করিলে জানা যায়।

শ্রীশরৎ চন্দ্র দত্ত।
ম্যানেজার।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬৲ টাকা	৭৷৷
" ষাণ্মাসিক	৩৷৷০ "	৪।০
" ত্রৈমাসিক	২৲ "	২।৵০
মাসিক	৷৷০	৶৵০
প্রতি সংখ্যা ...	।০	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতিপঙক্তি প্রথম তিন বার ৵০ আনার হিসাবে, তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে পারে।

Printed and published by B. M. GHOSE, at the EAST INDIA PRESS, HARINABHI.

প্রশ্নের পারিবেন 'না' এই মীমাংসা করিলেন? অন্ততঃ পরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষের প্রধানতম রাজধানীর মিউনিসিপালিটীকে এ সকল বিষয়ে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত ছিল? গবর্ণমেণ্টের হস্তে এ ক্ষমতা দিবার তাৎপর্য্য কি? গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা থাকাতেইত মিউনিসিপালিটী কেন এত দূর ঋণগ্রস্ত হইল? এখনও কি ব্যবস্থাপক সভার ইচ্ছা যে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববৎ মিউনিসিপাল বাজারের ন্যায় পক্ষপাতী সূচনা সকল এবং ট্রামওয়ের ন্যায় বৃথা অর্থক্ষয়কারী কার্য্য সকল অনুমোদন করিয়া নগরবাসীদিগের সর্ব্বনাশ করেন? বৃথা অর্থক্ষয়ে যাঁহাদের রক্ত ক্ষয় হয়, যাঁহাদের অন্তরের টান, তাঁহাদের উপরেই এ সকল বিষয়ের অধ্যক্ষতা থাকা বিধেয়। নূতন পাণ্ডুলিপি অনুসারে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বে সর্ব্বা রহিলেন। কেবল নূতন পরিচ্ছদ ধারণ করিলেন এই মাত্র প্রভেদ। রেটপেয়ারগণ মনোনয়ন করিবার ক্ষমতা পাইলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র পদার্থ রহিল না। এ ব্যবস্থা দ্বারা নিশ্চয়ই পূর্ব্বের ন্যায় পক্ষপাত সূচনা সকল সম্পোষিত হইবে, সাধারণের অর্থ বৃথা ক্ষয় হইতে থাকিবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় "রামকামারের ধনে শ্যামকামারের" শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে। আমরা ব্যবস্থাপক সভাকে বলিতে চাই যে যদি দেও ত আমাদিগকে "বস্তু" দেও, নতুবা বস্তুর প্রতিকৃতি হস্তে দিয়া অনর্থক আমাদিগকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না।

সকল রেটপেয়ার কমিসনর মনোনয়ন করিবার ক্ষমতা পান নাই। যে সমস্ত রেটপেয়ার বার্ষিক ২৫ টাকা, বা তদধিক রেট প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই কেবল মনোনয়ন করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। অধিকাংশ লোকেই এ বিধানে কমিসনর মনোনয়ন করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। ইংলিশম্যান সম্পাদক মনোনয়নের বিধানে এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন যে ইহা দেশের প্রাচীন প্রথার বিপরীত এবং লোকের অভ্যাস ও প্রকৃতির সঙ্গে সুসঙ্গত নহে। এ যুক্তি অনুসারে চলিলে আমরা কোন কালে কোন বিষয়ে স্বাধীনতা পাইবার অধিকারী হইতে পারিব না এবং ইউরোপীয় সভ্যতার স্বাদগ্রহণে আমরা চিরকালই অনধিকারী থাকিব। ইংরাজী পুস্তক আমাদের দেশে আনিও না কেন না তাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অস্পৃশ্য ছিল, ইংরাজী শাসন প্রণালী আনিও না কেন না তাহা আমাদের প্রাচীন প্রথার সঙ্গে কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না, ইংরাজ হাকিম আনিও না কেন না আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কখন ইংরাজ হাকিম চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু ইংলিষম্যান সম্পাদকের গৌরবের বিষয় এই যে তিনি আমাদিগকে প্রবঞ্চিত দেখিতে চান না। তিনি কপট ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার মতে রেটপেয়ারগণের হস্তে কোন ক্ষমতা দেওয়া যদি ব্যবস্থাপক সভার অভিপ্রেত না হয়, সরল ভাবে তাহা বলিয়া দেওয়া উচিত। একথার কেহ প্রতিবাদী হইবেন না।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ডাক্তার নিয়োগ।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর বিশৃঙ্খলা ও দুরাচরণের উল্লেখ করিয়া এত বলা হইল, এত লেখা হইল, এত লোক একত্র করিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা হইল, তথাপি ইহার সংশোধনের উপায় হইল না। এ দিকে ইহাদ্বারা 'বাঘের বাপের শ্রাদ্ধের' ব্যাপার ঘোড়শোপচারে সম্পন্ন হইতেছে। করদাতাদিগের সর্ব্বাঙ্গের রক্ত শোষণ করিয়া ইহার আয়োন্নতি করা হইতেছে, কিন্তু গঙ্গাজলের ন্যায় ইহার অর্থ ব্যয় হইয়া যাইতেছে তাহার প্রতিরোধ বা সুব্যবস্থা করিবার লোক নাই। বহুদিবসাবধি ডাক্তার টনিয়ার নগরের স্বাস্থ্যরক্ষক নাম ধারণ পূর্ব্বক মিউনিসিপালিটীর অন্নে প্রতিপালিত হইতেছিলেন। কলিকাতা এখন স্বাস্থ্যালয় হইয়াছে, আর তাঁহার সাহায্যের প্রয়োজন নাই, এই বলিয়া সম্প্রতি টনিয়ার সাহেবকে বিদায় দেওয়া হয়। কিন্তু সাহেব বিদায় ও ব্রাহ্মণ বিদায় রিক্ত হস্তে হয় না, যাইবার সময় তাঁহাকে ৩৫ সহস্র মুদ্রা প্রণামী দিতে হইল। মনে করা গেল, সুবিবেচক শান্তিরক্ষকেরা বৈদ্যরাজকে বিদায় দিয়া নগরের ব্যাধিশান্তি করিলেন, একবারে এত টাকা দিয়া মিউনিসিপাল ফণ্ডের যে ক্ষতি করিলেন, বৎসর ২ ডাক্তারী হিসাবে টাকা বাঁচাইয়া তাহার যথেষ্ট পূরণ করিয়া দিবেন। কিন্তু সে আশা যথেষ্ট পূর্ণ হইয়াছে। কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই ১০০০ টাকা বেতনে পেইন সাহেব নূতন মিউনিসিপাল ডাক্তার ও ৩০০ টাকা বেতনে পেডলার সাহেব রসায়ন পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাক্তার পেইন অনেক কার্য্যে বিব্রত, তথাপি তাঁহার হস্তে এই অতিরিক্ত কার্য্যভার প্রদত্ত হইতেছে। কার্য্যভার দিবার সময় জষ্টিসেরা এবার কিন্তু বড় বুদ্ধিনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, এবার আবশ্যক হইলে বিনা প্রণামীতে ডাক্তারকে বিদায় দিতে পারিবেন এমত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ডাক্তার পেইনের সহিত এই করার বদ্ধ হইয়াছেঃ—

(১) ডাক্তার পেইনের অন্য কার্য্য সম্পাদন করিতে যদি কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষকতা কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, জষ্টিসেরা স্বেচ্ছানুসারে

এক মাসের পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিতে পারিবেন।

(২) জষ্টিসেরা কোন কারণে ডাক্তার পেইনকে বিদায় দিলে ক্ষতিপূরণ বা বৃত্তিস্বরূপ তাঁহাকে কিছুই দিবেন না।

জষ্টিসেরা এবার বিলক্ষণ চতুরতা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কথা হইতেছে, তবে ডাক্তার টর্নিয়ারকে বিদায় করিয়া কি লাভ হইল? ৩৫ হাজার টাকা কি কামড়াইতেছিল, তাই কোনরূপে সে টাকার গতি করা হইল? স্বাস্থ্যরক্ষার ডাক্তারের প্রয়োজন নাই কেন বলা হইয়াছিল, আছে বা কেন বলা হইতেছে? ঘর প্রস্তুত কর ভাঙ্গ আবার গড় এইরূপ করিয়া কি মিউনিসিপালিটীর টাকা উড়াইতে হয়? আমরা শুনিলাম ডাক্তার ইওয়ার্ট ও মাক্নামারা বর্ত্তমান ব্যবস্থার বিরোধী হইয়াছিলেন, অনেকগুলি জষ্টিসও তাঁহাদিগের পক্ষাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কতকগুলি জষ্টিসের পৃষ্ঠবল হইয়া এই ব্যবস্থাটী সম্পন্ন করিয়া লইয়াছেন। ইহার মধ্যে যে কিছু গোলযোগ আছে তাহা সাধারণ জ্ঞানেই অনুভূত হইতেছে, যাহা হউক তাহা সার রিচার্ড টেম্পলের পক্ষে গৌরবসূচক নহে। আমাদিগের মতে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ফণ্ড যদি যথেষ্ট না হয়, তাহা হইলে সামান্য বন্দোবস্ত করিয়া মেডিকাল কলেজ বা কলিকাতাস্থ অন্য হাসপিটালের উপযুক্ত ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করা হউক। যদি ১০০০ টাকা বেতনে একজন ডাক্তার রাখিতে হয়, অন্য কার্য্য না করিয়া নগরের স্বাস্থ্য চিন্তা ও তৎবর্দ্ধনের উপায়ে সম্পূর্ণরূপে মনোযোগী হইতে পারেন, এমত এক জন ডাক্তারকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। রসায়ন পরীক্ষকের কার্য্য তাঁহার দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে। ডাক্তার পেইনকে যেরূপ করারে লওয়া হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় সাধারণ কল্যাণচিন্তা অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনই মূলকারণরূপে বর্ত্তমান আছে। এরূপ কার্য্যদ্বারা সাধারণের সন্তোষ লাভ হয় নাই, মঙ্গলও হইবে না। যাহা হউক কলিকাতার করদাতাগণের অর্থ লইয়া কতদিন আর এরূপ ক্রীড়া প্রদর্শন হইবে? ধর্ম্মের ভয় না থাকুক, লোকনিন্দা ভয়েও কি কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ দূষণীয় কার্য্যপন্থা পরিত্যাগ করিবেন না? ইহা দ্বারা কলিকাতার যে অনিষ্ট হউক না হউক, প্রধান মিউনিসিপালিটীর কুদৃষ্টান্তে সমুদায় মফস্বল মিউনিসিপালিটীতে এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতার রাজ্য বিস্তারিত হইবে এই আশঙ্কাতেই আমাদিগের মন আকুলিত হয়। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর গঠন প্রণালীর পরিবর্ত্ত করিয়া এই ঘোর আশঙ্কার নিরাকরণ করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু সে বিষয়েও ক্রমে আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছে।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

স্ত্রৈণ্য—প্রাচীন সমাজে অভিসম্পাত বলিয়া নিন্দিত, কিন্তু এক্ষণে ইহা আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হইয়াছে। আমরা এখন পরম গুরু পিতামাতার বাক্যে অনায়াসে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকি, কিন্তু গৃহ-রাজ্ঞী স্ত্রীর আজ্ঞা অবহেলন করিবার আমাদিগের ক্ষমতা নাই! গুরুজনের অবমাননায় আমাদিগের সাহসিকতার সীমা থাকে না, কিন্তু স্ত্রীর ভ্রূ-ভঙ্গী-দর্শনে আমরা কিঙ্কলুকাপেক্ষাও হীনভব ধারণ করি। পূর্ব্বে "পতিরেব গুরুঃ স্ত্রীণাং" বাক্য প্রচলিত ছিল—এক্ষণে "স্ত্রীই পতির গুরু" কার্য্যে প্রচলিত হইতেছে!! ইহা ইংরাজি-শিক্ষার ফল—সুতরাং অনুকৃত দোষ। ইংরাজেরা স্ত্রী পাইলে আর কিছুই চান না। স্ত্রীই তাঁহাদিগের একমাত্র বা সমগ্র পরিবার। স্ত্রীর জন্য তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী—এমন কি প্রাণসম সন্তানগণকেও স্থানান্তরিত করিয়া থাকেন!—সন্তানেরাও শিশুকাল হইতে একা থাকিতে অভ্যস্ত হইয়া আর পিতামাতার সংসর্গ প্রার্থনা করে না, পরিণত হইলেই পৃথক্ হইয়া পড়ে। উদারচিত্ত ইংরাজেরা স্বজাতীয় এই অস্বাভাবিক মহদ্দোষের জন্য কত আক্ষেপ করিয়া থাকেন; কিন্তু একজন বা দুই জনের আক্ষেপে জাতি-গত দোষের উচ্ছেদ হওয়া সম্ভবপর নহে। পিতামাতা, পুত্র কন্যা, পৌত্র দৌহিত্র, জামাতৃ, দায়াদাদি পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। নিরন্তর আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত হইয়া কালাতিপাত করা জীবনের সার সুখ। ইচ্ছা পূর্ব্বক যাঁহারা এরূপ দুর্লভ সুখ হইতে বঞ্চিত থাকেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ে কোমল গুণের অভাব ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? আমরা সহরের কথা বলিতেছি না—এখনও পল্লীগ্রামে—যথায় বিজাতীয় সভ্যতালোক সম্যক্‌রূপে প্রতিভাত হইতে পারে নাই—বহু গোষ্ঠী পরিবারের সংখ্যা অল্প নাই। স্ত্রৈণ সমাজ যদি একবার তাহাদিগের বিশুদ্ধ পারিবারিক সুখের চিত্র অনুভব করিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের স্বার্থগত বৃত্তি সকল বিলোপ প্রাপ্ত হইবে। ইংরাজ স্ত্রী-রা প্রায়ই বিদ্যাবতী ও গুণবতী, সুতরাং পুরুষেরা স্ত্রৈণ হওয়াতে তত দোষাশ্রিত হয় নাই। অনুকারী বঙ্গসমাজে সকলি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। বঙ্গমহিলারা কদাচ শিক্ষিতা—অনেকের শিক্ষা প্রায় স্বামিবশীকরণ 'মন্ত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। অবিবেকী পুরুষ

তাহার মন্ত্রদাত্রীর কুহকে পড়িয়া আপনার ও সংসারের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কর্ত্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়া দুঃখের সহিত আমাদিগকে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশিত করিতে হইতেছে। সকলেই জানেন ইহা কিরূপ প্রগাঢ় সত্য! তথাপি কেহ যেন ইহাতে মনে না করেন যে আমরা স্ত্রী-দিগকে অবজ্ঞা করিতে উপদেশ দিতেছি। আমরা তাঁহাদিগকে পরমারাধ্যা দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিতেও যেমন বলি না, সেইরূপ দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিতেও উপদেশ দিই না; সংসারের শ্রেয়ঃ কল্পে তাঁহার সহিত একমত হইয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানেরই পোষকতা করি। আমরা জানি যে গুণবতী শিক্ষিতা স্ত্রী কখনও স্বামীকে স্ত্রৈণ করেন না। প্রত্যুতঃ তিনি তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া সংসারকে বিশুদ্ধ ও সংস্কৃত করেন। তাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া কেবল তাঁহার স্বামী কেন—সকলেই মোহিত হন। তাঁহার দ্বারা উপকার ভিন্ন পরিবারের অপকারের আশঙ্কা নাই। কিন্তু এরূপ রমণীর সংখ্যা বর্ত্তমান সমাজে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। স্বামিসাহায্য অভাবে তাঁহারা যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন প্রায় ই তাহা মন্দ করিয়া ফেলেন। এই জন্যই "স্ত্রী-লোকের হস্তে কর্ম্ম সমর্পণ" পশুতার উদাহরণ স্থলে সংগৃহীত হইয়াছে। স্বামী বুদ্ধিমান হইলে স্ত্রীর এরূপ কার্য্য দ্বারা সংসারের অধিক অনিষ্টাশঙ্কা থাকে না বটে, কিন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান সমাজের স্বামিত্বেরই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। একটী অশিক্ষিতা স্ত্রী ও বুদ্ধিমান স্বামীর আখ্যায়িকা আমাদিগের মনে পড়িল। প্রায় চত্বারিংশৎ বৎসর অতীত হইল একটী উপার্জ্জনশীল পুরুষ বহুগোষ্ঠী পরিবারের ভরণপোষণ করিতেন। তাঁহার সন্তান সন্ততি ছিল না, সুতরাং যাহা অর্জ্জন করিতেন, তাহাতে তাঁহার ও স্ত্রীর ব্যয় ব্যসন করিয়া যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকিবার সম্ভাবনা, কিন্তু সমগ্র পরিবার প্রতিপালনে সমস্তই নিঃশেষিত হইত। স্ত্রী এই অনর্থক অর্থনাশ (!) দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে প্রত্যহ স্বামীকে ভিন্ন হইবার উপদেশ দিতেন। "কল্যই ভিন্ন হইবার ব্যবস্থা করিব" বলিয়া স্বামী শেষবারে স্ত্রীকে নিস্তব্ধ করিলেন। পর দিন প্রাতে তিনি সমস্ত পরিবার বর্গকে ডাকিয়া একত্র করিলেন এবং স্ত্রীকেও তথায় আহ্বান করিয়া সমাগত আত্মীয়বর্গকে বলিলেন, যে "বড় বউ ভিন্ন হইতে চান, আপনাদিগের মত কি?" কর্ত্তা পুরুষের এরূপ অনপেক্ষিত বাক্য শ্রবণে সকলে বজ্রাহতের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কেহই কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া তখন তিনি হাস্য করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, যে "সকলের মৌনেই সম্মতিদান হইয়াছে, অতএব অদ্য হইতে বড় বধূ ভিন্ন হইলেন, তোমরা উঁহাকে এক খানি থাল, একটী ঘটী ও প্রত্যহ এক সের করিয়া চাউল দিবে।" বড় বধূ তদবধি আর ভিন্ন হইবার প্রসঙ্গও করিতেন না। আমাদিগের পরিবারের মধ্যে এরূপ "বড় বধূর" অপ্রতুল নাই, কিন্তু এরূপ বুদ্ধিমান স্বামীরই বিশেষ অভাব। আমরা আশা করি যে এই আখ্যায়িকাটীর দ্বারা অনেক "বড় বধূ" ও স্বামী উপকৃত হইতে পারিবেন। বহুগোষ্ঠী পরিবারে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, এবং অর্থ ব্যবহারের মতে ধনক্ষতিও হইয়া থাকে, ইহা আমরা অস্বীকার করি না; তৎপ্রতিবিধানের চেষ্টা করাও কর্ত্তব্য। কিন্তু এই দুই বা অধিক সামান্য কারণে বিশুদ্ধ পারিবারিক সুখ বিসর্জ্জন আমাদিগের স্বভাবানুমোদিত কার্য্য নহে। স্বার্থপরতা যে বঙ্গসমাজের প্রকৃত ভাবের বিপরীত, আমাদিগের এই পরিবার বন্ধন কেবল তাহারই পোষকতা করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত।

বারাণসীস্থ সংবাদদাতার পত্র।

বাঙ্গালীটোলা স্কুলের এ বৎসর প্রবেশিকার ফল সন্তোষজনক সংবাদদায়ক হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্তৃপক্ষগণ অনেক দিনের [illegible] ও কলেজের ক্লাস শ্রেণী এবারেও পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন না দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। উক্ত বিদ্যালয়ের [illegible] প্রতিশিক্ষক [illegible] করিয়াছে, [illegible] সাহেব [illegible] এক এক সার্টিফিকেট সহ [illegible] কলেজে [illegible]। বিগত বার [illegible] উক্ত বিদ্যালয় হইতে [illegible] স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, কিন্তু [illegible] দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ [illegible] এবার ছাত্রদিগকে কলেজের বিভাগে প্রবেশ [illegible] হইল যদিও উক্ত বিদ্যালয়টী [illegible] বিশ্বাসে রাজা [illegible] প্রতিষ্ঠিত; ইহার [illegible] ও [illegible] ভার বিশ্বনাথ[illegible] ন্যস্ত ছিল। [illegible] অতিশয় যত্ন করিয়া ইহাতে বি, এ, পর্য্যন্ত পাস করাইয়াছেন। কিন্তু এখন কেন যে তাঁহারা ইহার [illegible] উদাসীন হইয়াছেন বলা যায় না। [illegible] বাঙ্গালীটোলাতে চর্চ্চ মিশনের প্রতিভূ [illegible] উক্ত বিদ্যালয়টী ছিল এখন চর্চ্চ মিশনের নাম, প্রায় এক প্রকার লুপ্ত হইয়াছে বলিতে হইবে।

বর্ত্তমান মাসের ১লা তারিখ হইতে বারাণসী হইতে "বেনারস্ জরনাল" নামক একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে। পত্রিকাখানি ভারতসংস্কারকের আকারে ২ ফর্ম্মা করিয়া প্রতি শনিবার প্রকাশিত হইতেছে। "বারাণসীতে, বেনারস্ জরনালই" প্রথম ইংরাজী ভাষার পত্রিকা। সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে দুই একটী প্রস্তাব লিখিত হয়, তাহা প্রায়ই খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়। সংবাদ পত্রিকা পাঠ

করিবার সময় খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা দেখিলে বাস্তবিক বিরক্তি বোধ হয়। ইহার বাৎসরিক মূল্য ১২ টাকা। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করিতে কোন্ গ্রাহক ১২ টাকা মূল্য দিবেন? সম্পাদক যদি এই প্রণালী ত্যাগ করিয়া দেশহিতৈষিতা সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখেন, তাহা হইলে কাগজ খানির দীর্ঘ জীবন ও গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি হইবার আশা করা যাইতে পারে। যাহাহউক, বেনারস একেবারে ইংরাজী সংবাদপত্র শূন্য ছিল, এখন একখানা সাপ্তাহিক প্রকাশিত দেখিতে পাইতেছি ইহাই যথেষ্ট।

বিগত ২১ তারিখ মহারাজা বিজয় নগরম বিজয়রাজ গজপতি পারিষদবর্গ সহ আগ্রায় যাত্রা করিয়াছেন। তথকার দরবার শেষ হইলে প্রত্যাগমন করিবেন।

কোঁচবেহারের ডিপুটী কমিশনর কাপ্তেন টী এইচ্ লিউইন, যখন বারাণসী সোনারপুরা মোকামে কোঁচবেহারের মহারাজার কালীবাড়ীতে অবস্থিতি করেন, তখন সরগুজার রাজা বেহারের রাজবাটীতে আসিবেন সংবাদ দেন, ইহাতে মহারাণী এবং উক্ত সাহেব উল্লিখিত রাজার অভ্যর্থনার্থ প্রস্তুত হন। কিন্তু রাজাটী এমনই অসভ্য যে, বাগ্‌দান করিয়া আর আসিলেন না। সাহেব ইহার অভ্যর্থনার্থ আদেশ করিয়া নানা মত উদ্যোগ করান, এজন্য মহারাণীর সমক্ষে লজ্জিত হইয়া রাজার প্রতি মহা ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক এস্থান হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

১৮৭৬
২৩ জানুয়ারী

মহেশপুরের সংবাদদাতার পত্র।

মহাশয়! প্রায় ১২ বৎসর অতীত হইল, জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী মহেশপুর গ্রামে মিউনিসিপ্যাল কর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই দীর্ঘকাল মধ্যে উহাদ্বারা গ্রামের বিশিষ্টরূপ উন্নতি কিছুই লক্ষিত হয় নাই, আর উহার ব্যয় বিষয়ে যেরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে, তাহাতে উহাদ্বারা ভাবী উন্নতির আশাও করা যাইতে পারে না। স্থানীয় মেম্বরেরা কেবল সাক্ষী গোপাল মাত্র হইয়া রহিয়াছেন, মিউনিসিপালিটীর অধিকাংশ কার্য্যই তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে অথবা অনভিপ্রায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কমিটীর জনৈক বিশ্বস্ত মেম্বরের নিকট হইতে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদ কয়েকটী প্রাপ্ত হইলাম, আমার বাক্যের যাথার্থ্য পাঠকদিগের সুন্দররূপে প্রতীতি হইবে বলিয়া উহা প্রকাশ করিতেছি।

(১) ১৮৭৫। ৭৬ সালের অনুমান পত্রে মিউনিসিপ্যাল পিয়নের বেতন ৪ চারি টাকা ধার্য্য করা হয়, ঐ ব্যক্তি স্বীয় বেতন বৃদ্ধির জন্য টাউন কমিটীতে কোন আবেদন করে নাই, সুতরাং অনুমান পত্র পরিবর্ত্তনেরও কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পিয়ন এক্ষণে মাসিক ৫ টাকা করিয়া বেতন পাইতেছে। শুনিলাম বনগ্রাম হইতে ১৮৭৫। ৭৬ সালের আয় ব্যয়ের নিদর্শন পত্র কমিটীতে আসিলে, তাহাতে পিয়নকে মাসিক ৫ টাকা হিসাবে বেতন দেওয়ার উল্লেখ থাকায়, কমিটী তৎপ্রতি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত আপত্তি কোন কার্য্যকারক হয় নাই। অনুমানপত্রে পিয়নের বেতন ৪ চারি টাকা লিখিয়া উহা অনুমোদন জন্য চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট পাঠান হয়। কিন্তু তিনি কিম্বা উপরিতন কর্তৃপক্ষ অনুমান পত্রের কোন অংশ পরিবর্ত্তন করার আবশ্যকতা বোধ করিলে, কমিটীতে উহার সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা কিছুই দেওয়া হয় নাই। এরূপ স্থলে কমিটী পিয়নের বর্দ্ধিত বেতন দিতে কতদূর দায়ী তাহা বলিতে পারি না। অবস্থা দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, ম্যাজিষ্ট্রেটের কোন ক্ষুদ্র আমলা মহাত্মা পিয়নের নিকট কিঞ্চিৎ পূজা গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রভুর জ্ঞান দৃষ্টিকে অবরোধ করিয়া নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করিয়াছেন, ধন্য চাতুরী!!!

(২) মহেশপুরে মিউনিসিপ্যাল পুলিশের থাকিবার জন্য কোন গৃহ নাই, পুলিশ কর্ম্মচারিরা আপন আপন সুবিধামত পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থিতি করে, তজ্জন্য সরকার হইতে তাহারা কোন ভাড়া পায় না। কিন্তু সেক্সন হাউস্‌রেণ্ট বলিয়া প্রতিবৎসর মিউনিসিপ্যাল ফণ্ড হইতে ৩০ টাকা লওয়া হইয়া থাকে। উক্ত টাকা কিরূপে ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না।

(৩) এখানে ১৮৬৮ সালের ৬ আইন প্রচলিত, কিন্তু তদনুসারে মেম্বরদিগের কোন ক্ষমতা আছে, এরূপ বোধ হয় না। তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে অনেক কার্য্য হইয়া থাকে, তাঁহারা তাহার কিছুই জানিতে পারেন না। ১৮৭৫ সালে গ্রাম্য রাস্তা সকল সংস্করণ জন্য একজনকে কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয়, কণ্ট্রাক্ট দ্বারা কিরূপ উত্তম কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা প্রায় কাহারও অবিদিত নাই। সে ব্যক্তি স্বেচ্ছামত কার্য্য করিয়া অনর্থক কতকগুলি সাধারণ অর্থ লইয়া গেল। কণ্ট্রাক্ট দিবার পূর্ব্বে মেম্বরদিগকে একটী কথাও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে চেয়ারম্যান নিজে কিম্বা মেম্বরদিগের দ্বারা তাহার অবস্থা দেখেন নাই, উহাতে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। এরূপস্থলে বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করা মেম্বরদিগের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। অগত্যা তাঁহারা উপরিতন কর্তৃপক্ষদিগের হস্তে সমস্ত ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন। কর্তৃপক্ষীয়েরা অশেষবিধ কার্য্যানুরোধে সকল বিষয় নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের প্রতি অধিকাংশ বিষয়ের ভার দিতে হয়, কর্ম্মচারিগণ হাকিম্ হইয়া যাহা মনে আইসে তাহাই করেন।

উপসংহার কালে আমাদের বক্তব্য এই যে যদি কেবল ষ্ট্যাবলিশমেণ্ট ব্যয়েই ট্যাক্সের সমুদয় টাকা নিঃশেষিত হইয়া যায়, তবে মিউনিসিপালিটী থাকার আবশ্যকতা আমরা কিছু উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, এরূপস্থলে উহা উঠিয়া যাওয়াই প্রার্থনীয়। আর মেম্বরদিগের হস্তে যদি কোন ক্ষমতাই না দেওয়া হয়, তবে মেম্বর নির্ব্বাচন করিয়াই বা ভদ্রলোকদিগকে বিড়ম্বনা দেওয়ার প্রয়োজন কি?

মুঙ্গেরস্থ সংবাদদাতার পত্র।

১। গত ৩০ এ জানুয়ারি, রবিবারে, বেহার বিভাগের স্কুল সমূহের তত্ত্বাবধায়ক ক্রফট্ সাহেব মুঙ্গেরে আগমন করিয়া অত্রস্থ বাঙ্গালা, বালিকা বিদ্যালয়, পাঠশালা, নর্ম্মাল বিদ্যালয় প্রভৃতির ছাত্র গণের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুঙ্গের হইতে ৫। ৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান সমূহের পাঠশালার শিশু ছাত্র গণকে লইয়া গুরুমহাশয়গণ মুঙ্গেরে আসিয়া সাহেবের আদেশ পালন করিয়াছিল। গুরুমহাশয়গণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, যে তাহারা সশিষ্য তিন দিন হইতে মুঙ্গেরে (বিদেশে) সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সাহেবের ২৮ তারিখে শুক্রবারে এখানে আসিবার কথা ছিল, কিন্তু না আসায় বিদেশাগত গুরু ও বালকগণের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইয়াছিল। অবশ্যই তন্মধ্যে অনেক ছাত্রই দরিদ্র সন্তান, বিদেশে আসিয়া কোথায় বা থাকিবে কি বা ভোজন করিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না। যাহা হউক তাহারা অতি কষ্টে

কয়েক দিন যাপন করিয়া সাহেবের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে কতং বালক ক্ষুধায় কাতর ও অধীর হইয়া পড়িয়াছে; অর্থাভাব প্রযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করাও কঠিন ব্যাপার, অগত্যা তাহারা কেবল কূপোদক পান করিয়া উদর পূর্ত্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাদের সামগ্রিক বিশুষ্ক বদন ও দুঃরবস্থা মনে হইলে এখনও মন কাতর হয়। তাহারা যদি বিদ্যা শিক্ষায় এত কষ্ট ইতিপূর্ব্বে জানিত তাহাহইলে কখনই পৈতৃপিতামহিক ব্যবসায় (কৃষি কুম্ভকার্য্য, বস্ত্র বয়ন, দ্বিদল তণ্ডুলাদি বিক্রয়) পরিত্যাগ করিতে চাহিত না। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে ক্রফট্ সাহেব সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩। ৪ শত ছাত্রের প্রত্যেককে নিয়মিত পরীক্ষা করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার অত্যন্ত সক্রিয়তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তিনি অত্রস্থ বাঙ্গালা পাঠশালার পরীক্ষা করিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ক্রফট্ সাহেব যে খ্রীস্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া রবিবারে (পবিত্র বিশ্রাম বারে) বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বিশ্রাম বারের অমর্যাদা করিয়াছেন, ইহাতে কি লর্ড বিসপ মহোদয়ের ক্ষমার পাত্র হইবেন?

২। ১লা ফেব্রুয়ারি রজনীযোগে জমালপুর মিকানিকস্ ইনিষ্টিউটে কৃষ্ণ কুমারী নাটক অভিনীত হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ঐকতানিক বাদন সম্প্রদায় আসিয়াছিলেন। রেলওয়ে কোং এই আমোদার্থীগণকে বিনামূল্যে ফ্রি পাস বা ভ্রমণানুমতি পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। অবৈতনিক সম্পাদক মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্যগুৎসাহে এই কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদ্দর্শনার্থ ভগলপুর ও মুঙ্গের হইতেও অনেক সম্ভ্রান্ত লোক সমাগত হইয়াছিলেন। দর্শনার্থীগণকে বিনা মূল্যে টিকিট বিতরণ করা হইয়াছিল। অভিনেতৃ মাত্রেই প্রায় স্ব স্ব কার্য্য প্রশংসার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ঐকতানিক বাদন শ্রবণে অত্রস্থ ইউরোপীয়গণ সবিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অবৈতনিক অভিনেতৃগণ যে সাধারণের হর্ষোৎপাদনার্থে এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন এজন্য তাঁহারা অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র। সম্পাদক মহাশয় যেরূপ সদুৎসাহী, পরহিতৈষী ও যত্নশীল, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে অপেক্ষাকৃত সদনুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিলে তিনি অবশ্যই জামালপুরের সবিশেষ মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। তাঁহার আন্তরিক যত্ন কেবল আমোদার্থে ব্যয়িত না হইয়া যদি আরও উৎকৃষ্টতর কার্য্যে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে জামালপুর অবশ্যই তাঁহার শুভানুষ্ঠানের জন্য গৌরবান্বিত হইবে।

৩। গতসপ্তাহে রেণ্ডেল ও ডানবার্স সাহেব মহোদয় দ্বয় কলিকাতা হইতে বিশেষ ট্রেন যোগে এখানে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমেই মুঙ্গের ষ্টেশনের যে স্থান ভাগীরথীর অব্যাহত প্রবল প্রবাহে ভগ্ন ও জল নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, এবং যে স্থানটী সংরক্ষণার্থে রেলওয়ে কোং বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন, সেই স্থানটী পর্য্যবেক্ষণ করত জামালপুরের লোকোমোটিব কার্য্যশালাদি দর্শন করিয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। শুনিলাম ইহারা উভয়েই নাকি ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কার্য্যাদি দর্শন করিয়া পৃথক পৃথক দুইটী রিপোর্ট করিবেন। গবর্ণমেণ্ট আগামী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রেলওয়ের কার্য্যভার আপন হস্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন কি না তাহাই এতদ্দর্শনে স্থিরীকৃত হইবে।

৪। ৩১এ জানুয়ারি তারিখে জামালপুর বালিকা বিদ্যালয়ের ও পাঠশালার গত বর্ষের পরীক্ষোত্তীর্ণগণকে পারিতোষিক বিতরণ করা হইয়াছিল। অত্রত্য ভদ্র বাঙ্গালী মহোদয়গণের যত্নে এই বিদ্যালয়টী স্থাপিত হওয়ায় অতিশয় উপকার হইয়াছে। ইহার শ্রীবৃদ্ধি আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়।

৫। ১১ই মাঘে কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক মহোৎসবোপলক্ষে জামালপুর ব্রাহ্মসমাজেও একটী বিশেষ সভা হইয়াছিল। তথায় মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মজীবন" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটী অতি উদারভাবযুক্ত ও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ইদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কয়েকটী দোষ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া সমাজের ভাবী উন্নতির পক্ষে বিঘ্ন সমুৎপাদন করিতেছে উল্লেখ করিয়া তাহার সংস্কারার্থে আবশ্যকতা প্রকাশ করিয়াছেন।

৬। জামালপুরে এক কড়ার ফকির আসিয়াছে অর্থাৎ সে ব্যক্তির নিকট কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে তাহাকে একটী কড়ী দিতে হয়। তৎপরে সে সেই কড়ীটীর ঘ্রাণ লইয়া কপর্দ্দকদাতার ভূত ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি জ্যোতির্ব্বিদের ন্যায় বলিতে থাকে। তাহার নিকট সর্ব্বদাই অনেক লোক উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব কৌতূহল নিবারণ করিতেছে। ভারতবর্ষ বুজরুকের আকর!

সহযোগী সাময়িক পত্র।

কলিকাতার পোষ্ট আফিস সকলে যেরূপ আয় অধিক হইতেছে তদনুরূপ সুব্যবস্থা হইয়া সাধারণের অভাব মোচন হইতেছে না এই জন্য আক্ষেপ করিয়া প্রভাকর বলেনঃ—যে ব্যক্তি বাগবাজারে বাস করেন, তিনি ৶০ তিন আনা মাশুলের একটী বঙ্গী বোম্বাইয়ে পাঠাইতে চাহিলে ।৶০ আনা গাড়ীভাড়া দিয়া লালদীঘীর প্রধান কার্য্যালয়ে আসিলে পর সে বাঙ্গী প্রেরিত হইবে। ইহা কি সাধারণের পক্ষে অসুবিধাজনক নহে? প্রত্যহ কত লোক যে, এইরূপে অসুবিধা ভোগ করিতেছে, তাহা বলা যায় না। কর্ত্তৃপক্ষগণ কি কারণে উক্ত স্থানীয় কার্য্যালয় সমূহে বাঙ্গী বা পারসেল গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন না? অধিক অর্থ ব্যয়ের জন্য? যেখানে অধিক আয়, সেখানে কেন না ব্যয় করা হইবে? যখন ছয়টী কার্য্যালয়ে ব্যয় করা হইল, তখন অপর ছয়টী বৃহৎ কার্য্যালয়ে ব্যয় না করা অতি অন্যায়। কর্ত্তৃপক্ষগণ একবার এ বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করেন, ইহা আমাদিগের বাসনা।

সহচর যথার্থই বলিয়াছেন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কলিকাতা হইতে নর্ম্মাল স্কুলটী তুলিয়া দেওয়াতে অনেক দরিদ্র সন্তানের জীবিকা লাভের পথে বিঘ্ন জন্মাইয়াছেন। কলিকাতায় থাকিয়া অনেকের নর্ম্মাল স্কুলে পাঠের যেরূপ সুবিধা ছিল, হুগলীতে সেরূপ কখনই হইবে না। কলিকাতার নর্ম্মাল স্কুলটী সংস্কৃত কলেজের অঙ্গীভূত করিলে সর্ব্বাংশে ভাল হইত। সহচর শেষে বলিয়াছেন "বাঙ্গালা পাঠশালাটীকে যেন আর অতিবুদ্ধি প্রকাশপূর্ব্বক হুগলীতে না পাঠান হয়, উহা সংস্কৃত কলেজের অধীনে থাকাই সর্ব্ব সাধারণের একান্ত বাসনা।"

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে সার রিচার্ড টেম্পল যেরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, প্রায় সকল সহযোগী তাহা দূষিতেছেন। ষ্টেট্সমান এতদুপলক্ষে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে কপটাচারী বলিয়াছেন। মিরর বলেন হগ সাহেব টেম্পলের উপর এত প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাকে বিপথগামী করিতে পারিতেছেন, আশ্চর্য্য। সহযোগী বলেন সাধারণের নিকট টেম্পল সাহেব এতদিন প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এখন হইতে তাঁহার ভাগ্যে অযশ লাভ হইবে।

ইণ্ডিয়ান মিরর বাঙ্গালীদিগের পাগড়ী পরিয়া আদালত প্রভৃতিতে যাইবার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলেন ইহাতে মস্তকের পীড়া হয় এবং চাপরাসী বা দাসের মত দেখায়, বিশেষতঃ ইহা এ দেশীয় প্রাচীন প্রথা নহে। মিররের মতে পাগড়ীর পরিবর্ত্তে টুপী ব্যবহার কর্ত্তব্য বাঙ্গালীদিগের নির্দ্দিষ্ট কোন মস্তকাবরণ নাইবটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় অন্যান্য জাতির মধ্যে পাগড়ী প্রচলিত, তাহাতে তাহাদিগের শিরঃপীড়া হইয়া থাকে এরূপ দেখা যায় না। যাহাহউক পাগড়ী বা টুপী স্বেচ্ছাধীন ব্যবহার করা যায় এরূপ বিধান হইতে পারে, তাহা হইলেই ভাল হয়।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। যৌবনে যোগিনী—শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। এখানি ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য। পৃথ্বিরাজকে অবলম্বন করিয়া এই নাটক খানি রচিত হইয়াছে। যৌবনে যোগিনী গুজরাট রাজকুমারী মায়াবতী। মায়াবতীর জন্ম সময় গণকেরা বলিয়াছিলেন ইনি যৌবনে যোগিনী হইবেন। যাহাতে ভবিষ্যতে সেরূপ না হয়, তজ্জন্য আজমীরস্থ উগ্রচণ্ডিকার মন্দিরে পূজা প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে মায়াবতী ও তাঁহার সহচরী অম্বালিকা সেনাপতি সমভিব্যাহারে আগমন করেন। তথায় পৃথ্বিরাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে আবদ্ধ হন। পৃথ্বিরাজ শঙ্করাচার্য্য নামক একজন বৃদ্ধ পুরোহিতকে গুজরাট পতির নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁহার হস্তে দুইখানি পত্র দেন, একখানি গুজরাট রাজের এবং অপর খানি তাঁহার কন্যা মায়াবতীর। শঙ্করাচার্য্য বরাবর যবন সেনাপতি মহম্মদ ঘোরির সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যবন সেনাপতি দ্বারা পৃথ্বিরাজের সিংহাসন অধিকার করেন। তজ্জন্য তিনি পৃথ্বিরাজ জয়চন্দ্র গুজরাটাধিপতি প্রভৃতি হিন্দু রাজগণের মধ্যে বিবাদানল প্রজ্বলিত করিয়া যাহাতে যবনেরা সহজেই জয় লাভ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কৌশলে পৃথ্বিরাজের উপর জয়চন্দ্রের জাত ক্রোধ উপস্থিত হইল এবং তিনি গুজরাট পতিকে তাঁহার কন্যার অনুরাগ বৃত্তান্ত বলিয়া পৃথ্বিরাজের বিপক্ষ করিয়া তুলিলেন। গুজরাট পতি মায়াবতী এবং অম্বালিকাকে এক গুপ্ত কারাগার নিক্ষেপ করিয়া রাখিলেন। পরে এক জন যোগিনীর সাহায্যে তাঁহারা যোগিনী বেশে সেই কারাগার হইতে মুক্ত হইলেন। সেই যোগিনী বেশে মায়াবতী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে শঙ্করাচার্য্য দস্যুদিগের সহিত যোগ করিয়া পথি মধ্যে তাঁহাকে অপহরণ করিলেন। এদিকে শঙ্করাচার্য্য পৃথ্বিরাজের মনে মায়াবতীর উপর দারুণ সন্দেহ উৎপন্ন করিয়া দিলেন এবং তাঁহার মিত্র চিতোরপতি সমর সিংহের প্রতি মায়াবতী আসক্ত এইটী বাক্ত করিয়া বিবাদ বাঁধাইবার উদ্যোগ করিলেন। পৃথ্বিরাজ মায়াবতীর জন্য সৈন্যাদি প্রেরণ করিয়া নিজেই প্রাণপণে তাঁহাকে পাইবার উপায় করিতে লাগিলেন। যখন বহুকষ্টে মায়াবতীকে পাইলেন, তখন শঙ্করাচার্য্যের কৌশলে তিনি তাঁহাকে ভ্রষ্টাচারিণী বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। মায়াবতী শোকে আত্মবিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য আসিয়া সেরূপ করিতে না দিয়া তাঁহাকে যবনহস্তে নিক্ষেপ করিলেন। মহম্মদ ঘোরি লাহোরে শিবির সংস্থাপন করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন এবং একে একে সমুদায় হিন্দুরাজা তাঁহার সহিত মিলিত হইতেছেন। পৃথ্বিরাজ কর্ত্তৃক প্রথম যুদ্ধে ঘোরি পরাজিত হন। তজ্জন্য এবার ছলে বলে কৌশলে পৃথ্বিরাজকে বন্দী করিবেন এই ইচ্ছা। শঙ্করাচার্য্য এ বিষয়ে তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে যবন শিবিরে শঙ্করাচার্য্য মায়াবতীকে লইয়া মহম্মদ ঘোরির করে অর্পণ করিলেন। মায়াবতী শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সতীত্ব নাশ করিয়াছে বলাতে মহম্মদ ঘোরি ব্রাহ্মণের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। পরে মায়াবতীর উপর বল প্রয়োগ পর্য্যন্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তৎপরে পৃথ্বিরাজ যবনহস্তে পরাজিত ও বন্দীকৃত হইয়া রক্ষকগণের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন, মায়াবতীও পৃথ্বিরাজের বক্ষস্থল হইতে তরবারি লইয়া নিজ বক্ষে বিদ্ধ করিলেন। যৌবনে যোগিনীর লীলা শেষ হইল।

আমরা সচরাচর যেরূপ নাটক দেখিতে পাই তদপেক্ষা এখানি অনেক উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পৃথ্বিরাজ সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিবার জন্য যে কয়েকটী পদ্য পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ মধুর হইয়াছে। লেখকের আর একটী গুণ এই ইনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন না। প্রথমে যে কল্পনার সূত্রপাত করেন, ধীরে ধীরে কৌশল পূর্ব্বক তাহার শেষ ফল প্রদর্শন করিতে পারেন। এরূপ নাটক রচনাদ্বারা বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির আশা করা যায়।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর নিম্‌তলায় একটী নূতন শবদাহের ঘাট নির্ম্মাণ করিবার জন্য ৩০ সহস্র টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, তন্মধ্যে কলিকাতার জষ্টিসগণকে ৫ সহস্র টাকা প্রদান করিতে হইবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম বাবু দুর্গাচরণ লাহা বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর এরূপ করিবার কারণ জানা যায় নাই।

কটকের নূতন কলেজ খোলা হইয়াছে। এগার সাহেব তাহার প্রিন্সিপাল নিয়োজিত হইয়াছেন।

জনরব উঠিয়াছে সার ফ্রেডারিক হেইন্‌স সাহেব এক বৎসর কাল মাত্র লর্ড নেপিয়ার অব ম্যাগদালার পরে ভারতবর্ষের সৈনাধ্যক্ষ হইবেন। ইহাঁর শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে সুতরাং আর অধিক দিন কর্ম্ম করিতে পারিবেন না। সর্ব্বদা সেনানায়ক পরিবর্ত্তন উচিত নহে।

কলিকাতা পুলিসের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লামবার্ট সাহেব এক বৎসরের জন্য ছুটী লইয়া বিলাত গমন করিতেছেন।

প্রভাকর বলেন, গত বৃহস্পতিবারে সিবা-সিসের কতিপয় কর্ম্মচারীর সহিত কলিকাতার মাস্টার আটেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন বাটলার সাহেব সুন্দর বনে শিকার করিয়া এক ক্ষুদ্র বাষ্পতরী আরোহণে কলকাতাভিমুখে আসিতেছিলেন। মুচিখোলার নবাবের বাটীর সম্মুখে জাহাজ উপনীত হইবামাত্র 'চেলেঞ্জার' নামক আর একখানি তরীর সহিত গুরুতররূপে আঘাত লাগে। তাঁহাতে অন্যান্য লোকের সহিত মেঃ বাটলার জলে পতিত হন। সকলেই জল হইতে উঠেন, কিন্তু মেঃ বাটলার আর উঠেন নাই। তাঁহার মৃতদেহ এখনও পাওয়া যায় নাই।

গত ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিসনর বহরমপুর কলেজে বি, এ শ্রেণী পুনঃ স্থাপনের জন্য রায় লক্ষ্মীপৎ সিংহ বাহাদুরের নিকট হইতে ৪০ সহস্র টাকা চাঁদা প্রাপ্ত হন; উক্ত কলেজে বি, এ শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা অতি অল্পই হইতে পারে বলিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর উক্ত টাকায় কলিকাতায় একটী বিজ্ঞান বিদ্যালয় সংস্থাপনের কথা বলিয়াছেন। রায় লক্ষ্মীপৎ সিংহ বাহাদুর তাহাতে সম্মত হইয়াছেন এবং

তাঁহার সম্মতিক্রমে যুবরাজের স্মরণার্থ ইহাকে যুবরাজের ফণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইবে।

কলিকাতার এডভোকেট জেনেরলের পদে এভান্‌স্ পল সাহেব প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শুনা গেল উক্ত পদে চাসাঁরি বারের কেব সাহেবকে নিয়োজিত করা হইবে।

স্ত্রীলোকের বুদ্ধিমত্তা এবং সাহস ও বল প্রদর্শনার্থ আমরা নিম্নলিখিত উদাহরণটী প্রদান করিলামঃ—মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা পরগণার একটী কুটীরে দুইটী স্ত্রীলোক এবং একজন ক্ষীণজীবী পুরুষ বাস করিত। এক দিন অন্ধকার রাত্রে ৫।৬ জন ডাকাইত উপস্থিত হইয়া কুটীরের দ্বার উন্মোচন করিবার চেষ্টা করে। দুর্ব্বলকায় পুরুষ ডাকাইতদিগের শব্দ পাইয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে। তাহার স্ত্রী ভীত না হইয়া সমস্ত শক্তিতে দ্বারের ভিতর দিক ঠেলিয়া ধরিল। ডাকাইতগণ যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, কোন মতে সমকক্ষ হইতে পারিল না। একা স্ত্রীলোক ৫।৬ জন পুরুষের নিকট কতক্ষণ পারিবে, তথাপি দ্বার উন্মোচিত না হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সুতরাং ভগ্ন স্থান হইতে ডাকাইতেরা স্ত্রীলোকের শরীরে আঘাত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে স্ত্রীলোকটী উপস্থিত বুদ্ধিপ্রভাবে তাঁহার মাতাকে ডাকিয়া তাহাকে তরবারি খানি প্রদান করিতে বলিল। তরবারির নাম শুনিয়া ডাকাইতগণ পলায়ন করিল। পরে লোকের সমাগম হওয়াতে চৌকিদারদিগের অনুসন্ধান হইতে লাগিল, কিন্তু সেই সময়ে কোথায়ও তাহাদিগের নিদর্শন পাওয়া গেল না। অবশেষে তাহাদিগকে ধৃত করা হয় এবং তাহারা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট দোষ স্বীকার করে।

কলিকাতায় একটী অদ্ভুত গল্প প্রচলিত হইয়াছে, এইটী কতদূর সত্য বলিতে পারি না। "কলিকাতায় অবস্থান কালে যুবরাজ এক দিন লক্ষ্ণৌর ভূতপূর্ব্ব নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। নবাব বলিয়া পাঠান যদি যুবরাজ তাঁহাকে রাজা বলিয়া বিবেচনা করেন, (যদিও তিনি নিজে জানেন, তিনি রাজা নহেন) তাহা হইলে তাঁহার স্থানান্তরে যাইয়া যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত নহে। আর যদি তাঁহাকে বন্দী এবং ফকীর বলিয়া বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলে ভাবী সম্রাটের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করা অসম্ভব। এই উত্তরে যুবরাজ বিস্মিত হইয়া এক দিন মুচিখোলায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। নবাব যুবরাজের দর্শনোপলক্ষে বিশিষ্টরূপে আয়োজন করিয়াছিলেন। কথোপকথন কালে যুবরাজ কার অঙ্গীকরেন, নবাবের বিষয় তিনি রাজ্ঞীর নিকট বলিবেন। যুবরাজের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে নবাব তাঁহাকে একগাছি হীরক এবং মণিমুক্তা বিভূষিত যষ্টি প্রদান করিয়াছিলেন।" আমাদিগের শুনা আছে—ডিউক অব এডিনবরার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করাতে নবাব এই রূপ তেজস্বিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কলিকাতা পরিত্যাগের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশীয় রাজদূতগণ যখন লর্ড নর্থব্রুকের সহিত দেখা করিতে আইসেন, তখন পাদুকা এবং উষ্ণীষ লইয়া আগমন করেন। ইহাতেই লর্ড নর্থব্রুক আদেশ করিয়াছেন ব্রিটীষ রাজদূত কখনই ব্রহ্মরাজের সম্মুখে পাদুকাত্যাগ করিবেন না।

কর্ণেল ই মণি সাহেব দরভাঙ্গা রাজার ম্যানেজার পদে নিয়োজিত হইবেন বলিয়া যে জনরব উঠে তাহা অমূলক। মেজর আর, সি, মণি সাহেব উক্ত পদে অফিসিয়াটিং থাকিবেন এবং কর্ণেল বরণ যে বেতন পাইতেন তদপেক্ষা অল্প বেতন পাইবেন। অবশিষ্ট টাকা উক্ত রাজ্যের বন্দোবস্ত কার্য্যের জন্য একজন সিবিলিয়ান নিযুক্ত হইবেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম লর্ড লিটন কর্ণেল ওয়েন বরণকে প্রাইবেট সেক্রেটরি করিয়া ভারতবর্ষে আনয়ন করিতেছেন। কর্ণেল বরণ লর্ড মেয়োর প্রাইবেট সেক্রেটরি থাকিয়া যেরূপ উপযুক্ত বুদ্ধি ও বিবেচনা সহকারে কার্য্য চালাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যে এই কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র তাহার আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ লর্ড লিটন ভারতবর্ষের কোন বিষয়ে উত্তম রূপ অভিজ্ঞ নহেন, কর্ণেল বরণ ভারতবর্ষ সংক্রান্ত অনেক বিষয় বিশিষ্টরূপ অবগত আছেন। সুতরাং বরণ সাহেব লর্ড লিটনের সহকারী হওয়াতে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা।

সোমপ্রকাশের জনৈক শ্রীরামপুরস্থ পত্রপ্রেরক সংক্রামক জ্বরের এক নূতন কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বলেন মাঞ্চেষ্টর হইতে আনীত লবণই বঙ্গদেশের সংক্রামক জ্বরের কারণ। যদবধি মাঞ্চেষ্টার হইতে এতদ্দেশে লবণ আনীত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে তদবধিই সংক্রামক জ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি নিজে ইহা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন। রসায়ন শাস্ত্র পারদর্শী মহোদয়গণের এই গুরুতর বিষয় পরীক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক।

উত্তর পশ্চিম।

জয়পুরে বারুদ প্রস্তুত করিবার সময় তাহাতে অগ্নি লাগিয়া ১৬ জন মনুষ্যের প্রাণ নাশ হইয়াছে। মৃত মনুষ্যদিগের দেহ সমুদায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন কোনটী সহরের বহির্ভাগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যুবরাজের দর্শনোপলক্ষে বাজি প্রস্তুত হইতেছিল, সুতরাং এই দুর্ঘটনা হওয়াতে এত লোকের মৃত্যু হইবে আশ্চর্য্য নহে। বাজি না হইতে এই, পরে আরও কি ঘটে।

লাহোর মেডিকাল কলেজের ১৮৭৬ সালের মেডিকাল কলেজের বিজ্ঞাপনী প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজি শ্রেণীতে যে সকল গবর্ণমেণ্ট ছাত্রবৃত্তি প্রদত্ত হইবে, তজ্জন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছাত্রগণের পরীক্ষা আগামী ১৮ ই জুলাই আলাহাবাদ, বারাণসী, আগ্রা, এবং বেরিলি কলেজে গৃহীত হইবে। পরীক্ষার বিষয় অঙ্ক, ইংরাজি এবং উর্দ্দু এবং ছাত্রবৃত্তি ৭ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত আছে। পঞ্জাবস্থ ছাত্রগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ হইতে কিম্বা বোম্বাই, মান্দ্রাজ, ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। প্রথম বৎসরের ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত বালকদিগকে প্রতি বৎসর পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে। গুজরাট, মণ্টগোমারি, শিরশা, পেশোয়ার প্রভৃতি স্থানীয় সভা হইতে হিন্দুস্থানী শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত করা হইবে।

পোট্রিয়ট বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন যুবরাজের ভ্রমণোপলক্ষে কাশ্মীর মহারাজার ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

মান্দ্রাজ।

জনৈক বাঙ্গালোরস্থ সহযোগী লিখিয়াছেন হাইদ্রাবাদের মৌলবীকে হত্যা করাতে মহীসুরস্থ চিনাপত্তন সহরের মুসলমান সম্প্রদায় সুন্নিদিগের উপর অত্যন্ত বিরাগ প্রকাশ করিতেছে। আগামী মহরম উপলক্ষে তাহাদিগের পরস্পরে মারামারি হইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য আসিষ্টাণ্ট কমিসনর কাপ্তেন লডলো এবং পুলিষের আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আবদুল কাদের মহীসুরস্থ অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে চিনাপত্তনে গমন করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট দিগাপত্তমে একটী দুর্গ এবং তাঞ্জোরে একটী কারাগার নির্ম্মাণের জন্য ১ লক্ষ ৭৫ সহস্র টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ট্রাণ-

কুইবার জেলের কয়েদিগণ ভাঙ্গেরস্থ নূতন কারাগারে স্থাপিত হইবে এবং তথাকার জেল ও পুরাতন আদালত গৃহটী বিক্রীত হইবে। বিক্রয় না হইলে তাহা ধ্বংস করিয়া তাহার মাল মসলায় রাস্তা ঘাটের সুবিধা করা হইবে।

গত ২রা ফেব্রুয়ারি মান্দ্রাজের সেনা নায়ক সার নেবিল চেম্বরলেন মান্দ্রাজে উপনীত হইয়াছেন।

আগামী মাসে ডিউক অব বকিংহাম লর্ড নর্থব্রুকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করিবেন।

বোম্বাই।

নিজামের শিক্ষক কাপ্তেন ক্লার্ক ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। ইনি শীঘ্রই প্রত্যাবৃত্ত হইবেন।

বিখ্যাত আফ্রিকা পরিব্রাজক কাপ্তেন বর্টন সস্ত্রীক বোম্বাই উপনীত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান পরিদর্শন করিয়া তিনি জানজিবারে গমন করিবেন।

বোম্বাইয়ের মেশনিক সম্প্রদায় সহরের মধ্যবর্ত্তী এক স্থানে একটী মেশনিক হল নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিতেছেন। এই কার্য্যের জন্য দেড় লক্ষ টাকা তুলিবার কথা হইতেছে।

গত ৫ই জানুয়ারি গিলক্রাইষ্ট ছাত্র মাণিকজি নসরওয়াঞ্জি দালাল নামক জনৈক পার্সি আর্শেনিক সেবন দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ডে গিয়া মেডিকাল বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেছিলেন।

যখন মহ্লাররাওর গদিতে সুয়াজি রাওকে মনোনীত করা হয়, তখন সদাশিব রাও এবং তাহার ভ্রাতা অত্যন্ত দুঃখিত হন। সদাশিব রাওর ভ্রাতা উক্ত ঘটনা শ্রবণ মাত্রেই আত্মহত্যা করেন। সদাশিব রাও এতদিন গোপনে গোপনে বিদ্রোহাচরণ করিয়া আসিতে ছিলেন, সম্প্রতি ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়াছেন। তিনি ষ্টেট কয়েদিরূপে যাবজ্জীবন বারাণসীতে অবস্থিতি করিবেন।

ইউরোপ।

টেলিগ্রাম আসিয়াছে আমাদিগের রাজকুমারী বেট্রিশের সহিত বাটেনবর্গের প্রিন্স লুইর উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। প্রিন্স লুই যুবরাজের সহিত ভারত ভ্রমণ করিতেছেন। অনেক সংবাদ পত্রে এই সংবাদ দৃষ্ট হইল। কিন্তু আবার শুনাযায় এ কথা অমূলক।

বালেণ্টাইন বেকার সাহেব ভারতবর্ষের দিকে কশিয়াদিগের অগ্রসরণ বিষয়ে একখানি পুস্তক মুদ্রিত করিতে দেখিয়াছেন।

ইংলণ্ডস্থ রয়েল কলেজ অব সর্জ্জনস্ অতঃপর স্ত্রীলোকদিগকে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য স্থির করিয়াছেন। তিনটী ছাত্রী পরীক্ষার্থ উপস্থিত হইয়াছেন।

রিউটারের টেলিগ্রাম পাঠে জানা যায় জন ফষ্টার সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ১৮১২ সালে নিউকাশলে জন্মগ্রহণ করেন এবং আইন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া উকীল হন, কিন্তু শৈশব কাল হইতে ইহাঁর সাহিত্য বিষয়ে অধিকার ছিল। ইনি অনেকগুলি সাময়িক পত্রিকাতে লিখিতেন। চার্লস ডিকেন্সের পর ইনি কিছু দিন ডেলি নিউসের সম্পাদক ছিলেন। ইনি গোল্ড স্মিথ, সার জন ইলিয়ট, চার্লস ডিকেন্স প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থকারদিগের জীবন চরিত লিখিয়াছেন এবং রাজনীতি বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

বিবিধ।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্পেনদেশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ সুলু এবং টাই টাই দ্বীপের দস্যু দিগের বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। এই সকল দস্যু নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সমূহের অধিবাসীদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে—একখানি ব্রিটীষ রণতরি এতৎসমভিব্যাহারে গমন করিবে।

পত্রান্তরে দৃষ্ট হইল গর্ডন সাহেব যে ষ্টিমার খানি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আলবার্ট নায়ান্জা হ্রদ পর্য্যন্ত যাইবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, সে খানি তদ্দূর যাইতে অশক্ত হইয়াছে। তিনি পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতেছেন। দেশীয়েরা বলে নীলনদের সহিত আলবার্ট নায়ান্জার কোন সংস্রব নাই।

এডেন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে জেনেরল স্নাইডর প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। জনরব উঠিয়াছে তিনি সকোট্রা দ্বীপ গ্রেট ব্রিটেনের অধিকারভুক্ত করিবার জন্য এক সন্ধি করিয়াছেন। তজ্জন্য অগ্রিম ৬ সহস্র ডলার প্রদত্ত হইয়াছে।

ইজিপ্ট দেশীয় সৈন্যগণ বিনা আপত্তিতে হামাসিন অধিকার করিয়াছে। আবিসিনিয়ার রাজা এডোয়াতে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন।

যুবরাজের ভারত ভ্রমণ।

জয়পুর ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি—যুবরাজ অদ্য অপরাহ্নে জয়পুরে উপনীত হইয়াছেন। সাঙ্গানীর হইতে আজমীর গেট পর্য্যন্ত প্রাচ্য রীত্যনুসারে সজ্জিত হয়। প্রথমে দ্রুতগামী পদাতিক সৈন্য বিবিধ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, তৎপশ্চাৎ কামান, হস্তী পতাকা লইয়া, এবং পরে একদল অশ্বারোহী সৈন্য আগমন করে। তৎপরে যুবরাজ এবং মহারাজার সম্মুখে বহুসংখ্যক গড়াধারী পুরুষ নৃত্য করিতে করিতে গমন করে। যুবরাজ হস্তী আরোহণে ছিলেন। বাজার এবং রাস্তার দুই পার্শ্ব জনতায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

জয়পুর ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি—যুবরাজ জয়পুর মহারাজার সহিত চতুরশ্ব সংযোজিত শকটে সাঙ্গানীর গেট পর্য্যন্ত গমন করেন, তৎপরে শকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া হস্তীর উপর উঠেন। পদাতিক সৈন্য কামান বাদ্যকর প্রভৃতির পশ্চাৎ যুবরাজ এবং মহারাজা এক হস্তীতে আগমন করেন। হস্তীর দুই পার্শ্বে কতকগুলি ব্যক্তি মশাল ধরিয়াছিল। যুবরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যুবরাজের সমভিব্যাহারী লোক এবং তথাকার প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারী হস্তিপৃষ্ঠে আগমন করিয়াছিলেন। কল্য প্রাতে যুবরাজ শিকারে বহির্গত হইবেন। বৈকালে তিনি প্রাচীন রাজধানী আম্বার দর্শন করিবেন। সন্ধ্যাকালে রাজবাটী এবং দুর্গ আলোকিত হইবে। সোমবার জন্তুদিগের যুদ্ধ প্রদর্শিত হইবে।

জয়পুর ৬ ই ফেব্রুয়ারি—যুবরাজ কল্য ব্যাঘ্র শীকারে গিয়াছিলেন। মহারাজা এবং তাঁহার সহচরগণের মধ্যে দুই তিন জন তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। যুবরাজ একটী বৃহদাকার ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন। সন্ধ্যাকালে রাজপ্রাসাদে একটী বৃহৎ দরবার এবং পরে তথায় একটী ভোজ প্রদত্ত হয়। এই রাত্রিতে সমুদায় সহর আলোকমণ্ডিত করা হয়।

প্রেরিত।

উত্তর পশ্চিমে সংবাদ পত্রের অভাব।

মহাশয়! অনেকে অনেক বিষয় লিখিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন ও হইতেছেন, এই বিশ্বাসে বিশ্বস্ত হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় একটু স্থান ভিক্ষা করিতেছি। প্রস্তাবটী যদ্রূপ সদুদ্দিষ্ট বোধ করি প্রার্থনা পূরণে আপনি কোন মতেই অসম্মত হইবেন না।

মহাশয়! এই উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এরূপ কোন—ইংরাজী বা বাঙ্গালা সংবাদপত্র নাই,

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

৩য় ভাগ, ৪৪ শ সংখ্যা। | বঙ্গাব্দ ১২৮২—১৪ই ফাল্গুন শুক্রবার। ২৫এ ফেব্রুয়ারি—১৮৭৬। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬৲ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭।৹ টাকা।

সূচী।

সপ্তাহ।

যুবরাজ গত ২১এ ফেব্রুয়ারি নেপালে উপস্থিত হন। জঙ্গ বাহাদুর যার পর নাই সৌজন্য সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছেন। শিকারে বহির্গত হইয়া যুবরাজ স্বয়ং ৬টী ব্যাঘ্র হত করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে লর্ড নর্থব্রুক শীঘ্রই "আরল ব্যারিং" উপাধি প্রাপ্ত হইবেন এবং আগামী ৫ই এপ্রেল দিবসে "টেনাসেরিম্" নামক অর্ণব পোত আরোহণ করিয়া কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিবেন।

লর্ড নর্থব্রুক দুঃখী ইউরোপীয় ও ইউরেসীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

গত শনি ও রবিবার হিন্দু মেলার নবম বার্ষিক কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ডবলিউ এস আটকিনসন স্বাস্থ্য লাভার্থে ছুটী লইয়া স্বদেশে গিয়াছিলেন এবং ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, গত ১৫ ই জানুয়ারি রোমনগরেই কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ট্রিনিটী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৪৩ সালে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরে একজন রাঙ্গলার হন। ১৮৫৪ সালের ডিসেম্বরে লামার্টিনিয়ার কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া কলিকাতায় আগত হন। ১৮৬০ সালে গর্ডন ইয়ং সাহেবের পদে ডিরেক্টর হন। ইনি ১৫ বৎসর এই পদে কার্য্য করেন, মেও সাহেব উচ্চ শিক্ষার বিরোধী পথ অবলম্বন করিলে ইনি তাহার প্রতিবাদ করিয়া এ দেশীয়দিগের চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ইঁহার পদোচিত কার্য্যসাধনে যে কিছু ত্রুটি ছিল, ইহাতেই ঢাকিয়া গিয়াছে। সার জর্জ কাম্বেলের রাজত্বে ইঁহাকে অনেক অপমান সহ্য করিতে হয়, বোধ হয় তাহাই ইঁহার পীড়ার অন্যতম কারণ। টেম্পল সাহেব ইঁহার যথেষ্ট সম্মাননা ও পূর্ব্ব সম্ভ্রম উদ্ধার করেন। ৫৫ বৎসর পেন্সন লইবার বয়স হইলেও ইঁহার কার্য্যকালের সীমা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু দুরন্ত মৃত্যু যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, তাহা কাহার সাধ্য অতিক্রম করে? ৫৫ বৎসর বয়সেই ইঁহার মৃত্যু হইল। ইঁহার মৃত্যুতে এ দেশীয় শিক্ষিত সমাজ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন।

আটকিন্‌সন সাহেবের মৃত্যুতে উড্রো সাহেব শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। এত দিনের পর উড্রো সাহেবের আশা পূর্ণ হইল, সাধারণেও যোগ্য ব্যক্তির উপযুক্ত পুরস্কার দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন। ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টরের মৃত্যু দিবস হইতে তিনি ঐ পদের বেতন পাইবেন। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ থোয়েট্‌স শিক্ষা বিভাগের ১ ম এবং কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ লব সাহেব ২য় এবং প্রেসিডেন্সী সার্কেলের ইন্‌স্পেক্টর গারেট সাহেব ৩ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন। উইলসন সাহেবের মৃত্যু দিবস অবধি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ রবার্ট প্যারী শিক্ষা বিভাগের ৩ য় শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল উঠাইয়া দিবার আদেশ রহিত হইয়াছে। বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কেও স্থানান্তরিত হইতে হইতেছে না। টেম্পল সাহেব সকল বিষয়েই সাধারণের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া প্রশংসিত হইতেছেন, কেবল কলিকাতা মিউনিসিপালিটী কি তাঁহার যশশ্চন্দ্রের রাহুস্বরূপ হইবে?

গত ১১ই ফাল্গুন মঙ্গলবার বেলা সাড়ে চারি ঘটিকার সময় সমারোহের সহিত কলিকাতা বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। মাননীয়া কুমারী বেয়ারিং সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহামান্য টেম্পল সাহেব, সস্ত্রীক ফিয়ার সাহেব ও উড্রো সাহেব, রাজা হরেন্দ্র ও নরেন্দ্রকৃষ্ণ, রেবরেণ্ড কৃষ্ণবন্দ্যো, বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, বাবু ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যো, এতদ্ভিন্ন অনেক ইংরাজ ও বাঙ্গালী ভদ্রলোক এবং ভদ্র মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক বাবু মনোমোহন ঘোষ গত বৎসরের কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন।

কুমারী বেয়ারিং আহ্লাদের সহিত স্বহস্তে পারিতোষিক দান করিলেন। টেম্পল সাহেব সংক্ষেপে উৎসাহজনক একটী বক্তৃতা করেন। শিল্প কার্য্য দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর বালিকা শ্রীমতী রাণী কুমারী বেয়ারিংকে এক খানি আসন উপহার দেন, শ্রীমতী হেমলতা টেম্পলের পসমের বালিস ও লেডি ফিয়ারকে পিন কুসন উপহার দান করেন। প্রথম শ্রেণীর বালিকাদ্বয় এক বৎসরের জন্য ৪ চারি টাকা করিয়া ছাত্রীবৃত্তি পাইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ বালিকা প্রকাশিনী ও তৃতীয় শ্রেণীস্থ বালিকা প্রমোদা দুই টাকা করিয়া ছাত্রীবৃত্তি পাইয়াছে। ছাত্রীবৃত্তির নিয়ম হওয়াতে বালিকারা অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে পড়িতে পারিবে এরূপ সম্ভাবনা হইয়াছে, এক্ষণে সুনিয়ম ও শিক্ষা প্রণালী সংস্থাপন পূর্ব্বক ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যাহারা ছাত্রীবৃত্তি পাইল, তাহাদিগের নিকট বেতন লইবার ব্যবস্থা করা ভাল হয় নাই।

ভারত সংস্কারক।

রাজভক্তি ও স্বদেশানুরাগ।

আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা রাজভক্ত জাতি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। যখন যিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া পূজা করিয়াছেন। এ বিষয়ের কখন অন্যথা দেখা যায় নাই। রাজা সচ্চরিত্রই হউন আর কুচরিত্রই হউন, স্বদেশীয়ই হউন আর বিদেশীয়ই হউন তাঁহাকে সমভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষ এত বড় বৃহদায়তন রাজ্য, এত প্রাচীন কাল হইতে সভ্যতার উচ্চমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত, তথাপিও কুত্রাপি প্রজাপুঞ্জ দ্বারা রাজকার্য্যের প্রতিবাদ সূচনা শুনা যায় নাই। রাজা রাজ্যের সমূহ অমঙ্গল করিতে উদ্যত হইলেও কোন স্থান হইতে কখন বাধা প্রাপ্ত হন নাই। মুসলমান সম্রাটেরাও পূর্ব্বানুরূপ রাজভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বর্বনাচার সহ্য করিয়াও আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা তাঁহাদিগকে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া আসিয়াছেন। মুসলমান সম্রাটেরা কখন আমাদের রাজভক্তির ত্রুটীর কথা উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান রাজপুরুষেরা আমাদিগকে "রাজভক্তি বিহীন" বলিয়া সর্ব্বদাই অনুযোগ করিয়া থাকেন।

আমাদিগের রাজপুরুষদিগের অনুযোগ যে এককালে অমূলক একথা বলা যায় না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা পূর্ব্ব কালে যে রাজভক্তি রাজপদে অর্পণ করিতেন, আমরা এখন তৎপ্রদর্শনে বাস্তবিকই অক্ষম হইয়া পড়িতেছি। কেন যে এরূপ বিপর্য্যয় ভাব ঘটিতেছে এবং সে ভাব দোষাবহ কি না আমরা প্রথমে সেই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। সময়ের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ভারতবর্ষ এক্ষণে এমনি এক স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, যেখানে পরিবর্ত্তন ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রাধান্য ও আধিপত্য লাভ করিতেছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইতেছে, প্রাচীন আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইতেছে, প্রাচীন ভ্রম ও কুসংস্কার সকল তিরোহিত হইতেছে, প্রাচীন মত ও ভাবও এই পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। এই সর্ব্বজনীন পরিবর্ত্তনের মধ্যে রাজভক্তি কেমন করিয়া স্থির থাকিবে?

ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজভক্তি যুক্তি ও বিবেকের অনুমোদিত নহে। তাহা অন্ধ ভক্তি; তাহা কুসংস্কার। সে রাজভক্তির আতিশয্যে স্বদেশানুরাগ উৎপন্ন হইতে পারে না। স্বদেশানুরাগ তৎসঙ্গে একত্রও থাকিতে পারে না। এই পরিবর্ত্তনের সময়ে ভারতবর্ষ এমন অযৌক্তিক রাজভক্তি কেমন করিয়া রক্ষা করিবে? কেবল ভারতবর্ষে কেন? রাজপদ সম্বন্ধে সমস্ত পৃথিবীর মত ও সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সমস্ত প্রাচীন জাতি রাজাকে দেবত্ব সম্পন্ন জ্ঞান করিতেন, এক্ষণকার কোন কোন অসভ্য জাতিও রাজাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোকে এরূপ ভ্রমান্ধ মত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই আলোক সকল দেশ হইতে এরূপ সংস্কার সকল অপসারিত করিতেছে। ভারতবর্ষেও সেই আলোক নিতান্ত নিষ্প্রভ নহে। সেই আলোকে অনেক প্রাচীন দেবত্ব বিশিষ্ট পদার্থ দেবত্ব ভ্রষ্ট হইতেছে অনেক দেববৎ পূজ্য প্রাচীন ভ্রম ও কুসংস্কার মানে মানে বিদায় লইতেছে এবং অনেক দেবত্ব বিশিষ্ট নৃপতিও দেবত্ব ভ্রষ্ট হইয়া সামান্য মনুষ্যের শ্রেণীভুক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইতেছেন। এ সকলই কালবশে ঘটিতেছে আমরা কি করিব? ভারতবর্ষ কি করিবে? ইংরাজেরা যাহাই বলুন না কেন, তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে সেই পুরাতন রাজভক্তি কখনই প্রাপ্ত হইবেন না। মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। ইংরাজেরা এতদ্দেশে যে দৃষ্টান্ত আনিয়াছেন, যে ইতিহাস ও সাহিত্য আনিয়াছেন, তাহার প্রভাবে তাহা বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেই প্রভাবে ভারতবর্ষ নূতন ভাবে দীক্ষিত হইতেছে।

রাজভক্তি সম্বন্ধে আমাদের এই পরিবর্ত্তন জন্য আমরা দুঃখিত নহি, ইংরাজদিগেরও তজ্জন্য দুঃখিত হওয়া কখনই উচিত নহে। তাঁহারা স্মরণ করিয়া দেখুন তাঁহারা ষ্টুয়ার্ট রাজাদিগের সময়ে স্বদেশে কিরূপ রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, অন্ধ রাজভক্তির জন্য প্রতিবেশী ফরাসীদিগকে কত তিরস্কার করিয়াছেন। পূর্ব্বানুরূপ রাজভক্তি

খন উন্নত সাধারণ মন্ত্রের নিকট অবহেয় হইয়া উঠিয়াছে, এখন তাহা প্রাচীন অসভ্য সময়ের ভগ্নাবশেষ বলিয়া পরিত্যাজ্য।

প্রাচীন রাজভক্তির স্থানে এখন আর একটী ভাব দেখা দিয়াছে, তাহাই এখন সকল স্থানে জয় লাভ ও আধিপত্য বিস্তার করিতেছে এবং আজ কাল ভারতবর্ষের মধ্যেও তাহার মন্দ মন্দ মৃদু সঞ্চার দেখা যাইতেছে। সে ভাবটী স্বদেশানুরাগ। প্রাচীন ভারতবর্ষে যে রাজভক্তি প্রবহমান ছিল, তৎসঙ্গে স্বদেশানুরাগকে স্ফূর্ত্তি পাইতে দেয় নাই। তখনকার যেরূপ রাজভক্তি, তাহা স্বদেশানুরাগের সম্পূর্ণ প্রতিকূল ছিল। সে রাজভক্তির নিকট স্বদেশানুরাগের স্থান সমাবেশ নাই। দেশের মঙ্গলের জন্যেও রাজার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে নাই, অসংখ্য প্রজার উপর রাজার অন্যায় অত্যাচার, পদের অনুরোধে সহ্য করিয়া যাইতে হইবে। যে রাজভক্তি এরূপ শিক্ষা দেয়, তাহা যেন ভারতবর্ষে আর কখনও প্রবিষ্ট না হয়। সে রাজভক্তির জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমরা যেমন প্রাচীন রাজভক্তির পক্ষপাতী নহি; তদ্রূপ আমরা অধীর চিন্তাশূন্য উগ্র প্রমত্ত স্বদেশানুরাগেরও পক্ষপাতী নহি। যে স্বদেশানুরাগ সহসা শাসন পদাভিষিক্ত কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া চাঞ্চল্য প্রদর্শন করে, অথবা রাজপুরুষগণকে অপমানিত করিতে পারিলে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করে, আমরা সেরূপ স্বদেশানুরাগকে প্রকৃত পদার্থ মনে করি না। এরূপ স্বদেশানুরাগ প্রদর্শন করিতে গিয়া আয়র্লণ্ডকে বিস্তর ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে। যে স্বদেশানুরাগ অপ্রমত্ত অথচ উষ্ণ থাকিয়া সাহসের সহিত কার্য্য করিতে পারে, ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ন্যায়ানুগত প্রতিবাদ পথের পথিক হইতে পারে, সহিষ্ণুতার সহিত বীজ বপন করিয়া ফল লাভার্থ সময়ের অপেক্ষা করিতে পারে, সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত সুযোগসকল আয়ত্ত করিতে পারে তাহাই প্রকৃত স্বদেশানুরাগ। ভারতবর্ষের পক্ষে এরূপ স্বদেশানুরাগই প্রয়োজনীয় ও প্রার্থনীয় হইয়াছে। ইহা কদাপি প্রকৃত রাজভক্তির অপলাপকারী নহে। যে রাজভক্তি এরূপ স্বদেশানুরাগকে অতিক্রম করিয়া আধিপত্য করিতে চাহে, আমরা তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিতে চাহি না। প্রকৃত স্বদেশানুরাগেই ভারতবর্ষের রাজভক্তি। রাজা ও রাজপুরুষেরা দেশের কল্যাণার্থী বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। যে পরিমাণে তাঁহারা সেই কল্যাণব্রত সংসাধন করেন, সেই পরিমাণে তাঁহারা প্রজার রাজভক্তির অধিকারী হন। তাঁহাদের দ্বারা যদি কোন অনিষ্টকর রাজবিধি প্রবর্ত্তিত হয়, প্রকৃত স্বদেশানুরাগী সেই রাজবিধির প্রতিবাদ করিবেন, উচ্চ হইতে উচ্চতর রাজপুরুষের নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবেন এবং প্রাণপণ বলে তাহার খণ্ডনার্থী হইয়া বীর পুরুষের ন্যায় আন্দোলন করিবেন, কিন্তু প্রমত্ত হইয়া সেই রাজবিধি উল্লঙ্ঘন করিবেন না। যেরূপ, প্রকৃতির নিয়মের অধীন হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মের উপর জয়লাভ করিতে হয়, সেইরূপ দেশ প্রচলিত রাজবিধির বশীভূত হইয়া তাহার উচ্ছেদ করিতে হয়। ইহাই প্রকৃত স্বদেশানুরাগের কার্য্য, ভারতবর্ষে এই ভাবে কার্য্যানুসরণ করাই আবশ্যক হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের চিত্র শিক্ষালয়।

কলিকাতা ইনডষ্ট্রিয়েল আর্টস বা শিল্প বিদ্যালয়ের সহিত চিত্র বিদ্যাশিক্ষার উপায় না থাকাতে ছাত্রগণের শিক্ষার যে সম্পূর্ত্তি সাধন হয় না ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ভারতবর্ষ সুনিপুণ চিত্র কার্য্যের জন্য প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত। স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্তও ইহার আলোচনা করিতেন। এখন সে দিন গিয়াছে, কিন্তু এখনও প্রাচীন কালের ধ্বংসাবশেষ স্থানে স্থানে যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখিলে দর্শকের চিত্ত মোহিত হয়। আমাদিগের শিল্প বিদ্যালয় হইতে লিথোগ্রাফার এবং এনগ্রেবারই প্রধানতঃ বাহির হইয়া থাকেন, সুদক্ষ চিত্রকর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই অভাব পূরণার্থ সার রিচার্ড টেম্পল আর্ট গালারী স্থাপন বা বিবিধ চিত্র পট সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইউরোপীয় যত প্রকার উৎকৃষ্ট ছবি আছে, সংগ্রহ করা হইবে এবং এদেশীয় ছাত্রদিগকে তৎশিক্ষোপযোগী উপদেশ প্রদত্ত হইবে। ইতিমধ্যে শিল্পবিদ্যালয়ের সন্নিধানে পূর্ত্ত কার্য্য বিভাগ হইতে তিনটী অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে, ইহাতে ছবি থাকিবে। গবর্ণর জেনারল বরাবর এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন, তিনি কতকগুলি ছবি দান করিয়াছেন এবং আগামী মার্চ্চ মাসে স্বয়ং গৃহ প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি ছবি ক্রয় করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা, রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ, রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল এবং পাইক পাড়ার জমীদার ইত্যাদি দেশহিতৈষিগণ কিছুকালের জন্য ছবি ধার দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন, কলিকাতার কোন ২ সম্ভ্রান্ত গৃহ হইতে ছবি নকল করাও হইতেছে। ফ্লোরেন্সের সুবিখ্যাত চিত্রকর পল্পিনেলীর চিত্রিত কতকগুলি ছবি আনিতে

দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা একটী সুসজ্জিত গালারী অক্লেশে প্রস্তুত হইতে পারে।

ইউরোপীয় মূল ছবি সকল পাওয়া দুর্ঘট ও দুর্ম্মূল্য। অল্প মূল্যে যত পাওয়া যায়, তাহারই চেষ্টা করা হইবে। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় দৃশ্য, ভগ্নাবশেষ, জাতীয় পরিচ্ছদ ও বিভিন্ন জাতীয় মনুষ্যের প্রতিকৃতি যাহা যত পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা হইবে। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারের কল্পিত প্লান প্রভৃতিও সংগৃহীত হইবে।

একটী স্থানে সর্ব্ব প্রকার উৎকৃষ্ট ছবি সংগৃহীত হইলে তাহা একটী রমণীয় দর্শন হইবে সন্দেহ নাই। তাহাদ্বারা দর্শকদিগের রুচি ও কল্পনাকে বিশোধিত করিতে পারে। কেবল তাহা নহে, অনেক সময় শত শত উপদেশে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া না যায়, এক একটী ছবি দেখিয়া তাহা সম্পন্ন হয়। বিশেষতঃ উৎকৃষ্ট আদর্শ পাইলে যাহাদিগের ছবি আঁকিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও শক্তি আছে, তাহারা সে বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। ইহার উপরে যদি একজন ভাল শিক্ষক রাখিয়া ছাত্রদিগকে চিত্র কার্য্যে শিক্ষিত করা হয়, দেশে একটী নূতন ব্যবসায়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে এবং নির্দ্দোষ সুখ বর্দ্ধনেরও উপায় হইবে। আমাদিগের দেশের সম্পন্ন দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ প্রস্তাবিত কার্য্যে সাহায্য দান করেন, আমাদিগের একান্ত অনুরোধ।

বঙ্গীয় সমাজ।

(গত সংখ্যার পর)

গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন বর্ত্তমান সমাজে ক্রমে বিশ্বব্যাপী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে স্বাধীন ভাব বিস্তারিত হইয়া এই বিষময় ফল প্রসব করিতেছে। সন্তান পিতামাতা হইতে, অনুজ জ্যেষ্ঠ হইতে, স্ত্রী স্বামী হইতে, ভৃত্য প্রভু হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিতে উৎসুক; কেহ কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহে। পূর্ব্বের ন্যায় অপরিচিত ব্যক্তিকে উপদেশ দান করা দূরে থাকুক, এখন স্বীয় সন্তানও উপদেশ শ্রবণ করিতে চাহে না। উচ্ছৃঙ্খলতা অল্পাধিক সকল সংসারেই প্রবিষ্ট হইয়াছে। সভ্যতার অভ্যুদয়ে শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে ভৃত্যদিগের উগ্রস্বভাব অনপেক্ষিত নহে—এক দ্বার রুদ্ধ হইলে সহস্র দ্বার তাহাদিগের জন্য উন্মুক্ত আছে। এতদ্দ্বারা অনিষ্টাশঙ্কা থাকিলেও সমাজের উন্নতির পক্ষে অধিক ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু শিক্ষার সহিত উচ্ছৃঙ্খলতা-বৃদ্ধি অতীব ভয়ানক। ইহাও এক প্রকার অহঙ্কারমূলক বলা যাইতে পারে। আমরা শিক্ষা ও সভ্যতার অভিমানী হইয়া গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকি। আমরা মার্জ্জিত বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা যে সকল অভিনব কার্য্যপ্রণালীর উদ্ভাবন করি—এবং দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া যেসকল নূতন আচার ব্যবহার প্রচলন করিতে যত্নবান্ হই—প্রাচীন সমাজ তাহার সহানুভূতি করেন না বলিয়াই তাঁহারা আমাদিগের বিরাগভাজন হইয়া থাকেন। আমরা আমাদিগের গুরুজনের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেছি, আমাদিগের ভাবী বংশীয়েরা যে তাহার অনুকরণ করিয়া আমাদিগের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিতেছে ইহা আমরা একবারও মনে করি না। বাস্তবিক, সমাজের অস্তিত্ব নাশের যত প্রকার কারণ বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিদ্বেষ ভাব যে প্রধান—তাহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতে সমর্থ। এই মহদ্দোষ আমাদিগের জাতিগত নহে—ইহা আধুনিক অনুকৃত। এখনও ইহা সংশোধন করিবার সময় আছে। আমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষ বা প্রাচীন সম্প্রদায় এ দোষস্পৃষ্ট নহে—ইহা কেবল আমাদিগের বা মধ্যবর্ত্তী বংশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে—এ সময়ে আমরা যদি বিশেষ সাবধান হইয়া চলিতে পারি, তাহা হইলে ইহা এককালে রহিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা যে আমাদিগের ভাবী বংশের আদর্শস্বরূপ, তাহা আমাদিগের প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা উচিত! কি অশুভক্ষণেই এই অহঙ্কারময় স্বার্থপরতার ভাব ইংরাজ সমাজে প্রথম অভ্যুদিত হইয়াছিল! চিন্তাশীল ইংরাজ মাত্রেই এই জাতিগত মহদ্দোষকে অভিশপ্ত মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের রাজনীতির ব্যবস্থায় ধর্ম্মনীতির উদাহরণে কেমন তীব্রভাবে এই দোষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন! কিন্তু জাতিগত দোষ সহজে সংশোধিত হইবার নহে। আমাদিগের অপরিণামদর্শী যুবক বৃন্দের হিতাহিত জ্ঞানাভাব। যাহা নূতন ও আপাত মনোরম বা সুবিধাকর—তাহাই তাহাদিগের শিরোধার্য্য—এইজন্যই ইংরাজ সমাজের কদর্য্য দোষ সকল বঙ্গ সমাজের মূলে প্রবিষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে মানবস্বভাব গুণভাগাপেক্ষা দোষাংশের অনুকরণে সমধিক পটু, সুতরাং আমরা যে ইংরাজদিগের দোষ সকল অনুকরণ করিব, তাহাতে বৈচিত্র কি? ভবেদুঃখের বিষয় এই যে এই সকল অনুকৃত দোষ ব্যক্তিগত বা হ্রাস প্রাপ্ত না হইয়া সমাজগত ও ক্রমে জাতিগত হইয়া উঠিতেছে।

বঙ্গদেশীয় দাতব্য চিকিৎসালয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর প্রত্যেক দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিশেষ বিবরণ সহ রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইত। গত বৎসর গবর্ণমেণ্ট তাহা নিষেধ করিয়া বিশেষ বিবরণ সকল সর্জন জেনারলের নিকটে রাখিতে বলেন এবং তাহার উপর যাহা মন্তব্য থাকে তাহাই গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিবার আদেশ দেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অনেক শ্রম ও বিরক্তির লাঘব হইয়াছে, কিন্তু অনেকটা 'পরের মুখে ঝাল' খাইতে হইবে এবং নিজে যে সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন, তাহার ব্যাঘাত হইয়া অনিষ্ট হইবে। সর্জন জেনারল যদি তাদৃশ উপযুক্ত না হন, তাহা হইলে এ বিভাগের অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা। দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রায় মা বাপ থাকে না, তাহার কার্য্য প্রণালী মধ্যে অনেক গোলযোগ থাকে, কর্ত্তৃপক্ষের সূক্ষ্মদৃষ্টি ইহার উপর যত থাকে, ততই মঙ্গলের বিষয়।

আসাম বঙ্গদেশ হইতে স্বতন্ত্র হওয়াতে ডিস্পেন্সারী সংখ্যা কমিয়াছে। ১৮৭৩ সালের শেষে স্থায়ী দাতব্য চিকিৎসালয় ১৮২ টী ছিল। ১৮৭৪ সালে ২৩ টী নূতন হইয়াছে এবং ২টী পুরাতন বন্দ হইয়াছে। ১৮৭৫ সালের প্রথমে দাতব্য চিকিৎসালয় সংখ্যা ২০৩ টী হয়। নূতন ডিস্পেন্সারী সকল প্রধানতঃ দেশীয় লোকদিগের দাতব্যে সংস্থাপিত, এ দেশীয়েরা যে ইংরাজী চিকিৎসার মর্ম্মগ্রাহী হইতেছেন এবং দয়ার কার্য্যে উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হইতেছেন, ইহাতে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। দাতব্য চিকিৎসালয় সংখ্যা আরো অধিক হওয়া আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সাহায্য দানে প্রস্তুত আছেন, দেশীয় লোকদিগের অধিকতর যত্নপর হওয়া বিধেয়। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ যদি এ বিষয়ে উদ্যোগ ও উৎসাহ প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হইতে পারে না। চট্টগ্রাম, পূর্ণিয়া, দিনাজপুর প্রভৃতি সুবিখ্যাত অস্বাস্থ্যকর জেলায় অদ্যাপি দুই একটী অধিক চিকিৎসালয় নাই, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে।

এ বৎসর নয়টী চিকিৎসালয় হইতে আদৌ রিপোর্ট আসে নাই, তন্মধ্যে ৭টী এই বৎসরের মধ্যেই স্থাপিত। অবশিষ্ট ১৯৪টী ডিস্পেন্সারিতে ১৩৪ জন অন্তর্দ্বার রোগী গৃহীত হয়। এই সকল রোগীর থাকিবার উপযুক্ত স্থান না থাকাতে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর অবিলম্বে তাহার উপায় করিবাব আদেশ করিয়াছেন। অন্তর্দ্বার বহির্দ্বার উভয় লইয়া রোগীসংখ্যা ৬৬০১৩১, পূর্ব্ব বৎসর ৬১৮, ৭১০ ছিল, ১৮৬৯ সালে ৩৮৫, ৮১২ ছিল, ৫ বৎসর সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। কলিকাতা ও সহরের চিকিৎসালয়ের রোগী এবং বর্দ্ধমান বিভাগের সাংক্রমিক রোগী ইহার মধ্যে ধৃত হয় নাই। প্রথমোক্ত স্থানে ২৬৩, ৩২৭ এবং শেষোক্ত বিভাগে ৯,১৭,৬৪৪ রোগী চিকিৎসিত হয়, সর্ব্বশুদ্ধ ১৮, ৪০,৮২২ রোগী দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা লাভ করে। ১৮৭৪ সালে প্রতিদিন ১২০১ জন রোগী অন্তর্দ্বারের এবং ৬৭৭৪ জন বহির্দ্বারের চিকিৎসাধান হয়, পূর্ব্ব বৎসর অন্তর্দ্বারের ৯৭৪ এবং বহির্দ্বারের ৬৬৮৩ হইয়াছিল। শতকরা ৬৪ জন পুরুষ ২০ জন স্ত্রীলোক এবং ১৬ জন বালক। রোগীদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭০ জন আরোগ্য এবং ১৭ জন কাল প্রাপ্ত হয়। দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যুসংখ্যা আর কমিতেছে না। অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা এ বৎসর আবার কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে। সর্জ্জন জেনারলের মতে দরিদ্র লোকদিগের অপর আশ্রয় স্থান না থাকাতে তাহারা মরিয়া মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি করে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের মতে প্রত্যেক ডিস্পেন্সরীর সঙ্গে এরূপ ব্যক্তিদিগের থাকিবার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয় এবং তাহাদিগের মৃত্যু সংখ্যার ও স্বতন্ত্র তালিকা রাখা হয়।

অস্ত্রচিকিৎসা পূর্ব্ব বৎসর ২০৪৫ ছিল, এ বৎসর ২৪০১ হইয়াছে। ক্ষুদ্র অস্ত্র চিকিৎসা পূর্ব্ব বৎসর ২৫,৮৮৯ ছিল, এ বৎসর ২৯,৫৫৪ হইয়াছে। দেশীয়েরা ইংরাজী অস্ত্রচিকিৎসার অধিক সমাদর করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। চক্ষুরোগের চিকিৎসা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষকর হইয়াছে।

ঔষধ প্রদান—গবর্ণমেণ্টকে এবৎসর ২৫১২৬০ টাকার ঔষধ দিতে হইয়াছে, পূর্ব্ব বৎসর এতদর্থে ২২৬,৬৩৪ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে স্থায়ী ডিস্পেন্সরীতে কেবল ৬১,৬৮৯ টাকার ঔষধ প্রদত্ত হইয়াছে, অবশিষ্ট ব্যয় অতিরিক্ত চিকিৎসালয় সকলে অধিক পড়িয়াছে। বর্দ্ধমান অঞ্চলের সাংক্রমিক জ্বরের অতিরিক্ত চিকিৎসালয় সকল তুলিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট টাকা বাঁচাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের মতে আরো কিছু দিন এ ব্যয় সহ্য করা ভাল। যতদিন না ব্যাধি এককালে নিঃশেষিত হয়, ততদিন তাহাতে বিশ্বাস নাই।

দাতব্য চিকিৎসালয় সকলের আয়—গবর্ণমেণ্টের ঔষধ ব্যয় ছাড়িয়া দিলে সমুদায় চিকিৎসালয়ের অন্যান্য প্রকার আয় মোটে ৩,৩৬,১৯৮ টাকা হইয়াছে, পূর্ব্ব বৎসর ৩,১০,৮৮৬ হইয়াছিল। সমুদায় আয়ের তৃতীয়াংশের অধিক গবর্ণমেণ্ট দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। ১৮৭৪ সালে

স্থানীয় ও দেশীয় লোকদিগের দাতব্য হইতে অধিক আয় হইয়াছে। মিউনিসি পালিটী ৫২ টার স্থানে ৬৫ টী চিকিৎসালয় রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে। টাউন কমিটীদ্বারা কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে। দাতব্য চিকিৎসালয় সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি না হয়, এই জন্য স্থানীয় চাঁদা-আদায়ের নূতন নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাতে গত বৎসর ৮১ ৫৯ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

ব্যয়—গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ঔষধের ব্যয় ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় ব্যয় মোটে ৩,-৩২,৮৪০ টাকা হইয়াছে,গত বৎসর৩,১৮০২৪ টাকা হইয়াছিল। প্রত্যেক রোগী প্রতি গত বৎসর ৷৷১০ পড়িয়াছিল,এ বৎসর ৷৷/৪ পড়িয়াছে। যাহাহউক ডিস্পেন্সারির আয় দ্বারা ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া কিছু টাকা উদ্বৃত্ত আছে এবং তাহা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হইয়াছে।

গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর চিকিৎসালয় সকলের পরিদর্শন অল্প হইয়াছে। গড়বেতা, বাড়, বেহার প্রভৃতি অঞ্চলের পরিদর্শন না হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট। আমরা গবর্ণমেণ্টকে বলিতেছি, দাতব্য চিকিৎসালয় সকলের প্রতি তাচ্ছিল্য ও ঔদাসীন্য অধিক প্রকাশিত হইয়াথাকে, ইহাতে দরিদ্র রোগীদিগের কষ্টের আতিশয্য হয়। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

এবার ১৮৭৪ সালের রিপোর্ট ১৮৭৬ সালে বাহির হইল,দাতব্য চিকিৎসালয়ের রিপোর্টও কি দাতব্য সাহায্যের ন্যায় যথাকালে প্রদান করিলে হয়? ৭টী ডিস্পেন্সরীর রিপোর্ট মূলেই সংগৃহীত হইল না; আবার অনেক চিকিৎসালয়ে তত্ত্বাবধায়কদিগের বৎসরের মধ্যে একবারও পদার্পণ হয় নাই। এ সকলের কারণ ভালরূপ অনুসন্ধান করা বিধেয়।

১৮৭৫ সালের পোস্ট আফিসের কার্য্য বিবরণ।

১৮৭৫ সালে পোস্ট আফিস দ্বারা সর্ব্ব-শুদ্ধ ১০,৪৩,৫৩,০৭৬ চিটি, ৯৩,৬৫,-৫৮৬ সংবাদ পত্র, ১৬,০৮,১০৭ পুস্তক প্রভৃতি বহনাবহন হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে চিঠির সংখ্যা ৯,৮৫,৩১,৬-২৮। এ বৎসর তদপেক্ষা ৫৮,২১,৪-৪৮ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬খানি বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের সংবাদ পত্রের সংখ্যা ৮৭,৬২,২০০; এবৎসর তদপেক্ষা ৬০,৩৮৬ অর্থাৎ শতকরা ৬ খানি বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের পুস্তক প্রভৃতির সংখ্যা ১৩৩৬৩৬৩। এ বৎসর তদপেক্ষা ২৭১৭৪৪ অর্থাৎ শতকরা অন্যূন ২০ বৃদ্ধি হইয়াছে। এবৎসরের রেজিস্টরি চিঠির সংখ্যা ২৪, ৪২,৪৪৭; ইহার পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ২২৩০৮১৯। এবৎসর তদপেক্ষা ২১১-৬২৮ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১০ খানি বৃদ্ধি হইয়াছে।

গ্রেট বৃটন ও আয়র্লণ্ডে যে সকল চিটি পত্র প্রেরিত হইয়াছে তাহার সংখ্যাও শতকরা ২ খানা করিয়া বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু সেখান হইতে যে সকল চিটি পত্র ভারতবর্ষে আগত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা শতকরা ৪ খানা করিয়া হ্রাস হইয়াছে। তথাকার প্রেরিত প্রত্যেক ৩ খানার স্থানে ভারতবর্ষ ৪ খানা করিয়া প্রেরণ করিয়াছে। যাঁহারা ঘর ও বন্ধু বান্ধব ছাড়িয়া বিদেশে কালযাপন করেন, তাঁহারা যে আত্মীয় পরিজন পরিবৃত্ত গৃহবাসী অপেক্ষা অধিক পত্র লিখিবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি? ইহাতে ভারতবর্ষের প্রবাসী শ্বেতাঙ্গদিগের অধিক ঘরটান প্রকাশ পাওয়া প্রশংসারই বিষয়।

বিগত বর্ষে ১৫৮ খানি নূতন সংবাদ পত্র জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে এবং ৯০ খানি জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছে। বিগত মার্চ্চ মাসের শেষে ৬১০ খানি সংবাদ পত্র জীবিত থাকে। ইহার মধ্যে ১৯২ খানি ইউরোপীয় ভাষায়, ৩৩৫ খানি এতদ্দেশীয় ভাষায় এবং ৮৩ খানি উভয়বিধ ভাষায় লিখিত হইয়া প্রচারিত হয়।

অর্থ সম্বন্ধেও পোস্ট আফিসের উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবৎসর পোস্ট বিভাগের রাজস্ব ৩৪১৭৯৩ টাকা বাড়িয়াছে। ব্যয়ও বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু ১৫০,০০০ টাকার অধিক হয় নাই। সর্ব্বিস পোস্টেজ বিক্রয়ের মূল্য বাদ দিয়া ধরিলে পোস্ট বিভাগে ৭ লক্ষ টাকার অকুলান পড়ে এবং রাজকোষ হইতে পূরণ করিতে হয়। কিন্তু তাহা বাদ না দিয়া ধরিলে, পোস্ট আফিসের নামে ৩,৭৭,৮৬৪ টাকা মজুত থাকে।

বুলক ট্রেণ হইতেও ২০৭,৯৬৬ টাকা লাভ হইয়াছে এবং পঞ্জাবের মিলিটারি ভান ডাকেও ৩০,২১২ টাকা লাভ হইয়াছে।

যখন ইণ্ডিয়ান পোস্ট আফিস আক্ট জারি হয় তখনকার অপেক্ষা এখন চিটীপত্রাদির সংখ্যা ৬ গুণ বাড়িয়াছে।

গত বৎসরে ৩১৪টী নূতন পোস্ট আফিস খুলিয়াছে, ৫৮৬টী নূতন লেটর বক্স খুলিয়াছে এবং পোস্ট বিভাগের সীমা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১২৮১ মাইল বৃদ্ধি হইয়াছে।

পোস্ট্যাল লাইন বৃদ্ধির জন্য আমরা ডিপার্টমেণ্টকে ধন্যবাদ প্রদান করি। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে পোস্ট্যাল বিভাগের রাজত্ব অতিশয় সঙ্কীর্ণ সীমান্তর্গত। সমগ্র ভারতবর্ষের তুলনায় অত্যল্প স্থান মাত্র পোস্ট আফিসের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে উপকৃত হয়। মফস্বলের অধিকাংশ লোক পোস্ট

আফিসের উপকার হইতে এক প্রকার বঞ্চিত রহিয়াছে। যেখানে যেখানে পোষ্ট আফিস আছে, তাহাদের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে পোষ্ট আফিসের উপকার সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। স্থানে স্থানে লেটর বক্সের স্থাপনা হইয়াছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা কতিপয় পোষ্ট আফিসের গণ্ডি পূর্ব্বাপেক্ষা যৎসামান্য বৃহত্তর হইয়াছে মাত্র। সুতরাং মফঃস্বলের অধিকাংশ স্থানই পোষ্ট আফিস ও লেটর বক্সের সাহায্য লাভ করিতে পারে না। সেই সেই স্থানে কেবল ডিষ্ট্রীক্ট পোষ্ট দিয়া চিটীপত্রের আদান প্রদান হয়। ডিষ্ট্রীক্ট পোষ্টের চিটী বিলির স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত নাই। পুলিষ ষ্টেসন মাত্রই পোষ্ট আফিস। সে পোষ্ট আফিসের স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নাই। থানার পাউণ্ডকিপার মাত্রেই পোষ্ট মাষ্টার। স্বতন্ত্র ডাক পিয়ন নাই, চৌকিদারেরাই ডিষ্ট্রীক্ট পোষ্টের ডাক পিয়ন। তাহারা তজ্জন্য স্বতন্ত্র কোন বেতন পায় না; সুতরাং এ কার্য্যকে "বেগার" বলিয়া মনে করে। তাহারা যত্নপূর্ব্বক 'বিয়ারিং' চিটীগুলিই যথা স্থানে সমর্পণ করিয়া এক আনার স্থলে দেড় আনা বা দুই আনা গ্রহণ করে। পেড চিটী সকলের অধিকাংশই পথের ধূলিসাৎ হয়, কেবল ধনিসন্তানদের চিটীগুলি বক্সিসের লোভে তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাও ২।৩ সপ্তাহের কমে সমর্পিত হয় না। চিটী বিলির তবু একরূপ বন্দোবস্ত আছে, চিটী সংগ্রহের আদৌ কোন বন্দোবস্ত নাই। কেবল থানার ঘরে একটী সছিদ্র বাক্স তজ্জন্য স্থাপিত থাকে। চিটী দিতে আসিয়া পুলিসের নামেইত অনেকে থানার সিংহদ্বার হইতে ভাগিয়া যায়। যাহারা সাহস করিয়া বাক্স পর্য্যন্ত গমন করে, থানার কনষ্টেবলদিগের ২।১টা কর্কশ হাঁক ডাক শুনিয়া প্রাণান্তেও আর সে মুখ হইতে ইচ্ছা করে না।

এই সমস্ত কারণে লোকে ডিষ্ট্রিক্ট পোষ্টের উপকার গ্রহণে ইচ্ছা করে না। বিগত বর্ষে সমগ্র চিটীর শতকরা ৩০ সংখ্যা মাত্র ডিষ্ট্রিক্ট পোষ্টে প্রেরিত এবং শতকরা ২০৩২ সংখ্যা এই পোষ্ট দ্বারা বিলি হইবার জন্য আগত হইয়াছে। এখন যেরূপ ভাবে এই পোষ্টের কার্য্য চলিতেছে তাহাতে ইহার থাকা না থাকা প্রায় সমান হইয়া উঠিয়াছে। এই ডিষ্ট্রিক্ট পোষ্টের সুস্থিত অরাজক রাজ্য পোষ্ট আফিসের দ্বারা অধিকৃত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু পোষ্ট আফিসের সে বুদ্ধিবল ও অর্থ সামর্থ্য কৈ, যদ্দ্বারা এই রাজ্য হস্তগত করিয়া সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলা ও কল্যাণ বিস্তার করিবে?

প্রাপ্ত।

রায়নার সংবাদদাতার পত্র।

১। মহাশয়, আমরা অতীব দুঃখ সহকারে সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, আমাদের প্রিয় রায়না বিদ্যালয়টীর অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে। বর্ত্তমান সুযোগ্য সেক্রেটরী মহাশয় আপন পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং এই বহুকাল প্রতিষ্ঠিত স্কুলটী যে শীঘ্রই দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এখন হইতে গ্রামস্থ ভদ্র জনগণের নিকট এবং গ্রামহিতৈষী বাবু রামজীবন ঘোষ মহাশয়ের নিকট, সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা অবিলম্বে চাঁদা স্বাক্ষর করতঃ ইহাকে সজীব করিতে চেষ্টা করুন। নতুবা, ইহা উঠিয়া গেলে, আর স্থাপনের আশা নাই। চাঁদা স্বাক্ষরকারী মহাশয়দের নাম ও চাঁদার সংখ্যা, সংস্কারক পত্রিকায় কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করা যাইবে।

কাঞ্চন নগরের নিকট ইদিলপুরে এক সৎগোপের বাটীতে গত ১৭ই মাঘ রাত্রে এক ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। রাত্রি দশটার সময় ডাকাইতি আরম্ভ হয়, এবং ৩।০ টার সময় সকল দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া, ডাকাইতগণ চলিয়া যায়। নোট, নগদ টাকায় এবং দ্রব্যাদিতে প্রায় ১২।১৪ হাজার টাকা, অপহৃত হইয়াছে। পুলিসের সম্মুখে এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। কি আশ্চর্য্য!! বোধ হয়, এই মহাপ্রভুদের সহিত এবং গ্রামস্থ মাতব্বর দুষ্ট লোকদের সহিত, ডাকাইতদিগের যোগ ছিল।

৩। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, সুলতানগাছা বিদ্যালয়ের হেড্মাষ্টার বাবু মথুরানাথ বর্দ্ধন এবং ভারত মাতা প্রণেতা বাবু কিরণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দত্ত লাইব্রেরীতে (Datta's library) আপন আপন প্রণীত পুস্তক গুলি দান করিয়া অতীব উপকার করিয়াছেন।

৪। এখানকার নিউস পেপার ক্লব হইতে একটী দেশহিতকর সদনুষ্ঠানের প্রস্তাব হইতেছে। মান্যবর নাইট সাহেব "ইণ্ডিয়ান এগ্রিকল্চরীষ্ট" (Indian agriculturist) নামে এক খানি কৃষি তত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন, রায়না নিউস পেপার ক্লব হইতে তাহার অনুবাদ হইয়া প্রচারিত হইবে। নাইট সাহেব, নিউস পেপার ক্লবের অধ্যক্ষকে যে পত্র দিয়াছেন, আমরা তাহা, তাঁহার ইচ্ছানুসারে ভারতসংস্কারকে প্রকাশ করিতেছি। পত্র খানি এই:—

Babu

Rajendra Nath Datta

President of Raina Newspaper Club.

"My dear Sir,

You are at perfect liberty to produce a Bengali translation of our Indian agriculturist; if you print, you can do many good to your countrymen.

Yours &c.

(S. d.) R, KNIGHT.

P. S.

You can publish my letter in Vernacular papers.

সহযোগী সাময়িক পত্র।

রাজসাহীর জলপথের অত্যাবশ্যকতা দেখাইয়া রাজসাহী সমাচার একটী সদ্যুক্তি পূর্ণ প্রস্তাব লিখিয়াছেন, অন্যান্য অনেকস্থলে ও এই প্রকার যুক্তি সুসংলগ্ন হইতে পারে—"আমাদের রাজপুরুষগণ স্থলপথ (রেলওয়ে) প্রভৃতিই অধিক ভাল বাসেন এই জন্য জলপথের প্রতি তাঁহাদের

দৃষ্টি নাই। রোডসেস কমিটী যে টাকা দ্বারা বোয়ালিয়া হইতে বায়া পর্য্যন্ত রাস্তা পাকা করিলেন, তাহার অনেক অল্পব্যয়ে (সংয়ের উত্তর এক মাইলের মধ্যে) সৌপুয়া হইতে বায়া হইয়া নওহাটার নদী পর্য্যন্ত যে খাল বা প্রাচীন নদী আছে (ও খালেতে বর্ষা হইলে উত্তমরূপে নৌকা চলে) সেই খালটীর অনায়াসেই সংস্কার হইতে পারিত। যখন বায়ার পাকারাস্তা উত্তম অবস্থায় রাখা কমিটীর অসাধ্যপ্রায় হইয়া উঠিবে, তখন খালটী সংস্কার করিলে ভাল হইত কি না তাহা কমিটী বুঝিতে পারিবেন। আমরা বুঝিতে পারি না যে নিম্ন প্রদেশের কি অপরাধ, যে তাহার পথের কোন প্রকারে সুবিধা করা হইবে না। স্থলপথে অধিক ব্যয় আবশ্যক এবং তাহার ব্যয়ের সহিত মনে করিতে গেলে উপকারিতা বিশেষরূপ অনুভূত না হইতে পারে, কিন্তু জলপথগুলির সংস্কার করাতে কোন অধর্ম্ম নাই এবং ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত অল্প। অর্দ্ধেক রাজসাহীর পথের অসুবিধা কি এতই সামান্য বিষয় যে তাহাতে কাহার চক্ষু পতিত হয় না?"

কলিকাতার অন্ধ ও দুরারোগ্য লোকদিগের জন্য একটী আশ্রয় নির্ম্মাণার্থ সার রিচার্ড টেম্পল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ভূমি প্রার্থনা করিয়াছেন এবং দেশীয় ভদ্রলোকদিগের নিকট দাতব্য সংগ্রহার্থে উডফোর্ড সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান মিরর এ সম্বন্ধে বলেন, একটী স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করিতে ২।৩ লক্ষ টাকা পড়িবে, ইউরোপীয় ও দেশীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত রাখিতেও উপযুক্ত টাকার সংস্থান চাই। এ সকল করিয়া শেষে জন কত অতুরের ভাল রূপে গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে না। এতদপেক্ষা টেম্পল সাহেব ডিষ্ট্রিক্ট চারিটেবল্ সোসাইটী বা লেপার আসাইলমের কার্য্য বিস্তার করিয়া দিউন, তদ্দ্বারা সহজে প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইবে। আর যদি স্বতন্ত্র বাটী করিতে যান, দেশীয় ধনীদিগকে অগ্রে বুঝাইয়া দিউন যে দাতব্য টাকার অপব্যয় হইবে না।

বাবু রামশঙ্কর সেন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য হওয়াতে সোমপ্রকাশ আমাদিগের মনোজ্ঞ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেনঃ—"আমরা বহু দিন রামশঙ্কর বাবুর প্রশংসা করিয়া আসিতেছি। আমরা অনেক দিন হইতে জানি ইনি যে যে বিভাগে প্রেরিত হইয়াছেন সে খানেই বিশেষ দক্ষতা ও সদ্গুণের পরিচয় দিয়াছেন। যখন রাণাঘাটের ডেপুটী মজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন বিশিষ্টতে সে স্থানের লোকের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনি প্রতিদিনের নিয়মিত রাজকার্য্য করিয়া যে কিছু সময় পাইতেন, তাহা ঔষধবিতরণ, পুষ্করিণী খনন, স্কুলবাটীর নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহ প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে যাপন করিতেন। ইহাঁর রাণাঘাটে অবস্থান কালে লর্ড মেও ও ডিউক অব এডিনবরা তৎস্থানে গমন করেন। সে সময়ে ইনি তাঁহাদের অভ্যর্থনা ও সৌকর্য্যার্থে যে সকল আয়োজন করিয়াছিলেন তাহাতে ইহাঁর বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ পায় এবং সেজন্য তিনি প্রশংসিত হন। পরে সার জর্জ্জ কাম্বেল ইহাঁকে একটী গুরুতর কার্য্যে নিয়োগ করেন। দুর্ভিক্ষের বৎসর যশোহরের প্রজাদিগের সংখ্যা জানিবার উপায় ও সাংসারিক অবস্থা প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিবার ভার ইহাঁর উপর অর্পিত হয়। তৎসম্বন্ধে ইনি যে রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন, তাহাতে ইহাঁর প্রগাঢ় বিদ্যা ও সুতীক্ষ্ণ ধীশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে; এবং দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন। ইহাঁর সৌজন্য ভদ্রতা ও শ্রদ্ধেয় চরিত্রের কথা এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক; সে সম্বন্ধে সচ্চরিত্রের একটী আদর্শ বলিলেও হয়। স্বীয় রাজকার্য্য সাধন বিষয়ে ইহাঁর একনিষ্ঠতা ও শ্রমশীলতা দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ চিরকাল প্রশংসা করিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তির যদি পদবৃদ্ধি অথবা সম্মানবৃদ্ধি না হয় ত কাহার হইবে? সার রিচার্ড টেম্পল ইহাঁকে সম্মানিত করিয়া নিজের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

এ দেশে সাংক্রমিক জ্বরের নিদান আবিষ্কারার্থ চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া নানা দিকে চালিত হইতেছে, তথাপি গবর্ণমেণ্ট কোন প্রতীকারোপায় অবলম্বন করিতেছেন না। দিগম্বর বাবু ও আরো অনেকগুলি বিবেচক লোক রেলওয়ে দ্বারা জলস্রোত অবরোধ ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে দিন সোমপ্রকাশের এক পত্রপ্রেরক বিলাতী লবণ ব্যবহার ইহার প্রকৃত নিদান বলিয়াছেন। আমাদিগের সহযোগী সমাজদর্পণ পাথুরে কয়লার প্রচলনকে কারণ স্থলে স্থাপন করিয়াছেন। আমরা ত দেখিতেছি নূতন আরো অনেক পদার্থ এ দেশে ব্যবহৃত ও নূতন আচার এ দেশে অবলম্বিত হইতেছে। তাহার মধ্যে সাংক্রামিকের কোন কারণ আছে কি না কে জানে? যাহাহউক গবর্ণমেণ্ট যদি এ সকলের কোন যুক্তি গ্রাহ্য না করেন আমরা কি চিন্তা করিব, সেইটীই ভাবনাস্থল হইতেছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। গৃহচিকিৎসা—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবসায়ী বাবু বসন্তকুমার দত্ত "Datta's Series" নামক চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক সকল সংখ্যানুক্রমে প্রকাশ করিতেছেন। তাহার প্রথম ৩ সংখ্যায় সাধারণ চিকিৎসা বিবৃত হইয়াছে। ৪র্থ সংখ্যা ৫মটি এবং ৬ষ্ঠ সংখ্যা স্ত্রীচিকিৎসা বিষয়ক। পুস্তকগুলি যেরূপ সুপ্রণালীক্রমে এবং সহজ ভাষায় লিখিত হইতেছে, তাহাতে অব্যবসায়ীরাও ইহা পাঠ করিয়া চিকিৎসা শিক্ষা করিতে পারেন। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵৹ আনা মাত্র। যাঁহারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আস্থাবান্, এই গৃহ চিকিৎসা পুস্তকগুলি গৃহে সংগ্রহ করিয়া রাখা তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। বসন্ত বাবু যে মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সাধারণের উৎসাহ লাভ করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হন, এই আমাদিগের অভিলাষ।

১। কমল কলিকা কাব্য—শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। আমরা এই কাব্য পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আন্তরিক আনন্দ লাভ করিলাম। লেখকের কবিত্ব শক্তি আছে এবং যে যে বিষয়ে কবিত্বের সার্থকতা করিতে হয় তাহাতে তিনি যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। সন্ধ্যা, নিশা, প্রভাত ও দিবা এই চারিটী স্বাভাবিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া তিনি আপনার ভাবস্তর উদ্ঘাটন করিয়াছেন। স্বভাব বর্ণনা, ঈশ্বরের মহিমা, পরমার্থে অনুরাগ, বিষয় বৈরাগ্য, প্রাচীন কালীন পূর্ব্বপুরুষদিগের উন্নত ভাব ও আধুনিকদিগের নীচ ভাব এবং স্বদেশ হিতৈষণা এই সকল বিষয়ের তিনি যে এক একটী ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যদিও ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থকারের রচনাশক্তি পরিপক্ক না হউক, তিনি যে একজন যথার্থ ভাবুক তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার এই কমল কলির বিকাশ দর্শনে আমরা নিতান্ত উৎসুক রহিলাম। গ্রন্থকারের কবিত্ব শক্তির পরিচয় দানার্থ আমরা গুটিকত কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

দূরে ভীম কল্লোলিনী।
ভ্রুকুটি ভঙ্গিমা করে কাঁপায় মেদিনী,
দূর হতে ভীম রব, শুব্ধ করে জীব সব,
কিন্তু, এবে চন্দ্রমার শীতল কিরণে।
আঁকিছে অপূর্ব্ব শোভা ভাবুকের মনে॥

তাহে স্রোতে ঊর্ম্মি চয়।
" শশীর প্রভায় আরো প্রভান্বিত হয়,
চল চল করে জল, শশী করে সমুজ্জ্বল,
খনি হতে স্বর্ণ যেন হইয়া স্খলন।
স্রোত-ভরে ধীরে ধীরে করিছে গমন।"
" পান্থ নিবাসিতে এসে, দুদিনের তরে।
কেনই ব্যাকুল হও ধন ধন করে,
ত্যাগ করি এ প্রবাস, যেতে হবে নিজ বাস,
পথের সম্বল কর শীঘ্র আহরণ,
নতুবা পথের মাঝে হারাবে জীবন।
এ নিবাসে পথিকের সহ সম্মিলন।
দুদিনের তরে মাত্র ওরে মূঢ় মন,
এত গাঢ় আলাপন, বল দেখি কি কারণ,
এরূপ প্রবল মায়া কেন অকারণ,
তাঁদের ত্যজিতে কেন এত উচাটন?"

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

সার ডি ফরসিথ এই সপ্তাহে ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন। তিনি চিন, জাপান ও আমেরিকা হইয়া যাইবেন।

গবর্ণর জেনারল আগামী ৪ঠা মার্চ্চ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে যাইবেন।

ই সি জর্জ সাহেবের অনুপস্থিতিকালে ডবলিউ আপ্পিন কলিকাতার পোষ্ট মাষ্টারের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, লর্ড বিসপের অনুরোধে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হসপিটালের ধাত্রী প্রস্তুত করিবার জন্ত লেডি কানিঙ হোম ফণ্ডে মাসিক ২০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

জে ইওয়ার্টের অনুপস্থিতি কালে মেডিকাল ষ্টোর কিপারের প্রিন্সিপাল প্রেসিডেন্সী জেনারল হসপিটালের প্রতিনিধি সর্জন হইয়াছেন।

এক আর ককরেল গবর্ণর জেনারলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হওয়াতে বেঙ্গল কমিসনরদিগের এইরূপ পরিবর্ত্তন হইবে:—লর্ড ইউলিক ব্রাউন রাজসাহী ও কুচবিহার বিভাগে, সি টি বক্‌লাণ্ড প্রেসিডেন্সী বিভাগে, এচ এ ককরেল বর্দ্ধমান বিভাগে যাইবেন এবং এফ বি পিকক ঢাকার প্রতিনিধি কমিসনরেরই কার্য্য করিবেন।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী বিলের বিরুদ্ধে কলিকাতা ট্রেড্‌স আসোসিয়েসন এক দরখাস্ত করিয়াছেন। স্বাধীন মনোনয়নদ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাঁহাদের অভিপ্রেত।

গত পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার ব্রিটীষ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের ৬০ জন সভ্য মিউনিসিপালিটী বিলের বিরুদ্ধে আবেদন লইয়া বেলবিডিয়ারে সার রিচার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শুনা গেল সার রিচার্ড সুবিচার করিবেন মৌখিক বলিয়াছেন, কিন্তু আবেদনকারীদিগকে যথোচিত সমাদর সহকারে গ্রহণ করেন নাই।

মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক অব বকিংহাম কলিকাতা দর্শনার্থ আসিয়াছেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট হাউসে অবস্থিতি করিতেছেন। ডিউকের পদোন্নতি হইল না, কি দুঃখ!

হিন্দু হিতৈষিণী বলেন বিক্রমপুর শ্রীনগর নিবাসী বাবু বসন্তকুমার গুহের স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া ১৪ মাসেও প্রসবের লক্ষণ প্রকাশ না করায় কোন বিখ্যাত ডাক্তার ইহা রোগ মনে করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু শ্রীমতী ফুলমণি ধাত্রীকে দেখাইলে তিনি গত মাঘ মাসে সন্তান হইবার কথা বলেন। ২১ মাস গর্ভ ধারণের পর ফাল্গুনের প্রথমেই একটী কন্যা হইয়াছে। অতি আশ্চর্য্য! যাহাহউক ডাক্তার অপেক্ষা ধাত্রী ভাল।

গবর্ণমেণ্ট ভাওয়েলের রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুরের সৎকীর্ত্তির জন্য তাঁহাকে দেওয়ানি আদালতে গমন ক্লেশ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।

ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞানসভার জন্য এত দিন পরে একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। বহবাজার ষ্ট্রীটের ২১০ নম্বর ২৮০ বিঘা স্থান গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ক্রয় করা হইতেছে।

ডাক্তার ভিনসেণ্ট রিচার্ড সর্পদংশন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টে যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে দেখা যায় ১৮৭৩-৭৪ বঙ্গদেশের ৫২ জেলায় ৪০০২ ব্যক্তি সর্পদষ্ট হয়, তন্মধ্যে ৩৫৬৫ ব্যক্তি গতাসু হইয়াছে। দষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে ২০৪০ পুরুষ, ২১৫৫ স্ত্রীলোক এবং ৫৯১ জন ১০ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক। চাষা লোকেরই সংখ্যা অধিক। শতকরা অন্যূন ৬১ টী রাত্রিকালীন দংশন, তন্মধ্যে অর্দ্ধেক নিদ্রাকালীন। জুলাই মাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও জানুয়ারি মাসে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। দক্ষিণ হস্তেই অধিকাংশ দংশন, বাম পদে তদপেক্ষা কিছু কম। শতকরা অন্যূন ৩ টী মৃত্যু ১ ঘণ্টা, ৩৮ টী ২ ঘণ্টা, ৭০ টী ৮ ঘণ্টা, ৭৯ টী ১২ ঘণ্টা এবং ২ টী ১২ হইতে ২৪ ঘণ্টা কাল মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে। বর্ষে বর্ষে সর্পদংশনে বড় অল্প মৃত্যু ঘটিতেছে না, অদ্যাপি ইহার প্রতিবিধানের কি কোন উপায় হইল না?

ব্রিটিষ মিউজিয়ম ও ভিক্টোরিয়ার মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার বাণিজ্য চলিতেছে। যে পথ দিয়া বাণিজ্য হয় তাহার সংস্কারার্থে ২৮১০০ টাকা লাগিবে অনুমিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের রাজস্ব হইতে এই টাকা প্রদত্ত হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা। যদি বঙ্গদেশ বাণিজ্যের সম্পূর্ণ লাভ সম্ভোগ করেন, ব্যয় অবশ্য দিতে পারেন, কিন্তু লাভাংশ যদি ভারতবর্ষীয় রাজকোষে যায়, বঙ্গদেশ দিতে বাধ্য হইতে পারেন না।

উত্তর পশ্চিম।

যুবরাজের কাশ্মীর গমন স্মরণার্থ কাশ্মীরাধিপতি ১১৩ জন কয়েদিকে কারামুক্ত করিয়াছেন। ইহা হিন্দু প্রথানুগত বটে।

বেটেনবর্গের প্রিন্স লুই ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

গত ১৯ এ ফেব্রুয়ারি সার বার্টল ফ্রিয়র কানন ডফওয়ার্থের সহিত পেসোয়ার হইতে লাহোরে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

গত ৬ ই ফেব্রুয়ারি জয়পুরে ডাক্তার ফেলোর ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র এবং বিবি ফেলোরের জন্ত কতকগুলি অলঙ্কার প্রদান করিয়াছেন।

গার্সিন ডি তেসি ১৮৭৫ সালের হিন্দুস্থানী সাহিত্য সমালোচনা উপলক্ষে বলিয়াছেন:— ইউরোপে কবিত্ব হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা আশ্চর্য্য এমন কি ভয়ানকরূপে প্রাদুর্ভূত হইতেছে। এক পঞ্জাবে ৭৪ জন কবি। ইহাদিগের মধ্যে ১৪ জন ১ম, ১৩ জন ২য়, ২৭ জন ৩য় এবং অবশিষ্ট ৪র্থ শ্রেণীভুক্ত।

মান্দ্রাজ।

আমরা শুনিয়া চিন্তিত হইলাম, মহীশূরে দুর্ভিক্ষের ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে। তত্রত্য কমিসনর কয়েকটী রিলিফ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দুর্ভিক্ষগ্রস্তদিগকে সাহায্য করিতেছেন।

মান্দ্রাজে ব্রাডলাফ নামক এক জন সমাজসংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকে আপনার মতে আনিবার জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার অনেক শিষ্য হইয়াছে।

পণ্ডিচারী গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় ফরাসী অধিকারের বর্ত্তমান বর্ষের আয় ব্যয় বজেট প্রকাশ করিয়াছেন। সমুদায়ে আয় ১৬,৬৭,৭৭১ ফ্রাঙ্ক, ব্যয় ১৪,১৯,০২৩ ফ্রাঙ্ক হইবে এবং প্রায় ২॥ লক্ষ ফ্রাঙ্ক উদ্বৃত্ত থাকিবে। পণ্ডিচারিতে আয় ১০,০১,১১৬, ব্যয় ১০,২৮,৪৯৮ ফ্রাঙ্ক। চন্দন নগরে আ

১০৬৩ ব্যয় ১,০১,০০১ মুদ্রা। কারিকালে আয় ৩,,৪৪১ ব্যয় ২,১৮,৭০৩ মুদ্রা। মাহিতে আয় ৪২,.৮ ব্যয় ৩৩৭৪২,; ইরনায়ন নামক গোদাবরী দেশস্থ এক স্থানে আয় ৫,৫৮০১, ব্যয় ৩৭,১০৭ রা।

বোম্বাই।

ভুপালের বেগম গ্রেট ইণ্ডিয়া পেনিনসুলা লওয়ে কোম্পানির নামে ৬৩৬২৫ টাকা ক্ষতি রণের দাবিতে বোম্বাই হাইকোর্টে অভিযোগ রিয়াছেন। ১৮৭২ সালের নবেম্বর মাসে বেগম তাঁহার ভৃত্যদিগের জহর সোণা রূপা প্রভৃতির লক্ষায় রেলওয়ে যোগে প্রেরিত হয়, কিন্তু পঁহুছে নাই।

ডেকানে কোন ব্যক্তি মহাজনদ্বারা অত্যন্ত প্রপীড়িত হইলে তাহার নাসিকাচ্ছেদন, গৃহদাহ এইরূপ কোন আততায়িতা করিয়া প্রতিশোধ লয়। সম্প্রতি পুনার নিকটস্থ কোন গ্রামবাসী এক ব্যক্তির পৈতৃক সম্পত্তি এক মহাজনের হস্তগত হয়, ইহাতে সে ৪ জন সহচরের সহিত পরামর্শ করিয়া পথিমধ্যে মহাজনকে ধরে এবং তাহার নাসিকাটী কাটিয়া য়। কিছু দিন পূর্ব্বে এককালে এইরূপ কতকগুলি ঘটনা হইয়া ডেকান রাইয়ত কমিসন সিয়াছিল।

ষ্টেট্সম্যান শুনিয়াছেন মেসার্স গ্রভার এণ্ড কাং অর্দ্ধ কোটী টাকায় সিন্ধিয়ার ষ্টেট রেলওয়ের কণ্ট্রাক্ট লইয়াছেন।

ইউরোপ।

ফ্রান্সে এক ব্যক্তি ছেঁড়া নেকড়া কুড়াইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে ৭ লক্ষ ফাঙ্ক মুদ্রা রাখিয়া মরিয়াছে। মরিবার পূর্ব্বে একজন উকীল ডাকিয়া উইল করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, কিন্তু উকীল না আসিতে আসিতে মরিয়া যায়। আইন মতে যে ব্যক্তি তাহার উত্তরাধিকারী সে আসিয়া তাহার মাটীর ভাঁড়, বিছানা ইত্যাদির মধ্য হইতে নোট, বিল, সোণারূপায় এই টাকা পাইয়াছে। ছেঁড়া কাঁথায় লোকে লাক টাকার স্বপ্ন দেখে, এ ব্যক্তি তাহা উপার্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু হায়! ভোগ করিতে পারিল না।

অষ্ট্রিয়া সম্রাট তুরুষ্কের শাসন সম্বন্ধে যেরূপ সংস্কারের প্রস্তাব করেন, সুলতান তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। বসনিয়া ও হার্জিগোবিনার বিদ্রোহিগণ বাধ্যতা স্বীকার করিলে তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন।

গত ১৬ ই ফেব্রুয়ারি বণিক্‌দলের প্রদত্ত এক ভোজস্থলে মার্কুইস অব সালিসবরী ভারতবর্ষের প্রশংসাবাদ করিয়া এক বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির উপর তাহার জীবন মৃত্যু নির্ভর করিতেছে। ভারতবর্ষই ইংলণ্ডের বিদেশ সম্বন্ধীয় পলিসির কেন্দ্র ভূমি।

বিবিধ।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন রেঙ্গুণ ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার বিচার শেষ হইয়াছে। প্রধান অপরাধী মোং বোয়ার ২১ বৎসর, আর ২ জনের ১৪ বৎসর, ৫।৬ মাস; অব্যাহতি প্রাপ্ত, ৫ জন ব্যতীত অবশিষ্টদিগের ১০ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বড় আন্দোলন চলিয়াছে।

ফতে সালাম নামক এক জাহাজ কলিকাতা হইতে সিলোনের উপকূলে পৌঁছিয়া জলমগ্ন হইয়াছে। তাহাতে ৫০ জন আরোহী ছিল, ২০ জন মাত্র বাঁচিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

নিম্ন লিখিত পরীক্ষার্থিগণ অনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, গুণানুসারে নাম সকল সজ্জিত হইয়াছে।

ইংরাজী সাহিত্য।

২ য় শ্রেণী।

দেবেন্দ্রনাথ রায়	পাটনা কলেজ
অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
গোবিন্দ চরণ	পাটনা ঐ
রঘুনাথ দাস	প্রেসিডেন্সী ঐ
হরিশ্চন্দ্র কর	ঐ
ইসমেল ডেবিড	বেনারস ঐ

৩য় শ্রেণী।

তিনকড়ী বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রেসিডেন্সী কলেজ

সংস্কৃত।

২য় শ্রেণী।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস	সংস্কৃত কলেজ
কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	ঐ

৩য় শ্রেণী।

কালীধন মুখোপাধ্যায়	সংস্কৃত কলেজ

ইতিহাস।

৩য় শ্রেণী।

রেবতীমোহন গুহ	ঢাকা কলেজ

গণিত।

২য় শ্রেণী।

নন্দকৃষ্ণ বসু	প্রেসিডেন্সী কলেজ
নীলকণ্ঠ বসু	ঐ

বিজ্ঞান।

২য় শ্রেণী।

সতীশচন্দ্র রায়	প্রেসিডেন্সী কলেজ
হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	ঐ

৩য় শ্রেণী।

অভয়াচরণ মিত্র	প্রেসিডেন্সী কলেজ
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা ফ্রি চর্চ ইনষ্টিটিউসন

নিম্ন লিখিত পরীক্ষার্থিগণ এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেনঃ—

বিপিনবিহারী দাস	শিক্ষক।
সুরেন্দ্রনাথ মতিলাল	কলিকাতা ফ্রি চর্চ ইনষ্টিটিউসন।
চারুচন্দ্র মিত্র	প্রেসিডেন্সী কলেজ
মুনসী লাল	দিল্লী কলেজ
কেদারনাথ রায়	ঢাকা কলেজ
কালীকুমার সেন	প্রেসিডেন্সী কলেজ
শ্রীরাম	কানিঙ কলেজ,লক্ষ্ণৌ জে সর্টরুক, অফিসিয়েটিঙ রেজিষ্ট্রার।

প্রেরিত।

বাঙ্গালিদিগের গৃহ মিলন।

ইংরাজগণ বঙ্গবাসীদিগকে অতিশয় ঘৃণা করেন, এবং পদে পদে অপমান করিতে ত্রুটি করেন না। পরস্পর সদ্ভাব না থাকাতে পরস্পরের সহিত মনোবাদ সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। যাহাতে এই অসদ্ভাব দূর হইয়া পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবের সঞ্চার হয়, অধুনাতন অনেক লোকেই তজ্জন্য সচেষ্টিত হইয়াছেন। উক্ত রূপ চেষ্টা অবশ্য ভাল বলিতে হইবে। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার বোধ হইতেছে। যে জাতির স্বজাতির সহিত সদ্ভাব নাই, প্রতিবাসীর সহিত সদ্ভাব নাই, ভ্রাতার সহিত সদ্ভাব নাই, এবং পিতা কিম্বা পুত্রের সহিত সদ্ভাব নাই, সে জাতির কি কখন এক নূতন জাতির সহিত সদ্ভাব হইতে পারে? কখনই না। যে জাতির মধ্যে গৃহ-বিচ্ছেদ সংসারের প্রাত্যহিক ঘটনা, যে জাতির মধ্যে তিনটী লোক লইয়া প্রতিক্ষণে দলাদলি হইতেছে; যে জাতির ভ্রাতাগণের সহিত মোকর্দ্দমা করা জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে জাতির ঈর্ষা রিপু সকল কার্য্যের প্রধান নেতা, যে জাতি আত্মীয় বন্ধুর উন্নতিতে যার পর নাই মনস্তাপ প্রাপ্ত হয়, এবং তাহাদের যাহাতে অনিষ্ট হয় কায়মনোবাক্যে তাহা করিতে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হয় না;

সে জাতির কখন ভিন্নমতাবলম্বী, ভিন্ন বেশধারী লোকের সহিত সদ্ভাব হইতে পারে না। যত দিন না আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব হইবে, তত দিন ইংরাজগণের সহিত সদ্ভাব কখনই হইবে না।, ইংরাজগণের সহিত আমাদিগের সদ্ভাব নাই তাহার এক প্রধান কারণ যে আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব নাই। আমরা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, আত্মীয়বন্ধু, প্রতিবাসী, এবং স্বদেশস্থ লোকের সহিত প্রতিক্ষণে অসদ্ব্যবহার করিতেছি। ইহাঁদিগকে প্রতিক্ষণে অপমান করিতেছি ইহাই দেখিয়া ইংরাজগণ আমাদিগের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতেছেন, শুদ্ধ কেবল ইহাই দেখিয়া তাঁহারা আমাদিগকে প্রতিক্ষণে পদে পদে অপমান করিতেছেন। তাঁহারা যদি দেখিতেন আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব আছে, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই আমাদিগের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতেন না, অসদ্ব্যবহার করিতে সাহসী হইতেন না। তাঁহারা যে দিন দেখিবেন আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছে, সেই দিনই হইতে তাঁহারা আর আমাদিগের সহিত অসদ্ব্যবহার করিবেন না, অসদ্ব্যবহার করিতে সাহসী হইবেন না। অতএব যাহাতে আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়, অগ্রে তাহাই আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইংরাজগণের সহিত আমাদিগের সদ্ভাব হওয়া যেরূপ অত্যাবশ্যক, আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব হওয়া ততোধিক আবশ্যক।

জনৈক সমাজবন্ধু।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ ই চৈত্র হইতে তিন দিবসের জন্য বাকইপুরের হিন্দুমেলা আরম্ভ হইবে। স্বদেশহিতৈষী মহোদয়গণ স্ব স্ব আয়ত্তাধীন স্থানের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া মেলার অষ্টম দিবস পূর্ব্বে বাকইপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়দিগের নামে কিম্বা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে প্রেরণ করিলে ঐ সকল বস্তু মেলাস্থলে পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট হইলে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে।

বাকইপুর
১০ ই ফাল্গুন
১২৮২ সাল

শ্রীনবগোপাল বসু
বাকইপুর হিন্দুমেলার অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক।

যৌবন সুহৃদ্।

যুবকগণের স্বাস্থ্য হানিকর কদভ্যাস নিবারণ বিষয়ক)

মূল্য ৷৹ আনা, মফস্বলে ডাকমাশুল ৵৹ আনা

প্রসাদ প্রসঙ্গ।

(রাম প্রসাদ সেনের জীবন চরিত সম্বলিত গীতাবলী)

মূল্য ৷৹ আনা, মফস্বলে ডাকমাশুল ৵৹ স্থ।

উপরি উক্ত পুস্তকদ্বয় হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে এবং কলিকাতা মির্জাপুর ষ্ট্রীট ১ নং মিত্র এণ্ড কোম্পানির পুস্তকালয়, ৩ নং ব্রাহ্ম নিকেতন, কলেজ স্কোয়ার ১২ নং ইণ্ডিয়ান হোমিওপাথিক ডিস্পেন্সরী এবং কলেজ ষ্ট্রীট ৫৫ নং কানিঙ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

নূতন প্রকাশিত।

চিত্তবিনোদিনী।

(সিপাহী বিদ্রোহ সম্বলিত উপন্যাস।)

গত আষাঢ়ের আর্য্যদর্শনে ইহার সমালোচনা দৃষ্ট হইবে। মূল্য ১।৹ টাকা, ডাকমাশুল ৶৹। হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে, পটলডাঙ্গা কানিং লাইব্রেরী ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত অনুবাদিত হইয়া শেষ নিম্নলিখিত ঠিকানায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য কমিসন বাদে ১৩৲ টাকা। ডাক মাশুল ১৸৶৹ আনা।

কলিকাতা,
বিডন ষ্ট্রীট ৬৬ নং শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিডন প্রেস,

টাকের মহৌষধ।

আমাদের নিকট টাকপড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে ইহার দ্বারা অনেক লোকের টাক সারিয়াছে। অল্পদিনের টাক ১৫।২০ দিনে ভাল হইয়াছে। অধিক দিনের হইলে কিছু অধিক কাল ব্যবহার করিতে হয়। মূল্য ২ আউন্স শিশি ১৲ টাকা। চিনাবাজার আরমানি গিরজার সম্মুখে শ্রীযুক্ত নরসিংহ প্রসাদ দত্তের দোকানে এবং আমাদের নিজ ডিস্পেন্সারিতে বিক্রয় হয়।

১৪ নং সংস্কৃত কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হিন্দু স্কুলের ঠিক সম্মুখে } মহলানবীশ। এবং কোং

মফঃস্বল এজেন্সি।

শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া কমিসন লওয়া যায়, কেবল পুস্তকাদি পাঠাইতে হইলে কমিসন লওয়া যায় না। কলিকাতা খরিদ দরে ডাকমাশুল দিয়া মফঃস্বলে বসিয়া পাইতে পারিবেন।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ১১ নং পুস্তকালয়।

গৌড়ীয় আদতত্ত্ব ১ম খণ্ড মূল্য ৴৲ টাকা উপরিউক্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

RIJU BRITTI
OR A COMPLETE KEY TO THE
RIJUPATHA
PART I.

ঋজুবৃত্তি।

প্রথম ভাগ।

অর্থাৎ

প্রথম ভাগ ঋজুপাঠের।

অন্বয়, কারক, সমাস, ধাতু, বাচ্য, কাল, তদ্ধিত, কৃদন্ত, প্রত্যয় এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজি অনুবাদ সম্বলিত

ব্যাখ্যা পুস্তক।

মূল্য ৷৹ আট আনা।

☞ কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটীর সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

বেঙ্গল নেটিব জয়েণ্ট ষ্টক কোং লিমিটেড।

এই জয়েণ্ট ষ্টকের অংশ গ্রহণের সময় পৌষের পরিবর্ত্তে আগামী চৈত্র পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ১১ নং বামাবোধিনী কার্য্যালয়, সোমপ্রকাশ কার্য্যালয় ওলাহোর ব্রাহ্মসমাজে অংশ গ্রহণেচ্ছুদিগের নাম প্রভৃতি গৃহীত হইবে।

শ্রী চিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

সৈরিন্ধ্রী নাটক।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়; ক্যানিং লাইব্রারি এবং নূতন ভারত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য ১ম খণ্ড এক টাকা ছিল ৸৹ আনা স্থির করা গেল। ২য় খণ্ড ৷৹ আনা মাত্র। বেঙ্গল থিয়েটারে সত্বর অভিনীত হইবে।

ন্যাসনেল কোম্পানীর ইণ্ডিয়ান হোমিওপেথিক মেডিকেল হল।

১২ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

আমাদের ফারমেসীতে মহাত্মা হানিমান হেরিং, জার, বেয়ার, হেম্পেল প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তাদিগের হোমিওপেথিক পুস্তক, ট্রাক্টস্, পেমফ্লেটস্ ও সমস্ত ঔষধের মাদার টিংচার, ডাইলিউসন, ট্রাইটুরেসন, ঔষধ পূর্ণ মেহগনী কাঠের বাক্স; ঔষধ প্রস্তুত জন্য ও শিশুদিগের খাদ্যোপযোগী সুগার অব মিল্ক (দুগ্ধ চিনি); হেনরি টার্ণারের উৎকৃষ্ট কডলিভার অইল, ও লিণ্ট প্রভৃতি যাবতীয় হোমিওপাথিক দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

এই কোম্পানিতে অংশীদার গ্রহণ করা যায়। প্রতি অংশের মূল্য ৫০ টাকা। অন্যান্য বিষয় ম্যানেজারের নিকট তত্ত্ব করিলে জানা যায়।

শ্রীশরৎ চন্দ্র দত্ত।
ম্যানেজার।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক … …	৬৲ টাকা	৭॥
" ষাণ্মাসিক … …	৩।৹ "	৪।৹
" ত্রৈমাসিক … …	২৲ "	২।৶৹
মাসিক … …	৸৹	৸৶৹
প্রতি সংখ্যা …	।৹	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতিপঙক্তি প্রথম তিন বার ৶৹ আনার হিসাবে, তাহার পর ৴১৹ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে পারে।

Printed and published by B. M. Ghose, *at the* East India Press, Harinabhi.

REGISTERED No. 65

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

৩য় ভাগ, ৪৫ শ সংখ্যা। | বঙ্গাব্দ ১২৮২—২১ এ ফাল্গুন শুক্রবার। ৩ রা মার্চ্চ—১৮৭৬। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭৷০ টাকা।

সূচী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকগণের প্রতি।

মফঃস্বল এবং কলিকাতাস্থ গ্রাহকগণের নিকট সবিনয় নিবেদন যে তাঁহারা ভারত-সংস্কারক সম্বন্ধীয় টাকা ও বৈষয়িক চিঠি পত্রাদি হরিনাভিতে না পাঠাইয়া কলিকাতা ১১ নং কলেজ স্কোয়ার আমার নিকট পাঠাইবেন। ভারত সংস্কারক পাইবার কোন গোলযোগ হইলেও সত্বর আমাকে অবগত করিবেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দেব
ভা, সং, কার্য্যাধ্যক্ষ।

সপ্তাহ।

আমরা বুঝিতে পারি না কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ক্রমে কঠিন হইতেছে, অথবা পরীক্ষার্থিগণের বুদ্ধি বিদ্যা ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। এ বৎসর বি এল ভিন্ন কোন পরীক্ষার ফলই সন্তোষকর হয় নাই। অনর পরীক্ষার কোন বিভাগে একটী ছাত্রও ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। এণ্ট্রান্সে ইংরাজী সাহিত্যে অসম্ভব সংখ্যক ছাত্র কেন উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, তাহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া নূতন ডিরেক্টর উড্রো সাহেব এক সারকুলার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়াছেন যেরূপ সামান্য অসাবধানতায় ছাত্রেরা অনুত্তীর্ণ হইয়াছেন, একদিনের শিক্ষায় তাহা দূর হইতে পারে। বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে সামান্য অসাবধানতা ধর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইত না। যাহাহউক অন্যান্য পরীক্ষার অসন্তোষকর ফলের কারণ প্রকাশ করাও কর্ত্তব্য।

রাজস্ব ঘটিত বিবাদ ভঞ্জন এবং কৃষকদিগের উপদ্রব নিবারণ বিল প্রণয়নার্থ সিলেক্ট কমিটীতে অনরেবল বেল, বাবু রামসঙ্কর সেন এবং মির মহম্মদ আলি অতিরিক্ত সভ্য হইয়াছেন।

রায় ধনপৎ সিং দুইটী সৎকার্য্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদ লাভ করিয়াছেন। প্রথম, ব্যাবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার্থ কলিকাতায় যে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে, তজ্জন্য ১৫০০ টাকা বর্ষে বর্ষে প্রদান করিবেন। দ্বিতীয়, রাণাঘাট হইতে ভগবান গোলা পর্য্যন্ত একটী লাইট রেলওয়ে নির্ম্মাণার্থ সমুদায় ব্যয় তিনি আপনা হইতে দিবেন।

ভারত সংস্কারক।

কলিকাতার নূতন মিউনিসিপাল বিল।

বিগত শনিবার উপরি উক্ত বিলটী অনুমোদিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তাহা পুনর্ব্বার বিবেচিত হইবার জন্য সিলেক্ট কমিটীর হস্তে সমর্পিত হইতেছে। এই বিল সম্বন্ধে কলিকাতার সাধারণ মত এক প্রকার সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় ৩টী আবেদন আসিয়াছে। প্রথম আবেদনটী ট্রেড্স এসোসিএসন হইতে, দ্বিতীয় আবেদন ব্রিটীষ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন হইতে এবং তৃতীয় আবেদন ইণ্ডিয়ান লিগ হইতে। কেবল চেম্বর অফ কমার্স এ পর্য্যন্ত কোন আবেদন পাঠান নাই। সকল আবেদনেই রেটপেয়ারদিগের দ্বারা সভ্য নির্ব্বাচনের অনুমোদন করা হইয়াছে। ট্রেড্স এসোসিএসন ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন এই সভ্য নির্ব্বাচন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিবার পক্ষে। হগ সাহেবের তাহা অভিপ্রেত নহে। তাঁহার মতে এই ক্ষমতা সর্ব্বতোভাবে রেট পেয়ারদিগের হস্তে অর্পিত হইলে হিন্দু ভিন্ন আর কেহই নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না, ইউরোপীয় ও মহম্মদীয় অংশ পরিত্যক্ত হইবে। তাঁহার মতে মিউনিসিপালিটীর হস্তে লোক নির্ব্বাচন ক্ষমতা অর্পিত হইলেই মিউ-

নিসিপালিটীর উপর গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। তিনি বলেন "যখন গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটীকে দেড় কোটী মুদ্রা ঋণ দিয়াছেন, তখন কেমন করিয়া মিউনিসিপালিটীর উপর এই তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারেন।"

এই নূতন সংশোধিত ৫৮ ধারার দ্বারা মিউনিসিপালিটীর উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। জষ্টিসদিগের সে দিনকার অধিবেশনে হগ সাহেব ও তাঁহার অনুবর্ত্তী দুই একজন অফিসিয়েল মেম্বর ব্যতীত আর কাহাকেও ইহার পক্ষসমর্থন করিতে দেখা যায় নাই। ডাক্তার ইওয়ার্ট এই ক্ষমতার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিলেন। বর্ত্তমান বিল সম্বন্ধে বর্ত্তমান জষ্টিসদিগের মত গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে "জষ্টিসদিগের দ্বারা সে দিন একটী কমিটী মনোনীত হয়। সেই কমিটী ব্যবহারাজীবদিগের পরামর্শ লইবেন এবং কয়েকটী লোক মনোনীত করিয়া তৎসমভিব্যাহারে এক খানি আবেদন প্রেরণ করিবেন। এই আবেদন সমর্থনার্থ একজন কৌন্সিল নিয়োজিত হইবেন, তিনি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইয়া বক্তব্য প্রকাশ করিবেন।"

ওয়াইম্যান সাহেব প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন এবং পাণ্ডুলিপির ৫৮ ধারায় অর্পিত ক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে তাহা স্থির হইলে পূর্ব্ব ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত না হওয়াই শ্রেয়। তিনি হগ সাহেবের উক্তির প্রতি আপত্তি করিয়া আরো বলিলেন যে ঋণদাতা বলিয়া গবর্ণমেণ্টের সমস্ত ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? পূর্ব্বাপর ঋণ শোধের জন্যত অগ্রেই বন্দোবস্ত হইয়া থাকে, তৎপরে অন্যান্য ব্যয় বিহিত হয়। সেই নিয়মানুসারে কার্য্য চলিবার বিধি হইলে গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

অনরেবল কৃষ্ণদাস পালও এই ঋণ শোধের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন যদি জষ্টিসেরা তাঁহাদের সাম্বৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাবে ঋণ পরিশোধের কোন উপায় অবলম্বন না করেন, গবর্ণমেণ্ট ত আইনের সাহায্য লইয়া হাইকোর্ট দ্বারা তাহার যথেষ্ট প্রতিবিধান করিতে পারেন।

সে দিনকার অধিবেশনে হগ সাহেবকে কিছু অপদস্থ হইতে হইয়াছে। ডাক্তার ইওয়ার্ট সাহেবের প্রস্তাবটী তাঁহার সম্পূর্ণ অনুমোদিত না হইলেও ধার্য্য হইয়াছে। তিনি ইওয়ার্ট সাহেবের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে জষ্টিসদিগকে বিলটী বিবেচনা করিবার অবকাশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সকল বক্তাই তাঁহার এ বাক্যের প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। বিল সম্বন্ধে জষ্টিসদিগকে কোন বক্তব্য প্রকাশ করিবার বাস্তবিকই সাবকাশ দেওয়া হয় নাই। জষ্টিসদিগের পূর্ব্ব অধিবেশনে কেবল ক্রফ্ট সাহেবের প্রস্তাবানুসারে বিগত বিশেষ অধিবেশনটী আহূত হয়।

কলিকাতার নূতন মিউনিসিপাল বিল সম্বন্ধে সাধারণ মত প্রকাশিত হইবার আর অপেক্ষা কি আছে? সমস্ত লোকে ও সংবাদপত্রে গবর্ণমেণ্টের আকাঙ্ক্ষিত ক্ষমতার প্রতিবাদ করিতেছেন। সকলেরই মত এই যে প্রস্তাবিত গঠনের বিশেষ পরিবর্ত্তন না হইলে তদ্দ্বারা মিউনিসিপালিটীর উন্নতি না হইয়া বরং অবনতি হইবে। মিউনিসিপালিটীকে আত্মশাসনের ক্ষমতা অর্পণ করিব অথচ নিজহস্তে সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখিব, গবর্ণমেণ্ট এই পরস্পর বিষম্বাদী পণ কেমন করিয়া রক্ষা করিবেন? গবর্ণমেণ্ট আশঙ্কা করিতেছেন যে মিউনিসিপালিটীর হস্তে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিলে, তাহা পদে পদে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ের প্রতিরোধী হইবে। নগরবাসীদের রাজভক্তির উপর গবর্ণমেণ্টের এ আশঙ্কা কেন? যদি যথার্থই ভাবী বন্দোবস্তের জষ্টিসদিগকে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ের নিয়ত প্রতিরোধ করিতে দেখা যায়, তাঁহাদিগকে শাসন করা গবর্ণমেণ্টের কতক্ষণের কার্য্য? আর একটী নূতন বিল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়া যথাবিধানে ব্যবস্থাপন করিতে গবর্ণমেণ্টের কতদিন লাগিবে? গবর্ণমেণ্টত সকল ক্ষমতাই আপনার হস্তে রাখিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট রেট বৃদ্ধি করিবেন, গবর্ণমেণ্ট ব্যয় বৃদ্ধি করিবেন, গবর্ণমেণ্ট চেয়ারম্যান নিয়োগ করিবেন, সভ্য শ্রেণীর তিন ভাগের দুই ভাগ লোক সে ব্যক্তিকে পদচ্যুত করিবার অভিপ্রায় করিলেও গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ভিন্ন সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটীর তিন ভাগের একভাগ সভ্য স্বয়ং মনোনয়ন করিবেন। গবর্ণমেণ্ট আপন প্রদত্ত ঋণ আদায়ের বন্দোবস্ত করুন ক্ষতি নাই, পুলিস রক্ষার বন্দোবস্ত করুন আপত্তি নাই। কিন্তু সকল বিষয়েই তাঁহার হস্তক্ষেপ কেন? সার রিচার্ড টেম্পল একজন অধীন কর্ম্মচারীর অনুরোধে এতবড় প্রবল সাধারণ মত কি অবহেলা করিবেন? দেখা যাউক কি হয়। যখন বিলটী সিলেক্ট কমিটী ও ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা পুনর্ব্বার বিবেচিত হইতেছে, তখন অবশ্য অনেক আশা আছে। সাধারণ মতের অনুরোধে যখন এতদূর হইল,

তখন আরও অনেক দূর হইতে পারে। এখন আন্দোলন যেন স্থগিত না হয়, ইহাই প্রার্থনীয়।

নাট্যশালা শাসন বিধি।

কয়েক বৎসরের মধ্যে এ দেশে নাটকের যেমন ছড়াছড়ি হইয়াছে, নাট্যশালারও তেমনি ছড়াছড়ি দেখা যাইতেছে। সহরের ন্যায় পল্লীগ্রামেও নাট্যশালা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং অভিনেতৃগণ বহু দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিয়া অভিনয় প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। বস্তুতঃ নাটক অভিনয় এ দেশের প্রাচীন যাত্রার স্থল অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আমরা দেশীয় সকল রীতিনীতির সংস্কার দেখিতে চাই, সেই জন্য নাটকের উৎসাহদানে পরাঙ্মুখ নই। আমাদিগের আশা এই, যে প্রাচীন যাত্রার মধ্যে যে সকল অভাব ও কুরুচি আছে, ইহাদ্বারা তাহা পূর্ণ ও সংশোধিত হইবে। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে, আমাদিগের আশা অদ্যাপি পূর্ণ হইতেছে না। আমরা চাই, প্রথমতঃ মার্জিত রুচিসম্পন্ন সুবিজ্ঞ লোকদিগের হস্তে নাট্যশালার অধ্যক্ষতা ভার থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ রীতিমত শিক্ষিত ও নাটক ব্যবসায়ে দীক্ষিত কতকগুলি অভিনেতা নিযুক্ত থাকিবে। তৃতীয়তঃ দেশহিতকর অথচ ভদ্ররুচিসঙ্গত নাটক সকলের অভিনয় হইবে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি পদে পদে ইহার বৈপরীত্যাচরণ হইতেছে। অনেক স্থলে অবিবেকী যুবকগণ নাট্যশালার অধ্যক্ষ, আমোদই তাঁহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য। ভদ্রতা ও ধর্ম্মনীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়াও যদি আমোদ যোগান যায়, তাহাতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। আর বিদ্যালয়ত্যাগী 'বখাটে' বালকগণ বা দুশ্চরিত্র মদ্যপায়ী যুবকগণ নাট্যালয়ের অভিনেতা। সমবয়স্ক ইয়ার সকলে মিলিয়া অন্য ৫টা আমোদের ন্যায় ইহাও একটা, এইটী কেবল তাহারা জানে। নীতিবন্ধন যত রক্ষা হউক না হউক, স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া অভিনয় করিবার জন্য তাহাদিগের একান্ত আন্তরিক বাসনা। এইরূপে অভিনয়ার্থী হইয়া অনেক বালক ও যুবকের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে বলা বাহুল্য। নাটকও আবার এমন বিষয় নাই যাহা অবলম্বন করিয়া রচিত হইতেছে না। অতি ইতর, অতি অশ্লীল ও সমাজের অত্যন্ত হানিকর বিষয়ও বাদ যায় না। এইরূপে নাট্যশালার অধ্যক্ষ, অভিনেতা ও অভিনেয় নাটকের দোষে নাট্যাভিনয় স্থলবিশেষে যাত্রা অপেক্ষাও জঘন্য এবং অপরুচিকর হইতেছে। ক্রমে যথেচ্ছাচারিতার যত প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইতেছে, ততই দূষিত ভাব ও অপরুচির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। আমরা মনে করিয়াছিলাম, নাট্যশালার অধ্যক্ষেরা দৃঢ়তর নিয়ম প্রণালী সংস্থাপন পূর্ব্বক নাট্যশালার অপব্যবহারের পথ অবরোধ করিবেন অথবা সামাজিক শাসন প্রবল হইয়া কদাচার নিবারণ করিবে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এটী এখনও দূরের কথা, আমাদিগের আত্মশাসন শিক্ষার এখনও বহু বিলম্ব আছে। যাহাহউক আমরা আপনাদিগকে শাসন করিতে পারি আর না পারি, আমাদিগের শাসন করিবার লোক আছে। ভদ্রতা ও সদ্বিবেচনার সীমা অতিক্রম করিলে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে ছাড়িবার পাত্র নহেন। গত মঙ্গলবার ইণ্ডিয়া গেজেটের অতিরিক্ত পত্রে গ্লানি, বিদ্রোহ ও অশ্লীলতা সূচক নাটকের প্রতিষেধ বিষয়ক এক আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই,

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নাটকাভিনয় সম্বন্ধে আদেশ প্রচারের পর যে কোন ব্যক্তি (১) নিষিদ্ধ বা তদনুরূপ নাটকের কোন অংশ অভিনয় করিবে, (২) কোনরূপে অভিনয়ের সাহায্য করিবে, (৩) অভিনয় কালে কিঞ্চিৎ ক্ষণের জন্যও দর্শক হইবে; (৪) গৃহ, কুঠারী বা স্থানের স্বত্বাধিকারী, নিবাসী বা ব্যবহারকারী হইয়া অভিনয়ার্থ তাহা ব্যবহৃত হইতে দিবে, মাজিষ্ট্রেটের নিকট দোষ সপ্রমাণ হইলে তাহার ৩ মাস মেয়াদ, জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে। রাজপ্রতিনিধি যে মাসে এ বিষয়ে এক নূতন আইনজারী করিবেন।

এ দেশের মহাপুরুষদিগের লক্ষণ এই, তাঁহারা অল্পে কোন বিষয় ছাড়িবার পাত্র নহেন। কিরূপ কার্য্যের পরিণাম কিরূপ, তাহাও চিন্তা করিতে অসমর্থ। তাঁহারা সচ্ছন্দে স্বাধীন ভাবে নাটকাভিনয় করিয়া আমোদ লাভ করিতেছিলেন, কে তাহাতে বাধা দিয়াছিল? এখন ইংরাজ রাজ্যে বাস করিয়া অভিনয় স্থলে ইংরাজ রাজত্বের বিরুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করা হইবে, যুবরাজকে জঘন্য ভাবে প্রদর্শন করা হইবে, গবর্ণমেণ্টের কথা দূরে থাকুক, ভদ্ররুচি সম্পন্ন কোন ব্যক্তিরই ইহা সহ্য হইতে পারে না। বঙ্গ নাট্যসমাজের অধিনায়ক হইতে গিয়া যাঁহারা নাট্য সমাজকে এইরূপে ঘৃণিত, অপমানিত ও দণ্ডার্হ করিলেন, তাঁহারা বাস্তবিকই সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ। যাহাহউক রাজবিধি দ্বারা নাট্যশালার উন্নতির কথঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইলেও আমরা ইহা আপাততঃ দেশের পক্ষে কল্যানকর জ্ঞান করিব। পরগ্লানি, অশ্লীলতা ও মদোন্মত্ততা অভিনয়স্থল হইতে অপনীত হইলে তাহার বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হইবে, সমাজেরও কল্যান হইবে। যাঁহারা নাট্যসমাজের অধ্যক্ষ, তাঁহারা এখন রাজদ্বারে উপনীত না হইয়া মানে মানে আপনাদিগের ত্রুটি সংশোধনের বিহিত উপায় অবলম্বন করেন, এই আমাদিগের অনুরোধ।

---

২৪ পরগণার রোডসেস কমিটী ও সুন্দর বনের রাস্তা।

গবর্ণমেন্ট দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামের রাস্তা ও জলপথের সুবিধার জন্যে পথকর গ্রহণ করেন। এই পথকর সামান্যতম প্রজারও অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে। আয়কর প্রভৃতি যত প্রকার করের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কিছুই ইহার ন্যায় দরিদ্রপীড়ক নহে। এই জন্যে রোডসেস হইতে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে, তাহার সুশৃঙ্খলার জন্য প্রতি জেলায় কতকগুলি জমীদার ও ভদ্রলোক লইয়া এক একটী কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। মেম্বরগণ মফঃস্বলের রাস্তা ও জলপথের অবস্থা বিশেষ করিয়া জ্ঞাত হইয়া কমিটীতে প্রস্তাব করিবেন; কমিটী সেই প্রস্তাবের যথাযথ বিচার করিয়া যথার্থ মীমাংসা পূর্ব্বক কার্য্য করিবেন। কিন্তু মেম্বরগণ যদি সাধারণের হিতকর ও সুবিধাজনক প্রস্তাব না করিয়া কেবল ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থসাধক ও অনর্থক বহু-ব্যয়সাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে রোডসেসকে অত্যাচারের পেষণযন্ত্র ভিন্ন আর কি বলিব? অদ্য আমরা ২৪ পরগণার রোডসেস কমিটীর একটী অবিবেচোচিত ও ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ পরিপোষক কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য ও দুঃখিত অন্তরে লেখনী ধারণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

২৪ পরগণার রোডসেস কমিটীর কতিপয় মেম্বর সুন্দর বনের ভিতর রাস্তা নাই ও তন্নিবন্ধন করদাতা দুঃখী প্রজাগণের দারুণ ক্লেশ হইতেছে ভণিতা করিয়া একটী রাস্তা করিবার প্রস্তাব করেন। কমিটী সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া মেম্বরগণের অনুমোদনানুসারে কুল্পী রোডের পার্শ্ববর্ত্তী বারাশত গ্রাম হইতে সুবিখ্যাত অনরেবল বাবু দিগম্বর মিত্র সি, এস, আই মহাশয়ের আবাদ মহিষমারী পর্য্যন্ত একটী সুপ্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করা অবধারিত করেন। শুনিয়াছি এই রাস্তার জন্যে ১৪ হাজার টাকা খরচ হইবে অনুমিত হইয়াছে এবং ইহার জন্য ভূমি ক্রয়ার্থ আরো ৪। ৫০ হাজার টাকা প্রদত্ত হইবে, স্থির হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণের দেখা উচিত এ রাস্তা দ্বারা সুন্দর বনের দুঃখী প্রজাগণের কোন উপকার আছে কি না?

সুন্দরবন একটী বৃহদায়তন স্থান, আজিও অনেক অংশ নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে কতকগুলি করিয়া লোক বাস করে এবং জমীদারের প্রবল অত্যাচারে হউক বা খাজনা দিবার ভয়ে হউক সকল সময় এ আবাদ হইতে আবাদান্তরে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করে। বিশেষতঃ এই সকল প্রজার গমনাগমনের সুবিধার জন্যে গবর্ণমেণ্টের সরকারী ও জমীদারের প্রদত্ত ভেড়ী আছে। সেই সকল উপায়ে তাহাদিগের গমনাগমনের প্রয়োজন সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্বীকার করি সে সমস্ত ভেড়ীর উপর দিয়া বগী, ফেটিং প্রভৃতি যান সকল গমনাগমন করিতে পারে না। কিন্তু তজ্জন্য আবাদ সমূহে ধনী জমীদার কয়েক জন ভিন্ন আর কাহাকেও ক্লেশ পাইতে হয় না; এবং সে ক্লেশ বৎসরান্তে এক বারের অধিক ভোগ করিতে হয় না—কেহ ২। ৪। ৫ বৎসরান্তে সুন্দর বনের জমীদারী দেখিতে যান। প্রজাগণের মধ্যে কাহারো এমন অবস্থা হয় নাই, যে যানারোহণ ভিন্ন গতিবিধি করিতে পারে না, সুতরাং তদুপযোগী প্রশস্ত রাস্তারও তাহাদের প্রয়োজন নাই। উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল তাহাতে সকলের নিকট প্রতিপন্ন হইবে, যে সুন্দর বনের ভিতর সুপ্রশস্ত রাস্তার অভাবে কয়েকটী জমীদার ভিন্ন আর কাহাকেও ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা নাই। জমীদার কয়েক জনকে ক্লেশ পাইতেই বা হইবে কেন? বিদ্যাধরী, পিয়ালী নদীযোগে সুন্দর বনের বহুতর স্থান সুগম হইয়াছে। সত্য বটে সুন্দরবন জাত কাষ্ঠ ধান্য প্রভৃতি দ্রব্যজাত স্থানান্তরে নীত হওয়া আবশ্যক,কিন্তু রাস্তার অভাবে তজ্জন্য ক্লেশ পাইতে হয় না। বলদ দ্বারা ধান্যাদি ভেড়ীর উপর দিয়া সকল সময় বহনাবহন হইয়া থাকে, মাঘ ফাল্গুন মাস হইতে বর্ষার আগমন পর্য্যন্ত ধান্যক্ষেত্র সমূহের উপর দিয়া ও খালের বাঁধ অবলম্বন করিয়া গরুর গাড়ী সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিয়া থাকে। বর্ষা ও শীত কালে সে সুবিধা নাই বটে, কিন্তু নদীপথে নৌকাদি ভিন্ন ডোঙ্গা ও ক্ষুদ্র পান্সী যোগে জলমগ্ন সমস্ত ধান্যক্ষেত্রের উপর ও ভেড়ী খাই দিয়া সর্ব্বত্র অতি সহজ ও সুন্দর উপায়ে এবং অল্প ব্যয়ে সমস্ত দ্রব্যজাত নীত হইয়া থাকে।

প্রস্তাবিত রাস্তা দ্বারা কেবল দিগম্বর বাবুরই উপকার হইবে এ কথা আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি, দিগম্বর বাবুর আবাদ মহিষমারী গ্রামে শতাধিক প্রজা বসতি করে কি না সন্দেহ স্থল। সঙ্কল্পিত রাস্তাটীর আশপাশে ক্ষুদ্র ২ কয়েক খানি গ্রাম আছে বটে, কিন্তু তাহারা এ রাস্তা চাহে না এবং এ রাস্তা হইতে তাদৃশ কোন উপকার প্রত্যাশা করে না। সেই কয়েক খানি গ্রামে তিন চারি শতের অধিক বসতি হইবে না। এখন সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে জেলার চারি পাঁচ শত ঘর প্রজার জন্যে প্রায় বিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করা যুক্তি সঙ্গত হয় কি না?

মহিষমারিতে প্রজাগণের রাস্তার প্রয়োজন কি? মহিষমারীর পার্শ্বদেশ দিয়া পিয়ালী নদী প্রবাহিত আছে, তদ্দ্বারা জলপথের সমূহ উপায় রহিয়াছে।

জমিদারী ও সরকারী ভেড়ীর সাহায্যে তত্রত্য প্রজারা জয়নগর মিত্রগঞ্জে ও গোঁড়ের হাটে, অনায়াসে গমনাগমন করিতেছে। মহিষমারীর অতি সন্নিকটে সূর্য্যপুর হইতে "ঢোসা" পর্য্যন্ত লোকাল ফণ্ড নির্ম্মিত যানগমনোপযোগী সুপ্রশস্ত রাস্তা আছে। মহিষমারী হইতে "ঢোঁসা" ২।৩ ক্রোশ মাত্র হইবে। ভেড়ী পথ দিয়া মহিষমারীর প্রজারা "ঢোঁসা ও গাববেড়িয়ার" হাটে গমনাগমন করিয়া থাকে এবং এই লোকাল ফণ্ডের রাস্তা দিয়া সূর্য্যপুর ও বারুইপুর প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিয়া থাকে। দিগম্বর বাবুকে যদি যানোপযোগী রাস্তা দেওয়া কমিটীর নিতান্ত অভিপ্রায় হইয়া থাকে, লোকালফণ্ডের নির্ম্মিত "ঢোঁসার" রাস্তা মহিষমারী পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিউন। তাহাতে অনেক অল্প ব্যয়ে সূর্য্যপুর হইতে মহিষমারী পর্য্যন্ত একটী সুপ্রশস্ত রাস্তা হইবে। যেস্থান হইতে প্রস্তাবিত রাস্তা হইবার সঙ্কল্প হইয়াছে, সেই বারাশত গ্রাম সূর্য্যপুর হইতে দুই ক্রোশ হইবে। যখন সূর্য্যপুর হইতে মহিষমারীর সন্নিকট "ঢোঁসা" গ্রাম পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাস্তা আছে, তখন সেই রাস্তা মহিষমারী পর্য্যন্ত প্রসারণ না করিয়া সূর্য্যপুর হইতে দুই ক্রোশ অন্তর বারাশত হইতে একটী বহুব্যয় সাধ্য নূতন রাস্তা করিবার প্রস্তাব হইল কেন? আমরা এই ব্যাপারে কেবল যে, ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ বা পক্ষসাধনেচ্ছা দেখিতেছি তাহা নহে, এই ব্যাপারে কমিটীর স্থানীয় ঘোর অজ্ঞতাও প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটী যদি অরণ্যগ্রাসিত বা অরণ্যমুক্ত সুন্দর বন ও দক্ষিণাঞ্চলের প্রতি দয়ালু হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিশেষ বিজ্ঞতা ও স্থানীয় অভাবজ্ঞতার সহিত কার্য্য করিলে ভাল হইত এবং প্রজাগণের হৃদয় কমিটীর দ্বারা উপকার হইল ভাবিয়া শান্ত হইত। রোডসেস কমিটী যদি সুন্দর বন ও দক্ষিণাঞ্চলের মঙ্গলেচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাদের কয়েকটী প্রস্তাবে মনোযোগী হউনঃ—

(১) সুন্দর বনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আবাদে গবর্ণমেণ্ট ও জমীদারী ভেড়ীর সঙ্গে যোগ রাখিয়া ভেড়ীর মত অল্প পরিসর রাস্তা করিয়া দিলে সর্ব্বতোভাবে উপকার হইবে। এই বিংশতি সহস্র টাকা দ্বারা সুন্দর বনের গমনাগমনের যথেষ্ট সাহায্য ও সুবিধা হইবে এবং এই সকল রাস্তা অবলম্বন করিয়া বলদ বাহনে ধান্যাদির 'বাণিজ্য'ও চলিতে পারিবে।

(২) টালিগঞ্জের খাল হইতে যে স্রোত মগরার ভিতর দিয়া আসিয়া জয়নগরে মিলিয়াছে তাহা নৌকাদিগমনোপযোগী প্রশস্ত করিয়া সুন্দরবনের মধ্য দিয়া হুগলী নদীর মুখে মন্ত্রেশ্বর নদের সঙ্গে মিলাইয়া দিউন। দক্ষিণ অঞ্চল ও সুন্দরবন আতপ চাউল, কাষ্ঠ, পাটের বাণিজ্যের নিমিত্ত বিখ্যাত। ইহাতেও যথেষ্টরূপে স্থায়ী আয়ের সম্ভাবনা আছে।

(৩) অনেক দিনের পুরাতন কুম্পী রোড বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত পাকা হইয়া বহুকাল অবহেলিত রহিয়াছে। এই রাস্তায় সর্ব্বদা অশ্ব ও গোযানাদির গতিবিধি হইয়া থাকে এবং যথেষ্ট "ট্রাফিক" আছে। কমিটী এই প্রয়োজনীয় রাস্তা কেন অবহেলা করিয়া ফেলিয়া রাখেন? কমিটীর হস্তে যদি অর্থ থাকে তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে এই রাস্তার প্রতি মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

উপসংহার স্থলে বক্তব্য এই যে, বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমাদের প্রস্তাবে উপযুক্ত মনোযোগ অর্পণ করেন। মহিষমারীর রাস্তাটী প্রস্তুত হইতে চলিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, স্থানীয় মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ মহিম বাবুকে একটী কথাও জিজ্ঞাসা করা হইল না। কমিটী কি আলীপুরের কালেক্টরির ঘরে বসিয়া ধ্যানযোগে জেলার সমগ্র অভাব অবগত হন? না দুই একজন স্বার্থান্বেষী সভ্যের চিত্ত বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করেন? ব্যক্তি বিশেষের প্রভাব দ্বারা নীত হইয়া কমিটী যদি সাধারণের অর্থের এইরূপই সার্থকতা করিয়া থাকেন, তাহাহইলে আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি তাঁহারা সাধারণের বিশ্বাসস্থল হইবার উপযুক্ত নহেন এবং বহু কষ্টের ধন "রথ্যাকর" করদাতাদিগের অতি অল্প উপকারে আসিবে। অন্যান্য জেলায় কি এই রূপ প্রভাবচক্রে রোডসেস কমিটীর কার্য্য চলিয়া থাকে? যদি তাহাই হয় রোডসেস উঠিয়া যাওয়া শ্রেয়স্কর। আমরা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম দিগম্বর বাবুই রাস্তার ভূমি ক্রয় করিয়া দিবেন, কিন্তু গত পূর্ব্ব শনিবারের অধিবেশনে নাকি কমিটী সে ভার দরিদ্রের রক্ত রোডসেস ফণ্ডের উপর সমর্পণ করিয়াছেন। ইহাও কি প্রভাবচক্রের গুণে হইয়াছে?

জে বি রবার্টস্ সাহেবের পদচ্যুতি।

কলিকাতার সুবিখ্যাত জে, বি রবার্ট সাহেব ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া, সার রিচার্ড টেম্পল তাঁহাকে কার্য্য হইতে অবসর দেন। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, টেম্পল সাহেবের এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার নিকট একখানি আবেদন প্রেরিত হইয়াছে। সেই আবেদনে কলিকাতার বড় বড় বণিকেরা নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। ৫৫ বৎসরের নিয়ম অখণ্ডনীয় নহে। প্রয়োজন হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উহার অন্যথা করিতে পারেন। এই ক্ষমতা থাকাতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অনেক সময় এ নিয়মের অন্যথা করিয়াছেন। এখন রবার্ট সাহেবের পক্ষে সে নিয়মের অন্যথা করা না হইবে কেন? যদি কোন ব্যক্তির এই অনুগ্রহের উপর দাবি থাকে, রবার্ট সাহেবের তাহা সম্পূর্ণরূপে আছে। তিনি যেরূপ কার্য্যদক্ষ, সেইরূপ স্বাধীনচিত্ত। কলিকাতার সমস্ত লোক তাঁহার এই গুণে বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাকে সে অনুগ্রহ দান না করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি যে কেবল নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয় তাহা নহে, তাঁহাকে স্পষ্টতঃ অপমান করা হয়। কলিকাতার মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্যে বহুকাল অনেকের স্মরণপথে জাগ্রৎ থাকিবে, মিউনিসিপালিটীর জন্যই তিনি গবর্ণমেণ্টের বিষনয়নে পড়েন। অন্যান্য রাজকীয় জষ্টিসদের মত তিনি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত সকল কার্য্যের অনুমোদন করিয়া যাইতে পারেন নাই। ন্যায় ও প্রজাহিতৈষণার অনুরোধে তাঁহাকে অনেক সময়ে নির্ভীক চিত্তে ও স্বাধীনভাবে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত পথ পরিত্যাগ করিয়া বিবেকের অনুমোদিত পথে বিচরণ করিতে হইয়াছে। সেই জন্যই তিনি কাম্বেল সাহেবের চক্রে পড়িয়া সামান্য কারণে কলিকাতার মাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে অপসারিত হন; সেই জন্যই কি তাঁহার প্রতি প্রত্যাশিত অনুগ্রহ বিতরণে সার রিচার্ড পরাঙ্মুখ হইয়াছেন? লোকে এখন সেই সন্দেহই করিতেছে। লোকে বলিতেছে যে রবার্টস্ সাহেবের স্বাধীনচিত্ততা ও নির্ভীকতা, গবর্ণমেণ্টের চক্ষুশূল হইয়াছিল, সুতরাং আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে বিদায় দিয়া গবর্ণমেণ্ট আপনাকে মুক্তভার মনে করিতেছেন। এরূপ আশঙ্কার মূলে সত্য থাকুক আর নাই থাকুক, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রবার্টস্ সাহেবের প্রতি অনুগ্রহ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কার্য্যে রাখিতে পারিলে সার রিচার্ডের সুখ্যাতির বিষয় হইত। অন্ততঃ তাঁহার উপর কোন সন্দেহই আরোপিত হইতে পারিত না। যাহা হউক সার রিচার্ড সে সুযোগ হারাইয়াছেন। এখন রবার্টস্ সাহেব সম্বন্ধে যে আবেদন অর্পিত হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করিলেও তিনি এখন কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ব্ব ত্রুটি ক্ষালন করিতে পারেন।

কলিকাতার রেটপেয়ারগণ রবার্টস্ সাহেবের নিকট বিশেষরূপে ঋণী আছেন সন্দেহ নাই। তাঁহারাও এই সময়ে একবাক্য হইয়া গবর্ণমেণ্টকে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করুন্। তাঁহাদের সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে কেবল তাহাদের হিত চেষ্টা করিতে গিয়াই রবার্টস্ সাহেবকে এই সকল দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে। এ সময় তাঁহারা মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলে যার পর নাই অকৃতজ্ঞ বলিয়া আখ্যাত হইবেন।

প্রাপ্ত।

মুঙ্গেরস্থ সংবাদদাতার পত্র।

১। গত ১৫ ই ফেব্রুয়ারি তারিখ রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় মুঙ্গের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রলাল বাগচী বি, এ, মহাশয় সাধারণের কৌতূহল নিবারণ ও বিজ্ঞান চর্চ্চার সদুৎসাহ সম্বর্দ্ধনার্থ তাড়িত বিজ্ঞান বিষয়িণী একটী ইংরাজি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যন্ত্রাদি দ্বারা স্বীয় পরীক্ষাসিদ্ধ বিদ্যুতীয় প্রক্রিয়াগুলি প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগের অবশ্যম্ভাবিত্ব বিষয়ের ব্যাখ্যা করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এ প্রদেশে বিজ্ঞানানুসন্ধায়ী লোকের সম্পূর্ণাভাব বলিলেও হয়, অগত্যা কাহারও নিকট স্বাভিপ্রেত সাধনোপযোগী যন্ত্রাদি প্রাপ্ত হয়েন নাই; এজন্য অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় ও এক জন ইংরাজের নিকট হইতে কতিপয় যন্ত্র লইয়া এবং নিজব্যয়ে ও পরিশ্রমে যথাবৎ আয়োজন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন। কিন্তু কার্য্যারম্ভ করিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আবার একটী প্রধান যন্ত্র ভগ্ন হওয়ায় তিনি সাধারণের আশা ও কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেন না, অগত্যা মনের ক্লেশ মনেই নিবারণ করিলেন। কিন্তু তিনি যে অন্যান্য ২।৪ টী প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিলেন, তাহাতেই তাঁহার বিজ্ঞানালোচনার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি যেরূপ উৎসাহের সহিত এতৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমি তাঁহাকে শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। তিনি যে বিজ্ঞানোন্নতি দ্বারা বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে সাহসী হইয়াছেন, এজন্য তিনি অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য ব'লতে হইবে।

২। মুঙ্গেরে অকস্মাৎ শীতের তিরোভাব বশতঃ বসন্ত রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। এ প্রদেশে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর যেরূপ শীতের প্রাদুর্ভাব হইত, এবার তদনুরূপ অনুভূত হয় নাই, কয়েক মাসের মধ্যে ২।৪ দিন মাত্র বাতানুগত শীতের তীব্রতা অনুভব করিয়াছিলাম। এতদ্দেশ জল বায়ুর অবস্থাভিজ্ঞগণ কহিতেছেন, যে এতৎ প্রদেশে ঋতু সকলের প্রভাব ক্রমশঃ খর্ব্ব হওয়ায় পূর্ব্বকার অপেক্ষা রোগ সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

৩। ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখের ভারতসংস্কারকে যে "নীতিশিক্ষা" শীর্ষক প্রস্তাবটী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার উপসংহার ভাগে জামালপুর সুনীতি সঞ্চারিণী সভার কার্য্য প্রবাহ রুদ্ধ হইবার কথাও প্রকটিত থাকে। সেই প্রস্তাবটী তত্রত্য বিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যক্ষ মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাঠ করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহিণী সভায় অন্যান্য অধ্যক্ষ ও সম্পাদক মহাশয়ের নিকট বালকগণের "সুনীতি সঞ্চারিণী" নাম্নী সভার কার্য্যাবরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা সকলেই এতৎ সভার আবশ্যকতা বিচার করিয়া সভা পুনরুত্তেজিত হইতে পারে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। শ্যামাচরণ বাবুর উৎসাহ দর্শনে আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। লোকমুখে শ্রুত হইলাম যে বালকগণ সভার সভ্য হইলে অতিশয় "জেঠা" হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় কোন কোন অধ্যক্ষ না কি ইতি পূর্ব্বে এতৎ সভার অপ্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে "জেঠামি" নীতি শিক্ষার ফল, কি নীতি শিক্ষা নিবৃত্তির ফল? বালকগণ নীতি শিক্ষা লাভ করিয়া সুশীল হইলে তাঁহারা কি তাহার অমৃতময় ফল লাভে বঞ্চিত হইবেন? বর্ত্তমান শতাব্দীতে অনেক পিতামাতা যে তাঁহাদের কুপুত্রের দুশ্চরিত্রতা ও অবাধ্যতা জন্য অশেষ মনঃক্লেশে কালহরণ করিতেছেন, শৈশবাবস্থায় সন্তানগণকে সুনীতি শিক্ষা প্রদান না করাই কি তাহার প্রধান কারণ নহে? পুত্র পিতামাতার সহিত কি অচ্ছেদ্য নৈসর্গিক নিয়ম সূত্রে

আবদ্ধ, যদি বাল্যকালেই হৃদয়ঙ্গম করত যথাবৎ ধার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে সে কি আজ কেবল স্ত্রী পুত্র দিতে একান্ত আসক্ত হইয়া সহায়সম্পত্তিহীন বৃদ্ধ পিতামাতাকে পরিহার করিতে পারিত? যদি কোন ব্যক্তি একটী সুমধুর কণ্টকী ফলের বীজ বপন করিয়া তদুৎপন্ন বৃক্ষের রসাল ফলভোগের বাসনা করেন, তবে তিনি যেন সেই বীজটী নিজ অধিকৃত ভূমিতে বপন করিতে বিস্মৃত না হয়েন, কেন না অস্বাধিকৃত ক্ষেত্রোৎপন্ন বৃক্ষের ফলাশা করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। তদ্রূপ যদি প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের নিকট, পিতৃমাতৃ ভক্তি, শ্রদ্ধা, সদাচার, সৌজন্য, সম্মান, আনুকূল্য প্রভৃতির প্রত্যাশা করেন, তবে তাহাকে স্বাধিকারায়ত্ত ভূখণ্ড সদৃশ নীতি শিক্ষার সহিত বিদ্যাশিক্ষা দান করুন, নতুবা কেবল পুত্রকে এম এ, বি এল, ব্যারিষ্টার, সিবিলিয়ান করিলে কি হইবে? পুত্র বিদ্যাশালী, ধনশালী, হইবে, সাধারণের নিকট "বড়লোক" হইয়া যশস্বী হইবে, বিদেশে আলবোলায় ধূমপান করিবে; আর মলিন বেশধারী পিতা তথায় গমন করিলে "বাড়ীর গুরুমহাশয়" বলিয়া পরিচয় দিবে!

৪। বেহার বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়ক ক্রফ্ট সাহেব মুঙ্গেরে আসিয়া অত্রস্থ রাজকীয় বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষকের নিকট এতদ্বিদ্যালয়কে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় (High School) করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত শিক্ষক মহাশয় এতদ্দেশীয়গণের ইংরাজি শিক্ষায় এখনও ততদূর উৎসাহ হয় নাই বলিয়া তদ্বিষয়ের অনুমোদন করিতে পারিলেন না। ভাগলপুরস্থ বিদ্যালয়টী উচ্চ শ্রেণীর হইলে হইতে পারে।

৫। ২০ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে জামালপুরস্থ প্রধান প্রধান কতিপয় বাঙ্গালী ভদ্র মহোদয় একটী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। তথায় দেশীয় ও বিলাতীয় সংবাদ পত্রাদি ও উত্তমোত্তম গ্রন্থাদি পাঠেচ্ছু মহোদয়গণ উপস্থিত হইয়া প্রত্যহ অপরাহ্ণ বেলা ৫ টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত স্ব স্ব কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিবেন, ইহাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এইরূপ একটী সভার স্থায়িত্ব আমাদিগের প্রার্থনীয়। অত্র জামালপুরস্থ ভদ্র মহোদয়গণ যদি তাস বা অক্ষ ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া সেই সময়টুকু এই সভাতে আসিয়া ক্ষেপণ করেন, তবে তাঁহারা অবশ্যই বিবিমতে আত্মোৎকর্ষ সাধন করিয়া স্ব স্ব সন্তানবর্গেরও সদৃষ্টান্তস্থল হইতে পারেন।

৬। ২১ এ তারিখে অপরাহ্ণ বেলা দুইটার সময়ে জামালপুর খালাসী পাড়ায় একখানি গৃহে অগ্নি লাগিয়াছিল, এবং বহ্নির পরমবন্ধু বায়ুর প্রবল প্রবাহ তৎকালে তাহাতে সহযোগিতা করায় আরও অনেকগুলি গৃহ তৎসহ ভস্মাবশেষ হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা তৃণাচ্ছাদিত গৃহে বাস করেন, তাঁহারা যেন এই সময়ে সাবধানে অগ্নির ব্যবহার করেন, নতুবা একের দোষে অনেককে ক্লেশ পাইতে হয়।

বারাণসীস্থ সংবাদদাতার পত্র।

বিগত ১৯ ফাল্গুন শিবরাত্রি মেলা উপলক্ষে বারাণসীতে এতাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল যে ঐ দিবস পথে ঘাটে কেহ স্বাধীন ভাবে গমনাগমন করিতে পারে নাই, বহির্নগরস্থ লোক সমেত জনতা আন্দাজ সাত লক্ষেরও অধিক হইয়াছিল। ঐ দিবস রাত্রি প্রভাতের ৪ দণ্ড পূর্ব্বাবধিই সহর মধ্যে কেবল 'বোম বোম হর হর' বিনা আর কিছুই শুনিতে পাই নাই। দেবালয় সমূহ তো জনতা পূর্ণই ছিল, কিন্তু ৺ বিশ্বেশ্বর দেবের মন্দিরে সর্ব্বাপেক্ষা লোকাধিক্য হইয়াছিল। পুলিসের উত্তম বন্দোবস্ত থাকাতে কোন প্রাণ হানি হয় নাই। দুঃখের বিষয় ৺ কেদারেশ্বরের মন্দিরে লোকের জনতায় একটী লোক শিবলিঙ্গের উপর পতিত হইয়া জঙ্ঘা ভাঙ্গিয়া ফেলে, সে ব্যক্তি হাঁসপাতালে নীত হইয়া চিকিৎসাধীনে আছে। এই মন্দিরের একটী মাত্র প্রবেশের দ্বার রহিয়াছে। তাহাও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। ভবিষ্যতে যাহাতে আর প্রাণ বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য বন্দোবস্ত করিতে কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখিতেছি না। গবর্ণমেণ্ট যখন সকল বিষয়েই দায়ী রহিয়াছেন, তখন গবর্ণমেণ্টের উচিত যে উক্ত মন্দিরের পার্শ্বে বা পশ্চাৎ ভাগে আর ২ টী দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন, তাহা হইলে এক দ্বারে প্রবেশ করিয়া অন্য দ্বারে বহির্গত হইতে পারা যাইবে। তাহা হইলে প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা আর থাকিবে না।

ঐ দিবস কেদারেশ্বরের ঘাটে আর একটী লোক জনতায় চাপা পড়িয়া পরলোকগামী হইয়াছে।

১৩ ই তারিখ মেজর জেনেরাল, কম্যাণ্ডিং অফিসর, ব্রিগাডিয়ার জেনেরেল প্রভৃতি এস্থান পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ঐ দিবস এস্থানে অগণ্য তোপধ্বনি হইয়াছিল।

গত কল্য অনেকগুলি জুয়াখেলার আসামী গ্রেপ্তার হইয়াছে। জুয়াখেলা গবর্ণমেণ্টের আইন বিরুদ্ধ জানিয়া শুনিয়া ও হতভাগোরা এ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ কেন করে? জুয়া খেলিয়া একে তো হৃতসর্ব্বস্ব হইতে হয়; আবার ইহাতে যে কি পর্য্যন্ত অপমান তাহা কি দুর্ব্বৃত্তেরা অবগত নহে? জুয়ারিরা ধৃত হইলে প্রথমেই ছিন্নোপানতের মালা গলে পরিধান করান হইয়াছিল। এই অবস্থায় থানা হইতে কোতোয়ালীতে চালান যায়। ইহাতে ভদ্রলোক প্রায় অনেকেই ছিলেন। উপানন্মালা গলে ধারণ অপেক্ষা ভদ্রের অবমাননা আর অধিক কি করা হইতে পারে? ইহাতেও লজ্জা না হইলে কোর্ট হইতে ২।১ বৎসরের মেয়াদ ভোগ করিবে। তবুও জুয়াখেলা ছাড়িবে না।

বারাণসীতে কোঁচবেহারের মহারাজার কালীবাড়ি এবং অন্যান্য অট্টালিকা সমূহ ভগ্নপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। এখানকার কর্ম্মচারীগণ বারম্বার রিপোর্ট করাতে ম্যানেজার সাহেবেরা ঐ সকল অট্টালিকাদি পুনঃ সংস্কারের এষ্টীমেট পাঠাইতে আদেশ করেন। তাহা পাঠান হইলে কর্ম্মচারীগণের ইষ্টীমেটে বেশী ব্যয় বিবেচনা করিয়া, স্থানীয় ডাক্তর লাজেরস সাহেবকে আবার এষ্টীমেট দিতে লেখা হয়। তাহাতে লাজেরাস্ সাহেব রাজার পক্ষে সুলভ ব্যয়ে এক এষ্টীমেট দিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। ভরসা করি নেটীবের অপেক্ষা সাহেবের বন্দোবস্তে পুনঃ সংস্কারও উৎকৃষ্টরূপ হইবে এবং নাবালক রাজার অর্থ ব্যয়েরও সুলভ হইবে। কারণ ইনি ডাক্তার মানুষ এবং পরিমিতব্যয়ী ও ধর্ম্মভীরু।

সহযোগী সাময়িক পত্র।

সমাচার চন্দ্রিকা কোর্ট অব ওয়ার্ডের বালকগণ সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব লিখিয়া এইরূপে উপসংহার করিয়াছেন:—ঐ সকল নাবালক ধর্ম্ম বিষয়ে কিছুই বুঝে না, হিন্দু সমাজের রীতি নীতি কিছুই বুঝে না, সংসার কিরূপ স্থান এবং এখানে কিরূপে জীবন অতিবাহিত করিতে হয় জানে না, কিরূপে প্রজাপালন করিতে হয় জানে না, প্রজাদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহাদিগের মুখ পানে চাহিতে হয় কি না কিছুই অবগত নহে। গবর্ণমেণ্ট যেমন নাবালকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াইতেছেন, সেইরূপ সামাজিক ও আবশ্যক জমিদারী বিষয়েও শিক্ষা দিবার নিয়ম করুন। ইহা না হইলে নাবালকদিগকে কেবল মাত্র ইংরাজী দুই দশ খানি পুস্তক পড়াইলে কিছুই হইবে না।

কলিকাতা বেথুন বালিকাবিদ্যালয় সম্বন্ধে সোমপ্রকাশ লিখিয়াছেন। যে অবধি এই বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের অধীন হইয়াছে, সেই অবধি ইহার দুর্দ্দশা। সেই অবধি স্বাধীচেতা দেশীয় প্রধান লোকগণ ইহার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। পূর্ব্বে বেথুন বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক ছিল। এখনও কলিকাতার অনেক সম্রান্ত পরিবারের ছাত্রীদিগকে মাসিক ২ টাকা বেতন দিতে হয় বলিয়া মধ্যশ্রেণীর লোকেরা এই স্কুলে আপনাপন কন্যাদিগকে শিক্ষা করিতে দিতে পারেন না। এবারের সাম্বৎসরিক রিপোর্ট স্কুলের অধ্যক্ষগণ বেতন কমাইবার জন্য লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকট অনুরোধ করেন। টেম্পল সাহেব তাঁহার গত বিজ্ঞাপনীতে বলিয়াছেন, যাঁহারা আপনাপন কন্যাদিগণকে সুশিক্ষিত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে তন্নিমিত্ত ব্যয়ভারও অবশ্য বহন করিতে হইবে। আমরা সার রিচার্ডের ভ্রম দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কলিকাতা ইংলণ্ডীয় নগর নহে, এখানকার অধিবাসীগণ ইংরাজ নহে। স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা এখানকার লোক আজিও সম্যক্ অনুভব করিতে পারেন নাই। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর নিজেও একথা স্বীকার করিয়াছেন। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি হিন্দুরা স্ত্রীশিক্ষায় কতকটা বিমুখ বলিয়া কি তিনি বেথুন বিদ্যালয়টী উঠাইয়া দিতে চাহেন? তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে অদূরদর্শী ও সমাজতত্ত্বানভিজ্ঞ বলিব। আরও তিনি সে দিন তিন চারিটী ছাত্রকে শিক্ষা দিবার জন্য যে কটকে কালেজ স্থাপন করিলেন, তাহার সহিত তাঁহার এ কার্য্যের সামঞ্জস্য থাকিবে না। আমাদের মতে বেথুন স্কুলে আপাততঃ আরও কিছু গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দিয়া বালিকাদিগের বেতন কম করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা চতুর্গুণ হইবে। বিদ্যালয়ের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। গবর্ণমেণ্টকেও অধিক কাল এরূপ ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস একটী বারিষ্টার ঘটিত মোকর্দ্দমায় আশ্চর্য্য নিষ্পত্তির উল্লেখ করেন। মাউ নামক স্থানের এক ব্যক্তি বারিষ্টার আর্নেষ্ট ব্রাউনিঙকে ৫০০ টাকা দেয় এবং বারিষ্টার মাউতে গিয়া মোকর্দ্দমা চালাইবার অঙ্গীকার করেন। মোকর্দ্দমার দিন বারিষ্টার উপস্থিত হইতে না পারিয়া টেলিগ্রাম করেন, লোকটী মোকর্দ্দমায় হারিয়া যায়। এই ব্যক্তি পরে প্রদত্ত ৫০০ টাকা ফিরত পাইবার জন্য বোম্বাই ছোট আদালতের প্রথম জজের নিকট নালিস করে। বারিষ্টারের কৃত টেলিগ্রামই তাঁহার বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ এবং ন্যায়ত তিনি ৫০০ টাকা প্রতর্পণ করিতে বাধ্য, জজের হৃৎপ্রত্যয় হয়। কিন্তু বারিষ্টার 'বারের বিশেষ অধিকার' বলিয়া আপত্তি করেন, জজকে মোকর্দ্দমা ডিসমিস করিতে হয়। কি আশ্চর্য্য! বারিষ্টারেরা ফি স্বরূপ রাশীকৃত টাকা লন, অথচ মোকর্দ্দমায় উপস্থিত হইতে না পারিলেও আইনানুসারে অর্থ প্রত্যর্পণের জন্য দায়ী নহেন। ন্যায় ও আইনের এত প্রভেদ কি ইংরাজ জাতির জাতীয় ন্যায়নিষ্ঠতা-অভাবের অথবা বিলাতী জুয়াচুরির একটী দৃষ্টান্ত নহে?

গত সোমবার অবধি সোমপ্রকাশ ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। স্থান পরিবর্ত্তের সহিত ইহার কলেবর এক ফরমা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ইহা ইংরাজী ভাষায় অলঙ্কৃত হইয়াছে। সোমপ্রকাশের এই শ্রীবৃদ্ধিতে আমরা আহ্লাদিত হইলাম। ইংরাজী ফরমায় বাঙ্গালা পত্র সকলের ইংরাজী অনুবাদ প্রচুররূপে প্রকাশিত হইবে, এ আশা পাইয়াও আমরা অপ্যায়িত হইলাম। ভরসা করি হিন্দু পেট্রিয়ট, ন্যাসন্যাল পেপার ও অমৃত বাজারের ন্যায় সহৃদয় সহযোগী শেষে আশাভঙ্গ করিবেন না। সোমপ্রকাশ এতদঞ্চলে থাকিয়া স্থানীয় উন্নতির যথেষ্ট সহকারিতা করিয়াছিলেন, তাঁহার স্থানান্তর গমনে এ স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আমরাও কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া সোমপ্রকাশকে প্রতিবাসী পাইয়া সৌভাগ্যবান্ হইয়াছিলাম, এক্ষণে বন্ধু বিচ্ছেদে বিষাদিত হইলাম। যাহাহউক সোমপ্রকাশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইয়া বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের মুখোজ্জ্বল হউক, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। জাতীয় সঙ্গীত প্রথম ভাগ—জি পি রায় কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৵০ আনা। স্বদেশানুরাগ উদ্দীপনের উপযোগী সঙ্গীত সকল নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া এই পুস্তকে নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি গীত হিন্দু মেলা স্থলে সঙ্গীত হয়। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ ভারত সঙ্গীত ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। নূতন কয়েকটী উৎকৃষ্ট সঙ্গীতও প্রকটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী বিশেষ হৃদ্য বলিয়া আমরা এস্থলে গ্রহণ করিলামঃ—

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

কত কাল পরে বল ভারতরে,
দুখ সাগর সাঁতারে পার হবে।
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ওকি শেষ নিবেশ রসাতল রে,
নিজ বাস ভূমে পরবাসী হলে,
পর দাস খতে সমুদায় দিলে।
পর হাতে দিয়ে ধন রত্ন সুখে,
বহ লৌহ বিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর দীপ মালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।

জাতীয় সঙ্গীতে স্বদেশের প্রতি যেরূপ স্নেহ মমতা ও অনুরাগের উদ্রেক করিয়া দেয়, এরূপ আর কিছুতেই নয়, এই জন্য সকল জাতিই ইহার সমাদর করিয়া থাকেন। আমাদিগের জাতীয় অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমরা স্বদেশের প্রতি হৃদয়ের ভাব কি সঙ্গীতে প্রকাশ করিব না? বিজাতীয় রাজার অধীনে আছি বলিয়া মাতৃভূমির সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ কি অনুভব করিব না? ইহা না হইলে আমাদিগের হীনাবস্থা দূর হইবে না, স্বদেশের আশানুরূপ উন্নতিরও সম্ভাবনা নাই। তবে স্বদেশানুরাগ প্রকাশ করিতে গিয়া রাজপুরুষদিগের বৃথা গ্লানি অথবা রাজভক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা অন্যায়। সেই বিষয়ে আমাদিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে। জাতীয় সঙ্গীত সংখ্যার যত বৃদ্ধি হয় আমরা তাহা দেখিতে চাই। আশা করি, এই সঙ্গীত পুস্তকের অন্যান্য খণ্ড প্রকাশিত হইয়া আমাদিগের অভাব পূর্ণ করিবে। এই পুস্তকখানির বিক্রয়দ্বারা যে অর্থ লাভ হইবে, তাহা জাতীয় মঙ্গলকল্পে ব্যয় করা প্রকাশকের উদ্দেশ্য। সুতরাং বলা বাহুল্য দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ এই পুস্তকের প্রতি সমাদর প্রকাশ করিয়া প্রকাশকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলে স্বদেশেরই কল্যাণসাধন করিবেন।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

যুবরাজ কলিকাতার দরিদ্রদিগের হিতার্থে যে ১০,০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন, আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, হগ সাহেব ইতিমধ্যে গোপনে গোপনে তাহা বিতরণ করিয়া বসিয়াছেন। কিরূপে বিতরণ করা হইল, তাহার সংবাদ সাধারণের গোচর করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

১২ ই ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতায় মৃত্যু সংখ্যা ২৭০ অর্থাৎ পূর্ব্ব সপ্তাহাপেক্ষা ৬৯ টী অধিক। ইউরোপীয় ৩, ফিরিঙ্গী ৯, দেশীয় খৃষ্টান ১, হিন্দু ১৯৪ এবং মুসলমান ৭৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ৯৬ জন জ্বর, ৫১ জন আমাশয়, ২০ জন উদরাময়, ৩৪ জন ওলাউঠা, ১ জন বসন্ত এবং ৮৮ জন অন্যান্য রোগে মরিয়াছে।

বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স আসোসিয়েনদ্বারা কি মহৎ কার্য্য হইতেছে, আমরা বুঝিতে অক্ষম। বৎসর বৎসর ঘটা করিয়া ইহার কর্ম্মচারী নিয়োগ হইয়া থাকে, ইহাই দেখা যায়। ১৮৭৬ সালের জন্য টেম্পল সাহেব সভাপতি, সার উইলিয়ম মিউর ও ডাক্তার ইওয়ার্ট সহকারী সভাপতি এবং ১৫ জনকৌন্সিলের সভা নিয়োজিত হইয়াছেন। মৌলবী আবদুল লতিফ এবং সি পি এল মেকলে সম্পাদক হইয়াছেন।

লর্ড ইউলিক ব্রাউনের অনুপস্থিতিতে সি টি বকলাণ্ড জুওলজিকাল উদ্যান কমিটীর সভাপতি হইয়াছেন।

কলিকাতার অন্ধ ও দুরারোগ্যদিগের একটী আশ্রয় স্থাপনার্থ গত ২২ এ ফেব্রুয়ারি ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল গৃহে একটী সভা হয়। রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ সভাপতি হন। আশ্রয়টী আবশ্যক বলিয়া স্থির হইয়াছে, ইহার বিষয় অবধারণার্থ একটী কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে।

ন্যাসন্যাল থিয়েটরের জন্য গজদানন্দ এবং যুবরাজ নামক যে ইতর রুচির নাটক প্রস্তুত হয়, পুলিসের রক্তচক্ষু দেখিয়া নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ তাহা অভিনয় করিতে ক্ষান্ত হন। যুবরাজকে দিল্লীশ্বর হোরাঙ্গজিবের পুত্র এবং গজদানন্দকে হনুমান বলিয়া প্রকারান্তরে সেই নাটক অভিনীত হইয়াছে। যাহাহউক এরূপ নাটকের জন্য গবর্ণমেণ্টও মুদ্গর প্রস্তুত করিয়াছেন।

আগামী ৮ ই এপ্রেল অবধি টি জর্ণাল এণ্ড প্লাণ্টার্স ক্রনিক্ল নামে এক খানি নূতন পত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইবে। নীলকরদিগের অপেক্ষা চা-করেরা উৎকৃষ্টতর কীর্ত্তি রক্ষা করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

ইণ্ডোইউরোপীয় করেসপণ্ডেন্স বলেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বৈদ্যবাটী ও চন্দন নগরের মধ্যে ভদ্রেশ্বর নামক স্থানে একটী নূতন ষ্টেসন খোলা হইবে। কলিকাতার অনেক মহাজন সেখানে বাণিজ্য দ্রব্য জমা করিয়া রাখে।

পত্রান্তরে দৃষ্ট হইল, ইটিলীর এক ব্যক্তি ।৹ আনা দামে বোয়াল জাতীয় একটী মৎস্য কিনিয়া কাটিয়া দেখে, তাহার পেটের ভিতর এক গাছি সোনার বালা এবং ২ টী কর্ণাভরণ রহিয়াছে। এই গহনার মূল্য ৭০ টাকা।

প্রভাকর বলেন গত সোমবার বেলা দুইটার সময় বরাহনগরে ভয়ানক অগ্নি লাগিয়াছিল। অগ্নি প্রায় দুই ঘণ্টাকাল প্রজ্বলিত ছিল। প্রথমে এক খড়ের ঘরে অগ্নি লাগিয়া ক্রমে নিকটবর্ত্তী এক রেড়ির কলে লাগে, তাহাতে অনেক টাকার দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়াছে। তথাকার পাটের কলের ইংরাজগণ সময়ে সাহায্য না করিলে সহজে নিবারিত হইত না। সর্ব্বশুদ্ধ ৮০০০ টাকার দ্রব্য ভস্ম হইয়াছে। বরাহনগর মিউনিসিপালিটী দমকল রাখিবেন কবে ?

হিন্দু হিতৈষিণী লিখিয়াছেনঃ—গত ১০ ই ফাল্গুন সোমবার নবাবপুর নিবাসী অনন্দচন্দ্র বসাকের একটী কন্যা জন্মে, উহার নাসিকার কোন চিহ্নই ছিল না, দুই পাটি দন্ত, এবং হস্ত পদে ২২ টী অঙ্গুলী ছিল। এই অদ্ভুত সন্তান ২ দিবস জীবিত থাকিয়া গত বুধবার পরলোক গমন করিয়াছে। উহার জনক জননী রক্ষা পাইয়াছে বলিতে হইবে। যে সকল অদ্ভুত সন্তান সচরাচর জন্মিয়া থাকে, তাহারা জীবিত থাকিলে জনক জননীকে ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় বলা বাহুল্য।

মিরর বলেন গত মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে পটলডাঙ্গা ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের বাটীর সম্মুখে এক স্ত্রীলোক আলু বেচিতেছিল। এক পাহারাওয়ালা তাহাকে উঠাইয়া দিতে যাওয়াতে ঘোষালদের বাটীর এক যুবক মধ্যবর্ত্তী হয়। পাহারাওয়ালার সহিত গালাগালি ও হাতাহাতি হইয়া শেষে যুবকের মস্তক ফাটিয়া রক্তপাত হয়। পাহারাওয়ালা ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া থানা হইতে ২৫ জন পুলিসের লোক আনিল। ইহারা বলপূর্ব্বক ঘোষালদিগের বাটী মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহাকে পাইল, গুঁতাতি মারিল এবং পুরুষদিগকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া রাস্তায় আনিল। বাটীর স্ত্রীলোকদিগের কান্নারোল চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। হগ সাহেব নাইট হইয়াছেন, তাঁহার অনুচরেরা কি সিংহত্ব পাইয়াছেন ?

মিরর বলেন লেপ্টেনন্ট গবর্ণর এ বৎসরের শাসন রিপোর্টে ব্রাহ্মসমাজের সুখ্যাতি করাতে বর্দ্ধমানের মহারাজা তাঁহার বিলুপ্ত ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন। রাজা বাহাদুরের কখন কি ভাব বুঝা ভার।

উত্তর পশ্চিম।

বাঁকীপুরে " বেহার দূত " নামে এক খানি সাপ্তাহিক নূতন বাঙ্গালা পত্র প্রকাশিত হইবে, ইহার বিজ্ঞাপন আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আশা করি ইহা দ্বারা তদঞ্চলের বাঙ্গালা পত্রের অভাব পূর্ণ হইবে।

সার বার্টল ফ্রিয়ার এবং রেবরেণ্ড কানন ডকওয়ার্থ লাহোর ছাড়িয়া সাহারণপুর দিয়া মুশুরি পাহাড়ে যাইতেছেন, তথা হইতে নৈনিতাল হইয়া যুবরাজের সহিত এলাহাবাদে মিলিত হইবেন।

বেহারে পুনরায় ছোট খাট একটী দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। পাটনার কমিসনর মেটকাফ বিশেষ পরিশ্রম ও বিচক্ষণতা সহকারে রিলিফের বন্দোবস্ত করিতেছেন।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, জয়পুরের মহারাজ, যুবরাজের ভ্রমণ স্মরণার্থ আগ্রা কালেজে ১০০০ টাকা দিয়াছেন। তদ্দ্বারা একটী ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত হইবে।

মান্দ্রাজ।

রায়পুরের সেণ্টপিটার্স গির্জা হইতে ৫০০ টাকা মূল্যের জিনিষপত্র চুরি গিয়াছে। আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, ধর্ম্মযাজকের উপর মন্দির রক্ষার ভার ছিল, এই জন্য তাঁহার নিকট হইতে টাকা আদায় করা হইবে। ধর্ম্মযাজক যথার্থ চোরদায়ে ধরা পড়িয়াছেন।

মান্দ্রাজে বৃষ্টি না হওয়াতে জলকষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। ফসলের অবস্থা অতি মন্দ, মূল্য বাড়িয়াছে, দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইতেছে। এ দিকে ওলাউঠা ও বসন্তে ভোক্তা সংখ্যাও কমিতেছে।

সার মাধব রাওর সহধর্ম্মিণী সন্তানগণ সমভিব্যাহারে মেল ট্রেণে মান্দ্রাজে আসিয়াছেন।

মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক অব বকিংহামের গাড়োয়ানের বেতন ১৫০ টাকা, এতদ্ভিন্ন বাসা খরচ লাগে না। আপট নামক এক ব্যক্তি এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। অনেক বিএ এম এ এ গাড়োয়ানী পাইলে বাঁচিয়া যান।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিশাখা পত্তনের বোবিলীর জমীদারাণী শ্রীমতী লক্ষ্মী চল্লায়কে রাণী উপাধি দান করিয়াছেন। ইনি বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষে প্রচুর বদান্যতা প্রকাশ করেন।

বোম্বাই।

অক্সফোর্ডের কেবল কলেজের ডাক্তার মিলনী বোম্বাইয়ের বিসপ, হইয়াছেন।

বোম্বাই লুইস থিয়েটরে একটী চপের গান

হয়, ইহা কি দেশীয় ইংরাজদের মনের চিত্র? গবর্ণর উডহাউস নাট্যশালায় যান, দুঃখের বিষয় গানের সময় ছিলেন না। গানের মর্ম্ম এই:— এটী ভ্রমের রাজ্য, শাসন দেখনা কোওয়াস্তো, বস্তু সকল যেরূপ বোধ হয়, পরীক্ষায় অন্যরূপ দেখায়। দেশীয়দিগের রাজভক্তি উপরে২ ভাসিতেছে। শিক্ষা কেবল ফাঁকি। ষোল আনা টাকার দাম চৌদ্দ আনা। যুদ্ধে কাহাকেও মরিতে দেখা যায় না, কিন্তু যোদ্ধারা মেডাল পুরস্কার পায়। আমরা দুর্ভিক্ষ তৈয়ার করিয়া দেশবাসীদিগের মুখে শস্য ঠাসিয়া দি। সবই ফাঁকি।

বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আহামিদাবাদের জজ ও সেসন জজের প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইউরোপ

গত মাসের শেষে ম্যাঞ্চেস্টারের টাউন হলে একটী বৃহৎ সভা হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় আমদানী বস্ত্রের শুল্ক রহিত কি উপায়ে করা যায়, ইহা নির্দ্ধারণ করাই সভার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক নগর হইতে সভ্য লইয়া একটী স্থায়ী কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। ম্যাঞ্চেস্টারের জয় হইবেই হইবে, এটী ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে।

গ্রেট ব্রিটেনে ৮২ খানি দৈনিক পত্র পূর্ব্বাহ্নে এবং ৫৬ খানি সায়ংকালে প্রচারিত হয়। ৫৩ খানি উদার মতপোষক, ৩৫ খানি রক্ষণশীল এবং ৪৯ খানি স্বাধীন।

অধ্যাপক লিওন লেবি সৈনিক ব্যয় বিষয়ে এইরূপ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন:—ইউরোপের ৬ টী প্রধান রাজ্য ৩০ লক্ষ সৈন্য রক্ষা করেন। আত্মরক্ষার্থে ইংলণ্ড ২॥ কোটী, রুসিয়া ৩ কোটী, ফ্রান্স ২॥ কোটী, জর্ম্মণি ১ কোটী ৬০ লক্ষ, অষ্ট্রিয়া ১ কোটী ১৫ লক্ষ এবং ইটালী ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। রুসিয়ার লোক সংখ্যা ৮ কোটী ২০ লক্ষ, ফ্রান্সের ৪ কোটী ২০ লক্ষ, এবং ব্রিটিস সাম্রাজ্যের ২৩ কোটী ৪০ লক্ষ ধরিলে দেখা যায়, গড়ে ১০০০ লোকের রক্ষার্থ ফ্রান্স ৫৯৫০, রুসিয়া ৩৫৮০ এবং ইংলণ্ড ১৭৫০ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন।

ফিনল্যাণ্ড, ককেসস এবং মধ্য আসিয়া ব্যতীত রুসীয় সাম্রাজ্যে ২২৭৬৮ বিদ্যালয়, ৭৫৩৪৩১ ছাত্র এবং ১৮৫০৫৬ ছাত্রী আছে।

বিবিধ।

ইউরোপ অপেক্ষাও জাপানে বিদ্যোৎসাহ অধিক দৃষ্ট হইতেছে। সকল শ্রেণীর লোকে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত হইয়াছে, প্রতিদিনই বিদ্যালয়ের জন্য দান প্রদত্ত হইতেছে। জাপানের মহারাণী স্বয়ং টোকিও নামক স্থানে একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

ব্রহ্মরাজ নিশ্লান হইতে মাণ্ডালে ও ভেমো পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে নির্ম্মাণার্থ একদল ইটালীয় ইঞ্জিনিয়ারের হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মরাজ আপনার রাজ্য মধ্য দিয়া ইংরাজ সৈন্য গমনের অনুমতি দান করিয়াছেন। সৈন্যগণ ইয়নান হইতে ভেমো পর্য্যন্ত যাইবে।

আমেরিকায় উঠা নামক স্থানের ২২৬২৬ জন রমণী বহুবিবাহের বিরুদ্ধে কন্‌গ্রেস নামক সভায় আবেদন করিয়াছেন।

প্রেরিত।

মনিয়ার উইলিয়মসের কাশ্মীর পরিদর্শন।

বিগত ১২ ই ফেব্রুয়ারি জগৎ বিখ্যাত শকুন্তলা নামক নাটকের ইংরাজী অনুবাদক ও সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ মনিয়ার উইলিয়ম্‌স সাহেব শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ কাশ্মীরাধিপতির জম্বুস্থ কালেজ পরিদর্শন এবং পরীক্ষা করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই মহোদয়ের সঙ্গে তাঁহার প্রণয়িনী ও প্রিয়তমা কন্যা এবং মানাবর শ্রীযুক্ত প্রিনসেপ সাহেব ছিলেন। তিনি প্রথমে ইংরাজী বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা লন। প্রথম শ্রেণীস্থ বালকগণ যুবরাজের আগমনোপলক্ষে যে কয়েক দিবসের অবসর পাইয়াছিল, তাহার উপর তাহারা আরো কিছু দিনের ছুটী লইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়াছিল এজন্য উপস্থিত ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকেরা তাহাদিগের পাঠ্য পুস্তকের কিয়দংশ গদ্য ও পদ্য পাঠ করিয়া এবং তাহার অর্থ উৎকৃষ্টরূপে শুনাইয়া তাঁহার মনে অতীব সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিল। বিশেষতঃ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় নামক এই শ্রেণীর এক বালক ইংরাজ সদৃশ উচ্চারিত পাঠে তাঁহাকে পরম পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। বালকগণকে যে যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, প্রায় সকলেরই যথোচিত উত্তর প্রদত্ত হওয়াতে মনিয়র উইলিয়ম্‌স সাহেব নিশ্চয় জানিয়াছেন যে ইহাদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যথার্থ উন্নতি প্রদর্শিত হইতেছে এবং মহারাজের বিদ্যাবিষয়ক ব্যয়ের সার্থকতা সম্পাদিত হইতেছে। বোধ করি প্রথম শ্রেণীর বালকেরা উপস্থিত থাকিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকগণাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পরীক্ষা প্রদানে সক্ষম হইত। পণ্ডিত রামচন্দ্র নামক প্রথম শ্রেণীস্থ এক যুবক কোন কার্য্য বশতঃ এখানে উপস্থিত ছিল। এই যুবক জনসন নামক ইংরাজী গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিল, স্বীয় অনুবাদের কিয়দংশ পাঠ করিয়া শুনায়, ইহাতে সাহেব হর্ষোৎফুল্ললোচনে কহিলেন যে এমত কঠিন ইংরাজী গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অবিকল অনুবাদ করা সহজ ব্যাপার নহে, বিশেষতঃ এত অল্প বয়সে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় এই যুবক যে এতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে ইহা অসীম প্রশংসা এবং আশাতীত আনন্দের বিষয়। এই অনুবাদের মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে তিনি বিশেষ আনুকূল্য করিবেন এমত আশা প্রদান করিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ পরমানন্দ নামক অন্য এক বালক গেস ফেবল্‌স নামক ইংরাজী পুস্তকান্তর্গত "সেপার্ড এণ্ড ফিলসফর" পদ্যটীর কিয়দংশ পাঠ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় তাহার অবিকল অনুবাদ করিয়া শুনাইয়াছিল, তাহাতে উইলিয়ম্‌স সাহেব প্রগাঢ় আনন্দ সহকারে এই বালকের অনেক প্রশংসা করিলেন। এই সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ মহোদয় ইংরাজী বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকগণকে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল পরীক্ষা করিয়া মহারাজের প্রেশ অর্থাৎ ছাপাখানায় উপস্থিত হইলেন, তথায় এতদ্দেশীয় ডোগরা নামক ভাষায় পুস্তক সকলের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য পরিদর্শন করিয়া সংস্কৃত বিভাগ দেখিতে গেলেন। এই বিভাগের বিদ্যার্থীগণকে পরীক্ষা করিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে বিদায় কালে তিনি মহারাজের বিদ্যালয় সকলের ডাইরেক্টর পণ্ডিত বকসীরাম মহাশয়কে এবং জম্বু কালেজের প্রধান শিক্ষক বাবু প্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে কহিলেন "অদ্য আনন্দ হৃদয়ে ধরে না, আমি ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি কলিকাতা বানারস গয়া পাটনা ইত্যাদি অনেক স্থানের অনেকানেক কালেজ ও স্কুল দেখিয়াছি, কিন্তু কাশ্মীরের মহারাজার কালেজের ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিয়া আমি যাদৃশ আনন্দানুভব করিয়াছি বোধকরি তাদৃশ আনন্দ কোথায়ও লাভ করিতে সমর্থ হই নাই।" সংস্কৃত বিভাগ পরিদর্শন করিয়া মনিয়ার উইলিয়ম্‌স অবশেষে পারস্য এবং আরব্য বিভাগ পরিদর্শনার্থ গমন করিলেন। এই বিভাগদ্বয়ের ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিয়া প্রায় তিন ঘটিকার সময় গজারোহণে মহারাজের অপূর্ব্ব নব প্রতিষ্ঠিত অট্টালিকায় বিশ্রামার্থ গমন করিলেন।

উপসংহার কালে একটী কথা মনে পড়িল, তাহা না লিখিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না— মনিয়ার উইলিয়ম্‌স সাহেব এই কালেজের দর্শকদিগের পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন যে আমি বঙ্গদেশস্থ নদিয়া এবং ভাটপাড়া নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অধ্যয়নের টোল অর্থাৎ পাঠশালা সকল দেখিয়াছি, কিন্তু মহারাজের সংস্কৃত বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীগণের অসাধারণ এবং আশাতীত উন্নতি দেখিয়া এবং কাশ্মীরাধিপতি দ্বারা নিযুক্ত পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া আমি যে পরিমাণে আনন্দলাভ করিয়াছি এমত আর কুত্রাপি করি নাই।

জম্বু
১৭ ই ফেব্রুয়ারি
১৮৭৬

অনুগত
প, ম, চ।

ভারত সংস্কারকের
মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, চাম্পানগর	১৪৲
„ „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যো, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক	১৲
„ „ গিরিজা শিখর বন্দ্যো, বাঁকিপুর	৪॥০
„ „ নবকুমার বন্দ্যো, মাত্‌লা	৭॥০
„ „ হারাণচন্দ্র মুখো, আলিপুর	৩৲
„ „ প্রিয়নাথ শর্ম্মা, বরিশাল	৫৲
„ „ উমেশচন্দ্র দত্ত, রামবাগান	৬৲
„ „ হরিবংশ বসু, বেলিনী	৯।৵০
„ „ রামলাল দত্ত, আহিরীটোলা	১৲
„ „ চন্দ্রপ্রসন্ন দত্ত, বালেশ্বর	৭॥০
„ „ হিতলাল মিশ্র, মানকর	৯৲
কুমার তারেশচন্দ্র পাঁড়ে, পাকুড়	৭॥০
মুন্সী ভসাঁদক্, নিটপুর	৭॥০

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ ই চৈত্র হইতে তিন দিবসের জন্য বাকইপুরের হিন্দুমেলা আরম্ভ হইবে। স্বদেশহিতৈষী মহোদয়গণ স্ব স্ব আয়ত্তাধীন স্থানের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া মেলার অষ্টম দিবস পূর্ব্বে বাকইপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়দিগের নামে কিম্বা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে প্রেরণ করিলে ঐ সকল বস্তু মেলাস্থলে পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট হইলে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে।

বাকইপুর
১০ ই ফাল্গুন
১২৮২ সাল

শ্রীনবগোপাল বসু
বাকইপুর হিন্দুমেলার অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

		কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	… …	৬ টাকা	৭॥
" ষাণ্মাসিক	… …	৩৷৹ "	৪৷৹
" ত্রৈমাসিক	… …	২ "	২।৵৹
মাসিক	… …	৸৹	৸৵৹
প্রতি সংখ্যা	…	৷৹	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতিপঙক্তি প্রথম তিন বার ৵৹ আনার হিসাবে, তাহার পর ৴১৹ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে পারে।

Printed and published by B. M. Ghose, *at the* East India Press, Harinabhi.

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

৩য় ভাগ, ৪৬ শ সংখ্যা। | বঙ্গাব্দ ১২৮২—২৮ এ ফাল্গুন শুক্রবার। ১০ ই মার্চ্চ—১৮৭৬। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬, টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ৭৷৷৹ টাকা।

সূচী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকগণের প্রতি।

মফঃস্বল এবং কলিকাতাস্থ গ্রাহকগণের নিকট সবিনয় নিবেদন যে তাঁহারা ভারত সংস্কারক সম্বন্ধীয় টাকা ও বৈষয়িক চিঠি পত্রাদি হরিনাভিতে না পাঠাইয়া কলিকাতা ১১ নং কলেজ স্কোয়ার আমার নিকট পাঠাইবেন। ভারত সংস্কারক পাইবার কোন গোলযোগ হইলেও সত্বর আমাকে অবগত করিবেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দেব
ভা, সং, কার্য্যাধ্যক্ষ।

সপ্তাহ।

আমরা আন্তরিক দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি বারুইপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু মহিম চন্দ্র পালের পায় ক্ষত হইয়া অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জগদীশ্বর ইঁহাকে রক্ষা করুন।

—

গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারের ডাইরেক্টর বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস এবং ম্যানেজার বাবু অমৃতলাল বসুর সামান্য পরিশ্রমের সহিত এক এক মাস মেয়াদ হইয়াছে। যেরূপ বিচার হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় দোষ প্রমাণ হউক না হউক, দণ্ড দেওয়াই উদ্দেশ্য।

—

লর্ড নর্থব্রুক যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গত সোমবার এলাহাবাদে গমন করেন। তিনি কাশী ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবেন।

—

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী দীর্ঘকাল রোগভোগের পর গত বুধবার মধ্যাহ্ণে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দু রমণীগণের মধ্যে ইনিই প্রথম ইংলণ্ড দর্শন করেন।

ভারত সংস্কারক।

রাজপুর মিউনিসিপালিটী।

গবর্ণমেণ্ট রাজপুর মিউনিসিপালিটীকে সাউথ সুবার্বন মিউনিসিপালিটী হইতে পৃথককৃত করিয়া এতদঞ্চলের একটী মহোপকার সাধন করিয়াছেন। অনেক কষ্টে গবর্ণমেণ্টের এই অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সোমপ্রকাশ ও ভারতসংস্কারকে বারংবার এই মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধীয় গোলযোগ ও অন্যায়াচরণের কথা লিখিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করা হইয়াছে, রাজপুর অঞ্চলের অধিবাসীগণও বৎসরাধিক কাল গবর্ণমেণ্টের নিকট পুনঃ ২ আবেদন ও চেষ্টা করিয়াছেন, তবে এই শুভ ফলটী লব্ধ হইয়াছে। ১৮৬৮ সাল অবধি রাজপুর প্রভৃতি পঞ্চ গ্রাম মিউনিসিপালিটীর অধীন হয়, ইহাদিগের কর আদায় হইয়া প্রতি বর্ষে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা আয় হইত, তাহা হইতে পুলিস ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া প্রায় হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিত। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে উদ্বৃত্ত টাকার কিছুমাত্র এ অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে ব্যয়িত হয় নাই বলিলে হয়। ইহার কারণ এই বেহালাই মিউনিসিপালিটীর অধিবেশনস্থল ছিল। মিউনিসিপালিটীর ২৪ জন সভ্যের ১০। ১২ জন বেহালা অঞ্চলের ছিলেন, এ অঞ্চলের ২। ৩ জন তাঁহাদিগের সহিত বাগযুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না, এই জন্য উদ্বৃত্ত সমুদায় টাকা বেহালা অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি সাধনেই নিয়োজিত হইয়া আসিয়াছে। আশ্চর্য্য! টাক্স দিবার সময় বেহালা অঞ্চলের নিকটলোক প্রতি ১১পয়সা, কিন্তু এ অঞ্চলের লোক প্রতি ১৩ পয়সা হিসাবে টাক্স আদায় হইত। বেহালা অঞ্চলের লোকেরা যেরূপ চতুর ও স্বার্থপর, এ অঞ্চলের লোকেরা সেইরূপ নির্ব্বোধ ও স্বার্থের প্রতি উদাসীন সুতরাং তাঁহারা ইহাদিগের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া সচ্ছন্দে উদর তৃপ্ত করিয়া আসিয়াছেন। বেহালা রাজপুর হইতে প্রায় ৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী, সুতরাং কে কাহার সংবাদ লয়? গবর্ণমেণ্ট পিতৃস্থানীয় হইয়া এবং প্রজাদিগের হিতার্থে মিউনিসিপালটীর সৃষ্টি করিয়াও এই সকল আভ্যন্তরিক অত্যাচারের কোন সংবাদই রাখেন নাই। গবর্ণমেণ্ট যে জাগ্রৎ ব্যক্তিদিগেরই সহায়, নিদ্রিতদিগের কেহ নয়, এই মিউনিসিপালিটীর আশ্চর্য্য কাণ্ড দ্বারা তাহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন।

রাজপুর, হরিনাভি, মালঞ্চ, গড়িয়া ও বারুইঁাস এই পঞ্চগ্রামের লোক বেহালা মিউনিসিপালিটী হইতে পৃথক্ হইবার প্রার্থনা করেন, কিন্তু প্রথমোক্ত ৩ গ্রামের প্রার্থনা পূর্ণ হইল, অবশিষ্ট দুই গ্রামের কেন হইল না আমরা বুঝিতে পারিলাম না। গড়িয়া বারুইঁাস অপেক্ষাকৃত বেহালার নিকটবর্ত্তী বলিয়া অথবা বেহালার ব্যয়ের সুসার হইবে বলিয়া তাহাদিগকে বেহালার

[illegible]ভুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে? যাহাহউক রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটীকে পূর্ণাবয়ব করিবার জন্য কোদালিয়া, [illegible], এলাচি, মাহীনগর ও বংশীধরপুর এই [illegible] গ্রাম তাহার সহিত সংভুক্ত করা হইয়াছে। এই কয় গ্রাম রাজপুরের অব্যবহিত সন্নিকটবর্ত্তী এবং ইহাদিগের মধ্যে অনেক ভদ্র লোকের বাস আছে বটে. কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই সকল গ্রামবাসীদিগের অবস্থা এবং তাহাদিগের অভিপ্রায় অগ্রে ভালরূপে অবধারণ না করিয়া এ ব্যবস্থা করাতে অন্যায় করিয়াছেন। আমরা এই বিষয় প্রদর্শনার্থ নিম্নলিখিত ঘটনাটীর উল্লেখ করিতেছি।

গত রবিবার হরিনাভি ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয় গৃহে রাজপুর রেটপেয়ার্স আসোসিয়েসন সভার একটী অধিবেশন হয়। বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী এই সভার সম্পাদক, তিনি দেশবাসী সকলকে সভাস্থ হইবার জন্য আহ্বান করেন। মিউনিসিপালিটী স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়াতে গবর্ণমেণ্টকে কৃতজ্ঞতা দান এবং নূতন মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে রেটপেয়ারদিগের অভিমত প্রস্তাব সকল গবর্ণমেণ্টের গোচর করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। সভাস্থলে নূতন মিউনিসিপালিটী ভুক্ত কস্ট গ্রামের লোকেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় নূতন ৫ গ্রামের লোক মিউনিসিপালিটী ভুক্ত হইয়াছেন, ইহার বিষয় পূর্ব্বে কিছু মাত্র জানিতে পারেন নাই বলিয়া আশ্চর্য্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদিগের কোন কোন গ্রামে অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী, মিউনিসিপালিটীর নিয়মাধীন হইতে পারে না, অতএব তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মিউনিসিপালিটী হইতে সুখের আশা অপেক্ষা অত্যাচারের আশঙ্কাই লোকদিগের অন্তরকে আন্দোলিত করিয়া থাকে, এই জন্য ইচ্ছাপুর্ব্বক কেহ ইহার অধীন হইতে চায় না। নূতন গ্রামগুলি যে সে আশঙ্কা করিবেন আশ্চর্য্য নহে। যাহা-হউক গবর্ণমেণ্ট স্বীয় অভিপ্রায় এই সকল গ্রামবাসীদিগকে পূর্ব্বে অবগত না করাতে নূতন মিউনিসিপালিটীর পক্ষে অনেক অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। সকল গ্রামবাসী একত্র হইয়া মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না, পুরাতন ৩ টী গ্রামবাসীদিগের সহিত নূতন গ্রামবাসীদিগের সম্মিলন হওয়া দূরে থাকুক, মনোবাদই উপস্থিত হইল। একত্র হইয়া কার্য্য করিলে যে শুভফল লাভ হইত, উভয়েই তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন, ইহাদিগের মধ্যে পুনরায় ঐক্যবন্ধন হইতে অনেক কাল বিলম্ব হইবে।

করদাতাদিগের সভা হইতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে যাহা স্থির হইবে, তাহা গবর্ণমেণ্টের গোচর হইলে মিউনিসিপালিটীর সুব্যবস্থা হইতে পারিবে এই ভাবিয়া আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু যখন তাহা হইল না, তখন নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদিগের অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্টের গোচর করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। (১) নূতন গ্রাম সকলের মধ্যে দুই একটী গ্রাম-কৃষিজীবি প্রধান বলিয়া বোধ হয়, তাহাদিগকে মিউনিসিপালিটী হইতে পরিত্যাগ করা হউক। যদি ইহাতে মিউনিসিপালিটীর আকার ক্ষুদ্র হয়, বরং গড়িয়া বারইসকে রাজপুরের সহিত সংভুক্ত করা হউক, কারণ তত্রত্য লোক পূর্ব্বাবধি এ ব্যবস্থায় স্বীকৃত ছিলেন। (২) যে সকল গ্রাম মিউনিসিপালিটী ভুক্ত হইতেছে, তাহাদিগের সীমা স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, এ সম্বন্ধে গেজেটে গোলযোগ হইয়া আছে। (৩) সভার অধিবেশন স্থান রাজপুর অথবা ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে হউক, আলীপুরে হইলে অধিকাংশ সভ্যের পক্ষে তথায় যাওয়া দুঃসাধ্য হইবে। তদপেক্ষা স্থানীয় সহকারী সভাপতি দ্বারা অথবা সভাপতির আগমন দ্বারা মিউনিসিপালিটীর কার্য্য এস্থলে সহজে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। (৪) যে গ্রাম হইতে অধিক পরিমাণে কর সংগৃহীত হইবে, তাহার সভ্যসংখ্যা অধিক হওয়া আবশ্যক। (৫) যে সকল সভ্য মনোনীত হইবেন, তাঁহাদিগের প্রতি গ্রামবাসীদিগের কোন আপত্তি আছে কি না, ইহা একবার অনুসন্ধান করিয়া জানা কর্ত্তব্য। (৬) এই সভার সহকারী সভাপতি ও সম্পাদক নিয়োগ বিষয়েও একবার করদাতাদিগের অভিপ্রায় গ্রহণ করা বিধেয়। এই সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অনবধানতা প্রযুক্ত অনেক স্থলে মিউনিসিপালিটী দেশের ইষ্টকর না হইয়া ঘোর অমঙ্গলের হেতু হইয়াছে। এত কষ্ট পরিশ্রম ও চেষ্টার পর এ অঞ্চলবাসীগণ নূতন মিউনিসিপালিটী দ্বারা যদি আশানুরূপ শুভফল লাভ না করেন, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে। মিউনিসিপালিটীর এই সকল মূল ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইলে ইহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদিগের অভিপ্রায় পশ্চাৎ প্রকাশ করিব। গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মাত্র নিবেদন, নূতন মিউনিসিপালিটীর সুব্যবস্থা জন্য করদাতাগণ চিন্তাকুল হইয়া রহিয়াছেন, এবং আবেদন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত না হইয়া অথবা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া এককালে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গেজেটে প্রকাশ না করেন।

লর্ড নর্থব্রুকের পদত্যাগের কারণ।

লর্ড নর্থব্রুক কি কারণে হঠাৎ রাজপ্রতিনিধির পদ পরিত্যাগ করিলেন, এই বিষয় লইয়া নানা লোকে নানা প্রকার অনুমান সিদ্ধান্ত করিতেছিলেন, প্রকৃত কারণ কেহ অবধারণ করিতে পারেন নাই। এত দিনের পর বোম্বাই গেজেট তাহার আবিষ্কার করিয়াছেন। বাণিজ্য শুল্ক সম্বন্ধে ষ্টেট সেক্রেটারী মার্কুইস অব সালিসবরী লর্ড নর্থব্রুককে এক খানি পত্র লেখেন, তাহা অত্যন্ত গর্ব্বপূর্ণ ও অপমানসূচক। তিনি টারিফের বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া এই ভাবে পত্র শেষ করেন, "এরূপ গুরুতর বিষয়ে তুমি যে ব্যবস্থা করিতে যাইতেছ অথবা তোমার প্রস্তাব সকল আইনবদ্ধ করিতেছ এ কথাটী আমাকে ইতিপূর্ব্বে জ্ঞাত না করিয়া অন্যায় করিয়াছ। এরূপ কার্য্যপ্রণালী কলঙ্কসূচক। যথার্থ সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িবে এই ভয়ে তুমি আমার নিকট উপদেশ লইতে সাহসী না হও, অবলম্বিত দূষণীয় কার্য্যপ্রণালী অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারিতে।" এ কোন্ দেশীয় লেখা, ইহার মধ্যে ভদ্রতারত নাম গন্ধ নাই। এক জন প্রভু তাঁহার এক সামান্য ভৃত্যকে এরূপভাবে লেখেন না, আর ষ্টেট সেক্রেটারী ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারেলের প্রতি ইহা অনায়াসে প্রয়োগ করিলেন। মার্কুইস অব সালিসবরীর অযথা কর্ত্তৃত্বপ্রিয়তা যদিও তাঁহার অনেক চিঠীপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এরূপ অশিষ্ট ও কর্কশ ব্যবহারের পরিচয় অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। বাস্তবিক ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয়

না। ইহা যদি সত্য হয়, নর্থব্রুকের ন্যায় লোকের পক্ষে ইহা কখন সহ্য হইতে পারে না। তিনি নিজ সম্মান রক্ষার্থ ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ পদ অনায়াসে তুচ্ছ করিতে পারেন। মার্ক্ইস অব সালিসবরী এই দুর্বাক্যপূর্ণ পত্র লিখিয়া আমদানী বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য আবার সার লুইস ম্যালেটকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। ভারতবর্ষের কতকটা সৌভাগ্যের বিষয় যে এই মহাত্মা পীড়িত হইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বস্ত্রের শুল্ক উঠিয়া গেলে, পুনরায় ইনকম টাক্স স্থাপন দ্বারা রাজস্বের অভাব পূর্ণ করিতে হইবে, ইহা নিশ্চয় কথা। মাঞ্চেষ্টার বণিক্‌গণ যেরূপ প্রবল দল এবং ষ্টেট সেক্রেটারী তাহাদিগের যেরূপ বশীভূত, তাহাতে বিপদ্ আসন্ন, ইহারই ভাবনাতে আমাদিগকে উৎকণ্ঠাকুল থাকিতে হইয়াছে। আমরা আরো অবগত হইলাম নূতন গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন ষ্টেট সেক্রেটারীর নিতান্ত অনুগত। ইতিমধ্যে মাঞ্চেষ্টারের বণিকেরা তাঁহাকে ধরিয়াছিলেন, লর্ড সালিসবরীর সহিত তাঁহার এক মত, ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন। সুতরাং নর্থব্রুকের পদত্যাগ ও নূতন শাসনকর্তার নিয়োগ, ভারতবর্ষের পক্ষে যে অশুভসূচক, তাহা প্রথম সূত্রেই বুঝা যাইতেছে।

নর্থব্রুকের যে কিছু ত্রুটি থাকুক, তিনি যে ভারতবর্ষের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী তাহা তাঁহার পদত্যাগের সময় বিশেষ রূপে সপ্রমাণ করিলেন। তিনি টারিফ আইন দ্বারা আমদানী বস্ত্রের শুল্ক হ্রাস করাতে আমরা তাঁহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তিনি যাহা করিয়াছেন বাধ্য হইয়া করিয়াছেন, তথাপিও তাঁহার কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। যাহাহউক ইহার মধ্যে একটু আশ্চর্য্যভাব আমরা দেখিতেছি, ষ্টেট সেক্রেটারী উপরিতন কর্তৃপক্ষ বলিয়া তিনি কি ব্রিটিষ রাজস্বের যথেচ্ছাচারী কর্ম্মচারী? মহারাণী ভারতের জীবন তাঁহার হস্তে সঁপিয়াছেন বলিয়া তিনি কি ইংলণ্ডবাসী জন কয়েক স্বার্থবাগীশ বণিকের অনুরোধে ইহার প্রতি নির্দ্দয়াচরণ করিবেন? ভারতের হইয়া এ কথা কে মহারাণীর গোচর করিবে? ভারতের হিত চেষ্টা করিতে গিয়া লর্ড নর্থব্রুককে দারুণ মর্ম্মপীড়া ও অপমানগ্রস্ত হইয়া পদত্যাগ করিতে হইল, সমুদায় ভারতবাসী একবাক্য হইয়া চিৎকার পূর্ব্বক কি ইহার সুবিচার প্রার্থনা করিবেন না? নর্থব্রুককে অন্য সময়ে আমরা বিদায় দিতে পারিতাম, কিন্তু এ উপলক্ষে কি উদাসীন ভাবে বিদায় দিতে পারি? তাঁহাকে পদস্থ রাখিবার জন্য প্রার্থনা ও চেষ্টা করাও আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য। যদিও ষ্টেট সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতকার্য্য হইবার আশা করা আমাদিগের পক্ষে দুরাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু অধিক দুঃখের বিষয় এই, যে সময় থাকিতে নর্থব্রুকের পদত্যাগের প্রকৃত কারণ আমরা অবগত হইতে পারিলাম না এবং তাঁহার প্রতি আমাদিগের কর্তব্য সাধনের চেষ্টাও করিতে পারিলাম না!

পার্লেমেণ্টে মহারাণী ও ভারতবর্ষ।

বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারি যখন পার্লেমেণ্টের সেসন্ খোলে, তখন মহারাণী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। এজন্য এবারকার সেসন আরম্ভ ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বহুকালের পর পার্লেমেণ্ট মহাসভায় মহারাণীর শুভাগমন দেখিবার জন্য বহুতর লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও রাজপথ সকল লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক দিনের পর পার্লেমেণ্ট রাজ্যেশ্বরীকে সিংহাসনে আসীন দেখিলেন। ১৮৭১ সালের সেসন আরম্ভের পর পার্লেমেণ্ট আর তাঁহার মুখশ্রী দর্শন করিতে পান নাই; এবার তাঁহার সন্দর্শনে সভাস্থ সকলেই মহানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েক বৎসরাবধি মহারাণীকে রাজধানীর কোলাহল ও রাজকার্য্য হইতে এক প্রকার অবসৃত হইয়া গ্রাম্য সুখ ও গ্রাম্য শান্তির অনুসারিণী হইতে দেখিয়া অনেকের আশঙ্কা ও অসন্তুষ্টি জন্মিয়াছিল। কয়েক বৎসরাবধি সাধারণের মুখে তাঁহার এই ঔদাসীন্য হেতু আশঙ্কা ও অসন্তুষ্টি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার এবারকার শিষ্টাচার কিয়ৎপরিমাণে সাধারণের ক্ষোভ নিবারণ করিবে সন্দেহ নাই।

মহারাণীর এবারকার বক্তৃতা ভারতবর্ষের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল হইয়াছে। আমরা বারে বারে আক্ষেপ করিয়া আসিয়াছি যে মহারাণীর বক্তৃতা মধ্যে ভারতবর্ষের কথা প্রায় উল্লিখিত হয় না। ক্রমে সে আক্ষেপের স্থলাভাব হইয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশীয় দুর্ভিক্ষের সময় ভারতবর্ষের কথা রাজ্ঞীর প্রথম লক্ষ্যস্থলে আইসে, এবার তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ মমতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন এবং সেই অভিলাষ সে দিন পার্লেমেণ্টে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ—

"আমার প্রিয় পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্স ভারত ভ্রমণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র স্বাস্থ্য সুখ ভোগ করিতেছেন, এজন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আছি। ভারতের সকল শ্রেণীর ও সকল জাতীয় প্রজাপুঞ্জ তাঁহাকে যে প্রকার হৃদয়ের স্নেহ সহকারে অভ্যর্থনা করি-

য়াছে তাহাতে প্রতীত হইয়াছে যে আমার রাজস্বাধীনে সকলে সুখ ভোগ করিতেছে এবং আমার সিংহাসনের প্রতি সকলে অনুরক্ত। যখন ভারত সাম্রাজ্য আমার খাষ হয়, তখন উপাধির সঙ্গে অভিনব আখ্যা সংযুক্ত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে সেই আখ্যা গ্রহণ করা আমি বিবেচনা সিদ্ধ জ্ঞান করিয়াছি। তজ্জন্য একটী নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছে।"

এই প্রকার স্নেহোক্তি হেতু ভারতবর্ষ মহারাণীর প্রতি যথার্থই কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই। জগতের লোক বিক্টোরিয়াকে ইংলণ্ডেশ্বরীর সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতেশ্বরী' বলিয়া ডাকিবে ইহা ভারতবর্ষের অল্প সম্মানের বিষয় নহে। ভারতবর্ষ যখন তাঁহার নামের ও উপাধির অন্তর্গত হইতেছে, তখন অবশ্যই আশা করা যায় যে ইহা সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের মধ্যেও প্রবেশাধিকার লাভ করিবে। ইতিমধ্যে ভারত তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে কিছু না কিছু স্থান লাভ না করিলে ভারতেশ্বরী হইবার জন্য তাঁহার সাধ হইত না। ভরসা করি পার্লেমেণ্ট তাঁহার সেই সাধ পূর্ণ করিবার উপায় বিধান করিবেন। সাধারণের প্রতিনিধি পার্লেমেণ্ট যদি ভারতের নামকে তাঁহার নামের ভূষণ করিয়া দেন, তাহা হইলে রাজ্যোপাধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষও সম্ভবতঃ পার্লেমেণ্টের ও সাধারণের সম্মুখে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিবে। ভারতের কোহিনুর ইংলণ্ডেশ্বরীর শিরোভূষণ হইয়াছে। ভারতের নামও তাঁহার নামের উজ্জ্বল ভূষণ হইবে সন্দেহ নাই।

রাজমন্ত্রী ডিস্‌রেলীর পরামর্শানুসারে নাকি মহারাণীর "ভারতেশ্বরী" নামে আখ্যাত হইবার অভিলাষ হইয়াছে। রাজমন্ত্রী যে উদ্দেশে এ পরামর্শ দিয়া থাকুন, ইহাতে ভারতের অলাভ নাই, বরং লাভই আছে। ইংলণ্ডেশ্বরী যখন প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতেশ্বরী, তখন সে উপাধি ধারণ করিবার বাধা কি? এত দিন উপাধি ধারণে অবহেলা করিয়া তিনি ভারতবর্ষকে অবহেলাই করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আর একটী আইন হইবার কথা তিনি তাঁহার বক্তব্য মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সেই আইনের দ্বারা এতদ্দেশীয় রাজগণের রাজ্যের দাসবিক্রেতাদিগের দণ্ড বিধানের আয়োজন হইবে। ইতিপূর্ব্বে এই আইনের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াও এতৎসম্বন্ধে আমরা কিছু আশঙ্কা প্রকাশ করি। মহারাণী তাঁহার ঘোষণাপত্র দ্বারা দেশীয় রাজগণকে তাহাদিগের রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসন বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এবং তাঁহার প্রতিনিধি ও রেসিডেণ্টগণ সময় সময় সেই স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে ক্রটি করেন না। বরদা ব্যাপারে এইরূপ হস্তক্ষেপের বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রিটিষ ন্যায়পরতার উপর সাধারণের—বিশেষতঃ দেশীয় রাজগণের বিশ্বাস ও ভক্তি অনেক টলিয়াছে। দেশীয় রাজগণ যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিতেন, তাঁহার প্রতি ভয় ও সন্দেহের সহিত দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন দাসত্ব ব্যবসায় উঠাইবার ছল করিয়া ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহাদিগের অভ্যন্তরীণ শাসন কার্য্যে বাধা জন্মাইতে পারেন এবং তদুপলক্ষে কখন কোন্ রাজাকে অপমানিত ও কখন কাহাকে নির্বাসিত বা পদচ্যুত করেন নিশ্চয় নাই। দেশীয় রাজগণের শাসন কার্য্যে ব্যাঘাত প্রদান রাজনৈতিক ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জন্য আমরা বলি ইংলণ্ড উপদেশ দিন, সুনিয়ম করিয়া দিন, কিন্তু দেশীয় রাজগণের রাজ্যে শাসন ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে যাইবেন না। দাস বিক্রয় নিবারণার্থ যে আইন হইবে, তাহার পরিচালন করিবার ভার ইংলণ্ডের হস্তে গ্রহণ না করিয়া দেশীয় রাজগণের প্রতি অর্পণ করিলেই সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার বিষয় হয়।

রাজভক্তি ও স্বদেশানুরাগ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রকৃত রাজভক্তি স্বদেশানুরাগমূলক। যদি তা না হয়, তাহাহইলে তাহা প্রকৃত রাজভক্তি নহে, আর কোন পদার্থ হইবে। দেশের নিয়ম ও তদনুসারে শান্তি রক্ষার জন্য আমরা রাজাকে ভক্তি করিয়া থাকি। রাজা লোক সাধারণের প্রতিনিধি হইয়া রাজ্যের নিয়ম ও রাজ্যের শান্তি রক্ষা করেন, এই জন্য প্রত্যেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি অন্তরের সহিত রাজাকে ভক্তি করিয়া থাকেন। রাজা সাধারণের মঙ্গলকে আপনার মঙ্গল, সাধারণের স্বার্থকে আপনার স্বার্থ জ্ঞান করেন, বলিয়াই সাধারণের বাস্তবিক ভক্তির পাত্র হয়েন। রাজা সাধারণের ভক্তির পাত্র হইলেও প্রকৃত স্বদেশানুরাগী ভিন্ন আর কেহ তাঁহাকে প্রকৃত ভক্তি করিতে সমর্থ নহে। স্বদেশের প্রতি যাঁহার অনুরাগ ও স্নেহ মমতা আছে, তাঁহারই অন্তঃকরণ কেবল দেশের হিতের জন্য কৃতজ্ঞতার ভারে উচ্ছ্বসিত হইতে পারে। যদি দেশের প্রতি অনুরাগ না থাকে, তাহাহইলে দেশের শান্তি ও নিয়ম রক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতাও অসম্ভব হয় এবং তন্নিবন্ধন রাজভক্তিও অসম্ভব হয়। রাজ্যের শান্তিহারী হত্যাকারী দস্যু রাজভক্ত হইতে পারে না। যে নিজে সুযোগ পাইলেই রাজ্যের আভ্যন্তরিক শান্তিভঙ্গ ও নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে, সে কেমন করিয়া দেশের শান্তি ও নিয়ম রক্ষার জন্য রাজ্যেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে; এবং যদি কৃতজ্ঞ হইতে না পারে কেমন করিয়া রাজ-

ভক্তিকে হৃদয়ে স্থান দান করিবে? রাজার প্রতি অন্য কারণেও ভক্তি হইয়া থাকে। রাজা, সত্যানুরাগী ন্যায়ানুরাগী, ধর্ম্মানুরাগী, দয়ার্দ্রহৃদয় ও জিতেন্দ্রিয় হইলে অনেকের ভক্তি ও অনুরাগ আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের ও ভারতের অধীশ্বরী বিক্টোরিয়া আপনার চরিত্রগুণে অনেকের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু এই ব্যক্তিগত আকর্ষণ রাজভক্তি নহে। এ ভক্তি সচ্চরিত্র ব্যক্তি মাত্রেই আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সুনীতিপরায়ণ হইলে, রাজাই হউন, আর সামান্য শ্রমজীবীই হউন, শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়া থাকেন এবং দুর্নীতির বশীভূত দুরাচার হইলে ভুবনবিজয়ী রাজাধিরাজকেও ঘৃণার পাত্র হইতে হয়। প্রকৃত রাজভক্তি স্বদেশানুরাগমূলক, তাহা চরিত্রগত নহে। তবে রাজার চরিত্রের নির্ম্মলতা যে রাজভক্তি বর্দ্ধন ও তাহার অসদ্ভাব হ্রাস করিয়া থাকে, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি যেমন রাজার প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুরক্ত হন, সেইরূপ যে সকল ব্যক্তি রাজার প্রতিনিধি অর্থাৎ সাধারণের প্রতিনিধির আজ্ঞাধীন হইয়া রাজকার্য্যে দেশের শান্তি ও নিয়ম রক্ষা বিষয়ে রাজাকে সাহায্য দান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তি অর্পণ করিয়া থাকেন।

এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক প্রকৃত রাজভক্তির প্রকৃত ও প্রধান পাত্র কে? যদি উত্তর কর—"রাজা"; তাহা হইলে আর একটী প্রশ্ন তখনি উত্থিত হয়,—"প্রকৃত রাজা কে?" সাধারণতঃ এ প্রশ্নের এবং সচরাচর যে উত্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা এই—যিনি রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা, যাঁহার হস্তে সকল ক্ষমতা, যাঁহার উপরে আর অভিযোগ চলে না তিনিই রাজা।" এ উত্তরে অধিকাংশ লোকেই সায় দিবেন। কিন্তু এ বিষয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলে এই প্রশ্ন হইতে আর একটী গভীরতর প্রশ্ন উত্থিত হইতে দেখা যায়। সে প্রশ্ন এই, যে রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা কে?

ইংলণ্ড উপরিউক্ত প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দান করেন, রাজা, লর্ডস হাউস, কমন্স হাউস ও সাধারণের মত ইহাঁরা সর্ব্বময় কর্ত্তা। এইরূপ ফ্রান্স, জর্ম্মণি, রুসিয়া, আমেরিকা সকলেই আপন ২ (কনষ্টিটিউসন) শাসনপ্রকৃতির কথা উল্লেখ করিয়া প্রশ্নোত্তর দান করিবেন। তবে কি প্রকৃত রাজা রাজ্যের শাসনপ্রকৃতি? তবে কি ইংলণ্ড চারি জন প্রভুর সেবা করেন? এই চারি জন প্রভুর মধ্যে কি সাধারণ এমন কিছুই নাই যাহাকে ইংলণ্ডের লোক প্রকৃত সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া অবলম্বন করিতে পারেন? আছে বই কি, তা না হইলে কেমন করিয়া তানলয় বিশুদ্ধ বাদ্য যন্ত্রের সঙ্গতের ন্যায় ইংলণ্ডের রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। তবে সে সাধারণ পদার্থটী কি যাহা ইংলণ্ডের ও সকল দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা? এই প্রশ্নের একটী মাত্র উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে, তাহা এই—সেই সাধারণ পদার্থটী ইংলণ্ডের "জন সাধারণ।" ইংলণ্ড হইতে আমাদের প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর আসিতেছে। রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা রাজ্যের জনসাধারণ, আমেরিকাও এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন। ফ্রান্সও এই কথা বলিতেছেন। বোর্বোঁ রাজবংশকে কে অপসারিত করিল?—সেই সর্ব্বময় কর্ত্তা "জন সাধারণ;" নেপোলিয়ন বংশকে কে বরণ করিয়াছিল? সেই সর্ব্বময় কর্ত্তা "জন সাধারণ;" তৃতীয় নেপোলিয়নকে কে নিষ্কাশিত করিল? তাহার মূলে সেই সর্ব্বময় কর্ত্তা "জন সাধারণ"। এই "জন সাধারণ" অসভ্য দেশে ও অসভ্য কালে সকলের অবহেয় হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান সভ্যতা তাঁহাকে ক্রমে রাজপদে বরণ করিয়া, রাজশ্রীতে ভূষিত করিয়া তাঁহার ন্যায্য অধিকার—রাজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। আগস্ত কোম্‌ত যাঁহাকে ঈশ্বরের স্বর্গীয় সিংহাসনে বসাইয়া দেববাই পূজাচ্চর্না, ও ধ্যান ধারণা করিবার বিধান করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সভ্যতা তাঁহাকে স্বর্গীয় সিংহাসনে না হউক পার্থিব সিংহাসনে বসাইয়া রাজ সম্মান প্রদান করিবার আয়োজন করিতেছে। সেই "জন সাধারণের" অভিপ্রায়ই রাজ্যের "সাধারণ মত"। সেই "জন সাধারণের" আজ্ঞাই রাজ্যের "রাজ নিয়ম"। সেই জন সাধারণের নিযুক্ত প্রতিনিধিই রাজ্যের "রাজা"। পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে এই সর্ব্বময় কর্ত্তা সকল দেশে অল্লাধিক আধিপত্য বিস্তার করিয়া আপনার নামের মহিমা ও প্রভাব প্রকাশ করিতেছেন। প্রাচীন ও অসভ্য দেশে ইহার আধিপত্য ও প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তখন ইহাঁর বিশ্বাসঘাতক প্রতিনিধি দ্বারা ইহাঁর সকল ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও রাজশ্রী অপহৃত ও গ্রাসিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সভ্যতা ইহাঁর সেই অপহৃত মহিমা ইহাঁকে প্রত্যর্পণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইনি এত দিন আপনার বল ও প্রভাব জানিত না, এখন কালমাহাত্ম্যে তাহা জানিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং আপনার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিয়া জগৎকে চমকিত করিতেছে। এই সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন রাজপদের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকার হইয়া যে গরিমার জ্যোতি শোভা পাইত, তাহা এই নূতন নরপতির চতু-

দ্দিকে আসিয়া নূতন শোভা বিস্তার করিতেছে এবং প্রাচীন রাজপদের মহিমাও সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহীন হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের এই "নূতন নরপতির" সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল না। ইহাঁর আন্তরিক যে কিছু শ্রদ্ধা ভক্তি, ইহাঁর প্রতিনিধির চরণে "সমর্পিত মস্ত" করিয়া আসিয়াছেন। এই নূতন নরপতিই আমাদের রাজভক্তির প্রকৃত ও প্রধান পাত্র। কিন্তু তা বলিয়া যাঁহারা রাজোপাধি ধারণ পূর্ব্বক জন সাধারণের প্রতিনিধি স্থলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহারা কি রাজভক্তির কিছু মাত্র অধিকারী নহেন? আমরা এ কথা মুখে আনিতেছি না। যিনি জন সাধারণের প্রতিনিধি, তিনিই জন সাধারণের প্রাপ্য সম্মান-ভাজন। জন সমাজের প্রাপ্য রাজভক্তিতে ন্যায়ানুসারে জন সমাজের প্রতিনিধিরই অধিকার অর্শিতেছে। আমরা এস্থলে প্রভু বিত্তাপহারী জনসাধারণের প্রতিনিধির কথা উল্লেখ করিতেছি না। যিনি প্রভু বিত্তাপহারী, তিনি প্রকৃত প্রতিনিধি নহেন। প্রভুসেবানুরক্তিতেই প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব প্রকাশ পায়! এই নিয়মানুসারে যিনি যে পরিমাণে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন, যিনি যে পরিমাণে জনসাধারণের স্বার্থের স্রোতে আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাহার সেবায় নিয়োজিত রহিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে রাজভক্তির ভাজন হইয়া থাকেন। প্রকৃত রাজভক্তি ব্যক্তিগত নহে, বংশগত নহে, জাতিগত নহে। কিন্তু ব্যক্তি, বংশ ও জাতি বিশেষ বিশ্বস্ততার সহিত জন সাধারণের প্রতিনিধিত্ব সম্পাদন করিলে সাধারণের রাজভক্তির পাত্র হইয়া থাকেন। কে ইহাকে অন্যায় রাজভক্তি বলিবে?

এই রাজভক্তির প্রকৃত পাত্র যিনিই হউন, একথা কস্মিন্ কালে অস্বীকার করা যাইবে না, যে কৃতজ্ঞতা ইহার প্রাণ ও স্বদেশানুরাগ ইহার পত্তনভূমি। স্বদেশানুরাগই রাজভক্তির পথ সর্ব্বত্র প্রসারিত করিতেছে। স্বদেশানুরাগী কেন রাজার অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করেন? এইজন্য যে সে অন্যায় কার্য্য তাঁহার রাজভক্তির স্রোত স্বাধীন ভাবে প্রবাহিত হইবার পথে আবর্জ্জনা চাপাইয়া থাকে। সেই আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্যই তাঁহার এত যত্ন, এত আগ্রহ এত উৎসাহ ও এত আয়োজন। উপযুক্ত স্থলে রাজভক্তি সমর্পণ করিতে না পারিলে প্রকৃত স্বদেশানুরাগীর কষ্টের পরিসীমা থাকে না। তিনি রাজাকে সর্ব্বতোভাবে জনসাধারণের প্রতিনিধি দেখিতে চান এবং যতক্ষণ তাহা না দেখেন, তত ক্ষণ তাঁহার মনের শান্তি নাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতবর্ষে এই 'জনসাধারণ ভাব' স্ফুরিত হইবার সূত্রপাত হইতেছে। এই ভাব যে পরিমাণে স্ফূর্ত্তি পাইবে, সেই পরিমাণে রাজভক্তি ও রাজাধিকার ইহার হস্তে সমর্পিত হইতে থাকিবে। এই ভাবের স্ফূর্ত্তি সাধন করাই স্বদেশানুরাগীর প্রধান কর্ত্তব্য হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের রাজগণ এই ভাবকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ পান নাই, কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এ ভাবকে কখনই অবহেলা করিয়া চলিতে পারিবেন না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্বদেশে এ ভাবের প্রচুর সমাদর করিয়া থাকেন, এবং অবশ্যই আশা করা যায় এ দেশেও এই ভাবের প্রতি ক্রমশঃ অধিকতর সমাদর প্রদর্শন করিবেন। এখনি ইহাঁকে কিয়ৎ পরিমাণে এই ভাবের অভিমুখীন দেখিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইতেছি।

প্রাপ্ত।

বরাহ নগরের সংবাদদাতার পত্র।

১ লা মার্চ্চ ১৮৭৬।

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, সমাজ গৃহের গোলযোগ বশতঃ বরাহ নগর ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা বন্ধ হইয়াছিল। পাঠকদিগের বোধ সৌকর্য্যার্থ গৃহ বিবাদের দুই একটী কথা এস্থলে উল্লেখ করা, আবশ্যক বোধ করিতেছি। উক্ত সমাজ গৃহ নির্ম্মাণার্থ বাবু চন্দ্রনাথ চৌধুরী তাঁহার ভদ্রাসন বাটীর নিকটে এক খণ্ড ভূমি দান করেন, ব্রাহ্মগণ সাধারণের নিকট অর্থ ভিক্ষা করিয়া, ঐ ভূমির উপর গৃহ নির্ম্মাণ করেন। গৃহ প্রস্তুত হইলে কয়েক বৎসর উহাতে উপাসনা করিতে লাগিলেন। যৎকালে গৃহ নির্ম্মাণ করা হয়, তৎকালে চন্দ্র বাবু ভূমি সম্পর্কে কোন দান পত্র লিখিয়া দেন নাই, কিছু দিন পরে ব্রাহ্মগণ চন্দ্র বাবুকে ভূমি সম্পর্কে দান পত্র লিখিয়া দিবার জন্য ভূয়ো ভূয়ঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। চন্দ্র বাবু কহিলেন যে, "আপনারা যদি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের শাখা করেন, তবেই আমি ভূমি দান করিতে পারি। এইরূপ অভিপ্রায়েই প্রথমে ভূমি দান করিয়াছিলাম।" কিন্তু যৎকালে বরাহ নগরে সমাজ গৃহের সূত্রপাত হয়, তখন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপনের প্রস্তাবও হয় নাই।

এই সকল গোলযোগ বশতঃ ব্রাহ্মগণ উক্ত গৃহে উপাসনা করিতে বিরত হন। এক্ষণে আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেছি যে, স্থানীয় ব্রাহ্মেরা পুনর্ম্মিলিত হইয়া যতদিন সমাজ গৃহের গোলযোগের নিঃশেষ না হইতেছে, ততদিনের জন্য বরাহনগর ইন্‌ষ্টিটিউট নামক সুপ্রশস্ত সুন্দর নব প্রতিষ্ঠিত গৃহে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা ভাবিয়াছিলাম এতদিন সামাজিক উপাসনায় যোগ না দেওয়াতে তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তি ও উৎসাহের অভাব হইয়া থাকিবে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভক্তি ও উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দিতেছেন। উপাসনার সময় যেরূপ তান লয় যুক্ত সুমধুর স্বরে ব্রহ্ম সঙ্গীত সকল গীত হয়, তাহা শ্রবণ করিয়া উপাসকদিগকে বিগলিত হৃদয় হইতে হয়।

প্রায় ১০।১২ দিন অতীত হইল বর্ণিয়ো কোম্পানির পাটের কলের নিকট এক স্থানে অগ্নিদাহ উপস্থিত হইয়া কয়েকজন শ্রমজীবীর

গৃহ ভস্মীভূত করিয়াছে। বরাহনগর একণে সুবারবন মিউনিসিপালিটীর অন্তর্ভুত হইয়াছে, মিউনিসিপালিটী যদি এখানে একটী দমকল রাখেন, তবে অগ্নিদাহ হইতে অনেক দরিদ্র লোকের গৃহ রক্ষা পাইতে পারে। কেবল ট্যাক্স দিবার সময় শুবার্বের অন্তর্ভূত, অন্য অন্য কার্য্যে সেরূপ ভাব কিছুই দেখিতে পাই না।

মহেশপুরের সংবাদদাতার পত্র।

বিগত মাঘ মাসের শেষে বনগ্রাম সবডিবিসনের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মফঃসল পরিদর্শন করিতে আসিয়া প্রায় এক সপ্তাহ কাল তাঁবু ফেলিয়া মহেশপুর থানার নিকট অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অবস্থান কালে থানা, রেজিষ্টরী আফিস, ইংরাজি স্কুল, রাস্তা ও কতিপয় পাঠশালার পরিদর্শন এবং পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর স্থানীয় কতিপয় ফৌজদারী মোকর্দ্দমার বিচার নিষ্পত্তি করেন। প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ উপলক্ষে প্যারীমোহন রায় নামক এক ব্যক্তির মস্তক প্রহার দ্বারা বিদীর্ণ ও রক্তাক্ত করিয়া দেয়, প্যারী রক্তাক্ত মস্তকে রমেশ বাবুর নিকট অভিযোগ করিয়া আইসে, রমেশ বাবু গ্রামে আসিয়া ঐ মোকর্দ্দমার বিচার নিষ্পত্তি করিয়া প্রিয়নাথের কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস ও ২০ টাকা দণ্ড করেন। তিনি দণ্ডাজ্ঞা দিবার সময় প্রিয়নাথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি স্কুলের শিক্ষক, ভদ্র বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিয়া থাক। কিন্তু বাস্তবিক ভদ্রপ্রকৃতির লোক নহ, তুমি অত্যন্ত অভদ্রোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। ইংরাজ শাসনে অপরাধীর প্রতি এরূপ গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা থাকাতেও মফঃস্বলস্থ প্রবলেরা অনেক সময় দুর্ব্বলদিগের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার ও পীড়ন করিয়া থাকে।

কতিপয় ব্যক্তি আপন অবস্থাতিরিক্তরূপে মিউনিসিপ্যাল কর নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে বলিয়া কমিটির মেম্বরদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট আবেদন করিয়াছিল, তিনি তাহাদের মধ্যে কাহার কাহার গৃহাদির অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা করা যাইবে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। মহেশপুর টৌন কমিটির যে কয়েকজন মেম্বর আছেন, তাঁহারা সকলেই জমীদার শ্রেণীর লোক, তাঁহারা হয়ত সর্ব্বসাধারণ লোকের আভ্যন্তরিক অবস্থা ভালরূপে অবগত নহেন, তজ্জন্যই ট্যাক্স নির্দ্ধারণ বিষয়ে এরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। যদি সর্ব্বপ্রকার শ্রেণী হইতে উপযুক্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে মেম্বর নির্ব্বাচন করার রীতি থাকিত, তাহা হইলে এরূপ বিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

বারাণসীর সংবাদদাতার পত্র।

বিগত সপ্তাহে বারাণসীর "বিশ্বেশ্বর গঞ্জ" নামক বৃহৎ বাজারে অগ্নি লাগিয়া, অনেকানেক বহুমূল্য দ্রব্যজাত ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। মহাজনেরা কুঠীর দ্রব্যাদি যে রক্ষা করিবে এমন সুযোগ পায় নাই। চিনি, গুড় এবং পাক্ মশলাদি অনেক দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই অগ্নি দ্বারা বিস্তর মহাজন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজকাল এস্থানে যে প্রকার ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব, এই অগ্নি তাহার কতক হ্রাস করিতে পারে। তা বলিয়া অগ্নিদাহনকে কি মঙ্গলজনক জ্ঞান করিব?

বারাণসীর মিউনিসিপালিটীর উৎসাহে নগরীর অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত ও সুখদ হইতেছে। স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর ৪ বৎসরের যত্নে ও পরিশ্রমে সহরের মধ্যভাগে যে কয়েকটী রাজপথ প্রস্তুত হইয়াছে ঐ পথের উভয় পার্শ্বে "ফুটপাথ" নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহ হইতে গবর্ণমেণ্টের আদেশ হইয়াছে যে, প্রশস্ত রাজপথে কেবল গাড়ি, ঘোড়া ইত্যাদির চলাচল হইবে, এবং পার্শ্বপথে লোকের গমনাগমন বিনা আর কিছুই হইতে পারিবে না। এই নিমিত্ত রাজমার্গে পুলিস প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে। এখন বড় পথে আর কেহ গমনাগমন করিতে পারিতেছেন না। ভুলক্রমে কেহ যদি তাহাতে পদনিক্ষেপ করেন, অমনি পুলিস অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানে 'কেনার' করিয়া দিয়া থাকে। এই নিয়মটীকে আমরা উৎকৃষ্ট বলিয়া মানিতাম, যদি এতদনুসারে সমস্ত বন্দোবস্ত করা হইত। প্রথম দোষ এই যে পার্শ্বপথ অতি সামান্য ও সঙ্কীর্ণ, কেবল ২ গজ পরিমাণ প্রস্থ, তাহা ও বন্ধুর। বারাণসী এত বড় জনাকীর্ণ সহর যে তাহাতে ২ গজী পথে কোনমতেই অবলীলাক্রমে এত লোক গমনাগমন করিতে পারে না। আমাদের ঐ পথে যাইতে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয় যে দিবস এই নিয়ম জারী হইয়াছে, ঐ দিবস অবধি স্থানীয় সকল রাজপথেই পুলিস নিযুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্র "পার্শ্বপথ" নির্ম্মিত হয় নাই। পুলিস সকলকেই ধক্কা ধাক্কি করিয়া বলপূর্ব্বক কেনারে চলিতে বাধ্য করিতেছে, ইহাতে অনেক ভদ্রলোককে পুলিসদত্ত অর্দ্ধচন্দ্র প্রাপ্ত হইতে হইতেছে।

নূতন চক্বাজার হইতে পুরাতন চকবাজার পর্য্যন্ত যে পথ আছে, তাহা ২॥ গজের অধিক প্রশস্ত হইবে না। ঐ পথের উভয় পার্শ্বেই বারাঙ্গনাদিগের বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা; এবং ষ্ট্রীটের নাম "ডালকা মণ্ডি" (বিখ্যাত বেশ্যা পল্লী); তথায় অহোরাত্র অসংখ্য লোক গমনাগমন করিয়া থাকে, কারণ স্থানটী উভয় চক্বাজারের মধ্যস্থলে। তাহাতে এক্কা, গাড়ি ইত্যাদি আসিতে দেওয়া নিতান্ত অনুচিত। এমন অবস্থায় অনেক লোক, গাড়িচাপা পড়িয়া থাকে। ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট যখন এই সকল সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন উল্লিখিত যে কয়েকটী ভয়াবহ ত্রুটি রহিয়াছে, তাঁহারও সংশোধনে যত্নবান হইবেন।

আজকাল এস্থানে ওয়ার্ডস ইনষ্টীটিউশন রাজপুত্র-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। তথায় কেবলমাত্র জন কয়েক জমীদার ও সাধারণ তালুকদারের অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকগণ বাস করিতেছেন।

বিগত ২৯ ফেব্রুয়ারী রাত্রে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এস্থানে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার কাশীবাসী বৃদ্ধ পিতাকে দর্শনার্থই সময় সময় তিনি এস্থানে পদার্পণ করিয়া থাকেন।

সহযোগী সাময়িক পত্র।

ষ্টেট্সম্যান একটী সৎ প্রস্তাব করিয়াছেন, বস্ত্রাদির মাস্তুল উঠাইবার জন্য মাঞ্চেষ্টারের বণিক্গণ যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে একটী ডেপুটেসন প্রেরিত হয়। এজন্য ভারতবর্ষের সকল বণিক্ সভা ও অন্যান্য সভার প্রতিনিধি স্থির করা কর্ত্তব্য। ইহাঁরা প্রথমে ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট পরে কমন্স সভায় আবেদন করিবেন। ভারতবর্ষের জন্য ইংলণ্ডকে দু কথা বুঝাইয়া বলিবার লোক নাই, সেই জন্য ভারতের এত দুর্দ্দশা। এরূপ একটী ডেপুটেসন দ্বারা আমরা মহোপকারের আশা করি, কিন্তু এ বিষয়ে অগ্রসর হইবার লোক কৈ?

বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের বাটীর উপর পুলিস যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে এবং মাজিষ্ট্রেট ডিকেন্স যেরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহাতে

এ দেশীয় সংবাদপত্র মাত্রেই যার পর নাই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া কলিকাতার ভদ্রলোকের ধন ও মান হানির আশঙ্কা করিতেছেন।

সোমপ্রকাশ ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট সভ্য কি না এই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও বিভিন্ন প্রকৃতির লোকদিগের প্রতি অপক্ষপাত ব্যবহার; দুর্ভিক্ষ দমন এবং রোগ প্রতিবিধান চেষ্টার প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু দেশীয় রাজাদিগের রাজ্য হরণ, এ দেশীয়দিগকে উচ্চপদ হইতে দূরে রাখা এবং অহিফেন ও লবণের এক চেটিয়া বাণিজ্য অসভ্যোচিত বলিয়া দূষিয়াছেন।

'বেঙ্গল খৃষ্টান হেরাল্ড' গতবার হইতে ইণ্ডিয়ান খৃষ্টান হেরাল্ড নাম ধারণ করিয়া বাহির হইয়াছেন। আমরা ইহার শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম।

হিন্দুহিতৈষিণী বলেন, আদালতে যাঁহারা অন্ততঃ ৫।৭ বৎসর প্রশংসার সহিত ওকালতী করিয়াছেন, এবং সিবিল কোর্ট আমিনদিগের মধ্যেও যাঁহারা অনুৎকোচগ্রাহিতা ও ন্যায়পরতা নিবন্ধন বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত মুন্সেফ করা উচিত, তাহাহইলে মপস্বল তদন্তাদির কার্য্যে কোন নিয়ম বা অন্যায় হইতে পারিবে না। হাইকোর্টের উকীল হইতে যখন হাইকোর্টের বিচারপতি নির্বাচিত হইতেছেন, তখন নিম্ন আদালতের উকীল হইতে সেই আদালতের বিচারক নিযুক্ত না হইবার কারণ দেখা যায় না। গুণের উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া সকল বিভাগেরই উৎসাহবর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

রাজশ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিম্ন লিখিত কয়েকখানি পুস্তক উপায়নস্বরূপ প্রদান করাতে আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছি। এক্ষণে পুস্তকগুলির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

(১) যন্ত্রকোশ—ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ও আধুনিক এবং অন্যান্য দেশপ্রচলিত সঙ্গীত যন্ত্র সকলের বিশেষ বিবরণ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। যন্ত্র সকলের চিত্র ও ইতিবৃত্ত অতি সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা এই পুস্তকখানি প্রণয়নে যে প্রচুর শ্রম স্বীকার ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা পদে পদে দেখিতে পাইলাম।

(২) বিক্টোরিয়া গীতিকা—ইহাতে নর্ম্মাণ বংশীয় বিজয়ী উইলিয়ম হইতে রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া পর্য্যন্ত ইংলণ্ডীয় রাজগণের গুণস্তুতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথমে সংস্কৃত কবিতা, পরে ইংরাজী অক্ষরে তাহার স্বরলিপি এবং পরে ইংরাজী ভাষায় তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় রাজগণের কতকগুলির যেরূপ প্রশংসাবাদ করা হইয়াছে, তাহা অতিরিক্ত বোধ হয়। যাহা হউক সংস্কৃত কবিতা ইংরাজীতে স্বরলিপিবদ্ধ হইয়া হিন্দু সঙ্গীত শিক্ষা বিষয়ে ইংরাজদিগের সহায়তা করিবে।

(৩) প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের সম্মানার্থ কতকগুলি প্রসিদ্ধ ইংরাজী কবিতা হিন্দু সঙ্গীত স্বরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইংরাজেরা এই সকল কবিতা গান করিয়া সচরাচর আমোদ লাভ করিয়া থাকেন, হিন্দু সঙ্গীতস্বরেও ইহা অনুপাদেয় হইবে না।

(৪) যুবরাজের সম্মানার্থ সংস্কৃত পঞ্চাশৎ শ্লোক ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ। ইহাতেও কবিতা সকল সঙ্গীত স্বরে গীত হইবার উপযোগী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মহারাণী বিক্টোরিয়া ও প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের গুণানুবাদ ইহাতে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

রাজ শ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু সঙ্গীত চর্চ্চার যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জগদীশ্বর তাঁহাকে যেমন বিশুদ্ধ সঙ্গীত রসজ্ঞতা প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ বিভব সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিভিন্ন এ বিষয়ে এরূপ কৃতকার্য্য হওয়া অন্যের পক্ষে সম্ভাবিত নহে। শৌরীন্দ্র বাবুর উৎসাহে নানা স্থলে সঙ্গীত বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তথায় সঙ্গীতানুশীলন সকল চলিতেছে। আবার তাঁহার যত্নে সঙ্গীত বিষয়ক যে সকল মহামূল্য পুস্তক প্রকাশিত হইল, ইহাদ্বারা সঙ্গীত বিদ্যা স্থায়ীরূপে ভারতে বিরাজিত থাকিবে। ভারত সঙ্গীত শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার সাধন করা এক ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে, কিন্তু তিনি যে পথ প্রদর্শন করিলেন, অনেকে ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অবলম্বিত মহৎ ব্রত সম্পন্ন করিতে থাকিবে। ভারতের সঙ্গীত সংস্কারক বলিয়া এরূপ মহাত্মার নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হইবার যোগ্য এবং তাঁহার সুকীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

টাকার বাজার বড় গরম হইয়াছে। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক সুদ ও ডিসকাউণ্ট শতকরা ২ টাকা বৃদ্ধি করিয়াছে। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ব্যাঙ্ক শতকরা এক টাকা বাড়াইয়াছে।

ফরাসীদিগের নূতন কন্সল জেনারল মুসিয়ার আয়েন কলিকাতায় আসিয়াছেন।

গত শনিবার কলিকাতা মিউনিসিপাল বিল বিবেচনার্থ সিলেক্ট কমিটীর অধিবেশন হয়। জষ্টিসদিগের পক্ষে লো, ব্রাউন এবং মিলার, ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষে বারিষ্টার ইনগ্রাম, কলিকাতা বণিক্ সভার পক্ষে জেনিংস ও নাইট এবং ইণ্ডিয়ান লিগের পক্ষে বাবু কালীমোহন দাস, রাসবিহারী ঘোষ এবং যোগেশচন্দ্র দত্ত ওকালতী করিয়াছেন।

রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের স্মরণার্থ কমিটী ১০,৫০০ টাকা তুলিয়াছেন। এই টাকায় রাজার একটী সদৃশ প্রতিমূর্ত্তি বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিবে।

স্যার রিচার্ড টেম্পল সিংহভূমে গিয়াছেন, তথায় এক সপ্তাহ অবস্থিতি করিবেন।

হিন্দু হিতৈষিণী লিখিয়াছেন গত বৃহস্পতিবার দুই প্রহরের সময় এ অঞ্চলে বিলক্ষণ ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঝড়ে অনেকগুলি নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। এক ব্যক্তি কতকগুলি খাজানার টাকা লইয়া দাখিল করিবার জন্য আসিতেছিল, বুড়ীগঙ্গায় নৌকা ডুবিয়া যায়, এক ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া টাকাগুলিও উঠাইয়া দেয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তিকে ১০ টাকা পুরস্কার দিবার অনুমতি করিয়াছেন।

জেলা রঙ্গপুরের অধীন গোঁড়গ্রাম হইতে এক ব্যক্তি সমাজদর্পণে লিখিয়াছেন "জেলা রঙ্গপুর ষ্টেশনে দরোয়ালী গোঁড়গ্রামে একটী স্ত্রীলোক জীবিতা আছে, সে তাহার পৌত্রের পৌত্রমুখ দেখিতেছে। কত বয়স্কা জিজ্ঞাসা করায় কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে এ দেশে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা তাহার স্মরণ আছে, অতএব একশত বৎসর অতীত হইয়া ২০।২৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, এক্ষণেও সে ৪০।৪৫ বৎসর বয়ঃক্রমের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় চলিতে ও কার্য্য করিতে পারে।

বাবু কানাইলাল দে বাহাদুর গবর্ণমেণ্ট রসায়ন পরীক্ষকের কার্য্য পরিত্যাগ করাতে বাবু তারাপ্রসন্ন রায় তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম রেবরেণ্ড লালবিহারী দে শিক্ষাবিভাগের চতুর্থ গ্রেড ভুক্ত হইয়াছেন।

ডিউক অব বকিংহাম কলিকাতা দর্শন শেষ করিয়া মান্দ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি এখানে আপনার ইঞ্জিনিয়ারিঙ বিদ্যাভিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। জলের কলের সমুদায় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন।

লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল মরের অনুপস্থিতিতে অফিসিয়েটিং ডেপুটী ডাইরেক্টর জেনারল ক্যাপেল ভারতবর্ষীয় টেলিগ্রাফ সমূহের প্রতিনিধি ডাইরেক্টর জেনারলের কার্য্য করিবেন।

বিচারপতি ফিয়ার আগামী ১০ ই এপ্রেল হইতে ৩ মাসের ছুটী লইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন। আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম, ব্যরিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

লক্ষ্ণৌ উইটনেস বলেন কলিকাতার সুরাদলনী রমণীগণের কার্য্য শেষ হয় নাই। বিবী মে বহুবাজার প্রভৃতি স্থানের শুণ্ডিকালয়ে যাতায়াত করিয়া অনেক মাতালকে সুরা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছেন।

কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে। গত ২৬ এ ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয়, তাহাতে ৩০৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে, পূর্ব্ব সপ্তাহে ২৬০ জনের মৃত্যু হয়। ৮৯ জন জ্বরে; ২৩ রক্তামাশয়ে, ১২ উদরাময়ে, ৮৩ জন ওলাউঠায়, ১'জন বসন্তে এবং ৭০ জন অন্যান্য পীড়ায় মরিয়াছে।

আড়পাড়া নিবাসী বাবু হারাধন মুখোপাধ্যায় বিসূচিকা রোগের নিম্নলিখিত নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়া সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছেন। পত্রপ্রেরক বলেন ৫০০ রোগী এই ঔষধে আরোগ্য লাভ করিয়াছে এবং কুইনাইন যেমন জ্বরের, ইহাও তেমনি ভেদের অব্যর্থ ঔষধ।

এদেশে যাহাকে "চড়চড়ে" (অপমার্গ) বলে, উহা শ্বেত ও লোহিত, (শুপাং আর আপাং) বর্ণভেদে দুইজাতি। তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণ (শুপাং) চড়চড়ের একটী গাছের সমুদয় শিকড় উঠাইয়া একটী গোলমরিচ সংযোগে জল দিয়া বাটিয়া খাওয়াইলে রোগী ব্যক্তি ব্যাধি হইতে মুক্তি পায়। এক দাস্ত বা দুই দাস্ত ভেদ হইয়াছে, এমন সময় রোগীকে ঐ ঔষধি খাওয়াইতে হয়। পরিমাণ বয়সের তারতম্য অনুসারে গাছের ছোট বড় বাছিয়া লইতে হয়। সমুদয় শিকড় একবারে বাটিয়া সমান ভাগে একদণ্ড অন্তর তিন বারে খাওয়াইতে হয়। ঔষধি সেবন মাত্রেই ভেদ বমন এককালে ইহাতে বন্ধ হইয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উদরস্ফীতি বা রোগীর অন্য কোন উপসর্গ ঘটে না। অল্প কাল পরে প্রস্রাব হইতে দেখা যায়।

উত্তর পশ্চিম।

উজীরাবাদ এবং বিতস্তা নদীর মধ্যবর্ত্তী পঞ্জাব নর্দারণ ষ্টেট রেলওয়ে সম্পন্ন হইয়াছে। রেলওয়ে যোগে এক্ষণে মরি পর্য্যন্ত যাওয়া যাইবে।

লাহোরের বাবু নবীনচন্দ্র রায় ডেপুটী কণ্ট্রোলার অব আকাউণ্টস ছিলেন, উত্তর পশ্চিমের পূর্ত্ত বিভাগের প্রবিন্সাল আকাউণ্টের ট্রাবেলিং অডিটর হইয়াছেন।

বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জয়পুরের রাজসভার একজন সভ্য হইয়াছেন।

জয়পুরের যে সকল শিকারী যুবরাজের ব্যাঘ্র শিকারের সাহায্য করিয়াছে, তিনি তাহাদিগের পুরস্কারার্থ জয়পুরের মহারাজার নিকট ৭০০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ।

সার সালার জঙ্গ ইংলণ্ড দর্শনার্থ আগামী ৫ ই এপ্রেল যাত্রা করিবেন। ইহাঁর কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে।

গবর্ণর জেনারল এক পত্র লিখিয়া বিজয় নগরমের মহারাজকে অবগত করিয়াছেন যে তাঁহার সম্মানার্থ যে ১৩ টী তোপ সময় বিশেষে দেওয়া হইত, তাহা এখন তাঁহার আগমন ও বিদায় কালে সকল সময়েই প্রদত্ত হইবে।

মান্দ্রাজের সিদাপেট নামক স্থানে একটী কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। ২৮৩০০ টাকা ব্যয়ে ইহার নিমিত্ত একটী গৃহ নির্ম্মিত হইবে, ইহাতে একটী লেক্‌চর হল ও চারিটী শ্রেণী থাকিবে। বঙ্গদেশে কেবল বাক্যই কি সার?

গত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসের মধ্যে মান্দ্রাজে ৮৭০০০ লোক ওলাউঠায় প্রাণ হারাইয়াছে।

হাইদ্রাবাদের অধিকাংশ মুসলমান সুন্নী মতাবলম্বী, তাহাদিগেরই চক্রে নিজামের সিয়া মতাবলম্বী শিক্ষক হত হন। আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, এই কারণে সার সালার জঙ্গ সিয়া মত পরিত্যাগ করিয়া সুন্নী হইয়াছেন। সার সালার জঙ্গ কি এত অপদার্থ লোক?

মিরর শুনিয়াছেন, মান্দ্রাজে ভ্রান্তিক্রমে এক ব্যক্তির পরিবর্ত্তে আর এক ব্যক্তিকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে। টেলিগ্রাফ সিগ্নালারের দোষে মান্দ্রাজের হাইকোর্টের নিষেধ অনুমতি যাইতে এক দিবস বিলম্ব হয় এবং তাহা সময়ে পৌঁছিয়াও কোন কার্য্যের হয় নাই। সামান্য ভ্রান্তি হেতু যে একটী মহাপাতক হইল, ইহার ফল ভোগ কে করিবে? অসভ্য ও নিষ্ঠুর কালোচিত প্রাণদণ্ড বিধি কি রহিত হইবে না?

বোম্বাই।

বোম্বাই নগরে এবং করাচিতে বসন্ত রোগের ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়ম্‌স বোম্বাইয়ে বক্তৃতা করিতেছেন।

বোম্বাইয়ের সার আলবার্ট সাসুন যুবরাজের সম্মতি লইয়া ৫০,০০০ টাকা ব্যয়ে তাঁহার একটী অশ্বারূঢ় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতেছেন।

ইউরোপ

লর্ড লিটন গত ১ লা মার্চ্চ ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সুয়েজে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং ৭ ই এপ্রেল বোম্বাইয়ে উপনীত হইবেন। নূতন রাজপ্রতিনিধি ও নূতন প্রধান সেনাপতি একত্র অষ্ট্রিস জাহাজে আসিতেছেন।

আগামী এপ্রেল মাসে লণ্ডনের সাউথ কেনসিংটন মিউসিয়মে বিজ্ঞান যন্ত্রের একটী আতিমধ্যাস্ত প্রদর্শন হইবে।

পার্লেমেণ্টে উপাধি বিল লইয়া আন্দোলন চলিতেছে, ডচেস অব এডিনবর্গের প্রস্তাবে ইহা হইয়াছে। রাজপরিবারের মধ্যে প্রধান নিকৃষ্টের ব্যবস্থা ইহাদ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। রুসীয় সম্রাট কন্যা মধ্যম রাজবধূ হইয়া মানের খর্ব্বতা যে অনুভব করিবেন আশ্চর্য্য নহে।

স্পেনের কার্লিষ্ট দল সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়াছে। বোধ হয় এই বারেই স্পেনের গৃহযুদ্ধ শেষ হইল।

পরাজিত ফ্রান্স দিন দিন সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু জয়ী জর্ম্মনি দরিদ্র দশাপন্ন হইয়া পড়িতেছে। জর্ম্মনির বহুব্যয় সাধ্য সামরিক বিভাগ ইহার দুরবস্থার প্রধান কারণ। শুনা যাইতেছে, জর্ম্মণ সম্রাট ফরাসীদিগকে লোরেন বিক্রয় করিবেন।

বার্ম্মিংহামের মহারাণীর হসপিটালে চিকিৎসার্থিনী রমণীগণ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন।

স্বয়েজখালের খিডিবের অংশ ক্রয়ার্থ ৮০,০০০ টাকা উপরি ব্যয় পড়িয়াছে। এই সম্পত্তি ক্রয়ার্থ যাহাতে রাজ্ঞীর হস্তে ৪ কোটী ৮০ হাজার টাকা দেওয়া হয়, তজ্জন্য রাজকোষাধ্যক্ষ কমন্স হাউসে প্রস্তাব করিবেন।

তুরুস্কের সুলতানের শত্রুর মুখে ছাই দিয়া ৮০০ মাত্র গৃহিণী। তুরুস্ক রাজ্যের আয় ৭ কোটী টাকা, তন্মধ্যে দুই কোটী টাকা সুলতান ও তাঁহার এই গৃহলক্ষ্মীগণের জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। সাধে কি তুরুস্কের দুর্দ্দশা!

মহারাণী আগামী ২৫ এ মার্চ্চ ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপখণ্ড দর্শনার্থ যাত্রা করিবেন।

লর্ড লিটনের ভাগ্য ভাল। ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি পদ গ্রহণ করিতে না করিতে তিনি ফরষ্টার নামক তাঁহার পিতার এক বন্ধুর সমুদায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

বিবিধ।

চিনদিগের কোন ব্যাঙ্কের পতন হইলে তাহার সমুদায় কর্ম্মচারী আপনাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলে। ৫০০ বৎসর পরে এরূপ একটী ঘটনা ঘটিয়াছে।

সমুদায় খোকণ্ড প্রদেশ রুসিয়া সাম্রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

আমরা মিরর পাঠে আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইলাম, অষ্ট্রেলিয়া হইতে এক ব্যক্তি এক জন ব্রাহ্ম প্রচারক চাহিয়াছেন। তিনি বলেন অত্রত্য খৃষ্টানদিগের মধ্যে হাজার হাজার ব্যক্তি আর খৃষ্টানধর্ম্মের তুষ খাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া শস্যের প্রার্থী হইয়াছে। এক জন ব্রাহ্ম প্রচারকের পাথেয় দিতে তাহারা প্রস্তুত, এবং সেখানে সুখে সম্বর্পণে থাকিবার উপায়ও করিয়া দিবে। কেশব বাবু অথবা প্রতাপ বাবু একবার অষ্ট্রেলিয়া দর্শন করিয়া আসুন।

প্রেরিত।

দেবীপুরের সব রেজীষ্ট্রার ও ডায়মণ্ড হারবরের জয়েণ্ট মাজীষ্ট্রেট।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল সাধনার্থ সর্ব্বত্র সব রেজীষ্ট্রারের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতে সাধারণের অশেষবিধ সুবিধা হইতেছে। আমরা এস্থলে দেবীপুরের সব রেজীষ্ট্রার বাবু শিবচন্দ্র বসুকে দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করিলাম, তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সন্দর্শনে আমরা যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। তিনি ইতিপূর্ব্বে অত্রত্য সবডিবিজন ডায়মণ্ড হারবরের শ্রীযুক্ত মাজীষ্ট্রেট সাহেবের কাছারিতে বহুকালাবধি রেজেষ্টরী কেরাণীর কার্য্য করিয়া সুশিক্ষিত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি যে কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি তাহা বলা অত্যুক্তি মাত্র। কিন্তু এরূপ গ্রাম্য অফিসে প্রায়ই বাড় মোক্তার দিগের অত্যাচার হইয়া থাকে, এস্থলেও তাহাই ঘটিয়াছিল, এক্ষণে উক্ত দূরদর্শী সব রেজীষ্ট্রার বাবু তাহাদিগের দুশ্চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া, তাহার প্রতিবিধানে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল মোক্তার সহজ লোক নহে, তাহারা সকলই করিতে পারে। শুনিলাম তাহারা যেরূপ চক্রান্ত করিতেছে তাহাতে সবরেজীষ্ট্রার বাবুর পক্ষে কিরূপ অনিষ্টাচরণ করে বলা যায় না। কিন্তু ভরসা করি আমাদিগের রাজপ্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত মহোদয় যতদিন এ বিভাগে থাকিবেন, ততদিন কোন ব্যক্তি স্বকপোল কল্পিত মিথ্যা মোকর্দ্দমা রুজু করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। উক্ত বিচারপতি মহোদয় সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় বিচারাসনে আসীন হইয়া ধর্ম্মাধিকরণ উজ্জ্বল করিতেছেন। তাঁহার বিচারিত যতগুলি মোকর্দ্দমা আমরা দর্শন করিয়াছি তাহার সকল গুলিই সুবিচারের পরিচয় দিয়াছে। তিনি এই অল্পকাল মধ্যে যেরূপ প্রজাপালন সম্ভূত নির্ম্মল কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন, কস্মিন্‌কালে কোন বিচারপতির সময়ে সেরূপ লক্ষিত হয় নাই। তিনি সাধারণের মঙ্গল সাধনার্থ সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করেন না। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা অথবা ৮।১০ টা রাত্রি পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার বিরাম নাই অথচ নিয়তই ক্ষিপ্রহস্তে কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। তিনি প্রভাতে উঠিয়া ধর্ম্মাধিকরণে প্রবেশ করিয়া পুলিস প্রেরিত রিপোর্ট প্রভৃতি শুনেন এবং বেলা ১১ টা হইতে রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত নথি মোকর্দ্দমার বিচার করিয়া থাকেন, উক্ত মহোদয় যেরূপ শ্রমশীল, এরূপ লোক বিচারপতি সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি বিরল। কয়েক সপ্তাহ বিগত হইল তিনি একটী মহদনিষ্ট নিবারণ করিয়া সাধারণ ব্যক্তিগণকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। ক্রমশঃ তাহার বিষয় লিখিত হইতেছে। অত্রত্য গ্রাম্য রাস্তা সমূহের উপর অত্রত্য অধিবাসীগণ নিয়ত পুতিগন্ধ দ্রব্যাদি প্রক্ষেপপূর্ব্বক সাধারণের পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকেন, তজ্জন্য সর্ব্বত্র ঐ প্রকার অত্যাচারের নিষেধাজ্ঞা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি আমাদিগের রামচন্দ্রপুর স্কুলের নিকটবর্ত্তী মসিদগ্রামে ঐরূপ অত্যাচার হওয়ায় বিচারপতি মহাশয়ের নিকট নিবেদন করা হয়, তাহাতে অপরাধীদিগের প্রত্যেকের ২ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি সপরিবার সচ্ছন্দে থাকিয়া উচ্চপদারূঢ় হউন।

২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ সাল }

একান্ত বশম্বদ।
শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্রধান শিক্ষক।
স্কুল রামচন্দ্রপুর।

যুবরাজের সম্মানার্থ দানের দুর্দ্দশা।

রাজকুমারের কলিকাতা শুভাগমনোপলক্ষে বাঙ্গালীদিগের কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উৎসব করেন, নানা সংবাদ পত্রে তাহার ধুমধামের বিষয় আমরা বিস্তর পাঠ করিয়াছি। সেই উৎসব উপলক্ষে অনেকেই সাহায্য দান করিয়াছেন। অত্রত্য ভূম্যধিকারী শ্রীল শ্রীমন্মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় এই উপলক্ষে ২০০০ হাজার এবং এখানকার প্রবাসী কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চাঁদাদ্বারা ২০০ শত সাকুল্যে এই ২২০০ শত টাকা শ্রীযুক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে এক কালে প্রেরণ করেন। দুঃখের ও একান্ত বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় তৎক্ষণাৎ সেই টাকার (২০০০) পৌঁছ সংবাদ পাইলেন, দুর্ভাগা ভদ্র সন্তানগণ পত্রের উত্তর পাওয়া দূরে থাকুক, এপর্য্যন্ত কোন রূপে টাকার প্রাপ্তি সংবাদও জানিতে পারিলেন না। ইহার কারণ কি? রাজাবাহাদুর কি কতকগুলি ভদ্রলোকের পত্রের প্রত্যুত্তর দেওয়াকে অপমানের কারণ বলিয়া জানেন? যদি তাঁহার এইরূপ সংস্কার থাকে তবে ইতিপূর্ব্বে আমরা তাঁহার যে যশের কথা শ্রবণ করিয়াছি তাহা একান্তই ভ্রমময় ভিন্ন আর কি বলিব? প্রস্তাবিত উৎসবের নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তি অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কাকিনী থানাস্থ সাহায্যদাতা ভদ্রগণের তুল্যাবস্থার লোক। নাম মাত্রে রাজা বা রাজা বাহাদুর অতি অল্পই আছেন।

পরিশেষে কাকিনার সাহায্যদাতৃগণকে একটী কথা না বলিয়া আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। রাজকুমারের সম্মানার্থ তাঁহারা এরূপে বৃথা অর্থের শ্রাদ্ধ না করিয়া যদি কোন দেশহিতকর কার্য্যে

এই অর্থ ব্যয়িত করিতেন, প্রকৃত উপকারের হইত, কলিকাতা বা স্থানান্তরে টাকা পাঠাইবারও প্রয়োজন ছিল না, তাঁহারা রঙ্গপুরেই ইহার সদ্ব্যয় করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিতেন, বহুযত্নের অর্থ বৃথা নষ্ট করিয়া এখন মনঃক্ষোভ মাত্র সার হইতেছে। টাকা টা কি হইল তাহার খোঁজ খবরই নাই। কি চমৎকার!!!
ইতি। ১২৮২। ২০ শে, ফাল্গুণ।

ভারতসংস্কারের একজন গ্রাহক।
কাকিনা রঙ্গপুর।

আগামী ৫ ই চৈত্র হইতে তিন দিবসের জন্য বাকইপুরের হিন্দুমেলা আরম্ভ হইবে। স্বদেশহিতৈষী মহোদয়গণ স্ব স্ব আয়ত্তাধীন স্থনের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া মেলার অষ্টম দিবস পূর্ব্বে বাকইপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়দিগের নামে কিম্বা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে প্রেরণ করিলে ঐ সকল বস্তু মেলাস্থলে পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট হইলে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে।

বাকইপুর
১০ ই ফাল্গুন
১২৮২ সাল

শ্রীনবগোপাল বসু
বাকইপুর হিন্দুমেলার অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক।

যৌবন সুহৃদ।

যুবকগণের স্বাস্থ্য হানিকর কদভ্যাস নিবারণ বিষয়ক)

মূল্য ৸৹ আনা, মফস্বলে ডাকমাশুল ৴৹ আনা

প্রসাদ প্রসঙ্গ।

(রাম প্রসাদ সেনের জীবন চরিত সম্বলিত গীতাবলী)

মূল্য ॥৹ আনা, মফস্বলে ডাকমাশুল ৴৹ ঐ।

উপরি উক্ত পুস্তকদ্বয় হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে এবং কলিকাতা মির্জাপুর ষ্ট্রীট ১ নং মিত্র এণ্ড কোম্পানির পুস্তকালয়, ৩ নং ব্রাহ্ম নিকেতন, কলেজ স্কোয়ার ১২ নং ইণ্ডিয়ান হোমিওপাথিক ডিস্পেন্সরী এবং কলেজ ষ্ট্রীট ৫৫ নং কানিঙ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

নূতন প্রকাশিত।

চিত্তবিনোদিনী।

(সিপাহী বিদ্রোহ সম্বলিত উপন্যাস।)

গত আষাঢ়ের আর্য্যদর্শনে ইহার সমালোচনা দৃষ্ট হইবে। মূল্য ১৷৹ টাকা, ডাকমাশুল ৶৹। হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে, পটলডাঙ্গা কানিং লাইব্রেরী ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত অনুবাদিত হইয়া শেষ নিম্নলিখিত ঠিকানায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য কমিসন বাদে ১৩৲ টাকা। ডাক মাশুল ১৸৵৹ আনা।

কলিকাতা,
বিডন ষ্ট্রীট ৬৬ নং শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিডন প্রেস,

টাকের মহৌষধ।

আমাদের নিকট টাকপড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে ইহার দ্বারা অনেক লোকের টাক সারিয়াছে। অল্পদিনের টাক ১৫৷২০ দিনে ভাল হইয়াছে। অধিক দিনের হইলে কিছু অধিক কাল ব্যবহার করিতে হয়। মূল্য ২ আউন্স শিশি ১ টাকা। চিনাবাজার আরমানি গিরজার সম্মুখে শ্রীযুক্ত নরসিংহ প্রসাদ দত্তের দোকানে এবং আমাদের নিজ ডিস্পেন্সারিতে বিক্রয় হয়।

১৪ নং সংস্কৃত কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হিন্দু স্কুলের ঠিক সম্মুখে } মহলানবীশ। এবং কোং

মফঃস্বল এজেন্সি।

শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া কমিসন লওয়া যায়, কেবল পুস্তকাদি পাঠাইতে হইলে কমিসন লওয়া যায় না। কলিকাতা খরিদ দরে ডাকমাশুল দিয়া মফঃস্বলে বসিয়া পাইতে পারিবেন।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ১১ নং পুস্তকালয়।

গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব ১ম খণ্ড মূল্য ১৲ টাকা উপরিউক্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

RIJU BRITTI
OR A COMPLETE KEY TO THE
RIJUPATHA
PART I.

ঋজুবৃত্তি।

প্রথম ভাগ।

অর্থাৎ

প্রথম ভাগ ঋজুপাঠের।

অন্বয়, কারক, সমাস, ধাতু, বাচ্য, কাল, তদ্ধিত, কৃদন্ত, প্রত্যয় এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজি অনুবাদ সম্বলিত

ব্যাখ্যা পুস্তক।

মূল্য ॥৹ আট আনা।

☞ কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটীর সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

বেঙ্গল নেটিব জয়েণ্ট ষ্টক কোং লিমিটেড।

এই জয়েণ্ট ষ্টকের অংশ গ্রহণের সময় পৌষের পরিবর্ত্তে আগামী চৈত্র পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ১১ নং বামাবোধিনী কার্য্যালয়, সোমপ্রকাশ কার্য্যালয় ও লাহোর ব্রাহ্মসমাজে অংশ গ্রহণেচ্ছুদিগের নাম প্রভৃতি গৃহীত হইবে।

শ্রী ত্রিগুণাতীব মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

সৈরিন্ধ্রী নাটক।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়; ক্যানিং লাইব্রারি এবং নূতন ভারত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য ১ম খণ্ড এক টাকা ছিল ৸৹ আনা স্থির করা গেল। ২য় খণ্ড ৸৹ আনা মাত্র। বেঙ্গল থিয়েটারে সত্বর অভিনীত হইবে।

ন্যাসনেল কোম্পানীর ইণ্ডিয়ান হোমিওপেথিক মেডিকেল হল।

১২ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

আমাদের ফারমেসীতে মহাত্মা হানিমান হেরিং, জার, বেয়ার, হেম্পেল প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তাদিগের হোমিওপেথিক পুস্তক, ট্রাক্টস্, পেমফ্লেটস্ ও সমস্ত ঔষধের মাদার টিংচার, ডাইলিউসন, ট্রাইটুরেসন, ঔষধ পূর্ণ মেহগনী কাঠের বাক্স; ঔষধ প্রস্তুত জন্য ও শিশুদিগের খাদ্যোপযোগী সুগার অব মিল্ক (দুগ্ধ চিনি); হেনরি টার্ণারের উৎকৃষ্ট কডলিভার অইল, ও লিন্ট্ প্রভৃতি যাবতীয় হোমিওপাথিক দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

এই কোম্পানিতে অংশীদার গ্রহণ করা যায়। প্রতি অংশের মূল্য ৫০ টাকা। অন্যান্য বিষয় ম্যানেজারের নিকট তত্ত্ব করিলে জানা যায়।

শ্রীশরৎ চন্দ্র দত্ত।
ম্যানেজার।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক … …	৬৲ টাকা	৭।
" ষাণ্মাসিক … …	৩।৹ "	৪।৹
" ত্রৈমাসিক … …	২৲ "	২।৶৹
মাসিক … …	৸৹	৸৴৹
প্রতি সংখ্যা …	।৹	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতিপঙক্তি প্রথম তিন বার ৶৹ আনার হিসাবে, তাহার পর ৴১৹ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে পারে।

Printed and published by B. M. GHOSE, *at the* EAST INDIA PRESS, HARINABHI.

REGISTERED No. 65

ভারত-সংস্কারক

সাপ্তাহিক পত্র।

৩য় ভাগ, ৬৭ শ সংখ্যা। | বঙ্গাব্দ ১২৮২—৫ ই চৈত্র শুক্রবার। ১৭ ই মার্চ্চ—১৮৭৬। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৬ টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাসুল সহিত ৭।০ টাকা।

সূচী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকগণের প্রতি।

মফঃস্বল এবং কলিকাতাস্থ গ্রাহকগণের নিকট সবিনয় নিবেদন যে তাঁহারা ভারত সংস্কারক সম্বন্ধীয় টাকা ও বৈষয়িক চিঠি পত্রাদি হরিনাভিতে না পাঠাইয়া কলিকাতা ১১ নং কলেজ স্কোয়ার আমার নিকট পাঠাইবেন। ভারত সংস্কারক পাইবার কোন গোলযোগ হইলেও সত্বর আমাকে অবগত করিবেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দেব
ভা, সং, কার্য্যাধ্যক্ষ।

সপ্তাহ।

যুবরাজের ভারত ভ্রমণ শেষ হইয়াছে। গত ১৪ই মার্চ্চ মঙ্গলবার তিনি বোম্বাই পরিত্যাগ করিয়া সাগরে ভাসিয়াছেন। জগদীশ্বর কৃপায় তিনি নির্ব্বিঘ্নে গৃহে পৌঁছিয়া তাঁহার বিরহকাতর পরিজনগণের আনন্দবর্দ্ধন করুন্। তিনি ভারতের বিষয় বিস্মৃত হন কি না, এখন আমরা তাহাই চিন্তা করিতে রহিলাম।

আমরা অত্যন্ত শোকার্ত্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, বারুইপুরের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট বাবু মহিম চন্দ্র পাল গত শুক্রবার মর্ত্তলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি প্রথমে ৬ টাকা বেতনে মুহুরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শেষে ৬০০ টাকা বেতনের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন। মহিম বাবু সামান্যরূপ লেখা পড়া জানিতেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষ লোক ছিলেন, এ কারণ স্বপদের অতি গুরুতর কার্য্যও প্রশংসিতরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। বিদ্যা ও দেশহিতকর কার্য্যের প্রতি ও ইহাঁর বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল।

১৭।১৮ বৎসর হইল, মজিলপুরে একটী বালিকা বিদ্যালয় চলিতেছে। ইহাতে ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৪০।৫০টীর ন্যূন হয় না। কিন্তু একটী গৃহের অভাবে এই বিদ্যালয়টী নানাস্থানী হইয়া বিশেষ উন্নতি প্রদর্শন করিতে পারিতেছে না। আমরা শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম, জমিদার বাবু হেম নাথ দত্ত নিজব্যয়ে বিদ্যালয়ের একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটদিগের ৬ মাসের অধিক মেয়াদ দিবার ক্ষমতা না থাকাতে হাইকোর্টে মোকদ্দমার অত্যন্ত আধিক্য হয়, এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ জেলা মাজিষ্ট্রেটদিগের ন্যায় নাগরিক মাজিষ্ট্রেটদিগের ক্ষমতাবৃদ্ধির বিল হইতেছে। আজি কালি কলিকাতায় ডিকেন্স প্রভৃতি মহোদয় যেরূপ বিচার করিতেছেন, তাহাতে ২ বৎসর মেয়াদ দিবার ক্ষমতা হইলে অনেক ভদ্র লোকের হাতে মাথা কাটিবেন।

কাশ্মীর হইতে বাবু প্যারীমোহন চট্টপাধ্যায় লিখিয়াছেন:—

মহাশয়ের ১৮ ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ভারতসংস্কারক পত্রে আমাদিগের মহারাজের (অর্থাৎ যে মহাত্মার আমরা বেতনভোগী দাস) নামে তাঁহার হিন্দুয়ানী ক্ষালনের উপলক্ষ করিয়া যে অন্যায় নিন্দা করা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদার্থ তাঁহার কোন প্রধান কর্ম্মচারী আপনাকে এই বিজ্ঞাপন করিতে এবং আপনার ভারতবিখ্যাত ভারতসংস্কারক পত্রে প্রকাশ করিতে আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে "মহারাজ যুবরাজের ও তদানুসঙ্গিক বা তদুপলক্ষে আগমনকারী শ্বেতবর্ণ কায়াধারীদিগের ভোজনের নিমিত্ত যে সকল দ্রব্য কেলনর্ সাহেব হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার হিন্দুয়ানির বা তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যে প্রগাঢ় অনুরাগ এবং ভক্তি আছে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য কেহ প্রতিপত্তি করিতে পারে না, কারণ ইংরাজের ভোজের জন্য ইংরাজের নিকট হইতে ক্রয় করাতে হিন্দুয়ানীতে কোন দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। বিষে বিষক্ষয় প্রবাদ প্রচলিত আছে এবং সর্ব্বদা গৃহীত হইয়া থাকে।

আমরা মহারাজকে যেরূপ হিন্দু বলিয়া শুনিয়াছি, তাহাতে যুবরাজকে ফলমূল ও হিন্দুখাদ্য ভোজন করানই উচিত ছিল। তিনি যদি আপনার বাটীতে আহ্বান করিয়া এক ব্যক্তিকে ম্লেচ্ছ খাদ্য খাইতে দিলেন, তবে খাঁটি হিন্দুয়ানী রহিল কৈ? কতকগুলি বাঙ্গালীর খাঁটি হিন্দুয়ানী রক্ষা না করাতে তিনি না কি বাঙ্গালি জাতির উপর একেকালে চটিয়া গিয়াছেন?

লর্ড নর্থব্রুক মিস ব্যারিঙ ও স্বদল সমভিব্যাহারে গত শুক্রবার কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

সার রিচার্ড টেম্পল মেদিনীপুর ও সিংহভূম ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

ভারত সংস্কারক।

ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ শাসন।

কোন সহযোগী পত্রে দৃষ্ট হইল, যুবরাজ ভারত ভ্রমণ করিয়া কি অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন, কেঁহ এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছেন,' "আমি গৃহে গমন করিলে লোকে আমাকে ভারতবর্ষ বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ দেখিতে চাহিবে, কিন্তু আমি আপনাকে সেরূপ মনে করি না। যাহাহউক আমি এইটী স্থির নিশ্চয় বলিতে পারি, ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ শাসন করা যায় না। এ বিষয়ে সদ্যুক্তি এই, যখন তোমরা সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা পাও, তাহাকে ছাড়িও না।"

যুবরাজ যদি উপরিউক্ত কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির করিয়া থাকেন, তিনি যে অতি সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত ভারতবর্ষের অবস্থা বুঝিয়াছেন, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। ভারতবর্ষ ব্রিটিষ দ্বীপ সমূহ অপেক্ষা অন্যূন ১২ গুণ বৃহৎ একটী সাম্রাজ্য, ইহাতে এত জাতি, প্রকৃতি ও ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের বসতি যে ইহাকে ক্ষুদ্র পৃথিবী বলা যায়। এই ভারতবর্ষ ছয় সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী ইংলণ্ড হইতে শাসন করিবার আশা করা, আর পৃথিবীতে বসিয়া চন্দ্র-লোক শাসন করিতে যাওয়া তুল্য কথা বলিলে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইতেছে। আমাদিগের সেক্রেটারী ভারতবর্ষ প্রবাসী গবর্ণর জেনারলের উপর নির্ভর করিতে পারেন না, তিনি স্বয়ং ভারতবর্ষের জন্য ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবেন এবং গবর্ণর জেনারলকে আপনার আদেশানুসারে চালাইয়া ভারত শাসন করিবেন এইরূপ মানস করিয়াছেন। ভারতবর্ষ শাসন গুরুতর কার্য্য, ইংলণ্ড হইতে নির্ব্বাহিত হওয়া যে কিরূপে সম্ভবে আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা এক পরিহাসের কথা শুনিয়াছিলাম, কোন বাদসাহের বেগমের পীড়া হইয়াছিল, হাকিম দূরে থাকিয়া তাহার হাতের সহিত একরূপ সূত্র বাঁধিয়া নাড়ী দেখিয়া চিকিৎসা করিলেন। ভারতবর্ষের অবস্থাও কি সেইরূপ হইবে? ষ্টেট সেক্রেটারি আমাদিগের হাকিম, তিনি দূরে বসিয়া ভারতবর্ষের সহিত টেলিগ্রাম সূত্র বাঁধিয়া ইহার নাড়ীর গতি অনুভব এবং চিকিৎসা করিতে পারেন। কিন্তু সে চিকিৎসার কথা শুনিতেই ভাল, তাহাতে যতদূর ফলোদয় সম্ভাবনা, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এত কাল ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারলের উপর অধিকাংশ নির্ভর ছিল, সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল নির্ব্বিঘ্নে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময়ে গবর্ণর জেনারলদিগের একাধিপত্য ছিল, বলিলেই হয়। মহারাণী সাম্রাজ্য ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলে গবর্ণর জেনারলের রাজপ্রতিনিধি বলিয়া নূতন উপাধি হইল, ইহার অর্থও আমরা এই বুঝিয়াছিলাম। যে তিনি রাজ্ঞীর স্থানীয় হইয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবেন। বস্তুতঃ যাঁহার উপর এত বড় সাম্রাজ্যের ভার, তাঁহার বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে একটী যন্ত্র স্বরূপ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

ষ্টেট সেক্রেটারী গবর্ণর জেনারলের উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষ বটেন, কিন্তু তিনি যদি গবর্ণর জেনারলের উপর নির্ভর না করিয়া সাক্ষাৎ শাসনের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন, মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। একত যাঁহারা ইংলণ্ডে থাকেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা অনেক অল্প, দ্বিতীয়তঃ মমতাও অল্প হইবার সম্ভাবনা। এক মাঞ্চেষ্টারের বাণিজ্য শুল্ক লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত, তাহার দৃষ্টান্তে আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শন করিতেছি। ষ্টেট সেক্রেটারীর ইচ্ছা, বাণিজ্য শুল্ক তুলিয়া দিয়া ভারতবাসীদিগের উপর বরং 'ইন্‌কম্‌ টাক্স' সংস্থাপন করা হউক। মাঞ্চেষ্টারের লাভার্থ ভারতবর্ষের কর্ত্তৃপক্ষ যে ভারতবর্ষকে এরূপ পীড়ন করিতে উদ্যত, দূরে অবস্থিতি হেতু ভারতবর্ষের প্রতি মমতাশূন্যতাই ইহার কারণ এ ভিন্ন আর কি বলিব? লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষে আছেন, এখান কার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সুতরাং ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার মমতা অধিক এবং তিনি ইহার ক্ষতি সাধনে কখন ইচ্ছুক নন। আমরা নিশ্চয় বলিতেপারি, ষ্টেট সেক্রেটারি যদি এ দেশে অবস্থান করিতেন, ইহার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক টানিতেন। যাহা হউক বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টও হোম গবর্ণমেন্টে যে বিবাদ চলিতেছে, তাহার মীমাংসার্থ শেষোক্ত গবর্ণমেন্ট আপনার হস্তে অধিক ক্ষমতা গ্রহণে সচেষ্ট হইয়াছেন।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আইন করিবার ক্ষমতা গবর্ণর জেনারলের আছে, ষ্টেট সেক্রেটারি সে ক্ষমতা অনেকটা আপনার হস্তে লইতে উদ্যত হইয়াছেন। আইনের উপরেই সমুদায় শাসন কার্য্য নির্ভর করে। যদি অনভিজ্ঞতা ও নির্ম্মমতা সহকারে ইংলণ্ড হইতে আইন প্রণীত হইয়া আইসে, এ দেশের যে কি অনিষ্ট হইবে বর্ণনা করা যায় না। এক ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে ঘোর বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে। আরো শত ২ স্বার্থ উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করিবে। এই জন্য আমরা বলি, ভারতবর্ষীয় রাজপ্রতিনিধিকে অব্যাঘাতে ভারতবর্ষ শাসন করিতে দেও। ইংলণ্ড তাঁহার কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও তাঁহার প্রতি উপদেশ দান করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার শাসনকার্য্যে পদে ২ হস্তক্ষেপ করিলে ভারতের অনিষ্ট এবং ইংলণ্ডের দুর্নাম হইবে। কবে আমরা এক জন উপযুক্ত রাজপুত্রকে ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ পাইব ?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

গত শনিবার অপরাহ্নে সেনেট গৃহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান সভা হয়। দেশীয় ও ইউরোপীয় দর্শক ৬০০ ব্যক্তির অধিক সমবেত হন, কতকগুলি বিদ্যোৎসাহিনী রমণীও উপস্থিত হইয়া সভাস্থল উজ্জ্বল করেন। চান্সেলার লর্ড নর্থব্রুক স্বয়ং সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পার্শ্বে সহকারী চান্সেলর হব হাউস সাহেব উপবেশন করেন। ইহাঁদিগের দুই পার্শ্বে অনরেবল সার উইলিয়ম নর্ম্মান এবং সার রিচার্ড গার্থ আসন গ্রহণ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সিণ্ডিকেট সভার সভ্যগণ ইহাঁদিগকে বেষ্টন করিয়া বসেন। এ বৎসরের সভায় একটু নূতনত্ব থাকাতে দর্শকদিগের চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে। যুবরাজ এ প্রদেশে আসিয়া বিনা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণের পথ উন্মুক্ত করিয়া যান। তিনি যুবরাজ বলিয়া বিদ্যাস্থান হইতে উচ্চ সম্মান সহজে লাভ করিলেন, আর প্রকৃত বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তদ্রূপ সম্মান হইতে বঞ্চিত রহিলেন, ইহা অন্যায় বলিয়া সাধারণে ঘোষণা করে এবং অনরারী উপাধি পাইবার উপযুক্ত আর কয়েক ব্যক্তির নামোল্লেখ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ অবিলম্বে সাধারণের সে ইচ্ছা যে পূর্ণ করিলেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে। এবার অন্যান্য উপাধি দানের পূর্ব্বে অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়মস্, রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে ডি এল উপাধি প্রদানার্থ রেজিষ্ট্রার চান্সেলারের নিকটে ডিপ্লোমা পত্র উপস্থিত করিলেন। মনিয়ার উইলিয়মস্ ইংরাজদিগের মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় বিদ্বান, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভার্থ এ দেশ ভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন, যাহাতে ভারতবর্ষকে ইংলণ্ড ভাল করিয়া জানেন এবং ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের ভালরূপ পরিচয় হয় ইহারই জন্য তাঁহার একান্ত আগ্রহ এবং ইহারই জন্য "অক্‌সফোর্ড ইনষ্টিটিউট" নামে একটী মহোপকারী ছাত্রাবাস স্থাপনার্থ তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ ব্যক্তি ইংলণ্ডের বিদ্বন্মণ্ডলীর ভূষণ স্বরূপ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ইহাঁর নাম সংযুক্ত হওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়েরই যে গৌরবের বিষয় কে না স্বীকার করিবে ? আমরা মনে করিয়াছিলাম, এরূপ ডিগ্রী লইতে তিনি সম্মত হন কি না, কিন্তু তিনি যেরূপ স্বভাবতঃ বিনীতস্বভাব, তিনি বাইস চান্সেলারকে এক পত্রে লিখিয়াছেন, তাঁহাকে যে উপাধিদানের প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা প্রাপ্ত হইলে তিনি তাঁহার অবলম্বিত কার্য্য সাধনে সমধিক উৎসাহিত হইবেন। মনিয়ার উইলিয়মস্ এক্ষণে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছেন, তিনি উপস্থিত থাকিয়া উপাধি গ্রহণ করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব আরো বৃদ্ধি হইত।

রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, রেজিষ্ট্রার তাঁহাদিগকে একে একে লর্ড নর্থব্রুকের সম্মুখে লইয়া গিয়া বলিলেন, "উচ্চ পদ এবং বিদ্যাবত্তা প্রযুক্ত ইনি চান্সেলার ও সিণ্ডিকেটের সভ্যগণ কর্ত্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এল অনরারী উপাধি পাইবার যোগ্য পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন, ইহাঁকে গ্রহণের অনুমতি হয়।" লর্ড নর্থব্রুক ডিপ্লোমা দিবার সময় বলিলেন "বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলর বলিয়া আমি যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্দ্বারা আপনাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্‌টর অব ল' অনরারী উপাধিতে গ্রহণ করিতেছি।" সকলে করতালি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিলেন, উপাধি প্রাপ্ত মহোদয় দ্বয় রেজিষ্টারে নাম স্বাক্ষর করিয়া আপনাপন আসন পুনর্গ্রহণ করিলেন। রেবরেণ্ড কৃষ্ণ বন্দ্যো ও বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্রের গুণ বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। ইহাঁদিগের বিদ্যাবত্তা ইউরোপ পর্য্যন্ত বিশ্রুত। হবহাউস রাজেন্দ্র বাবুর অনেক গুণের কথা বলিয়া ম্যাক্‌মুলার কৃত তাঁহার প্রশংসাবাদ পাঠ করেন এবং কৃষ্ণ বন্দ্যোর পুস্তকাদি ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার প্রতি পরলোকগত

বিশপ কটনের অভিপ্রায় পাঠ করেন। বস্তুতঃ এই দুই মহাত্মা এ দেশের বিদ্বান্ দলের অগ্রণী, ইহাঁদিগের সম্মাননায় ভারত সমাজ সম্মানিত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের মতে যখন অনরারী ডিগ্রী দিবার দ্বার খোলা হইল, তখন আরো কয়েকটী উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাহা প্রদান না করিলে অন্যায়াচরণ হইবে। আমরা এই স্থলে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি যেমন নিজে অগাধ বিদ্যাশালী, তেমনি এ দেশের বিদ্যোন্নতির একটী মূল কারণ, বিশ্ব বিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মাননা না করিয়া কর্ত্তব্যের ত্রুটী করিতেছেন। তাঁহার পরে বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি আরো কয়েকটী লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে, তাঁহাদিগের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন আবশ্যক।

অনরারি উপাধি দান শেষ হইলে বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাধারণ উপাধি প্রদত্ত হইল। প্রেসিডেন্সী কলেজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ সর্ব্বপ্রথম এম এ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। পরে অন্যান্য উত্তীর্ণ ছাত্রকে ডিগ্রী প্রদত্ত হইল। এ বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজের ১১, সংস্কৃত কলেজের ৩, ঢাকা কলেজের ২, পাটনা কলেজের ২, ফ্রি চর্চ্চের ২, বেনারস কলেজের ১, দিল্লী কলেজের ১, লক্ষ্ণৌ কলেজের ১ জন ছাত্র এবং শিক্ষক ১ জন এম এ হইয়াছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ৩১, হুগলী কলেজের ৬, ঢাকা কলেজের ২, পাটনা কলেজের ২, ফ্রি চর্চ্চের ৫, কাথিড্রল মিসনের ৫, জেনারল এসেম্লিজ ইনষ্টিটিউসনের ১, আগ্রা কলেজের ২, বেরিলী কলেজের ৫, বেনারস কলেজের ১, কানিঙ কলেজের ৪, মিউর সেণ্ট্রাল কলেজের ৩, দিল্লী কলেজের ১, লাহোর কলেজের ২ জন ছাত্র এবং শিক্ষক ৫ জন বি এ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বি এলদিগের মধ্যে ৪৭ জন প্রেসিডেন্সি, ২ জন হুগলী, ২ জন ঢাকা, এবং ২ জন পাটনা কলেজের ছাত্র। ৪ জন সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিঙ বেচিলর হইয়াছেন।

বাইস চান্সেলার যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বাপর উন্নতির তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, যে ইহার স্থাপনাবধি ১৮ বৎসর কাল ইহার ক্রমাগত উন্নতি দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু গত বৎসর সেরূপ হয় নাই। গত বৎসর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক, কিন্তু উত্তীর্ণের সংখ্যা অল্প হইয়াছে। এণ্ট্রান্স ও ফাষ্ট আর্টে ইহা বিশেষ লক্ষিত হয়। তিনি বলেন যেমন সময় গত হইতেছে, তেমনি পরীক্ষার আদর্শ ক্রমে২ গুরুতর করিয়া অসম্যক্ প্রস্তুত ছাত্রদিগকে নিবৃত্ত করা হইতেছে। বি এ, এম এ ও বি এল পরীক্ষার ফল অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক। ইংরাজী সাহিত্যে একজন মুসলমান এম এ হইয়াছেন, এটী মুসলমান জাতির পক্ষে অত্যন্ত শুভ লক্ষণ বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করা হইল।

কয়েক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন শোকের ক্রন্দন করিতে হইতেছে। এ বৎসরও ডিরেক্টর আটকিন্সন ও অধ্যাপক লব সাহেবের মৃত্যুতে বাইস চান্সেলর শোক প্রকাশ করিলেন। অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকারের জন্য বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে একটু দুঃখ প্রকাশ করা হইলে আমাদিগের সান্ত্বনা হইত। হব হাউস আর একটী শোকের কারণ উল্লেখ করিলেন, সেটী লর্ড নর্থব্রুকের অকালে ভারত ত্যাগ। গবর্ণর জেনারলদিগের মধ্যে বিশ্ব বিদ্যালয়ের জন্য ইহাঁর ন্যায় যত্নবান্ প্রায় কাহাকেও দেখা যায় নাই। কিন্তু হবহাউস আশা দিলেন লর্ড নর্থব্রুক ও অধ্যাপক উলিয়মসের ন্যায় মহাত্মাগণ ইংলণ্ডে থাকিয়াও এ দেশের বিদ্যোন্নতির অনেক সহায়তা করিতে পারেন, আমরা এক কালে ইহাঁদিগের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইব না।

হব হাউস পরীক্ষার্থীদিগের প্রতি কিছু উপদেশ দিয়া তাঁহার বক্তৃতা সমাপন করেন। ছাত্রগণ যাহাতে অধিক চিন্তাশীল, আত্মনির্ভর পরায়ণ এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভার্থ বিদ্যাশিক্ষার প্রতি যত্নশীল ও সাধুপথাবলম্বী হয়, তাহার জন্য অনুরোধ করিলেন।

বাইস চান্সেলার উপবেশন করিলেই চান্সেলার সভাভঙ্গ করিলেন। লর্ড নর্থব্রুক ভারত পরিত্যাগ করিতেছেন, হয়ত সাধারণের সহিত এই তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ, এ সময়ে তাঁহার কিছু অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, প্রত্যাশা করা গিয়াছিল, কিন্তু সে বিষয়ে আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইল।

ইউটার বহুবিবাহানুরাগিণী রমণীগণ।

বহুবিবাহ অনেক দেশে অল্লাধিক প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সভ্যতার উন্নতি সহকারে ক্রমশঃ তাহার প্রভাব নিস্তেজ হইতেছে। ভারতবর্ষে যেখানে ভয়ঙ্কর কৌলীন্য প্রথা দ্বারা বহুবিবাহ কুলাচার ও ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে, সেখানেও ইহা হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়িয়াছে, ত্বরায় যে এ কুপ্রথা এককালে বিলুপ্ত হইবে, আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ে তাহার আশা করিতেছি। বহুবিবাহ যে কোন দেশের প্রচলিত প্রথা হউক, স্ত্রীগণ যে পারতপক্ষে তাহার অনুমোদন করেন না, ইহা আমাদিগের দৃঢ় সংস্কার।

আমাদিগের দেশের সপত্নীব্রত প্রভৃতি তাহার প্রমাণস্থল। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে যে পৃথিবীর সভ্যতম ইউনাইটেড ষ্টেট্স রাজ্যের ইউটা নামক প্রদেশের ২৩,৩৬০ জন স্ত্রীলোক বহুবিবাহ নিষেধক আইনের বিরুদ্ধে আমেরিকার কনগ্রেস সভায় আবেদন করিয়াছেন! এই রমণীগণ অবশ্যই শিক্ষিতা,নতুবা রীতিপূর্ব্বক আবেদন করিলেন কিরূপে? কিন্তু শিক্ষিতা হইয়া সপত্নীর প্রার্থিনী হইবেন, ইহা কি কখন সম্ভবপর? আমাদিগের সন্দেহ হয়, স্ত্রীলোকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ ব্যাপারের উদ্যোগী নহেন, তাঁহাদিগের পুরুষগণ অথবা ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহাদিগের নেতা হইয়া সকল কার্য্য করিতেছেন। একজন সম্পাদক বলেন, যত স্ত্রীলোকের নাম স্বাক্ষর করিয়া আবেদন করা হইয়াছে, ইউটাতে তত বিবাহিতা স্ত্রীলোক নাই। ১৮৭০ সালে ইউটার জনসংখ্যা গণনা করিয়া পুরুষ সংখ্যা ৪৪১২১ এবং স্ত্রীলোক সংখ্যা ৪২,৬৬৫ বলিয়া অবধারিত হয়। তথায় ১৭২১০ টী পরিবার, ১৮২৯০ গৃহে বাস করে। ইহাতে বিবাহিতা স্ত্রীলোক ১৮০০০ র অধিক হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ২৩০০০র অধিক স্ত্রীলোকের স্বাক্ষর হওয়া কিরূপে সম্ভবে? ধর্ম্মযাজকগণের চক্রান্তে আবেদন খানি যে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইউটার নিবাসীগণ মর্ম্মণ। বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে যেমন আউলেচাঁদ কর্তাভজা ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন, জোজেফ স্মিথ নামক এক অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন লোক খৃষ্টানধর্ম্ম হইতে তেমনি মর্ম্মণ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই মতে নীতিবন্ধন অনেক শিথিল দেখা যায়। ইহা বহুবিবাহকে একটী স্বর্গের সাধন বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। বস্তুতঃ পুরাতন বাইবেলে বহুবিবাহের ভুয়োভূয়ঃ দৃষ্টান্ত আছে এবং মর্ম্মণেরা তাহাই অবলম্বন করিয়া আপনাদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকে। ইউটার উত্তর ভাগের স্ত্রীলোকেরা মর্ম্মণ ধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও বহুবিবাহের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য বিধর্ম্মীদিগকে বিবাহ করে এবং তাহাদিগের মধ্যে এ কুপ্রথার প্রভাব দৃষ্ট হয় না। দক্ষিণাংশেই মর্ম্মণমত সম্পূর্ণ প্রবল এবং তথায় এই প্রথা পরিত্যাগ করা মহা পাপ বলিয়া গণনীয়। যাহাহউক ইউনাইটেড ষ্টেট্সের ন্যায় সভ্যদেশে এবং খৃষ্টানদিগের মধ্যে এ প্রকার অভদ্র নীতি কলঙ্ক স্বরূপ। ইউনাইটেড রাজ্য জঘন্য দাস ব্যবসায় উঠাইয়াছেন, এখন স্ত্রীলোকদিগের উপর পুরুষদিগের পাপজনক শাসন উঠাইয়া দেশের ধর্ম্মনীতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করুন্। বহুবিবাহ দ্বারা যে স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বপ্রকার হীনাবস্থা সাধিত হয়, বর্ত্তমান আবেদনই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ।

জয়নগর মিউনিসিপালিটী।

কলিকাতার মিউনিসিপালিটী লইয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। কি দেশীয়, কি বিদেশীয় সমস্ত সংবাদ পত্র ইহা লইয়া গোলযোগ করিতেছেন। যথেচ্ছাচারী, আত্ম-প্রাধান্য—পরায়ণ সভাপতি হগ্ সাহেব গবর্ণমেণ্টের অন্যায় প্রশ্রয় পাইয়া মেম্বর ও করদাতাদিগের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক কলিকাতাকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড করিয়া তুলিয়াছেন। সকলে এক বাক্যে হগ সাহেবের এই অন্যায় প্রভুত্ব প্রশমনার্থ গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করিতেছেন ও চতুর্দ্দিক হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন অর্পিত হইতেছে। কেবল কলিকাতার মিউনিসিপালিটী বলিয়া নহে যে, যে মফঃস্বল মিউনিসিপালিটীতে স্থানীয় উচ্চতর কর্ম্মচারীর প্রশ্রয়পালিত মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভাপতি বা সম্পাদক আছেন, সেই সেই স্থানে তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারে ও অযথা প্রভুত্বে করদাতারা উৎপীড়িত ও অত্যাচরিত হইয়া থাকেন। আমরা ইহার উদাহরণ স্থলে জয়নগর মিউনিসিপালিটীর এক খানি বিবরণ পত্র এস্থলে গ্রহণ করিলাম।

প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর হইল জয়নগরে মিউনিসিপ্যালিটী আইনজারি হইয়াছে। প্রথমতঃ এখানে ১৮৫৬ সালের ভারতবর্ষীয় ২০ আইন জারী হয়, পরে ১৮৬১ সালের বঙ্গদেশীয় ৬ আইন ও ৭৬ স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। মিউনিসিপালিটীর স্থাপনাবধি বাবু হরিদাস দত্ত ইহার একপ্রকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। হরিদাস বাবু মজিলপুরের অন্যতম জমীদার,পূর্ব্বতন হিন্দু ও প্রেসিডেন্সি কালেজের ছাত্র,স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিকারী বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট পরিচিত, এবং সেই জন্য বিগত দুর্ভিক্ষ সময়ে অবৈতনিক সাহায্য বিতরিতা হইয়া যথেষ্ট গৌরব লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বাবধি হরিদাস বাবু মিউনিসিপালিটীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। গত তিন চারি বৎসর হইতে তিনি ইহার সম্পাদক পদাভিষিক্ত হইয়া স্বকীয় ইচ্ছানুসারে নির্ব্বিবাদে মিউনিসিপালিটীর কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। যে সকল মেম্বর ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ আইন কানুন বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও মিউনিসিপালিটীর কার্য্য সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন থাকাতে কার্য্যতঃ হরিদাস বাবুর সম্বন্ধে "আপ্‌কে আস্তে" সভ্য ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না। করদাতাদিগের সর্ব্বনাশ হইতেছে কি হিতসাধন হইতেছে সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কেবল হগ সাহেবের "আপ্‌কে আস্তে" এই মন্ত্রে দীক্ষিতদিগের ন্যায় কার্য্যানুসরণ করিতেন। ক্রমে এত অত্যাচার ও অন্যায় কার্য্য হইতে লাগিল যে আর লোকের সহ্য হইল না, তাঁহাদিগের দুই এক জন করিয়া মিউনিসিপালিটীর কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে সম্পাদক বাবুর বিপক্ষে সভা আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং অনেক সংবাদপত্রে আন্দোলন চলিতে লাগিল। কলিকাতার লোকে চিৎকার করিতে শিখিয়াছেন। আন্দোলন করিতে শিখিয়াছেন। এই জন্যে তাঁহাদের কোলাহল মধ্যে মধ্যে উত্থিত হইয়া সমাজের নিস্তব্ধতা তিরোহিত করে। কিন্তু মফঃস্বলবাসীরা না জানেন চিৎকার করিতে, না জানেন ধর্ম্মঘট করিতে, না জানেন সমবেত হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট "মেমোরিয়ল" পাঠাইতে, সুতরাং তাঁহারা বাঙ্‌নিষ্পত্তি বিহীন হইয়া সমস্ত সহ্য করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের কষ্ট দুঃখে কাহারও ক্ষতিমন আকৃষ্ট হইতে পারে না। প্রায় দুই বৎসর হইল জয়নগরের সমস্ত করদাতা সম্পাদক বাবুর অন্যায় কার্য্যে পীড়িত হইয়া উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট আবে

দন করিল. কিন্তু মহকুমার মাজিষ্ট্রেট বাবুর অনবধানতায় হউক বা করদাতাদিগের অদৃষ্টগুণে হউক কোন ফল ফলিল না। প্রায় ছয় সাত মাস হইল পূর্ব্বতন মেম্বরদিগের মধ্য হইতে অনেক আবর্জ্জনা অপসারিত হইল। কৃতবিদ্য যুবক ৪।৫ জন নূতন মেম্বর নিযুক্ত হইলেন, অমনি হরিদাস বাবুর কার্য্যকলাপ তাঁহাদের তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে পড়িল। হরিদাস বাবু আপনার প্রতিপালিত ও অনুগত লোকদিগকে টাক্স হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। নিজের উপকারার্থে অনর্থক বহু ব্যয় করিয়া একটী পুল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নূতন রাস্তা প্রস্তুত সময়ে করদাতাদিগের উপর অন্যায় অত্যাচার করিয়াছেন, এই সমস্ত কার্য্য দেখিয়া নূতন মেম্বরেরা স্থির করিলেন যে হরিদাস বাবুকে আর সেক্রেটারি পদে রাখা উচিত নহে। গত ২ রা নবেম্বর তারিখের অধিবেশনে প্রথম কমিটীর অন্যতর মেম্বর বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষ প্রস্তাব করিলেন, যে এই কমিটীর বিবেচনায় বর্ত্তমান সেক্রেটারি মহাশয়ের পরিবর্ত্তে নূতন সেক্রেটারি নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। কমিটী তৎপদে বাবু কালীনাথ দত্তকে মনোনীত করেন। অধিকাংশ মেম্বর এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। কেবল বাবু হারাণচন্দ্র মিত্র এই প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, হরিদাস বাবুকে কি দোষে সেক্রেটারি পদ হইতে অপসৃত করা হয়? পরে হারাণ বাবুর প্রস্তাবে ও হরিদাস বাবুর অভিপ্রায় মতে আনন্দ বাবু মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া হরিদাস বাবুর বিপক্ষে অভিযোগ করিলেনযে হরিদাস বাবু কমিটীর জ্ঞাতব্য কোন ২ চিঠী কমিটীর নিকট গোপন করিয়াছেন; পরে পণ্ডিত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য অভিযোগ করিলেন, যে হরিদাস বাবু সাধারণের অধিকতর আবশ্যক ও উপকারক স্থলে পুল না করিয়া নিজের বাগান বাটীর সুবিধার জন্য আপন মনোনীত স্থানে বহু ব্যয় করিয়া একটী পুল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পরে বাবু নীলরতন মিত্র অভিযোগ করিলেন যে, হরিদাস বাবু ৭৪।৭৫ সালের এসেস্‌মেন্ট ধার্য্য সময়ে আপনার অনুগত লোকদিগের কাহাকে টাক্স হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন,কাহার বা অবস্থার ন্যূন ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছেন। পরে বাবু হেমনাথ দত্ত অভিযোগ আনিলেন যে, হরিদাস বাবু মিউনিসিপালিটীর নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ সময়ে লোকের স্বত্ব ও অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগের অধিকারস্থ সম্পত্তি বিনা মূল্যে ও মালিকের বিনা অনুমতিতে লইয়া মিউনিসিপালিটীকে দুর্নামগ্রস্ত ও বিপন্ন করিয়াছেন। ২ রা নবেম্বর তারিখের কমিটীতে এই সকল অভিযোগের বিচার হয়। বিচারে অধিকাংশ মেম্বারের অভিপ্রায়ে সম্পাদক দোষী স্থির হইলেন।

কমিটীও আপনার মনোনীত সম্পাদক কালীনাথ বাবুকে সেক্রেটারি পদ দিয়া হরিদাস বাবুকে অপসারিত করিলেন এবং এই বিষয় বিদিতার্থে বারুইপুর মাজিষ্ট্রেট কাছারীতে, স্থানীয় পোষ্টাফিসে এবং মিউনিসিপালিটীর প্রধান প্রধান স্থানে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচার করিতে লাগিলেন। হরিদাস বাবু নানাবিধ কূট কৌশলে মহকুমার ডি, মাজিষ্ট্রেটকে মোহিত করিবার চেষ্টা পান এবং মিউনিসিপালিটীর কাগজ পত্র কমিটীতে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হন। শেষে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি অনুসারে চার্জ্জ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় সকল কাগজ পত্র অদ্যাপি দেন নাই।

বাবু হরিদাস দত্ত জয়নগর মিউনিসিপালিটীর জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন এবং রাস্তা প্রভৃতিরও অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন, ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার কার্য্যের মধ্যে অতিপ্রভুত্ব, অন্যায় ও স্বার্থভাব প্রবিষ্ট হইয়া মিউনিসিপালিটীর অনেক স্বার্থহানি ও অনিষ্টোৎপাদন করিয়াছে। যাহাহউক এজন্য আমরা একা তাঁহাকে দূষিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। প্রথম হইতে কমিটীর সভ্যগণ এবং উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষগণ স্বকর্ত্তব্য সাধন করিলে কখন তাঁহাকে দোষাশ্রিত হইতে হইত না। তাঁহারা তাঁহাকে যথেচ্ছাচার করিতে দিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্পাদক যে কমিটীর প্রভু নহেন, ভৃত্যমাত্র, এতদিন তিনি তাহা বুঝিবার অবসর পান নাই। এখন হৃতপদ হইয়া অবশ্যই বুঝিয়াছেন। হরিদাস বাবুর স্থানীয় বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা আছে এবং সাধারণের হিতকার্য্যে উৎসাহ আছে, আমরা আশা করি সম্পাদক পদ গেল বলিয়া তিনি মিউনিসিপালিটী ও স্বদেশের উন্নতি কল্পে সাহায্যদানে বিরত হইবেন না।

প্রাপ্ত।

বারাণসীর সংবাদদাতার পত্র।

বিগত ২৫ শে ফাল্গুণ অনরেবল মিস বেরিং বারাণসীতে উপনীত হন। পরে নগর ভ্রমণানন্তর বারাণসীর মহারাজার সুসজ্জিত জল যানারোহণে তদীয় রামনগরস্থ দুর্গে উপনীত হইয়া তথায় সাদরে গৃহীত হন। পরে বারাণসীতে নৌকা যোগে প্রত্যাগত হন। এস্থানে ইহাঁর ভ্রমণ কালে অগ্র পশ্চাৎ অশ্বারোহী সৈন্য পতাকা ধারণ পূর্ব্বক গমন করিয়াছিল।

২৬ এ তারিখ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় স্পেশাল ট্রেণে গবর্ণর জেনেরল মহামান্য লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুর বারাণসীর ই আই আর কোম্পানীর ষ্টেশনে এলাহাবাদ হইতে উপনীত হন। বিজয় নগরের মহারাজা, কাশী-নরেশ, এবং স্থানীয় অন্যান্য রাজগণ, প্রধান প্রধান জমীদার ও মহাজনগণ, কমীশনর ও জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সিবিলিয়ানগণ এবং অন্যান্য যাবতীয় গবর্ণমেন্টের সিবিল এবং মিলিটারী কর্ম্মচারী সৈন্য ষ্টেশন হইতে চতুরশ্ব সংযোজিত শকটারোহণে অশ্বারোহী দলে পরিবেষ্টিত লর্ড বাহাদুরকে নগরীতে আহ্বান করেন। শাসনকর্ত্তার নগরীতে প্রথম পদার্পণ মাত্রই ক্যান্টনমেন্ট হইতে ২১ টী সম্মানসূচক তোপধ্বনি হয়। ইতিপূর্ব্বে এস্থানে তাঁহার আর কখন পদার্পণ হয় নাই। ১৮৭২ সালে যদবধি তিনি ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করেন, তদবধি তিনি প্রায় সমস্ত ভারত সাম্রাজ্য পরিদর্শন করেন। কিন্তু বারাণসী একটী প্রধান নগরী হইলেও ইহার প্রতি তাঁহার কটাক্ষপাত হয় নাই। বিশেষ, বৎসর ২ পশ্চিমাঞ্চলে গমনাগমন সময়, তাঁহাকে কাশীর পাশ কাটাইয়া যাইতে হইয়াছে, তবুও এস্থানে তাঁহার পদধূলি না পড়াতে অনেকেই মহা দুঃখিত ছিলেন সন্দেহ নাই। যাহাহউক লর্ড বাহাদুর, লোকের মনস্তুষ্টির জন্যই হউক আর একটী হিন্দুদিগের প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিবার উদ্দেশেই হউক, স্বদেশ প্রত্যাগমনের পুর্ব্বে যে এই স্থানটীকে একবার দর্শন দিয়া গেলেন ইহাই যথেষ্ট।

২৭ এ তারিখ লর্ড নর্থব্রুক,বিজয়নগরমের ক্ষুদ্র বাষ্পীয় পোত সংযোজিত কাশীরাজের সুসজ্জিত ময়ূরপঙ্খী নামক জলযানারোহণে, গঙ্গাতীরস্থ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নিরীক্ষণ করিতে করিতে রাম নগরস্থ রাজপ্রাসাদে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন করেন। কারণ গঙ্গা হইতে কাশী নগরীকে দেখিতে অতি চমৎকার। ঐ দিবস রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় স্পেশাল ট্রেণে গবর্ণর সাহেব কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রায় সমস্ত মহাত্মাই ষ্টেশন পর্য্যন্ত ইহাঁর পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

মধ্যে২ প্রায়ই আকাশ মণ্ডল মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইয়া, পূর্ব্বদিক হইতে কখন বা উত্তর দিক্ হইতে বায়ু বহিয়া থাকে, কিন্তু এ পর্য্যন্তও

জলপাত হয় নাই। কেবল ২১ এ তারিখে ২।১টা বজ্রপাত হইয়া ঈষন্মাত্র জল বর্ষণ হইয়াছিল, তাহাও সকল স্থানে হয় নাই এবং তাহাতে কোন উপকারও হয় নাই।

২৮ এ তারিখ দোল যাত্রা উপলক্ষে এস্থানে মহা সমারোহ হইয়াছিল, এই সমারোহ কেবল এ দেশীয়দিগের মনে নীচ রুচির পরিচয় দেয়, এ দেশের চিরানুগত কুপ্রথানুসারে কি পথে, কি ঘাটে কি মাঠে সকল স্থানেই ইহারা গালি বর্ষণ করিয়া চিত্তপ্রফুল্ল করিয়া থাকে। কিন্তু এই প্রথা যে কি ভয়ানক, তাহা পাঠকগণ মধ্যে যাঁহারা একবার দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। ঐ দিবস, ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে এমন লোক নাই যে, মদ্য পান করে না। তাহারা অধিকাংশই সামান্য শ্রেণীর লোক। অশ্লীল বাক্য ব্যবহার না হয়, এজন্য গবর্ণমেণ্ট দোলের ৩ দিবস পূর্ব্বেই ঘোষণা দ্বারা নগরবাসীগণকে সতর্ক করেন। ইহাতে ঐ দিবস পূর্ব্বাহ্ণে যাহারা ঘোষণানুবর্ত্তী না হইয়া স্বেচ্ছাচারিতা দেখাইয়াছে, তাহারা ধৃত ও পুলিস কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াছে। কিন্তু অপরাহ্ণে যখন এই দুর্ব্বৃত্তদের দল, একত্রিত হইয়া দুর্ব্বাক্য উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন কোথায় আর হুকুম, যেমন অন্য বৎসর তেমনি এ বৎসর। তবে স্বীকার করিতে হইবে, যে এ বৎসর অন্যান্য বৎসরের ন্যায় উপদ্রব হয় নাই। তবুও কোন স্ত্রীলোক, এমন কি বারাঙ্গণাগণ পর্য্যন্তও গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া থাকিতে পারে নাই। স্ত্রীলোক দেখিবামাত্র ইহারা তাহাদের সহিত পশুবৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়।

এস্থানে দোলের মেলায় চতুঃষষ্ঠী দেবীর দর্শনার্থ উদয়পুরের বর্ত্তমান রাণার পিতৃব্য একখানা সামান্য গাড়িতে ২ জন সঙ্গী লোক ও ১ জন গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত কনেষ্টবল সহিত আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখা গিয়াছিল।

মুঙ্গেরস্থ সংবাদদাতার পত্র।

১। দোলযাত্রার সময় হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে যে অতিরিক্ত উৎসব লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রায় কাহারও অগোচর নাই। তবে ব্রিটিষ রাজভ্রূকুটী সন্দর্শনে অনেকের হৃদয় সঙ্কুচিত থাকাতে পূর্ব্বাপেক্ষা দিন দিন উৎসবের লাঘব হইতেছে বলিতে হইবে। এখানে দোলযাত্রার এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে এতদ্দেশীয় নীচ প্রকৃতিগণ তামাসা নৃত্যাদি প্রদর্শন দ্বারা ও কুৎসিত বচনাবলি পূর্ণ সঙ্গীত সহযোগে চক প্রভৃতির পথ মধ্যে প্রত্যহ বিচরণ করিয়া কুরুচির অশেষবিধ পরিচয় দিয়া থাকে। দোলের দিন এই নীচ জাতীয়গণ আবীরারক্ত গাত্রে মদ্য পানে মত্ত হইয়া প্রকাশ্য পথে এরূপ কুৎসিত ভাবে নৃত্য গীতাদি করে যে কোন ভদ্র লোক চক্ষু কর্ণ বন্ধ না করিয়া গমন করিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্টকে এই অশ্লীলতা নিরাকরণার্থে অধিকতর উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক।

২। প্রায় অর্দ্ধ বর্ষ হইল মুঙ্গেরস্থ অনেকগুলি ভদ্র বাঙ্গালী একত্রিত হইয়া "আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী" নাম্নী একটী সভা সংস্থাপন করেন। কিন্তু নূতনত্ব প্রিয় মহোদয়গণ কিছু দিন পরেই সমুৎসাহ শূন্য হইয়া পড়েন। কেবল ২।৪ টী লোক ইহার স্থায়িত্ব জন্য সচেষ্ট থাকেন। অতঃপর যখন সভার কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত হইল, তখন সভার তাৎকালিক সহকারী সম্পাদক মহাশয় কয়েকটী আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতাদি দ্বারা তাহার মুমূর্ষাবস্থায় চিকিৎসা করেন এবং আরও ২ জন ভদ্র মহোদয় তৎসহযোগিতা করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন বিবেচনা হইল, কেবল বাঙ্গালী দ্বারা আমাদের মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে না, তখন বেহারবাসীগণকে এতৎ সভায় সন্নিবিষ্ট করিবার উদ্যোগ করা হয়। এজন্য মান্যবর পণ্ডিত ভাইরাম অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মদত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু সুরনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি আর্য্যধর্ম্মোৎসাহীগণ বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। বাঙ্গালী ও বেহারবাসীগণের মিলিত হইয়া কার্য্য করা আবশ্যক, তাহা এক্ষণে এতদ্দেশীয়গণের হৃদয়েরও ধারণা হইয়াছে। প্রতি রবিবারে বেলা ৩ টা হইতে সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত সভার নিয়মিত কার্য্যাদি হইতেছে। প্রতি সভায় প্রায় ২০০ বেহারবাসী উপস্থিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের উৎসাহ সন্দর্শনে বোধ হইতেছে, যে সভা স্থায়ী হইলেও হইতে পারে। সভা হইতে শীঘ্রই একটী সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপিত হইবার সংকল্প হইতেছে। যদি এ বিষয়টী সুসিদ্ধ হয়, তবে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা দ্বারা মুঙ্গের অবশ্যই বিশেষোপকৃত হইবে। সাধু হৃদয় মাত্রেই এই সভায় যোগ দান করেন, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা। যেন ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্য সভা ইহার মধ্যে কাহারও মনে বিদ্বেষ বিষবহ্নি প্রজ্বলিত না হয়। স্ব স্ব সমুন্নতি সাধনোদ্দেশে সকলেই সতত সযত্ন থাকিয়া ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করুন, ইহাই আমাদের মনের অভিলাষ। অত্রস্থ ধনাঢ্য মহাত্মন শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ উৎসাহ সহকারে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা চিরস্থায়িনী করিবার জন্য তাঁহার একটী দুই সহস্র টাকা মূল্যের গৃহ এককালে দান করিয়াছেন। অন্যান্য ধনশালীগণও এতদ্দৃষ্টান্তানুগামী হইবেন, তাহারও লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। বাবু গঙ্গাপ্রসাদ যে আমাদিগের অগণ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

সহযোগী সাময়িক পত্র।

বিচারপতি জাক্সন সাহেবের পুত্র কোন ডিগ্রীধারী না হইয়াও প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হওয়াতে অনেকে আপত্তি করিতেছেন। ষ্টেট্‌সম্যান আপত্তিকারী দিগের মুখপাত্র হইয়া স্পষ্ট বাক্যে এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। সহযোগী বলেন, অধ্যাপক নিয়োগ প্রতিযোগী পরীক্ষার নিয়মাধীন না করিবার তাৎপর্য্য এই, যে অধিক বিদ্বান্, বহুদর্শী ও গুণসম্পন্ন লোকদিগকে গবর্ণমেণ্ট চিনিয়া নির্বাচন করিয়া লইবেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে জাক্সন সাহেবের ন্যায় অল্পবয়স্ক অল্পশিক্ষিত এক ব্যক্তি যোগ্যতর ব্যক্তিদিগের পথরোধ করিয়া অনায়াসে এরূপ পদ অধিকার করিবেন, ইহা সাধারণের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এরূপ কার্য্য দ্বারা গবর্ণমেণ্ট অনুচিত প্রভুত্ব প্রদর্শন করিয়া সাধারণের বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। তিনি বলেন কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ডাক্তার পেইনকে কলিকাতায় স্বাস্থ্য চিকিৎসক এবং জ্যাক্সনকে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক করাতে রাজপ্রসাদের অপব্যবহারের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে। এরূপ ব্যবহারের দৃঢ় প্রতিবাদ না করিলে অন্যায়ের শাসন হইবে না।

রাজপুত্রের আগমনে অর্থ কিরূপে ব্যয় হইয়াছে অমৃতবাজার তাহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। মান্দ্রাজে গবর্ণমেণ্ট হাউস শুদ্ধ ফারাস করিবার নিমিত্ত ডিচাম্প কোম্পানি ৫৭০০০ টাকার বিল করেন। টেলার কোম্পানি রাজপুত্র ও তাঁহার পারিষদ বর্গের নিমিত্ত ঘোড়া যোগাইয়াছিলেন, এই জন্য তাহারা ২৮০০০ হাজার টাকার বিল করিয়াছেন। মান্দ্রাজে যুবরাজ সাত দিন মাত্র ছিলেন। এই কয়েক দিনের জন্য তাঁহার ঘর সাজান ও ঘোড়ার খরচ প্রায় নব্বই হাজার টাকা

পড়িয়াছে! মুসলমান সম্রাটেরা টাকা অপব্যয় করিতেন এই নিমিত্ত ইংরেজ ইতিহাস লেখক গণ তাহাদিগকে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছেন। আবার সেই ইংরেজগণ এক্ষণ নবাবদিগের উপর টেক্কা দিতেছেন।

প্রভাকর প্রস্তাব করেন লণ্ডনে যেরূপ অশ্লীলতা নিবারণ জন্য লর্ড চেম্বারলেন নিযুক্ত আছেন, কলিকাতাতেও সেই মত একজন স্বতন্ত্র বিজ্ঞ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া নগরের অশ্লীলতা নিবারণ করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন যে সমস্ত নাটক ও প্রহসন প্রভৃতি প্রকাশিত হইতেছে, তাঁহার হস্তে সেই সমস্তের পরিদর্শন ভার দেওয়া উচিত। এরূপ করিলে সহজেই অনেক অশ্লীলতা বিদূরিত হইতে পারিবে। নতুবা পুলিসের হস্তে এ ভার দিলে কখনই সমভাবে কার্য্য চলিবে না। গবর্ণমেণ্ট নিজে যখন তাড়া দিবেন, পুলিস তখনই রণসজ্জায় বহির্গত হইবে, অন্য সময়ে কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিদ্রা যাইবে।

সোমপ্রকাশ কলিকাতার পুলিস কমিসনর সম্বন্ধে বলেন, দেখিয়া বোধ হয় হগ সাহেব মিউনিসিপাল সংগ্রামে জয়ী হইয়া এবং যুবরাজের সন্তোষসূচক উপাধি পাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক চালাক হইয়া উঠিয়াছেন; তাঁহার সহচর ও অনুচরগণও বিশেষ চালাকি দেখাইতেছেন। সে দিন পটোলডাঙ্গার ঘোষাল পরিবারের প্রতি আপনাদের বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, আবার ইতিমধ্যেই গ্রেট্ ন্যাসন্যাল থিয়েটরের কতিপয় যুবাপুরুষকে ধরিয়া দ্বিতীয় বিক্রমের পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন। বলিতে কি আমরা পল্লীগ্রামের লোক, সম্প্রতি সহরে আসিয়াছি। সেখানে বন্য বরাহের ভয়ে রাত্রিতে সুস্থ মনে নিদ্রা হইত না, এখানেও হগের যেরূপ উপদ্রব দেখিতেছি, এখানেও যে সুস্থমনে বাস করিতে পারিব এরূপ বোধ হইতেছে না। যাহাহউক যুবরাজের একটী কীর্ত্তি রহিল, তিনি আসিয়া ভারতবর্ষে অনেক স্থানে বরাহের উপদ্রব নিবারণ করিলেন, কিন্তু কলিকাতার হগের উপদ্রব বৃদ্ধি করিয়া গেলেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। হোমিওপেথিক, সচিত্র পুস্তকাবলী ১ম সংখ্যা বসন্তকুমার দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মূল্য ।৵০ আনা। বাবু বসন্তকুমার দত্ত গৃহ-চিকিৎসা নামক যে এক প্রস্ত পুস্তক অতি সরল ভাষায় প্রণয়ন ও অল্প মূল্যে বিতরণ করিতেছেন, আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বসন্ত বাবু কেবল হোমিওপেথিক ব্যবসায়ী নহেন, তিনি এই উপাদেয় চিকিৎসাতত্ত্ব এ দেশের সর্ব্ব সাধারণের নিকট প্রচারার্থ বিশেষ যত্নশীল। এতদ্বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ ও অধ্যবসায় অসাধারণ। গৃহ চিকিৎসা সংখ্যাক্রমে প্রকাশ করিতেছেন, আবার তাহার উপর এই সচিত্র চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপাথ বাবু রাজেন্দ্র দত্ত ইহাঁর সহায়তা করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। বসন্ত বাবু অতি বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে দেশের একটী মহোপকার সাধন করিবেন। সাধারণের নিকট তিনি সমাদর ও সাহায্য লাভ করিবার সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র।

২। ভিক্ষার ঝুলি, প্রথম অভিযোগ, কি হলো! এই পুস্তক খানির নাম যেমন কৌতুককর, লেখাও তেমনি হুতমী ধরণের, কিন্তু ইহার ভাব অত্যন্ত গাঢ় ও চিন্তাপূর্ণ। ইহা দেশসম্বন্ধীয় বর্ত্তমানকালীন অত্যন্ত গুরুতর প্রশ্ন সকলের মীমাংসার্থ অবতীর্ণ হইয়াছে। আগড়পাড়ার চন্দ্রশেখর সেন ইহার লেখক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইনি কে? যিনি হউন, লেখক যে একজন সেন সে পক্ষে সন্দেহ নাই। ইনি রাজপুরুষদিগের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, অথচ সম্পূর্ণ রাজভক্ত; ইনি ব্রাহ্মদিগের মত ও ভাবের পোষকতা করিয়াছেন, অথচ তাহাদিগের অত্যন্ত ভিতরের কোন দোষের কথা বলিতে ছাড়েন নাই; ইনি নব্য দলের ন্যায় সামাজিক সংস্কার প্রার্থী, অথচ প্রাচীন উৎকৃষ্ট রীতিনীতি রক্ষার জন্য প্রাণপণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; ইনি সকল দলকেই ঘেঁটাইয়াছেন, কোমলাঙ্গী নব্য বঙ্গরমণীগণের ও প্রতিকৃতির কুৎসিত ভাগ তাঁহাদিগের সম্মুখে ধারণ করিতে ত্রুটি করেন নাই, অথচ সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

ভিক্ষার ঝুলি পুস্তকখানি বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের একখানি আশ্চর্য্য ছবি, যিনি আঁকিয়াছেন, তিনি একজন নিপুণ চিত্রকর বটেন। আমরা ইহার যে অংশ পাঠ করিয়াছি, সেই অংশে তাঁহার লিপিনৈপুণ্য দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। গ্রন্থকার এই পুস্তকে ৬ টী ভিক্ষা করিয়াছেন:—(১) গুইকুমার মল্লার রেওয়া দৃষ্টান্তে এ দেশের রাজারা একটু সতর্ক হইয়া চলেন, (২) ব্রাহ্মেরা অধিক অকপট হইয়া ও আত্মসংশোধন করিয়া দেশের ধর্ম্মের ও সমাজের সংস্কার করেন, (৩) বাঙ্গালিরা কুকুরবৃত্তি ছাড়িয়া স্বাধীন ব্যবসায়ের পন্থা দেখেন, (৪) জাত্যভিমান ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলে অধিক ঘনিষ্ঠ জাতীয় যোগে মিলিত হন, (৫) বিবাহের কুপ্রথা সকল নিবারিত হয়, (৬) নব্যা রমণীগণ প্রাচীনাদিগের সুরীতি সকল অবলম্বন করেন। ইহাঁর ভিক্ষার ঝুলি এখনও পূর্ণ আছে, পশ্চাৎ আরো ভিক্ষা জানাইবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পাঠক মাত্রেই আমোদিত ও উপকৃত হইবেন। কিন্তু স্বদেশহিতৈষী এবং সমাজ সংস্কারকগণের ইহা অবশ্য পাঠ্য, ইহা হইতে তাঁহারা চিন্তার অনেক বিষয় পাইবেন। গ্রন্থকার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্বদেশের হিতসাধনার্থ পাঠকগণকে উত্তেজিত করিয়াছেন। তাঁহার একস্থলের উত্তেজনা বাক্য এস্থলে প্রকটিত হইল:—

"আর ভারতে দল বাড়িও না, আর ভাইয়ে ভাইয়ে বিদ্বেষ ভাব রেখো না। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত, আসাম থেকে পঞ্জাব পর্য্যন্ত সকলকে ভাই বোলে স্নেহ করো। সকলে পরামর্শ কোরে কাজ করো। ভাল জিনিসটী পেলে একলা খেয়ো না, বেঁটে খাও; এক জনের বিপদ পোড়্লে, দশ জনে বুক দাও। ঐক্যতা কি অমনি হবে? দেশে দেশে জাতীয় সভা করো, (কল্‌কাতার জাতীয় সভার মত নয়) সেখানে থেকে সব প্রতিনিধি এসে এক জায়গায় জড়ো হোয়ে আপনাদের পরস্পরের অভাব প্রকাশ করো, আর সে সব মোচন কর্‌বার জন্যে সকলে মিলে চেষ্টা করো। যাতে সকলের উন্নতি হয় এমন বিষয়ে যত্নবান হও। এই রূপে ক্রমে আমরা সকলে এক জাত হবো—রাজপুতের মেয়ে বাঙ্গালিতে বিয়ে কোর্‌বে, বাঙ্গালি রাজপুতের ছেলেকে মেয়ে দেবে, এমনি কোরে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ হোয়ে, আরও নৈকট্য জন্মাবে তখন দেখ্‌তে পাবে, ভারতের শুভ দিন যথার্থ এয়েছে। আমাদের খাবার, পরবার দুঃখ নেই যে তার জন্যে কাক দারস্থ হোতে হবে, আমাদের নিজের ধন নিজেরা বেঁটে চেটে খেতে পাল্লেই ভেসে যাবে। তখন সোণার ভারত আবার সোণার হবে। এখন যা একটু আদটু চাক্‌চিক্য দেখ্‌তে পাও, ওসব গিল্টি করা; ছুরা, ভেতরে ফাঁপা।"

সংবাদাবলী।

বঙ্গদেশ ও কলিকাতা।

বেঙ্গলি লিখিয়াছেন কাশ্মীরের মহারাজা যখন কলিকাতা দর্শনার্থ আগমন করেন, তখন যুবরাজের শুভাগমন স্মরণার্থ গির্জ্জায় এক স্মরণ প্রস্তর রক্ষার জন্য কলিকাতার লর্ড বিসাপের হস্তে ২০০০ টাকা দিয়াছেন।

ওল্ডহাম সাহেব অবসৃত হইতেছেন, তাঁহার পদে এচ বি মেডলিকট নিযুক্ত হইয়া জিয়লজিকাল সর্ব্বে বিভাগের কার্য্য ভার গ্রহণ করিতেছেন।

যুবরাজের ভারতভ্রমণ স্মরণার্থ বেহারে শিল্পবিদ্যা শিক্ষার্থ আল্‌বার্ট ইণ্ডষ্ট্রিয়াল স্কুল নামক বিদ্যালয়ের জন্য দান সংগ্রহ হয়, ডিরেক্টর উড্রো সাহেব সংগৃহীত টাকার কিয়দংশ দ্বারা পুসা নামক স্থানে একটী শিল্প কার্য্যালয় খুলিয়া অবশিষ্ট টাকা পাটনা কলেজে দিতে চান। এটী ঠিক কার্য্য নহে।

বাবু হেমচন্দ্র কর ভারতবর্ষীয় জুটের রিপোর্ট লিখিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, এক্ষণে ভারতবর্ষীয় তমাকের রিপোর্ট লিখিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এক ব্যক্তি সোমপ্রকাশে লিখিয়াছেন, গত ২২ এ ফাল্গুন রাত্রিতে বড় জাগুলি থানার অধীন সুবর্ণপুর গ্রামের শ্রীরাজকুমার পোদ্দারের বাটীতে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। শুনিতেছি নগদ ও গহনা আদিতে প্রায় ১৫।১৬ হাজার টাকার সম্পত্তি লইয়া গিয়াছে। বড়জাগুলি থানার হেড্ কনস্টেবল এবং রাণাঘাটের ইনস্পেক্টর প্রভৃতি তদারকে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রাণাঘাটের সব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরামচন্দ্র সরকারকে এই তদারকে ব্রতী করিলে অনেক অনুসন্ধান হওয়া সম্ভব, কেন না উক্ত সব ইনস্পেক্টর বাবু বড়জাগুলি থানায় অনেক দিন ছিলেন এবং তিনি বিশেষ কার্য্যক্ষম।

আমাদের বরাহ নগরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—প্রায় ১৪ মাস অতীত হইল, বরাহ নগরের শশিপদ বাবুর স্ত্রী জ্বর ও প্লীহা রোগে আক্রান্ত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার পীড়া চিকিৎসকদিগের চিকিৎসায় অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কি এলপেথি, কি হোমিওপেথি, কি কবিরাজী সকল প্রকার মতেরই প্রধান প্রধান চিকিৎসকদিগকে কিছু দিন করিয়া দেখান হইয়াছিল, কিন্তু কাহারও চিকিৎসায় কিঞ্চিন্মাত্র উপকার দর্শে নাই। পরিশেষে বিগত ৮ই মার্চ্চ বুধবারে সর্ব্ব সন্তাপহারী পরমপিতা ইহ সংসার হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার অমৃতময় নিকেতনের এক দিকে স্থান দান করিয়াছেন। ৪ টী অপগণ্ড সন্তান ও স্বামীকে দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া তিনি ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবার জন্য কলিকাতা হইতে বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বাবু প্রসন্নকুমার সেন, বাবু কান্তি চন্দ্র মিত্র ও বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ব্রাহ্মেরা আসিয়াছিলেন। শব খাটের উপরে ধৌত বস্ত্র ও পুষ্প মালাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া তাহার নিকটে ব্রাহ্মগণ দণ্ডায়মান হইলে কেশব বাবু সংক্ষিপ্ত ব্রাহ্মোপাসনা করিলেন। তৎপরে শব গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া দাহন করা হইল, তাহার পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সত্যপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় দগ্ধাবশেষ কতিপয় অস্থি কড়ির বোতলের মধ্যে রাখিয়া বাটীর এক পার্শ্বের মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিলেন, অস্থি প্রোথিত করিবার সময় বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী সংক্ষেপে ব্রহ্মোপাসনা করিলেন। উহার উপরে একটী সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করা হইতেছে। শশিপদ বাবুর স্ত্রীর মত পতিব্রতা স্ত্রী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি স্বামীর জন্য অকূল সমুদ্র পার হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যু কালে বরাহ নগর ব্রাহ্মসমাজের বেদি নির্ম্মাণার্থ ২৫ টাকা ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের সাহায্যার্থ ২৫ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। আরও কি কি সদনুষ্ঠানে দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা আজও জানিতে পারি নাই।

কলিকাতায় সোনার বেণিয়া জাতীয় মহেন্দ্র লাল পাল নামক এক যুবক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আবদুল্লা নাম ধারণ করিয়াছে। মুসলমান সমাজের মধ্যে আনন্দ। হিন্দু জাতীয় কোন ব্যক্তির ইচ্ছা পূর্ব্বক মুসলমান হইবার প্রবৃত্তি হয় না, এ যুবক হয় পাগল, নয় লোভমোহিত হইয়া থাকিবে।

চাঁপাতলার শ্রীনাথ চন্দ্র বোড়াল নামক এক ব্যক্তি স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হইয়া মাতাকে প্রহরিতা করিতে বলে, মাতা তাহার মনের মত সতর্কতা অবলম্বন না করাতে হতভাগ্য ছুরিকাঘাতে তাঁহার গলা কাটিয়া মাতৃহত্যা সাধন করিয়াছে। হাইকোর্টের আগামী সেসনে ইহার বিচার হইবে। এরূপ দুরাত্মার জীবনে কি ফল?

উত্তর পশ্চিম।

অযোধ্যায় মহম্মদাবাদের রাজা আমীর হোসেন খাঁ গত জানুয়ারির কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় যে ছাত্র আরবীতে সর্ব্ব প্রধান হইয়াছে, তাহাকে ১০০ টাকা পুরস্কার দিবেন। মুসলমানদিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার উৎসাহদানার্থ পুরস্কারের বিধান করা অধিক আবশ্যক।

বেনারস কলেজের অধ্যক্ষ গ্রিফিথ সাহেব উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ডিরেক্টরের প্রতিনিধি হইয়াছেন। কেম্পসন ছুটী লইয়াছেন।

কলিকাতায় লর্ড বিশপ রওয়াল পিণ্ডীতে এরূপ পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, যে সত্বর ইংলণ্ডে গমন করিবেন।

মান্দ্রাজ।

সার সালার জঙ্গ বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গী হইয়াছেন, এ কথা আমরা বিশ্বাসযোগ্য মনে করি নাই। বাঙ্গালোরের একখানি পত্র উপরিউক্ত জনরব মিথ্যা বলিয়া স্পষ্টাভিধানে জানাইয়াছেন।

গতপূর্ব্ব বুধবার ডিউক অব বকিংহাম সদলে মান্দ্রাজে পৌঁছিয়াছেন।

বর্ণেল সাহেব টাঞ্জোরে ১২০০০ সংস্কৃত হস্তলিপি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার তালিকা ইউরোপ হইতে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবেন।

সার সালার জঙ্গ ইংলণ্ডে গমন করিলে হাইদ্রাবাদে গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই আশঙ্কা নিবারণার্থ তিনি তত্রত্য উগ্রপ্রকৃতি পাঠানদিগকে নগরের ২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী স্থানে বাসস্থাপনের অনুমতি করিয়াছেন। ৬ মাসের মধ্যে তাহাদের কোন ব্যক্তি সহরে প্রত্যাগত হইলে নির্ব্বাসিত হইবে।

বোম্বাই।

মনিয়র উইলিয়মসের প্রস্তাবিত অক্সফোর্ড ইনষ্টিটিউট স্থাপনার্থ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া বোম্বাইয়ে একটী কমিটী হইয়াছে, অনরেবল জেম্‌স গিব্‌ল সভাপতি, বিচারপতি গিনহে, সার জেম্‌সেটজি জিজিভাই, রায় সাহেব বিশ্বনাথ মণ্ডলিক, মহম্মদ আলি রোগে, অধ্যাপক আকসহাম, দাদাভাই নৌরজী, সার মঙ্গলদাস নাথুভাই সভ্য এবং ডবলিউ ওয়ার্ডিংটন সম্পাদক।

বোম্বাইয়ে বসন্ত রোগের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। দৈনিক মৃত্যুসংখ্যা ৪০।৫০ টী। গোবীজ টীকা অধিক পরিমাণে দেওয়া হইতেছে।

ইউরোপ

ফ্রান্সিস ডিক নামে হঙ্গেরীয় প্রসিদ্ধ দেশ-হিতৈষীর মৃত্যু হইয়াছে। হঙ্গেরীর সকল শ্রেণীস্থ লোকদিগের প্রতিনিধি এবং রাজা তাঁহার শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কবর পর্য্যন্ত যান। তিনি সুব্যবস্থার অধীন করিয়া হঙ্গেরীকে রুসিয়ার গ্রাস হইতে রক্ষা করেন।

অধ্যাপক টিণ্ডালের বয়ঃক্রম ৫৬ বৎসর। তিনি লর্ড ক্লড হামিল্টনের কন্যাকে বিবাহ করিতে যাইতেছেন।

লর্ড নর্থব্রুক আরল ব্যারিঙ উপাধি ধারণ করিবেন শুনা যাইতেছিল। কিন্তু তাঁহার খুড়ার হাম্পসায়ারের মিচেলডিবারের বিষয়াধিকারী হওয়াতে তাঁহার উপাধি 'আরল অব মিচেল ডিবার' হইবে।

পণ্ডিচারী হইতে ফরাসী ইণ্ডিয়ার একজন প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া বার্সেলিস সভাতে প্রতি বৎসর যায়, এ বৎসরও গিয়াছে। ইংলণ্ডীয় পার্লেমেণ্টে কি ভারতবর্ষের একজন প্রতিনিধি গৃহীত হইতে পারে না?

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারী বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, কুপার্স হিলের রয়াল ইঞ্জিনিয়ারিঙ কলেজে ভরতি করিবার জন্য আগামী জুন ও জুলাই মাসে পরীক্ষা হইবে। ৫০জন প্রবেশার্থী নির্বাচিত হইবে।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম মাক্সমুলার যদিও সংস্কৃত শাস্ত্রানুসন্ধানার্থ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর লইয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার বেতনের অর্দ্ধেক তাঁহাকে দিবেন এবং তাঁহাকে অধ্যাপক শ্রেণীতে গণ্য করিয়া রাখিবেন।

উইন ইলিস নামক একজন ইংরাজ মৃত্যুর সময় এইরূপ দান করিয়া গিয়াছেনঃ—পীড়িত বালক বালিকার হসপিটালে ১,৫,০০০; পিতৃমাতৃহীন বালিকাশ্রয়ে ১,০০,০০০ ক্রাইষ্ট চৈণ্ট,কাণ্টারবরী, লণ্ডন হসপিটালের প্রত্যেকে ৫০,০০০, ক্যান্সার হসপিটাল, আলেক্জান্দ্রিয়া অরফানেজ এবং রয়াল ফ্রি হসপিটালের প্রত্যেকে ৪০,০০০; ৩৩ টী ধর্ম্ম ও দান সম্বন্ধীয় কার্য্যের প্রত্যেকে ২০,০০০ এবং অন্য ৪ টীর প্রত্যেকে ১০,০০০ টাকা। এতদ্ভিন্ন অল্প অল্প দান অনেক করিয়াছেন।

গত ১৮ ই ফেব্রুয়ারি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগকে উপাধি দিবার ক্ষমতা লাভের জন্য নূতন চার্টার গ্রহণ করিবেন।

বিবিধ।

নিউইয়র্ক সহরে গত ২ রা ফেব্রুয়ারি এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। ইহাদ্বারা আনু মানিক ১০ লক্ষ ডলার মূল্যের গৃহ এবং ২০ লক্ষ ডলার মূল্যের দ্রব্য সামগ্রী নষ্ট হইয়াছে।

পেরাক ভূখণ্ড ব্রিটিষ সৈন্য দ্বারা অধিকৃত রহিয়াছে। রেসিডেণ্ট বার্চের হত্যাকারীদিগের ৩ জন ধৃত হইয়াছে। সেপুটাম হত্যাকাণ্ডের সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছে। এই ব্যক্তি ও আর একজন হত্যাকারী সুলতান আবদুল্লার লোক কর্তৃক ধৃত হয়। তৃতীয় হত্যাকারী হামীদ সায়াদ মহাসুর কর্তৃক ধৃত হয়।

প্রেরিত।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার।

আমরা আমাদিগের মধ্যে সাহিত্যের এবং শারীরিক বল ও চরিত্রাদির উন্নতির জন্য এই হরিনাভি গ্রামে বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসাবধি হরিনাভি সাহিত্য উৎসাহিনী সভা নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছি। সভার সুচারুরূপ তত্ত্বাবধান জন্য হরিনাভি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় ইহার সভাপতির ভার গ্রহণ করিয়াছেন। পরে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে আমাদিগের সাহায্যার্থ দানশীলা মহারাণী শ্রীমতী স্বর্ণময়ী মহোদয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১০ দশ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা ভক্তি সহকারে অপ্রস্ফুটিত সাহিত্য কুসুমে এই যৎসামান্য পদ্য হার রচনা করিয়া উপহার প্রদান করিয়াছি। যদিও ইহা যৎসামান্য তথাপি ভরসা করি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার পত্রের এক পার্শ্বে এই ক্ষুদ্র পত্র খানির স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

উপহার।

কিধন পৃথিবী ধরে; কি আছে মোদের,
শুধিবে যাহাতে; মোরা শুধিব যাহায়
তব উপকার রূপ ঋণ দয়াশীলে!
তুচ্ছ পৃথিবীর ধনে শোধা কভু যায়?

দেবি! যশস্বিনী তুমি, ভারতের তরে,
জীব বহু কাল, কর ভারতের হিত,
উপকৃত হইয়ে তোমার উপকারে,
করুক ভারতবাসী তব যশ গীত।

দেবি! দয়াশীলে: এ ভারত তব ঋণ
শুধিতে নারিবে কভু দিয়ে রত্ন ধন।
পারে করিবারে—করিবেক যশোগান
যত কাল বিরাজিবে চন্দ্র কি তপন।

আমরা সকলে ভক্তি কুসুম তুলিয়ে
গাঁথিলাম মালা নহে অতি সুচিকণ।
না জানি গাঁথিতে ভক্তি মাত্র এর মূল,
করুন্ মঙ্গল তব জগত কারণ।

হরিনাভি ৩ রা চৈত্র ১৯০২ সম্বৎ — হরিনাভি সাহিত্যোৎসাহিনী সভার সভ্যগণ।

বাঁকুড়ার মারিভয়।

অত্যন্ত ভীত ও বিষাদিত হইয়া লিখিতেছি বাঁকুড়ায় ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। কত জীবন অকালে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে ও দগ্ধ করিতেছে। চারি দিকে রোদন বিলাপ, প্রাণ কোন মতে স্থির থাকিতে পারে না। ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু ন ভ্রাতা কত পথিক পথিমধ্যে ঐ রাক্ষসীর উদরসাৎ হইতেছে। কত লোক বিষয় রক্ষার জন্য মকর্দ্দমা সূত্রে জেলায় আসিয়া সর্ব্বস্ব ধন জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে। বৃদ্ধ জনক জননীর একমাত্র আশা ভরসা কত উপযুক্ত সন্তান, অবগণ্ড শিশু সন্তানের একমাত্র সহায় কত পিতা মাতা চিরদিনের জন্য সকলকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে। চারিদিকে হাহাকার, প্রাণভয়ে সকলেই ব্যাকুল। অনেকেই ভয়ে এস্থান ত্যাগ করিয়াছে, অল্প দূরস্থ লোকেরা ভয়ে আর বাঁকুড়ায় বাজার করিতেও আসে না। বাঁকুড়া গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে প্রায় ২০০ দুই শত বালকের মধ্যে এখন ২০।২৫ টী ভিন্ন আর সকলেই স্থানান্তরে পলাইয়াছে। স্কুল বন্ধের জন্য বালকেরা প্রথমে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আবেদন করে, কিন্তু স্কুল বন্ধ না হওয়ায় বালকেরা পলাইতে বাধ্য হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেবও বলিয়া দিয়াছেন যে যাহাদের এস্থানে থাকিতে ভয় হইবে, তাহারা স্থানান্তরিত হউক। গত কল্য উপস্থিত ভদ্রলোক সমূহ এক সভা আহ্বান করিয়া যুক্তি করেন, কি উপায়ে ওলাউঠার গতি রোধ করা যায়। তাহাতে বাঁকুড়ার জজ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। বাঁকুড়া এক টী জেলা, কিন্তু এখানে একটী টুমটেমে চেরিটেবল ডিস্পেন্সরী ও একটী নেটিব ডাক্তার ভিন্ন অন্য কোন সহায়তা পাইবার সুবিধা নাই। যে একজন সিবিল সর্জ্জন আছেন, তিনি আপনার রোগে আপনিই অচল, তাঁহাকে বড় কেহ দেখিতে পায় না।

যাহাহউক বর্ত্তমান নেটিব ডাক্তার আবদুল জলিলের ন্যায় যদি আর একজন ডাক্তার এ সময়ে থাকিতেন তাহা হইলে দেশের অনেক উপকার হইত। আবদুল জলিলের ন্যায় মহাশয় ও পরোপকারী ডাক্তার বাঁকুড়ার একটী রত্নস্বরূপ। তিনি দিন রাত্রি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ঘুরিতেছেন, কিন্তু একা কত দিক রক্ষা করিবেন? ভদ্রলোকেরা কমিটীতে স্থির করিয়াছেন "সত্বর কলিকাতা হইতে দুজন ডাক্তার আনান হয়। রাস্তায় রাস্তায় পথে, ঘাটে গন্ধক জ্বালান হয় এবং যত দিন উক্ত ডাক্তার দ্বয় না পৌঁছেন ভদ্রলোকদের মধ্যে কেহ কেহ যথা সাধ্য রোগীদের তত্ত্বাবধান করিবেন ঈশ্বরের কৃপাই সর্ব্বোপরি। তিনিই তাঁহার সন্তানগণকে বিপদ হইতে উদ্ধার করুন, ভয় হইতে মুক্ত করুন।

আগামী ৫ ই চৈত্র হইতে তিন দিবসের জন্য বাকইপুরের হিন্দুমেলা আরম্ভ হইবে। স্বদেশহিতৈষী মহোদয়গণ স্ব স্ব আয়ত্তাধীন স্থনের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া মেলার অষ্টম দিবস পূর্ব্বে বাকইপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়দিগের নামে কিম্বা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে প্রেরণ করিলে ঐ সকল বস্তু মেলাস্থলে পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট হইলে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে।

বাকইপুর ১০ ই ফাল্গুন ১২৮২ সাল } শ্রীনবগোপাল বসু বাকইপুর হিন্দুমেলার অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক।

যৌবন সুহৃদ।

যুবকগণের স্বাস্থ্য হানিকর কদভ্যাস নিবারণ বিষয়ক)

মূল্য ৵৹ আনা, মফস্বলে ডাকমাসুল /৹ আনা

প্রসাদ প্রসঙ্গ।

(রাম প্রসাদ সেনের জীবন চরিত সম্বলিত গীতাবলী)

মূল্য ॥৹ আনা, মফস্বলে ডাকমাসুল /৹ অ।

উপরি উক্ত পুস্তকদ্বয় হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে এবং কলিকাতা মির্জাপুর ষ্ট্রীট ১ নং মিত্র এণ্ড কোম্পানির পুস্তকালয়, ৩ নং ব্রাহ্ম নিকেতন, কলেজ স্কোয়ার ১২ নং ইণ্ডিয়ান হোমিওপাথিক ডিস্পেন্সরী এবং কলেজ ষ্ট্রীট ৫৫ নং কানিঙ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

নূতন প্রকাশিত।

চিত্তবিনোদিনী।

(সিপাহী বিদ্রোহ সম্বলিত উপন্যাস।)

গত আষাঢ়ের আর্য্যদর্শনে ইহার সমালোচনা দৃষ্ট হইবে। মূল্য ১।০ টাকা, ডাকমাসুল ৵৹। হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে, পটলডাঙ্গা কানিং লাইব্রেরী ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত অনুবাদিত হইয়া শেষ নিম্নলিখিত ঠিকানায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য কমিসন বাদে ১৩৲ টাকা। ডাক মাসুল ১৸৵৹ আনা।

কলিকাতা,
বিডন ষ্ট্রীট ৬৬ নং শ্রীদুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়।
বিডন প্রেস,

টাকের মহৌষধ।

আমাদের নিকট টাকপড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে ইহার দ্বারা অনেক লোকের টাক সারিয়াছে। অল্পদিনের টাক ১৫।২০ দিনে ভাল হইয়াছে। অধিক দিনের হইলে কিছু অধিক কাল ব্যবহার করিতে হয়। মূল্য ২ আউন্স শিশি ১ টাকা। চিনাবাজার আরমানি গির্জ্জার সম্মুখে শ্রীযুক্ত নরসিংহ প্রসাদ দত্তের দোকানে এবং আমাদের নিজ ডিস্পেন্সারিতে বিক্রয় হয়।

১৪ নং সংস্কৃত কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হিন্দু স্কুলের ঠিক সম্মুখে } মহলানবীশ। এবং কোং

মফঃস্বল এজেন্সি।

শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া কমিসন লওয়া যায়, কেবল পুস্তকাদি পাঠাইতে হইলে কমিসন লওয়া যায় না। কলিকাতা খরিদ দরে ডাকমাশুল দিয়া মফঃস্বলে বসিয়া পাইতে পারিবেন।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ১১ নং পুস্তকালয়।

গৌড়ীয় ভাষাতত্ব ১ম খণ্ড মূল্য ১৲ টাকা উপরিউক্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

RIJU BRITTI
OR A COMPLETE KEY TO THE
RIJUPATHA
PART I.

ঋজুবৃত্তি।

প্রথম ভাগ।

অর্থাৎ

প্রথম ভাগ ঋজুপাঠের।

অন্বয়, কারক, সমাস, ধাতু, বাচ্য, কাল, তদ্ধিত, কৃদন্ত, প্রত্যয় এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজি অনুবাদ সম্বলিত

ব্যাখ্যা পুস্তক।

মূল্য ॥৹ আট আনা।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটীর সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

বেঙ্গল নেটিব জয়েণ্ট ষ্টক কোং লিমিটেড।

এই জয়েণ্ট ষ্টকের অংশ গ্রহণের সময় পৌষের পরিবর্ত্তে আগামী চৈত্র পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। হরিনাভি ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ১১ নং বামাবোধিনী কার্য্যালয়, সোমপ্রকাশ কার্য্যালয় ও লাহোর ব্রাহ্মসমাজে অংশ গ্রহণেচ্ছুদিগের নাম প্রভৃতি গৃহীত হইবে।

শ্রী চিরঞ্জীব মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

সৈরিন্ধ্রী নাটক।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়; ক্যানিং লাইব্রারি এবং নূতন ভারত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য ১ম খণ্ড এক টাকা ছিল ৸৹ আনা স্থির করা গেল। ২ য় খণ্ড ৸৹ আনা মাত্র। বেঙ্গল থিয়েটারে সত্বর অভিনীত হইবে।

ন্যাসনেল কোম্পানীর ইণ্ডিয়ান হোমিওপেথিক মেডিকেল হল।

১২ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

আমাদের ফারমেসীতে মহাত্মা হানিমান হেরিং, জার, বেয়ার, হেম্পেল প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তাদিগের হোমিওপেথিক পুস্তক, ট্রাকটস্, পেম্‌ফ্লেটস্ ও সমস্ত ঔষধের মাদার টিংচার, ডাইলিউসন, ট্রাইটুরেসন, ঔষধ পূর্ণ মেহগনী কাঠের বাক্স; ঔষধ প্রস্তুত জন্য ও শিশুদিগের খাদ্যোপযোগী সুগার অব মিল্ক (দুগ্ধ চিনি); চেনরি টার্ণারের উৎকৃষ্ট কডলিভার অইল, ও লিণ্ট্ প্রভৃতি যাবতীয় হোমিওপাথিক দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

এই কোম্পানিতে অংশীদার গ্রহণ করা যায়। প্রতি অংশের মূল্য ৫০ টাকা। অন্যান্য বিষয় ম্যানেজারের নিকট তত্ত্ব করিলে জানা যায়।

শ্রীশরৎ চন্দ্র দত্ত।
ম্যানেজার।

ভারত সংস্কারকের নিয়মাবলী।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে ভারত সংস্কারক প্রেরিত হইবে না।

ইহার মূল্য।

	কলিকাতা	মফস্বল
অগ্রিম বার্ষিক	৬৲ টাকা	৭৷
" বাণ্মাসিক	৩।৹ "	৪।৹
" ত্রৈমাসিক	২৲ "	২।৵৹
মাসিক	[illegible]	৸৹
প্রতি সংখ্যা ...	।৹	

ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতিপঙক্তি প্রথম তিন বার ৵৹ আনার হিসাবে, তাহার পর /১০ আনার হিসাবে দিতে হইবে। অধিক দিনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে পারে।

Printed and published, by B. M. Ghose, *at the* East India Press, Harinabhi.

ইহার কারণ। ইহাদ্বারা জমীদার ও প্রজাগণ পরস্পর হইতে অধিক, বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। মেডিকাল কলেজে ইংরাজ ও বাঙ্গালী ছাত্রদিগের বিবাদ অতি সামান্য ঘটনা। কিন্তু তাহা হইতে কলেজের বাঙ্গালা শ্রেণী কাম্বেল স্কুল নামে স্বতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে কলিকাতার গাড়োয়ানদিগের উপর কঠোর নিয়ম প্রচার হওয়াতে তাহারা ধর্ম্ম ঘট করে। বোম্বাইয়ের মুসলমানেরা তত্রত্য পারসীদিগের উপর সম্প্রতি যে অত্যাচার করে, তাহা স্মরণীয়।

সর রিচার্ড টেম্পল।

ইনকম ট্যাক্‌সের প্রসাদে এই মহাত্মার নাম ভারত বিখ্যাত হইয়াছে। ইনি এক্ষণে বঙ্গদেশের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। বঙ্গদেশের ছয় কোটী লোকর শুভাশুভ ভদ্রাভদ্র এখন তাঁহার হস্তে। তিনি মনে করিলে এই অবসরে সৎকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বঙ্গবাসীগণের হৃদয়ে চিরকীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার মনে এখন কিরূপ চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা অন্তর্যামী ঈশ্বর আর তিনি ভিন্ন আর কাহারও গোচর হইবার নহে।

সর রিচার্ড টেম্পল আমাদের বহুকালের পরিচিত লোক, অনেক কাল এতদ্দেশে রাজকার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি দুর্ভিক্ষের কার্য্যে নিয়োজিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের রাজস্বমন্ত্রী ও কয়েক বৎসর ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য ছিলেন এবং অনেককাল মধ্যভারতবর্ষে শাসন কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন।

সর রিচার্ডের নামের সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের বিপ্রিয় ইনকম ট্যাক্‌সের বিষয় চির সংযুক্ত রহিয়াছে। ইনকম ট্যাক্‌সের নামের সঙ্গে সর্ব্বসন্তাপক বিষম অত্যাচার কাণ্ড সকলেরই স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে। এই জন্য সর রিচার্ডের নাম শুনিলে সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়া দেখিলে এ সংস্কারকে কিয়ৎ পরিমাণে অমূলক বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। পীড়ন অধিকাংশ কর্ম্মচারীদিগেরই দোষসম্ভূত। আরও শুদ্ধ এ দোষের জন্য তাঁহাকে সকল বিষয়ে অনুপযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অনুচিত।

সর রিচার্ডের ক্ষিপ্রকারিতা ও কার্য্য তৎপরতার বিশেষ প্রশংসা আছে। দুর্ভিক্ষ প্রদেশে পরিদর্শন সময়ে তিনি প্রতিদিন ৫০।৬০ মাইল পথ পরিভ্রমণ ও অতিশয় পরিশ্রম করিতেন।

সর রিচার্ড যাঁহার পদে অভিষিক্ত হইলেন তাঁহার কৃতকার্য্য সকল তাঁহাকে বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। ক্যাম্বেলের ন্যায় তাঁহাকে চতুর ও কার্য্য ক্ষম হইতে হইবে, কিন্তু উক্ত মহাত্মা যে সকল কণ্টকী লতার বীজ বঙ্গ ক্ষেত্রে বপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে সেই গুলি চিনিয়া উৎপাটন পূর্ব্বক সুবৃক্ষের বীজ বপন করিতে হইবে।

সার জর্জ ক্যাম্বেল।

(২য় প্রস্তাব)

ক্যাম্বেল সাহেবের কার্য্যের মধ্যে সামান্য শিক্ষার ও সমান্তরাল পদোন্নতির ব্যবস্থাই সর্ব্ব প্রধান। কিন্তু এই দুইটীর কোনটীই তাঁহার স্বাধীন চিত্ত ভূমি হইতে উদ্ভাবিত হয় নাই। দুইটীই সর পিটর গ্রাণ্ট সাহেবের প্রস্তাব এবং ক্যাম্বেল সাহেবের হস্তে উভয়ই বিকৃত আকারে কার্য্য পরিণত হইয়াছে। আমাদের কোন কোন সহযোগী স্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও ক্যাম্বেল সাহেবকে উচ্চশিক্ষার বন্ধু বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু আমরা কার্য্য ধরিয়া বিবেচনা করিলে বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হই। ক্যাম্বেল সাহেব বলিতেন, যে তিনি উচ্চশিক্ষার পরম বন্ধু; লর্ড নর্থব্রুক অনুমান করেন যে তিনি ইহার কোন শত্রুতা করেন নাই, দুই চারি খানি সংবাদ পত্র এ বিষয়ে ক্যাম্বেল সাহেবের উক্তির পোষকতা করিয়া থাকেন; স্পষ্ট কার্য্য প্রমাণ অবহেলা করিয়া কি আমরা কেবল কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি? তাঁহার বহু সংখ্যক কার্য্য উচ্চ শিক্ষার মর্ম্মদেশে দারুণ আঘাত করিয়াছে। তাঁহার একটী কার্য্যমাত্র উচ্চশিক্ষার সপক্ষতা করিয়াছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেটী প্রেসিডেন্সি কালেজের গৃহ নির্ম্মাণ। এটীও তাঁহার স্বকৃত প্রস্তাব নহে। তবে তিনিই রাজকোষ হইতে ইহার জন্য অর্থ দিয়াছেন; গৃহ নির্ম্মাণকার্য্য তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইয়াছে, এ জন্য তিনি কৃতজ্ঞতার পাত্র তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রস্তাবটী যখন পূর্ব্বে অনুমোদিত হইয়াছিল, তখন তাহা একদিন না একদিন অবশ্যই অস্তিত্ব লাভ করিত সন্দেহ নাই। আর গৃহ নির্ম্মাণে উচ্চশিক্ষার কি সহায়তা করিয়াছে? তাঁহার সুন্দর গৃহটী কি উচ্চ শিক্ষার্থীদিগকে অধিকতর আকর্ষণ করিবে? যদি তিনি উচ্চশিক্ষার বেতন ন্যূন করিয়া দিতেন, নূতন নূতন উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠা করিতেন, পারিতোষিক ব্যবস্থা করিয়া উচ্চশিক্ষার্থীদিগকে উৎসাহ দিতেন, উত্তম উত্তম অধ্যাপক আনাইয়া ইহার সহায়তা করিতেন অথবা উচ্চশিক্ষার আদর্শকে এক্ষণকার অপেক্ষা উচ্চতর স্থলে সংস্থাপিত করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে উচ্চশিক্ষার উৎসাহদাতা বন্ধু বলিয়া সকলে সম্মাননা করিত, কিন্তু তিনি নানা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার বিপক্ষতাচরণ করিয়া শুদ্ধ একটী গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারা ইহার পরমবন্ধু বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না

মুসলমানদিগের সম্বন্ধে ক্যাম্বেল সাহেব যেরূপ ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা পক্ষপাতিতা ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারি না। সাধারণ বিষয়ে সাধারণ ব্যবস্থাই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য; তাহার অনথ্যাচরণ করিলে অবশ্যই অন্যায় হইয়া থাকে। হিন্দু স্কুল ভিন্ন বঙ্গদেশের সমুদায় নিম্নোচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় হিন্দুদিগের ন্যায় মুসলমানদিগের জন্যও উন্মুক্ত। যদি মুসলমানেরা তাহার উপকার গ্রহণ না করিয়া থাকেন, সে জন্য মুসলমানদিগেরই ত্রুটী, কিন্তু তন্নিবারণার্থ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন ও বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে গেলে রাজকর্ত্তব্যের সীমা উল্লঙ্ঘন করা এবং অপরাপর শ্রেণীর বিরাগভাজন হওয়া হয়। ক্যাম্বল সাহেব যে মুসলমান পক্ষপাতী ছিলেন তাহা তাঁহার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেতেও প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি অতি সামান্য কর্ম্মেও, হিন্দুদিগকে ক্ষিত করিয়া মুসলমানদিগকে নিয়োগ করিতে পারিলে সন্তুষ্ট হইতেন। আমরা মুসলমান দিগের উন্নতি দর্শনে দুঃখিত নহি। ঈশ্বর করুন, তাঁহারা উত্তরোত্তর অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব কীর্ত্তির সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়েন্। কিন্তু এই পক্ষপাতের মূলীভূত কারণের প্রতি সন্দেহই আমাদিগের দুঃখের একমাত্র কারণ। মুসলমান দিগের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে যখন প্রথম ব্যবস্থা হয়, তখন আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টির সন্দেহ করিয়াছিলাম। ক্যাম্বেল সাহেবের এই কয়েক মাসের কার্য্যে আমাদের সেই সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়াছে।

সামান্য শিক্ষা সম্বন্ধে ক্যাম্বেল সাহেব কি করিয়াছেন? তিনি কেবল এতদ্দিন ঘোরতর কোলাহল করিলেন মাত্র। স্থায়ী উপকার কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বিগত সাম্বৎসরিক শাসন রিপোর্টে তিনি স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন যে "সামান্য শিক্ষার জন্য আয় কোথা হইতে হইবে, এতদ্বিষয় সন্দেহ স্থল। যাহা হউক এদেশীয় ফণ্ড সকলের সঞ্চিত অর্থ যদি অন্য কোন রূপে ব্যয়িত না হয়, তাহা হইলে আরও এক কিম্বা দুই বৎসরের জন্য সাহায্য প্রদত্ত হইবে।" সামান্য শিক্ষার এইরূপ পরিণতি হইল।

বঙ্গদেশ যে তাঁহার হৃদয়ের সামগ্রী ছিল না, ইহার ভাষার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ভাব তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির সর্ব্বত্রই বঙ্গভাষার সমাদর দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছিল এবং আশা হইয়াছিল যে সময়ে এই ভাষা এ প্রেসিডেন্সির সাধারণ ভাষা হইয়া ইহার বিচ্ছিন্ন অধিবাসীদিগকে সম্মিলিত করিবে। কিন্তু প্রতি জেলার ভাষা যাহাতে সর্ব্বত্র চিরকাল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, ক্যাম্বল সাহেব তাহার সূত্রপাত করিয়া গেলেন। আসাম ও উড়িষ্যার দেশহিতৈষী অধিবাসীরা বঙ্গভাষার প্রতি অদ্যাপি অনুরাগী, আমরা তাহার অনেক উদাহরণ পাইতেছি।

কাম্বেল সাহেব ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়া গণ্য হইবারও চেষ্টায় ছিলেন। সাঁওতালদিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যোগ অবিদিত নাই।

ক্যাম্বেল সাহেব রাইয়তদিগের বন্ধু হইয়া জমীদার দিগকে শাসন করিতে গেলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। শেসে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল, জমিদার ও প্রজাদিগের মধ্যে 'আওবাব' আদান প্রদানের চিরপ্রথা প্রচারিত আছে, তাহার অন্যথাচরণ করিবার তাঁহার ক্ষমতা আছে কি না সন্দেহ স্থল। ইহাদ্বারা তিনি তাহাদের জ্বলন্ত বিবাদানলে ঘৃতাহুতি, অর্পণ করিলেন মাত্র। এ বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ না হইলেই ভাল হইত।

তাঁহার শাসনের মুখ্য দোষ রথ্যাকর স্থাপন্। ইহা তাঁহার রাজত্বের সকল কলঙ্কের প্রধান কলঙ্ক। দারুণ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাও তাঁহাকে এই প্রলোভন হইতে এক বৎসরের জন্য অব্যাহতি দিতে পারিল না। লর্ড নর্থব্রুক এ অব্যাহতি দিবার ক্ষমতা তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এমন দুঃসময়েও এ ক্ষমতার পরিচালনা করিলেন না।

তাঁহার শাসনে এতদ্দেশীয় কারাগার সকল যমদণ্ডের আলয় হইয়াছে, পুলিসের অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং শাসন বিভাগের কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকে নির্ভয়ে ক্ষমতার অযথা ব্যবহার করিয়াছে। তিনি যেরূপ ব্যক্তিগত শাসনের স্বপক্ষ, তেমনি আত্মশাসনেরও বন্ধু। যদিও এই দুই শাসন প্রণালীর সামঞ্জস্য কোথায় আমরা জানি না, কিন্তু তিনি আত্মশাসন প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যও যত্ন পাইয়াছেন। এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব শাসনব্যবস্থার একত্র সংস্থান কতদূর কার্য্যকারীও সফল হইবে তাহার মীমাংসার ভার ভবিষ্যতের হস্তে রহিল। আমরা ইতি মধ্যে বঙ্গদেশের মুখশ্রীর পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা লাঙ্গল ছাড়িয়া বিচারাসনে উপবেশন করিতেছে এবং রাজ্য সংক্রান্ত নানাবিধ কার্য্য কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত হইতেছে। কোন কোন স্থানের লোকেরা তাহাদের মিউনিসিপালিটীর প্রতিনিধি নিয়োগার্থও মহা সমারোহে মিলিত হইতেছে। তাঁহার ড্রইং ও সর্ব্বেইং শিক্ষার ব্যবস্থা এবং তাঁহার সবডেপুটী নিয়োগের ব্যবস্থাও বঙ্গদেশ মধ্যে বিশেষ পরিবর্ত্তন ও উৎসাহ স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে। এতদ্দারা বঙ্গভূমির চির নির্জ্জীবতা

দূর হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কাম্বেল সাহেবের কৃতকার্য্যতার যথোপযুক্ত প্রশংসা করিতে আমরা বাস্তবিকই অসমর্থ। তাঁহার দুর্দ্দম প্রকৃতি এইরূপ কার্য্যের যেরূপ উপযুক্ত স্থিরভাবে রাজ্যশাসন করিবার সেরূপ উপযুক্ত নহে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তাঁহার একটী কার্য্যের জন্য আমরা যথার্থই দুঃখিত। সেটী তাঁহার লর্ড নর্থব্রুকের সহিত কলহ। মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুকের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে যে বিষম কোলাহল উত্থিত হইয়াছে, তিনিই তাহার মূলীভূত কারণ বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। সাধারণের মঙ্গলোদ্দেশেই লর্ড নর্থব্রুক তাঁহার কতকগুলি মীমাংসা ও ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্যাম্বল সাহেব তাহাতে বিরক্ত হইয়াই ইংলণ্ডীয় সংবাদ পত্রাদিতে তাঁহার বিপক্ষে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে সে বৃথা আন্দোলন আপনা আপনি শান্তভাব ধারণ করিতেছে। চতুর ক্যাম্বেল সাহেব শুদ্ধ তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেই বোধ হয় লর্ড নর্থব্রুককে ভয়চমকিত করিবার জন্য তিনি এপ্রেল মাসের প্রথমেই কর্ম্মত্যাগ করিয়া বিলাতে যাইবার সংকল্প প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি চাহিলেন এবং তাঁহাকে বাধ্য করিবার জন্য, তাঁহার ইচ্ছা হইলে আরও অধিক কাল থাকিতে পারেন বলিলেন। লর্ড নর্থব্রুক বিষম বিপাকে পড়িলেন। দুর্ভিক্ষ সময়ে যাঁহাদ্বারা অধিকাংশ কার্য্য সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারই সাহায্য হইতে সর্ব্বাগ্রেই বঞ্চিত হইতেছেন। কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক অধিকতর চতুর সন্দেহ নাই। তিনি অবিলম্বে দুর্ভিক্ষ কার্য্যের সাহায্যার্থ টেম্পল সাহেবকে ক্যাম্বেলের সহকারী নিযুক্ত করিয়া দুর্ভিক্ষ গ্রস্ত প্রদেশে পাঠাইলেন। টেম্পল সাহেব এপ্রেল মাসের পূর্ব্বেই সকল বিষয়ের অভিজ্ঞ হইয়া বঙ্গদেশের শাসন ভার গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। শুনিতে পাই ক্যাম্বেল সাহেব নাকি আরও কিছুকাল বঙ্গদেশের শাসন ভার স্বহস্তে রাখিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণর জেনরল তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের নিকট এজন্য তিনি টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন ইহাও শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে টেম্পল সাহেবের হস্তে বঙ্গদেশের শাসন ভার সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ক্যাম্বেল সাহেব আর কিছু দিন থাকিলে বোধ হয় তাঁহার অনেকগুলি কার্য্যের ভ্রম ও দোষ সংশোধন করিবার চেষ্টা পাইতেন এবং তাঁহার অক্ষুণ্ণ ক্ষমতা পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানদ্বারা সঞ্চালিত করিয়া এ দেশের অধিকতর হিত সাধন করিতে সমর্থ হইতেন। ইহা হইলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইত।

নূতন প্রেসিডেন্সী কলেজ গৃহ প্রতিষ্ঠা।*

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার জর্জ ক্যাম্বেল বঙ্গদেশ পরিত্যাগের পূর্ব্বে একটী প্রশংসার কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এক বৎসর মধ্যে যেরূপ সত্বর বেগে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে কেবল তাঁহারি ক্ষিপ্রকারিতার সাধুবাদ করিতে হয়। গত ৩১ এ মার্চ্চ মঙ্গলবার এই বিদ্যালয় গৃহের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে স্থানীয় প্রায় যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালী সমবেত হইয়াছিলেন। সভারম্ভে সর্ব্ব প্রথমে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইনজিনিয়ার স্মিথ সাহেব মহাত্মা কাম্বেলের হস্তে নূতন বাটীর চাবি সমর্পণ করিয়া তাহার নির্ম্মাণ পারিপাট্যের এইরূপ একটু সংক্ষেপ বিবরণ বলিলেনঃ—

"কলেজটী ত্রিতল ইহাতে একজন অধ্যক্ষ, ১৬ জন অধ্যাপক ও ৮০০ ছাত্র সচ্ছন্দে থাকিতে পারে। ইহাতে ১৬টী শ্রেণীর বসিবার উপযোগী গৃহ, ৩টী বিজ্ঞান, বক্তৃতা ও যন্ত্রাদি রক্ষার ঘর, একটী বৃহৎ পরীক্ষার দালান, একটী পুস্তকালয়, একটী আফিস ঘর, একটী অধ্যক্ষের ঘর, দুইটী অধ্যাপকের ঘর এবং অন্যান্য প্রয়োজন সাধনার্থ ১৭টী অতিরিক্ত কুঠারি আছে। ইহাতে জল, গ্যাস প্রভৃতির কল উপযুক্ত রূপে বসান হইয়াছে। ইহার শোভাদি বর্দ্ধনার্থ আরো কতক কার্য্য অবশিষ্ট আছে, সত্বর সম্পন্ন হইবে, কলেজ কম্পাউণ্ড সমুদায়ে ৮ বিঘা ভূমি। ভূমির মূল্য ব্যতীত ইহাতে ৩,৩১,৩৫৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে। অট্টালিকার কোন অংশে কিছু মাত্র দোষ নাই।"

সার জর্জ কাম্বেল ইহা শুনিয়া আহ্লাদিত চিত্তে ইঞ্জিনিয়ার দিগের প্রশংসা করিলেন এবং দীর্ঘ বক্তৃতা পূর্ব্বক স্থপতি রবার্টস ও তাঁহার সহকারী গার্লিঙ সাহেবকে বিশেষ ধন্যবাদ দিলেন। পরে তিনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া বলিলেনঃ—

"যাঁহারা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টকে উচ্চশিক্ষার বিরোধী মনে করেন, তাঁহারা একবার এই অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, ইহা তদ্বিপরীতে সাক্ষ্য দান করিবে। আমার বিশ্বাস, এই বিদ্যালয় সূর্য্যের ন্যায় বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ এবং সমুদায় আসিয়াকে উজ্জ্বল করিবে। আমরা সকলেই জানি ও এক বাক্যে স্বীকার করি যে হিন্দুরা যার পর নাই বুদ্ধিজীবী জাতি, তাঁহারা প্রাচীন পূর্ব্ব দেশীয় সভ্যতা ও পশ্চিম দেশীয় সাহিত্য ও সভ্যতা অধিকার করিয়াছেন, আমি আশা করি আমাদিগের আহরিত জ্ঞান তাঁহারা অধিকতররূপে আয়ত্ত করিবেন। আমার আরও বিশ্বাস, চিরসাহিত্যাবাস পারিস্যারব দেশাগত মুসলমান জাতিও হিন্দুজাতির পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন না এবং এই বিদ্যামন্দিরে সকল জাতি, সকল

* গত সপ্তাহে এ প্রস্তাবটী লিখিত হইয়াছিল, স্থানাভাবে প্রকাশিত হয় নাই।

সম্প্রদায় এক সাধারণ বিদ্যা দেবীর উপাসনায় সম্মিলিত হইবেন।"

পরে তিনি প্রশংসাবাদ পুরঃসর অধ্যক্ষ সাটক্লিফ সাহেবের হস্তে বিদ্যালয়ের চাবি অর্পণ করিলেন। সাটক্লিফ বলিলেনঃ—

"১৮৫৪ সালে মার্ক্ ইস ডালহাউসী প্রেসিডেন্সী কলেজ সংস্থাপন করিয়া ইহার জন্য একটী উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়া যান। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার পক্ষে বিস্তর প্রতিবন্ধকতা দেখিয়া আমি হতাশ হইয়া পড়িয়া ছিলাম। ১৮৭১ সালে আপনি (সার জর্জ) একদিন লেক্চর গৃহ সকল পরিদর্শন করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে আমি উৎসাহিত হইয়া গৃহের জন্য পুনঃ প্রস্তাব করিলাম এবং আপনি যৎপরোনাস্তি আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ইহা সুসম্পন্ন হইবার উপায় করিয়া দিলেন। এ বিদ্যালয়ের যে গুণানুবাদ করিলেন, আমার সহকারী সুযোগ্য অধ্যাপক দলের যোগ্যতাই তাহার কারণ। আমি বিদ্যালয় সংভুক্ত সকলের হইয়া আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।"

অতঃপর কয়েকটী ছাত্র ক্যাম্বেল সাহেবকে এক অভিনন্দন দিলেন। তাহাতে তাঁহারা তাঁহার উচ্চশিক্ষার প্রতি অনুরাগ, বিজ্ঞান ও ব্যায়াম শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দান এবং দেশীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তনের প্রশংসাবাদ করেন।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এই অভিনন্দন পাইয়া এরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন যে বলিলেন 'আমার সমুদায় অফিসিয়েল জীবনে যত সুখ পাইয়াছি, ইহা তাহার একটী প্রধান নিদর্শন।' পরে তিনি বলিলেন, আমার শাসনের যিনি যেরূপ নিন্দা করুন না কেন, আমি বিশ্বাস করি এই কলেজের ভাবী বংশীয়েরা বলিবে,

"যা হউক, তিনি (ক্যাম্বেল) একেকালেই বদ লোক ছিলেন না, কারণ তিনি আমাদিগকে এই কলেজ দিয়াছেন।"

ছাত্রদিগের দ্বারা তাঁহার প্রবর্ত্তিত সংস্কার সকলের ফল প্রসূত হইবে, এ আশা তিনি বার বার প্রকাশ করিলেন এবং নানা প্রকারে উচ্চশিক্ষার প্রতি তাঁহার অনুরাগের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ইংরাজী শিক্ষা দ্বারাই এদেশের উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে এবং সেই জন্য তৎপ্রতি আমার যত দূর সাধ্য উৎসাহদান করিয়াছি। ছাত্রেরা আর যে যে বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, ক্যাম্বেল সাহেব তাহার প্রত্যেকের সমীচীন উত্তর দান করেন, বস্তুতঃ বোধ হইল এতদিনের পরে তিনি তাঁহার মন খুলিয়া বলিবার বন্ধু পাইয়াছেন।

তৎপরে রাজা রমানাথ ঠাকুর এদেশীয় দিগের পক্ষ হইয়া বিদ্যালয় গৃহনির্ম্মাণ জন্য সার জর্জ ক্যাম্বেলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। বিজয়নগরের রাজা বলিলেন 'আমি মান্দ্রাজী হইলেও আমি বঙ্গদেশে শিক্ষিত হইয়াছি, অতএব ইহাকে আমার দ্বিতীয় স্বদেশ জ্ঞান করি। এইজন্য পূর্ব্বোক্ত রাজার পোষকতায় তিনি দুই চারি কথা বলিলেন।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইহার প্রত্যুত্তরে বলিলেনঃ—

"আমার কার্য্য ভালই হউক আর মন্দই হউক, আমি সর্ব্বদা সম্পূর্ণ ও গম্ভীররূপে এদেশীয়দিগের জন্য সহানুভূতি করিয়াছি, আমি গত ৩০ বৎসর কাল অধিকন্তু এ দেশীয়দিগের মধ্যে বাস করিয়াছি, দেশীয়েরা অনেক সময় আমার সহচর, সহায় ও পরামর্শ দাতা ছিলেন। আমি বিশ্বাস করি, তাহাদিগের মঙ্গলার্থে আমার সাধ্যমত কোন চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। আমি পঞ্জাবীদিগের সঙ্গে অধিক দিন থাকিলেও বাঙ্গালীরা আমার হৃদয়ের অনেক স্থান অধিকার করিয়া আছেন।' আমার স্বজাতির সঙ্গে ইহাঁদের ন্যায় আর কোন জাতিরই সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইনা। মহৎ ভাগ্য ইহাঁদিগকে প্রতীক্ষা করিতেছে। এ দেশীয় সাধারণ প্রকাশ্য সভার সঙ্গে আমার এই শেষ সাক্ষাৎ, অতএব আপনাদের নিকট আমি এখন হইতেই এক প্রকার বিদায় গ্রহণ করিতেছি। যাহাহউক আমি সুযোগ্য টেম্পল সাহেবের উপযুক্ত হস্তে ও রাজপ্রতিনিধির আশ্রয়ে আপনাদিগকে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ গবর্ণর জেনারল বাহাদুরকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে তিনি এই মর্ম্মে বলিলেনঃ—

"বর্ত্তমান উপলক্ষে আমার অধিক উৎসাহ দান করা বাহুল্য। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার বিপক্ষ বলিয়া ২ বৎসর পূর্ব্বে কোন কোন স্থানে যে সন্দেহ হয়, (আমি সে সন্দেহ কখন করি নাই, বরং অনেক স্থলে তাহা অমূলক বলিয়াছি) এখন তাহা শূন্যে বিলীন হইয়াছে। এ বিষয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিচারক ছাত্রগণের নিকট লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে অভিনন্দন পাইয়াছেন, তাহাতেও সে সন্দেহ অস্বীকৃত হইয়াছে।

উচ্চ শিক্ষার পোষণ ও উৎসাহ দান কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতেছেন এবং করিবেন এবিষয় অনেক দিন স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এখন শিক্ষা সম্বন্ধে অন্যান্য প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করা আবশ্যক। যখন প্রেসিডেন্সী কলেজ গবর্ণমেণ্ট সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া ইহার ফেলোদিগের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহিত হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য সভ্য গবর্ণমেণ্টের ন্যায় কেবল বিজ্ঞানাদির উৎসাহ দান করিবেন,' তখনই এদেশীয় শিক্ষিতদের যথার্থ গৌরবের দিন হইবে।"

পরে তিনি সার জর্জ ক্যাম্বেলের অসুস্থতার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেনঃ—

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আপনার অধ্যবসায়শীলতার উল্লেখ করিয়া একটী স্পষ্ট সত্য বলিয়াছেন। এ দেশের রাজকার্য্যে অনেক বিখ্যাত পারদর্শী লোক থাকিলেও তাঁহার একাগ্রতা, সকল প্রতিকূলতার মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রমশীলতা ও উচ্চ শাসন ক্ষমতা প্রশংসনীয়। তিনি অসুস্থশরীর হইয়াও অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়া কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত ছিলেন এবং এখনও থাকিতে স্বীকৃত, কিন্তু ইহাতে তাঁহার আরোগ্যের আশা না দেখিয়া আমি অবসর দান করিতেছি। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সত্য বলিয়াছেন, ভারতবাসীদিগের সহিত তাঁহার গভীর সহানুভূতি। তিনি ইংলণ্ডে যে উচ্চ পদে আরোহণ করিতে যাইতেছেন, তথায়ও এই ভাব রক্ষা করিবেন আমার নিশ্চয় বিশ্বাস।

এক্ষণে ছাত্রগণ সার জর্জ ক্যাম্বেলের মূর্ত্তিস্থাপন

বং ত্যাগস্বীকার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া পনাদিগের কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করেন ই আমার বক্তব্য।”

গবর্ণর জেনেরলের অনুরোধ ক্যাম্বেল াহেবের সম্মানার্থ তিনবার জয়ধ্বনি হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

প্রেসিডেন্সী কলেজের গৃহ প্রতিষ্ঠার অধিনায়ক সার জর্জ ক্যাম্বেল, ইহাতে তাঁহার মহিমা ও প্রকৃতির বিলক্ষণ পরিচয় লাভ করা গিয়াছে। তিনি উচ্চশিক্ষার এই উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া আপনার মনের একটী উচ্চতার প্রমাণ দিয়াছেন, কিন্তু তিনি এরূপ প্রকাশ্যস্থলে আত্মগৌরব ও আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টা করিয়া ক্ষুদ্রচেতার ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। মহৎলোকেরা যে অভিসন্ধিতে কার্য্য করেন, সামান্য লোকে তাহা বুঝিতে না পারিয়া নিন্দা করে বটে, কিন্তু তাঁহারা তজ্জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হন না। ক্যাম্বেল সাহেব বরাবর সাধারণের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া যাইবার সময় তাহাদিগের সহানুভূতি পাইলেন না বলিয়া যে কাঁদিয়া গিয়াছেন এবং সুবিচারক ছাত্রদিগকে (যাহারা শুনিতে পাই প্রিন্সিপালের অনুরোধে অভিনন্দন পত্র লিখিয়াছিলেন,) আপনার যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ ও সদাশয়তার সাক্ষী মানিয়া যে মন খুলিয়া সকল কথা বলিয়াছেন ইহাদ্বারা তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্ব প্রদর্শিত না হইয়া অনেকটা অসারতা প্রকাশিত হইয়াছে। যাহাহউক বর্ত্তমান ঘটনায় জন্য সার জর্জ আমাদিগের চিরকৃতজ্ঞতার আস্পদ থাকিবেন।

সমাজ সংস্কার।

সমাজকে সংস্কৃত করিতে হইলে সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথার মূলোৎপাটন পূর্ব্বক সুসংস্কার ও সদাচারের প্রবর্ত্তন জন্য প্রাণগত যত্ন ও চেষ্টা করা আবশ্যক। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে একাল পর্য্যন্ত ভারতের চতুর্দ্দিকে বিদ্যার প্রভাব যে প্রকার বিস্তারিত হইতেছে; কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে জ্ঞান চর্চ্চা যে রূপ বৃদ্ধি হইতেছে; সাহিত্য, ভূগোল, ব্যাকরণ, গণিত, বিজ্ঞান ও নীতি প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বর্ষে বর্ষে যেরূপ বহু সংখ্যক যুবা সংসারে প্রবেশ করিতেছেন, তাহাতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ যে প্রকার অবস্থায় ছিল, এইক্ষণে যে তদপেক্ষা শতগুণ উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুসমাজ যে প্রকার অবস্থায় অবস্থিত ছিল, জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সামাজিক জীবনের কোন উন্নতি সাধিত হইয়াছে কি না? চিরপরম্পরাগত কুসংস্কার ও কুপ্রথা সকল নিরাকৃত হইতেছে কি না? ইহার প্রত্যুত্তরে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বিদ্যানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অবস্থা কথঞ্চিৎ সমুন্নত হইয়াছে বটে, কিন্তু চিরপ্রচলিত কুসংস্কার ও কুপ্রথার মূলদেশ এখনও পর্য্যন্ত অস্পৃষ্ট রহিয়াছে।

যে সকল ব্যক্তি দ্বারা সমাজ সঙ্গঠিত হইয়া থাকে, তাহাদের ব্যক্তিগত উন্নতির সমষ্টির নামই সামাজিক উন্নতি। সভ্যসমাজ মাত্রই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণত ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, পারিবারিক ও সাধারণ; অপরাপর সকল ক্ষুদ্র শ্রেণীকে এই দুইটী প্রধান শ্রেণীর অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। পিতামাতা, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী, এবং দাসদাসী প্রভৃতি পারিবারিক সম্বন্ধজনিত ব্যক্তিগণ পারিবারিক শ্রেণীর অন্তর্গত, এবং রাজা প্রজা, অধ্যাপক অধ্যেতা, বণিক ক্রেতা, সহযোগী প্রতিবেশী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় অর্থাৎ সাধারণ শ্রেণীর অন্তর্গত। এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যে সকল কৃতবিদ্য যুবক অধ্যাপনা সাঙ্গ করিয়া বর্ষে বর্ষে সংসারে প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহারা উল্লিখিত শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ে পঠদ্দশায় যে সকল জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সংসারে পদনিক্ষেপ করিয়া কি তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে সমর্থ হইতেছেন? পঠদ্দশায় বর্ষে বর্ষে যেরূপ উপার্জ্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা দান করিয়া আসিয়াছেন, পাঠ সমাপনান্তে পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের যথার্থ পরীক্ষার কাল উপস্থিত ভাবিয়া কি প্রস্তুত হৃদয়ে সংসার ধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত হইতেছেন? আমরা স্বীকার করি কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীয় উপার্জ্জিত জ্ঞানের আদেশ পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং সেই সেই বিষয়ে সামাজিক, পারিবারিক ও সাধারণ বিভাগে আশাতীত উন্নতি লাভ করিতেছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে উন্নতির বিষয়গুলি পরহিতের কারণ না হইয়া প্রায়ই স্বার্থমূলক হইয়া পড়িয়াছে। আলোচনা করিলে দেখা যায় যে হিন্দুসমাজের পারিবারিক বিভাগে কেবল শারীরিক সুখ সচ্ছন্দতার আয়োজন এবং সাধারণ বিভাগে বালকবালিকাদিগের শিক্ষার্থে বিদ্যালয়, আলোচনা সভা ও সংবাদ পত্রের অনুষ্ঠান ভিন্ন আর কিছুই নাই এগুলি যে স্বার্থমূলক তাহাতে বড় অধিক সন্দেহের কারণ দেখা যায় না, কেন না অনেকেই দীর্ঘকাল বসিয়া অঙ্গে সাবান বিমর্দ্দন ও লৌহবিমর্দ্দিত পরিপাটী শুভ্র বসন পরিধান পূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ দেহের শ্রী-

সৌন্দর্য্য ও রূপলাবণ্য বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, এবং পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী সম্বন্ধে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারুন আর না পারুন, অসঙ্কুচিতভাবে ও অপ্রতিহত ঔদার্য্য সহকারে আপন স্ত্রী পুত্রের সুখ স্বচ্ছন্দতা রক্ষার ছলে বিলাস বৃদ্ধি করিবার জন্য চিরার্জ্জিত জ্ঞান-সম্ভূত বুদ্ধি কৌশল, শক্তি সামর্থ্য, উদ্যম উৎসাহ ও অনুরাগ অধ্যবসায় ব্যয় করিতে ত্রুটী করেন না, সুতরাং দেশের হিতের জন্য সাধারণ বিভাগের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিয়া উঠিতে পারেন না। তবে আপন বালক বালিকাদিগের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ের নিতান্ত প্রয়োজন, এই জন্য তাহার সাহায্যার্থ কেহ কিছু অর্থ প্রদান করিয়া নানা কৌশলে জনসমাজে আপনার নিঃস্বার্থ হিতৈষণা প্রচার করিতে যত্নবান্ হয়েন। আবার যে স্ত্রী ও পুত্র কন্যার অনুরোধে সমাজের অন্যান্য সকল বিভাগের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন, তাহাদিগের প্রতিও যথোচিত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারিলেন না। যদিও পুত্রকে অর্থোপার্জ্জনের উপযোগী জ্ঞান-শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যাধ্যয়নে নিযুক্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু অপরিণত বয়সে একটী নবম, দশম, বা ঊর্দ্ধ সংখ্যা একাদশ বর্ষ বয়স্ক বালিকার সঙ্গে তাহার উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভাবী বংশের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির দ্বারে বিষাক্ত কণ্টক রোপণ করিয়া রাখিলেন এবং কন্যা নয় দশ বা ঊর্দ্ধ সংখ্যা একাদশ বর্ষে উপনীত হইবামাত্র তাহার বিদ্যার দ্বারে কবাট দিয়া পঞ্চদশ বা ষোড়শবর্ষীয় একটী অপ্রাপ্ত বয়স্ক অপরিপুষ্ট দেহসম্পন্ন যুবার (!) হস্তে তাহার শরীর মনের ভার বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তাহার এবং তদ্গর্ভসম্ভূত সন্তান সন্ততির শারীরিক ও আন্তরিক অবনতির বীজ রোপণ করিলেন। দাসদাসী, যাহারা পরিবারের সহিত বিশেষরূপে সংভুক্ত থাকিয়া বালকবালিকাদিগের সদসচ্চরিত্রের মূলীভূত কারণ, ভদ্র ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে ভদ্রাচরণ শিক্ষা না দিয়া বরং পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে কটু ভাষা ও কর্কশ ব্যবহারে বিকৃত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। সাধারণ বিভাগেও এইরূপ ব্যবহার। যদিও বালকবালিকাদিগের শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে বহু সংখ্যক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু সহস্রের মধ্যে একআধজন শিক্ষাশাস্ত্রব্যুৎপন্ন সচ্চরিত্র শিক্ষক দ্বারা সাগর সমান সমাজের কি পরিমাণে সংস্কারের আশা করা যাইতে পারে? কয়জন কৃতবিদ্য রাজা আপন প্রজাবর্গের জ্ঞান, নীতি, সুখ ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি করিবার জন্য, তাহাদিগের সামাজিক অবস্থাকে সমুন্নত করিবার জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন? এবং কয়জন কৃতবিদ্য বণিক্ চিরনিন্দিত অসাধুতা হইতে বণিকসমাজকে উদ্ধার করিবার জন্য কোন একটি যৎসামান্য উপায়ও অবলম্বন করিয়াছেন?

নীতি শাস্ত্রের সার সার বচন অভ্যাস করিলেই যদি সমাজের উন্নতির সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে ভারতের সামাজিক উন্নতিসাধন জন্য কোন সভ্য জাতির সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু যেরূপ জীবন্ত দৃষ্টান্ত আবশ্যক, ভারতবর্ষ ইহার শত শত বিদ্যালয় ও সহস্র সহস্র কৃতবিদ্য যুবক সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত তাহার সহস্রাংশের একাংশও প্রদর্শন করিতে পারিতেছে না! সমস্ত জীবন আপনার ও স্ত্রী পুত্রের সুখস্বচ্ছন্দতা ও বিলাসের জন্য ব্যয়িত করিয়া দিবাশেষে যাহাদের শ্রমপ্রপীড়িত দেহ নিতান্ত অবসন্ন ও উদ্যমবিহীন হইয়া পড়ে, তাহাদিগের বিষণ্ণ বদনের প্রতি চাহিয়া কোন্ প্রাণে তাহাদিগের নিকট পরসেবা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? পঞ্চাশ বৎসরের অপ্রতিহত পরিশ্রমের পর ভারত সন্তান যে এক্ষণে পরিষ্কার পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিতে শিখিয়াছেন, বিলাতীয় রীতি অনুসারে বেশ বিন্যাস করিতে শিখিয়াছেন, শকটারোহণে গতিবিধির প্রথা অবলম্বন করিয়া মৃত্তিকা স্পর্শশূন্য হইতে শিখিয়াছেন, বিবিধ রত্নালঙ্কারে আপন স্ত্রী পুত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে শিখিয়াছেন, অন্যূন দুই শত মুদ্রা ব্যতীত একজন ভদ্রলোকের সপরিবারে ইংরাজী প্রথা মত ভদ্রতা সংরক্ষণ পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা নিতান্ত অসম্ভব জানিয়া অহোরাত্রি অর্থানুসন্ধানে প্রাণমন সমর্পণ করিতে শিখিয়াছেন এবং আহূত হইলে মধ্যে মধ্যে প্রকাশ্য সভায় সুললিত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে শিখিয়াছেন, ইহাই কি হিন্দুসমাজের যথেষ্ট সংস্কারের পরিচয় দিতেছে না? কৃতবিদ্য পাঠকগণ ইহার বিচার করিয়া আমাদের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

পুস্তক সমালোচনা।

শিমলা শৈল আত্মোন্নতি কারিণী সভার নিয়মাবলী—আমরা অনেক দিন এই পুস্তক খানি উপহার পাইয়াছি, কিন্তু কোন প্রতিবন্ধক বশতঃ সমালোচন করিতে না পারিয়া দুঃখিত ছিলাম। কয়েকটী সুসভ্য বাঙ্গালী কার্য্যোপলক্ষে সিমলাতে বাস করেন, তাঁহারা আত্মোন্নতি সাধনার্থ এই সভাটী স্থাপন করেন। সভার যেরূপ নিয়ম সকল দৃষ্ট হইল কার্য্যে পরিণত হইলে বিশেষ আনন্দের বটে। সভাতে অনেক পুস্তক ও সংবাদ পত্র সংগৃহীত হইয়া থাকে, জ্ঞান, বিজ্ঞান, নীতি প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে এবং সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুবাদ সংগ্রহ করা হয়। হিমালয়ে বাঙ্গালী কয়েক জন যে এরূপ সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত আছেন, ইহা নিতান্ত প্রশংসনীয়।